

তুলনামূলক
মেটেরিয়া মেডিক্স
(থেরাপিওটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশক
এম. চট্টোচার্য্য এণ্ড কোং
'ইকনমিক স্টাডিসেস'
৮৪নং ক্লাইভ স্ট্রীট
কলিকাতা।
১৩৩৩

କଳିକାତା, ୮୫ନଂ ବ୍ରାହ୍ମ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍
ଏମ୍. ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଓ କୋଂସ ପବ୍ଲିଶର୍ସ
ଶ୍ରୀମତେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃକ
ପ୍ରକାଶିତ

କଳିକାତା
୨୫ନଂ ବାସବାଗାନ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍
• ଇକନମିକ ପ୍ରେସ୍ ପବ୍ଲିଶର୍ସ
ଶ୍ରୀମତେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃକ ମୁଦ୍ରିତ

জ্যাবোরেণ্ডি (Jaborandi) ।

পরিচয় :—পাটলো কার্পাস-মাইক্রোফাইলাস ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি স্থূলমাত্রায় প্রয়োগে গলদেশ ও মুখমণ্ডলের গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়, ফলে কয়েক মিনিট মধ্যেই রোগীর প্রচুর ঘর্ম, মুখ হইতে প্রচুর লালাস্রাব, চক্ষু হইতে প্রচুর অশ্রুস্রাব এবং নাক ও গলা হইতে স্লেয়াস্রাব হইতে থাকে ।

হোমিওপ্যাথিক মতে এই ঔষধটি অতিরিক্ত খাম, ক্ষয়রোগের মৈশ-ঘর্ম লক্ষণে বিশেষ সফলতাব সহিত ব্যবহৃত হয় ।

• কর্ণমূলগ্রন্থি-প্রদাহ (মাল্পাস) ও চক্ষুর কাঠিন, চক্ষু ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে বোধ লক্ষণ ইহা দ্বারা সুন্দর কাজ পাওয়া যায় ।

শক্তি :—নিম্ন, উচ্চ উভয়বিধ শক্তিই ব্যবহৃত হয় ।

টকসিকোফিস (Toxicophis) ।

পরিচয় :—মকাসিন জাতীয় সর্প ।

ব্যবহারস্থল :—এই জাতীয় সর্পেব দংশনের পর ব্যথা ও জ্বর হয় । কখন কখন প্রথম লক্ষণগুলি স্থান পরিবর্তন করে ও নতুন লক্ষণ নিয়া আবির্ভূত হয় । শবীরে অস্বাভাবিক তড়তা বোধ করায় । শোণ ও শ্বাসশূল বোগেও ইহা ব্যবহৃত হয় ।

শক্তি :—৩০ শক্তি অধিক ব্যবহৃত হয় ।

টঙ্গো (Tongo) ।

পরিচয় :—অন্ত নাম টঙ্কা, ডিপটিব্র-অডোবেটা ।

ব্যবহারস্থল :—ইহা শ্বাসশূল ও ছুপিং-কাসির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । আধ-কপালে মাধাধবা এবং মুখের স্নায়ুগুলে ইহাব ক্রিয়া চমৎকার । যে দিকের কপাল ব্যাধাশ্রিত হয়, সেই দিকেবচক্ষু হইতে অত্যধিক অশ্রুস্রাব ইহাব বিশিষ্টতা (ইথে, স্পাইজি, আইসিস) । নাসিকাব সন্ধিতে যদি নাসিকা বন্ধ হইয়া যায় এবং রোগী ইহা কবিশা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, তাহাতেও এই ঔষধ কার্য্যকরী (গ্লাম্বাকাস, স্নাক্স, ষ্টিকটা) ।

প্রদর বোগে ইহা কার্য্যকরী । চলাফেরা ক্রিয়াব শ্বাস প্রদরস্রাবের আধিক্য হয় (টিলিয়া) এবং মলত্যাগকালে বেগ দিলে স্লেয়াস্রাব । ভাইবা, গ্রাফা, ম্যাগ-মিউব) হইতে থাকে ।

ইহার সকল যন্ত্রণা বসিয়া থাকিলে বেশী হয় । জাভ-নিম্নস্ত অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনাযও ইহা কার্য্যকরী ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬ শক্তি ।

টরুলা (Torula) ।

অন্যনাম :—ইয়েষ্টে-প্রেট ।

ব্যবহারস্থল :—সর্দি, শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দা, উদগার, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, বৃণ, ফোঁড়া প্রভৃতি উপযোগে ইহার নিম্ন বা উচ্চ মাত্রা শক্তিতে সফলতার সহিত ব্যবহৃত হয় ।

টাইনোস্পোরা-কডি (Tinospora Cordi) ।

পুৰাতন জবে যকৃত ও প্রীচাব বিনুদ্ধি লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী ।

শক্তি :—মূল আবক ও নিম্নশক্তি ।

টার্ণারা-আফ্রোডিসিয়াকা বা ড্যামিয়ানা ।

(Turnera Aphrodisiaca).

পরিচয় :—ইহার অপব নাম ড্যামিয়ানা ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বাধক, স্মৃতিবদ্ধ, স্নেহপ্রদ, পবিত্র, ক্রান্তি, স্নেহ, মাগাদবা, মূত্র বেগ ধাবণে অক্ষমতা প্রভৃতি বোগে বিশেষ উপযোগী ।

ডাঃ হেল বলেন, এই ঔষধটি স্না ও পুষ্ক উভয়েবই জননেক্রিয়েব উত্তেজক । অত্যধিক হািমসেবাজনিত বোগে, স্বপ্নদায় বা অসাড়ে গুরুগাত কিম্বা মত্রখনি-মুখশায়িকা গ্রস্ত হইতে অসাড়ে লালাব কায় প্রাব প্রভৃতিতে ইহা উপযোগী । স্নীলোকদিগেব বজ্রোবোধ, বাধক এবং প্রদব প্রভৃতি বোগেব দ্রুত জননেক্রিয়েব শিথিলতাসও ইহা ফলপ্রসূ ঔষধ ।

বৃদ্ধদিগেব মূত্রবেগ ধাবণশক্তির অভাব এবং দিবা বাত্মি ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নিগত হইলেও ইহা প্রয়োগ করা চলে । আছাড় পাইবাব ফলে মেরুদণ্ডে আঘাতেও ইহা ব্যবহার্য্য ।

মাথাব উপব দিকেব অত্যধিক ঘন্নগাত শূলেও ইহা দ্বাবা উপকার হয় ।

সম্বন্ধ :—টার্ণারা—আঘাত ও ক্রান্তিতে—আণিকা তুল্য । পবিত্র এবং অসাড়ে গুরুক্ষয় বোগে—বোলস, সেবাল-সেব ও কাষ্ট তুল্য । শিবান্ধশূলে—এপিফেগাস সমতুল্য ।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট ১০-৩০ গোট ।

টারপিন-হাইড্রেট (Terpin Hydrate) ।

তপিং-কাসি, মন্দ জ্ব, পুরাতন সর্দি প্রভৃতি লক্ষণে ইহার নিম্নশক্তি কার্য্যকরী ।

টিউক্রিয়াম মেরাম-ভেরাম (Teucrium Marum Verum) ।

পরিচয় :—ইহাৰ অপব নাম—ক্লে থাইম ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধেৰ ক্ৰিয়া নাসিকা ও মলদ্বাৰেৰ উপৰ সমধিক । ক্ৰমি-ধাতু-বিশিষ্ট শিশু ও বৃদ্ধাদিগেৰ পৌডায় বিশেষতঃ ক্ৰমিব জন্ম মলদ্বাৰে চুলকানি, হিষ্টা, নাকৈৰ সন্ধি ও পলিপাস, আমবাত, মূত্ৰনলীৰ পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাৰ্য্যকৰী ।

টিউক্রিয়াম দ্বাৰা নাসিকাৰ ভিত্তবেৰ এবা য়োনিমেষ্টেৰ মিল্লীময় অৰ্দ্ধদ আৰোগ্য লাভ কৰিবা থাকে । নাসিকাৰ ভিত্তবে পলিপাস জন্ম বোগী বাৰংবাৰ হাঁচি দিতে থাকে, জ্বাণশক্তি লোপ-পায, নাসিকা ইহাতে জ্বলেৰ জ্বায় আৰ নিৰ্গত হইতে থাকে এবং ভয়ানক চুলকায । নাহকৰ প্ৰনস না বক্তিনাদোগেও ইহা ব্যবহৃত হয় । সন্ধ্যাবেলা পড়িবাব সময় নাসিকা বন্ধ হইয়া যায় ।

মন :—টিউক্রিয়াম বোগী কথ' বলে খুব বেশী এবং কিছুতেই শান গাতিবাব ইচ্ছা দমন কৰিতে পাবে না (সাইকি, ক্রোক, প্ৰ্যাটি) । মানসিক ও দৈহিক আনন্দ বোধ কৰে । আত্মবেদন পৰ আত্ম ক্রোধাস্থিত হইয়া পড়ে ।

উদরাময় :—উদরাময় বোগী শিশু অত্যন্ত ক্রন্দন কৰ এবং শীর্ণ হইতে থাকে । মলদ্বাৰে এত চুলকানি হয় এবং ক্ৰমিগুলি এত সদসডানি উৎপাদন কৰিতে থাকে যে শিশু কিছুতেই ঘুমাইতে গাবে না, অনববত ছুটফুট কৰিতে থাকে, বাদ বা ঘুমায ঘুমেব ভিতব খুব হাত-পা ছোড়ে । হঠাৎ ঘুমেব ভিত ভা পাহিয়া জাগিয়া উঠে চৌংকান কৰিতে থাকে । শ্বন পান কৰিবাব পর শিশুৰ হিষ্টা হয় ও শূণ্ডী উদগাব তুলিতে থাকে । বোগীৰ স্থগা অস্বাভাবিক ।

ক্ৰমি : ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ৰমি রোগের একটি চমৎকাৰ ঔষদ । এই ক্ষুদ্র ক্ৰমিগুলি সাধাবণতঃ কোন ঔষধেই সম্পূর্ণ আৰোগ্য লাভ কৰে না । থকথক মলেব সঠিত শুচ্চ শুচ্চ ক্ৰমি নিৰ্গত হইতে থাকিলে ইহা দ্বাৰা বিশেষ উপকাৰ দশে ।

টিউক্রিয়াম অৰ্দ্ধদ ও নাসিকা বা জবায়ুব পলিপাস বোগে বিশেষ উপযোগী (আক্সুইনেবিয়া, ক্যালকেবিয়া) ।

পলিপাস :—জীলোকদিগেৰ জবায়ুব ভিতৰ অৰ্দ্ধদবোগেও ইহা ফলপ্রদ । ইহাৰ অৰ্দ্ধদগুলি আকাৰে এত বড যে জবায়ুব ভিতব ইহাতে সতীছেদেব বাহিৰে আসিয়া পৌডায় ।

বাত :—টিউক্রিয়াম বোগীৰ ডাণ পায়েব বুড়ো আঙ্গুলেব নখ, চামড়া ভেদ কৰিয়া ভিতৰে ঢুকিয়া যাইবাব ফলে ক্ষত উৎপন্ন হয় । বাতাপ্ৰিস্ত বেদনাতেও ইহা ফলপ্রদ । বসিলে পৰ পা হুইখানি চিন্ চিন্ কৰে এবং চলীফেবা কৰিলে উপশম বোধ কৰে ।

বৃদ্ধি :—স্পর্শ, বসিয়া থাকিলে, হেট হইলে, জলীয় বায়ুতে, সন্ধ্যাৰ সময় এবং উত্তাপ ।

সদৃশ ঔষধ :—সিনা, ইণ্ডিগো, হগ্গে, কেলি-বাঠ, নাক্স-ভমিকা, ফস, স্যাক্সুই, সাইলি, থুজা, টিউক্রিয়াম

জটিল্য :—ক্ৰমিৰ জন্ম আনারস ও আনারসেৰ কচি মাখি খৰ্বাং গাছেৰ কচি আগাটা তালের মিশর সচিই বাটিয়া খাইলে উপকার দর্শে । কেহ কেহ বলেন পাকা কলাষ লবণ মাখিবা খাইতে দিলে ক্ৰমি দমন থাকে ।

সম্বন্ধ :—টিউক্রিয়াম তিকায়—ইথ্যেসিয়া তুল্য। বাচালতায়—ল্যাকে 'ও' হায়োসা তুল্য। গান গাহিবান তাঁর আকাঙ্ক্ষায় বেন, স্পার্কি, হায়োসা এবং ট্র্যামোনিয়াম তুল্য। অগ্নিবিক লক্ষণে—নাঈ ও ভায়োবি সমতুল্য। নাকের সন্ধিতে—ক্যালি-বাই সঙ্গী। নাকের ও যোনির পলিপাস বোগে—ফস, স্যাম্প, থুচা ও ক্যালকে তুল্য।

শক্তি :—১২, ৩৫, ৬, ১২, ৩০ শক্তি।

টিউক্রিয়াম-স্কোরোডোনিয়া (Touchem Scorodonia)।

ব্যবহারস্থল :—যক্ষ্মবোগে পূর্বেই তাই গণ্যের নিঃসরণ, শোণ, একাধিক, টিউবারকুলার উপকোষ-প্রদাহ, বিশেষতঃ যুগ্মদেহ পীড়ায় উপযোগী।

শক্তি :—৩৫।

টিলিয়া-ইউরোপিয়া (Tilia Europaea)।

ইহাৰ অপর নাম লিনডেন।

ব্যবহারস্থল :—এই লেপ চক্ষুর পেশীর দুর্বলতা, অসাড় মন-মান, নাক হইতে বক্রস্রাব, শ্বাসশূল, জ্বাশু-চ্যুতি, জ্বাশু-প্রদাহ, শ্বিত-প্রদাহ, অপমান, দম্বশূল ও চ্যুতি রোগে উপযোগী।

টিলিয়া মুখে ও চক্ষুর শ্বাসশূল এবং চক্ষুপেশীর দুর্বলতাবলতঃ চক্ষু হইতে পাতলা ফাফাসে বক্রস্রাব লক্ষণ বিশেষ কাগ্যকর। মুখমণ্ডলের শ্বাসশূলে প্রথম ভাগদিক তার্কাব বামদিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। চক্ষুপেশীর দুর্বলতায় গোলাব চক্ষু সম্মুখে গেল একখান স্থল পবদা বাইয়াছে যেন তাহার আড়াল হইতে সে দেখিতেছে একল বোধ।

প্রসবের পূর্বে জ্বাশু-প্রদাহ ও অস্বাভাব-প্রদাহে ইহা হইতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পোগিয়ার তলপটে অত্যন্ত স্পন্দিতবস্থা, নিরোদবে ও জ্বাশুপ্রদোষ অবিসত ক্ষত বোধ, মনে হয় যেন তাহার জ্বাশু বেগের সতিত বাহির হইয়া পড়িবে। প্রচুর পরিমাণে ঘন হয়, কিন্তু ইহাতে কোন উপশম দেখা যায় না (মার্কবি)। ইহাৰ প্রদাহ-স্রাব জ্বলের জ্বাশু আঠা আঠা, এখন চলিতে বা কবে তখন বেশী স্রাব হয়। আমবাতে—শবীবের স্থানে স্থানে নাস নাস দাগডা উঠিয়া উঠিতে ভয়ানক চুলচানি হয়, চুলকাইবার পূর্বে মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থানে কেহ আঙুল লাগাইয়া দিয়াছে। যুগ্মহীয়া পড়িলে কিছুকাল পরেই সমস্ত শরীর হইতে গরম ঘামাচি নির্গত (থুচা, চাগনা, কার্শো-অ্যানি, মার্কবি, সেলি, ট্র্যামো, মেডো) হয়। ইহাৰ বাতের কেন্দ্র না হইবে বেশী হইবে তত বেশী ঘাম নির্গত হইবে (ফর্মিদা, মার্ক)।

স্রীলোকদিগের প্রসবের পূর্বে এবং শিশুদিগের দাঁত উঠার সময় এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী এবং বোগের আক্রমণ সাধারণতঃ ঘাম অঙ্গের বেশী দেখা যায়।

সম্বন্ধ :—টিলিয়া—প্রসবের পূর্বে জ্বাশু-প্রদাহে—বেলাডোনা তুল্য, জ্বাশু বাহির হইয়া পড়িবে বোধে—লিলিয়াম ও সিপিয়া সমতুল্য, প্রচুর ঘন অথচ উপশম না হওয়ায়—মার্কবি

তুলা বৈধ । টিলিয়া প্রণয়পীড়িত ব্যক্তিদিগের পীড়ায় উপযোগী, রোগী কোন ক্রান্তিক প্রবর্তন উপর মন-প্রাণ সমর্পণ করে, সদাসর্বদা বিমর্ষ ভাবে দ্বিগুণ কঠোর ও অত্যন্ত বেদনপরাগণ ।

হাস-বুদ্ধি :—বৈকালে, সন্ধ্যায় পূর, গরম গৃহ, বিছনায় উত্তাপে ও চলাফেরায় বুদ্ধি এবং শক্তি ঘটে, মূৰ্ছা হাওয়ায় উপশম ।

শক্তি :—মন অধিক, ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি ।

টিলিয়া-ট্রাইফোলিয়েটা *Ptelia Trifoliata*

ব্যবহারস্থান :—এই উদ্ভেদের ক্রিয়া মস্তিষ্কে উপর বুদ্ধি দেওয়া যায় । এই জাতি মস্তিষ্কে পীড়িত এবং বুদ্ধি বিকৃতি কল্পে নানাবিধ পীড়ায় উপযোগী । একত্রে প্রদেহ বেদনা ও ভাব বোধ, বাম পাশে শুষ্ক বেদনায় বুদ্ধি ও আকর্ষণ বোধ, টিলিয়ার নির্ণায়ক লক্ষণ । একত্রে বিকৃতি কল্পে প্রসূপ, আমবাত, গির্জাঘটিত মাথাব ব্যথা, অজীর্ণ, পাকশায়ের শূল, প্রবাতন বাত-বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি বোগে এই ছায়া উপকার হইয়া থাকে । অথকভাবে নীচ মনে একপক্ষ পাশব চালা বাহ্যিক প্রদেহ বোধ । এই প্রচুর লালসার হইতে থাকে যে বোগ উপর হইয়া শুষ্ক বালিশ ভিজিয়া যায় ।

পাচ খাই মার খুব বেশী, মাস, মাপন ও মস্তিষ্ক দ্বারা অকতি, অত্যধিক নিদ্রা দাঃ প্রচুর লালসার প্রব । পক্ষে যে সকল ব্যক্তি ভালবাসিত যে সকল ব্যক্তি প্রবর্তন অধিক । গা-বমি ও বমি-অচ্ছাদ প্রবর্তন বমি কবিলে ও বিনাময়্যে শক্তি হয় না, চপিকাক ও অবিরাম বমি-অচ্ছাদ দেওয়া যায় ।

অনবন্ত মনস্তাত্ত্বিক ইচ্ছা (নাশ) ও মনস্তাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক চাপ বোধ করে । মনস্তাত্ত্বিক নিশ্চিন্ততা কল্প হা তাহাৎ বাহ্যে মোটেই হয় না, না হয় অতি অল্প বাহ্যে হইবে । মন অত্যন্ত শ-ও গুটিলে । পর্যায্যক্রমে উদবাস ও কোষ্ঠকাঠিন্য । এই বৈধ একত্রে বিকৃতি বা পাকশায়িক গুণগোণের কল্প হা পানি বোগেও ব্যবহৃত হয় । মস্তিষ্কে বেদনা কমিয়া তাগানি বুদ্ধি, সকলবেলা যেন তাহাৎ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কিছু বুলিতেই বোধ ।

টিলিয়া বোগের স্বাভাবিক অত্যন্ত ক্ষীণ চিহ্ন লক্ষণ চিত্রা কবিলে প্রব পুনরায় স্বাভাবিক জাগরিত হইয়া থাকে । বোগী একটু-তট উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং শব্দ শুনিতে চমকিয়া উঠে, আত্মবোধ পদ বেশ শক্তি কিছু শেষে আবার বিমস হইয়া পড়ে ।

হাস-বুদ্ধি :—গরম গৃহ, গরম ভাস্করিয়া পদ, আত্মবোধ এক ঘটা পদে, মাপন, মা স-ও বমির আত্মবোধ পদ, শয়ন কবিলে বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে শয়ন কবিলে, গলে গাঠিলে, কাসিলে ও বাহ্যে বসন বোগ দ্বিগুণ বোগের বুদ্ধি এবং সন্ধ্যায় উপশম ।

সম্বন্ধ :—টিলিয়া-মস্তিষ্ক বুদ্ধি সম্বন্ধে—মাপন-মিউর তুলা, মস্তিষ্কে তলদেশে বাধ্য—হাণিকাক তুলা, মানসিক দুর্বলতা ও উগ্রতা—নাশ ও ব্রহ্মো তুলা, মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায়—চেলিডোনিয়াম, চিয়ানো, ব্রাইয়ো, হাইড্রা, মার্কিবি ও নাশ-ভমিকা সমতুলা ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি ।

টিটানিয়াম (Titanium) ।

ব্যবহারস্থল :—অস্থি ও মাংসপেশীর ভিত্তব টিটানিয়াম পাওয়া যায়। লিউপাস (মুখমণ্ডলের ছুঁবাণোগ্য চর্মবোগ্য বা সামান্যতিক ক্ষত বিশেষ), টিউবারকুলার চর্মরোগ ও নানাবিধ চর্মবোগ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

চর্মরোগেও ইহা উত্তম কার্য্য করে। দৃষ্টিশক্তি অসম্পূর্ণ, দৃষ্টবস্তুর উপরে অন্ধক দেখিতে পায়। ইহা লাইটস বোগ ও জননেদ্রিয়ার পীড়ায়ও কার্য্যকরী।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট, ৩, ৬।

টুসিলেগো-পিটাসাইটিস (Tussilago Petasites) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রযন্ত্রের উপর ও গণোবিষা বোগে এই ঔষধটী কিছু ক্রিয়া আছে।

পুতাতন ও তরুণ প্রমেহ বোগে হলুদবর্ণের গাঢ় স্রাব এবং পাকাশয়ের নিম্নদিকেব দুখেব (গালোবাস) বোগেও এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট ও নিম্নশক্তি।

টুসিলেগো-ফারফারা (Tussilago Farfara) ।

কাসির ঔষধ। যক্ষ্মাবোগে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

টুসিলেগো-ফ্রাগ্রেনস (Tussilago Fragrans) ।

পাকাশয়ের নিম্নদিকেব বোগ, রক্তপ্রধান ধাতুর ও বৃহৎ পেটযুক্ত ব্যক্তিব বোগে উপযোগী।

শক্তি :—নিম্নশক্তি।

টেক্সাস-বাক্কেটা (Taxus Baccata) ।

ব্যবহারস্থল—পূজ্বল চর্মবোগ্য, নৈশবস্ম, গঁটেবাত ও পুতাতন বাতরোগে উপযোগী। চর্মবোগে, বড় বড় চেষ্টা জাতীয় পূজ্বল উদ্ভেদ। রাত্রি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম নিঃসরণ হয়।

পাদবাত। পায়ের তলায় বাত—podagra), বিসর্প প্রভৃতিতেও ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট, ৩, ৬।

টেনাসেটাম (Tanacetum Vulgare) ।

ব্যবহারস্থল :—অত্যধিক দৌর্বল্য, ন্যায়বিক দুর্বলতা জন্ত সুকরূপে প্রযোজ্য। মনে হয় যেন অধিক-মৃত অবস্থায় আছে। কলোরা বোগে যখন আলগা আলগা খাল ধরে তখন ইহা ব্যবহার্য। আর্টজি (Ivy) বিষাক্ততাব ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহার্য।

বৌগীর্ষ মানসিক ক্ষেত্রে মেধা যায়, সে অত্যন্ত বাগী, সামান্য গোলমালে অস্থির হইয়া পড়ে, মানসিক অস্থিরতাব জন্ত বিবিধা ও বমন হয়, ইহা আবার এক গুণেই বৈধী হয়।

শক্তি :—মূল অস্তি, ১৫ ২৫, ৩, ৬।

টেট্রাডাইমাইট (Tetradymite) ।

ব্যবহারস্থল :—পিক-চক্কুঅস্তিপ্রদেশে বেদনা (coccygodynia), নখে বা, গোঁড়ালিতে বেদনা এবং জন্তা-পৃষ্ঠ হইতে পায়ের গোঁড়ালি পর্য্যন্ত পেশীর বেদনায় ইহা ব্যবহার্য।

শক্তি :—নিম্নশক্তি।

টেমাস (Tamus) ।

শীতক্ষেপট, চাকা চাকা দাগ প্রভৃতি চর্ম্মবোগে উপযোগী।

টেরাপিনা (Terrepina)

খালধবাব ভাল ঔষধ।

টেরিবিহিনা (Terebinthina) ।

পরিচয় :—টার্পিন তৈল।

ব্যবহারস্থল :—তাণ্ডব, ইঁপানি, পৃষ্ঠবেদনা, খাসনলী-প্রদাহ, বেদনামুক্ত লিঙ্কোচ্চাস, প্রসাধে অ্যালবুমেন। অণ্ডালা, ইহা ফলে বৌগীর্ষ শলীক ফুলিয়া উঠা এবং ব্রাইটস-ডিলিজ বা অ্যালবুমিনবিধা বোগে বিশেষ উপযোগী। মৃত্তস্ত বোগে ইহা একটা উত্তম ঔষধ। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন—ওলাউঠাব মৃত্তস্ত কৃত্যস্থারিসে আরোগ্য না হইলে টেরিবিহিনা দ্বারা উত্তম কার্য পাওয়া যায়।

ক্রিয়াস্থল :—প্রাণীর সম্বন্ধীয় নাসাপ্রকাব, পীড়া, রক্তপ্রস্রাব, মূত্রালী-প্রদাহ, মূত্রনালীতে জ্বালা ও চিড়িকট্টারা যন্ত্রণা প্রভৃতি এবং বস্তিগহ্বরবহিত অন্তবেষ্ট-প্রদাহ বোগে কার্যকরী।

মন :—টেরিবিহিনা রোগী জড়ভবত ধবণেব, কোন বিষয়ে একভাবে মনঃসংযোগ কবিত্তে পারে না, সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন ভাবে থাকে। কথায় কথায় রাগিয়া উঠে (সিনা, আযোডিন) ইহাব

শিশু-রোগীর দাঁত উঠিবার সময় মস্তিষ্কের উত্তেজনা জন্ত মেজাজ ভয়ানক খাৰাপ হয় (ক্যালক-ফস, ক্যামো, সিনা) এবং এই জন্ত সম্ভাৱ্য হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহাৰ বোগীৰ গলায় দড়ি দিয়া মৰিবাৰ টেজা হয় (বেল, আৰ্ম)।

শোথ ও অ্যালবুমিনুৰিয়া :—মূত্ৰগ্রস্থিৰ পাড়াৰ ফলে শোথ বা উদবী বোগীে ইহা দ্বাৰা "বিশেষ উপকাৰ দশে। ইহাৰ প্ৰসাৰ নাল, কালচে, বাদামী বা বোয়াৰ জায় বৰ্ণাবিশিষ্ট এবং প্ৰসাৰেৰ ভিতৰ কক্ষাঃ নাল তলানি পড়ে, এই সঙ্গে বোগীৰ খাসকষ্ট দেখা যায়, সেইজন্ত বালিসে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। টেৰিবিছিনাৰ বোগী সদাসৰ্বদা আচ্ছন্নৈৰ জায় থাকে। কোমৰে ব্যথা, জ্বালা ও পেটকাঁপা ইহাৰ নিদ্রি লক্ষণ। কোমৰে জ্বালা টেৰিবিছিনায় যেকূপ আচ্ছন্নৈৰ বারবেরিসেও সেইকূপ আচ্ছন্নৈৰ। বাববেবিসেৰ মূত্ৰপিণ্ড হঠতে মূত্ৰাণয় পৰ্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিবলৈ বা কাটিয়া ফেলিবাৰ মত বেদনা হয়, সেই সঙ্গে কোমৰে জ্বালা খাৰক, ব্যথাৰ স্থানে টিপিলে ব্যথা বাড়ে--প্ৰসাৰ কাঁদাৰ মত ঘোলা, পৰিমাণে অধিক এবং বস্ত্ৰেৰ জায় লাগে। বাত বা সন্ধিবাত প্ৰভৃতিৰ সহিত ইকূপ প্ৰসাৰ, কোমৰে ব্যথা ও জ্বালা থাকিলে বাববেবিস অপেক্ষা ক্যানাবিস-স্যাট ও ক্যাথ্যাবিস সহ টেৰিবিছিনাৰ লক্ষণেৰ সমতা অনেক ক্ষেত্ৰেই দেখা যায়।

টেৰিবিছিনায় বাববেবিসেৰ জায় কোমৰে ভয়ানক ব্যথা আছে কিন্তু যদি এই ব্যথা মূত্ৰগ্রস্থি বা মূত্ৰথলীসম্বৃত হয় তাহা হলে টেৰিবিছিনাই উপযুক্ত ঔষধ। প্ৰসাৰেৰ সময় জ্বালা বাববেবিস অপেক্ষা বেশী। প্ৰসাৰে জ্বালা ক্যাথ্যাবিস ও ক্যানাবিসেও আচ্ছন্নৈৰ এবং অ্যালুমিনুৰিয়াৰ প্ৰথম অবস্থায় টেৰিবিছিনা, বাববেবিস, ক্যাথ্যাবিস ও ক্যানা ঠিক এই চাৰিটি ঔষধেৰ প্ৰয়োজন হয়। থাকে, কিন্তু প্ৰসাৰে যদি রক্ত থাকে তবে টেৰিবিছিনা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। টেৰিবিছিনায় প্ৰসাৰ হইতে পূৰ্ণ বিশেষেৰ গন্ধ নিৰ্গত হয় (কোপেৰা, ইউক্যালিপটাস)।

জীৱোগ :—টেৰিবিছিনা রমণাব ঋতু অধিক বিলম্বে প্ৰকাশিত হয়, ঋতুপ্ৰাৰ অতি অল্প অল্প হয়, ঋতুপ্ৰাৰ আবৃত্ত হইবার সম্ভাৱ্যতানেক পৰে উক দুইটিতে প্ৰবল আকষণ এবং তলপেটে অত্যন্ত বেদনা হইতে থাকে, বোগীগীৰ মনে হয় যেন পুনৰ্বাৰ ঋতু হইবে। জ্বাযুৰ নিত্য ভয়ানক জ্বালা এবং জ্বাযু নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামিয়া আসিতেছে বোধ। প্ৰসাৰেৰ পৰ জ্বাযুপ্ৰদাহ ও জ্বাযুৰ স্থানচ্যুতিসহ তলপেটে ভয়ানক জ্বালা ও প্ৰসাৰ বেদনাৰ জায় বেদনা এবং প্ৰসাৰে জ্বালা।

গণ্ঠাৱিয়া :—প্ৰমেহ ৰোগীৰ মূত্ৰক্ৰচ্ছন্ন, মূত্ৰাণয়েৰ প্ৰবল সঙ্কোচন, মূত্ৰমার্গ মধ্যে উত্তেজনা এবং লিঙ্কাদামে যন্ত্ৰণা থাকিলে ইহা কাৰ্য্যকৰী।

কলেৱায় প্ৰসাৰ ৰোধ বা ইউৰিমিয়া :—ওলাউচাৰ শেষ অবস্থায় মূত্ৰ বোধ হইয়া যদি তন্ত্ৰা, অচেতন ভাব, উদৰ ফুটি, মূত্ৰগ্রস্থি প্ৰদেশে অৰ্থাৎ কিম্বদন্তি বেদনা, মূত্ৰবোধ প্ৰভৃতি ইউৰিমিয়া বা মূত্ৰ-বিযাক্ততাৰ লক্ষণসকল প্ৰকাশিত হয় এবং প্ৰসাৰেৰ কিছুমান বেগ না থাকে, নাড়ী ক্ষীণ, খাসকষ্ট ও আচ্ছন্নৈৰ থাকে তবে ইহা একপ্ৰকাৰ অমোষ।

পেটকাঁপা :—এই ৰোগে লাইকোপোডিচাম, চায়না, ওপিগাম, কাক্ৰো-ভেজ, টেৰিবিছিনা, ৰ্যাফেনাম্ প্ৰভৃতি ঔষধ উপযোগী। টেৰিবিছিনা বোগীৰ পেট ফুলিয়া ৰোগী হাঁস-ফাঁস কবিত্তে থাকে। যে কোন বোগেৰ প্ৰথম অবস্থায় পেটকাঁপা থাকিলে ইহা উত্তম কাৰ্য্য কৰে। প্ৰথম অবস্থা কাটিয়া গাইবার পৰ যখন পেটে বায়ু সঞ্চয় হইতে থাকে, পচা দুৰ্গন্ধজনক বায়ু নিঃসৰণ হইতে থাকে, তখন টেৰিবিছিনা কাৰ্য্যকৰী (কণ্ঠিকাম)। যাহাৰা গেড়ি, ঝিক বা

শায়ক প্রায় তাহাদের পাকযন্ত্রের নানাবিধ বিশুদ্ধতা জনিত গাত্রচর্মে নানাবিধ উদ্বেদ নিগত হইতে থাকিলে ইহা উপযোগী।

‘টেবিবিস্থিতি’ রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া উত্থানশক্তি বহিত হইয়া পড়ে। সময় সময় শ্বাসপেশীসকল সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। সর্বশরীরে ঠাণ্ডা আঁঠুর আঁঠু চটচটে ঘাম হওয়া ইহাব বিশিষ্টতা।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—কেহ স্পর্শ করিলে, ভিজিলে, বামদিকে ফিরিয়া শুইলে, বসিয়া থাকিলে, নির্মূল বায়ুতে চলা-ফেবা করিলে, বাত্ৰি ১টা হইতে ৩টার ভিতর এবং ভিজা ঘবে বসবাসে বৃদ্ধি এবং বামদিক হইতে ডানদিকে ফিরিয়া শুইলে, হেঁট হইলে, বায়ু নিঃসরণে উপশম।

সম্বন্ধ :—টেবিবিস্থিতি - টাইফয়েডের বক্তৃত্তাবে—অ্যালুমিনা তুল্য। যকৃতের রক্তস্রাবে—‘অগ্নিক’ তুল্য। অণ্ডালায়িত মূত্রে—‘আর্সেনিক’ তুল্য। শুষ্ক চক্চকে জিহ্বায়—ল্যাকে, ক্রোটে, পাইবো তুল্য। কিডনির শোথে—হেলিবোবাস সমতুল্য। গুহাধারের জালায়—‘আর্সেনিক’ সমতুল্য। ক্রিমিজনিত দুর্গন্ধ স্বাসে—সিনা তুল্য। জ্বায়ু-প্রদাহে ও অস্থি-প্রদাহে—বেলেডোনা তুল্য।

টেবিবিস্থিতি, অ্যালিউমেন, আনা, এপিস, ক্যাফা, কোপে, ইবিথেক্স, হেলিবো ও ল্যাকেসিস সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ৩০, ২০০। ডাঃ হ্রাস ইহাব উচ্চশক্তির প্রশংসা করেন।

টেল-অ্যারানিয়ারাম (Tela Araneum) ।

ব্যবহারস্থল :—নিদ্রাশীনতা, শ্বাসপেশীর উত্তেজনা, শুষ্ক হাঁপানি, সাময়িক মাথাব্যথা, সেরে সঙ্গে অত্যধিক স্নায়বিক দুর্বলতা, গাত্রতাপ বৃদ্ধি, ও সর্ববাম জাতীয় জবে ইহাব উচ্চশক্তি কার্যকরী, ধমনীর উপর ইহাব ক্রিয়া খুব গভীর। নাড়ী শক্ত, পূর্ণ ও চাপা।

শক্তি :—মূল অবস্থা, ১০ ফোঁটা মাত্রায় বোজ তিনবার।

টেলিউরিয়াম (Tellurium) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি চর্ম, কর্ণ ও চক্ষুর উপর বিশেষ ক্রিয়াশীল। রোগীর গাত্রচর্মে দাদেব্রায় উদ্বেদ সকল নিগত হয়, উগা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নিঃসৃত হইয়া থাকে। কখন কখন ফোন্সাব আঁঠু উদ্বেদ এবং শরীরের স্থানে স্থানে উচ্চ উচ্চ দাদেব্রায় উদ্বেদ-সকল বহির্গত হয়। বার্ষে উহাতে ভ্রূয়ানক চুলকানি হয়। বোঁগীর শরীর ও ঘাম হইতে বহুনেব্রায় দুর্গন্ধ স্বাসে। ক্ষৌর-কার্যের পব নানাপ্রকার উদ্বেদ উঠিলে ইহা ব্যবহার্য (স্যান্ড-আমোড)।

কাণের পূঁজেও এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী। পুঁজ জলেব আঁঠু পাতলা, ১০ খেন চাউন ধোয়া জলের আঁঠু, যেখানে লাগে হাঁজিয়া যায় ও ফোন্স উঠে।

ইহাব রোগীর শ্রবণশক্তি অত্যন্ত কমিয়া যায়, দিন বাত্ৰি কাণের ভিতর দপ্‌দপ্‌ করে, স্বাস গ্রহণ করিলে কিম্বা ঢেঁকুর উঠিলে কাণের ভিতর হইতে বায়ু নিগত হওয়া ইহাব একটা বিশিষ্টতা।

টেলিউরিয়াম বোগীব কর্ণপট চিরকালের জন্য বিক্রত হইয়া যাইবাব ফলে শ্রবণশক্তি অত্যন্ত কমিয়া যায়।

কাণপাকাব জন্য আমাদের সার্ফলিসিয়া, হিপার, কাল্কে, সাল্ফার, পালসিটিল, সোরিগাম ও মার্কাবে প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ আছে, টেলিউরিয়ামও উহাদের ভিতর একটি।

চক্ষুরোগও ইহা একটি কার্যকরী ঔষধ। ইহাব বোগীব চক্ষু-মুকুবেব সন্মুখাংশেব খানিকটা যায়গায় চা-খড়ির ত্রায় পদার্থ জমিয়া থাকে এবং চোখেব কোণে একটি ত্রিকোণ মাংসখণ্ডেব ত্রায় উঠিয়া থাকে। গুণ্ডমালাদোষযুক্ত লোকদিগেব চক্ষু-প্রদাহ, চক্ষু হহতে জল পড়ে, চুলকায় এবং চাপ বোধ কবে। পীড়কা-যুক্ত চক্ষু-প্রদাহ, যোজিকাব উপব উদ্বেদ বাহিব হইয়া ঐ স্থানে প্রদাহ উৎপন্ন হয়।

ইহাব বোগীর প্রস্রাবেব পবিমাণ খুব বেশী, প্রস্রাব হহতে অল্প-গন্ধ বাহিব হয়, বর্ণ অত্যন্ত ঘোব এবং মূত্রত্যাগের পর এক ফোটা প্রস্রাব মূত্রদ্বাবে গািগিয়া থাকে।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০। ডাঃ হাশ ৬ শক্তি দাবা বহুদিনেব একটি কাণপাকা বোগী আরোগ্য কবিয়াছিলেন।

টোষ্টা-প্রিপারেটা (Tosta Præparata)

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম কাল্কেবিয়া-ওভোবাম (Cale Ovorum)।

ব্যবহারস্থল :—মাথাধরা ও প্রদর বোগে মনে হয় যেন মেবদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা একগাছা দাড়ি দ্বারা বাধা আছে।

ট্যাংজিনিয়া (Tanghinia)

সর্কাসীন দুর্বলতা, পক্ষাঘাত, অসাড়তা ও এমন লক্ষণে এই ঔষধটীব নিম্নশাক্ত উপকারী।

ট্যাবাকাম (Tabacum)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম নিকোটিনা-ট্যাবাকাম বা তামাক। তামাকে নিকোটিন নামীয় বিষ বিত্তমান আছে।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সন্ধ্যাস, তাণ্ডব, অন্ধত্ব, কম দৃষ্টি, দন্তশূল, শিবঃপীড়া, ওলাউঠা, উদরাময়, সামুদ্রিক বমন, মূত্রলোপ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মলাস্বেব অববোধ, ধনুষ্ঠকাব প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

ক্রিয়ামূল :—ট্যাবাকাম মস্তিষ্ক, ফুস্ফুস ও পাকশযিক স্নায়ু উত্তেজনা সৃজন কবে।

চক্ষু খুলিলেই মাথা ঘুরায় ও গা বমি-বাম কবে বিশেষতঃ বিছানা হইতে উঠিবাব সময় এবং উপবেশ দিকে দৃষ্টিপাত কবিলে বেশী হয়। মাথা-ঘুবানি ও গা-বমি-বমি এত অধিক হয় যে,

রোগীর সমস্ত শরীর মৃত ব্যক্তির জায় ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হইয়া যায়, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘামও নির্গত হইতে থাকে। অমরা সাধারণতঃ দ্বিভিতে পাচ যাইলেব দোস্তা, তামাক প্রভৃতি সেবন করিবার অভ্যাস নাই তাহা বা যদি কখনও দোস্তা খায় বা ধূমপান করে তবে মাথা ঘুরাইয়া বমি করিয়া কিসূত-কিস্মাকার হইয়া যায়, সুতরাং মাথাঘোবা, গা-বমি-বমি, বমন, শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া ও ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া ইহা নিদ্রিষ্ট লক্ষণ।

শিরঃপীড়া:—পাকাশযেব গগুগোল হেতু শিরঃপীড়া, সকালবেলায় আবস্ত হইয়া দুপুরবেলা অসহনীয় হয়, সেই সঙ্গে তখনক গা-বমি-বমি এবং বমন থাকে, মুক্ত হাওয়ায় উপশম। ইহাব অন্ত্য শিরঃপীড়াও সূর্যোদয়েব সঙ্গে সঙ্গে আবিস্ত হয় এবং সূর্যাস্তেব সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয় (নেট্রাম-মিউব, মেডো, স্পাইজি)। সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্য্যন্ত শিরঃপীড়ায় সিফি, থুজা, কার্ফো-ডেজ ফলপ্রদ। গা-বমি-বমি যখন খুব বেগা হইতে থাকে, তখন রোগী তাহাব পেটে হাত দায়া, কাবণ পেটে হাত থালাইলে ও পেটেব ঢাকা থুলিয়া দিলে গা-বমিব উপশম হয়।

দম্ভুষ্ঠকার:—হঠাৎ দম্ভুষ্ঠকারেব একটা উত্তম ঔষধ। মেরুদণ্ড স্ফীকান্ত হইয়া তড়কা, গেঁড়নি এবং দম্ভুষ্ঠকারেব হায়া ঘাড় ও পিঠ শক্ত হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন তামাক পাতা গবম জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে দম্ভুষ্ঠকারের আক্ষেপ ও শক্তভাব অনেক কমিয়া যায়।

কলেরা:—কলেরায় কাম্ফান, ভেনেটাম সিফেলি প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবার পব ভেদ বন্ধ হইয়া বমি বা গা-বমি ও সমস্ত পেটটা গবম থাকিলে এহ ঔষধ ব্যবহার্য। পেটটা অত্যন্ত গবম সহজক বোগী তাহাব পেটেব ঢাকা ফেলিয়া দেয়। কলেরা ও উদবাময়ে অনববর্ত গা-বমি-বমি হইতে ঈষ্টক, সামান্য নডাচডায় প্রচুব বমি হয়, সেই সঙ্গে সন্ধ্যাে ঘাম, মুছ ও সবিবাম নাড়ী বা নাড়ী সম্পূর্ণ লোপ, প্রস্রাব বন্ধ, চেতনা লোপ ও তন্দ্রাবৃত্তি থাকে।

সমুদ্র-পীড়া ও বমন:—নৌকা, জাহাজ ও অন্য কোন জনয়ানে ভ্রমণে বাহিব হইলেই ট্যাবেকাম বোগীব গা-বমি-বমি করে ও বমি কবিত থাকে। ককুলাসেও এই লক্ষণ আছে, তবে ককুলাসে ট্যাবেকামেব জায় সামান্য নডাচডায় অত্যধিক বমন ও গা-বমি বৃদ্ধি এবং মুক্ত হাওয়ায় উপশম নাই।

গাউকালীন বমনে ন্যাকটিক-অ্যাসিড প্রয়োগে কোন উপকার না হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

চক্ষুরোগ:—দৃষ্টি অস্পষ্ট, যেন ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিতেছে, দর্শন-শ্রায়ু এবং চিত্রপত্রেব ক্ষয়হেতু তিমির-দৃষ্টি। বক্র-দৃষ্টিতেও ইহা কার্যকরী। বক্র-দৃষ্টি সাধারণতঃ মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মই হইয়া থাকে।

হৃদরোগ:—হৃদপিণ্ড ও গ্রীবাধেয় দমনীক ভিতর প্রবল ধপ্‌ধপানি ও হঠাৎ হৃদয়স্বেব যন্ত্রণ। বাহ্যিকে শুইলে হৃদপিণ্ডটা খুব জোহব স্পন্দিত হইতে থাকে (ভ্যাক্সি, নেট-মি, ক্যাকটাস, ফস, স্পাইজি, নেট-কার্ক), ডাণ পাশে ফিবিয়া শুইলেই স্পন্দন কমিয়া যায়। ইহাব বোগী অত্যন্ত হুঁসল ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

মুক্তপ্রাণিশূল ও হাণিয়া বোগে যদি বোগীর অত্যন্ত বমন, গা-বমি-বমিব ভাব থাকে ও সেই সঙ্গে গড়গড় করিয়া আম বাহে হয় তবে ট্যাবেকাম কার্যকরী।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বাম দিকে শুইলে, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা এবং ঝড়-বৃষ্টির দিনে, চলাফেরায়, রেলগাড়ী বা জাহাজে ভ্রমণ করিলে, ভোববেলায় ও সন্ধ্যাবেলায় ঘবেণ ভিতব খাটকিলে বৃদ্ধি এবং খোলা হাওয়ায় বেড়াইলে, উদর অনাবৃত রাখিলে, বমনের পব, ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইলে উপশম।

সম্বন্ধ :—আর্সেনিক—তামাক চিবাইয়া খাওয়া ও দোস্তা খাইবার কুফল নিবারণ করে। ইয়েসিয়ার্য—তামাক চিবাইয়া খাওয়া জনিত প্রবল হিকা দূর হয়। ক্রিমোটিস বা প্রেক্টাগো—তামাক সেবনের ফলে দস্তশূলে। জেলসিমিয়ার্য—অতিবিক্ত তামাক সেবনের ফলে মাথা ঘুরান ও মাথার পশ্চাদ্ভ্রমকে বেদনা হইলে। ঈপিকাক তামাক সেবনজনিত বমি ও গা-বমি। লাইকো—অত্যধিক ধূমপান কবিরাব ফলে ধ্বজভঙ্গ ও মাংসপেশীব আক্কেপ বা আকুঞ্চন। নাক্স—তামাক সেবনের ফলে পাকাশযেব গুণ্ণোগলজনিত রোগীব মুখে তিক্ত স্বাদ হইলে। ফস্ফো—অত্যধিক তামাক সেবনের ফলে হৃদযন্ত্রেব সঞ্চালন, হৃদপিণ্ডেব ক্ষীণতা ও ইঞ্জিয়াদিব অবসাদ লক্ষণে। সিপিয়া—ধূমপান ও তামাক সেবনের ফলে মুখের পার্শ্বে ঝায়ুশূল, অজীর্ণবোগ এবং যাহাবা বসিয়া অকর্ণগ্যভাবে সমুদ্র কাটায়, তাহাদেব ঝায়বিক উত্তেজনায প্রযোজ্য।

যাহারা অতিরিক্ত ধূমপান করে ও দোস্তা খায়, তাহাদিগকে ট্যাবেকাম ২০০ শত শক্তিব বা ১০০০ শক্তিব ২।১ মাত্রা মাঝে মাঝে সেবন কবিত্তে দিলে ঐ অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে।

শক্তি :—৩৫, ৬৫, ৩, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

টারাকসেকাম (Taraxacum

পরিচয় :—ইহার অপব নাম ডাউলিয়ান। জানেমান স্বয়ং এই ঔষধটী পরীক্ষা কবেন। উহা গুণ্য বিশেষ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ টাইফয়েড জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, বহুমূত্র, দুর্দলতা, পিত্তশিলা, মাথাধরা, জ্বাৰা, চক্ষুরোগ, নৈশবম্ব, আমবাত, জিহ্বায় চিত্রবিচিত্র দাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—টারাকসেকাম পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি এবং পিত্তবিকৃতি জনিত নানাবিধ বোগে বিশেষতঃ পিত্তাস্রিত মাথার যন্ত্রণায় বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহার বোগীর জিহ্বায় অসংখ্য ফাটা ফাটা দাগ, ঐগুলি এত বেগী যে উহা মানচিত্রের স্থায় দেখা যায়। টারাকসেকামেব সকল নীড়াতেই এইরূপ ফাটলযুক্ত জিহ্বা পাওয়া যায়। ইহার জ্বাবাবোগে যুক্ত বক্তিত ও শীত হইয়া থাকে এবং জিহ্বা পূর্ববর্ণিতরূপ ফাটলযুক্ত হয়।

টাইফয়েড বা পিণ্ডজ্বরের পর দুর্দলতা, অক্ষুধা এবং প্রচুর নৈশবম্ব নিবারণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বোগী তাহার শরীরের অজপ্রত্যঙ্গ স্থির রাখিতে পারে না (বাস-টক্স), ইহার প্রায় সকল লক্ষণই শয়নে ও বিশ্রামে এবং উপবেশনে বৃদ্ধি।

ম্যালেরিয়া জ্বরে রোগী কিছু পানাহার কাবলেই শীত বোধ করে (ক্যাপ্); সন্ধ্যার পব ৮টাব সময় নাসিকা এবং হাত ঠাণ্ডা হইয়া যায়, ঘুমাইয়া পড়িবারাত্র ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকে (ক্যালকে, চাঘনী, কোনাখা, মার্ক্যারি)। ম্যালেরিয়া জ্বরে বহুক্ষণ স্থায়ী শীত, অত্যধিক ঘর্ম, গ্রীহামধ্যে বেদনা এবং মানচিত্রের স্থায় চিত্রিত জিহ্বাই শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

টাইকয়েড জ্বরে পানাহারের পব শীত শীত ভাব, যকৃতপ্রদেশে বেদনা, পিণ্ডহুই উদরাময় এবং মানচিত্রবৎ দ্বিহা থাকিলে ডাঃ বনিংহোসেন ট্যারাকসেকাম ব্যবহাব কবিত্তে বলেন।

ইহাব রোগী অত্যন্ত অবসন্ন, ক্ষীণ, সর্বনা হইয়া থাকিতে চায় কিন্তু রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। কোন জ্বা চিবাইয়া থাইতে গেলে দাঁতগুলি টকিয়া যায় (অ্যাসিড-সাল্ফ, কোর্যাল)।

ট্যারাকসেকাম ডাইবেটিস বা বহুমূত্র রোগেও একটি উপযোগী ঔষধ, এই রোগে হানেমান ইহার প্রশংসা কবিয়া গিয়াছেন। ইহাব নিজস্ব লক্ষণসহ প্রস্রাবের পূর্বে মূত্রাশয়ের ভিতর চাপ বোধ অথচ কোন যন্ত্রণা না থাকা, বারবার প্রস্রাবের বেগ এবং প্রত্যেকবারই অধিক পবিমাণে ফিকা মূত্রতাগ ইহার বিশেষ লক্ষণ।

হাস-বৃদ্ধি :—বসিয়া থাকিলে, শয়ন কবিলে এবং স্থির হইয়া থাকিলে। স্পর্শ কবিলে, মিশ্র সঞ্চালনে, মুক্ত বায়ুর ভিতব বেড়াইলে।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট (৫ - ১০ স্টোটা মাত্রায়) ৩, ৬, ৩০ শক্তি।

ট্যারেণ্টুলা-কিউবেলিস (Tarentula Cubensis)

পরিচয় :—কিউবা ও মেক্সিকোদেশীয় এক প্রকাব সজীব মাকড়সাব অবিষ্ট।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি হুইত্রণ, কার্কাঙ্কল, বাঘী, প্রেগ, ডিফ্‌থিরিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বোগে, উপযোগী। ট্যারেণ্টুলা একটি জাহ্নব ঔষধ। যে সকল প্রদাহ খুব শীঘ্র শীঘ্র ভীষণভাবে ধাবণ করে এবং বোগী অতি দ্রুত অবসন্ন হইয়া পড়ে, প্রাণাতিত স্থানে খুব তাড়াতাড়ি প্রচুব নীলাভ পুঁজ জমে ঐ সকল ক্ষেত্রে ইহা কার্যকরী।

ইহা দ্বারা ছোট বা প্রকাণ্ড ফোড়া, আঙ্গুলহাড়া, কার্কাঙ্কল, প্রেগাদি খুব চমৎকাররূপে আরোগ্য লাভ কবে। যদি আক্রান্ত স্থান ক্ষীত হইয়া বেগুনীবর্ণ ধারণ কবে বা উহাব ভিতব নীলাভ পুঁজ লক্ষিত হয়, এই সকল ক্ষেত্রে ল্যাকে, অ্যাস্থ্রাক্স, ট্যারেণ্টুলা ও আসেনিকের নাম প্রথমেই স্মরণ হয়। আসেনিক, অ্যাস্থ্রাসিনাম ও ট্যারেণ্টুলা—এই তিনটি ঔষধেই জ্বালা, অস্থিরতা আছে, ট্যারেণ্টুলাও রোগীব জ্বালা যন্ত্রণা এত বেশী, যাহা বর্ণনা কবা যায় না। যন্ত্রণায় রোগী সমস্ত বাত্রি ঘরের ভিতব ছুটাছুটি কবিয়া বেড়ায়।

ট্যারেণ্টুলা বোগীর প্রথমে একটি ব্রণের মত উঠিয়া উঠা ক্রমশঃ ফুলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ উহার চতুর্দিক নীলাভ লালবর্ণ হয়, তাবপব ঐ ব্রণ একটি প্রকাণ্ড শক্ত ফোড়ায় পবিণত হইতে থাকে, তারপব আন্তে আন্তে ঐ ফোড়ার উপরেব চামড়া ও তন্তুসকল গলিয়া গিয়া বোলতার চাকের মত বহুমুখী হইয়া সমস্ত মুখ হইতে গাড় রসেব স্রাব পুঁজ নির্গত হইতে থাকে। উহাবা আন্তে আন্তে পবস্রাবের সহিত মিলিত হইয়া বড় একখানা ক্ষতে পরিণত হয়। এই ব্রণ, ফোড়া, কার্কাঙ্কল ও গ্যাংগ্রিণের সমস্ত অবস্থায়ই ভাবণ জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে, সুবিবাম অন্ন হয় এবং ছটফটানি, গাত্রদাহ, পিপাসা প্রভৃতি অ্যাকোনাইটেব লক্ষণের স্রাব লক্ষণ যখন উপস্থিত হয়, তখন ইহা কার্যকরী। কার্কাঙ্কল বা আঙ্গুলহাড়া, জ্বালা-যন্ত্রণায় রোগী ঘরের ভিতর গড়াগড়ি দেয় ও রাত্রি পর রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করে।

কেহ কেহ বলেন ইহা প্রেগের একটা প্রতিষেধক ঔষধ। এই ঔষধটি প্লেগ রোগের আক্রমণের আশঙ্কা কমাইয়া দেয় ও প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগী কমিয়া যায় (ইথে)।

ডিফ্‌থেরিয়ার প্রতিষেধক—ডিফ্‌থেরিয়ার , বসন্তের প্রতিষেধক—ভেবিওলিগাম, মেল্লিগ্‌লিগাম, থুজা, ওলাউঠার প্রতিষেধক—কুপ্রাম, সালফার; হামের প্রতিষেধক—মরবিলিগাম।

সদৃশ :—আসেনিক, ল্যাক, অ্যান্থ্রা, এপিস, ক্রোটেলাস প্রভৃতি ইহাৰ সদৃশ ঔষধ।

সম্বন্ধ :—ট্যাবেটুলা সবিবাম জবে—অ্যাবেনিয়া তুল্য, দুই জাতীয় ব্রণে—অ্যাস্থ্রাজিন, ল্যাক ও আস তুল্য; প্রেগ বোগেন—ইয়েসিয়া তুল্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি : সঞ্চালনে, আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃদ্ধি এবং যুক্তবায়ুতে, গান-বাঁজ শ্রবণে ও আক্রান্ত স্থান ঘষিলে উপশম।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০, ১০০০০ শক্তি।

ট্যাবেটুলা-হিস্পানিয়া (Tarentula Hispania) ।

পরিচয় :—এই ঔষধটি স্পেনদেশীয় জীবন্ত মাকড়সা হইতে তৈরী। এই জাতীয় মাকড়সা কাহাকেও কামড়াইলে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, এমন কি অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও গারভস্ত্র নীল হইয়া যায়। এ সময় কেহ যদি রোগীর নিকট নৃত্যগীত করে তাহা হইলে রোগীও নৃত্য করিতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে ঘুম হইয়া স্তব্ধ হইতে থাকে। ইহা হইতে প্রসিদ্ধি পাবা যায়, যে কোন বোগই হউক না কেন, যদি নৃত্যগীতে বোগীর যন্ত্রণার বা বোগের উপশম হয় তবে ট্যাবেটুলা উত্তম ঔষধ।

ব্যবহারস্থল :—মূর্ছাবায়ু, তাণ্ডব, অদ্রশূল, অত্যধিক কামপিপাসা, স্নায়বিক দোষাবস্থা, সর্পশরীরের কম্পন, উন্মাদ বোগ, বাধক, মেকলগেব উত্তেজনা, হবিংপাণ্ডু ইত্যাদি বোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—ইহাৰ সকল পীড়ায়ই অস্থিরতা অত্যধিক, নড়াচড়া করিলে রোগের বৃদ্ধি থাকি বোগী না নড়িয়া থাকিতে পারে না। বোগী একদণ্ড স্থির থাকিতে পারে না, একটা না একটা কার্যে নিযুক্ত থাকিবেই। (কেলি-ব্রোম)। হবিংপাণ্ডু বোগগ্রস্তা বমীদিগের মূর্ছাবায়ু বোগে, তাণ্ডব বোগে, মেকলগেব উত্তেজনা বোগে এবং বাধক বোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। বমীদিগের অত্যধিক কাম-পিপাসা ও যোনির ভিতর চুলকানি ইহাৰ অত্যন্ত প্রধান লক্ষণ। স্নায়বিক দোষাবস্থা বোগীৰ উপবোক্ত রোগীদিগের হাত, পা, এমন কি সমস্ত শরীর অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকিলে তখন ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। বোগীর মাংসপেশীসকল অনবরত নৃত্য করিতে থাকে বা আসেনিকেব তায় অস্থিরতা দেখা যায়।

মন ও উন্মাদ রোগ :—ইহাৰ বোগী বড়ই কামাতুরা, অঙ্গীল অঙ্গভঙ্গী করে ও পীড়িত হইয়াছে এরূপ বোধ দেখায়। সন্ধ্যার পর ও সকল আকাজক্ষা নিবৃত্তি হয় না।

ট্যাবেটুলা-হিস্পানিয়াৰ বোগীৰ থাকিয়া থাকিয়া উন্মাদ হইয়া উঠে, উন্মাদ অবস্থায় মাথা চপড়ায় ও চুল ছিঁড়িতে থাকে, পদতল অত্যন্ত চঞ্চল, উন্মাদ অবস্থায় ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হয়, দৃষ্টি স্থির হয় এবং চক্ষু দুইটি উন্মীলিত, চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তিসকল উড়িতেছে এইরূপ বোধ করে,

সেইজন্ত বোগী হাত নাড়িয়া উহাদিগকে তাড়াইতে চায়। উম্মাদ বোগিণী সকলকে মাঝি, কাটিব, সর্বনাশ করিব বলিয়া ভয় দেখায়। গানের শব্দে রোগিণী ভয়ানক উত্তেজিত হয় কিছুক্ষণ পবে শরীর হইতে অপখ্যাপ্ত বর্ষা নির্গত হইয়া বোগিণী স্তম্ভ হয়। উম্মাদ রোগিণী জিনিষপত্র নষ্ট কবিয়া হাসিতে থাকে তাহা পর ক্ষমা চায়।

মূর্ছাবায়ু :—ইহাও রোগিণী কাহাবও সহিত কথা বলে না বা কথা বলিতে ভালবাসে না, কেহ কথা বলিতে আসিলে অত্যন্ত বাগিয়া যায়, বাগিয়া গেলে নিজেকে এবং অন্যকে আঘাত করিতে চায় (বেল, হাযো, ষ্ট্রাফি)। বোগিণী এইমাত্র বেশ প্রফুল্ল আছে পরমুহূর্তেই অত্যন্ত বিষম হইয়া পড়ে। হাস্য পরিহাস কবিত্তে খুব ভালবাসে। গান গাফিবার প্রবল আগ্রহ, যতক্ষণ গলা ভাঙিয়া না যায়, ততক্ষণ চীৎকার কবিয়া গান গাহিতে থাকে (সাইকি, ক্রোকাস, প্র্যাটি, ট্র্যামোনিয়াম), থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্য কবে। চিন্তা না করিয়াই কথা বলে বা উত্তর দেয়। মূর্ছাবায়ু রোগিণী বড়ই কামাতুবা, যাহাকে তাহাকে কাম চরিতার্থ কবিত্তে আহ্বান করে (প্র্যাটি, হাযো)।

তাণ্ডব বা কোরিয়া :—ইহা কোবিয়া বোগেব একটি চমৎকার গুণ। কোবিয়া বোগী গানের তালে তালে শব্দ সঞ্চালন করে এবং কখন কখন নাচিতে থাকে। অত্যন্ত উৎকট কোবিয়া বোগীও ইহা দ্বাৰা আবোগ্য লাভ কবিয়াছে। কোবিয়া বোগে ডাণ বাজ ও ডাণদিকেব জন্তবাই বৈশী সঞ্চালন দেখা যায়। বাক্রিতেও আক্ষেপ হইতে থাকে। **ডাঃ মার্সী বলেন**—বসপ্রধান ধাতুর রোগীদিগেব তাণ্ডব বোগে এই ঔষধেব ২০০ শত ক্রম মধ্যে 'প্রয়োগ' কবিলে এবং সময়মত দুই এক মাত্রা সাল্ফার ব্যবস্থা কবিলে আবোগ্য লাভ কবে।

হৃদরোগ ও হৃদশূল :—ইহাব হৃদরোগীব হাত জলে ডুবাইলেই হৃদবোগেব বৃদ্ধি হয়। বৃকেব ধড়ফড়ানি এত বেশী যে মনে হয় যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে (অ্যামিল, ডিজি, কের্নি-কার্ক, স্পার্টিজ, নেট্রাম-মিউব), হৃদপিণ্ডটি যেন জোবে নিঃস্পন্ন হইতেছে এবং যেন কেহ কোন কঠিন বস্তু দ্বাৰা সবলে হৃদপিণ্ডটি চাপিয়া ধরিয়াছে (ক্যাক্টাস)। মেবলওটি স্পর্শ কবিলে মনে হয় যেন তাহাব হৃদপিণ্ড ঘুরিয়া গেল বা মুচড়াইয়া গেল। হৃঃসংবাদ শ্রবণে ভয় পাইলে প্রবল হৃদস্পন্দন হয় বা বৃক ধড়ফড় কবিত্তে থাকে। **নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইলে এই যন্ত্রণার উপশম** (ফেরাম-ফস্, ম্যাগ-সাল্ফ, মেলিলোটাস)।

পুংজননেত্রিয়ের রোগ :—কামোত্তেজনা খুব বেশী, উত্তেজনার ফলে পাংগলৈব দ্রাঘ হইয়া যায় (ক্যাসা, হাযো, লাই, ট্র্যামো)। অতিবিক্ত হস্তমৈথুনাধির ফলে মূত্রাশয়-মুখশায়ীগ্রন্থিব পীড়া। কৃত্রিম মৈথুনাধিব পৰ প্রতিনিয়ত গুরুপাত হইয়া বৃদ্ধিব্রংশ হইয়া যায়, অকাবণে হাসে, কাঁদে এবং ক্রমাগত দুর্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে।

জ্বর :—জ্বর সবিরাম আকাবেব। জ্বরের সহিত বোগীব হাত পাংয়ের আনর্জন বা কম্পন হইতে থাকে।

ক্রাস-বৃদ্ধি :—দেহ সঞ্চালন কবিলে, অক্রান্ত অংশ স্পর্শ কবিলে, কোন শব্দ শুনিলে, জলবায়ু পবিবর্তনে, স্থিৰ হইয়া থাকিলে, বাত্রে মাথা ধুলে, ঠাণ্ডা জলে হাত ভিজাইলে, বমনাস্তে ও ঘুমের পর রোগের বৃদ্ধি এবং নির্মল মুক্ত বায়ুতে বেড়াইলে, গান-বাণ্ড শুনিলে, অক্রান্ত স্থান ঘষিয়া দিলে, কেহ টিপিয়া দিলে, গবম জলে ধুলে, নাসিকা হইতে বক্ত পড়িলে উপশম।

সম্বন্ধ:—ট্যারেটুলা-হিস তাণ্ডব রোগে—মাইগেল, অ্যাগা, ট্র্যামোনিয়াম তুল্য; মূৰ্ছাবায় রোগে—কোকাস তুল্য, অত্যধিক শিরঃপীড়ায়—ব্যািসলিনাম তুল্য, অতি আনন্দ প্রকাশে—কফিয়া তুল্য, হতাশ প্রণয়ে—অ্যাসিড-ফস্ তুল্য, হস্তপদ নড়াচড়ায়—জিকাফ তুল্য; অত্যধিক কামোদ্ভাদে—অ্যাসিড-পিকুবিক তুল্য; মন্দ সংবাদ বা ভয়জনিত ক্রম্পন্দনে—জেলস তুল্য।

শক্তি:—৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি ব্যবহার্য।

ট্রাইফোলিয়াম-প্র্যাটেন্সি (Trifolium Pratense) ।

ইহাৰ অপৰ নাম বেড-ক্লভাৰ।

ব্যবহারস্থল:—এই ঔষধ ক্যান্সাৰ, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাসি, কর্ণমল-প্রদাহ, গলকন্ড, আলজিষ্ট্রায় বেদনা প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

অতিরিক্ত লালাস্রাব ট্রাইফোলিয়ামেৰ একটা প্রধান লক্ষণ (মার্কানি, হাইড্রোফো, সিফিলি)। লালান্ধক্যকারী গ্রন্থি প্ৰেবোটিড, সাবলিঙ্গুয়েল ও সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থিৰ ইতৰ বসসকল হঠাৎ পরে প্রচুর পৰিমাণে লালাস্রাব হইয়া থাকে। ইহাৰ লালাস্রাবী গ্রন্থি হইতে যেমন লালাস্রাব হইতে থাকে সেইরূপ 'আবাব বাধুননী' অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। যেন তাহার গলাৰ মুখে কি একটা দ্রব্য আবদ্ধ অবস্থায় আছে বোধ করে, সেইজন্য পুনঃ পুনঃ গলা পৰিষ্কাৰ করিতে থাকে।

জ্বের সহিত শুষ্ক থুসথুসে কাসি, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট এবং কাসিৰাব পূৰ্বে হিকা হওয়া ইহাৰ বিশিষ্ট লক্ষণ। তপিকাসি, হামজরসহ বাসি ও ক্ষয়কাসিতে ইহা ব্যবহার কৰা যায়।

ক্যান্সাৰ বোগেৰ অৰ্ধরূদে ক্ষত হইবাব পূৰ্বে ট্রাইফোলিয়াম প্রয়োগ কৰিলে বোগ বৃদ্ধি হইবাব সম্ভাবনা থাকে না।

বৃদ্ধিগেৰ জাটনিয়স্থ অস্তিতে (টিবিয়া) মাছেব আইশের হায উদ্দেশ্যে ক্ষত লক্ষণে ইহাতে বিশেষ উপকাৰ দৰ্শে।

শক্তি:—০, ২৫, ৬, ৩০।

ট্রাইফোলিয়াম-রিপেন্স (Trifolium Repens.) ।

ব্যবহারস্থল:—গাল-গলা ফোলাদু (mumps) প্রতিষেধক ঔষধ। লালাস্রাবী গ্রন্থিৰ বক্তাধিক্য, ব্যথা ও ক্ষত ভাব বিবেষতঃ সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যান্ডই বেশী আক্রান্ত হয়। শুইলে রোগের বৃদ্ধি। লালায় মুখ পূর্ণ হইয়া যায় বিশেষতঃ শুইলেই বেশী দেখা যায়। গলা ও মুখ হইতে রক্তের স্রাব আসে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে এরূপ ভয়। বসিলে ও বেডাইলে উপশম, একা একা থাকিলে রোগের বৃদ্ধি।

ট্রাইওষ্টিয়াম (Trombidium.) ।

পরিচয় :—এই ঐষধ গৃহ-মক্ষিকার শরীরস্থ কীট হইতে প্রস্তুত হয় ।

ব্যবহারস্থল :—ট্রাইওষ্টিয়াম—আম্রাশয় ও উদরাময়ের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । রক্ত বাহ্যে, মল অত্যন্ত তরল, কপিলবর্ণবিশিষ্ট, বস্তুযুক্ত এবং অত্যন্ত কুশ্ণনয়ক । উদরাময় ; পানাহারের অব্যবহিত পবেই বৃদ্ধি হঠাৎ নির্দেশক লক্ষণ । মলত্যাগের সময় পেটের বামদিকে তীব্র বেদনা, ঐ বেদনা নিম্নদিকে চলিয়া যায় । বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ পেটে বিশেষতঃ পেটের বামদিকে ব্যথা করিয়া বাহ্যের বেগ হয় । বাহ্যে করিবার সময় বোগীকে এত কোঁথ দিতে হয় যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না । কোঁথ দিতে দিতে তাহাব মলাস্রচ্যুত হইয়া মলদ্বারে জালা কবিত্তে থাকে সেইজন্য রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে । বোগীর জিহ্বায শাদা লেপ পড়ে ।

রোগী এত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে যে বিছানা হইতে উঠিবার ক্ষমতা যতবার চেষ্টা করে ততবার মাথা ঘুবাঁইয়া পড়িয়া যায়, এমন কি মূর্ছা হইবার উপক্রম হয় ।

দিনেব বেলা রোগী অতিরিক্ত কথা বলে, সময় সময় চুপ করিয়া থাকে । কাহাবও সহিত কথা বলে না ।

রোগের বৃদ্ধি :—গিলিবার সময়, পানাহারের সময়, বিছানা হইতে উঠিবার সময় ও নির্মল বায়ুর ভিতর বেড়াইলে ।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০ শক্তি ।

ট্রাইওষ্টিয়াম (Triosteum Perfoliatum.) ।

সাধারণ নাম ফিতার-রুট ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হাঁপানি, পৃষ্ঠবেদনা, জ্বর, বহুব্যাপক সন্ধিজ্বর, স্তনের নিম্নে বেদনা, সান্নিপাতিক জ্বর, আমবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয় । ইহা ব্যবহারে শাযুবিধানের উদ্ভেজনা প্রভৃতি নানা উপসর্গ প্রশমিত হয় ।

পেটে শূলবেদনাব ত্রায় বেদনা ও গা-বমি-বমি সহ উদরাময় ; যে সমস্ত উদরাময়ে মলত্যাগের পব নিম্নাঙ্গের অসাড়তা, প্রচুব মূত্রস্রাব ; মলদ্বার সড়-সড় করিয়া অসাড়ে আম নির্গত হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ইহাব বিশেষ ক্রিয়া পারিলক্ষিত হয় । পুতিনশ্র বা নাকের দুর্গন্ধযুক্ত পচা ঘায়ে ইহা বেশ কাজ করে ।

পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতিব জন্ত আমবাত রোগে, পিত্তাধিক্যজনিত বিবিধ উপসর্গে ও পিত্তশূলের সহিত কুশ্ণ ও তীব্র যন্ত্রণা থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ ।

সম্বন্ধ :—ট্রাইওষ্টিয়াম পাকশয়িক জ্বরে ব্যাপ্তিসিধা তুল্য ; আমবাতে রাস-টক্স ও এপিস তুল্য, নিদ্রালু অথচ নিদ্রা হয় না লক্ষণ বেলেডোনা সমতুল্য ঔষধ ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩৫, ৬, ৩০ ।

ট্রাইকোসেণ্টিস (Trychosanthes.) ।

উদরাময়ে, প্রত্যেক বাহ্যের পরই মাথা অত্যন্ত ঘুরায় ।

ট্রাইক্নোস-গল্‌থেরিয়ানা (Trychnos Gaulthariana.) ।

সর্পাঘাত বোগে উপযোগী, চক্ষের ক্ষত রোগেও কার্যকরী ।

ট্রাইমেথিলামিনাম (Trimethylaminum.) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ তরুণ বাত রোগে ও স্বল্পদিন স্থায়ী বাতের ব্যাধি উপযোগী । মণিবন্ধ ও জাম্বুদেশে অতিশয় খেদনা । সামান্ত্র নড়াচড়ায় বৃদ্ধি (ব্রাই), বাত রোগেব সচিহ্ন অস্থিরতা ও পিপাসা ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট দশ হইতে বার ফোটা ।

ট্রিটিকাম-রিপেন্স (Triticum Repens) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রাশয়েব অত্যধিক উত্তেজনার জন্ত ইহা অতি চমৎকার ঔষধ, প্রমেহ, মূত্ররুদ্ধতা, মূত্রাশয়-প্রদাহ প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াক্ষেত্র ।

রোগীর অনবরত প্রস্রাবের বেগ হয়, প্রস্রাব কবিত্তে অত্যন্ত কষ্ট হয় ও ব্যথা করে, মূত্রাশয়েব ভিতব ছোট পাথব জমে ।

ট্রিলিয়াম-পেণ্ডুলাম (Trillium Pendulum) ।

পরিচয় :—সাধাবণ নাম হোয়াইট বেথকট । তাজা মূল স্রাসারে ভিজাইয়া বাখিয়া ঔষধ তৈরী করিতে হয় ।

ব্যবহারস্থল :—রক্তশ্রাব নিবারণ করিতে ইহার ক্ষমতা অত্যধিক । রক্তশ্রাব নিবারণে ইহা চাযনা, মিলিফোলিয়াম, ইরিঞ্জিবণ, ফেরাম-ফস্-এব সমকক্ষ ঔষধ । প্রস্রাবের পূর্বে ও পরে বা ঋতুশ্রাবের সময় যে রক্তশ্রাব হয় সেই সকল শ্রাব কমাইতে ইহার বিশেষ গ্যাতি আছে ।

যে সকল জীলোকের মাসে দুইবার অর্থাৎ ১৫ দিন অন্তর ঋতুশ্রাব হয় এবং ঐ শ্রাব ৭৮ দিন পর্যন্ত হইতে থাকে তাহাদের এই ঔষধ সেবন কবিত্তে দিলে অতি শীঘ্র সফল পাওয়া যায় । ক্ষয়কাসি রোগীর রক্তপূর্ণ গয়েব নিঃসৃত হইলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে । বয়ঃসন্ধিকালে জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব, অতিরিক্ত রক্তশ্রাবের ফলে রোগিনী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, হৃদস্পন্দন হইতে থাকে, চোখে ধোঁয়া দেখে, কাণের ভিতব ভাঁ ভাঁ করিতে থাকে, উপর পেটে অত্যন্ত শূলভাব

বোধ করে। আমবক্ত রোগেও ইহা ফলপ্রদ। মলবাব দিয়া কেবল রক্তই নির্গত হইতে থাকে। নাসিকা হইতে প্রচুব রক্তশ্রাব, শিশুদিগের দাঁত উঠাইয়া ফেলিবার পর দাঁতের গোড়া হইতে প্রচুর রক্তশ্রাবের সহিত মুচ্ছা প্রভৃতি থাকিলেও ইহা থাওয়াইলে ও বাহ্যিক প্রয়োগ কবিলে ফল হয়।

স্ত্রীরোগ :—ট্রিলিয়ামের ঋতুশ্রাব মাসে দুইবার করিয়া হয় এবং ঐ সময় যে রক্তশ্রাব হয় তাহা পরিমাণে অত্যধিক। কোন কোন বাব ঋতুশ্রাব এক সপ্তাহেবও বেশী স্থায়ী হয়, অর্থাৎ রোগিণীর মাসেব প্রায় সব কয়টা দিনই রক্তশ্রাব হইয়া থাকে। ক্যালকে-কার্ক ও নাস্স-ভম্বিকায়ও এরূপ শীঘ্র শীঘ্র শ্রাব হয় এবং স্নান বহুদিন স্থায়ী হয়, কিন্তু উভয় ঔষধের ধাতুগত লক্ষণে এত পার্থক্য রহিয়াছে যে সহজেই ধরা পড়ে। যে সকল রক্তশ্রাব প্রবল বেগে নির্গত হয় বা যে কোন প্রকাবেই শ্রাব হইকনা কেন যদি বক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের হয় তবে ইহাই ঔষধ (ইপি, মিলি)। বয়ঃসন্ধিকালে অত্যধিক রক্তশ্রাব বক্ত হইবার পূর্বে যদি হবিদ্রাবর্ণের বা লম্বির স্রাব শ্বেত-প্রদরের শ্রাব হইতে থাকে এবং উহার ফলে রোগিণী ফ্যাকাসে ও বক্তশূন্য হইয়া পড়ে এমন কি মুচ্ছিতও হয় তবে ইহা উত্তম ঔষধ।

প্রসবের পূর্বে বা প্রসবেব পূর্বে অতিবিক্ত রক্তশ্রাব হইবার ফলে যদি রোগিণী মুচ্ছিত হয়, দৃষ্টি ঘোলা ঘোলা, বৃকের ধড়ফড়ানি ও কাণেব ভিতর ভৌ ভৌ শব্দ হইতে থাকে তবে ট্রিলিয়াম ও চায়না কাগ্যাকবী ঔষধ। প্রভেদ এই চায়না অতিবিক্ত রক্তশ্রাব জনিত দুর্বল ও ফ্যাকাসে হইয়া পড়ে আব ট্রিলিয়াম রোগিণী শ্রাবের সহিত কোমরের সন্ধি ও বন্ধনিসকল শিথিল মনে হয়, ঐচ্ছান শক্ত কবিয়া বাধিয়া দিতে বলে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল, নাড়ী কোমল ও চঞ্চল হয়। ট্রিলিয়াম আঁঘাত ও পতনাদি জনিত গর্ভপাত হইবার আশঙ্কাজনক রক্তশ্রাবেবও একটা উত্তম ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—সোজা হইয়া বসিলে, দেহ সঞ্চালন করিলে বৃদ্ধি এবং হেট হইলে ও স্থিবি হইয়া থাকিলে উপশম।

সম্বন্ধ :—ট্রিলিয়াম—উৎকর্ষা, অস্থিঘাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট তুল্য, রক্তশ্রাবে চায়না, হ্যামা, সিকেলি, স্নাইনুইনোরিয়া তুল্য; উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তশ্রাবে ইপিকাক, মিলিকো তুল্য, প্রচুর ঋতুশ্রাব হইলে ক্যালকে-ফস্, স্রাবাইনা তুল্য, ঘন চাপ চাপ রক্তশ্রাবে থ্যাম্প সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x, ক্রম।

ট্রেকিনাস (Trachinus)।

অসহনীয় বেদনা, নানা স্থানেব ক্ষতি, তরুণ রক্তদৃষ্টি ও পচনশীল ক্ষত (গ্যাংগ্রিন) রোগে উপযোগী।

ট্রেডস্কেটিয়া (Tradescantia)

প্রস্রাব করিতে কষ্টানুভব, মূত্রনালী হইতে শ্রাব, অণ্ডকোষ-প্রদাহ এবং কাণ দিয়া রক্তশ্রাব ইহা উপযোগী।

ডরিফোরা (Doryphora decemlineata) ।

পরিচয় :— ইহাৰ অপৰ নাম “পটাটো বগ্” । ইহা ক্যান্থাৰাইডিস্ জাতীয় এক প্রকার কীট ।

ব্যবহারস্থল :— এই ঔষধ উদ্বাসন, ডিপ্‌থিয়া, রক্তামাশয়, বিসৰ্প, জ্বর, প্রমেহ, কর্ণমূল প্রদাহ, টাইফয়েড, ক্ষত, মূত্রনালী-প্রদাহ, পাকামাশয়-প্রদাহ প্রভৃতি বোগে উপযোগী । মূত্রাশয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায় ।

ডোরিফোরা ক্যান্থারিস অপেক্ষা অধিকতর এবং ল্যাকেসিস অপেক্ষা অল্পতর শক্তিশালী । মূত্রকৃচ্ছ ও প্রমেহ রোগেই এই ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ক্যান্থাবিসেস নামক মূত্রনালী ইহার প্রধান আক্রমণ স্থল । শিশুদিগেব মূত্রনালী প্রদাহ, তরুণ ও পুরাতন প্রমেহ বোগে ইহা দ্বাৰা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । প্রাচীনকাল হইতে রাজি পর্যন্ত মূত্রবোধ, মূত্রত্যাগে কষ্ট, প্রস্রাব অত্যন্ত যন্ত্রণাব সহিত নিঃসারিত হইলে, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও হলফোটান যাতনা থাকিলে ডাঃ হুইল এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন । ডাঃ ফ্যাবিংটন বলেন যে, দশ বৎসরের অল্পবয়স্ক বালকদিগেব মূত্রদ্রাবের প্রদাহ, উপদ্রাবে প্রস্রাবে যন্ত্রণা থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ ।

ইহার বোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া থাকে, শরীর অত্যধিক কাঁপে, সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠে, এই ঔষধে মুখ, গলা, অন্ননালী, পেট, পাকামাশয় এবং মূত্রনালী, প্রভৃতিতে খুব জ্বালা দেখা যায়, দেহ সঞ্চালন করিলে, ধূমপানে এবং উষ্ণগৃহে বোগেব বৃদ্ধি ।

শক্তি :—৬, ১২, ৩০ শক্তি ।

(Dolichos Pruriens.) ।

পরিচয় :— ইহাৰ অপৰ নাম কাউহেজ, আমেবিকার এক প্রকার আমকুসী ।

ব্যবহারস্থল :— ডলিকাসের বোগীর সর্বাঙ্গে ভয়ানক চুলকানি আছে, কিন্তু কোম উদ্বেদ নাই । এই চুলকানি রাত্রেই বেশী হয় এবং ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়, বোগী যত চুলকায় চুলকানি তত বেশী বাড়ে । বৃদ্ধবয়সে জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি, দাঁত উঠিবার সময় মাটিতে বেদনা, উপরের মাটি ফুলিয়া বাধা দ্বিত হইয়া থাকে, রোগী কোন প্রকার ষাণ্ডজব্য—কি শক্ত, কি তরল, খাইতে পাবে না । অতিবিক্ত বেদনার জন্য রাত্রে শিশু ঘুম হয় না । ডাঃ হেল্লিং বলেন,— দাঁত উঠিবার সময় জ্বাৰ থাকিলে এবং দাঁতে ঐরূপ বাধা থাকিলে ডলিকাস প্রয়োগ করিবার পূর্বে শিশুকে একমাত্র আ্যাকোনাইট প্রয়োগ করিবে । পূর্বে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ডলিকাসের উচ্চশক্তিতে ধ্বংসকাৰ হইবার সম্ভাবনা ।

ইহা দ্বাৰা জ্বাৰ রোগ আরোগ্য হয় । পিত্তাধিক্যবশতঃ গাত্রচর্শ্বের উপর পিত্তের বিকৃতি-জনিত দুর্দমনীয় চুলকানি হয় অথচ কোনরূপ পীড়কা বা ফুৰুড়ি থাকে না । ইহার রোগীর

জটব্য :— অতিরিক্ত চুলকানি ক্ষেত্রে নিমের কচিপাতা, তিল তৈল বা সরিষার তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল কয়েক দিবস ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে ।

বাত্রে শয্যেনের পর কাসি, কাসির সহিত গলাব ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট দেখা যায়।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০।

ডায়োস্কোরিয়া-ভিলোসা (Dioscorea Villosa.) ।

ব্যবহারস্থল :—ডায়োস্কোরিয়া শূলবেদনার অত্যন্ত প্রধান ঔষধ। যে সকল বৃদ্ধ বা যুবা অজীর্ণ বশতঃ নানাপ্রকার রোগ ভোগ করিয়া থাকে এবং খাইবার পর যাতাহার পেট ফাঁপিয়া উঠে, যে সকল বোগী অতিরিক্ত চা-পান করিবার জন্য অস্থূল দ্বা বা অক্রান্ত হইয়া থাকে ডায়োস্কোরিয়া তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহার শূলবেদনা নাভিদেশ হইতে আবস্ত হইয়া ক্রমশঃ সঙ্কশবীরে ছড়াইয়া পড়ে—ইহার বেদনা শয্যে বা সম্মুখদিকে ঝুকিলে বেশী হয়, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে বক্র হইলে, সোজা হইয়া দাঁড়াইলে উপশম বোধ ; কলোসিহে ইহা ঠিক বিপবীত—কলোসিহে বেদনা সম্মুখদিকে ঝুকিলে বা বক্র হইলে এবং চাপিলে উপশম বোধ।

ডায়োস্কোরিয়ার বেদনা থাকিয়া থাকিয়া আসে—বাথাব সময় তলপেট এবং নাভিপ্রদেশ মোচড়ানর দ্বা সমকাল ব্যবধানান্তর আবির্ভাবশীল বেদনা—বেদনার সময় মনে হয় যেন কোন বস্তুর পৃষ্ঠ বোগীর অন্ত্রাদি জোরে চাপিয়া ধরিয়া মোচড়াইতেছে। শৈগীর পেটে বায়ু সঞ্চয়জনিত শূলবেদনাও হইতে অধিক ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহা বেদনা পূর্বে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে সেইরূপ হওয়া চাই। উদবশূল, পাকায়শূল, পিত্তশূল, ঋতুশূল, মূত্রগ্রন্থিশূল, প্রভৃতি যে কোন প্রকার শূলই হউক না কেন যদি উপবেব লক্ষণ পাওয়া যায় তবে ডায়োস্কোরিয়া ফলপ্রসূ।

ইহা স্বপ্নদোষেরও একটা উত্তম ঔষধ। স্বপ্নদোষগ্রস্ত বোগী নিদ্রিত অবস্থায় সমস্ত ব্যুত্তি বমণীর স্বপ্ন দেখে। একরাত্রিতে একাধিকবার স্বপ্নদোষের ফলে তাহার হাঁটুতে দুর্বলতা অনুভব করিলে এবং অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেও ইহা উপযোগী।

মন :—ডায়োস্কোরিয়া বোগী কোন এক দ্রব্য চাহিবার সময় অল্প কোন দ্রব্য চাহিয়া বসে, কখনো ডাকিবার সময় ভুল কবিয়া অপরকে ডাকে। তাহা মনের অবস্থা এতই বিভ্রান্ত যে বোগী কোনও ব্যক্তি বা বস্তু নাম ঠিক বলিতে পারে না, প্রায়ই ভুল কবে ; বোকাটে ভাব ও খিটখিটে মেজাজ। বোগী কাহাবো সজ্জ ভালবাসে না, একাকী থাকিতে চায়। অত্যধিক রেতঃপাতের ফলে তাহার চিত্ত বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়ে।

আজুলহাড়ার প্রথম অবস্থায় যখন বেদনা অত্যন্ত তীব্র এবং যন্ত্রণাদায়ক হয় ও বোগী স্বেচ্ছাবিহীন বেদনা অনুভব কবে তখন ইহা উপযোগী। যাতাহার প্রান্তই আজুলহাড়া হইয়া থাকে তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ।

শূলবেদনা :—যে কোন শূলবেদনা—যকৃৎ-বেদনা, পিত্তশূল, মূত্রশূল, ঋতুশূল প্রভৃতিতে ইহা একটা উত্তম ঔষধ। গর্ভাবস্থায় শূলবেদনায় কেহ কেহ এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। ইহার বেদনা জ্বরীভাষ্য ; থাকিয়া থাকিয়া বেদনার আবির্ভাব। শূল প্রথম নাভিদেশ হইতে আবস্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে পেটের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ বেদনার সময় বমন,

ঢেঁকুর উঠা, পেট ফুলা ও লেপাত্ত জিহ্বা দেখা যায়। ডাঃ ক্লিকটন বলেন যে পাকশযের শূলে ও পেটফাঁপায় বায়ু নিঃসরণেও যদি কোনরূপ উপশম না হয় এবং পূর্ববর্ণিতরূপ বেদনা থাকে তাহা হইলে ইহা উপযোগী ঔষধ।

ডাঃ হেল্মথ বলেন ইহার শূলবেদনা কলোসিস্বেব বেদনা হইতে অধিক। বেদনা মোহডান প্রকৃতিব : ডায়োস্কোরিয়ার শূল শয়নে বোধী হয় এবং চাঁপ দিলে উপশম। কিন্তু অবনত হইলে কলোসিস্বেব তায় উপশমিত না হইয়া বরং বর্ধিত হইয়া থাকে। কেবল শরীর প্রসারণ করিলে এবং সোজা হইয়া বসিলে বেদনাব উপশম বোধ।

ডাঃ হেল্ম বলেন যে পেট, অন্ত্র, ক্ষরায় বা হৃৎপিণ্ড অথবা মস্তিষ্কেব বেদনা অবিবাহ হইয়া যদি থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং উহার সঙ্গিত বমন, খিলধরা প্রভৃতি আক্কেপিক লক্ষণসকল থাকে এবং বেদনা পূর্ববর্ণিতরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তবে ডায়োস্কোরিয়াই ঔষধ।

কলোসিস্বে, মাগ-ফ, ওসিমা-ক্যান, পাবাইবা, ব্রাইট, বার্কিবিচ, ফস, রাস, সাটলি, ষ্টাফ প্রভৃতি ঔষধ ইহার সদৃশ।

সম্বন্ধঃ—ডায়োস্কোরিয়া পাকস্থলীর নানাবিধ পীড়ায় নাক্স তুলা, নিম্নাদব ও মলসঃক্রান্ত বিষয়ে স্থানফাব তুলা, মূত্রলক্ষণ সাসাঁপে সমতুলা : জননেক্রিয়েব পীড়ায় নাক্স, সাল্ফার ও চায়না তুলা, আঙ্গুলগাডায় সাইলিসিয়া সমতুলা ঔষধ।

শক্তি :—মূল অকিষ্ট ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ডারকা-প্যালাষ্ট্ৰিস (Dirca Palustris) ।

ব্যবহারস্থল : এই ঔষধ শূলবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, কাসি, অবসাদ, উদ্বাসময়, ক্ষুদ্রশূল, শায়শূল, বাত ইত্যাদি বোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই ঔষধটি আন্টিসোবিক ঔষধ, কিন্তু অন্যান্য আন্টিসোবিক ঔষধেব তায় ইহাব ক্রিয়া ভিত্তব হইতে বাহিবে পকাশ হওয়া নাই, ইহাব ক্রিয়া বাহির হইতে ভিতর দিকে।

ইহা অগ্নিমান্দ্য রোগের একটি ঔষধ। বোগীর পাকশযের মধ্যে একটি কুারী জিনিস যেন বহিয়াছে এরূপ অনুভব। পেট ফাঁপে, পেটে বায়ু সঞ্চালনবশতঃ ছড়-ছড় গুড়-গুড় শব্দ হয়, অন্ত্রশূলে বোগী সম্মুখেব দিকে বুঁকিয়া পড়ে এবং মলত্যাগ কবিলে উপশম বোধ করে। তাহাব মলদ্বারে দপ্পদপাক্তাবী বা স্চবিদ্ধবৎ বেদনা। ডারকা রোগী ভয়ানক অনামনস্ক ও অত্যন্ত ব্যস্ত-স্বভাবের। রোগী মনে কবে তাহার সময় অত্যন্ত দীর্ঘে দীর্ঘে অতিবাহিত হইতেছে, যেম আর সময় কাটিতে চাহে না। (অ্যালিউ, আর্জেন্টাম-নাই, অবম, ক্যানাবি-ইন, ককিউলাস, থিরিডি)। ইহাব রোগী দুই এক পা উপবে উঠিলে হাঁপাইয়া উঠে। আস, ক্যালুকে, আযোড, ষ্ট্যানাম)। সামান্যমাত্র জ্বরে হাঁটিলে বুঁকিব ভিতর ধড়ফড় কবিতো থাকে। ইহার রোগী নিদ্রিত অবস্থায় ক্রমাগত মৃত ব্যক্তিব স্বপ্ন দেখে (ক্রোটেলাস)।

রোগীব আক্রান্ত স্থান টিথিয়া দিলে, মলত্যাগের পব এবং সম্মুখ দিকে বুঁকিয়া পড়িলে উপশম।

শক্তি :—মূল অকিষ্ট হইতে ৬ শক্তি।

ডাল্‌কামারা (Dulcamara) ।

পুন্নিচম ইহাব অপর নাম বিটার-সুইট বা ডালসিস অ্যামেরা । ইহা একজাতীয় লতাবিশেষ । এই লতাগুলি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায় । এইগুলির ছাল ও পাতা হইতে মান্নার টিংচার তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :- ঠাণ্ডা লাগিয়া বা জলে ভিজিয়া কোন প্রকার রোগ হইলে ডালকামারা একটা উত্তম ঔষধ । শুষ্ক-ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে কোন প্রকার পীড়া হইলে যেমন অ্যাকোনাইট উপযোগী সেইরূপ ভিজা জায়গার ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে কোন বোগ হইলে ডালকামারা উপযোগী ।

ইহার বোগ বৃদ্ধির সময়—গরমেব পব ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মের পব বধায় ।

সর্দি, শ্বস্নভঙ্গ, গ্রন্থি-প্রদাহ, গলকোষ-প্রদাহ, মূত্রথলীর পীড়া, শোথ, রক্তামাশয়, রক্তশ্রাব, অশ, মাথাধরা, কটিবাত, হাম, মস্তিষ্কবরণ-প্রদাহ, পক্ষাঘাত, পোড়া-নারাঙ্গা, নানাজাতীয় কণ্ডুরোগ, আবক্তজ্বর, গণ্ডমালা, তোতলামি, গ্রীবাশূল, পিপাসা, জিহ্বার পীড়া, কুর্ণমূল-প্রদাহ, আব (টিউবার), টাইফয়েড-জ্বর, আঁচিল, ছপিং-কাসি, দুধে মামডী রোগ প্রভৃতিতে উপযোগী ।

ক্রিয়াস্থল :- স্নেহাশ্রয়ী ও গ্রন্থিবৃদ্ধি-প্রবণ ধাতুর রোগীদিগেব পক্ষে কার্য্যকরী ঔষধ । ভিজা স্থানে বসবাস জনিত উন্নবাময় ।

ভিজা স্থানে বসবাসেব জন্ত আমবাত, বক্তামাশয়, জ্বর প্রভৃতি বোগে ডালকামারার ক্রিয়া অতি উত্তম ।

পক্ষাঘাত :- ডালকামারা পক্ষাঘাত বোগেব একটা উত্তম ঔষধ ।

ডাঃ ইনিংবর্জার—পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহেব পক্ষাঘাত বোগ এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । পক্ষাঘাতের জন্ত অ্যাকোনাইট, বাস-টক্স, কষ্টিকাম ও ডালকামারা ফলপ্রদ ঔষধ । নিম্নে উহাদেব প্রভেদ-দেওয়া গেল ।

বাতই যেখানে পক্ষাঘাতের কারণ এবং ঐ বাত যখন ঠাণ্ডা জলীয় হাওয়া লাগিয়া কিম্বা বর্ষাকালে হয় অথবা হঠাৎ গরমেব পব ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি বাত হয় ও তাহাব ফলে ক্রমে পক্ষাঘাত হয় তাহা হইলে ডালকামারা, বাস-টক্স, কষ্টিকাম, ব্যারাইটা ও অ্যাকোনাইট প্রভৃতি ঔষধই উপযোগী । পার্থক্য এই পক্ষাঘাতের প্রথম অবস্থায় ডালকামারা, বোগ একটু পুৰাতন হইলে এবং ছটকটানি বেগী থাকিলে বাস-টক্স, সর্বশেষে যখন বোগ বৈশ পুৰাতন আকার ধারণ করিয়াছে তখন কষ্টিকাম ব্যবহার্য্য । সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বোগ হয়, বিশেষতঃ টনসিল-প্রদাহ, জিহ্বা এবং মাড়ীর আরক্ততা, জিহ্বাব পক্ষাঘাত প্রভৃতি ব্যারাইটা-কার্কেও আছে । হঠাৎ পক্ষাঘাত হইলে এবং সেই সঙ্গে মূত্ৰাভয়, ছটকটানি, জলপিপাসা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট কার্য্যকরী ঔষধ ।

সর্দি ও কাসি—ডালকামারার সর্দি সাধারণতঃ শবৎকালে বেগী হয় । কাবণ পূর্বে আমরা বলিয়াছি ইহার বোগ গরমেব পর ঠাণ্ডার সময় বৃদ্ধি পায়—শরৎকালে দিনে প্রথমে উত্তাপ, রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ; এই সময় গরম হইতে ঠাণ্ডার ফলে সর্দি-কাসিতে ডালকামারা ফলপ্রদ । ইহাব বোগীবি সর্দি হইয়া নাসিকা হইতে ও চক্ষু দিয়া জলের ন্যায় প্রচুর সর্দি বা স্নেহা ঝড়িতে থাকে,

ঐ সর্দি ঠাণ্ডা-হাওয়ায় বেশী হয় এবং আবহাওয়া ও গরম ঘরের ভিতর কম থাকে, নড়াচড়ায় কঁম থাকে ; ডাল্‌কামাবা বোগী মোটেই স্থির থাকিতে পাবে না। তারপর জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগাইয়া সর্দি-কাসি হইলেও ইহা কার্যকরী। ডাল্‌কামার বোগীর সর্দির জন্ত নাক ঘন ঘন বুজিয়া যায় সেজন্য সে নাক কমাল দিও বা অন্য কোন কাপড় দিয়া চাপা দিয়া বাগিতে চায় কারণ গরম বাগিলে আর নাক বুজিয়া যায় না। সর্দি হইয়া নাক বুজিয়া যাওয়া অ্যামন-কার্ক ও নাক্স-ভমিকায় আছে, অ্যামন-কার্কের বোগীর নাক বুজিয়া যাওয়া ব্রাত্রেই বেশী হয়, দিনে বিশেষ হয় না, বোগীর তন্দ্রালুতা আছে এবং ইহাব স্নানটা ক্ষতকারী ; ডাল্‌কামার বোগী নড়াচড়ায় উপশম বোধ কবে, নবিশ্ব অ্যামন-কার্কের বোগী নড়াচড়ায় উপশম বোধ কবে না, আক্রান্ত স্থানে চাপিয়া শুইলে এবং শুষ্ক দিনে আবাম বোধ কবে।

* নাক্স-ভমিকার বোগীরও নাক বুজিয়া যায় ও অ্যামন-কার্কের বোগীর নাক ব্রাত্রে বৃদ্ধি হয়। নাক্স-ভমিকায় ব্রাত্রে বৃদ্ধি, (ব্রাত্রেব জন্ত নচে বন্ধ ঘরের ভিতর থাকিবার জন্ত) কিন্তু রোগী ফাঁকা হাওয়ায় বাহির হইতে চায় না, শীত কবে, সর্দি হইলে ফাকা হাওয়ায় ভাল থাকে (কেলি-ফস্), ডাল্‌কামাবা রোগী ফাকা হাওয়া পছন্দ কবে না। নিদ্রাব পর অ্যামন-কার্কের বৃদ্ধি, — নাক্স-ভমিকায় নিদ্রাব পব উপশম।

* রাস-নিগ্গ—ইহাও সর্দিব একটি উত্তম ঔষধ। ইহাব সর্দি বর্ষাকালে, নদী, পুকুর বা বাসীজলে স্নান কবিরান ফলে দেখা দেয়। ইহাব বোগীর সর্দিব সহিত বাতের বাগা অর্থাৎ শরীরেব সন্ধ্য বেদনা হয়। গরম ঘরের ভিতর উপশম এবং ঠাণ্ডায় রোগেব বৃদ্ধি। বাস-টক্সেব সর্দ্যশ্রেষ্ঠ লক্ষণ অস্থিরতা; সর্দিব সময় রোগী আবও বেশী অস্থির হইয়া পড়ে—অস্থিরতার জন্য ক্রমাগত ছটফট করিতে থাকে, ছটফট কবিলে যন্ত্রণাব উপশম, ডাল্‌কামাবাব অস্থিরতাও নড়াচড়ায় উপশম।

মুখ ও গলার রোগ—ডাল্‌কামাবায় মুখেব রাগুশূল আছে। রাগুশূল গওদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া চোখেব ভিতর দিয়া চোখাল পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং বেদনার পূর্বে আক্রান্ত অংশ ঠাণ্ডা অনুভব হয়। বোগীব মার্কাবি প্রভৃতিব ন্যায় লালান্নাব আছে—ডাল্‌কামাবার লাল চটচটে, সাবান ফেনান জলেব মত হড়হড়ে, খুব লালান্নাব থাকা সত্ত্বেও বোগীর জিহ্বা শুষ্ক অথচ পিপাসাও থাকে। ইহাব যে কোন পীড়া হঠাৎ ঋতু পরিবর্তনের ফলেই বেশী হয়, ইহা যেন সর্বদাই মনে থাকে। হঠাৎ ঋতু পরিবর্তন বা অত্যন্ত গরম হইবার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে সর্দি-কাসি; বক্ষমূলের সর্দি প্রভৃতি বোগও উপযোগী। ঋতু পরিবর্তনের (গ্রীষ্মেব পর হঠাৎ বর্ষা বা গরমেব পর হঠাৎ ঠাণ্ডা) ফলে জিহ্বায় পক্ষাঘাত হইয়া বাকশক্তি লোপ পাইলে বা স্নাত্তোক্তে স্থানে বসবাস করিবার ফলে পক্ষাঘাত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ, এমন কি মূত্রথলিতে ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে মূত্রথলির পক্ষাঘাতেও ইহা উপযোগী। ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে নিম্নচোখাল ক্ষীতি, বিকৃত মুখভঙ্গি, মুখেব এক পার্শ্বেব আড়ষ্টতা, গলার ভিতরেব ক্ষতাদি ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়। ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে গলাব ভিতর ক্ষত হইলে এবং উহার ফলে আল্‌জিহ্বা ফুলিয়া উঠিলে ইহা ব্যবহার্য ঔষধ। পান্থের অপব্যবহার জনিত গলক্ষত, তৎসহ লালান্নাব, গ্রীবার এস্থির ক্ষীতি প্রভৃতি ও মুখের রাগুশূল প্রভৃতি যদি ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে বৃদ্ধি হয় তবে ডাল্‌কামাবাব কথা ভাবা আবশ্যক।

উদ্ভাৱন :—ডাল্‌কামাৰাৰ অন্তৰ্গত পীড়া যেমন গ্ৰীষ্মৰ সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়িলে বাড়ে সেইৰূপ ইহাৰ উদ্ভাৱনও হঠাৎ এইৰূপ পৰিবৰ্তনে বাড়ে। ভিজা জমিতে বসবাসেৰ ফলে উদ্ভাৱন বা আশ্বাস হইলেও ইহা ব্যবহাৰপোষাগী ঔষধ। ইহাৰ উদ্ভাৱনৰ মল আমময় সবুজ, জ্বলেৰ স্ৰাব এবং শাদা শাদা। ডাল্‌কামাৰাৰ মলেৰ প্ৰকৃতি ও বৰ্ণ সৰ্বদাই পৰিবৰ্তনশীল—মলে কখনও ৰক্ত থাকে স্ৰাব কখনও থাকে না—কোন কোন সময় কেবল আমই নিৰ্গত হইয়া থাকে কখনও স্ৰাব সাধাৰণ মল এবং সেই সৰ্কে আম বা বক্ত মিশ্ৰিত থাকে। (পাল্‌সেটিলা এবং সাণফাবেও পৰিবৰ্তনশীল বাহে দেখা যায়) ইহাৰ উদ্ভাৱন সাত্যাত্যতে স্থান বসবাস জল, আবহাওয়াৰ পৰিবৰ্তনে, দিনে গৰম ও বাত্ৰে ঠাণ্ডা এমন দিনে বেগী হয়। (ভায়েৰ জল উদ্ভাৱন হঠলে জেলস, ওপিয়াম; মূল্য জল পানেৰ ফলে উদ্ভাৱন হঠলে—জিঞ্জিবাৰ; চুণবহল জল পান কৰিয়া উদ্ভাৱন হঠলে ক্যাম্ফাৰ, বি, তৈল এবং তেলাল মাছ ইত্যাদি খাইয়া উদ্ভাৱন হঠলে পাল্‌সেটিলা; ফসাদি খাইবাব ফলে উদ্ভাৱন হঠলে চাযনা, শামুক খাইবাব ফলে উদ্ভাৱন হঠলে লাইকোপোডিয়াম, গ্ৰীষ্মকালে ৰোদ্ৰ হঠতে আসিয়া শীতল জল পানেৰ পৰ উদ্ভাৱন হঠাইওনিয়া ঔষধ)।

বোগীৰ উদ্ভাৱন বসিয়া গিয়া উদ্ভাৱন হঠলেও ডাল্‌কামাৰা ব্যবহাৰ্য্য।

চৰ্ম্মপীড়া :—ডাল্‌কামাৰাৰ নানা জাতীয় চৰ্ম্মপীড়া আছে, ছোট ছোট আঁঠিও ইহাতে দেখা যায়। আমবাতৰ ইহা একটা অতি উত্তম ঔষধ। আমবাত সাধাৰণতঃ ভিজা স্থানে বসবাস জল বা ঋতুৰ পৰিবৰ্তনেৰ জন্ত হঠলে ইহা বিশেষ কাৰ্য্যকৰী ঔষধ। ছোট ও বড় নানা-জাতীয় ফোড়াও ইহাতে দেখা যায়। ইহাৰ চৰ্ম্মপীড়াৰ চুলকানি, টাটানি, চটাপড়া, বক্তস্ৰাব ও ৰসস্ৰাব প্ৰভৃতি আছে। ছোট ছোট শিশুদেৰ মাথায় ও মুখেৰ চৰ্ম্মপীড়া ইহা উপকাৰী। ইহাৰ চৰ্ম্মৰোগ এবং ৰাস-টক্সেৰ চৰ্ম্মৰোগ প্ৰায় একই লক্ষণসংযুক্ত পাৰ্থক্য ধৰা বড়ই কঠিন কাৰণ—স্বাভাৱতে স্থানে বসবাস, জলে ভিজা, হাওয়াৰ পৰিবৰ্তন উভয় ঔষধ আছে—পাৰ্থক্য এই ডাল্‌কামাৰা বোগী আক্ৰান্ত স্থানে ঠাণ্ডা চায়, গৰমে বৃদ্ধি, আৰ ৰাস-টক্সেৰ বোগী গৰম চায় ঠাণ্ডা বৃদ্ধি ইহা বৃদ্ধি ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিলে উপকাৰ অবশ্যস্বাৰী।

অনেক ক্ষেত্ৰে ডাল্‌কামাৰাৰ চৰ্ম্মপীড়া কোন মলমাদি দ্বাৰা চাপা দিলে—শোধ এমন কি উদ্ভাৱী পৰ্যন্ত হঠতে পাৰে। উদ্ভাৱ বসিয়া গিয়া সাংঘাতিক আকাৰেৰ উদ্ভাৱন হঠতেও ইহাতে দেখা যায়। ডাল্‌কামাৰা বোগীৰ প্ৰায়ই আমবাত হঠিয়া থাকে, আমবাতৰ ইহা একটা উত্তম ঔষধ।

ডাল্‌কামাৰাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কয়েকটি প্ৰয়োগ—

ভিজা স্থানে বসবাস ও ঠাণ্ডা লাগিবাৰ ফলে স্ফটিকা-জৰ হঠলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া প্ৰসবেৰ পৰ ক্লেস্তাব বক্ত হঠলে ও স্তন্যদানীৰ দুগ্ধ লোপ হঠলে, জলেৰ ভিতৰ কাজকৰ্ম্ম কৰিবাৰ ফলে প্ৰস্ৰাব বক্ত হঠিয়া কিডনী বা বৃক্ক স্থানে প্ৰদাহ হঠলে, বয়স্ক বালকদিগেৰ সন্দিৰ জন্ত যুজ্জাব হঠলে বিশেষতঃ উৰা খালিপায়ে ঠাণ্ডা জলেৰ ভিতৰ হাঁটাচলায় বৃদ্ধি পাইলে, আমবাতিক প্লুৰাইটিস, প্লুৰোসিসসহ নিউমোনিয়া, বক্তদেহেৰ শৌখ প্ৰভৃতি ক্ষেত্ৰে, ঠাণ্ডা লাগিবাৰ ফলে অত্যধিক ৰক্তস্ৰাব প্ৰভৃতি ক্ষেত্ৰে ইহা অত্যন্ত উপযোগী ঔষধ।

ডাল্‌কামাৰা ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড এবং অন্যান্য জ্বৰেৰ ঔষধ। যদি পূৰ্ব ইতিহাসে জলে ভিজা, আবহাওয়াৰ পৰিবৰ্তন ইত্যাদি পাওয়া যায়।

ছাস-বৃদ্ধি :—চিং হইয়া শয়ন করিলে, হেঁট হইলে, বিশ্রামকালে, শীতল বায়ুতে, জলীয় বায়ুতে, জলে ভিজিয়া, অতিবিক্ত জল ব্যবহার কবিবার ফলে, ঠাণ্ডা জল পান করিলে, বর্ষ্য অর্বক্ষণ হইয়া বা উদ্বেদাদি বসিয়া গিয়া বোগ হইলে ইহা উপযোগী ঔষধ।

চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইলে, উত্তাপে, সোজা হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে, পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে এবং আক্রান্ত স্থান টিপিয়া দিলে উপশম।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ডিউবৈসিয়া (Duboisia)

ইহাৰ মূল নাম কর্ক উড এন্ড।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ প্রলাপ, তন্দ্রালুতা, চক্ষুতাবা প্রসাধন, দূরদৃষ্টি, গতিশক্তির পক্ষাঘাত, গলার শুষ্কতা, মস্তকঘূর্ণন, দৃষ্টিভ্রম প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ডিউবৈসিয়ার প্রধান ক্রিয়াস্থল চক্ষু। ইহা ব্যবহাবে চোখের তারা প্রসারিত হয়। অ্যাট্রোপাইন অপেক্ষা এই ঔষধের ক্রিয়া চক্ষুর উপর অনেক বেশী। অ্যাট্রোপাইনে চক্ষুতাবকা যতটা প্রসারিত হয় এই ঔষধে তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রসারিত হইয়া থাকে। রোগীর মনে হয় চোখের সম্মুখে যেন একটা লাল বিন্দু উড়িয়া বেড়াইতেছে। চক্ষু ভিতর ঠাণ্ডা অনুভব; মনে হয় যেন শুল্ল পা বাড়াইয়া দিতেছে। বোগী চেযাবে বসিভেছে মনে কবিয়া মাটিতে বসিয়া পড়ে। রোগী মনে কবে তাহার চক্ষু দুইটা ও জিহ্বা যেন বড় হইয়াছে, সেইজন্য সে চক্ষু বুজিয়া বা মুখ বুজিয়া ঘুমাতে পাবে না। বোগী পড়িবার সময় যতবার বই হইতে চক্ষু সবাইয়া লয় ততবার চক্ষু-তাবকা হইতে কপাল পর্যন্ত শিরঃবেদনাব স্থায় ব্যথা অনুভব কবে। দুই ফিট দূরস্থিত অক্ষর পড়িতে পাবে না। উহা নানাবর্ণের দেখায়। বই খাতা যত নিকটে বা দূরেই থাকুক না কেন বোগী তাহা পড়িতে পারে না, কাবণ তাহাতে (তাহার) চোখের বেদনা অনুভব কবে।

ডিউবৈসিয়া রোগীর বাম পাখানি অসাড় এবং ডাণ পাখানি আড়ষ্ট। তাহার নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত দুর্বল সেইজন্য উহা নাড়িতে কষ্ট। রোগী চলিতে গেলে মাতালের স্থায় টলিতে থাকে। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় প্রত্যেক পাদক্ষেপে কোমরে ব্যথা লাগে। বোগী চোখ বুজিয়া মোটেই দাঁড়াইতে পারে না। বোগী অদৃশ্য ব্যক্তির দিকে হাত বাড়াইয়া দেখা কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না। 'সে তাহার' চতুর্দিকস্থ দ্রব্যাদি ধরিবার চেষ্টা করে।

শক্তি :— ২x, ৩x, ৬x ক্রম।

ডিক্টেমনাস।

এই ঔষধ জবায়ুল; শ্বेत-প্রদর, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং স্বপ্নসংরণ-প্রকৃতি রোগীর ক্ষেত্রে উপযোগী।

ডিজিটক্ সিনাথ ।

ডিজিটেলিসকে ক্লোরোফর্মের সহিত মিশাইয়া এই ঔষধ তৈরী হয়—চোখে সমস্ত জিনিস হরিজাবর্ণের দেখা ইহাব বিশেষ লক্ষণ । অত্যধিক বিরমিষা রোগেও ইহার ক্রিয়া অত্যধিক ।

ডিজিটেলিন্ ।

পরিচয় :—ইহা ডিজিটেলিসের গ্ৰীব (alkaloid, active principle) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হাঁপানি, উপদংশ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, দৃষ্টিবিভ্রম প্রভৃতি পীড়াব উত্তম ঔষধ ।

ডিজিটেলিনের ক্রিয়াও ডিজিটেলিসের ত্রায় হৃদপিণ্ডে বৈধী । ডাঃ হেল্ বলেন হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য বশতঃ বোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে এই ঔষধ উপযোগী এবং হৃদপিণ্ডের পীড়ায় বোগী তাহার বামদিকে ও স্তন ও বগলের মধ্যবর্তী স্থানে সূক্ষ্ম শলাবেধবৎ বেদনা অনুভব করে, ঐ বেদনা সন্ধ্যাবেলা শাসিতাবস্থায়, বৈদিক চাপিয়া শুইলে পর অনুভূত হয়, কখন কখন বোগী মনে করে তাহার হৃদপিণ্ড বৃদ্ধি স্থিতি হইয়া গেল (সামান্য নড়াচড়ায় হৃদপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে এই ভয়, জেলস) বামদিকে শুইলে হৃদস্পন্দনও ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে । হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বড়ই উচ্ছ্রল প্রকৃতি এবং ইহাব শব্দ অসম । নাড়ী সবিবাম বা মধ্যবিলোপী, বিলম্বিত কখনও বা ইহার গতি ক্ষুণ্ণ । ডিজিটেলিনের বোগীব হৃদপিণ্ডের সহিত নাড়ীর বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই—হৃদপিণ্ডের গতি অত্যন্ত প্রবল অথচ নাড়ী ক্ষীণ, মুহু, অনিয়মিত ইহাই ডিজিটেলিনের প্রধান লক্ষণ । ডাঃ জার বলেন ‘ক্ষুণ্ণ হৃদস্পন্দনের সহিত নাড়ীর গতি অতি ধীর এবং বিলম্বিত হইলে ইহা ডিজিটেলিস তুল্য’ । ডিজিটেলিন যেমন হৃদযন্ত্রের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ সেইরূপ চক্ষুরও একটা কার্য্যকরী ঔষধ । বোগী মনে ভাবে যেন তাহার চক্ষু দুইটা ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া চক্ষুকোটব হইতে বাড়ির হইয়া পড়িতেছে (ল্যাক্টিউকা, কমোক্রডিয়া, আমিল, লাইকো, প্যাসিম্ফ্রো, ফন্স, সাল্ফ) ইহাতে নানাপ্রকার দৃষ্টিভ্রম আছে, বোগীব দৃষ্টিপথে যেন ধূলিকণা বা কাল বিন্দুসকল উড়িয়া বেড়াইতেছে । সন্ধ্যাবেলা বোগীব দৃষ্টিপথে কিয়দংশ যেন মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে এরূপ বোধ । চোখের সম্মুখে যেন চক্ৰমক করিতেছে, ঘরের ভিতরের সমস্ত পদার্থ যেন একটু অন্তরিত সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে । আলোর চতুর্দিকে বোগী একটা শোভা দেখিতে পায় ।

ডিজিটেলিন—গা-বমি, উদবাম, বোগী ডিমের ভিত্তিকাব হ্রাস রঙের কুসুমের ত্রায় পদার্থ বমি করে, বমি করিবার সময় কাঁপিতে থাকে ও উপর পেটে ভয়ানক শূন্যতা অনুভব কবে । পেট ফাঁপে পুনঃ পুনঃ উপকার উঠে, ইহার পরে বোগী অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে । বোগী নাকে কোনপ্রকার গন্ধ সহ্য করিতে পারে না ; শরীরে প্রচুর ঘর্ম নির্গত হয় ; ইহার বোগী যখন চলাফেরা করে তখন তাহার এই মনে হয় যেন ঐখানকার মাটি, সরিয়া যাইতেছে বা নামিয়া যাইতেছে ।

ডাঃ ক্লার্ক বলেন বোগীর সূক্ষ্ম অবস্থা পুনঃ পুনঃ স্বপ্নদোষ হওয়া এই ঔষধের একটা প্রধান লক্ষণ । ডিজিটেলিন বোগীর হাত পা দ্রব্য কাঁপে, বোগী তাহার ইচ্ছাসাবে কোন কার্য্য

করিতে পারে না যেন তাহাব পক্ষাঘাত হইয়াছে। বিশ্রামে সমস্ত কষ্টেব রুদ্বি, উরুন্তের এবং জজ্বাডিমন্ত পেণীতে গিলথবার ভাব হয়।

রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, 'যদিই' বা পারে সে তাহার সারমর্ম গ্রহণ করিতে পারে না (অ্যাগা, অ্যাসিড-ফস্, স্কুটেল)।

হ্রাস-রুদ্বি :—বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, জলাদি পানে, ঘুম ভাঙ্গিবার পর রুদ্বি এবং আহারেব হ'র এবং নিশ্বল বায়ুব ভিতর হাঁটাচলা করিলে উপশম।

সদৃশ :—এই ঔষধ ডিজিটেলিস, কোনাযাম, কোকেন, ডেলস, ট্যাবাকাম, ক্র্যাটেগাস, গ্র্যাটিওলা অ্যাডোনিস, লিযাটিস, ডিজিটালিনাম প্রভৃতি ঔষধ সমতুল্য।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x চূর্ণ ২০, ২০০ শক্তি।

ডিজিটেলিস-পার্পিউরিয়া (Digitalis Purpurea) ।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম ফল্ল-গ্লোভ। এই জাতীয় গাছ সমস্ত ইউরোপে জন্মে। হানেম্যান নিজে ইহাব প্রভিঃ কবেন। ইহাব তাঙ্গা পাতাব বস হইতে মাদার-টিংচার হয়।

ব্যবহারস্থল :—হৃদপিণ্ডেব অত্যধিক দুর্বলতা ইহাতে আছে। দুর্বলতার জন্য তাহাব কথা বলিতে কষ্ট, শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং দীর্ঘশ্বাসেব চায় হইয়া থাকে।

ইপানী, হৃদযন্ত্রেব নানাবিধ পীড়া, ফুসফুসেব প্রদাহ, মস্তিষ্কাবরণ-ঝিল্লী-প্রদাহ, অন্ধত্ব, মূত্রযন্ত্র ও কিডনিব ক্রিয়ার অভাবেব জন্য প্রস্রাবেব সঞ্চিত লাল রেগুসকল নির্গত হয়, ঐশ্র্য কৃরিবার সময় অত্যধিক জ্বালা অনুভূত হয় এবং রাত্রে প্রায়ই অসাড় ভেতঃপাত হয় বা সঙ্গমানিব পূর্ব অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। যকৃত অত্যধিক বড় হইয়া বাইবাব ফলে পাণ্ডুবোগ ও যকৃতেব ক্রিয়া বিকৃত হইবার ফলে উদবাময় হইয়া থাকে। রোগীব মুখমণ্ডল মৃতব্যক্তিৰ মুখমণ্ডলেব ন্যায় রক্তশূন্য মনে হয়। কখন কখন রোগীব গাঃচর্ম, অক্ষিপুট, ওষ্ঠ, জিহবা, ইত্যাদি নীলিমাযুক্ত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—ডিজিটেলিস হৃদপিণ্ডেব পীড়ার একটি শক্তিশালী ঔষধ। হৃদপিণ্ডেব উপর ডিজিটেলিসেব ক্রিয়া সমধিক। ইহার ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর এবং ইহা একটি অ্যাটিসোরিক ঔষধ। ডিজিটেলিসেব অপব্যবহাবেব ফলে নানাবিধ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য ইহা খুব সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা কর্তব্য। বিশেষতঃ নিম্নশক্তিব ডিজিটেলিস ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, বিস্ত্র চিকিৎসকগণ ডিজিটেলিস উচ্চশক্তি প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ডিজিটেলিসেব মুখ্য ক্রিয়া যেমন হৃদপিণ্ডেব উপর তেমনি গৌণক্রিয়া যকৃতেব উপর।

ডিজিটেলিস বোগী মনে করে সে সামান্য নড়াচড়া করিলেই হৃদপিণ্ডেব ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। হৃদপিণ্ড ব্যাধাযুক্ত হইয়া সে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। হৃদরোগীর নাড়ী পূর্ণ, অনিয়মিত, অতি দুর্বল ও মুহ। যেখানে বোগীর প্রত্যেক তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম নাড়ী-স্পন্দন অত্যন্ত ক্ষত ও প্রবল হইবে সেখানে ডিজিটেলিস ব্যবহার সঙ্গত নহে।

হৃদপিণ্ডেব পীড়া :—ডিজিটেলিস হৃদপিণ্ডেব পীড়ার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি; হৃদপিণ্ডেব পীড়ায় এই ঔষধ সর্বজাতীয় চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডিজিটেলিস রোগী মনে ভাবে যেন হঠাৎ তাহার হৃদপিণ্ডেব ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল, সেইজন্য

সে অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত, দুর্বল ও সবিরাম হইতে থাকে। নাড়ীর প্রতি তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম স্পন্দন অনিয়মিত বা দ্রুত হইয়া থাকে। ডিজিটেলিস রোগী থাকিব পৰা নড়াচড়া করিলে মনে ভাবে তাহাব হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া স্থির হইয়া যাইবে (কোকেন) আবার নড়াচড়া করিলে হৃদপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে (জেলস), সকল অবস্থাতেই হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ লোবেলিয়াতে আছে। ডিজিটেলিস রোগী সামান্য মাত্র দেহ সঞ্চালন করিলেই হৃদস্পন্দন উপস্থিত হয় এবং হৃদপিণ্ড মধ্যে স্ফটিকবৎ বেদনা হইতে থাকে (আয়োড)।

আর্সেনিক :—বোগীর ভয়ানক হৃদস্পন্দন উচ্চ বাত্মি ১২টার পৰা শয়নকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কোনায়াস, নাজ্জ—হৃদপিণ্ড মধ্যে পুনঃ পুনঃ সজ্বাত বোধ।

অ্যাসিড-ফ্লোরিক :—হৃদপিণ্ড পুনঃ পুনঃ নাচিয়া উঠে।

কেলি-কার্ব :—হৃদযন্ত্রে জ্বালা অনুভব।

নেট্রাম-মিউর :—হৃদপ্রদেশে শীত অনুভব।

ক্যাক্টাস :—বোগী মনে করে যেন তাহাব হৃদযন্ত্র লৌহনির্মিত হইয়া থাকে।

ফেসিওলাস :—অতি সাংঘাতিক প্রকারের বৃক ধড়ফড়ানি বোগে যেখানে বোগী মনে ভাবে আমাব এখনই মৃত্যু হইবে তথায় ইচ্ছা দ্বারা উপকৃত পানীয় পান।

অ্যাসপ্যারাগাস :—প্রশ্নাবে অত্যন্ত ঝাঁকাল গন্ধ, প্রশ্নাবের দ্বাবে অত্যন্ত স্ফোটন ব্যথা, ঘন ঘন প্রশ্নাব করিবাব ইচ্ছা, সেই সঙ্গে হৃদযন্ত্রের চারিদিকে ব্যথা ও ধড়ফড়ানি থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য।

ক্যোফ্যানথাস :—এই ঔষধ দ্বারোগ্য হৃদপিণ্ড পীড়ায় উপযোগী।

ক্র্যাটিগাস :—দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোনও প্রকার হৃদপিণ্ডের পীড়ায় ভুগিয়া হঠাৎ হৃদযন্ত্রে বৃদ্ধি লোপ হইবার উপক্রমে ইহা ব্যবহার্য ঔষধ। ডিজিটেলিস বোগী হৃদস্পন্দন কালে অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করে তখন তাহাব মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং মূর্ছা হইবার উপক্রম হয়। বোগীর হৃদপিণ্ড এত দুর্বল যে বিছানায় উঠিয়া বসিতে গেলেও মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়—সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিগত নাড়ী ত আছেই অর্থাৎ নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ দ্রুত গতি, সবিরাম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম বিলোপী।

মধ্যালোপী নাড়ী—স্পাইজিলিয়া,

মধ্যালোপী নাড়ীর সহিত হৃদস্পন্দন—সিকেলি, কোনায়াস, ডিজি, কেলি-কার্ব, নেট-মিউর,

শোথ :—হৃদপিণ্ডের কোনরূপ পীড়ার ক্ষুদ্র শোথ বা উদরী হইলে অথবা বসন্ত ও হাম প্রভৃতি পীড়ার পর সার্বাস্থিক শোথ হইলে যদি পূর্বেবর্ণিতরূপ নাড়ীর গতি ও দুর্বলতা থাকে, তাহা হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। হৃদযন্ত্রের পীড়াজনিত শোথ বা উদরী প্রায় সার্বাস্থিক হইয়া পড়ে। প্রথম অবস্থায় রোগীর সামান্য সামান্য শ্বাসকষ্ট বোধ হয়, পরে তাহাব অনবরত শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে। ডিজিটেলিসের ধাতুবিষিষ্ট রোগীর এক হাত গরম অণুটি ঠাণ্ডা (চায়না, গালসে)।

মস্কাস—রোগীর এক হাত আঙনের মত গরম ও ফ্যাকাসে, অপর হাত বরফের মত ঠাণ্ডা ও লালভা।

চেলিডোনিয়াম, লাইকোপো—এক পা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, অপর পা খুব গরম।

‘ডিজিটেলিস বোগীব সার্বাস্থিক শোধ’ আছে, প্রস্রাবে আলবুমেন থাকে, ফলে প্রস্রাব অত্যন্ত কম হয়। বোগীব ভিতর ও বাহির সমস্ত যন্ত্রই শোথাক্রান্ত হইয়া থাকে। বোগীর হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক হইয়া যায়।

অ্যাডোনিস-ভার্ণালিস—হৃদপিণ্ডের পীড়ার জন্য শোধবোগে যেখানে বৃক্ক জল জমিয়া যায় ও উদবোগ হয়, তথায় এই ঔষধ উপযোগী।

যকৃতের পীড়া :—হৃদযন্ত্রের নানাবিধ পীড়ার জন্য যকৃতের পীড়া হইলে এবং যকৃতের পীড়ার জন্য তাণ্ডা হওয়া বোগীব মল-শাশা ছাইএর মত হইলে, যকৃত ঝড় হইলে, যকৃতের স্থানে বেদনা থাকিলে, সেহ সঙ্গে মুখে তিক্তস্বাদ, জিহ্বা পরিষ্কার, নাড়ীর গতি ধীর ও সবিরাম, অঘোর ও অবসন্নভাবের সহিত অল্প অল্প প্রস্রাব হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য। ডিজিটেলিস হৃদপিণ্ডের পীড়া হেতু বমি হইলে এবং বমির সহিত অঘোর আচ্ছন্নভাব ও পবিকার জিহ্বা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য। বমিতে পবিকার জিহ্বা সিনা ও ইপিকাকে দেখা যায়। সিনার বমন ক্রমির জন্য এবং ইপিকাকের বমন পার্শ্বকক্ষের বিকৃতির জন্য হইয়া থাকে। ডিজিটেলিস বোগী ধূমপান করিলে উহা মিষ্টস্বাদগ্রন্থ হয়, কটী লাগে তিক্ত, তাহাও জিহ্বা পরিষ্কার থাকা সম্বন্ধে আত্মাবে অকৃতি বোধ।

স্বপ্নদোষ :—ডিজিটেলিস স্বপ্নদোষের একটি উত্তম ঔষধ। বোগীব বমনেচ্ছা তীব্র। রাত্রে পুনঃ পুনঃ শিষ্ণোদগম হইয়া দেহতপাত হইলে ইহা উপযোগী ঔষধ। ডাঃ বেয়ার উপদেশ দেন যে, স্বপ্নদোষ বোগে এই ঔষধের ২x বা 3x (ডিজিটেলিস ২x চূর্ণ আব ও ভাল) প্রত্যহ বা দুই একদিন অন্তর সেবন করিলে স্বপ্নদোষ যত শীঘ্র আবোগ্যালাভ কবে, এত শীঘ্র আব কোন ঔষধে আবোগ্যালাভ কবে না। স্বপ্নদোষের জন্য এই ঔষধ সকালে প্রয়োগ করিবে, বৈকালে প্রয়োগ করা কষ্টকর নহে, কাবণ তাহাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

নিউমোনিয়া বোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে বিশেষতঃ বৃক্কনিগেব নিউমোনিয়া বোগে যদি নিউমোনিয়ার সহিত হৃদস্পন্দন থাকে বা পূর্ববর্ণিতরূপ নাড়ীর গতি বিদ্যমান থাকে।

ম্যাসেরিয়া বা সবিরাম জ্বর :—বোগীব একবার শীত ও একবার উত্তাপ বোধ, সেই সঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা অথবা একখানি হাত ঠাণ্ডা ও একখানি হাত গরম, নাড়ীর গতি ধীর ও অসম, সামান্য নড়াচড়ায় নাড়ীর গতির বৃদ্ধি, ভিতরে শীতবোধ, বাহিরে উত্তাপবোধ বোগীব ঘাম শীতল ও চট্‌চটে ইত্যাদি ডিজিটেলিসের প্রশস্ত লক্ষণ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বাত্রিকালে বা ভোরের বেলা ঘুমু ভাঙ্গিবার পর, খাইবার পর, নড়াচড়ায়, বিছানায় শায়িত অবস্থায়, তুলিয়া বসাইতে গেলে, ঠাণ্ডা জল পানের পর ও ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইবার পর রোগের বৃদ্ধি। তামাক খাইলে বৃক্কের যন্ত্রণা ও চোখের কষ্ট বাড়ে এবং রোগীব পেট খুলি থাকিলে ও মুক্ত হাওয়ায় বেড়াহলে উপশম।

সম্বন্ধ :—ডিজিটেলিস হৃদযন্ত্রের পীড়ায়—লোবেলিয়া, হাইকো, ক্রোটেলাস, অ্যাস্পেরেগাস তুল্য; নিদ্রাবস্থার পর রোগের বৃদ্ধিতে—অ্যাপোসাই, ল্যাকে, ক্যালমিয়া সমতুল্য; ভবকরু বিবদিশা—স্পাইজে, অ্যাপটিম-টার্ট তুল্য; ঠাণ্ডা ঘর্ম ও বমনে—ট্যাবেকাম ও ভেরেট্রাম তুল্য।

শক্তি :—3x, 6x, চূর্ণ, ৩০, ২০০ শক্তি।

ডিফ্‌থিরিণাম (Diphtherinum.) ।

পরিচয় :—ইহা একটা নোসোড। এই ঔষধ ডিপ্‌থিরিয়াব বোগেব বিষ বা বীজ হঠতে চূর্ণ বা জারক আকাবে তৈরী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—ডিপ্‌থিরিণামের উচ্চ বা উচ্চতর শক্তি ডিপ্‌থিরিয়া বোগেব প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন কোথাও এই রোগ ব্যাপক ভাবে দেখা দেয় তখন ঐ জনপদবাসিগণকে এই ঔষধেব ২।১ মাত্রা কবিয়া দেবন করাইলে বোগ হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। ডিপ্‌থিরিণাম **পুনঃ পুনঃ** বা **নিম্নশক্তি** প্রয়োগ কবা কর্তব্য নহে ; কবিলে উপকার ত হয়ই না, বরং অপ্রকারই হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির খুব শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি হয় বা নাহাবা অত্যন্ত সর্দি প্রবণ-ধাতুর লোক তাহাদিগের পক্ষে এবং সাংঘাতিক ডিপ্‌থিরিয়া বোগে যেখানে কর্তৃত্বান্তবস্থিত গ্রন্থিসকল বুদ্ধিত হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জিহ্বা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠে, সেখানে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী। এই ঔষধেব শ্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (কেলি-পার্মাঙ্গ)। ডিপ্‌থিরিয়ার পূর্ব পক্ষাঘাত হইলে ডিপ্‌থিরিণাম—ল্যাকসিস, কষ্ট্রি, জেল্লস, ল্যাক-ক্যানাইনাম সদৃশ ঔষধ।

এই ঔষধেব ঝিল্লী পুরু, মলিন-ধূসর, গাত্রতাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অল্প, নাড়ী দুর্বল ও ক্ষুণ্ণ, রোগীব হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং দুর্বলতা প্রবলভাবে দেখা দেয়। ডিপ্‌থিরিয়ার আক্রমণের সূত্রপাত হইতেই নাসিকা হইতে বক্রপাত হইতে থাকে এবং বোগেব সূচনা হইতেই রোগীব ভিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হয় (ক্রোট, মার্ক-সাবে)। ডিপ্‌থিরিণামেব নিজ প্রকৃতিগত লক্ষণ বড় একটা দেখা যায় না, কেবল যখন বোগেব প্রথমাবস্থা হইতেই বোগের সাংঘাতিক অবস্থার উৎপত্তি হয় এবং সুনির্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ কবা সম্বন্ধে যখন কোন উপকার পাওয়া যায় না তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য। ডাঃ অ্যালেন উপবোক্ত লক্ষণ অনুসারে ডিপ্‌থিরিণাম ব্যবহাব কবিয়া ফল পাইবেন।

ডিপ্‌থিরিণামেব রোগীব টনসিল ও গলাব চাবিদিকের বীচি (গ্লাণ্ড) গুলি বড় হয় ও বেদনায়ুক্ত হইয়া উঠে এবং নাসিকা বা মুখ হইতে যে কোন শ্রাব নির্গত হউক না কেন, উহা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (বোগীব নিশ্বাস হইতেও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়), বোগী অন্ত্রায় দ্রব্য আহাব কবিতে পারে কিন্তু যে কোন প্রকার তরল পানীয় পান কবিতে গেলেই উহা নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

ডিপ্‌থিরিণাম—মূর্ছাবোগীদেব মূর্ছাব আক্রমণ যখন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে থাকে, তাহার ফলে সে মনে কবে তাহার মৃত্যু অনিবার্য, তাহাব শবীবের উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হইতে থাকে, হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়, তখন এই ঔষধের উচ্চশক্তি ব্যবহার্য।

ইহার রোগীব বোগ-লক্ষণ সাধারণতঃ বঙ্গবাসিন, সে তাহার রোগ-লক্ষণ নিজে অনুভব কবিতে পারে না, রোগী সকল কার্যে উদাসীন, তাহাব নিজের এমন কোন শক্তি তখন থাকে না যে নিজের হাত পা নাড়িয়াও তাহার রোগলক্ষণ বর্ণনা কবে। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা কবিলে বোগী পুনরাব চৈতন্য পাইয়া থাকে (আণিকা,—ব্যাপ্টে)।

ডাঃ অ্যালেন বলেন, ক্যামার ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি ডিপ্‌থিরিয়ার একটা উত্তম প্রতিষেধক ঔষধ ডিপ্‌থিরিণাম।

শক্তি :—৩০, ২০০, ৫০০, ১০০০ বা তদুর্ধ্ব।

ড্যাফনি-ইণ্ডিকা .(Daphne Indica) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ অক্লান্ত, ক্ষীণদৃষ্টি, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাসি, জ্বর, পাকাস্থের গুল, প্রমেহ, কুষ্ঠ, পাবদ্রবাস ও উপদংশ, শুক্রক্ষয়, প্রীণ রোগ প্রভৃতির উত্তম ঔষধ ।

মাংসপেশী, গাত্র চর্ম ও অস্থিই ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল । অতএব উপদংশ রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী । ইহা বদনা স্থান-পবিত্রন শীল এবং ইহা বিদ্যাবেগে জ্ঞাত সঞ্চারিত হইয়া থাকে ।
ধূমপানের প্রবল পিপাসা ড্যাফনি প্রয়োগের কতকটা নির্দেশক লক্ষণ ।

বোগীর গাত্রচর্মের উপক ঈষৎ চটচটে ঘন হইয়া সন্ধ্যার সময় পায়ের উপর উদ্ভেদ নির্গত হয় । বোগীর জিহ্বাব একপার্শ্ব লেপাবৃত । নিঃশ্বাস, ঘর্ম, মূত্র প্রভৃতি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত । ইহার হস্ত পদাদি বর্শভাগ হইতে বদনা হঠাৎ স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি বদনদেশ হইতে বদনা হঠাৎ হৃদপিণ্ড আবির্ভূত হয় । বোগী মনে ভাবে যেন তাহার মাথা, হাত প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল । প্রস্রাব করিবার সময় মনে হয় যেন মূত্রনলী হাজিয়া গিয়াছে । পেট জ্বালা ।

শক্তি :—১, ৩, ৬, ১২, ৩০ শক্তি ।

ড্যামিয়ানা (Damiana) ।

ইহার অপর নাম টার্ণেবা ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ঋতুবদ্ধ, বাধক, ধ্বজভঙ্গ, শ্বেতপ্রদর, মাধাব যন্ত্রণা, শুক্রক্ষয়, বদ্ধাঙ্গ, মূত্রবেগ দাবণে অসমর্থতা প্রভৃতি বোগে ব্যবহার্য ।

ডাঃ হেল বলেন, এই ঔষধ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অত্যন্ত হইন্দিয়সেবা, উপদংশ বা প্রমেহ, রক্তোরোধ ও বাধক এবং প্রদর প্রভৃতির জন্ত জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতায় এই ঔষধ ফলপ্রদ । স্বপ্নদোষ বা অসাড় লালবৎ স্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ কার্যকরী ঔষধ ।

বৃদ্ধিগেব মূত্রবেগ দারণ ক্ষমতাব অভাব, তাহাদের অসাড় অনববত ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গত হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য । ভয়ানক আধ-কপালে মাথাধবায়ও ইহা কার্যকরী ঔষধ ।

ধ্বজভঙ্গ রোগে এই ঔষধ জেলস, সেবাল-সেকলেটা, আগুনাস তুল্য ঔষধ ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা মাত্রা ।

(Datura Arborea.) ।

ব্যবহারস্থল :—বোগী তাহার চিন্তাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারে না । মস্তিষ্ক শত সহস্র চিন্তা বা চিন্তাধারা দ্বারা পরিপূর্ণ । যেমন তাহার চিন্তার বিষয়গুলি মস্তিষ্কের বাহিবে ঘুরিয়া

বেঙ্গলদেশে একপ অল্পভব। মস্তিষ্কেব পীড়া, হৃদযন্ত্রেব চতুর্দিকে ও পাকস্থলীর ভিতর জ্বালা।
যক্রেঃপ্রদোশে গবমে ও দগ্ধপানি অল্পভব।

শুষ্কি :—টিংচাব হইতে ৬ শক্তি ব্যবহায়া।

ডেরিস-পিনেটা (Derris Pinneta) ।

ব্যবহারস্থল :—বাতধা হর নোকদিংগেব নাযুশুল জাতীয়শিবঃপীড়ায় ব্যবহায়া।

ড্রোসেবা-রোটান্ডিফোলিয়া (Drosera Rotundifolia) ।

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম সান্ডিউ। এহ জাতীয় গুণ হউবোপ, এসিয়া ও আমেরিকা
প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ফুল ফুটিতে আবন্ত কবিলেই সমগ্র বৃক্ষটি সংগ্রহ কবিয়া প্রক্রিয়াবিশেষে উহা
হইতে অবিষ্ট বা আবক প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই গুণেব ছপিঃ কাসি, হাঁপানি, শ্বাসনলী-প্রদাহ, ক্ষয়কাসি, স্বরনলী-প্রদাহ,
মৃগা, ক্ষীণদৃষ্টি, সন্দি, বক্তৃশ্রাব, হাম, বমনেচ্ছা প্রভৃতি বোঁগে ব্যবহায়া।

ড্রোসেবা গপিং কাসির একটা প্রধান ঔষধ। ইহাব ছপিং কাসিব প্রকোপ রাঁত্রি দ্বিতীয়
প্রহণেব পব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এত শীঘ্র শীঘ্র কাসিব প্রকোপ আবন্ত হয় যে, বোঁগী না পারে কথা
বলিতে, না পারে শ্বাস ফেলিতে। ইহাব কাসি জলপান কবিবামাত্র, গবমে, গান গাহিলে, কাসি-
কাশা প্রভৃতিতে বেশী হয়। বোঁগী কাসিতে কাসিতে প্রথম ভুক্তপদার্থ সকল, তাবপব স্লেয়া বমন
কবে। ড্রোসেবাব কাসির প্রকোপ প্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর আবির্ভাব হয়, ঐ কাসি গভীর, বড় বড়
স্বভঙ্গকাবা। বোঁগী মনে কবে তাহার গলাব ভিতর একটা পাখীৰ পালক আছে, সেইজন্য এত
কাসিব প্রকোপ হইতেছে।

সুবক্লিগের ক্ষয়বোঁগে যদি বাত্বিতে পীড়াব বৃদ্ধি, গযাবে পুঁজ বা রক্ত মিশ্রিত থাকে তাহা
হইলে ড্রোসেবা কার্য্যকরী ঔষধ। এই ঔষধ বক্তাদেব বা কথকদেব গলমত, স্বভঙ্গ, গলাব শুষ্কতা
বোধ, স্বরনলীৰ শুষ্কতা বোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সংক্রামক ছপিং কাসির সময় হাম উঠিয়া যদি উঁহাব ভিতর কুটকুট করে, জ্বালা কবে,
পিটপিট কবে এবং গাযের ঢাকা খুলিলে জ্বালা কবে তাহা হইলে ড্রোসেবা উপযোগী ঔষধ।

সায়েটিকা বাধা বা উচ্চ-পশ্চাৎস্থিত নায়ুশুলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়; যদি ঐ বাধা টিপিলে
বা শরীর সন্মুখদিক্ অবনত করিলে বা বাধাবুক্ত স্থান চাপিয়া শুইয়া থাকিলে বাধা বাড়ে, এবং বিছানা
হইতে উঠিলে বাধা কমে তবে এই ঔষধে উপকার হয়।

ছপিং-কাসি :—ড্রোসেবা বোঁগীৰ মানসিক অস্থিরতা খুব বেশী, সেইজন্য সে কোন বিষয়ে
অধিক সময় মনোযোগ দিতে পারে না। সামান্য কাবলে বোঁগী বিচলিত হইয়া পড়ে। পব গরম
বোধ, সন্ধ্যাবেলা একলা থাকিলে অথবা রাত্রিকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বোঁগী মনে ভাবে, কেহ যেন
জলে ডুবিয়া আঁহহত্যা করিতে প্রবোঁচিত করিতেছে (মাগ-ফস, রাস, সিংকল, সাহলি)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহা ভূমিঃ কাসিব একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হুপিং কাসির প্রচণ্ড বেগ এত ঘন ঘন হয় যে, বোগী শ্বাস গ্রহণ করিবার অবসর পায় না। রাত্রে শয়ন করিবার উপক্রমে ব সঙ্গে সঙ্গেই কাসিব উপক্রম হয়, ঐ কাসিব স্বব রক্ত-ঘণ্টে ৩ ভাঙ্গা ভাঙ্গা। রোগীর কাসিতে কাসিতে গলা বন্ধ হইয়া যায়, কাসিবার সময় বৃকের পীড়বা যেন চাপিয়া ধবে, যদি কাসির সময় গলা না উঠে তবে বমি ও কাট-বমি হইতে থাকে। কাসিব বৃদ্ধি রাত্রি ১২টার পর বা হাম বসিয়া যাইবার পূর্বে বা পরে। ভূমিঃ কাসির সহিত উদ্বাসন ও আমরক্ত মিশ্রিত মল থাকিলেও ইহা উপযোগী।

ককাস-ক্যাক্ট—বোগী কাসিতে কাসিতে প্রাতে ও ৭টার ভিতর জাগ্রত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে স্নেয়া উঠাইতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত অনববত কাসিতে থাকে।

ইতিহাস—দিনের বেলা বোগীর ব্যবহার থুকথুকে কাসি নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে এবং বাক্সিবেলা “হপ” শব্দযুক্ত কাসি হয়।

কোরেলিয়া-ককাস—ইহার কাসি সম-সময়-ব্যবধান-অস্বব বহিয়া রহিয়া হইতে থাকে। কাসির পূর্বে রোগীর দম আটকাইবার ভাব ও কাসির পর অসন্তুর্ন দুর্বলতা অল্পভব হওয়া নির্দেশক লক্ষণ। ইহার কাসি দিনের বেলায় ঘন ঘন হয় এবং ঐ কাসিব প্রকোপ কয়েক মুহূর্ত থাকে, কিন্তু রাত্রিবেলা যে কাসি হয় তাহা ভগ্নব, কাসির ধমকে দম আটকাইয়া যাইবার মত হইয়া শিশু নীল হইয়া যায়।

ভার্বাসকাস—ভয়স্বরবিশিষ্ট ঘণ্টে কাসি ইহার বিশিষ্টতা, ড্রোসেয়াও এরূপ দেখা যায়। ভার্বাসকাসের কাসির প্রকোপ সাধারণতঃ রাত্রেই বেশী দেখা যায় এবং শিশুদিগের নিদ্রিত অবস্থার কাসিতেই ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়।

এখন আমরা কাসি-বৃদ্ধির উপর নজর দি। ইহার হুপিং কাসির বৃদ্ধি শয়নে, মধ্যরাত্রি হইতে রাত্রি ৩-৫টা পর্যন্ত, অহোরের পব, ঠাণ্ডা পানীয় সেবনের পব, গরমে, কথা কহিলে, হাসিলে, কাদিলে রোগের বৃদ্ধি। এই শয়নে বৃদ্ধি আমবা মেফাইটিস ও কোবেলিয়ামেও দেখিতে পাই। মেফাইটিসের বৃদ্ধি মধ্যরাত্রি না হউক বাত্রে বৃদ্ধি। কোবেলিয়ামের থুকথুকে কাসি সমস্ত দিন চলিতে থাকে এবং রাত্রে রীতিমত “হপ”যুক্ত কাসি আরম্ভ হয়, বিশেষতঃ ইহার কাসিব বৃদ্ধি ভোবের ন্যে থুব বেশী। মেফাইটিস ও কোবেলিয়াম শিশুর মুখমণ্ডল কালবর্ণ ধারণ করে এবং ড্রোসেয়ার মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করে। ককাস ও কেলি-বাইক্রমেব কাসিব বেগও ভোরের বেলা বেশী হয় এবং বমন কবিলে উপশম দেখা যায়, উ ৩য় ঔষধই নড়িব ত্রায় লম্বা লম্বা স্নেয়া বহির্গত হওয়া আছে। ককাসের শক্ত স্ততার স্তায় এবং কেলি-বাইক্রমেব কল্লুবর্ণের স্নেয়া নির্গত হওয়াই বৈশিষ্ট্য। ককাসের হুপিং কাসি সাধারণতঃ শীতকালে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে বেশী হয়। যদিও তাহার ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি তবুও সে গরম ঘরে বা গরমের ভিতর থাকিতে চাব না, তাহাতে তাহার কাসির বৃদ্ধি হয়; ড্রোসেয়াও এই লক্ষণ আছে। ককাস রোগী শীতল পানীয় চায়, তাহাতে উপসর্গের উপশম হয়।

সাধারণ কাসি—ড্রোসেয়া সাধারণ কাসিতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাসিতে রোগীর গলা হুড়ুহুড়ু কবে, সেই সঙ্গে স্ববভঙ্গ আছে, এবং মাথাটি বালিসের উপর রাখিলেই কাসির হ্রাসপাত—এই লক্ষণটি থাকা চাই। বালিসে মাথা দিলেই কাসির উপক্রম, ইহা ক্রোটন, হাইওস, রিউমেস প্রভৃতি ঔষধেও আছে।

ক্রোটন রোগীর বালিসে মাথা বেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া বসিতে হইবে, সেইজন্য রোগী চেয়ারে বসিয়া ঘুমায। **হ্যালোসিয়ামাস** রোগীর কাসিও ড্রোসেবার ভ্রায়, তবে ইহার কাসি আক্ষেপযুক্ত, এমন কি তাহার শরীরের মাংসপেশীতে অল্প-বিস্তর আক্ষেপ দেখা যায়। ইহার রোগীর মোটেই ঘুম হয় না। বিনিদ্ধ অবস্থায় বাত্রি কাটায। **লিউমেক্স**—ইহারও শয়নে বৃদ্ধি, কিন্তু ইহার প্রকৃত বৃদ্ধি ঠাণ্ডা বীতাসে, এইজন্য বোগী শয়ন করিবার সময় সমস্ত শরীর ঢাকিয়া শয়ন কবে। ইহার আব একটা বিশেষত্ব এই, প্রাতঃকালীন উদরাময় ও নৈশকাসি—সেই সঙ্গে গলাব ভিতর স্ফুড়-স্ফুড় কবা।

ক্ষয়কাসি :—ক্ষয়কাসির প্রকোপ বাজে যদি খুব বেশী দেখা যায় এবং ঐ কাসি সমস্ত বাত্রিই যদি চলিতে থাকে, বিশেষতঃ উহা যদি বাত্রি ১২টার পর হইতে বেশী হয়, তবে ড্রোসেবা উপযোগী ঔষধ। কাসিব সহিত যদি বক্ত ও বক্তমিশ্রিত স্লেয়া বাহিব হইতে থাকে, তাহা হইলে ড্রোসেবা ব্যবহাবে অনেকটা ফল পাওয়া যায় (ককাস-ক্যাক)। যুবকদিগেব ক্ষয়কাসির সহিত রক্তমিশ্রিত বা পূর্ণমিশ্রিত গম্বীরের সহিত নৈশকাসি থাকিলে ইহা কার্যকরী ঔষধ। যক্ষ্মাবোগেব অব্যায়ম, যক্ষ্মাদায়ক নৈশকাসি অনেক সময় এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ কবে এবং যক্ষ্মাগ্রস্তদিগেব খাস-কাসিতেও এই ঔষধেব প্রয়োগ আছে। ড্রোসেবা **শ্বাসনলীর ক্ষয়রোগেও** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বভঙ্গ, গয়েব শক্ত, বুকে বেদনা, যেন বুকেব ভিতর ক্ষত হইয়াছে প্রভৃতি উপসর্গ দেখা গেলে ড্রোসেবার কথা ভাবা উচিত। শ্বাসনলীর ক্ষয়রোগে যে আক্ষেপিক কাসি হয়, উহা দ্রুত একবার সন্ধাবেলা, না হয় দুই প্রহর বাত্রির পর আবহু হইয়া থাকে।

হপিং কাসি বা ক্ষয়বোগীর পূর্ণলিখিতরূপ নিদিষ্ট কাসিব সহিত যদি উদরাময় ও আমাশয় থাকে তাহা হইলেও ড্রোসেবা দ্বারা উপকাব দর্শে।

সতর্কতা :—**হানেনমান বলেন**, প্রকৃত হপিং কাসি রোগে যেখানে ড্রোসেবার প্রয়োজন হয়, সেখানে ইহার ৩০ শক্তিবে একটা মাত্রা প্রয়োগ কবিলেই ৭৮ দিনেব ভিতর রোগী আবেগ্যালাভ কবিলে, স্ততরা প্রথম মাত্রা প্রয়োগেব অল্প কয়েক দিন পর পুনরায় দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ নিষিদ্ধ, তাহাতে উপকাব ত হই না, অধিকন্তু অপকাবেব আশঙ্কাই বেশী।

হেরিং বলেন, হপিং কাসি বোগে ড্রোসেবা প্রয়োগের ব্যবধানকালে সালফার এবং ভিরেট্রাম প্রযোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যক্ষ্মাবোগের নৈশকাসিতে ড্রোসেবার পর কোনাযাম অত্যন্ত উপযোগী ঔষধ।

হপিং কাসিতে (ড্রোসেবা,—কোরেলিয়াম-কব, কুপ্রাম, ককাস-ক্যাক, সিম্ফাইটাম, টাইফোলি-প্র্যাট, ইপিকাক, সিনা, হাইওসিয়ামাস তুল্য ঔষধ।

শক্তি :— ১২, ৩২, ৬, ৩০ শক্তি ব্যবহার্য।

থাইমল (Thymol)।

ব্যবহারমূল :—এই ঔষধের ক্রিয়া জননেজিয়েব উপর স্তন্দবভাব দেখা যায়। **থাইমল বক্রকৃমি** বা **হকওয়ার্গসেব** অব্যর্থ ঔষধ (চেনোপোডিয়াম)। এই ঔষধ স্বপ্নদোষ, স্ত্রুতারল্য,

মূত্রাশয়ের প্রদাহ (সিস্টিটাইটিস), যন্ত্রণাদায়ক লিম্বোড্রেক (Priapism), ধাতুদৌৰ্জ্জ্বল্য প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী। ঔষধ পরীক্ষায় ইহাতে অসম্ভব কামোদ্বেগ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

থাইমল বোগীব রাড্রে স্বপ্ন দেখিয়া শুক্রক্ষয় হয়। কোন ঔষেজক কামণ ব্যক্তিরকে মূহঃমূহঃ কষ্টকর লিম্বোড্রেক হইয়া থাকে। বোগী প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা অনুভব করে এবং ফোটা ফোটা প্রস্রাব করে। ইহার প্রস্রাবে পৰিমাণ অতিবিস্তৃত এবং প্রস্রাবে ইউরেটেব (Urate) মাত্রার আধিক্য ও ফসফোবাসেব মাত্রায় হীনতা দেখা যায়।

নিদ্রার ভিত্তব অগ্নী ও কাল্পনিক স্বপ্ন দেখে এবং তাহাব নিদ্রা, শ্রান্তি ও ক্লান্তিব সহিত শাস্তিা যায়।

পারীবিব ও মানসিক পৰিশ্রমে লক্ষণব বৃদ্ধি।

বোগী বড়ই রাগী, খামখেয়ালি মেজাজের। যৌকসমাজেব ভিত্তব থাকিতে ভালবাসে।

শক্তি :— ৬ষ্ঠ শক্তি।

থাইমাস গ্ল্যাণ্ড (Thymus gland Extract) ।

ব্যবহারস্থল :— এই ঔষধ সন্ধিবাত হইয়া অঙ্গবিকৃতি হইলে, অস্তিসন্ধিবাত প্রভৃতি ক্ষেদ্রে ইহাব ও গ্ল্যাণ্ড ট্যাব্লেট-রোজ তিনবাব সেবা।

থাইমাস-সার্পাইলম (Thymus Serpyllum) ।

ব্যবহারস্থল :— এই ঔষধ শিশুদিগেব স্তম্ভকামক শ্বাসযন্ত্রেব পীড়ায় উপযোগী, শুষ্ক শ্বাসবিক হাঁপানি, হুপিং কাসি এবং তীব্র আক্কেপিক কাস বোগে যেখানে গযার সামান্য বাচিব হয় সেখানে কাম্যকরী ঔষধ।

থাইমাস বোগীব মাথায় ভারীবোধেব সহিত কাণের ভিত্তব অন্বন্ শব্দ হয়, ফেব্রিংসেব (গলকোঁষ) ভিত্তব জ্বালা করে ঐ জ্বালা ঢোক গিণিবাব সময় বেলী অনুভব করে। বোগীব বক্ষবহা নাজী দলিয়া উঠে এবং উঠাব বর্ণ মলিন হয়।

শক্তি :— ৬ষ্ঠ শক্তি।

থাইরয়েডিনাম ।

পরিচয় :— ইহা থাইরয়েড-একট্টাট। এই ঔষধ মেঘেব শুষ্ক থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড (ছিদল গ্রন্থি) হইতে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :— এই ঔষধ বক্তহীনতা, শিশুদেব শীর্ণতা, পেশীব দুর্বলতা, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিব শ্বাসবিক কম্পন, পক্ষাঘাত, প্রচুব ঘর্ম্ম, তরুণ জদশ্ল, বাধক, যুতিকাকালে আক্কেপ, অর্জ্জা, অর্জ্জুদ, শুন-জুগ্ধেব অন্ততা, কুষ্ঠবোগ, চর্ম্মপীড়া, বুদ্ধির জড়তা, বৃলকাম্ব, হস্ত ও পাদেব পক্ষাঘাত, সর্কশবীবে লাল লাল উদ্বেদ, চুল উঠিয়া যাওয়া ও শোথ প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ উপযোগী।

কন :—থাইবয়েডিনাম উদ্ভাদ বা প্রসবাত্তিক উদ্ভাদ বোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোগীকে এক এক সময় কিছুতেই কথা বলান যায় না। আবার এক এক সময় অত্যন্ত ক্রোধাধিত হইয়া উঠে, তাহার সম্মুখে যাহাকে পায় তাহার গলা টিপিয়া ধরে। বিকার অবস্থায় সে মনে করে যেন তাহাকে উৎপীড়ন করা হইতেছে। বোগী ভয়ানক বাগী, সামান্যতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। সময় সময় যেন কিছু দেখিয়া তব পাইয়াছে এরূপ ভাব হয়। বোগীব কপালেব বেদনা একাদিক্রমে ৫ দিন পর্যন্ত থাকে।

শিশু :—থাইবয়েডিনাম যে সকল শিশুর গলগ্রস্থি অপরিষ্কৃত বা তাহার অভ্যন্তর ভাগে ক্ষেত্রেব পৰিপোষণ ক্রিয়ায় অভাব সংঘটিত হইবার ফলে, মধ্যমণ্ডল ও হস্তের চামড়া কুলিয়া শোথের ভাগ হয়, বোগীব চেহারা ফ্যাকাশে বক্ততীন হইয়া যায়, বৃদ্ধিৰ জড়তা ঘটে তাহাদেব পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী। তাবপব গলগ্রস্থি বা থাইবয়েড গ্রস্থি অপবিস্কৃত হইলে শিশুর চক্ষুভাবকা প্রসাবিত হইয়া বাতিব হইয়া পড়ে, তাহার জদ্পন্দন বা জংপিণ্ডেব গতি অত্যন্ত ক্ষত হয় এবং বোগী নানাবিধ পীড়ার অধীন হইয়া পড়ে। যে সকল শিশুর থাইবয়েড গ্রস্থিব বোগ থাকে সে অজন্ম জড়বৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া মৃগ হইতে লাল্য নির্গত হইতে থাকে এবং তাহার দৃষ্টি ফ্যালফালে হয়। ইহার শোথের একটা বিশিষ্টতা আছে যে টিপিলে টোপ পড়ে না। থাইবয়েডিনাম বোগীব মৃথাব চূন সমন্বই উদ্ভিয়া যায়। ইহার বোগীব যখন তখন শরীরেব কোন না কোন অংশ ব্যথা কবিত থাকে।

যে সকল শিশুর (বালকেব) অণ্ডকোষ বা বীচি কুচকৌব, নিকট বা জাহাব একটু উপবে কুলিতে থাকে মৃথান্থানে নামে না, শরীর ক্রমশঃই লীর্ণ হইতে থাকে অগচ অনববত খাই খাই কবে (সিনা, আনাকাডিয়াম, আয়োড্) হাড় বীতিমত পুই হয় না, হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে শীঘ্র জোড়া লাগে না তাহাদিগকে কিছুদিন ধরিয়া এই ঔষধ ৩২ চূর্ণ আধ গ্রেণ মাট্রায় দৈনিক দুইবার সেবন কবিত দিলে উপকাব দেশ। বোগীর শরীরে থাইবয়েড গ্রস্থিব অভাব হইলে সে অতিবিক্ত মিষ্ট দ্রব্য খাইতে চায় (আর্কে-নাই)। অতিরিক্ত মেদাদিক্য রোগও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে।

গগগণ্ড বোগেব সহিত অত্যধিক জদ্পন্দন থাকিলে ইহা উপবোগী ঔষধ। গগগণ্ড বোগে আয়োডিন, স্পাইট, স্পঞ্জিয়া, ক্যাকটাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জদশূল :—থাইবয়েডিনাম একটা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। শূলবেদনা এত তীব্র হইতে থাকে যাহাব ফলে বোগীব মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। বোগী ২১ পাপ সি'ডি'বাতিয়া নীচে নামিবার সময় বা উপবে উঠিবার সময় তাহার জদবজ্ঞ ক্ষত স্পন্দিত হইতে থাকে, বোগী মনে কবে মৃত্যু আসন্নপ্রায়, যখন এইরূপ সঙ্গট উপস্থিত হয় সেই সময় কয়েক মাত্রা ৩২ চূর্ণ বা ৬ শক্তি ঘন ঘন প্রয়োগে, বোগী শীঘ্রই আবাগ্য লাভ কবে। এমন কি বোগী হেট হইয়া জুতা পরিবার সময়ও সাংঘাতিক জদশূল হইয়া থাকে। প্রকদিন একটু বেশী পবিশ্রম করিলে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়, দেহ নীলবর্ণ ধারণ কবে এবং সে মনে কবে যেন আর বাঁচিবে না। থাইবয়েডিনাম জদশূলের পীড়ায় একটা অতি চমৎকাব ঔষধ।

স্ত্রীরোগে :—থাইবয়েডিনাম একটা উত্তম ঔষধ। যে সকল স্ত্রীলোকের ক্ষত্ব এক বৎসর যাবৎ বন্ধ ছিল এই ঔষধ সেবনে এক সপ্তাহেব ভিতব পুনবাগ ক্ষত্বুর আবির্ভাব সম্ভব হইয়া থাকে। সে সকল মেয়েদেব প্রথম বোধান ক্ষত্বুর অল্প হয় তাহাদেব পক্ষেও উপযোগী।

রোগিণীৰ বামদিকেব ডিম্বকোসে অনববত ব্যাধ্যভব। থাইরগেডিনাম রোগিণী অত্যন্ত ক্যাকাসে, রক্তশূন্য, দুৰ্ল, অথচ ক্ষুধা খুব, থাইতেও পারে প্রচুর কিছু দিন দিন রক্তশূন্য শীর্ণ হইয়া যায়। 'সুত্ৰ প্রস্তুতিদিগের আক্ষেপ বা ধতুটকাব ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ কবে। প্রস্তুতির স্তনে 'দুগ্ধাভাব ঘটিলেও ইহা ব্যবহার্য। স্তনের অৰ্কুদ ইহা দ্বারা আবোগ্য লাভ করে। জ্বায়ুর অৰ্কুদ রোগে ইহা কার্যকরী। গর্ভাবস্থায় বমন, গান্ধমি-বমি, মূৰ্ছা প্রভৃতি লক্ষণেও ইহা দ্বারা সুফল পাওয়া যায়।

চর্মরোগ:—এই ঔষধ কুষ্ঠ, এক্জিমা, মাভেব আঁঠুসের জায় ঔষদাশিক চর্মপীড়ায় গোলসে বাতিব হইলে উপযোগী ঔষধ।

হৃদযন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায় থাইরগেডিনাম - অবম-মিউব (হৃদস্পন্দন) সামান্য মাত্র পরিমাণে হৃদস্পন্দন হইলে।

সম্বন্ধ:—হৃদস্পন্দনে ইহা—আর্সে, ক্যালকে-কার্ক, আয়োড, কেলি-কার্ক, স্পাইজে সঙ্গ।

সামান্য মাত্র শরীর নড়াচড়ায় হৃদস্পন্দন হইলে—ডিজি, ফোম, নেট্র-মিউব, ট্র্যাফি, তুল্য।

হৃদপিণ্ডেব দুৰ্ললভা বশত: মূৰ্ছা হইলে ইহা—কেলি-ফস্ তুল্য।

হৃদপিণ্ডেব পচনাশঙ্কায় ইহা—আ্যকো, কাকো-ডে, ক্রোটে, ল্যাক, ক্রাজা, অ্যাসি-হাইড্রো সমতুল্য।

শক্তি:—৩১, ৬x চুর্ ও ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

থালিয়াম (Thallium Metallicum,) ।

ব্যবহারস্থল:—নিশ্চায়ের পক্ষাঘাত, সমস্ত পেটে ও পাকস্থলীতে তড়িতাঘাতের জায় বেদনা, অর্জাজের পক্ষাঘাত, কঠিন বোগেব পব চুলউঠা বা টাকপড়া; নৈশবর্ষ; বহুবিধ শায়ুল (poly murilis), কশেকক মজ্জায় তীব্র বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী ঔষধ।

থিওসিনামিনাম (Thiosinaminum.) ।

পরিচয়:—এই ঔষধ সরিষাব তৈল হইতে বাসায়নিক প্রক্রিয়া তৈরী।

ব্যবহারস্থল:—পেশীবহল ক্ষতচিহ্ন, অৰ্কুদ, ক্ষীত-গ্রন্থি, বৃকবোগ বা লুপাস, সংবৃতি (stricture); কর্ণমাধ, বধিবতা এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ভাঙ্গা অস্থি সংযোজন করিতে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

থিওসিনামিনাম দ্বারা অক্ষিপুটের রোগ, কর্ণিযাব (চক্ষুকলীনিকাব) বিচ্ছিন্নতা, ছানি, গুলফ সন্ধিব প্রদাহ, জ্বায়ুর তত্তময় অৰ্কুদ; কঠিন আশবিশিষ্ট চর্মবোগাদি আরোগ্য লাভ কবে। কাণের তিড়র নানাপ্রকার শব্দ।

যাহাতে বার্ককা শীত্রে আসিতে না পারে বা অকাল বার্ককা উপস্থিত না হইতে পারে তজ্জন্ত ডাঃ হার্ড এই ঔষধ ব্যবহার কবিত্তে উদ্দেশ্য দেন। এই ঔষধ চক্ষুরোগের নানাবিধ পীড়ায় উপযোগী। লোকোমোটর-এটাক্সিয়া বা মজ্জা ক্ষয়রোগে ইহা উপকারী ঔষধ।

শক্তি :—১x ক্রম।

থিবেইনাম (Thebainum.)

এই ঔষধ দ্রুতকার বোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

থিয়া-চিনেন্সিস (Thea Chinensis.)

পরিচয় :—ইহাব অন্য নাম টি বা চা। উৎকৃষ্ট চাষের পাতা হইতে এই ঔষধ তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উদ্ভাদ, প্রলাপ, আত্মহত্যা বা নবহত্যা, কষিবাব প্রবল প্রবৃত্তি বা কোঁক, আধকপালে মাথাবাগা, পক্ষাঘাত, শ্বাসশূল, অনিদ্রা, শ্বাসবিক দুর্বলতা প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী।

থিয়া :—পুর্বাতন চা-পাণীদিগের যখন দিবানিদ্রা গুব থাকে অর্থাৎ বাত্রে সিদ্ধা মোটেই হয় না তখন ইহা বিশেষ কার্যকরী ঔষধ। বোগী শ্বাসবিক দুর্বলতাব জন্ত অনিদ্রা রোগে ভুগিতে থাকিলে ইহা উপযোগী। অতি মাত্রায় চা পানের বিষময় ফলের জন্ত বোগীর অজীর্ণ বোগেও ইহা ফলপ্রদ। থিয়া বোগী তাহার উপব পেটে অত্যন্ত খালি খালি বোধ করে এবং লেবু, তেঁতুল প্রভৃতি টকদ্রব্য খাইতে তাহার বড়ই আকাঙ্ক্ষা। চা-পাণীদিগের হৃদপ্রদেশে যন্ত্রণা ও হৃদস্পন্দন প্রভৃতিও ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়। বোগী সামান্য পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে সময় সময় তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস তে জরত হয় যে, সে মনে করে বুঝি এখনই শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে।

থিয়াবোগী বিকারাবস্থায় মজা উল্লাস প্রকাশ কবে, গান গায়, ছন্দে কথা বলে ও অনববত হাঙ্গে। অতিরিক্ত উগ্র চা পান করিবার ফলে নানাবিধ শারীরিক অস্বস্তি ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ কবে। থিয়া রোগী মনে কবে তাহার বাডীব সর্বত্র দুঃখ-প্রত্যাহা গুরিষা বেড়াইতেছে। নদীর তীরে বেড়াইবার সময় নদীতে ডুবিয়া মবিবাব ইচ্ছা (ড্রসেরা, হাগো, ল্যাক, বেল, গেলিবো)। ইহার রোগী মনে ভাবে কেহ তাহাকে আত্মহত্যা কবিত্তে বা তাহার শিশুসন্তানকে উপব হইতে উত্তপ্ত জলপূর্ণ কুটাহে নিক্ষেপ কবিত্তে প্ররোচিত করিতেছে। থিয়ার রোগী ভয়ানক কলহপ্রিয়, ভাল কথাযও লৌকেব সহিত ঝগড়া কবে। রাত্রিতে রোগীর নিদ্রা হয় না কিন্তু নানাবিধ চিন্তা তাহার মনের ভিতর উদয় হয়।

সুস্বাদু :—থিয়া—মাথাধরা ও বাম ভির্বাধাষের বেধনাম—সিপিয়া তুল্য, লেখাপড়ায়, কাজকর্মে অনিচ্ছা—হাইড্রাস তুল্য, পাকস্থলীর শিথিলতা—ইপিকাক তুল্য।

অল্পদ্রব্য খাইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা—হিপার-সাল্ফার, অ্যাটিম-কুড ও ফস্ফোরাসেব সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

থিরিডিয়ন্ (Theridion Curassavicum.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম অবেক্স-স্পাইডাব। 'থেরিঃ' এই ঔষধ প্রথম পবীক্ষা করেন। এই জাতীয় কাল মাকড়সা ওষেষ্ঠ ইণ্ডিজ দেশে কমলালেবুর বৃক্ষে পাওয়া যায়। জীবন্ত মাকড়সা হইতেই মাদার টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থান :—থিরিডিয়ন—মাথাঘোবা, মাথায ন্ত্রণা, মূৰ্ছা, বয়োসন্ধিকালের পীড়া, কলাতন্ত্র, দন্তশূল, গলগণ্ড, হৃদশূল, ক্ষয়কাসি, গর্ভাবস্থায় বমন, অস্থিরকৃতি, জাহাজে বা নৌকায় চড়িয়া বেড়াইলে বমনেচ্ছা, ধস্তৃষ্টফাব, শব্দকাবর্কতা প্রভৃতি পীড়ার উত্তম ঔষধ।

এই ঔষধ শিবোষ্মন, শিরঃপীড়া ও মেরুদণ্ডের স্পর্শকাতবতা, ক্ষত-বর্দ্ধনশীল সাংঘাতিক ক্ষয়কাসি, পুতিন্ত্র এবং অস্থির ক্ষতাদিতে বিশেষ ফলপ্রদ। **ব্যাকচ বলেন**—অস্থিবোগে বিশেষতঃ অস্থিক্ষয়ে এবং অস্থিপুতিতে অতি সতর্কতার সহিত ঔষধ নির্ধারন কবিবাব পবও যদি কোন উশকব পাওয়া না যায় তখন এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ কবা ভাল। এই ঔষধ প্রয়োগ কবিবাব পর আট দিন অপর কোন ঔষধ প্রয়োগ কবা কর্তব্য নহে।

থিরিডিয়ন বোগী চক্ষু বুজিলেই গা-বমি ও মাথাঘোবা আবস্থ হয় (ন্যাক, খুজা, চক্ষু খুলিলেই মাথা ঘুরায়, ট্যাবাকাম ; উপবের দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরায় পালসে, সাইলি) সামান্য গণ্ডগোলে, চক্ষু বুজিলে বা যানবাহনাদিতে চড়িলে (ককিউ) মাথা ঘুরায়, গা-বমি-বমি করে। যোহের ভিতর এবং অতি সামান্য শব্দেও উঠাব বৃদ্ধি। সামান্য কোন শব্দ শুনিলেও বোগী মনে করে ঐ শব্দে চেউ তাহাব অস্থিমজ্জা ভেদ কবিয়া অন্তর প্রদেশে ঢুকিয়া যাইতেছে। ইহার বোগীর স্নায়ুকণ এত দুর্বল যে কাপড়, সিল বা কাগজের ঘর্ষণজনিত শব্দও সহ্য কবিতে পাবে না (আসান, ফেরাম, ট্যারাক্সে)। থিরিডিয়ন বোগী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে (ইয়ে)। বোগীর বাম বক্ষের উপরে এবং পৃষ্ঠের নীচে স্ট্রাফোটান ব্যথা অনুভব কবে, ঐ বেদনা গ্রীবা পর্যন্ত চলিয়া যায়। যক্ষ্মাবোগেব প্রথম অবস্থায় উহা যদি মারাত্মকজাতীয় এক্ষণে পবিলত হয় ও উপবোক্ত ঐ স্ট্রাফোটান ব্যথাব সহিত ভয়ানক কাসি থাকে ও কাসিব সময় বোগীর জাত-দুইটি বুকের দিকে এবং মাথাব সম্মুখদিকে হুইয়া পড়ে, হৃদপিণ্ড হইতে একটা তীব্র বেদনা আপত্ত হুইয়া উঠা বাম বাঁহ ও কাঁধেব দিকে সঞ্চাবিত হইলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। থিরিডিয়ন—থাইসিস ফ্রোবিডা বোগেব প্রথমাবস্থায় ঐরূপ লক্ষণ পাইলে উপযোগী।

লিলিয়াস্থাল বলেন যে নব যৌবনা ও বয়োসন্ধিকালের বমণদিগেব মূৰ্ছাবাযু বোগে যখন মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, আত্মনির্ভরশীলতাব অর্থাৎ, মাথা ঘুরান ও গা-বমি-বমি প্রভৃতি সামান্য শব্দে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন ইহা উপযোগী।

থিরিডিয়ন **সূর্য্যাস্ত** বোগেবও একটা উত্তম ঔষধ। ইহার প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থায় অসহ্য শিরঃবেদনা সেই সঙ্গে অত্যন্ত গা-বমি-বমি ও বমন, শীত ও কম্প, সামান্য শব্দে বোগের বৃদ্ধি, সম্মুখকপাল হইতে পশ্চাৎকপাল, পর্যন্ত বেদনা ও দণ্ডপানি এবং চক্ষুব পিছনের দিকে তীব্র বেদনা ও চাপবোধ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

এই ঔষধ বক্তৃতাের স্কোটক বা লিভার-আবসেস বোগে যখন যুক্ত প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালা, সামান্য স্পর্শে উহার বৃদ্ধির সঙ্গে পিত্ত-বমন, মুখ ও জিহবা অবণ ও আঠা আঠা তখন ইহা উপযোগী।

• থিবিডিঘন গা-বমি-বমি বা বিবমিষাৰ একটু শ্ৰেষ্ঠ ঔষধ। গৰ্ভাবস্থায় প্ৰবল গা-বমি-বমি থাকিলে ইহা দ্বাৰা উপকাৰ দণে। গৰ্ভাবস্থায় গা-বমি-বমিৰ সময় ইহাৰ ৩০ শক্তিৰ জ্ঞান বা আভ্যন্তৰীণ প্ৰয়োগ বিশেষ ফলপ্ৰসূত।

• ইহাৰ শিঃপীড়াও একটু অম্লত ধবণেব, বোগী চলিতে আবন্ত কবিলেই শিঃপীড়া আবন্ত হয়, শয়ন কৰিলে উহাৰ বৃদ্ধি এবং কেত যদি বোগীৰ ধৰেব ভিতৰ চলাফেবা কৰে তাহা হইলে অত্যন্ত বাড়ে বা রোগী সামান্য একটু মাথা নাড়াইলে যজ্ঞণা বেনী হয়।

থিবিডিঘন বোগী মনে ভাবে তাহাৰ সময় দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইতেছে (ককিউ), আৰ্জে-নাই রোগীৰ সময় আব কিছুতেই ফুৰাণ না, এই লক্ষণ ক্যানাবি, অরাম, মেডোৱি, নান্স-মস, প্যানেডি প্ৰভৃতি ঔষধেও আছে।

থিবিডিঘন আধকপালে মাথাধবায়, সিপিযা তুল্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৩০, ২০০।

থ্যাসপৌয়াম্ অরিয়ম্ (Thaspium Aureum.)।

(জিজিয়া জষ্টন্য)।

থ্যাসপি বারষা প্যাস্টোরিস্ (Thlaspi Bursa Pastoris.)।

পরিচয় :—ইহাৰ অপৰ নাম ক্যাপুসেলা-বাৰ্ষা প্যাস্টোৱিস্।

ব্যবহাৰস্থল :—থ্যাসপি বক্তৃশাব নিবাবণেৰ একটা ফলপ্ৰদ ঔষধ। ইহা দ্বাৰা গৰ্ভশাবেব পৰ বক্তৃশাব, রক্তপ্ৰশাব, জবাযু হইতে প্ৰচুৰ বক্তৃশাব, বক্তাশয়ণ ও অন্তৰ্ভ প্ৰকাৰেব রক্তশাব বন্ধ হইয়া থাকে। এই ঔষধ জবাযু এবং মূত্ৰাশয়েব উপৰ বেনী ক্ৰিবাশীল।

সকলপ্ৰকাৰ বক্তৃশাবেই ইহা দ্বাৰা উপকাৰ পাওয়া যায়। শরীবেব যে কোন দ্বাব হইতে অসাড়ে প্ৰচুৰ কাল জমাটবাধা বক্তৃশাব হওয়া ইহাৰ শ্ৰেষ্ঠ লক্ষণ। ইহাৰ ঋতুশাব অত্যন্ত অকালে প্ৰকাশ পায়। ঋতুশাব প্ৰচুৰ পৰিমাণে হইয়া থাকে এবং ঐ শাব কখন কখনও দীৰ্ঘকাল স্থায়ী হয় এমন কি আট দিন হইতে পনেব দিন পৰ্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পাৰে। গৰ্ভশাবেব পৰ, প্ৰদরশাবেব পৰ ও বযোঃসন্ধিকালে জৰায়ু হইতে প্ৰচুৰ বক্তৃশাব হইতে থাকিলে এবং ঐ রক্ত কাল জমাট হইলে ইহা উপযোগী। ইহাৰ রোগিণী একমাসেব ঋতুশাবেব ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতেই পুনৰায় ঋতুশাব আৰম্ভ হয়। বক্তৃপ্ৰদরশাব প্ৰচুৰ কালতে দুৰ্গন্ধযুক্ত হইলে, ঋতুৰ কয়েক দিবস পূৰ্বে ও পৰে প্ৰকাশ পাইলে এবং উহা কিছুদিন পৰ্য্যন্ত স্থায়ী হইলে এই ঔষধ ব্যবহাৰ্য্য।

রক্তশাবেব সহিত পুনঃপুনঃ প্ৰশাব কৰিবাব আকাঙ্ক্ষা ও প্ৰশাবে জাল, দুৰ্গন্ধ ও মূত্ৰৱেণু নিৰ্গত হইলে ইহা দ্বাৰা উপকাৰ পাওয়া যায়।

থ্যাসপি জৰায়ুৰ অৰুদ জনিত রক্তশাবে, গৰ্ভাবস্থায় মূত্ৰে অণ্ডালা থাকিলে, লাইকোব ত্ৰায় ইষ্টক চূৰ্ণৰং তলানি নিৰ্গত হইলে ও মূত্ৰপাথুৰী ৰোগে ব্যবহাৰ্য্য।

জরায়ুর ক্যান্সার রোগেও ইহার প্রয়োগ আছে, ক্রোকাশ, ঈপিকাক, মিলিস্কা, ট্রিলিডাম, অষ্টিলে, ভাইবর্ণাম ইহাৰ সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :— মূল অরিষ্ট হইতে ৩০ শক্তি।

থুজা অক্সিডেন্টালিস (Thuja Occidentalis.) ।

পরিচয় :—ইহা একপ্রকার ঝাউ জাতীয় বৃক্ষ ; স্বয়ং হানেম্যান এই ঔষধের প্রথম প্রভিঃ করেন। ইহার তাজা পাতা কুচাইয়া সুরাসারে ভিজাইয়া মান্দার টিংচার তৈরী করিতে হয়। যদিও এই ঔষধ হানেম্যান প্রভিঃ কবিয়াছেন কিন্তু এই ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এক পাদ্রী সাহেব দ্বারা। এক সময় তিনি দেখিতে পান যে তাহার গণোষিষ্য লক্ষণসমূহ দেখা দিয়াছে, পাদ্রী সাহেব ভীত হইয়া হানেম্যানের চিকিৎসাধীনে উপস্থিত হন। হানেম্যান নানাবিধ প্রস্ন করিয়াও কেন তাহার গণোষিষ্য লক্ষণগুলি দেখা দিয়াছে বুঝিতে পারেন নাই সুতরাং অনিশ্চিতের উপর ঔষধ না দিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত দেখা কবিত্তে উপদেশ দিলেন, পুনরায় যখন পাদ্রী সাহেব দেখা করিতে আসিলেন তখন তিনি বোগমুক্ত। হানেম্যান জিজ্ঞাসা কবিলেন কি ঔষধে এই ভীষণ ব্যাধি আরোগ্য হইল, তিনি বলিলেন,—‘বাড়ী যাইবাব সময় “আমি এক জঙ্ঘলের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম হঠাৎ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া আমি একটা গাছের পাতা চিবাইয়া খাই, আশ্চর্য্য, সেই পাতাব গুণেই আজ আমি বোগমুক্ত হইয়াছি” তখনই হানেম্যান বৃক্ষেব খোঁজে পাদ্রী সাহেবের সহিত বাহিব হইলেন, গাছ দেখিয়া তিনি বলিলেন, ইহা আরবর তিতি বা (coniferae বৃক্ষ) তখন ঐ বৃক্ষেব পাতা আনিয়াই পরীক্ষা করেন। পাতা হইতে প্রস্তুত ঔষধ প্রভিঃ করিয়া তিনি যে মূল্যবান লক্ষণাবলী পাইয়াছেন তাহাতে তিনি জগতের কাছে ‘থুজা’ এটিসাইকোটিক ঔষধের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ এটিসাইকোটিক ঔষধেব শ্রেষ্ঠ ঔষধ যে থুজা তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। থুজা আবিষ্কারের জন্ত আমরা যেমন হানেম্যানের নিকট কৃতজ্ঞ, তদুপ পূর্বোক্ত পাদ্রী সাহেবের নিকটও আমবা কম ধনী নহি।

ব্যবহারস্থল :—মূত্র-যন্ত্রের নানাবিধ পীড়া, প্রমেহ, প্রমেহ অবরুদ্ধ হইয়া নানাবিধ পীড়া, গর্তপাত, ভগ্নন্দর, ক্যান্সার, অর্কুদ, আঁচিল, বাধক, কাণ ও নাকের ভিতর বিভিন্ন অর্কুদ, মৃগী, অস্ত্রমধ্যে-অস্ত্রের প্রবেশ, অর্শ, অস্ত্রবৃদ্ধি, নিকট-দৃষ্টি, শ্রায়ুশূল, কৃত্রিম মৈথুনের কুফল, নাকের পুরাতন সর্দি, কোন কোন কাপা দিবার মন্দফল, গো-বীজে টীকা দিবার মন্দফল, পোড়ানারাজা, নৈশ রেতঃপাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—থুজা সাধাবণতঃ রোগ প্রধান ধাতুর রোগীদিগের এবং মোটা কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুরোগ প্রবণ ব্যক্তির পীড়ায় ব্যবহার্য্য। চক্ষুর বহির্বিজ্জি রোগে ও উপদংশজাত তারকা প্রদাহে ডাঃ মর্টন থুজা প্রয়োগ করিতে বলেন। থুজা বসন্তরোগের একটা ভাল ঔষধ এবং বসন্তের ফলপ্রদ প্রতিষেধক। বসন্তরোগের গুটিকাগুলি রসপূর্ণ হইবামাত্র থুজা প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র চিপিটিকা উৎপন্ন হইয়া রোগী আরোগ্যলাভ করে।

গঠন ও স্বভাব :—রসপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট স্থলকায ও মোমের জায় চকচকে মুখ, মনে হয় যেন মুখে চক্কি মাখান আছে, আবার কখনও মুখের অবস্থা এমন দেখা যায় যেন সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত।

সাধারণতঃ এইরূপ মুখের অবস্থা প্রমেহ পীড়াগ্রস্ত রোগীদিগের হইয়া থাকে এবং চক্ষুবোগ প্রবণ ব্যক্তি ইহাঁর বিশিষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্র।

মনঃ—থুজা বোগী কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না ; সে অতি ধীরে ধীরে কথা বলে, কথা কহিবার সময় যেন কথা খুঁজিয়া বাহির করিতেছে এইরূপ মনে হয়। থুজা রোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস যেন কেহ তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছে, যেন তাহার দেহেও আত্মা পৃথক, যেন কোন দেবাত্মা তত্কাৎকাল চালাইয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহার দেহ কাঁচ নিৰ্ম্মিত—কোন শক্ত জিনিষ ঠেকিলেই ভাঙ্গিয়া চূড়ম্বার হইয়া যাইবে (দেহ কাঠনিৰ্ম্মিত বোধ—কেলি-নাই)। বোগী মনে করে যেন তাঁহার পৈতের ভিতর একটা জীবন্ত পদার্থ নড়িয়া বেড়াইতেছে (ক্রোক্রাস, আবাই, কুবারি, সাইক্রে, কনুভ্যালো, সাল্ফার, আরাগো)। বোগী অত্যন্ত ঝগড়াপ্রিয়, রোগী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাদে ও তাহার পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে। ইহার বোগী লিখিবার সময় ভুল কথা লেখে এবং কথা বলিবার সময় চোক গুলিয়া কথা বলে। কথা বলিবার সময় জিহ্বায় কামড় লাগে (পেট্রোলিয়ামের রোগী কথা বলিবার সময় গালে কামড় লাগে) এই সকল অন্তত লক্ষণ থুজায় পাওয়া যায়।

শিরঃপীড়া :—প্রমেহ বিষহৃষ্ট স্নায়বিক শিরঃপীড়ায় রোগীর মাথার চাঁদিতে ক্ষতবৎ বেদনায় রোগী মাথায় বালিস দিয়া শুইতে পাবে না, ঐ মাথার ঘ্রাণা রাত্রি ও চা-পানেন্ পর বেশী হইল ইহা উপযোগী। মাথার বগের ভিতর যেন কেহ পেরেক ঠুকিতেছে বা বোতামের পিঠটা কেহ টিপিয়া ধরিয়াছে, ঐ স্থান হাত দিয়া ধীরে ধীরে টিপিলে উপশম। বোগীর মাথায় ঘবামান পড়ে ও মাথার চুল উঠিয়া যায়।

চক্ষুরোগ :—প্রমেহ বা উপদংশ বিষগ্রস্ত পিতামাতার শিশুদিগের চক্ষু-প্রদাহ এবং চক্ষু চারিদিকে আঁচিলের স্রাব উদ্ভেদ উঠিয়া রাত্রি চক্ষু জুড়িয়া গেলে ইহা উপযোগী। চা-পানক্রারীদিগের চক্ষুরোগে ইহা অধিকতর উপযোগী। রোগীর চক্ষুর পাতায় ও ভিতরে যেন পিঁচুটি জন্মে এবং আঁচিলের স্রাব অর্কুদ বোগীর চক্ষুর পাতার উপর হয়। চক্ষুর প্রদাহে চক্ষু লালবর্ণের হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, কল্ক কল্ক কবে। চক্ষু উপর পাতার প্রদাহে যখন চক্ষু বড়ই লাল হয়, চক্ষু পাতার উপর যখন আঁচিল জন্মে, চক্ষুর পাতা ফুলিয়া যায়, চক্ষু হইতে ঘন হরিদ্রাবর্ণ পুঞ্জের স্রাব স্রাব অনবরত হইতে থাকে, তখন থুজা উপযোগী। অভিজ্ঞতায দেখা যায় বহু পুৰাতন চক্ষুবোগ থুজা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অক্ষিপুটের স্রাববীয শূলে বা সিলিয়াবি নিউর্যালজিয়া রোগেও থুজা মেজিবিষামের স্রাব উপযোগী ঔষধ। চক্ষুর অঙ্গনী রোগেও ইহা পালসেটিলা তুল্য ঔষধ।

সর্দি :—পুৰাতন সর্দি, ঘন সবুজ স্লেয়া, সময়ে সময়ে রক্ত ও পুঁজ পড়ে। নাকের ভিতর জোরে ফুঁ দিলে দাঁত ব্যথা করে। নাকের ভিতর হইতে গাঢ় সবুজবর্ণের পুঁজ বস্তু মিশ্রিত স্লেয়া নির্গত হয় (পালস)। ক্রমে-ক্রমে ঐ স্লেয়া নাকের ভিতর শুকাইয়া চিপটিকায পরিণত হয়। প্রমেহহৃষ্ট ব্যক্তিদিগের নাসাপুটের উপর লালবর্ণের পীড়কা সকল উঠিয়া থাকে।

আঁচিল :—আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আঁচিলের স্রাব থুজা একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাঁর আঁচিল শরীরের যে কোন স্থানে হইতে পারে, ক্রাণের ভিতর রক্তবর্ণের আঁচিল উঠে, উহা সামান্য রগড়াইলে ক্রাণের ভিতর হইতে রক্ত বাহির হয়। ক্রাণের ভিতর রক্ত আঁচিল উঠিবার ফলে ক্রাণ হইতে পচা মাংসের গন্ধের স্রাব গন্ধবিশিষ্ট রস নিঃসৃত হয় ও তৎসহ ক্রাণের ভিতর যেন জল ফুটিতেছে এরূপ শব্দ। নাসিকার উপর আঁচিল, মলদ্বারে আঁচিল উঠিয়া মলদ্বার ফাটিয়া যায়, ঐ ফাটা স্থান হইতেও রস

নিঃসৃত হয়। জরায়ুর উপর আঁচিল ও অর্ধদৃশ্য হইয়া এই স্থানে খুব ব্যথা অনুভব, সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয়। জরায়ুর গ্রীবাংশে ফুলকপির স্রাব এক প্রকার উদ্বেদ উঠে, যোনির উপর আঁচিল। থুজা আঁচিলের শ্রেষ্ঠ ঔষধ সন্দেহ নাই কিন্তু অনেক চিকিৎসক 'আছেন' আঁচিল দেখিলেই থুজা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা নিতান্ত ভুল, আঁচিলের জন্ম বহু ঔষধ আছে, 'থুজার আঁচিল' বৃহৎ দানায়ুক্ত, ইহা বোগীর চর্ম, মলিন এবং শরীরের চামড়া স্থানে স্থানে বাদামীবর্ণের দাগ থাকে।

অ্যান্টিম-ক্লড—ইহাও একটা আঁচিলের ঔষধ। ইহা আঁচিল সাধারণতঃ হাত ও পায়ের ত্বলায় বেশী হয়।

কণ্টিকাম, অ্যাসিড-নাই—রোগীর সাধারণতঃ মুখমণ্ডলেই বেশী নির্গত হইয়া থাকে, তারপর নাসিকায়, ক্রান্তে, মুখে, নখের ধারে ও আঙ্গুলেও আঁচিল হইলে ব্যবহার্য।

ষ্ট্যাকিসেগ্রিয়া ও অ্যাসিড-নাই—চক্ষুর পাতায় আঁচিল নির্গত হইলে উপযোগী।

কণ্ডুর্যাঙ্গো—মুখের কোণে আঁচিল উঠিলে উপযোগী।

অ্যানাকার্ডিয়াম—হাতের তালুতে আঁচিল বাহির হইলে।

সিনাবেরিস, ইউক্যালিপ—জননেত্রিযেব চর্মে, ইন্দ্রিযেব মুখে ও ভিতরে আঁচিল হইলে পর হাত লাগিলেই রক্তস্রাব হইলে ইহা উপযোগী।

ক্যালেকেরিয়া-কার্ব—মুখে, ষাড়ে এবং শরীরের উপর অংশে আঁচিল হইলে ইহা ফলপ্রসূ ঔষধ, প্রযোগ করিবার পূর্বে ক্যালেকেরিয়ার ধাতুগত লক্ষণ ভালরূপ দেখা উচিত।

নেট্রাম-মিউর—ইহার আঁচিল গাঁট গাঁট; মলদ্বারে, পেটে ও উকব মধ্যস্থলে আঁচিলের স্রাব উদ্বেদ উঠিলে ইহা কার্যকরী ঔষধ।

গোবীজ জনিত টীকার মন্দফল :—টীকাব মন্দফল জনিত নানা প্রকার লক্ষণে থুজা, সাইলিসিয়া ও অ্যান্টিম-টার্ট উপযোগী ঔষধ। টীকার মন্দফলের জন্ম রোগীর সমস্ত শরীরে বসন্তের স্রাব শুষ্ক অথবা ছোট ছোট হামের স্রাব পীড়কা বাহির হইয়া অত্যধিক জ্বর ও উদরাময় হইলে থুজা ব্যবহার্য। যদি টীকাব মন্দফলেব জন্ম তড়কা, বিসর্প ও উদরাময় হয় তবে সাইলিসিয়া উপযোগী, কিন্তু সাইলিসিয়া প্রযোগ করিবার পূর্বে সাইলিসিয়ার ধাতুগত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিতে হইবে। টীকার মন্দফলেব জন্ম যদি ব্রুকাইটিস, নিউমোনিয়া, জ্বর প্রভৃতি হয় তবে **অ্যান্টিম-টার্ট** কার্যকরী ঔষধ।

দন্তরোগ :—থুজার রোগীর দন্তেব ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে কিন্তু উপরেব অংশ ভাল থাকে (মেজি)। ষ্ট্যাকিসেগ্রিয়ার রোগীর দাঁতের কিনারা ক্ষয় পাইয়া যায় ও হলুদে রং ধারণ করে। রোগী তাহার নাক ঝাড়িবার সময়ও তাহার ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতের গর্ভে ও উহার পাশে চাপবৎ বেদনা অনুভব করে। চা-পানের পব দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—থুজায কোষ্ঠকাঠিন্য অত্যধিক। রোগীর মলদ্বারে আঁচিল হইয়া ফাটিয়া যাইবার ফলে বাহ্যে কারিতে ভয়ানক বেগ পাইতে হয়, ক্রোধ দিবার ভয়ে মল আংশিক বাহির হইয়া পুনরায় উপরের দিকে চলিয়া যায়, সাইলিসিয়া রোগীরও এইরূপ ক্রিয় বাহির হইয়া উপরে চলিয়া যায়।

উদরাময় :—থুজা উদরাময়েও ব্যবহৃত হয়। টীকা দিবার মন্দফলের জন্ম উদরাময় হইলে ইহা ফলপ্রসূ। ইহার উদরাময় চিংড়ি মাছ খাইবার ফলে হইয়া থাকে। বাহ্যে অতি প্রত্যয়ে প্রবল

বায়ুনিঃসরণ সহ হইয়া থাকে। রোগী যখন নাছে করে তখন মনে হয় যেন পিপা হইতে জল পড়িতেছে। টীকা নিবার পর উদ্বাময়ের বৃদ্ধি এবং প্রাতে আহারাদির পর, চা ও কফি পানে, চর্কিবৃদ্ধি থাকে, চিংড়ি মাছ ও পেঁয়াজ খাইবার ফলে। বোগীর মলদ্বারে আঁচিল উঠিবার ফলে মলদ্বার ফাঁটিয়া যায় বা শ্লেষ্মাময় অর্কুদ বাহির হয়।

জীৱোগ:—খুজা জীৱোগেব জন্তুও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ডাঃ গারেজি বলেন,—বাম ডিম্বাশয়ের পুৰাতন প্রদাহ ও বাধক বেদনায় খুজা উপযোগী। গর্ভবতী বমণীর গর্ভস্থ শিশু যখন খুব জোবে জোরে নড়িতে থাকে, তখন ইহা ব্যবহার্য। তৃতীয় মাসের গর্ভশ্রাব ইহার দ্বারা নিবারণিত হইয়া থাকে (কেলি-কার্ক, স্কাবাইনা, সিকেলি-কর, টুলিয়াম, অষ্টিলেগো)।

প্রমেহ বা গণোরিয়া:—প্রমেহরোগ বহুদিন স্থায়ী হইলে অথবা উপশুপরি প্রকাশ পাইতে থাকিলে খুজা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা প্রমেহেব শ্রাব তরল, সবুজ বা হলুদবর্ণের। প্রশ্রাব কবিবার সময় ভয়ানক জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে এবং প্রশ্রাব কবিবার পবও বোগীর মনে হয় যেন ২১ ফোঁটা প্রশ্রাব ভিতরে বহিয়া গেল। তাহার অন্তস্থ প্রশ্রাবের বেগ হয় অথচ যখন প্রশ্রাব কবে তখন ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কবে। উহাতে রক্তমিশ্রিত প্রশ্রাবও হয় আর যদি ঐরূপ রক্তমিশ্রিত প্রশ্রাব না হয় তবে মূত্রনলীর ভিতর ভয়ানক জ্বালা কবে। রোগীর প্রশ্রাবের বেগ যেন সদাসূর্য্যদাই থাকে। বাত্রে তাহার কষ্টকর লিঙ্কোচ্চাস হয় তাহা ফলে রোগী ঘুম হয় না (ক্যাথারিস)। তাহা লিঙ্গে, মলদ্বারে এবং অন্তান্ত স্থানে আঁচিল বাহির হয় কোন কোন রোগীর জিহ্বার উপরও ঐরূপ আঁচিল উঠিয়া থাকে, ক্যারিংটন জিহ্বার আঁচিল খুজা দ্বারা আবোগ্য করিয়াছিলেন। সময় সময় উপশ্রবজাত বোগী স্থায় খুজার বোগীরও লিঙ্গে, মলদ্বারে, অণ্ডকোষে ও লিঙ্গমুণ্ডে ছোট ছোট ক্ষত হইয়া ঐ ক্ষত সকল গভীর ও পূর্ণ থাকে। পলসেটিলা, নাইট্রিক-অ্যাসিড, কেলি-বাই, ষ্ট্যাক্সিসেগ্রিয়া, মার্কাবি, স্কাবাইনা, নেট্রাম-সালফ, সার্সা-পেরিলা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি ঔষধও গণোরিয়ার শ্রাবে উপযোগী।

পালসেটিলা:—খুজার সহিত পালসেটিলায় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখা যায়; প্রমেহ রোগে গাঢ় হরিদ্রাভ ও হরিদ্রামিশ্রিত সবুজ শ্রাব পালসেটিলায় লক্ষণ। লালামেহ বা ম্রীট বোগেও এই দুই ঔষধেব শ্রাব একইরূপ কিন্তু পালসেটিলায় শ্রাব বেশী ঘন। খুজার বোগীর আঁচিল শ্রেষ্ঠ লক্ষণ আর পালসেটিলায় রোগীর গুরু জিহ্বা কিন্তু পিপাসার অভাব ও গবম অসহ প্রধান লক্ষণ। প্রমেহ জনিত বাত, অণ্ডকোষ-প্রদাহ, প্রস্টেট-গ্রন্থি বা মূত্রশায়ী গ্রন্থির প্রদাহ দুই ঔষধেই আছে।

অ্যাসিড-নাইট্রিক:—আঁচিল, ফুলকপির স্থায় উদ্বেগ ইত্যাদিতে খুজার সহিত নাইট্রিক-অ্যাসিডেব বিশেষ সাদৃশ্য আছে তবে অসম প্রান্তের ক্ষতে ও তালুগুলের বিবর্তনে নাইট্রিক-অ্যাসিডই প্রশস্ত ঔষধ, উহা উপশ্রব জনিতই হউক বা প্রমেহ জনিতই হউক। গুল্মদ্বারের ফাটা ও আর্জ বিদারণ, লিঙ্গমুণ্ডেব প্রদাহ, পাতলা ও সমান্তর হলুদবর্ণের শ্রাব দুই ঔষধেই আছে প্রমেহ এই, নাইট্রিক-অ্যাসিডের বোগীর প্রশ্রাব হইতে খোড়ার প্রশ্রাবের গন্ধ বাহির হয়, আর খুজার রোগীর প্রশ্রাব কবিবার সময় তীব্র জ্বালা ও প্রশ্রাবের পর মনে হয় এক বিদূ প্রশ্রাব রহিয়া গেল।

ষ্ট্যাক্সিসেগ্রিয়া:—খুজাকার আঁচিল জন্মান ইহার বিশিষ্টতা। দাঁতের মূলের ক্ষয়প্রাপ্তি, পারদেব অপব্যবহার প্রভৃতি ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

মার্ক্যারি—লিঙ্গমুণ্ড-প্রদাহ, মূত্রনলী হইতে চরিত্রাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে ও বাতরোগে মার্ক্যারি খুজার সমতুল্য ঔষধ। মার্ক্যারি বোগীব বর্ষ্ম ও বিছানার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি, খুজা-রোগীর আবৃত অংশে বর্ষ্ম হওয়া এবং জননেদ্রিয়ের বর্ষ্ম হইতে মধুর স্রাব বর্ষ্ম বাহির হওয়া প্রধান লক্ষণ। বনিংহোৎসেন বলেন এই লক্ষণ পাঁচটা একটা মুমূর্ষু রোগীর প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মার্ক্যারির আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, তাহার জিহ্বা হইতে প্রচুর লালস্রাব ও তৎসহ দারুণ পিপাসা।

স্রাবাইন—জীলোকদিগের মৌনিপথে বা অন্ত্র স্থানে আঁচিল উঠিবা যদি উহাতে জ্বালা ও চুলকানি থাকে তবে উপযোগী।

নেট্রাম-সাল্ফ—নেট্রাম-সাল্ফ সাইকোটিক রোগীদিগের একটি প্রধান ঔষধ; এই ঔষধটি খুজার অল্পপূবক।

সার্সাপেরিলা—প্রমেহ ও উপদংশ দ্বায়ে যখন চর্ম্মাপেক্ষা অল্প, সামান্ত বর্ষ্মেই ছাল নির্গমনশীল, অসহ্য চুলকানিযুক্ত এবং বসন্তকালে বৃদ্ধি প্রবণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিলের স্রাব উদ্ভেদ বাহির হয় তখন সার্সাপেরিলা বিশেষ কার্য্যকরী। অণ্ডকোষ ও উরুর মধ্যবর্তী দেশে সার্সাপেরিলা উদ্ভেদ নির্গত হওয়াই সার্সাপেরিলার লক্ষণ। সার্সাপেরিলার প্রধান লক্ষণ বোগী বসিয়া প্রস্রাব করিতে পারে না এবং তাহার প্রস্রাবে সাদা সাদা বেগু নিঃসৃত হয়।

পেট্রোলিয়াম—ইহা বোগীব ও অণ্ডকোষ ও উরুর মধ্যবর্তী স্থানে সার্সাপেরিলা উদ্ভেদ বাহির হয় ইহা ব্যতিবেকে বোগীব গুল্মদ্বাবের ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্তী স্থানেও চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ উঠিবা থাকে।

চর্ম্মরোগ :—রোগীব গাত্রচর্ম্ম অত্যন্ত মলিন, তাহার গায়ে স্থানে স্থানে কটাবর্ণের দাগ দেখা যায় এবং বড় বড় বৃত্তবিশিষ্ট আঁচিল বোগীব গায়ে বাহির হয়, আঁচিলগুলি টিপিলে ভিতরে বীজ বীজ করে। বোগীব দেহের যে সকল স্থান আবৃত থাকে সেই সকল স্থানে নানাবিধ চর্ম্মরোগের স্রাব হইয়া থাকে এবং উহাতে ভয়ানক চুলকানি হইয়া থাকে। চীকামন্দ ফলের জল তাহার শবীবে উদ্ভেদ নির্গত হইলেও ইহা দ্বাৰা উপকার নশে। বসন্ত রোগে যখন গুটিকার ভিতর পুঞ্জ সঞ্চয় হয় তখন খুজা ব্যবহার্য্য। খুজাব বোগীব অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যখন তখন অবশ হইয়া যায়। হাঁটা চলা কবিতার সময় শরীর অত্যন্ত হাল্কা অনুভব করে, প্রাতে বোগী অত্যন্ত অবসন্ন হয় এবং তাহার আক্ৰান্ত অংশ অত্যন্ত অবশ হইয়া যায় (আঁঘোড, ফস্, প্রাম, সিপি, সাল্ফ)।

জর (ম্যালেরিয়া) সিরাম জরে বোগীব উরুদেশ হইতে শীত আরম্ভ হইয়া তাহার বাম-দিকেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত শীতল হইয়া যায়। রোগের আক্রমণ সাধারণতঃ ৩টার সময়ই হয়, ভোব ৩টার সময়ও বোগীক্রমণ হয়। গরমে দিনে যদি তাহার শরীরের কোন অংশ ঢাকা না থাকে তবে সে শীতে কাঁপিতে থাকে। বোগীর প্রাতে উত্তাপ বোধ অথচ সন্ধ্যায় শীত, তাহার হাত ঠাণ্ডা কিন্তু মুখমণ্ডল উত্তপ্ত। জরের সময় রোগীর চিন্তার উপর চিন্তা উদ্ভিত হয় তৎসহ অত্যন্ত জলপিপাসা। বর্ষ্মাবস্থায় বর্ষ্ম কেবল অনাবৃত অংশেই দেখা যায় অথবা মাথা ব্যতীত অন্যান্য অংশেও প্রচুর বর্ষ্ম হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় বর্ষ্ম বেশী আবার জাগ্রত হইবা দ্বারা বাম শুকাইয়া যায়।

বর্ষ্ম :—খুজা রোগীর বর্ষ্ম লক্ষ্য করিবার বিষয়, রোগীর অনাবৃত অংশে এবং মাথা ভিত্তর শরীরের অন্যান্য অংশে প্রচুর বর্ষ্ম হয়। রোগীর নিদ্রাকালে বর্ষ্ম হয় অথচ ঘুম ভাঙিলে বর্ষ্ম হয় না, বর্ষ্ম দুর্গন্ধযুক্ত। জননেদ্রিয়ের উপরের বর্ষ্ম হইতে মধুর স্রাব বহির হয়।

. **মিঞা:**—রোগীর ঘুম খুব গাঢ়, তাহার ঘুম প্রাতে সহজে হয় না। আবার অনিদ্রাও ইহাতে আছে—নিদ্রাবৃত্তায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেই নানাপ্রকার ভয়ের স্বপ্ন দেখে, রোগী রাতে যে দিক চাপিয়া শয়ন করে সেই দিকে তীব্র বেদনা, বাম পার্শ্বে শুইলে সে উদ্বিগ্নজনক স্বপ্ন দেখে।

. **হ্রাস-বৃদ্ধি:**—কেহ স্পর্শ করিলে, চক্ষু বৃজিলে, হাঁটা-চলা করিলে, বাহু ঝুলাইয়া রাখিলে, সিঁড়ি দিয়া উপবে উঠিলে, নীতল দ্রব্য পানাহার করিলে, উষ্ণ আলোকে, আহারেব পর ও বমনের পর এবং গুরুপক্ষে রোগের বৃদ্ধি। রোগীব শরীর মর্দন করিলে, টিপিয়া দিলে ও চুলকাইয়া দিলে, পিছনের দিকে মাথা হেলাইলে উপরদিকে চাহিলে উপশম।

সম্বন্ধ:—ধূজা গো-বীজেটাক দিবার মন্দ ফলে অ্যাটিম-টা, সাইলি, ভ্যাকসি, ভেরিওলিনাম তুল্য; পুতিনস্, প্রমেহ, বাত, ও অন্ত্রকোষের প্রদাহ—পালসেটিলা তুল্য, অর্কট অ্যাচিল ও শ্বেতপ্রদব রোগে—নাইটিক-অ্যাসিড, ষ্ট্যাফি তুল্য; সাইকোসিস ও সিকিলিস রোগে, সিনা-ববিস ও নেন্টাম-সালফ তুল্য, গো-বীজের টাকার দোষে উদ্বাময় রোগে,—সাইকিউটা, সাইলি তুল্য, চাপানকারীদিগের পীড়ায়,—থিয়া, সিপিয়া তুল্য; চর্কিযুক্ত খাণ্ডদ্রব্য আহারের ফলে পীড়ায়—ইপি, পালসে, কার্বো-ভেজ তুল্য, সাংঘাতিক ভাবে ক্রম সঞ্চালনে—ওপিয়াম, ক্রোকাস, সাল্‌কার সমতুল্য, বাম ডিম্বাধারে বেদনায়—ব্রাইওনিয়া, কলো, ফস্‌ফোবাস তুল্য; শিরঃপীড়ায়—ইমে, কফিয়া, সাইলি তুল্য; দস্তমূলের ক্ষयरোগে—মুয়েজেবিয়াম তুল্য, জিহ্বাব-অর্কট—অ্যাক্সিগ্রিসিয়া তুল্য; নথের বিকৃতভাব ও নথের কোণ বিশিষ্ট হওয়ায়—অ্যাটিম-কুড তুল্য, তবল দ্রব্য পান কালে শব্দে—সিনা, কষ্টিকাম, কুপ্রাম সমতুল্য; কাসিলে প্রস্রাবত্যাগ—কষ্টিকাম তুল্য; ঋতুকালে স্তনে বেদনা ও ফুলা—কোনাযম তুল্য ঔষধ।

শক্তি:—মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্ধ্ব।

ইহাব মূল অবিষ্ট বাহু ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

নাইটি-স্পিরিটাস-ডাল্‌সিস্ (Nitri Spiritus Dulcis) ।

পরিচয়:—ইহার অপর নাম নাইট-স্পিরিট-অড-নাইটার।

১০০ ভাগ ৯০% স্পিরিটে ২৫ ভাগ নাইটি-অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

ব্যবহারমূল:—টাইকয়েড, ও সান্নিপাতিক জ্বরে অথবা মূহুজ্বরে যখন রোগীর বোধ-শক্তি এবং চেতনশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়, অনেক ডাক্তারীক করিয়া বা বহু চেষ্টার পর তাহার চেতনশক্তি সামান্য ফিরিয়া আসে তখন দুই একটা কথার উত্তর দিয়া পুনরায় অচেতন হইলে স্বয়ং হানোমান এই ঔষধের মূল অরিষ্টের কয়েক ফোঁটা, ২ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বোণীকে দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত উপকার না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এই ঔষধ সেবন করা কর্তব্য। এক্ষণে চেতনালোপ জনিত বোণীকে অ্যাসিড-ফস, আর্গিকা, ওপিয়াম, হেলিবোরাল প্রভৃতি ঔষধ সর্বপ্রথম প্রয়োগ করিয়া উপকার না পাইলে উপবোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য। প্রকৃত কথা এই ঔষধ আত্মিক জ্বরে, রোগীর মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত জন্মিলে বা জন্মিবার আশঙ্কা থাকিলে অ্যাসিড-ফস প্রয়োগে উপকার না পাইলে নাইটি-স্পিরিট-ডাল্‌সিস্ ব্যবহায়ে উপকার নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। বমন, বমনের পরেই অবসর ও নির্জীব হইয়া পড়া ইহার বিশেষত্ব।

এই ঔষধ অতিরিক্ত লবণসেবীদিগের, উদরাময় ও মুখকত, মুখের স্নায়ুশূল প্রভৃতি রোগেও উপযোগী। মূত্রযন্ত্রের তরুণ প্রদাহে ও ঝড়-বৃষ্টির দিনে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে সর্দি, রক্তবাহে এবং হাতের স্থানে স্থানে আঁচিলবৎ উদ্বেদ বাহির হইলে উপযোগী। শোথ ও স্বল্পমূত্র রোগে ইহা ব্যবহারে খুব ভাল হয়, মূত্র বাড়ান ইহা বৈশিষ্ট্য। শীতকাতরে বোগী যদি সামান্য মাত্র ঠাণ্ডাও সহ্য করিতে না পারে, তাহা বা অসুস্থ হইলে নাইটি-স্পিরিটাস-ডাল্‌সিসের কথা মনে করা উচিত।

হান্সমান বলেন,—ইহা টাইফয়েড বোগীর কোন চৈতন্ত থাকে না কেননা রোগী আচ্ছন্নভাবে শুইয়া থাকে ; কোন কথা বলহইবার চেষ্টা করিলে সে প্রায়ই কথার উত্তর দেয় না, মনে হয় যেন কথা শুনিতে পায় না বা কথা বুঝিতে পারিতেছে না অথবা কথা বুঝিবার চেষ্টাও করে না, বোগীর মুখ দুঃখের কোন জ্ঞান থাকে না সম্পূর্ণ উদ্বাস। তাহার মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হয় না তবুও অচৈতন্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই ঔষধের লক্ষণ—অ্যাসিড-ফস, হেলিবোবাস ও ওপিয়ামের তুল্য।

অ্যাসিড-ফস—ইহার রোগীও সর্বদা আচ্ছন্ন থাকে তবে বোগীকে সহজে জাগান যায় যখন সে জাগরিত হয় সেই সময় দেখিলে মনে হইবে বোগীর জ্ঞান আছে কিন্তু পবমুহুর্তেই আবার ঘোচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

হেলিবোবাস—এত আচ্ছন্নভাবে যে অনেক ডাকাডাকিতেও বোগী কিছুতেই সাড়া দেয় না। সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন থাকে, ইহার রোগীর মাংসপেশীগুলি স্নায়ু হইয়া পড়ে ; অ্যাসিড-ফস ও স্পিরিট-নাইটারে তীক্ষ্ণ হয় না। হেলিবোবাস রোগীর নাসিকাবন্ধের নিকট হইতে ঠোট পর্যন্ত স্থান কাল হইয়া যায়।

ওপিয়াম—বোগীর বিকারভাব খুব, তাহার মস্তিষ্কের প্রদাহ দেখা যায়। বোগী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শিবনেত্রে পড়িয়া থাকে, সে ঘড় ঘড় শব্দ কবিয়া জোবে জোবে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে। রোগীর পাশে কি আছে, কে আছে জানে না বা বুঝিতে পারে না, ডাকিলে কোন সাড়া-শব্দ কবে না কিন্তু স্পিরিট-নাইটার রোগীকে অনেক চেষ্টা পব জাগান যায় এবং অ্যাসিড-ফস রোগীকে ২১ বার ডাকিলে উত্তর দেয়।

শক্তি :—১০ ফোটা অরিষ্ট ১ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ১ ড্রাম বা ১ চামচ মাত্রা প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

নাক্স-জগলাঙ্গ (Nux Juglans) ।

পরিচয় :—ইহাৰ অপর নাম জগলাঙ্গ-বিজিয়া।

ব্যবহারস্থল :—বয়োত্রণ, দুগ্ধপীড়কা (কুষ্ঠালাকটিয়া) ; কাণ ও কাণের চারিদিকে ছোট ছোট উদ্বেদ উঠিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলে ; হাতে ও বগলে পাঁচড়ার স্ফায়া হইয়া অত্যন্ত বেদনা, আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত লাল ও তথায় চুলকানি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য।

নাক্স-জগলাঙ্গ রোগীর মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, সে মনে করে যেন তাহার মাংসী বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় রহিয়াছে। বোগীর চোখের পাতায় ক্রমাগত অশ্রু হইতে থাকিলেও ইহা উপযোগী।

দ্রৌলৌকদিগের যথাসময়ের পূর্বে কাল আল্কাভরাব ত্রায় খণ্ড খণ্ড ঋতুশ্রাবে ইহা উপযোগী।
বিশেষতঃ যদি তৎসহ নিম্নোদর ফলিষা উঠে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ৩০ বা তদৃদ্ধ।

নাক্স-ভমিকা (Nux Vomica)

পরিচয় :—আমাদেব দেশে এই ঔষধটিকে কুচিলা বলে। এই জাতীয় বৃক্ষ ভাবভবন্থেব বহু
স্থানে দেখা যায়। উড়িষ্যাভ ভুবনেশ্বরে কুচিলা বা নাক্স-ভমিকাব বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে আছে।

“নাক্স-ভমিকা” হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব একটি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই ঔষধটি না থাকিলে
চিকিৎসা-জগতেব যেন একটি প্রধান অঙ্গেব হানি হইত। বস্তুতঃ প্রতিদিনই এই ঔষধটির প্রয়োজন
দেখা যায়। এমন কি সাধারণ একটা বমিগাও খাইবাব গতুগোল হইলে নাক্স-ভমিকা ৩০ শক্তি
সেবন করিতে বলিবে। নাক্স-ভমিকাকে চিকিৎসক ও রোগীর পবমান্বীয় বলিলেও অন্ত্যাব
হইবে না।

ইহার অপব নাম পয়জন-নাট বা কুচিলাব বীজ। কুচিলাব বীজকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া
ইহার হস্ত চূর্ণ হুরাসারে ভিজাইয়া বাখিয়া যথারীতি ইহার মান্দার টিংচাব তৈরী করিতে হয়।

ঔষধ শক্তি ১০ ; বিচূর্ণের জন্ত ৭নং ফবমূল্য ব্যবহার্য।

আমাদেব দেশেব আগুর্কেষীয় চিকিৎসকগণও এই নাক্স-ভমিকা বা কুচিলা বহু যুগান্তর
ধরিয়া ব্যাধার করিয়া আসিতেছেন।

ব্যবহারস্থল :—অন্ন, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদবাময়, পৃষ্ঠায়ক্রমে উদবাময় ও কোষ্ঠ-
কাঠিন্য, মুখে বযোত্রণ, ক্রোধেব মন্দ ফল, ঔষধের মন্দ ফল, মত্তাদি পানের মন্দ ফল, অত্যধিক
যোন-মিলনের মন্দ ফল, অত্যধিক আহারাদিয মন্দ ফল, অতিবিক্ত বা অত্যধিক পানের মন্দ ফল,
তাম্বাকের মন্দ ফল, অত্যধিক মসলাযুক্ত খাণ্ডেব মন্দ ফল, সংশ্রাস, মস্তিষ্কেব পীড়া, শ্বাস প্রশ্বাসে
অন্ন বৃদ্ধি, যান বাহনাদিতে চড়িবার ফলে বমন বা বিবমিষা, হাঁপানি, পৈত্তিকতা, মূত্রাধারেব পীড়া,
অন্ন বৃদ্ধি, কৃত্রিম-মৈথুন, ধবজভঙ্গ, কামোদ্দাদ, নিদ্রাহীনতা, গুত্র ক্ষরণ, স্বপ্নদোষ, সর্দি, হৃদযন্ত্রের
পীড়া, রাস্ত্রি জাগরণ হেতু নানাবিধ পীড়া, নিদ্রাহীনতা, আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসর্দর, সবিবাম জ্বর,
পিত্তজ্বর, অজীর্ণ জ্বর, পক্ষাঘাত, গর্ভিণীর রোগ, ট্যারা দৃষ্টি (তীর্ধ্যগ), চক্ষুব সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ দর্শন,
কটীবাৎ, নানাবিধ মস্তিষ্কের পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

ক্রিয়াস্থল :—নাক্স-ভমিকা অন্নবৃদ্ধি, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বক্রতেব পীড়া, অবসাদ বায়ু,
সংন্যাস, নাসিকা ক্ষত, অন্ন ও মূত্রাশয়েব সর্দিতে ফলপ্রসূ ঔষধ। ডাঃ টেট্টি বলেন নাক্স-ভমিকা
নিরামিষ-ভোজী অপেক্ষা আমিষ ভোজীদিগের পীড়ায় বেশী উপযোগী। ডাঃ ভিউল্লি বলেন
বাহিরেস্ত্রিয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক, ন্নাযু ও পিত্তপ্রধান ধাতুর ক্ষীণকায রাগী, বিরচক ঔষধ, উগ্র
ঔষধ, গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার, শারীরিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছা, গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করিয়া
উদরসঞ্চীয় রোগ, প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া বসিলে ক্লান্তি অল্পভব প্রভৃতি নাক্সের প্রধান লক্ষণ।

নাস্ত-ভমিকা রোগীর কোমরে অত্যন্ত ব্যথা হয়, বিছানায় শুইয়া পাশ ফিরিতে হইলে রোগীকে ধরিয়া (উঠাইয়া) বসাইতে হয়। নাস্ত শিবঃপীড়ার একটি মূল্যবান ঔষধ, যদি মাদক দ্রব্য সেবনের পব, অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ, অগ্রান্ত অত্যাচরণ, কোনরূপ মানসিক পুরিশ্রমেব পব মাথার যন্ত্রণা আবন্ত হইয়া উগ্ৰ সমস্ত দিন বিগতমান থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ে এবং সেই সঙ্গে দৃষ্টিশক্তিব হীনতা, টক্-বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্য বিগতমান থাকে তবে ইহাই ব্যবহার্য্য ঔষধ।

স্বভাব ও গঠন :—নাস্ত-ভমিকা পাতলা, শীর্ণ, কোপনস্বভাব। অসহিষ্ণু, পবছিত্রাশ্রমী, প্রতিহিংসাপরাধণ, বিবাদপ্রিয়, সতর্ক, সাহিত্যসেবী, শ্রমবিমুখ, সাংসারিক চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, মগ্নাদি পানে অভ্যস্ত, বাহাদের প্রায়ই- কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, বাহা বা প্রাণক্টে ডুসাদি ব্যবহার করে, বাহার অর্শ ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত তাহাদের পীড়ায় (নাস্ত-ভমিকা) উত্তম ঔষধ।

মল :—নাস্ত-ভমিকা বোগীর উৎকর্ষা অত্যধিক, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা খুব কিন্তু ভয়ে সে আত্মহত্যা কবিতো চায় না। বোগীর দর্শন, শ্রবণ, আত্মান আশ্বাদন প্রভৃতি পক্ষেন্দ্রিয়েব অল্পভূতি প্রথর—বোগী কোনরূপ শব্দ, গন্ধ, আলোক, সঙ্গীত সহ্য কবিতো পাবে না, অত্যন্ত বিবক্তি হয়। নাস্ত-ভমিকা বোগী সামান্ত রোগে ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়ে—হেরিং ধলেন বাহার নিদোষ কথায় বিবক্ত হয়, সামান্ত শব্দে ভয়ে অস্থির হয়, বাহা বা অতি সামান্ত ব্যাপাবে ব্যাকুল ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, বাহাদেব অল্প মাত্রার ঔষধ—এমন কি উপযুক্ত ঔষধ সহ্য হয় না, বাহার অতি সতর্ক, বাগ্র, সহজে উত্তেজিত ও কুপিত হয় এবং বাহার ঝায়বিধ প্রকৃতির লোক তাহাদের পক্ষেই নাস্ত-ভমিকা উপযোগী।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—নাস্ত-ভমিকা কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ, বোগীর পুনঃ পুনঃ নিম্ফল মলবেগ, বারবার সে পায়খানায় যায় তত্চাচ সে মনে করে তাহার পেটে বহু মল জমিয়া আছে, রোগী কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, সর্বদাই মনে ভাবে তাহার মলত্যাগ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

ইহাতে পর্যায়ক্রমে উর্ব্বাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, এই লক্ষণ সাধারণতঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাহার বিবেচক ঔষধ সেবন করে তাহাদেবই হইয়া থাকে। অর্শবোগেব ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ, অর্শ বোগে পুনঃ পুনঃ বাহের চেষ্টা অগচ পরিষ্কার বাহে হয় না। কোষ্ঠকাঠিন্য বোগীমিগের হানিয়া বা অস্ত্রবৃদ্ধি বোগেও ইহা উপযোগী ঔষধ। কোমবেব বাথার জন্ত নাস্ত একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ যদি উহা পূর্বোক্ত কারণাদির জন্ত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্ত নাস্ত-ভমিকা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। রোগীর মলত্যাগের ইচ্ছা প্রবল, সে বাবংবার পায়খানায় যায় অগচ তাহার পরিষ্কার বাহে হয় না, সর্বদাই সে মনে কবে যেন মল তাহার পেটের ভিতর রহিয়া গেল। মলদ্বারের পেরিষ্টল্টিক গতির বা ক্রিমিসঞ্চলনবৎ ক্রিয়াব অভাবেব জন্ত পুনঃ পুনঃ নিম্ফল মলবেগ অথবা অসম্পূর্ণ মলত্যাগ, রোগীর মলত্যাগেব ইচ্ছা যেন আর শেষ হইতে চাহে না এরূপ বোধ।

অ্যানাকার্ভিয়াম :—রোগীরও কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকটা নাস্ত-ভমিকার জায়। রোগীর বাহের বেগ ঘন ঘন আসে কিন্তু বাহে বসিলে আব বাহের ইচ্ছা মোটেই থাকে না, তখন যেন মলদ্বারের কোন ক্ষমতাই তাহার থাকে না এরূপ ভাব, রোগী মনে করে যেন তাহার মলদ্বারে কি একটা গোজা রহিয়াছে। সিপিফা রোগীর মলদ্বারে কি যেন একটা গোজা বহিয়াছে এরূপ বোধ, এমন কি বাহের পরও ঐ ভাব দূরীভূত হয় না, সিপিফা রোগীর মলদ্বারের কোন শক্তিই থাকে না,

সেইজন্য তরল মলও কষ্টে নিঃসৃত হওয়া সিপিয়ার প্রধান লক্ষণ। লাইকোপোডিয়াস রোগীরও এরূপ বাহ্যের ইচ্ছা। অথচ বাহ্যে মোটেই হয় না, তবে লাইকোব রোগীর পেটকাপা খুব একটু পেটকাপা বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা অবধি ভিতরুই বেশী হয়।

নাক্স-ভমিকার কোষ্ঠকাঠিন্য বা অজীর্ণ-বোগ সাধারণতঃ মগপান ও নানা প্রকারের নেশা কবিতা বোগা বা পাতলা হয়।

উদরাময়ঃ—নাক্স ভমিকার উদরাময় সাধারণতঃ বাত্র জাগরণ, অতিবিক্ত অধ্যয়ন, মসলাযুক্ত খাদ্য এবং মগপান বা অত্যন্ত নেশা ইত্যাদি কবিতা পব (উদরাময়) হইলে, বোগীর পুনঃ পুনঃ মলত্যাগেব আঁকাছা থাকিলে, মল অধিক হউক কি অল্প হউক মলত্যাগেব পব যদি তাহার মনে হয় আবও পেটে মল আছে, মলত্যাগেব পূর্বে নাড়ি-প্রদেশে ছেদনবৎ বেদনা ও কোমবে বেদনা থাকে তবে ইহাই ঔষধ। উদরাময়েব সহিত কোমবেব বেদনায় বোগী মনে ভাবে তাহার কোমর বন্ধি ভাঙ্গিয়া যাইবে; মলদ্বারে জ্বালা সেই সঙ্গে আবও মল পরে নির্গত হইবে এরূপ ভাব থাকিলে ইহাই একমাত্র ঔষধ। নাক্সেব উদরাময়েব বেগ সাধারণতঃ ভোবেব দিকেই বেশী হয়। উদরাময়েব সঙ্গে বমি ও কাটবমি থাকিলে ইহা আবও উপযোগী ঔষধ। নাক্স-ভমিকার মল কখনও কাল এবং কখনও রক্ত মিশ্রিত লাল হইয়া থাকে। নাক্স-ভমিকায় পর্যায়ক্রমে তরল ও কঠিন মল নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। ইহাব বোগীর মলত্যাগেব সময় প্রথমে বায়ু নিঃসৃত হইয়া সামান্য পাতলা মল নির্গত হইয়া তাব পর কিছু কঠিন মল বাহিব হয়।

ঐক্ষিউলাস হিপ—মলের প্রথমাংশ কঠিন শেষাংশ ছুবেব মত সাদা ও পাতলা।

বোভিনাম—মলেব প্রথমাংশ কঠিন শেষাংশ জলেব ত্রায়।

জিঙ্কাম— ” ” ” শেষেবদিক একেবাবে পাতলা জলেব ত্রায়।

ট্রাইওনিয়া—মলেব প্রথমাংশ কঠিন, শেষাংশ আঁশ ও বক্ত মিশ্রিত।

ক্যালকেরিয়া—মলেব প্রথমাংশ মণ্ডেব ত্রায় শেষাংশ জলেব ত্রায় পাতলা।

ক্যালকেরিয়া-ক্স—মলেব প্রথমাংশ পাথবেব ত্রায় শক্ত শেষাংশ জলেব ত্রায় পাতলা ও সাদা।

অর্শঃ—নাক্স-ভমিকা কোষ্ঠকাঠিন্যেব যেমন একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ সেইরূপ অর্শেরও একটা প্রধান ঔষধ। কোন কোন চিকিৎসক অর্শের লক্ষণের বিচার না কবিতাই বাত্রে নাক্স ও সকালে সালফার প্রয়োগ কবিতা থাকেন এইপ্রকার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বহির্গত। কোন স্ত্রী চিকিৎসক এই চিকিৎসার পক্ষপাতিত্ব কবিতেন না। নাক্স-ভমিকায়—অল্প অর্শ এবং শ্রাবণীল উভয়বিধ অর্শই আছে। অর্শের বৃদ্ধি মসলাযুক্ত খাদ্যাদি পব, অত্যাচারাদি পব, বাত্র জাগরণেব পরই বেশী হয়, বসিয়া বসিয়া যাচার। জীবন অতিবাগিত করেন, কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম যাচাব করেন না তাহাসেব অর্শ হইয়া মলদ্বারে চুলকানি, জ্বালা ও স্থলীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকিলে ও মলত্যাগের কিছু পরে মলদ্বারে জ্বালা, উত্তেজনা এবং কাটবমি গিয়াছে এরূপ যন্ত্রণা থাকিলে নাক্স-ভমিকাই ঔষধ। নাক্স-ভমিকার মলদ্বারে এত জ্বালা ও চুলকানি যাচার জন্য বোগী মলদ্বাবে জলের পট্টি লাগায় বা জলপূর্ণ টবেব ভিতর বসিয়া থাকে। নাক্স-ভমিকায় অপরাপব পীড়ায় গবম ঢাকা চাব কিন্তু অর্শ রোগে জলের টবেব ভিতর বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। অর্শ রোগে যখন নাক্স-ভমিকায় সেই খবিত্ত লক্ষণ বাহ্যের পরও মলবেগ ও বাহ্যেব পবও শান্তি না পাওয়াত্বে থাকিবে তখন ইহাট

একমাত্র ঔষধ। অর্শ রোগে নাক্স-ভমিকা প্রয়োগ করিবার পর সামান্য কিছু উপকার হইয়া আর উপকার না হইলে তখন সালফার ব্যবহার্য। অর্শের জন্য ইস্কুলাস-হিপও একটি উত্তম ঔষধ। ইহার বোগীর সাধাবণতঃ রক্তশ্রাব হয় না। যদি কখনও হয় সামান্য, বোগীর মলদ্বারে গুরুভাব ও কাঁচিষ বা কেহ মলদ্বার খুঁচিতেছে এইকপ ভাব খুবই বেশী। অ্যালোজ বোগীরও নাক্সভমিকা ও সালফারের ন্যায় বায়ুৰ জন্য পেট ফোপা ও পেটের ভিতর দগ্ধপানি খুব আছে। উভয়ের ভিতর পার্থক্য এই যে অ্যালোজের অর্শ রোগীর উদরাময় আছে উহাদের তাহা নাই। উহার বোগী বাহ্যে কবিবার সময় ভয়ানক বায়ু নিঃসরণ কবে, অপব কেহ শুনিলে মনে কবিলে সাংঘাতিক রকমেব বাহ্যে হইতেছে। মলদ্বাবেব উপর বোগীর কোন হাত নাই অর্থাৎ অনিশ্চিতভাব। বোগী যখন তখন কাপড় নষ্ট কবিয়া ফেলে এবং অর্শেব বলিগুলি আঙ্গুবেব ধোঁকাব ন্যায় ঝোলে। ইহাব বোগীবও অর্শ বা উদরাময়েব সহিত মাথায যন্ত্রণা আছে (নক্স)।

কলিনসোনিয়া—উদরাময়েব সহিত অর্শ অ্যালোজের প্রধান লক্ষণ, কলিনসোনিয়ায় আবাব কোষ্ঠ-কাঠিন্যেব বা কোষ্ঠ বন্ধেব সহিত অর্শ হওয়া প্রধান লক্ষণ। তাবপর দবাযুব পীড়াব সহিত অর্শ বোগেও ইহা একটা মূল্যবান ঔষধ নাহা নক্স ও অ্যালোজে নাই।

আমাশয় ও রক্তমাশয়—নাক্সভমিকা আমাশয় ও রক্তমাশয় বোগেব একটা মূল্যবান ঔষধ। নানাপ্রকার মসলাযুক্ত খাবার খাইবার পর, রাত্রি জাগরণ, বিরেচক ঔষধাদি বা অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিব আমাশয় হইয়া যখন ঘন ঘন মলত্যাগেব ইচ্ছা অথচ বাহ্যে সামান্য সামান্য হয় এবং বাহ্যে হইয়া যাইবার পর বোগের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি। রোগীব বাহ্যের সহিত কখনও রক্তযুক্ত আম, কখনও কেবল আম কখনও বা কেবল রক্তমিশ্রিত মল নির্গত হইয়া থাকে, তাহার বাহ্যের পূর্বে ও পরে অত্যন্ত পেটেব যন্ত্রণা হয়। তবে বাহ্যে হইয়া যাইবার পর কিছু সময় যন্ত্রণা থাকে না; মার্কারি রোগীর বাহ্যে হইয়া যাইবার পরও বেদনা তীব্রভাবে থাকে। ইহার বেদনা, বেগ ও কোঁচ বাহ্যেব পূর্বে, বাহ্যেব সময়ে ও বাহ্যেব পরে হয়, অ্যালোজ আমাশয় বোগীর বাহ্যের পূর্বে নীচের পেটে কামড়ানি ব্যথা। ইহাব আম ও রক্তের পরিমাণ বেশী; বাহ্যের পর কখনও ব্যথা থাকে, আবার কখনও থাকে না। অ্যালোজ রোগী জেলিব ত্রায় অনেকটা আম হড়াৎ কুরিয়া নির্গত কুরে। সালফার সাধাবণতঃ পুৰাতন আমাশয় বোগে বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল আমাশয় কোন ঔষধেই আরোগ্য হইতে চায় না সেইস্থানে সালফার ব্যবহার্য। সালফার রোগীর বাহ্যেব বেগ মার্কারি ত্রায় বাহ্যেব পরও থাকে, আবাব নাক্সভমিকাব রোগীব ত্রায় বাবংবার বাহ্যে হওয়াও দেখা যায়।

অজীর্ণ বা গরহজম—বহুবার আমরা বলিয়াছি নাক্স-ভমিকা গরহজম বা অজীর্ণ বোগেব একটা উত্তম ঔষধ। ইহার রোগী যাহা কিছু খায় জীর্ণ হয় না, পেটে গ্যাস হয় ও পেটে বেদনা অনুভব করে, উহার জন্ত মুখে টক কখনও বা তিক্ত স্বাদ বোধ। পেটে অজীর্ণ জব্য বা বায়ু জনিত এত বেদনা হয় যাহার ফলে সে অস্থির হইবা পড়ে। কিছু দাইবার পরই পাকযন্ত্রের উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যাহার ফলে রোগী—হয় শিশু বমন করে, না হয় তুচ্ছ জব্য বমন করে আর যদি বমি না হয় তবে তাহার পেটের ভিতর অত্যন্ত শূল বেদনা হইতে থাকে। ঐ শূল বেদনা তলপেট হইতে আরম্ভ করিয়া পেটের চতুর্দিকে এমন কি কোমর পর্যন্ত ধাবিত হয়। শূল বেদনার সহিত উদরাময়,

কোষ্ঠকাঠিন্য ঘন ঘন বাহ্যের চেষ্টা অথচ বাহ্যে হয় না, যদি বা হয় রোগী আরাম বোধ করে না এই ভাব থাকিলে নাস্ত-ভমিকা একমাত্র ঔষধ।

আহারের পর উদর শুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নাস্ত ভমিকার প্রসিদ্ধ লক্ষণ। নাস্ত ভমিকার রোগী আহারাদির পর কোমরের কাপড় ঢিলা করিয়া দেয়, ঢিলা না করিলে থাকিতে পারে না এবং ইহার বোগী আহারের পর শুইয়া পড়িতে চায়। নাস্ত-ভমিকার অজীর্ণ রোগীর জিহবার অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত পবিত্র এবং ইহার পিছনের দিকটা গাঢ় লেপাবৃত। ইহার অজীর্ণ সাধারণতঃ পিত্তপ্রধান; অভিশয় মানসিক পরিশ্রমশীল অথচ শারীরিক শ্রমবিমুখ অব্যায়ামী, সাহিত্য-দেবী, মত্তপায়ী প্রভৃতি দিগের বেশী হইয়া থাকে। ইহাদেব অজীর্ণ, উদনাময়, আমাশয়, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অল্প শূল প্রভৃতি পীড়াব জন্য নাস্ত-ভমিকাই একমাত্র ঔষধ।

বহুদিন পর্য্যন্ত বোগী ভূগিয়া ভূগিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে এবং আহাবে, অকচি খাবিল না আহার মাত্রই তাহা বমি হইয়া গেলে নাস্ত প্রযোজ্য। বোগী যদি শিশুও হয় আব পাকযন্ত্ৰের উত্তেজনার সহিত শিশু ভয়ানক বাগে ও কাদে তাহা হইলেও ইহা ব্যবহার্য। আবার যদি পূর্ণ বয়স্কবিগেব ঐক্লপ ভাবের সহিত পূর্বে অমিতচাৰিতা, বাদজাগরণ বা অতি ভোজন্য ইতিহাস থাকে তবে তাহাকেও নাস্ত-ভমিকা প্রয়োগ করিবে।

আর্সেনিক—অজীর্ণ বোগে যখন আলাকর বেদনার সহিত অত্যন্ত অস্থিরতা, উৎকর্ষ ও পিপাসাদি থাকে, কুলপি, মালাই-ববফাদি খাইবাব পাবে যখন এইরূপ অজীর্ণ হয় তখন ইহা কার্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়োজোষ্ট—ইহাও অজীর্ণবোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগী যাহা আহার কবে তাহা কিছু সময় পর্য্যন্ত পেটে থাকিয়া শেষে অজীর্ণবস্তায় বমি কবিয়া ফেলা ইহার বিশেষ লক্ষণ।

কার্বো-ভেজ—যদি মতাদি পানের পবত্বা অত্যধিক তাপ ভোগ (প্রথর রোজ, প্রবল অগ্নি প্রভৃতি তাপ জন্য) অজীর্ণ হয়, নাস্ত প্রযোগেব পব যদি কোনক্লপ উপকাব না পাওয়া যায়, বা নাস্ত-ভমিকার প্রকৃতিগত লক্ষণেব সাদৃশ্য না থাকে, রোগী আহাবেব পব অসহ্য অস্থিত্তি অনুভব কবে, পেট ফুলিয়া উঠে অনববত হাওয়া চায়, তাহা হইলে ইহাই ঔষধ।

পালসেটিলা—মাংস, পিঠা, পায়স, চর্কি ও ঘৃত সংযুক্ত খাদ্য, ববফাদি মিশ্রিত খাদ্যাদি খাইবার ফলে যদি অজীর্ণবোগ হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে নাস্ত-ভমিকা প্রয়োগ না কবিয়া বোগীর প্রকৃতিগত লক্ষণমিলাইয়া পালসেটিলা প্রয়োগ কবিয়া আশাতিবিক্ত ফল পাওয়া যায়। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি এরূপ ক্ষেত্রে ২১১ মাত্রা পালসেটিলা মস্ত্রেব ত্রায় কার্য্য করিয়া থাকে।

হিক্কা—নাস্ত-ভমিকা, হিক্কার জন্য একটি প্রশস্ততব ঔষধ। এই হিক্কা কলেরাই হউক বা অতিবিক্ত গ্যব ঔষধাদি সেবনের ফলেই হউক বা অজীর্ণ দোষ বা স্নায়বিক কারণের জন্যই হউক অথবা ডায়েফ্রাম পেশীর আক্কেপিক আকুঞ্চনবশতঃই হউক নাস্ত-ভমিকা উত্তম ঔষধ। কলেরাই হিক্কা একটি মারাত্মক উপসর্গ, হিক্কা দেখিলেই সাধারণতঃ নাস্ত-ভমিকার কথা স্মৃতিপথে উদয় হয়, নাস্তের পূর্ণ চিত্র পাইয়া নাস্ত প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যাইবে। যদি নাস্তে উৎকার না হয়, তখন অন্য ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। অপরিমিত আহারাদির জন্য বা অতিরিক্ত অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সেবনের ফলে বা অত্যধিক রাত্রি জাগরণের ফলে অথবা অনেক দীর্ঘকাল পীড়াব ভূগিবার জন্য হিক্কা হইলে, সেই সঙ্গে অল্প বা চোখা-ঢেকুর উঠিলে, পেটকাঁপা

এই নাক্স-ভমিকা একমাত্র ঔষধ। কলেবা বোগীর যখন অত্যন্ত পেটফাঁপেব সহিত হিকা হয়, হিকার পব বোগী হিমাক হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে তখন কার্কো-ভেজ ব্যবহার্য। কিছু খাইবার বা পান কবিবার একটু পবেৎ অর্থাৎ দুক্তদ্রব্য পাকস্থলী মধ্যে গরম হইয়া গেলেই বমি ও হিকা হইলে ও কনকন কবিত্তে থাকিলে ফসফোবাস কার্য্যকরী ঔষধ।

ইথেসিয়া—চিষ্টিক ধাতুব বোগীদিগেব হিকায় উপযোগী। বোগী জলপান কবিয়া বা কিছু খাইবামাত্র হিকা এবং নাভি চাবিদিকে খাম্চান বেদনাব সহিত হিকা হওয়া ইহাব প্রাপ্ত লক্ষণ।

সাইকিউটা—এই ঔষধ অনেকদিন স্থায়ী হিকাব একটা উত্তম ঔষধ। ইহাব হিকা উচ্চ শব্দকারী, অবিবাম এবং অনবরত হইয়া থাকে। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বোগী একাদিক্রমে ৭৭ দিন পর্য্যন্ত সমানভাবে হিকা তোলে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে হিকা হইবার ফলে সে অচেতন হইয়া পড়ে। কুমিব জন্য এরূপ হিকা হইলে সাইকিউটা ও সিনা উপযোগী।

অ্যামিল নাইট্রেট—যখন ব্যবহার্য ঔষধ সেবনেও হিকা কিছুতেই কমিতে চায় না, অধিকন্তু উত্তবোত্তর বুদ্ধি পাইতে থাকে, তখন কয়েক ফোটা ১x শক্তিব এই ঔষধ কমালে ঢালিয়া বোগীকে আশ্রাণ কবিত্তে দিলে হিকা কমিয়া যায়।

ম্যাগ-ফস—সুস্লাব বলেন হিকাব শ্রেষ্ঠ ঔষধ ম্যাগ-ফস। তিনি ৩৫, ৬x বা ১২x ক্রমেব ২।৪টি কবিয়া বটিকা গরম জলে মিশ্রিত করিয়া ১০।১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ কবিত্তে উপদেশ দেন।

অ্যাসিড অ্যাসেটিক—বা ভিনিগাব—হিকা বোগীকে সেবন কবিত্তে দিলে হিকার উপশম হয়। কোন কোন বোগীকে ভিনিগাব বা আদত সিকার্নেব ৮।১০ ফোটা জলে মিশাইয়া ৪।৫ বাব সেবন কবিত্তে দিলে হিকাব উপশম হইয়া থাকে।

শূল—অল্পবোগী বা অজীর্ণবোগীদিগেব অল্পশূলে নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। বোগীর পেটে প্রচুর বায়ু জমিয়া উপবেব দিকে শুলিয়া উঠে সেই সঙ্গে অনবরত বাহে প্রশ্রাবেব বেগ হয়, অথচ বাহে প্রশ্রাব মোটেই হয় না বা সামান্য সামান্য হইতে থাকে, অর্শবোগীর শূলবেদনায়ও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। অর্শবোগীর বহুদিন হইতে অর্শ আছে, উগা হইতে মধ্যে মধ্যে বা প্রতিদিন রক্তশ্রাব হয় হঠাৎ রক্তশ্রাব বন্ধ হইয়া বোগীর শূলবেদনাব সহিত মাথায় তীব্র গম্বা হইলে নাক্সভমিকা সকল উপসর্গ আবোগ্য কবিয়া দেয়। এইরূপ স্থলে বোগীর যদি যত্নেব দোষ থাকে বা ব্যতিক্রম, অতি ভোজনাদির ইতিহাস বা বিবরণ পাওয়া যায় তবে নাক্স-ভমিকাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মূত্রশূল বা পাথরী (রেনাল কলিক) :—মূত্রপাথরী বোগেব ফলপ্রদ ঔষধ লাইকো-পোডিয়াম, বার্কাবিস, বেলেডোনা, নাক্স ভমিকা ও ক্যাস্চারিস প্রভৃতি। নাক্স-ভমিকায় বোগীর মূত্রপাথরী বেদনা ডাণদিকের কিড্নিতেই বৈশী, ঐ বেদনা ডাণদিকেব মূত্রগ্রহি হইয়া জননেস্ত্রিয় পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং কোমরে অত্যধিক বেদনা পাওয়া যায় সেই সঙ্গে বাহে প্রশ্রাবেব প্রবল ইচ্ছা অথচ বাহে প্রশ্রাব সামান্য হয়।

সীসক ধাতু নিষা যাহাবা নাড়াচাড়া করে তাহাদের শূলবেদনার জন্য নাক্স-ভমিকা ঔষধ। সীসক কলিকের জন্য—প্রাথমিক, অ্যালিউ, প্যাটিনাম, ওসিয়াম প্রভৃতি উপযোগী।

অম্লবৃদ্ধি বা হার্ণিয়া—অম্লবৃদ্ধি বোগের জন্য নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। ডাণদিকের ও বামদিকেব উভয়বিধ হার্ণিয়াতেই নাক্স-ভমিকা কার্য্যকরী, শিশুদিগের হার্ণিয়া বোগে প্রথম নাক্স

প্রয়োগ করিয়া উপকার না দেখিলে ককিউলাস ব্যবহায্য। ডাণদিকের হাণিয়া রোগে লাইকোপোডিয়াম ঔষধ। হাণিয়া-ইনকাসিরেটেড - যে হাণিয়া বাহিব হইয়া পুনরায় ভিতরে ফিরিয়া আসিতে পারে না, সেই সকল ক্ষেত্রে ওপি, প্রাশ, নাক্স-ভমিকা, লক্ষণাত্মকাবে ব্যবহায্য।

যকৃত-রোগ ও জ্বাৰ। (কামলা-রোগ) :—যাহারা অতিরিক্ত মত্তপানী, অত্যাচারী, নেশাখোব এবং যাহারা প্রায়ই জোলাপ ব্যবহার করে তাহাদের যকৃত রোগে বিশেষতঃ যকৃত যদি ফুলিয়া শকুত হয় তাহাব উপর কোনরূপ চাপ এমন কি কাপড় পবাও সহ না হয়, শূলবেষ্টনাব ন্যায় বেদনা থাকে তবে নাক্স-ভমিকা উপযোগী ঔষধ।

অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনকারীদের এবং মদ্যপানীদেরও জ্বাৰা বোগ হইলে নাক্স-ভমিকা উত্তম কার্য্য কবে। অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার খাইতে যাহাবা অভ্যস্ত তাহাদিগেবও ন্যাবা রোগে নাক্স-ভমিকা ব্যবহায্য।

সর্দি :—সর্দির প্রথমাবস্থায় বিশেষতঃ বোগী যদি ঠাণ্ডা স্থানে বসিয়া ঠাণ্ডা লাগায় বা শীতকালে পাথরাদির উপর বসিয়া সর্দি-কাসি জন্মায় তাহা হইলে নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। স্নায়বিক কাসিতেও ইহা উপযোগী। যে সকল রোগী সর্দিব সহিত প্রবল হাঁচি থাকে, দিনেব বেলা নাক দিগা প্রচুব জল গডায় কিন্তু বাত্রে নাসিকা বন্ধ থাকে, গলার ভিতব শুষ্ক টাটা ভাব হয়, গরম ববেব ভিতব সর্দিব বৃদ্ধি, মুক্ত হাওয়ায় উপশম নাক্স-ভমিকা তাহাদের উত্তম ঔষধ। নাক্সের সর্দি শীতঋতুতে বেশী হয়, সর্দি হইয়া গলা খসখস করে।

শিরঃপীড়া :—বোগীব মস্তিষ্কের জডতা অত্যধিক ; সে ভাবে ঘেন বাত্রে প্রচুব মত্তাদি পান কবিয়াছে বা নেশা কবিয়াছে, এত মাথা ঘুবায যে তাহাব কোনরূপ জ্ঞান পর্য্যস্ত থাকে না, মাথা ঘুরাইবার ফলে সম্মুখের দিকে পড়িয়া যাঠবে এরূপ ভাব হয় (অ্যাগা, কষ্ট, কাকো-ভে, ম্লোন, কেলি-কার্ক, ল্যাকে ইত্যাদি। মাথা ঘুবানিতে বোগী মনে ভাবে তাহার বিছানাদি পর্য্যস্ত ঘুরিতেছে। মাথা ঘুরিবার সময় সে যদি উপবেব দিকে তাকায তাহা হইলে মনে হইবে এই বৃষ্টি পড়িয়া গেলাম সেইজন্য সামনে যাহা পায তাহাট আকড়াইয়া ধবে। বোগী পূর্বেদিন হইতেই যে নেশাদি কবিয়াছে সেই নেশাব মত্ততা যেন এখনও বহিয়াছে এইরূপ অল্পব, ঐজনা তাহার অবগণক্তি ও দৃষ্টিশক্তি পর্য্যস্ত লোপ পায।

নাক্স রোগীর আহারেব পর এবং ঘুম ভাঙ্গিবার পব মাথাব পশ্চাৎদিকে অথবা বামসিকের চক্ষুব উপবে বেদনা অহুত হয়। ঐ ব্যথা সাধারণতঃ ঘুম ভাঙ্গিবার পর আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিন সমান ভাবে থাকিয়া বাত্রির দিকে কমিতে থাকে। মাথাব যন্ত্রণার সময় বোগীব অল্প বমন ও হৃদস্পন্দন হইতে থাকে এবং পেটে বায়ু সঞ্চালন হইয়া সমস্ত পেট ফোলে, দেহ চুলকায। এই মাথাব যন্ত্রণা অত্যধিক আহার, রাত্রিজাগরণ, অধ্যয়ন ও মত্তাদি পানের ফলেই হইয়া থাকে। যাহাবা অতিরিক্ত কফিপান কবে তাহাদের মাথাব একদিকের বেদনায় দুহা উপযোগী অর্থাৎ আধকপালে মাথাধরাব জন্ত—নাক্স-ভমিকা স্ত্রাবুইনেরিয়া, আইরিস, সিপিযা, থেলেডোনা, স্পাইজিলিয়া তুল্য।

নাক্স-ভমিকার শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি—শীতল বায়ুব ভিতর মাথা না ঢাকিয়া বেড়াইলে, মানসিক পরিশ্রমাদির পর, ব্যায়ামাদি ও আহারাদির পর।

উপশ্রম :—সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর, গরম বয়ের ভিতর, পাযচাবী করিলে বা মাথা উত্তমরূপে ঢাকিয়া চলাফেরা করিলে উপশম।

মস্তিষ্কের কোমলতায়ও নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। মস্তিষ্কের কোমলতায় যেখানে সেখানে চূপ কবিতা বসিয়া থাকিবার ফলে বা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অত্যধিক মাদকদ্রব্য সেবন বা অতিবিক্ত বাদসাহী চালে তাহাদের পক্ষে নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। মস্তিষ্কের কোমলতা হইতে রোগীর স্থিতিশক্তিই অভাব ঘটে, সামান্য মানসিক পরিশ্রমে মাথা ঘুৰায়, টন্ টন্ করে, সকালে ঘুম হঠতে উঠিবার সময় মাথা ঘুরায় ইত্যাদি।

মস্তিষ্কের ক্রান্তি বোগেও এই ঔষধ অ্যাসিড-পিক্বিক ও অ্যার্জেন্টাম-নাইট্রির সমতুল্য ঔষধ। নাক্স-ভমিকা যেমন মস্তিষ্কের বহুবিধ পীড়ায় উপযোগী সেইরূপ চক্ষুর নানাবিধ পীড়ায়ও ব্যবহার্য। মৃগপায়ীদিগের বা মৃত্যুচাৰীদিগের বা অতিভোজীদিগের চক্ষুর নানাবিধ পীড়ায় নাক্স-ভমিকা প্রয়োগ করা চলে।

কোমর, মেরুদণ্ড ও ঘাড়ের বেদনা—কোমরের ব্যথা বা কটি-বাতের জন্য নাক্স একটা চমৎকার ঔষধ—যদি ঐ ব্যথা অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা, অত্যধিক নেশা ও রাত্রি জাগরণের ফলে হয়। ভোব ভাঙটার সময় বেদনাব রুদ্ধি। “নাক্স” এর পৃষ্ঠ বেদনাব বিশেষত্ব এই যে বিছানায় শায়িত অবস্থাতেই বেদনা আবস্ত হয়, তখন রোগী শুইয়া পাশ ফিরিতে পারে না, উঠিয়া বসিয়া তবে পাশ ফিরিতে পারে।

মেরুদণ্ডের উল্লেখনায় বোগী প্রাণে হঠাৎ পদঘূষের শক্তিহীনতা লক্ষ্য করে। বোগীর হাত-পা যেন সহজেই টেনে থাকে। তাহার পায়ের আঙ্গুল হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত বা উরুতের হাড়ের উরুদেশ হইতে ডাণ সন্ধির পশ্চাৎ গহ্বর পর্য্যন্ত শূলবেদনার স্রাব তীব্র বেদনা হয়; ঐ বেদনা মলত্যাগের সময়, চলাফেরা করিলে বা অতিবিক্ত ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিলে এবং বাড়ে বৃদ্ধি।

নাক্স বোগীর দুইটি কাঁধে অত্যন্ত বেদনা, বেদনার সময় সে মনে করে যেন কেহ তাহার ঐ কাঁধ দুইটি ঘষিয়া দিতেছে এবং কাঁধ হইতে হাতের আঙ্গুল পর্য্যন্ত সাঁটিয়া বা টেনে ধরার ভাব, রোগী মনে ভাবে যেন তাহার কাঁধ দুইটা অসাড় হইয়া গিয়াছে, এইজন্য হাত অত্যন্ত ক্ষীণ ও পক্ষাঘাতভাবাপন্ন মনে হয়।

প্রস্রাব—আমরা পূর্বেই মূত্রশূল অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, নাক্স-ভমিকা পাথরী বা মূত্রশূল পীড়ার উপযোগী ঔষধ। মূত্রগ্রস্থিতে অত্যন্ত বেদনা, ঐ বেদনা জননেন্দ্রিয় ও ডাণ-পা পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। রোগীর যন্ত্রণাদায়ক নিফল প্রস্রাবের বেগ হইয়া ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয়, এবং বোগী মূত্রনালীর ভিতর জ্বালা ও বিদ্যাবণবৎ বেদনা অচ্ছভব করে। বোগী প্রস্রাবের পূর্বে মূত্রাণয়ের উপর চাপ অচ্ছভব করে (পল্‌সে, ফাইটো), তাহার প্রস্রাব প্রথমে ফিকা, তারপর গাঢ়-স্বেতাভ, পূজময় লাল রেণুবিশিষ্ট।

রক্ত-প্রস্রাব হইলেও নাক্স দ্বারা উপকাব দর্শে, যদি উহা ব্যতিচার, অমিতাচাব, মৃগাদি পান প্রভৃতিব জন্য হইয়া থাকে।

প্রমেহ :—যখন বিনা যন্ত্রণায় মূত্রনালী হইতে পাত্ৰ আঠার স্রাব স্বেদ্য নির্গত হয়, স্রাবে প্রস্রাবের বেগ বেশী এবং কয়েক ফোঁটা ঘোর রক্তবর্ণ প্রস্রাব জ্বালায় সহিত নির্গত হয়। আক্রান্ত পার্শ্ব শয়ন কবিত্তে কষ্ট হইলে নাক্স-ভমিকা উপযোগী। স্নীট রোগে কোপেবা ও কিউবেবের পর নাক্স-ভমিকা চমৎকার কার্য্য করে।

পুংজননেস্ত্রিয়ের পীড়া:—নাঈ-ভমিকা রোগীব অতি সহজেই কামোদ্বেগ হয়। কোঁপেবা রোগীব যে লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় উহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। রোগীব লিঙ্গেব উত্তেজনা খুবই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাব ক্ষমতা অতি অল্প। স্ত্রীসঙ্গমের সময় শিথিল হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত ইস্ত্রিয়সেবী, মত্তপানী বা অধ্যয়নশীলদিগের স্বপ্নদোষ নিবারণ কবিত্তে নাঈ-ভমিকা অদ্বিতীয় ঔষধ। যাহাবা অতিভোজী বা যাহারা অতিরিক্ত মসলাদি ব্যবহার করে, তাহাদেব স্বপ্নদোষের জন্ম ইহা উত্তম ঔষধ। নাঈ-ভমিকা বোগীর অত্যন্ত কামোদ্বেগ হয়, তাহার পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছ্বাস হইয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়। ইহাব স্বপ্নদোষ, কামাধিক্যাতা, লিঙ্গোচ্ছ্বাস, বেতঃপাত সমস্তই শেষ রাত্তির দিকে বেশী হয়। বেতঃপাতের পর সে অত্যন্ত নিঃস্রী হইয়া পড়ে। অ্যাসিড-ফস্, অ্যালেনা-গ্রাটাইভা প্রভৃতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীরোগ:—নাঈ-ভমিকা নানাবিধ স্ত্রীরোগেও বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ। বাধক বেদনার ষোগিগীর নিদ্রিষ্ট সময়েব বহুপুর্বে ঋতুশ্রাব হইয়া থাকে, শ্রাব কাল ও অতি সামান্যই হয় এবং ঋতুশ্রাবের সময় পেটে আক্ষেপিক বেদনা দেখা যায়—এই আক্ষেপিক বেদনা সিপিগ্নাতেও আছে, তবে সিপিগ্না রোগিগীর জরায়ু যেন নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে এই ভাব বেশী, ঋতু অনিয়মিত, কখনও রীতিমতভাবে হয় না। নাঈ বোগিগীর ঋতুশ্রাবের সময় যে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, তাহা ঋতুশ্রাব বন্ধ হইবাব পবেও বিদ্যমান থাকে (সাল্ফ); ঋতুশ্রাবকালে— আক্ষেপিক শূলবেদনা, সকালবেলা গা-বমি-বমি করা, অত্যন্ত অবসাদ, মাথার ঘূর্ণণা, মাঝে মাঝে শবীর কাঁপিযা উঠা এবং হস্তপদাদিতে বাতেব বেদনা অল্পভব কবে। যাহারা অতিরিক্ত মসলাযুক্ত শুকপাক খাদ্য খায়, যাহাবা অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, রাত্রি জাগরণ কবে, অত্যধিক মানসিক চিন্তা কবে, অথচ আলো দৈহিক পরিশ্রম করে না, অলস ভাবে কাল কাটায়, তাহাদের ঋতুসম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়ায় নাঈ-ভমিকা উত্তম ঔষধ। ঋতুব গুণগুলোর সহিত যাহাদের অর্শরোগ, কোমরে অত্যধিক বেদনা, বাহ্যে-প্রস্রাবের ঘন ঘন ইচ্ছা অথচ বাহ্যে-প্রস্রাব না হওয়া লক্ষণ থাকে তাহাদেব পক্ষেও ইহা উপযোগী। ইহাব রক্তশ্রাব ঘোব লাল বা কৃষ্ণবর্ণের এবং সেই সঙ্গে সামান্য কারণে মূর্ছা, কোনরূপ গন্ধ, শব্দ বা ঝগড়া-ঝাটির পর মূর্ছা লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য। নাঈ-ভমিকাব রোগিগী মনে করে সে সর্বদাই গাড়ীভিত্তর বহিয়াছে, ঐ তাহাব গাড়ী চলিতেছে, গাড়ীর লোকজন সেখানে নানাপ্রকারের কথাবার্তা কহিতেছে ইত্যাদি।

নাঈ-ভমিকার বোগিগীব ঋতুর পুনরাবির্ভাব সাধারণতঃ পূর্ণিমা তিথিতেই বেশী হয়।

গর্ভাবস্থায়:—প্রাতঃকালীন বমনে নাঈ-ভমিকা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ—বিশেষতঃ যুম হইতে উঠিবার পর যদি তাহার কাট-বমি বেশী হয়। বোগিগীব এইরূপ বমনেব সহিত যদি যকৃতের পীড়া, শ্রাবা প্রভৃতি হয় এবং তাহার গায়েব চামড়া ফ্যাকাসে হইয়া যায়; কোষ্ঠ-কাঠিন্যেও যদি বারংবার নিফল প্রস্রাবের ইচ্ছা থাকে তবে নাঈ ব্যবহার্য।

প্রসবাস্তিক বেদনা বা ভ্রাতালা বস্থা অত্যন্ত তীব্র ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, প্রসব বেদনার সময় পুনঃ পুনঃ মূর্ছার ভাব হইলে, আক্ষেপ থাকিলে, ঐ সময় অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্ম বোগী বারংবার বাহ্যে কবিত্তে যাইলে, প্রস্রাব কবিত্তে যাইয়া বারংবার অতৃপ্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে এবং সেই সঙ্গে কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে একমাত্র নাঈ-ভমিকাই ঔষধ। নাঈ-ভমিকার প্রসূতি গরম ঘরের ভিত্তর থাকিতে পছন্দ করে। নাঈ-ভমিকার প্রসূতির প্রসব বেদনার

সময়, মূর্ছা ও আক্ষেপ হইলে, ফুল আটকান অবস্থায় এবং গর্ভশ্রাব ও প্রসব বেদনার পর বোগীগীর ক্রমাগত নিশ্বাস বাহ্যে বেগ হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

রক্তপিত্ত :—মগপায়ী, বাত্রিঙ্গাগবণকাবী, অতিরিক্ত মসন্নাযুক্ত, ঘৃত পক আচাৰ্য্য সেবীদিগেব মগ হইতে বক্ত-উঠিলে নাক্স-ভমিকা উপযোগী। অর্শের রক্তশ্রাব বন্ধ হইয়া মুখ হইতে বক্ত বাহ্যে হইতে থাকিলে নাক্স উত্তম ঔষধ।

অর্শ-রোগীদিগেব নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব হইলে এবং নাসিকা হইতে রক্তশ্রাবের পূর্বে মাথায় যন্ত্রণা থাকিলে ইহা কার্য্যকরী। সাধাবণতঃ নাক্স-ভমিকায় নাসিকার বক্তশ্রাব বাত্রে ওইবার সময় অথবা বথন তখন নির্গত হয়।

নাক্স-ভমিকা—বাত, কটি বাত, হাঁপানি, লোকোমোটর আটাক্সিয়া, পক্ষাঘাত, মারাসমাস, কামি-বিপূর অতিরিক্ত চালনার মন্দফলের ফল নানাবিধ পীড়ায় এবং পাকাশয়িক বিশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট যে কোনও বোগে উত্তম কার্য্য কবিতা থাকে।

গাত্রচর্ম :—রোগীর গাত্রচর্ম অত্যন্ত ফ্যাকাসে ও সামান্য পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট; রোগীর সর্গণবীবে জালাযুক্ত চুলকানি বুদ্ধি, সন্ধ্যাকালেই বেশী। জ্বাৰা বা রক্তশূত্র বোগীর শরীরে (পরিপাক যন্ত্রেব নানাবিধ গুণগোলেব জন্ত) চুলকানি, আমবাত, শরীরে হামেব জ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা নির্গত হইয়া তথায় অত্যন্ত জ্বালা ও চুলকানি হইলে নাক্স-ভমিকা ব্যবহার্য্য।

ম্যালেরিয়া ও স্ফিরাম জ্বর :—নাক্স-ভমিকা ম্যালেরিয়াব নানাবিধ জ্বরে যথা পালাজ্বর, কম্পজ্বর, শ্লীশ-বহুতবৃদ্ধ জ্বর; দ্বৈকালীন জ্বর এমন কি সামান্য জ্বরেও ইহা উপযোগী।

নাক্স-ভমিকাব রোগের বুদ্ধি প্রাতঃকালে তাহা আমবা বহুক্ষেত্রে বলিয়াছি। সুতরাং ভোরের সময় যে জ্বর আগাইয়া আসে সেই জ্বরে নাক্স কার্য্যকরী। নাক্সেব জ্বর সকাল ৬টা—৭টা, ৬—৯টা, ১১টা—১২টা, অপরাহ্ন ৭টা—৮টা, সন্ধ্যা ৭টা—৯টা আসিতে পাবে। সন্ধ্যাবেলায় যে জ্বর হয়, সাধারণতঃ সেই জ্বর সমস্ত বাত্রি ভোগ কবে। ইহা পালা-জ্বরের একটি উত্তম ঔষধ তবে ইহাব পালাব কোনই স্থিতি নাই। ইহার জ্বর আসিবাব যেমন সময়ের ঠিক নাই সেইরূপ জ্বাবহারও কোন স্থিতি থাকে না। কোনদিন প্রথম শীত করে, কখনও বা আগে উত্তাপ শেষে শীত কম্প হইয়া ঘাম হয়।

বোগীর জ্বর হইবাব পূর্বে উকতে, পাছায় ও পায়ে অসহ্য কামড়ানি ব্যথা সেইজন্য সে পা ছড়াইয়া ওইয়া থাকে। নাক্স-ভমিকার বোগীর সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পরই ভয়ানক শীত ও কম্প হয়, কম্পের সময় জলপিপাসা নাই, তাহার এত কম্প হইতে থাকে যাহার ফলে তাহার হাত, মুখ ঠাণ্ডা ও নীল হইয়া যায়। শীতের সন্ধিত ভয়ানক হাই উঠা স্নেহ সঙ্গে হাত-পা কামড়ানিও ইহাতে আছে। বৈকালিক কম্পে শীত বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, এইরূপ শীতের পর উত্তাপ বোধ। হাত-পা জ্বালা ও পিপাসা থাকে অথচ বর্ষ মোটেই থাকে না। শীতাবস্থায় তাহার এত শীত যে কিছুতেই তাহার শীতের নিবৃত্তি হয় না, রোগীকে আঙনের নিকট রাখিলে বা নানাবিধ গরম জামা ও কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেও তাহার শীতের উপশম হয় না।

উত্তাপাবস্থায় বা জ্বর অবস্থায় রোগীর জল পিপাসা অত্যধিক। নাক্স-ভমিকার উত্তাপাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিবার জন্তই বোধ হয় রোগীর খুব জল পিপাসা পায়। উত্তাপাবস্থায় গায়ের ঢাকা

তাহাদের অসহনীয় হয় বটে কিন্তু সামান্য নড়াচড়া বা গায়ের চামর সরাইলে অত্যন্ত শীতবোধ (আঁকো, আঁকি), সেইজন্য বোগী তাহাব গায়ের ঢাকা মোটেই খুলিতে চাহে না—বেশ)। বোগীব গাত্রোত্তাপ অত্যধিক তথাপি সে কিছুতেই গায়ের ঢাকা খুলিতে চায় না (গায়েব আলাব জন্ত গায়েব ঢাকা ফেলিয়া দেয়—সিকেলি)। ঘর্ম্মাবস্থায় তাহাব মোটেই পিপাসা থাকে না; ঘর্ম্মাবস্থায় প্রবল জল পিপাসা—আসেনিক ও চায়নায় দেখিতে পাওয়া যায়)। নাঈ বোগীব অল্প অতি অল্প এবং ঘর্ম্মাবস্থা থাকেও অল্প সময় কিন্তু ঘর্ম্মাবস্থায় কেহ হাওয়া দিলে বা নড়াচড়া কবিলে শীত করে। ঘর্ম্ম হইবার পূর্বে বোগীব গায়েব ব্যথার উপশম বোধ। নেট্রাম-মি, ইউপে, লাইকো), ইহাব ঘর্ম্ম ও শীত পর্যাযক্রমে অনুভূত হইয়া থাকে (আঁকি-কু)। কষ্টিকাম বোগীব সর্বদা শীত বোধ করে না অথচ প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ইহাব ঘর্ম্মসাধাবণতঃ ডাণদিকেই বেশী।

ডাঃ ক্রাস নাঈভমিকাব আরের বিষয়ে বলেন যে, বোগীর সর্বশরীরে অত্যধিক উত্তাপ এমন কি মুখে হাত দিলে যেন হাত পুড়িয়া যায়, বোগীব মুখ লাল অথচ সামান্য নড়াচড়া কবিলে বা গায়েব ঢাকা সরাইলে ভয়ানক শীত বোধ, এই সকল লক্ষণ যে কোন আরেই থাকুক না কেন নাঈ-ভমিকাই ঐশ্বর্য্য। বোগীব অব বিচ্ছেদ হইবার পূর্বে সে অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, পিত্তবমন, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য নিফল মল প্রবৃত্তি।

শিশুদিগের সবিবাম অব যখন ভয়ানক শীত ও কম্প থাকে, গায়ে ছিটছিট দাগ পড়ে বিশেষতঃ আরত অংশে, শীত ও আরের সময় অত্যন্ত পিপাসা, অত্যন্ত অক্ষিপের জল পানকরার ভাব সেই সঙ্গে ক্ষুধামন্দ ও পুনঃ পুনঃ বাহ্যে বেগ অথচ বাহ্যে না হওয়া নাঈ-ভমিকার লক্ষণ।

নাঈ-ভমিকা টাইফয়েড আরের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় যদি বোগীর বায়ুপিপ্তের লক্ষণ প্রদৃষ্টি থাকে। গা-বমি-বমি সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য, বোগীর শুইয়া থাকিবাব ইচ্ছা, বাদ্রেচম্কাইয়া উঠা, সামান্য অব সহ্য জল ঘূমেব ব্যাঘাত। অনবরত ঘূমেব ব্যাঘাতের জন্য পীড়াব বৃদ্ধি, সন্ধ্যাব সময় নিদ্রালুতাব ভাব এবং অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ থাকিলে নাঈ-ভমিকা প্রয়োগে আবোগ্য হইয়া থাকে।

নাঈ-ভমিকার মোট কথা :—বোগীর পাতলা চেহারা, কৃষ্ণ কেশ, পিত্ত ও রক্ত প্রধান খাতু—ঝগড়াটে, হিংস্রক, খিটখিটে, রাগী, চিত্তোন্মাদ, অধ্যয়নশীল; আলো, গন্ধ, গান-বাজনা, ভাল কথাও বিবক্তি প্রকাশ; আয়তন্ত্যার তীব্র আকাজ্জা কিন্তু মরিতে ভয়; রোগীব যত্ন, কফি, তামাকু সেবনের এবং ভোগ বিলাসেব ও পেটেট ঔষধ সেবনেব ভয়ানক ইচ্ছা অথচ সহ্য হয় না, অতি ভোজন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাবজনিত পীড়া; অর্শ, অজীর্ণ, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি পীড়ায় পুনঃ পুনঃ নিফল বেগ অথচ বাহ্যে হয় না, হইলেও তৃপ্তির অভাব; অতিরিক্ত মৈথুন, জননেদ্রিয়েব দুর্বলতা প্রভৃতিব জন্য কোমরেব বেদনায় পার্শ্ব পরিবর্তনে কষ্ট, নিয়মিত কালেব বহু পূর্বে দীর্ঘকালস্থায়ী প্রচুর ঋতুশ্রাব, সন্ধ্যাবেলা নিদ্রা প্রবণতা কিন্তু সমস্ত ব্যত্ৰ নিদ্রাশূন্যতা ও শেষ রাত্রে স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, শীত কাতুরে, আরের সর্ব অবস্থায়ই ভয়ানক শীত, সর্দিতে দিনের বেলা প্রচুর শ্রাব, রাত্রিকালে নাসিকা বন্ধ হওয়া নাঈ-ভমিকার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

ক্রাস-বৃদ্ধি :—রোগের বৃদ্ধির কথা আমরা পূর্বে পূর্বে অধ্যায়ে বহুবার বলিয়াছি স্তবধাং যেগুলি বিশেষভাবে বলা হয় নাই সেইগুলি বলিব—ঠাণ্ডা হাওয়ায়, কাসিব সময়, আহায়েব পবই, মধ্যাহ্ন পানের পরই, কফি পান কবিলে পর, ঠাণ্ডা জল পানে, প্রস্রাব কবিলে পর, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়াইলে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, শরীর স্পর্শ করিলে, সন্ধ্যা প্রবণে রোগের বৃদ্ধি।

শীতল বায়ুতে (কষ্টি) গরম কাপড়ে শবীব ও মাথা ঢাকিয়া রাখিলে, কোমরের কাপড় আলগা করিয়া দিলে, গরম ঘবে, গরম খাঞ্চে, বিছানায় শুইলে ও বায়ু নিঃসরণ করিলে বোঁগের উপশম।

সম্বন্ধ :—নাক্স-ভমিকা হাঁপানি রোগে—কার্কো-ভে, লাইকো, নেট্র-সা তুল্য ; মলবারের পেশীর পক্ষাঘাতে—সিপিধা, বেল, সালফার তুল্য ; ঋতুশ্রাবের সময় উগ্র মেজাজে—ক্যামোমিলা তুল্য ; রাত্র জাগরণ জন্ত চৈতন্ত লোপে—কর্কিউলাস তুল্য ; হত্যা করিবার তীব্র ইচ্ছায়—আর্স, হিপার তুল্য ; বাহ্যের সময় মূর্ছায়—নাক্স-মস্কেটা, ডিজি তুল্য , অর্শরোগে—ইস্কুলাল, সাল্ফ, কলিনসোনিয়া তুল্য , মৈথুনের অপব্যবহারের ফলে, স্নজ্জভঞ্জে—ক্যালকেরিয়া, সাল্ফাব তুল্য ; মূত্র-পাথবীবোঁগে—লাইকো তুল্য ; ধতুহেঁকারে—ভিরেট্রাম, সাইকি, বেল, কুবাঁবী তুল্য , মস্তিষ্ক মেক-মজ্জার পীড়ায়—অ্যাসিড-পিকবিক তুল্য ; মূর্ছা যদি স্নায়বিক দুর্বলতাব জন্ত হয়—ইথেরিয়া, নাক্স-মস্কেটা তুল্য।

মজপানজনিত পীড়ায়—নাক্স, বডোমেন, মোনয়েন, সেলিনি, নেডাম, ফ্লুয়োবিক-অ্যাসিড, অ্যাস্টিম-কুড, পালসেটিলা উপযোগী।

মজপানহেতু সাংঘাতিক মাথা ব্যথায়—মোনয়েন, লালবর্ণের মজ পান কবিবাব জন্ত পীড়াব রুজি—অ্যাসিড-ফ্লুয়োবিক , টক স্বাদযুক্ত মজ পানহেতু বোঁগেব রুজি—অ্যাস্টিম-কুড ; মজ পান কবিবাব পব সহজেই নেশা হইলে—বোডিলা , মজ পান কবিবাব পব সহজেই মাথায় বক্ত উঠিল—সাইলিসিয়া উপযুক্ত ঔষধ।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ।

নাক্স-ভমিকা সাধাবণতঃ পূর্বাতন বোঁগে বাজিতে ঘুমাইবাব পূর্বে প্রয়োগ করা ভাল।

নাক্স-মস্কেটা (Nux Moschata.) ।

পরিচয় :—ইহাব অপর নাম নটমেগ, জাফল বা মিরেসটিকা মস্কেটা। এই জাতীয় বৃক্ষ ভাবতবর্ষের বহু দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। ভারতীয় চিকিৎসকগণ জাফল বহুক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। বিশেষতঃ পরিপাকশক্তি রুজি করিতে বা অত্যধিক তবল বাহে হইলে ইহাব ব্যবহার অত্যধিক। ইহাব মাদারটিংচার কবিতে হইলে জাফলটা চূর্ণ করিয়া সুবাসারে ভিজাইয়া তৈরী কবিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ মূর্ছা ; স্মৃতি-ক্ষীণতা ; স্নায়বিক দৌর্বল্য ; দৃষ্টিশক্তিহীনতা ; সান্নিপাতিক মব, নিদ্রালুতা ; স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের পীড়া, গর্ভপাত ; সন্ধ্যাস ; হাঁপানি ; উলবাময় ; বাধক , রক্ত ক্রুদ্ধতা , অত্যধিক শিরঃপীড়া , ঝিকা , বক্তাক্ত ঘন্থ ; আমবাত , শীর্ণতা ; অজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়ামূল্য :—নাক্স-মস্কেটা সাধাবণতঃ স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগেব পীড়ায় এবং যাতনাব কখনও স্বপ্ন হয় না তাহাদের সাংঘাতিক নিদ্রালুতা বোঁগে ফলপ্রসূ। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগেব নানাবিধ পীড়াতেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ষোণীব মন ও মস্তিষ্কের উপর এই ঔষধেব বিশেষ ক্রিয়া আছে। নাক্স-মস্কেটা রোগীর মুখ ও জিহ্বা এত শুষ্ক যে জিহ্বা তালুতে ঠেকে তবুও জল পানেব আকাঙ্ক্ষা মোটেই থাকে না (পাল্‌স) ; জিহ্বা সদাসর্বদাই ভিজা অথচ ভয়ানক পিপাসা (মার্কাবি)। মূর্ছা প্রবণতা নাক্স-মস্কেটার নির্দেশক লক্ষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মস্কো :—নাঈ মস্কোটা রোগীর ঘুম অত্যন্ত, এত ঘুম ঘুম তাই যে বহু চেষ্টা কবিয়াও সে ঘুম দমন কৰিতে পারে না ; নাঈ-মস্কোটা বোগী যখন লেখাপড়া কবে বা হিসাবের কার্য করে তখন তৎক্ষণাৎ স্মৃতিশক্তি লোপ পায় এবং সে নিদ্রায় কাতর হইয়া পড়ে, কোনপ্রকার প্রাণের উত্তর দিতে হইলে অনেককাল চিন্তাব পৰ উত্তর দেয় ; স্মৃতিশক্তি এত ক্ষীণ যে পরিচিত ব্যক্তির নাম পৰ্গান্স ভুলিয়া যায়। নাঈ-মস্কোটা রোগীগণ অত্যধিক পরিবর্তনশীল মেজাজ, এই হাঙ্গ পরিবর্তন কৰিতেছে আবাব পৰমুহুর্ন্তই বোধন কৰিতে থাকে (ইমে, পালসে) অথবা এই অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন আবাব পৰমুহুর্ন্তই আচ্ছাদে আটখানা।

শুষ্কতা :—সমস্ত শরীর শুষ্ক, শৈল্পিক বিহীন শুষ্কতা ইহাব প্রধান লক্ষণ। চক্ষু দুইটি এত শুষ্ক যে, ভিত্তিতে গেলে ভিতবে কবকব কবে, ইহাব গলা, মুখ, জিহ্বা ও সমস্ত শরীর অত্যধিক শুষ্ক। ইহাব বোগীর গায়েব চামড়া শুষ্ক অথচ ঘাম মোটেই হয় না, অধিক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে বোগলক্ষণেব বৃদ্ধি হয় এবং বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে বোগী আবাম অল্পভব কবে। বোগী কোনও দ্রব্যেব দিকে চাহিয়া থাকিলে সে মনে কবে সে দ্রব্যটি ক্রমান্বয় ছোট হইয়া আসিতেছে। নাঈ-মস্কোটা বোগী যদিকে চাপিয়া শয়ন কবে সেই দিকে অত্যন্ত বেদনাব-স্পর্শ-কাতবতা অনুভব কবে।

উদবাসনেব সতিত ঘর্ষণহীনতা, শুষ্কবস্ত্র ও অত্যন্ত জল পিপাসাব অভাব লক্ষ্য কবিলে নাঈ-মস্কোটা একমাণে মস্কো।

প্রতিবাব ঋতুৰ সময় বোগীগণ গলা, মুখ, জিহ্বা অত্যধিক শুষ্ক হইল এবং শিরাগুলি থাকিলে ; বক্ত আবাব পরিবর্তে যদি তাহার শ্বेतশব্দর শব্দ হয়, তাহা হইলে উপবোগী।

শিরঃপীড়া :—নাঈ মস্কোটা মাথা বোবা ; মাথাব যন্ত্রণা প্রভৃতি বোগেব উত্তম ঔষধ। মাথা বোবায় বোগী মাতালেব ত্রায় টলিতে থাকে (কার্কো-আনি, কেলি-নাই, নাঈ-ভম, ফাইটো, ট্রায়ো)। বোগী মনে ভাবে তাহার মূখ্যের ভিতব কি যেন হুহুহুহু (ক্যানা-আটা), মাথা ঘুরিবাব জন্ত অত্যধিক দুর্বলতা বোধ, হাত, পা তাহার অবল হইয়া যায়, তখন যেন শূন্যে উড়িতেছে একরূপ বোধ (অ্যাসেবাম, ক্যানা-ইণ্ডি, জুগলান্স, ল্যাক-ক্যান)। বোগীব প্রত্যহ মাথা ধবে এবং ইহাব ভিতব মপ্‌মপ্‌ কবে, ঐ একটা সীমাবদ্ধ স্থানে বেদনাব অনুভূতি। ইহাব মাথাব যন্ত্রণা বামদিক হইতে ডানদিকে চালিত হয় (ল্যাকে)।

চক্ষুরোগ :—নাঈ মস্কোটা চক্ষুবোগেব একটা কাণ্যকরী ঔষধ। বোগীব চক্ষু শুষ্ক, তাহার চক্ষু বৃজিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ। সন্ধ্যাবেলা কোন আলোব সম্মুখে বসিয়া কিছু পড়া তাহাব পক্ষে অসম্ভব, রোগী কোন দ্রব্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে সেই দ্রব্য ছোট দেখায়, আবাব সকল দ্রব্যই সে বড় দেখিতেও থাকে। চক্ষুব সম্মুখে কাল কাল বিন্দুসকল উড়িয়া বেড়াইতেছে একরূপ বোধ। ইহাব রোগী অন্ধকারের ভিতব থাকিলে চক্ষুবোগেব উপশম কিছু আলোকে ও চক্ষুব পরিষ্কারে বোগ যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

নাঈ-মস্কোটা রোগীব শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত প্রথম সামান্য একট শব্দই তাহাব নিকট অসম্ভব, সে দূবেব শব্দ বেশ শুনিতে পারে।

মূৰ্ছা :—নাঈ মস্কোটা রোগীগণ সাধাবিক দৌৰ্জল্য অত্যধিক, অতি সহজেই মূৰ্ছা হওয়া এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। ইহাব বোগী একটুতেই স্তম্ভিত হইয়া যায়, সে মনে কবে কোন এক স্বপ্ন রাজ্য আছে। সদাসৰ্বদাই ঘুমে ঢুলা হইয়া থাকে, তাবপৰ ক্রমান্বয় সে

অচৈতন্ত্য হইয়া পড়ে। সহজেই মুচ্ছিত হইয়া পড়া এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। ইহার মুচ্ছা ও বোগিগীর মনের গতি সदा সর্বদা পরিবর্তনশীল। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন পুনঃ পুনঃ মনোভাবের পরিবর্তন; অত্যন্ত আহারের পরও পেটেব ফোলাভাব এবং মুখ, জিহ্বা ও গলা অত্যধিকভাবে শুষ্ক, পিপাসার অভাব এই ঔষধের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। নাক্স-মস্কেটা বোগিগী যখন তখন কঁাদে, কান্নাকাটির পর আবার যখন তখন হাসিয়া উঠে। তাহাব মানসিক ভাবের পরিবর্তন যেমন আছে সেহরূপ শারীরিক শক্তিও ক্রমান্বয়ে কমিতে থাকে, মুচ্ছিত হইবার পর সমস্ত দেহে গ্যাংলান দ্বারা অন্তর্ভব কবে এবং সর্বশরীর তাহাব এত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া যায় যে, সে এক স্পা টাটিতে পাবে না। মাথা তাহাব অত্যন্ত ভারী হইয়াছে বোধ, অজীর্ণহত পেট ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে। বোগী মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে তাহাব মাথা সম্বন্ধে দিকে দাকিয়া যায়, দাঁত কপাটি পড়ে চোয়াল শক্ত হয়, হৃদয়ে ভারবোধ সেই সঙ্গে পর্যায়ক্রমে অনেককণ স্থায়ী আক্ষেপ ও অন্তর্কণ স্থায়ী আক্ষেপের সহিত সম্পূর্ণ অচৈতন্ত্য ভাব দেখা যায়, কোনরূপ মানসিক উত্তেজনা তাহাব মুখেব সেই শুষ্ক ভাব ও পেটেব ফাঁপ রক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহার বোগীব ঘন ঘন মুচ্ছা হইয়া থাকে, অত্যন্ত লক্ষণ ইয়েসিয়া অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

নাক্স-মস্কেটা গর্ভবতীব মুচ্ছাবোগেব সহিত, পেটকাঁপা, গা-বমি-বমি ও দন্তশূলেব বেদনা থাকিলে উপযোগী।

উদরাময়ঃ—এই ঔষধ বালক বালিকাদিগেব উদরাময় বিশেষতঃ যাহাবা অতি শীঘ্রই সন্দিব দ্বাৰা আক্রান্ত হয় তাহাদেব, বৃদ্ধদিগেব ও পোয়াতিদিগেব উদরাময়ে উপযোগী। ইহার উদরাময় বর্ষাকালে, সন্দিব জ্বব, দুধ পান কবিবাব পব এবং গর্ভাবস্থায় হইলে বিশেষ ফলপ্রদ। ভয়ানক উদরাময় হইয়া রোগীব সমস্ত পেটটি সাঁটয়া ধবায় সে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। ইহার বাহ্যে তবল, হবিজ্ঞা বর্ণেব; অজীর্ণবৃদ্ধ মল, একরূপ মল গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে হইয়া থাকে। হেমন্তকালেব, বহুবাধক উদরাময়ে, শ্বেতবর্ণেব মল হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। কোন কোন বোগীব কেবল বক্ত ও নির্গত হয়, আবার কাহাবও বক্তমিশ্রিত মল ও নির্গত হইয়া থাকে।

হৃদপিণ্ডের পীড়াঃ—নাক্স-মস্কেটা রোগীব বা বোগিগীর হৃদপিণ্ডেব ধড়ফড়ানি ও হৃদকম্প অত্যধিক। এত হৃদস্পন্দন হইতে থাকে যে তাহাব ফলে বোগিগী মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। সাংঘাতিক ভয় পাইলে বা চিত্তবিলাস ঘটিলে যেকপভাবে হৃদস্পন্দন হয় সেইরূপ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরেব পৰ হৃদস্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত হইতে থাকে। হৃদস্পন্দনের জন্ত হযত তাহার হৃদপিণ্ড স্থির হইয়া গেল, কিন্তু পব মুহূর্তেই প্রবাবগে স্পন্দন আবস্ত হইয়া বোগিগী মুচ্ছিত হইয়া পড়াই ইহাব বিশেষত্ব। বোগিগী কখন কখনও মনে কবে যেন তাহার হৃদপিণ্ড সবলে কেহ ধরিয়া রাখিয়াছে।

জ্বররোগঃ—ইহাব ঋতুস্রাবেব কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, কখনও অকালে অসময়ে আবস্ত হয়, আবার কখনও হযত খুব বিলম্বে হয়। ঋতুস্রাবেব পরিবর্তে প্রদরস্রাব (ককিউ), ঐ সময় তাহার মুখ, জিহ্বা, গলা শুকাইয়া যায়। ঋতুর সময় বোগিগীব নিত্যদেবে বেদনা, যেন একখণ্ড কাষ্ঠখণ্ড ভিতর হইতে বাহিবেব দিকে ঠেলিতেছে।

টাইফয়েড জ্বর বা বাতুলেয়া জ্বরঃ—নাক্স-মস্কেটা টাইফয়েড জ্বরেব বিকারাবস্থায় যখন বোগী সদাই ঘুম-ঘুমভাবে সময় কাটায ও অত্যন্ত নিশ্বেজ হইয়া পড়ে, তখন দেখিলেই মনে হইবে ইহা একটা ওপিথাম রোগী। উভয় ঔষধেব ভিতর পার্থক্য এই—প্রথমটির ঘুম-ঘুমভাবে

প্রায়শ্চলীর অসাধারণের জন্ত হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়টির এরূপ হইবার কাবণ বক্তব্য অত্যধিক চাপহেতু। দুইটি ঐষুই টাইফয়েডের বিকাবাবস্থায় উপযোগী। নাক্স মস্কেব বোগীর অজ্ঞান, অচেতনতাবাবের সহিত মুখ, গলা, জিহ্বা শুষ্ক; এত শুষ্ক যে বোগীর জিহ্বা তালুতে ঠেকিয়া যায়, মুখ হইতে তুল্য ত্রায় শুষ্ক লাল নিগত হয়, তত্রাচ সে জ্বলপান ক্রিতে চায় না (এপিস, পাল্‌সে, ল্যাকেসিস)। নাক্স-মস্কেটা বোগীর পেট ফোলাও অত্যধিক, কোন জিনিষ খাইতে খাইতে বা খাইবার পর বোগীর পেট ফুলিয়া যায়। টাইফয়েড বোগীর উদবাসময় থাকিলেও ইহা দ্বারা কার্য্য পাওয়া যায়, যদি সেই সঙ্গে মুখ, জিহ্বা, গলা শুষ্ক, পেটমশপা, শরীর ঠাণ্ডা অথচ শুষ্ক, তত্বেতম ঘুম-ঘুমভাব থাকে তবে ব্যবহার্য্য। নাক্স-মস্কেটা বোগীর জিহ্বায় শাদা লেপ থাকে।

হাস-বৃদ্ধি:—বোগীকে স্পর্শ করিলে এবং বালিস হইতে মাথা তুলিলে, শয়ন করিলে, সন্ধায় ও বাত্রে, ঠাণ্ডায়, প্রবল হাওয়া লাগিলে, ঋতু পরিবর্তনে, ঠাণ্ডা দ্রব্য পান্যাদি পর, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, গাড়ী করিয়া বেড়াইলে বোগীকান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শুইয়া থাকিলে, রোগের বৃদ্ধি। শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ুতে, গরম ঘরের ভিতর, গরম ঢাকা দিলে, হাঁটা চলা করিলে উপশম।

সম্বন্ধ:—নাক্স-মস্কেটা- মুচ্ছাবোগে ইন্‌ফেন্সিয়া তুল্য; ডাণ হাতেব বাত বোগে ফেবাম তুল্য, জ্বায়ন্তুশ বোগে সিন্‌পিয়া, প্র্যাটিলাম তুল্য, তন্দ্রাগতায় ওপিগাম, অ্যাটিম-টাট তুল্য, স্মৃতিশক্তি হীনতায় অ্যানাকাডি, লাইকো তুল্য, ঋতুর সময় লক্ষ্যশ্রাবের পরিবর্তে প্রববশ্রাবে ককিউলাস তুল্য, সহসা স্ববত্রে ইউফ্রেনিয়া তুল্য; গাড়ীচড়ার মন্দ ফলে ককিউলাস তুল্য; বাহ্যের সময় মুচ্ছায় এপিস, পাল্‌সে, সাল্‌ফার তুল্য; মাথাবোবায মাথা বামদিকে টলিয়া পড়ায় ল্যাক-ডি তুল্য; বক্তাক্ত বর্ষ হইলে ক্রোন্‌ট্রোস, ল্যাকে, আর্গিকা তুল্য, মাথা তুলিলেই গা-বমিতে ব্রাইওনিয়া তুল্য, হৃদযন্ত্রের পীড়ায় ক্যাকটাস সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি:—১x, ৩x, ৬, ১২, ৩০, ২০০ শক্তি সাধাবণতঃ ব্যবহার্য্য।

নার্কোটিনাম (Narcotinum)।

পরিচয়:—মর্ফিনামের ত্রায় ইহাও আফিং হইতে প্রস্তুত উপক্ষাৎ বিশেষ। ইহা সাধাবণতঃ বিচূর্ণন পদ্ধতি অন্তর্গত বৈরী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল:—মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত, শিবঃঘূর্ণন প্রভৃতি ক্ষেত্রে খাড়াব শুষ্ক মুখ, চট্‌চটে ও মম্পষ্ট স্বর পাওয়া যায় সেইস্থলে ব্যবহার্য্য।

শক্তি:—মূল বিচূর্ণ ও নিরুশক্তি।

নারিসাস (Narcissus)।

ব্যবহারস্থল:—এই ঔষধ ব্রকাইটিস, সাধাবণ কাসি, সর্দি কাসি ও হপিং কাসির আক্ষেপিক অবস্থায় যদি সমুখ কপালে তীব্র যন্ত্রণা থাকে এবং উহা আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (বাস-টল্ল, ডাল, নেট-সালফ) তবে উপযোগী ঔষধ। বস ও পূর্ণপূর্ণ অরুনিমা বোগেই ইহা উপযোগী।

শক্তি:—১ম শক্তি।

নিকট্যান্থিস-আর্বর-ট্রিস্টিস (Nyctanthes-Arbor-Tristis)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ পৈত্তিক ও দুৰ্দমনীয় স্বল্প বিরাম জ্বরে উপযোগী ; সাংঘটিকা ; আগ্নাত ; বালক-বালিকাদিগেব কোষ্ঠকাঠিন্যে ও ইহা ফলপ্রদ ।

হৃদার রোগার উৎকর্ষা অস্থিবতা খুব বেশী, মাথাব যন্ত্রণা অবিরাম হইতে থাকে, আমাশয়ে তীব্র জ্বালা ঠাণ্ডা প্রয়োগে তবে শান্তি, যকৃতপ্রদেশে ভয়ানক বেদনা, গা-বমি-বমি সহিত অত্যধিক পৈত্তিক মল ; কোষ্ঠকাঠিন্য জ্বরের বোণীব শীতাবস্থায়, উত্তাপাবস্থায় ও তাহার পূর্বে অত্যন্ত পিপাসা, শীতের পর বমন করিলে উত্তাপ শান্তি ।

শক্তি :—মাদার-টিংচার ।

নিকোটিনাম (Nicotinum)

পরিচয় :—এই ঔষধ তামাকের উপক্কাব অর্থাৎ তামাকের বীজেব ও পাতার মধ্যে এক প্রকার স্বেতসাব পাওয়া যায়, তাহাই নিকোটিনাম । ইহা তৈলবৎ পদার্থ । নিকোটিনামের গন্ধ তামাকের জ্বায় । ঔষধ শক্তি ৫৫৮, ৬নং (২) ফরমুলা ।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কের ক্রান্তি, হিমাক্রাবস্থা, বমন, আক্ষেপ, ধূতঠকার, তামাক সেবনের মানকতা প্রভৃতি ও মূগী রোগেব ঔষধ ।

নিকোটিনামেও ট্যাব্যাকামের জ্বায় দীর্ঘকাল স্থায়ী আক্ষেপ আছে, আক্ষেপে পোণীর ঘাড় ও পিঠ আড়ষ্ট হইয়া মাথা পিছন দিকে বক্র হইয়া পড়ে, ধূতঠকাবদিব আক্ষেপে বোণীব দৃষ্টিশক্তি নাশ হইয়া যায়, সে চক্ষে আলোক সহ্য করিতে পাবে না, কাণে ভাল শুনিতে পায় না, বোণা মনে কবে যেন তাহার কাণ ভূলা দ্বাৰা বন্ধ হইয়া আছে । চৰ্ক্ষণ পেশীর সঙ্কোচন এবং স্ববনলী ও বায়ুনলী সঙ্কোচনবশতঃ রোগী ফুংকাব করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার বকের ভিতর চাপবোধ বশতঃ গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করে । কিড্‌নি বা বুকাস্থি পশ্চাতে যেন কিলকবৎ আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অন্তঃভব, ঐজন্ত রোগীর নাড়ী ক্রমশঃ দুর্বল ও ক্লীণ হইয়া আসে ।

ধূতঠকারে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী । পর্যায়ক্রমে আক্ষেপের পর রোগীব দেহ শিথিল হইয়া পড়িলে, অবিরাম গা-বমি-বমি, ঠাণ্ডা ঘাম ও শ্বাসবোধ হইয়া পতনাবস্থার উপক্রম হইলে নিকোটিনাম উপযোগী ।

মূত্রপাথরী বোগেও নিকোটিনাম ব্যবহৃত হয় । মূত্রপাথরীশূলে বোগী এতই দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে সে তাহার মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পাবে না, তাহার দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তি লুপ্ত হইয়া যায় । বোগী বিকারেব ভিতর বা মূচ্ছার ভিতর ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করে । ইহার লক্ষণগুলি প্রায় ট্যাবেকামের জ্বায় ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য ।

নিকোলাম (Niccolum Metallicum) ।

পরিচয় :—ইহা এক প্রকার ধাতু । ইহাকে মেটালিক-নিকেল বলে ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ কাসি, দৃষ্টিক্ষীণতা, চক্ষু প্রদাহ, শ্বাসাধরা, হিকা, বাকরোধ, জিহবার কাঠিন্য, গলকৃত পরিপাকশক্তির ক্ষীণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ ।

মন :—হেরিং বলেন যে সমস্ত সাহিত্যসেবী বা অস্বাস্থ্য মস্তিষ্কের চালকগণ সময়ে সময়ে ন্যায়বিক শিবঃপীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন, দেহ যাহাদের ক্ষীণ, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, তাহাদের পরিপাকশক্তির অভাব, প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়, সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর পীড়ার বৃদ্ধি, অথবা তাহারা যদি মাঝে মাঝে মনে করেন যে পীড়া কঠিনাকার ধারণ করিবে, তবে নিকোলাম তাহাদের পক্ষে উপযোগী ঔষধ ।

নিকোলাম রোগী বড়ই ঝগড়াটে, অত্যন্ত খিটখিটে, উদ্বেজনাশ্রবণ । সর্বদাই অমঙ্গল চিন্তায় অস্থির, কথাবার্তা বলিতে অনিচ্ছা, চঞ্চল প্রকৃতি, ভয় ভয় ভাব, বিবাহ ভাবাপন্ন ।

শিবঃপীড়া :—যে সমস্ত সাংঘাতিক শিবঃপীড়া মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, বিশেষতঃ যদি ঐ মাংসার যন্ত্রণা বেলা ১০টা হইতে ১১টার ভিতর বামদিক হইতে হঠাৎ ডানদিকে উপস্থিত হইয়া সঙ্গার পর মাংসাধরা না থাকিলে নিকোলাম উত্তম ঔষধ । নিকোলাম রোগীর মাংসার যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে, রোগী যন্ত্রণায় চোঁকার করিতে থাকে । মাংসার যন্ত্রণা প্রায় সমস্ত দিনই সমভাবে থাকে, মাংসার যন্ত্রণার সহিত মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে তাহার পিত্ত বমন হইতে থাকে । মাংসার যন্ত্রণার সময় তাহার মাথা অত্যন্ত গরম থাকে যাহার জন্য সে খোলা বাতাসের ভিতর বেড়াইতে যাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে ।

সিঁফলিমামের মাংসার যন্ত্রণা সমস্ত রাত্রি থাকে এবং রাত্রি ১০টা হইতে ১১টার ভিতর অত্যধিক হয়, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায় । নিকোলামের মাংসার যন্ত্রণা প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রচণ্ডবেগে আবির্ভূত হয় ।

নিকোলামের আর একটা মূল্যবান লক্ষণ আছে, রোগী তাহার মাথা নোয়াইলেই অনুভব করে যেন তাহার মাথা খুণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইতেছে, যেন তাহার মাংসার ভিতর একটা লোহার শলা বিদ্ধ আছে, যেন তাহার ষাড় মচ্কাইয়া গিয়াছে । মাথা ঘুরাইতে ফিরাইতে গেলে গ্রীবায় কশেককা সকল মটমট করিতে থাকে (অ্যাগারি, চেলি, পেট্রো), রোগীর বামদিকের কাঁধ যেন মচ্কাইয়া গিয়াছে বা সন্ধিচ্যুত হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ (অ্যাগার), মুণ্ডর লইয়া ব্যায়াম করিলে বা অস্বাস্থ্য ব্যায়াম করিলে মাংসার উপশম । রোগীর ব্রহ্মতালু হইতে মস্তিষ্ক এবং নখের ডগা পর্য্যন্ত বাতের ব্যথা ।

সর্দি ও কাসি :—ইহার রোগীর অত্যধিক হাঁচি আছে অথচ সর্দি নাই, নাক এরূপভাবে বন্ধ হইয়া যায়, যাহার ফলে সে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে মোটেই পারে না । রোগীর নাসাগ্র লাল ও ফুলিয়া যায়, সর্দি মধন থাকে তখন দিনের বেলায় খুব সর্দিজ্বাব হয়, রাতে নাক শুকাইয়া যায় (নাক্স-ডমিকা, স্নাঙ্কুই) ।

নিকোলামের কাসিরও একটা বিশেষত্বপূর্ণ লক্ষণ আছে, রোগী কাসিবার সময় উষ্ণতা বসে এবং হঠাৎ হাত দিগা নিজেব মাথা চাপিয়া ধরে । শিশুকে কাসির সময় তুলিয়া বসাইতে

হয়, নচেৎ শিশু কাসিতে কাসিতে শক্ত হইয়া ধুইকাের মত হইয়া যায়। অনেক রোগী কাসিবার সময় নিজের উরুভের উপর দুই হাত রাখিয়া তাঁরপর কাসিতে থাকে।

কুচি :—নিকোলাম রোগীর ক্ষুধা বেশ আছে অথচ ক্ষুধা নাই, কিন্তু ইহার লক্ষণাদি আহারের পর উপশম হয়। সন্ধ্যার সময় রোগীর অত্যধিক জল পিপাসা হয়, দিনের বেলায়ও জল পিপাসা থুথ, উপবাস করিলে মাছুষেবু যেরূপ অসুভূতি হয়, নিকোলাম রোগীরও সেইরূপ ভাব হয় অথচ সে পেট ভরিয়া খাটতে পাবে না, ২১ গ্রাস বেশী খাইলেই তাহার হিঙ্গা হইতে থাকে ও পাকায় ভাবীবোধ করে।

রোগীর রাত্র দ্বিতীয় প্রহর হইতে ঠাণ্ডা পর্যন্ত নিদ্রা থাকে না, সেই সময় বায়ুনলীর ভিতর চুলকানির জন্ত সে কাসিতে থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর কথা বলিলে, হাই তুলিলে, শুইলে ও দুধ পান করিলে বৃদ্ধি। যুক্ত ঠাণ্ডার ভিতর বেড়াইলে, খাইবার পর, ঠাণ্ডা লাগাইলে, ডন-বৈঠক ও যুগুণ্ডা জাজিলে এবং ঢেঁকুর উঠাইলে উপশম।

সম্বন্ধ :—নিকোলাম—পদার্থবৎ দেখাইলে—হাযো, নেটাম তুলা, নীল দেখাইলে—লাইকে, তুলা; বিষদর্শন ও রামধনুর স্থায় দর্শনে—ফস, জেলস তুলা; সন্দিরোগে—নাজ, সান্ডিকাস তুলা; দন্তশুলের বেদনায়—ম্যাঙ্গেনাম তুলা; পাকস্থলীর শূন্য বোধে—সিপিয়া তুলা, বাৎসরিক প্রভঞ্জে—আমোনিয় তুলা, গণকতে লাটাকাপোডিয়াম তুলা প্রমথ।

শক্তি :—৩x বিচূর্ণ হইতে ৬, ৩০, ২০০ শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার্য।

নিকোলাম-সালফিউরিকাম (Niccolum Sulphuricum.)

পরিচয় :—সালফেট অভ নিকেল। ইহা কার্বনেট অভ নিকেল এবং ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিডসহ বাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিচূর্ণ-পদ্ধতি অচুসারে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—ছাত্র ও ছাত্রী বা পাঠাভ্যাসী দুর্বল, অজীর্ণরোগগ্রস্তদিগের—অজীর্ণ ও দুর্বলতায়—নাশ-ভমিকা তুলা এবং ক্ষতুলোপকাণীন বিবিধ উপসর্গে—ল্যাকেসিস তুলা প্রমথ।

শক্তি :—২x বিচূর্ণ।

নিফিয়া-ওডোরেটা (Nymphaea-Odorata.)

ব্যবহারস্থল : অতিরিক্ত সঙ্গমেচ্ছা; খেতপ্রসন্ন। ক্ষতকর প্রসন্ন, প্রাতঃকালীন উদরাময়, কটিশূল, সন্দি; গলায় ক্ষত প্রভৃতিতে মূল অরিস্ত ব্যবহার্য।

নুফার-লুটিয়াম (Nuphar-Luteum.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ইয়েলো-পাণ্ডালি। আমাদের দেশের পুকুরের ভিতর লুপ্তবর্ণের এক ভাতিয় ফুলকে কুমুদ ফুল বলে। এহ কুমুদ ফুলহ নুফার-লুটিয়া বা ইয়েলো-পাণ্ডালি।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উদরাময় ; অজীর্ণ ; শিরঃপীড়া , ধ্বজভঙ্গ ; শুক্রক্ষয় ; সান্নিপাতিক অথ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ।

হুফার-লুটিয়া আর্গনাস ক্যাক্টাসের স্নায় ক্যামেস্সিয়েব অবসাদ এবং রিউমেজের স্নায় উদবাস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ সেইজন্য ডাঃ হিউজ বলেন, এই ঔষধ দুইটা পুরাতন ঔষধের স্থান অধিকার করিয়া আছে । ইহাব উদবাস্য পডোফাইলাক, নেটাম-সালফ, সালফার ও রিউমেজের স্নায় প্রাতঃকালীন । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন প্রাতঃকালীন উদরাময়ে গেমোজিয়া, গম্ভি-গাটি (Gummigutti) ও চেলিডোনিয়াম প্রভৃতি ঔষধ নিফল হইলে হুফার-লুটিয়াম ব্যবহার্য্য । হুফার-লুটিয়ার রোগী প্রতিবার মলত্যাগের পব মলদ্বারে জীলা ও উত্তেজনা অন্তত্ব করে, তাহাব মলদ্বাবেব উর্দ্ধস্থিত মলাস্ত্রমধ্যে যেন স্ফট বিদ্যিতেছে একপ অন্তত্ব (ফস, কাপড়) । উদবাস্য হইবার কয়েক দিবস পূর্বে বোর্গো পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা অন্তত্ব করে, তাহাব পূব উদবাস্যের পূর্বে প্রাপ্ত হয় । যন্ত্রণাহীন উদবাস্যেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ইহাব মল শব্দাববের জলের স্নায় কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত, যন্ত্রণাশূন্য অথবা পেটে অত্যন্ত শূলযুক্ত উদবাস্যেও ইহা কার্য্যকরী । ভোর ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে ইহাব উদবাস্যের বৃদ্ধি । বাহ্যে হইয়া বাইবাব পর পেটের যন্ত্রণাব অবসান । কিন্তু মলদ্বারে জীলা ও উত্তেজনা থাকিয়া যায় । উদবাস্যের পব বোর্গী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, এত দুর্বল হইয়া পড়ে যেন তাহাব শবীৰত কোন গল্প বা অংশে কোনরূপ শক্তি নাই । পুরুষত্বহীনতায় ইহা একটা উত্তম ঔষধ । কামোদ্দীপক কোন প্রকাব আলোচনা করিলেও তাহাব লিঙ্গোদগম হয় না । তাহাব পুংইক্রিয় সম্বন্ধিত পুং শিথিল হইয়া বৃদ্ধিয়া পড়ে । হুফার-লুটিয়াম বোর্গীব অজ্ঞাতসাবে বেতঃপাত হয় । বোর্গী ঘুমাইয়া আছে কোনরূপ স্বপ্ন দেখে নাই অথচ সকালে উঠিয়া দেখে যে কাপড় বিছানা বেতঃপাতের ফলে ভিজিয়া গিয়াছে । বাহ্যে, প্রস্রাব কবিবার সময় লিঙ্গোদগম না হইয়া বেতঃপাত হয় । স্যাসিড-ফস, জেলস, প্রাথ, ইরিজি, নেট-ফস, ডিজি) । রোগীর বসণ ইচ্ছা ও পুংজননেক্রিয়ের শক্তির অভাব, শব্দভঙ্গ ।

টাইফয়েড রোগীর আরোগ্য মুখে যখন বাবাব স্বপ্নদৌব হইতে থাকে এবং ইহার ফলে যখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন ইহা ব্যবহার্য্য ।

হুফার বোর্গীব শবীরের স্থানে স্থানে লাল চাকা চাকা দাগ পড়ে ও তথায় ভয়ানক চুলকায ।

ক্রাস-বৃদ্ধি :—ভোর ৪টা হইতে ৭টা ; টাইফয়েড আরেব, আরোগ্যমুখে ; কোনরূপ মলত্যাগের পর ; সন্ধ্যার ও বেতঃপাতের পব বৃদ্ধি । শরীর দলিয়া বা ঘষিয়া দিলে উপশম ।

শক্তি :—মূল অরিট, ১৫, ৩৫, ৫৫, ১২, ৩০ শক্তি । সাধারণতঃ ৩x ও ৬x বেশী ব্যবহৃত হয় ।

নেকট্রেণ্ড্রা-আমেরা (Nectandra-Amara) ।

ব্যবহারস্থল :—জলের স্নায় তরল উদরাময়ের বাহ্যে, জিহ্বা শুষ্ক, উদব শূল, চক্ষুর চতুর্দিকে নীল বর্ণের রেখা, অস্থির নিদ্রা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

• নিম্ন শক্তি ব্যবহার্য্য ।

নেক্ট্রিয়ানিনাম (Nectrianinum.)

ব্যবহারস্থল :—ইহাকে নোসোড্ জাতিয় ঔষধ বলা চলে। বৃক্ষাদির ক্যানসার আক্রান্তত্ব হইতে এই ঔষধ বিচূর্ণন ও তরল আকারে প্রস্তুত হয়। ইহা ক্যানসার রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নেগাণ্ডিয়াম-অ্যামেরিকানাম (Negundium-Americanum.)

ব্যবহারস্থল :—গুহুধাবিব ফীতি ও অর্শরোগে যখন অত্যধিক বেদনা বিদ্যমান থাকে এত ঔষধেব মান্দাব টিংচারেব ১০ ফোঁটা দুই ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

নেট্রাম-আর্সেনিকাম (Natrium Arsenicum.)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম সোডিয়াম-আর্সেনেট। ইহা সোডা ও আর্সেনিকব বাসায়নিক মিশ্রণ। এত ঔষধ বিচূর্ণন পদ্ধতিতে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—পুরাতন অব ; যক্ষাকাস ; ইপানি ; চক্ষু-প্রদাহ ; পুরাতন সর্দি ; অণ্ড-কোষের নস্ট্রুশুল ; ডিফথিরিয়া ; নাসিকার বেদনা ; ম্যালেরিয়া, প্রীহা যুক্ত সংযুক্ত অর প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী।

নেট্রাম-আর্সের ডিফথিরিয়া রোগীর গলার ভিতরটা লালবর্ণের হয় বা বেগুনীবর্ণেরও হইয়া থাকে আক্রান্ত স্থান ক্ষীত শোথবৎ উজ্জল বা চকচকে, তত বেশী বেদনা থাকে না, ঐ সঙ্গে দুর্বলতা অত্যধিক থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। গলার বেদনায় যেন রোগীব গলার ভিতর একটা পিন ফুটিয়া আছে বা একটা পিষ্টের ন্যায় পদার্থ দ্বারা গলা আবদ্ধ হইয়া আছে। ইহাতে মাথার অস্থিরও একটা চমৎকার লক্ষণ দেখা যায়, বোগী যখন তাহার মাথা ফিরাই তখন তাহার একপ মনে হয় যেন সম্মুখের দ্রব্যাদির উপর চেউ খেলিয়া যাইতেছে বা নড়িতেছে। তাহার চক্ষুতাবকা ক্রমাগত এত বড় হইয়া যাইতেছে যেন চোখের পাতা তাহাদিকে আর ভিতরে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, চক্ষু বুজিয়া চক্ষু-তারকা নাড়াইলে, ভিতরে অত্যন্ত কন্-কন্ করিতে থাকে। লেখাপড়া কবিবার সময় রোগীর চক্ষু বড়ই ক্লান্ত অবসর হইয়া পড়ে, সেইজন্য তাহার চক্ষু আগনা হইতেই বুজিয়া আসে, নেট্রাম-আর্স রোগীর জল পিপাসা আছে, পুনঃ পুনঃ জলপান করে কিন্তু খুব কম পরিমাণে (আর্স), জলপানের পূর্ব বোগের বৃদ্ধিও ইহাতে আছে। ইহা রক্ত-পিত্ত বা রক্ত বমনেবও উপযোগী ঔষধ। বক্ত-পিত্ত রোগীব পেট ফাঁপিয়া উঠে, নাসু-নিঃসবনে বা উলসারে পেটফাঁপাব উপশম (কার্বো-ভেজ, লাইকো)। পর্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্যও ইহাতে দেখা যায়। উদরাময়ের রোগী মলত্যাগকালে ছুটিয়া মলত্যাগ করিতে যায় (নেট্রাম-সালফ, সালফার, পডো), মলত্যাগের পূর্বে পেটে বমনা কিন্তু মলত্যাগের পর উপশম।

নেট্রাম-আর্সের রোগী অমেই দুর্বল ও কাতর হইয়া পড়ে এবং দুর্বলতার জন্য তাহার হাত কাঁপে। নেট্রাম-আর্স সর্দি বোগের একটা উত্তম ঔষধ, সর্দির জন্য রোগীর আশঙ্কি শোণ পায়।

রোগীর ভিতর নাসিক। হইতে আব নির্গত হইয়া গলার ভিতর কোটা কোটা পতিত হয়। সর্দির জন্ম তাহার নাক সর্ষনা বন্ধ থাকে বিশেষতঃ প্রাতে ও রাত্রিকালেই বেশী বন্ধ থাকে। ইপানি রোগী মনে করে তাহার ফুসফুস দুইটা শুকাইয়া গিয়াছে এবং প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত উহার ভিতর ধোঁয়া ঢুকিতেছে। শ্বাসনালীর মধ্য হইতে যে স্লেয়া নির্গত হয় উগা শক্ত হবিতাভ বা রক্তিমাত। নেট্রাম-আর্সের রোগীর শীতভাব খুব বেশী।

নেট্রাম আর্স—আর্সেনিক ও নেট্রাম সংমিশ্রণ জন্ম ম্যালেরিয়া জ্বরের একটি উত্তম ঔষধ। ম্যালেরিয়া জ্বরে আর্সেনিক ও নেট্রাম-মিউবেব সংমিশ্রিত লক্ষণ পাইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য। কেবল ম্যালেরিয়া নহে, ইহা অবিবাম জ্বর, যক্ষ্মা সংক্রাম জ্বর, প্রীহা ও যক্ষ্মাসংযুক্ত জ্বর; শিশু-জ্বর এবং নানাবিধ জ্বররোগের লক্ষণে উপযোগী। বোগী সর্ষনা গায়ে কাপড় জড়াইয়া বাধিতে চায়। নেট্রাম-আর্সের বোগী রাত্রে নানা প্রকার মাঝামাঝি ও হত্যাধিব স্বপ্ন দেখে।

সম্বন্ধ :—নেট্রাম-আর্স—ডিক্‌থিরিয়া বোগে—এবাম ও এপিস তুলা ; চক্ষু-ফোলায়—আর্স, কেলি-কা তুলা ; চটুটে স্লেয়ার্থ—কেলি-বাই সমতুল্য ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—নড়াচড়ায়, দিনের বেলা, শরীর গরম হইলে, মাথাব দক্ষিণদিকে, চোখের বামদিকে, বাম অণ্ডকোষে এবং সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি ; বায়ু-নিঃসরণে উপশম।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

নেট্রাম-আয়োড (Natrium Iodatum.)

ব্যবহারস্থল :—পুৰাতন সর্দি ; হৃদশূল, মাথাবোরা ; স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগ এই ঔষধের নিয় বিচূর্ণনের ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রা বোজ তিনবার সেবনে আবেগ লাভ করে বিশেষতঃ স্বরভঙ্গের ভীততা ইহা দ্বারা অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

নেট্রাম-কার্বনিকাম (Natrium Carbonicum.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সোডিয়াম-কার্বনেট অর্থাৎ বাজারের পরিষ্কার সোডা। বিচূর্ণন পদ্ধতি অল্পসারে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—মেট্রাম-কার্ব—সর্দি-গর্দীর মন্দফল জনিত পীড়া, রৌদ্রের ভিতর কার্যাদি করিবার ফলে অত্যধিক শিরঃপীড়া, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাথাধরা ; সর্দি ; পুতিনশ ; নাসিকার ক্ষতি ; চক্ষুর খেতক্ষেত্রের ক্ষত ; দৃবদৃষ্টির দোষ ; 'বধিরতা' ; গলগণ্ড, তোতলামি ; হৃদশূল ; আঁচিল ; দাঁদের দ্বারা উদ্বেদ ; বাধক ; মূর্ছাবান্, অজীর্ণ ; কষ্টরজঃ ; বক্ষ্যাত প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—নেট্রাম-কার্ব রোগী মুক্তবান্ পছন্দ করে না ; রৌদ্রের ভিতর কোন কার্যাদি করিলে তাহার সর্দি-গর্দী হয়, স্বর্ষের উত্তাপকে সে অত্যন্ত ভয় করে। শারীরিক ও মানসিক পরিপ্রভাবের পর সে অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। সামান্য পরিপ্রভাব কথিবার পর বা

যে সকল রোগী বহুদিন পূর্বে সম্যাস রোগ হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে তাহাদের, গ্রীষ্ম আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মাথার তীব্র যন্ত্রণা এই ঔষধ ফলপ্রসূ।

মন :—ইহার রোগী সর্বদাই বিমর্ষ ও চিন্তিত অবস্থায় দিন কাটায়, সামান্য মানসিক চিন্তা করিলেই বৃক্কির জড়তা ঘটে; সামান্য ঝড়বৃষ্টি বা বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের সময় রোগী অত্যধিক চঞ্চল হইয়া পড়ে, গান বাজনা শুনিলে আরও বেশী চঞ্চলতায় বৃদ্ধি হয়। নেট্রাম-কার্ক বোগীর প্যাসেব আলোকের ভিতর, বৌদ্ধের ভিতর বা সামান্য পশ্চিম করিলেই মাথা খসখসায় বৃদ্ধি। মাথা খসখসায় রোগী মনে করে তাহা মাথা অত্যন্ত বড় হইয়াছে এবং উঠা ফাটিয়া যাইবে। নেট্রাম-কার্ক বোগী মানব ও জনসমাজের উপর বীভৎস। সিপিয়া বোগীর নিজের পবিজনের উপর বিরাগ। দ্বাটিনাম বোগীর বিবাহ সম্বন্ধের উপর। র্যাফেনাস বোগীর পুরুষের উপর বিরাগ, পাল্‌সেটিলা বোগীর দ্বালোকের উপর বিরাগ।

এই ঔষধের বোর্সি অত্যন্ত লোভী ও হিংসারূপপূর্ণ। সপ্নান্তে বোগের বৃদ্ধি। অ্যাকোনাইট রোগী সপ্নে শুনিলে গিরকৃষ্ণ, বিউফো, ক্যামোমিলা, স্রাবাইনা রোগীর সপ্নে শুনিয়া পব বৃদ্ধি। খড়কড়ানি বৃদ্ধি দেখা যায়, ট্র্যাফিসেট্রিয়া রোগী গান শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলে, সপ্নান্তে গ্র্যাফাইটিস বোগীর বিষাদের উল্লেখ হইয়া থাকে। নেট্রাম-কার্ক বোগী অতিবিক্রম প্রকাশনার ফলে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া পড়ে।

শিরঃপীড়া :—গ্রীষ্মকালে গরমে বা বৌদ্ধের ভিতর হাঁটা চলা কবিবার ফলে অথবা ক্লোন শারীরিক পরিশ্রমাদির পর যদি বোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; যাহা বহুদিন পূর্বে সর্দি-গর্শ্ব-দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তাহাদেরও নানাধি শিরঃপীড়া যদি গ্রীষ্মের সঙ্গে আবির্ভূত হয় তবে ইহা এই ঔষধ। নেট্রাম-কার্ক বোগীর গ্রীষ্মকালে সামান্যমান মানসিক পশ্চিম করিলে বা কোনরূপ গবেষণামূলক কার্যাদি করিলে অথবা বৌদ্ধের ভিতর কথা গায়েব আলোকের ভিতর পশ্চিমাদির ফলে মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হয় এবং শীতের প্রাবল্যে ঘাড়ে ও মাথায় পিছন দিকে আড়ম্বর থাকে (মাইরিকা-সেরিফ, সাইলি)। মাথার যন্ত্রণার সময় বোগী মনে করে তাহা মাথা প্রকাণ্ড হইতেছে এবং এখনই ফাটিয়া যাইবে। ইহা বোগীর মাথার যন্ত্রণা প্রতিদিন সকালে 'মাথার' ঐক্যভাবতে দপদপ করিয়া আস্ত হয় এবং দিনের বেলা নিদ্রিষ্ট সময় পর্যন্ত কপালে তীব্র বেদনা থাকে। নেট্রাম-কার্ক গ্রীষ্মকালীন শিরঃপীড়ায় এবং সর্দিগর্শ্ব প্রভৃতি রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নেট্রাম-কার্ক চক্ষু বোগেরও একটি উপযোগী ঔষধ। যদি লেখাপড়া কবিবার সময় চোখের ভিতর জ্বালা করে, চক্ষু সম্মুখে পালকের কুঁচা উড়িয়া বেড়াইতেছে এরূপ মনে হয়, চক্ষু আবছায়া ভাব দূর করিবার জন্য ঘন ঘন চক্ষু রগড়াইতে হয় তবে ইহা ব্যবহার্য ঔষধ। নেট্রাম-কার্ক রোগীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত নান, রক্তশূন্য এবং চক্ষু চতুর্দিকে একটি নীল রেখা থাকে।

দস্তশূল :—নেট্রাম-কার্ক দস্তশূলের একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু হৃৎকের বিষয় এই ঔষধটি রীতিমত ভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহার দস্তশূলের ব্যর্থ্য রোগীর দাঁতের ভিতর যেন খুঁচাইতেছে এরূপ ভাব বিশেষতঃ মিষ্টদ্রব্য বা ফলমূলদি আহারের পর দাঁতের ব্যর্থ্য বেশী হয়। দস্তশূল শূলবেদনা সাধারণতঃ বাত্রেই বেশী হয়, নিদ্রা ও মাটি ফুলিয়া উঠে। ইহার দস্তশূল ধূমপানে উপশম হইয়া থাকে। নেট্রাম-কার্ক রোগীর জিহ্বা, মুখ শুষ্ক সেইজন্য কথা কহিতে রোগী বিরক্তি বোধ করে, মুখের ভিতর ও জিহ্বা শুষ্ক বোধ, ঐজন্য রোগী ঘন ঘন জলপান করে।

পায়ের গাঁটের পীড়া :—নেট্রাম-কার্বের রোগীর পায়ের গাঁটের চূর্নলতা অত্যধিক এবং চূর্নলতার জন্য তাহার হাঁটিতে কষ্টগ্রস্ত ভব এমন কি ছোট পা হাঁটিবাব পরই রোগী অবসর হইয়া শুইয়া পড়ে। নেট্রাম-কার্বের বিশেষ লক্ষণ পায়ের তলায় টাটানি ব্যথা ও ফুলা ভাব থাকিবার জন্য হাঁটিতে কষ্টবোধ, অনেকক্ষণ ঘুবিয়া বেড়াইবার জন্য পায়ের গোড়ালিতে বা বা ক্ষত হইলেও নেট্রাম-কার্ব না বন্ধ হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ হাঁটিবাব জন্য পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ফুলিয়া উঠে, ফোলা পড়ে, আঁলা করে এবং পায়ের কড়ার ভিতর হলফোটান ব্যথা হয়। নেট্রাম-কার্ব বোধে গুলফ এত চূর্নল ও ক্ষীণ যে আপনা হইতে ঘুবিয়া পড়ে, সে গুলফের উপর ভর দিয়া ঠাড়াইতে গেলে বা হাঁটিতে গেলে ঘুবিয়া পড়িয়া যায়। শিশুবা ইট্টা শিথিবাব সময় হাঁটিতে গেলে যদি ঘুরিয়া পড়িয়া যায় তবে কার্কে-অ্যানিমেলিস, নেট্রাম-মিউর উপযোগী।

অজীর্ণ ও উদরাময় :—নেট্রাম-কার্ব অজীর্ণ ও উদরাময়ের রোগীর পক্ষে উদ্ভোগী ঔষধ, ইহাও অজীর্ণ রোগী নিরামিষ আশ্রয় মর্থা—শাক-সব্জী ও তরিতরকারী বা দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না। দুধ বা নিরামিষ দ্রব্য অথবা মিষ্টদ্রব্য আহার করিলে অজীর্ণ উদরাময়ের বৃদ্ধি। ইহার রোগীর হৃদয়ের উপর বিতৃষ্ণা; দুধ পান করিলেই বোঁগাব মলতাবনা আবস্থায় হয়। দুধে অর্কচি—ইথুজা, অ্যাটিম-টাট, ক্যালকেবিয়া, কার্কো-ডেজ, পালসে, সাইলি, সালফার প্রভৃতি ঔষধে আছে। দুধ পান করিলে উদরাময় হয়—ইথুজা, ক্যালকে, নিকোলাম, সালফ, সিপিয়া, গবম দুধ পানের পর উদরাময়—নাক্স-মস, সিপিয়া। শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইবার পর শীতল জলপান করিবার পর উদরাময় হইলেও ইহা উপযোগী। আতাবাদির পর অজীর্ণের বৃদ্ধি ও অজীর্ণের সহিত টক ঢেঁকুর দিতে থাকে, মুখে জল উঠে, পেট ফাঁপিয়া শক্ত হয় ও জ্বলন্ত বায়ু নিঃসরণ হইয়া থাকে, পেট কামড়ায় আতাবাব দোষের জন্য যেমন উদরাময় হয় তেমন কোষ্ঠকাঠিন্য ও দেখা যায়। নেট্রাম-কার্ব বোঁগাব উদরাময়ের মল জলের তায় পাতলা। হঠাৎ অত্যধিক বেগের সহিত নিঃসৃত হয়। আবার কোন কোন বোঁগাব অত্যন্ত বেগ দিতে দিতে মল নিঃসৃত হইতে থাকে, মলত্যাগের পর ও মলত্যাগ কালে মলদ্বাবে আঁলা ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে। মলদ্বাবে চুলকানি এবং ক্রমিক্রমবৎ অবস্থায়, মলের সহিত কোন কোন শিশুর ক্রমি নিগত হয়।

হৃদযন্ত্রের পীড়া :—নেট্রাম-কার্ব বোঁগাব হৃদযন্ত্রের ভিতরটা যেন ফাটিয়া বা মচকাইয়া গেল এইরূপ অবস্থায় হয়। ইহাতে অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি দেখা যায়। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় এবং রাত্রি বায়নিক শয়ন করিলে বৃক্কের ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি। যখন হৃদযন্ত্র হঠাৎ থাকে তখন বোঁগাব সমস্ত মেরুদণ্ডের ভিতর আঁলা বোধ।

সর্দি-কাশি :—তরুণ সর্দি হইয়া পুনঃপুনঃ হাঁচি হইতে থাকিলে, নাক দিয়া কাঁচা জলের তায় শ্রাব নিঃসৃত হইলে ইহা উত্তম ঔষধ। বোঁগাব শরীরে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে ঝুপঝা গায়েব ঢাকা খুলিলে পুনরায় হাঁচি হইতে থাকে। শ্বিনের বেলা তাহাও জলের তায় সর্দি নিঃসৃত হয় কিন্তু বাত্রে নাক বন্ধ হইয়া যায় (নাক্স-ভমিকা, স্প্রিট)। ক্রমাগত সর্দি হইবার জন্য নাসিকা-উপর ছোট ছোট উদ্বেদ সকল নির্গত হইয়া থাকে। নেট্রাম-কার্ব যেমন সর্দি বোঁগাব ঔষধ তেমন অত্যন্ত শুষ্ক কাশিরও ঔষধ। খুঁকুকে কাশির সময় বৃক্কের ভিতর ধড়ফড় শব্দ হয়। গবম ঘরের ভিতর ঢুকিলে কাশির বৃদ্ধি। দীর্ঘকাল স্থায়ী সর্দি রোগে নাক দিয়া স্নেহাশ্রাবের সহিত শুষ্ক কাশি থাকিলে সেই সময়ে ডাণ্ডিকের বৃক্ক আঁলা, নোনাশ্রাবযুক্ত সবুজবর্ণের গবর উঠিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য। নেট্রাম-

কার্ক রোগীর অঙ্গীর্ণের বিশেষত্ব এই যে তাহার পেটের ভিতর সকাল ১০টার সময় খালি খালি অনুভব করে ঐ ভাবটা খাইবার পরই কমিয়া যায় সন্নেহ নাই কিন্তু খাইবার পুরঃস্বার তাহার পেট ফুলিয়া উঠে।

প্রস্রাবের রোগ :—নেট্রাম-কার্ক রোগীর দিনরাত্রি যখন তখন মূত্রবেগ হয় এবং প্রতিবারে প্রচুর প্রস্রাব না হইলেও কম হয় না, রোগীর রাত্রে অসাড়ে প্রস্রাবও হইয়া থাকে, রাত্রে অধিক প্রস্রাব হইবার ফলে বিছানা ভিজাইয়া দেয় (সিনা, সিপিয়া, কটি, ক্রিমোজোট, সার্টিল, সালফ)। ইহার প্রস্রাব হরিত্ত্রাবর্ণের অল্পগন্ধযুক্ত, কখন কখন নাইট্রিক-অ্যাসিডের প্রস্রাবের স্থায় ঝাঁঝাল হইয়া থাকে, প্রস্রাব করিবার সময় ও পরে রোগী প্রস্রাবদ্বারে জ্বালা অনুভব করে এবং প্রস্রাবে স্লেয়াময তলানি পড়ে। নেট্রাম-কার্ক রোগী ভয়ানক কামাঠ, রোগী অস্বাভাবিক উপায়ে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। অণ্ডকোষে ভয়ানক ব্যগ্রতা; অণ্ডকোষে ভয়ানক ব্যথা লাগিয়াছে এরূপ ব্যাখ্যাত্তব।

জ্বররোগ :—ঋতুপ্রস্রাব অকালে আরম্ভ হয়, ঋতুপ্রস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্বে খাড়েবু পিছনে আঙুলভাব দেখা দেয় এবং তীব্রভাবে মাথাব্য ব্যগ্রতা, সেই সঙ্গে ভোরের বেলা পেটফাঁপা ও মাথার ব্যগ্রতা মলত্যাগের পর উপশম। ঋতু বৃষ্টির সময় ও গ্রীষ্মকালে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি। সিপিয়ার ত্রাস জরায়ুনিয়মিক বাহির হইয়া পড়িতেছে এরূপ লক্ষণও ইহাতে আছে। শ্বেত-প্রদরের রোগেও এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। শ্বেতপ্রদরের শ্রাব গাঢ় হরিত্ত্রাবর্ণের এবং দুর্গন্ধযুক্ত, প্রস্রাবের পর শ্বেতপ্রদরের শ্রাব বন্ধ হইয়া যায়, রোগীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, প্রস্রাবও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই ঔষধ দ্বারা ভ্রূণপিণ্ড নিঃসৃত হয় এবং কৃত্রিম গর্ভ নেট্রাম-কার্ক দ্বারা আরোগ্যলাভ করে (কলো, পলসে)। ফ্রোকাস-শ্রাটাইভা দ্বারা কাল্পনিক গর্ভ আরোগ্য হইয়া থাকে, ইহা ব্যতিরেকে নেট্রাম-কার্ক প্রসব বেদনার জন্তুও একটি উত্তম ঔষধ। যে সকল প্রসব বেদনা খুব জোরে আসে না অথচ প্রান্ত বেদনার সময় বোগিগার দেহ কাঁপিতে থাকে, অত্যধিক উগ্রীভ হইয়া পড়ে, প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, দেহ রগড়াইয়া দিলে উপশম বোধ করে তখন ইহা ৬x চূর্ণ ঘন ঘন সেবন করিতে দিলে উপকারদুর্শ।

চর্ম্মরোগ :—হাতের পশ্চাৎদিকে একাঙ্গমায যদি আক্রান্ত অংশ ফুলিয়া উঠে; চর্ম্মের নিম্নে পিপীলিকা হাটিয়া যাইবার স্থায় সড়সড়ি অনুভব করিলে এবং দেহের সর্বত্র পোকা বেড়াইতেছে এইরূপ অসুভূতি লক্ষণে নেট্রাম-কার্ক, উপযোগী। ইহার আঁচিল ক্ষতে পরিণত হয়, এবং গায়ের চামড়া কাটা কাটা ও শুষ্ক, কিন্তু সামান্য পরিমাণেই শরীর ঘামে ভিজিয়া যায়।

নেট্রাম-কার্ক—ম্যালেরিয়া জ্বরেরও একটি ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বোম্বে, উত্তাপে, গ্যাসের আলোতে কার্য্য করিলে, দৈহিক বা মানসিক পাবিশ্রমের পর, সঙ্গীত শ্রবণের পর, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, বস্ত্রাদি পরিবর্তনে, জলে ভিজিলে, শীতল জল পানবে পর, ঋতুবৃষ্টির দিনে, বিশ্রামে, বামপার্শ্বে শবনে, পূর্ণিমার দিনে, দুগ্ধপানে, নিরামিষ আহারাদি ও মিষ্ট খাইবার পর রোগের বৃদ্ধি। পেটের শূন্যতা, খাইবার পর, শরীর জ্বমিয়া গেলো, চুলকাইলে, নাকের ভিতর ও কাণের ভিতর আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া চুলকাইলে উপশম।

শক্তি : —৩৫, ৬x চূর্ণ, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

নেট্রাম-কোলাইনিকাম (*Natrum Cholinicum.*) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ কোষ্ঠকাঠিন্য, পুরাতন অম্লবোগ, পুরাতন আন্ত্রিকবোগ, পুরাতন যকৃতের পীড়া, মধুমেহ (ডায়াবেটিস), খাবার পবই নিদ্রাব আবেশ অর্থাৎ নিদ্রাপ্রবণতা, বা নিদ্রাকাতব ভাব, পেটে অত্যধিক বায়ু সঞ্চয়, শোথ প্রভৃতি বোগে ব্যবহায্য ।

নেট্রাম-ক্যাকোডাইল (*Natrum Cacodyl.*) ।

ব্যবহারস্থল :—ডাঃ বোবিক বলেন যক্ষ্মা বোগে এই ঔষধের ৫ সেটিগ্রাম ইনডেকসন কবিলে বোগীব বক্তকণিকা (RBC) দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । দুর্গন্ধ স্বাসপ্রশ্বাস, মুখে দুর্গন্ধ, পেটের উপর শুষ্ক-চর্মবোগ ও সামান্যতিক জাতীয় অপবাপব বোগেও উক্ত ঔষধ ব্যবহায্য ।

নেট্রাম-নাইট্রিকাম (*Natrum Nitricum.*) ।

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম নাইট্রেট অফ্ সোডা । এই জাতীয় সোডা বক্ষিণ আকর্ষিকার নিসর্গ-জাত পণিজ পদার্থ । নেট্রাম-নাইট্রিকাম তিন হাজার কিট উচ্চ ভূমিতে পাওয়া যায় । নানাবিধ বাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে শোধিত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ দুর্বলতা, বক্ত স্বল্পতা ; কোষ্ঠকাঠিন্য, কর্ণশূল, কর্ণপ্রদাহ, আদি কপালে মাথা ধবা ; বক্তশ্রাবী বসন্তবোগ, বক্ত প্রশ্রাব, বক্ত বমন এবং নাসিকা হঠতে বক্তশ্রাবের উত্তম ঔষধ ।

নেট্রাম-নাইট্রিকাম উদব সম্বন্ধীয় বিশেষতঃ উদবশূল বোগে যখন পেটের মাংস পেশীব প্রবণ পশ্চাৎ আকর্ষণ দেখা যায় তখন ইহা ব্যবহায্য করা যায় । যক্ষ্মাদায়ক কোষ্ঠকাঠিন্য বোগেও ইহা প্রয়োগ করা চলে । বক্তাল্পতা ও শারীরিক অবসন্নতা হইয়া দ্বাবা আবোগ্য লাভ কবে । নাসিকাব বক্তশ্রাবে ইহা একটী অমূল্য ঔষধ । ডাঃ বোবিক ইহাকে নাসিকাব বক্তশ্রাবের একটী অব্যর্থ (Specific) ঔষধ বলেন । ডাঃ বেডিমেনচাং—নেট্রাম-নাইট্রিকামকে প্রাদাহিক বোগের প্রথম অবস্থায় ব্যবহায্য করিতে বলেন । যদিও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মতে প্রাদাহিক অবস্থাব প্রথম ঔষধ ফেরাম-ফস, অ্যাকোনাইট কিন্তু তিনি এই ঔষধের খুব প্রশংসা করেন । আমবা ২১০টী বোগীতে প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইয়াছি, বটে কিন্তু পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস স্থাপন কবিয়া প্রয়োগ করিতে পারি, নাই, তাই পাঠকদিগের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে ঔষধ ইহা এই ঔষধটী প্রাদাহিক পীড়ার প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া কিরূপ ফল লাভ কবেন আমাদেরকে জানাইলে, বাধিত হইব । বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ হইলে আমবা জনসাধারণের মঙ্গলার্থে ইহার কার্য্যকরী শক্তি প্রকাশ কবিব ।

নেট্রাম-নাইট্রিকাম—মণিলেরিয়া অবোও প্রয়োগ করা চলে ।

• **ক্লাস-বৃদ্ধি :**—বিশ্রামের পব এবং সিঁড়ি আবোহণের সময় । উল্গাব তুলিলে এবং বায়ু নিঃসরণ কবিলে ।

• **শক্তি :**—৩x, ৬x, চূর্ণ ।

নেট্রাম-নাইট্রোসাম (Natrium Nitrosum.)

ব্যবহারস্থল :—সন্ধ্যাস রোগ ; হৃদশূল ; সর্বাঙ্গ নীল হইয়া যাওয়া ; নৈশ উদরাময় ; অচৈতন্য হইয়া যাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—১x, ৩x।

নেট্রাম-ফস্ফোরিকাম (Natrium Phosphoricum.)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম ফস্ফেট অড সোডা। এই জাতীয় সোডা স্বরাসাবে দ্রব হয় না। ৬ ভাগ ঠাণ্ডা জল ও ২ ভাগ গরম জলে দ্রব করিতে হয়। বিচূর্ণন পদ্ধতিতে ইহা বশক্তি প্রস্তুত করিতে হয়।

বায়োকেমিক মতে ইহা একটি উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-ফস্ফাস্ফার আবিষ্কৃত ১২টী লবণেব অন্যতম। যদিও ইহা বায়োকেমিক মতের অন্তর্গত ঔষধ, তথাপি ডাঃ ফেরিংটন ইহাকে হোমিওপ্যাথিক মতে পরীক্ষা করাইয়া হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার ভিত্তব উত্তম স্থান দিয়া গিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল :—অম্ল, অজীর্ণ, চক্ষু-প্রদাহ ; টেরাদৃষ্টি, বহুমূত্র, অম্লশূল, বিসর্প, পাকশয়ের শূল, গণ্ডমূলা ; বাত, যক্ষ্মা, ক্রমি (উভয় জাতীয়), গ্রন্থি ক্ষীতি, গলগণ্ড, শ্বেত-প্রদব ; এক্ষ্যাস, আমবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—নেট্রাম-ফস্ফাস্ফার একটি উত্তম ঔষধ। যে সকল শিশু বা যুবক অত্যধিক মিষ্টি, গুড়, চিনি ইত্যাদি খায়, তাহাদিগের যদি ক্রমির উপদ্রব হয় বা অম্বলেন অস্থখ হয়, তাহা হইলে ইহা উত্তম ঔষধ। শিশু ক্রমিব-জন্ত বাত্রে দাঁত কডমড করে, টক টেকুর ভুলে, টক বমন করে। অম্লশূলও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। মাথায় শূলবোধ, সে ঘুবাইয়া পড়িয়া যাইবে এইরূপ অসুস্থব, দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ, যাহাবা গ্যাসের আলোতে কার্য্য করে, তাহাদের রাত্র ৮টা পব চোখের দৃষ্টিহীনতা ও যন্ত্রণাব বৃদ্ধি। ক্রমিজনিত টেরাদৃষ্টিব জন্তও ইহা উপযোগী ঔষধ (দিনা, স্পাইজি, সাইক্লো)। উদর সম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়ায় নেট্রাম-ফস্ফাস্ফার একটি উত্তম ঔষধ। যাহারা ঘৃতপক বা চব্বিশযুক্ত খাওয়াই বাইবার পর অজীর্ণরোগে বা গ্রীষ্মকালীন উদরাময় দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাদের পক্ষে নেট্রাম-ফস্ফাস্ফার পালসেটিলা জুল্য ঔষধ। যে সকল ব্যক্তি বা শিশু অতিরিক্ত দুগ্ধ, মিষ্টদ্রব্যাদি ভোজন করে, তাহাদের অম্লশূল, অম্লশূল, কণ্ঠনাদী প্রদাহ, মূত্রবোধ কবিবার শক্তিহীনতা প্রভৃতি বোগে নেট্রাম-ফস্ফাস্ফার উত্তম ঔষধ।

নেট্রাম-ফস্ফাস্ফার স্বপ্নদোষেব বা রক্তপাত জনিত নানাবিধ পীড়ায় ব্যবহার্য্য ঔষধ।

মল :—নেট্রাম-ফস্ফাস্ফার রোগী রক্তপাতের পর সমস্ত দিন বিমর্ষভাবে অতিবাহিত করে, সেইজন্ত সে পড়াশুনা মন দিতে পারে না। রাত্রি রোগীর ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হয়, যেন তাহাব কোন বিপদ আসিবে, সামান্য কারণে সে চমকাইয়া উঠে। ঘুম ভাঙিয়া যাইবার পব ঘরের সমস্ত জিনিসকেই মাছুষ বধিয়া রোগীর ভুল হয়।

চক্ষুরোগ :—নেট্রাম-ফস্ফাস্ফার চক্ষুরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বোগীব চক্ষু হইতে হলুদবর্ণের স্রবের স্রাব পূজ বাহির হওয়া ইহার বিশেষত্ব। চক্ষুউঠা, চক্ষুর প্রদাহ ইত্যাদি জন্ত যখন

শীতবর্ণের ঘন আঠার দ্বারা শ্রাব নির্গত হইয়া সকালবেলা চক্ষু জুড়িয়া যায়, তখন ইহা ব্যবহার্য।
গ্যাসের আলোকের ভিতর যাহা বা কাজ কবে, তাহাদেব ক্ষীণদৃষ্টি, চক্ষু জ্বালা, চক্ষুর দ্রুত
ধূলিকণা পড়িলে যেরূপ অস্বভাব, সেইরূপ অস্বভূতি। অত্যধিক কুমির জন্ত টেরাদৃষ্টি। ঋতুস্রাবের
সময় ডাণ চক্ষুর ভিতর চাপবোধ। রোগীর চক্ষুর সমক্ষে দ্রব্যাদি বিকিমিক্তি কবিত্তে থাক।

অজীর্ণ ও উদরশমন :—নেট্রাম-ফস্ অম্ল, অজীর্ণ এবং পাকযন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায়
উপযোগী ঔষধ। অম্ল টেকুব, অম্লশূল, অম্ল বমন, মুখে অম্লস্রাব, খাইবার ২ ঘণ্টা পবে পেটে
বেদনা, গা-বমি-বমি, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ফুলিয়া উঠা, প্রভৃতি এবং গ্যাস্ট্রিক ক্ষত রোগেব
ইহা উত্তম ঔষধ। বিয়েব রোগা খাণ্ড্রব্য বা চক্ষিগুরু খাণ্ডাদি ভোজনব পর অথবা অতিবিক্ত
খাণ্ড্রব্যাদি খাইবার ফলে অজীর্ণ ও গ্রীষ্মকালীন উদবাময় হইলে, নেট্রাম-ফস্ফোবিকাম উত্তম
ঔষধ। নেট্রাম-ফসেব অজীর্ণ রোগী ঝাঝাল খাণ্ড, মাংস, ডিম এবং ভাজা মাছ খাইতে ভালবাসে,
তাহাব রুচী ও মাখনে অরুচি। ইহা শিশুদিগের পেটের কামড়ানিব সহিত সবুজবর্ণের পাতলা বাহেব
ভিতর ছানার দ্বারা জমাট চক্ষ বমন ও অম্লগুরুবক্ত বাহে ও বমিব উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-ফস্ কুমিজনিত
কলেবান্নও একটা কার্য্যকরী ঔষধ। কলেবায় প্রস্রাব বন্ধ অবস্থায়ও ইহা ফলপ্রদ।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনার জন্ত পীড়া ও স্বপ্নদোষ :—অতিরিক্ত শুক্রকণ্য জন্ত
অজীর্ণ, বিনা স্বপ্নে বেতঃপাত জন্ত কোমরে অত্যন্ত দুর্বলতা, হাত পায়ের কম্পন, হাঁটব
দুর্বলতা প্রভৃতি এবং পবিণত বয়সে অতিরিক্ত দ্বীসঙ্গমানিব পব স্বাস্থ্য অত্যন্ত খাপসপ হইয়া
পড়িলে বা সন্মম্ভার অতিরিক্ত হ্রাস হইয়া পড়িলে ইহা উত্তম ঔষধ।

ক্ষয়কাসি ও হৃদযন্ত্রের পীড়া :—অম্ল ও অজীর্ণাদিব সহিত বা অম্ল অজীর্ণাদিব ফলে
ক্ষয়কাসি হইলে বা হৃদপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া ও হৃদস্পন্দন হইলে, এবং হৃদস্পন্দন খাইবাব
পর বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য।

শক্তি :—৩২, ৬৪, ১২৮ চূর্ণ ৬, ১২, ২০০ শক্তি।

নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম (Natrium Muraticum.) ।

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম সোডিয়াম-ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ)।

নেট্রাম-মিউব সাধারণ লবণ। এই ঔষধ দ্বারা কস্তুরকমের ছোট বড় ব্যাধি যে আরোগ্য
লাভ কবে তাহাব কোন সীম-সংখ্যা নাই। যে জিনিষ আমবা প্রতিদিন খাইয়া থাকি তাহা
যে এত বড় একটা অ্যান্টিসেপ্টিক ও অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ হইতে পারে ইহা অবিখ্যাসী
কখনও বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু তাহার যদি দয়া করিয়া 'একবার' সাধারণ লবণের শক্তিকৃত
অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখেন তবে ইহাব অস্তুত কার্য্যকরী ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন।
নেট্রাম-মিউর হানোমান স্বথ, স্তন্য নরনারীর উপব পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। 'একভাগ লবণ, ৩ ভাগ
ঠাণ্ডা বা গরম জলের ভিতর' গলিয়া যাব কিন্তু স্রবাসারব ভিতর লবণ মোটেই গলে না সেজন্য
জলমিশ্রিত স্রবাসারে নেট্রাম-মিউর তৈরী করিতে হয় অর্থাৎ একভাগ লবণ নয় ভাগ-পরিষ্কৃত
জলে দ্বাধার 'সলিউশন' তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বস্তৃগুত্বতা, মূতপাণ্ডু, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর; সাংঘাতিক জরীয় শিবঃপীড়া, স্নান-কালক্রমে পাঠাত্যাসী বালক-বালিকাগণের মাথার যন্ত্রণা এবং অত্যধিক শূন্যন্দন, মলমূত্রের জড়তা, সন্ধি, তীব্র, কোষ্ঠকাঠিন্য, চন্দ্রবাগ, বহুমূত্র, শোথ, অজীর্ণ, মূগী, চক্ষুঃ পীড়া, গলগণ্ড, বাত, জ্বরটো, বাপিহ্রদা, স্নেহপ্রদর, হিকা, কৃত্রিম মৈথুনের মন্দফল প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহাৰ্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—নেট্রাম-মিউন শিবঃপীড়া ও মল্লিক সঙ্গীয়া পীড়ার একটি অতি উত্তম ঔষধ। ডাঃ গ্যারেলিস বলেন সুভাদ্রা যুগে উষ্ণির সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে অতিশয় শিবঃপীড়া, কটীতে অকর্ষি, লবণ খাটবার প্রয়োজন হইবে। মনঃমানব সঙ্কোচন এবং স্বভাবের বিমর্ষতা লক্ষণে এই ঔষধ শ্রেষ্ঠ। হিউজেস এইরূপ ক্ষণদৃষ্টি নেট্রাম-মিউন ও শক্তি দ্বারা অনেক শিবঃপীড়াগ্রস্ত যোগি আবেগ্য কবিত সমর্থ হইয়াছিলেন, আমাদেব অজ্ঞাত্যাস এইরূপ শিবঃপীড়া (বিশেষতঃ যদি ম্যালেরিয়াজনিত হয়) নেট্রাম-মিউন দ্বারা অনেক আবেগ্য কবিত সমর্থ হইয়াছি।

নেট্রাম-মিউন ম্যালেরিয়া জ্বরের একটি উত্তম ঔষধ—জ্বর ১০টা হইতে ১১টার সময় আশ্রয় হয়, শীতের পূর্বে ও শীতাবস্থায় অত্যন্ত জল পিপাসা, উত্তাপাবস্থায় প্রবল জল পিপাসা, জ্বরের সময় ঠোটে মুক্তাব চায় জ্বরটো বাতিব হয়। শরীর খুব উত্তপ্ত হইলে প্রবল মাথাব যন্ত্রণা, এই সময় মনে হয় যেন বহু ছোট ছোট হাতুড়ী দ্বারা মাথাগ কেহ আঘাত করিতেছে, মলমূত্রের সঙ্কোচন, স্বপ্ন হইবার পর অপ্রত্যাশিতরূপে যন্ত্রণাব উপশম হইয়া নেট্রাম-মিউনের জ্বরের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ডাঃ হিউজেস, মিচেল, ক্রাশ, ফ্যাবিটন, কাউপারথোমেট প্রভৃতি মনীয়াগণ উপলব্ধি লক্ষণে নেট্রাম-মিউন প্রয়োগ কবিত বলেন। তরুণ, পুরাতন, অচিকিৎসিত, কুচিকিৎসিত এবং কুইনাইনসেব অপব্যবহারজনিত জ্বর তাহা ম্যালেরিয়া হইক বা বিষমজ্বর হইক উপলব্ধি লক্ষণ পাইলে নেট্রাম-মিউন ব্যবহাৰ্য্য।

ডাঃ মিচেল বলেন—আমি কেবল পুরাতন জ্বর ও কুইনাইন সেবনের পরবর্তী জ্বরেই নেট্রাম-মিউন ব্যবহাৰ্য্য কবিতাম কিন্তু এখন দেখিতেছি হঠাৎ তরুণ জ্বর ও ঐকান্তিক জ্বর বিশেষ ফলপ্রসূ, যদি অতিশয় ঘন, শীতাবস্থায় পিপাসা ইত্যাদি থাকে।

চক্ষুরোগের জন্য নেট্রাম-মিউন উপযোগী ডাঃ নর্টন ও অ্যালেন ইহা প্রমাণ করেন। নেট্রাম-মিউনের চক্ষুঃ-স্নায়ুশূল হ্রাসোদয় ও হ্রাসান্ত পর্য্যন্ত বাড়ে ও কমে।

স্বভাব ও গঠন :—নেট্রাম-মিউন সর্বাঙ্গাতীয়া মল্লয়ের পক্ষে উত্তম ঔষধ। ইহা শিশু সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়, কেহ সাহসনা দিতে গেলে আবও বেশী কাঁদে ও উত্তেজিত হয়। বোগী রীতিমত আত্মক কবে অগচ্চ দিন দিন বন্ধ ও ক্রান্ত হইয়া পড়ে। বোগীকে সাধ্যাচরণে খাবার খাওয়াতে দেওয়া হয় কিন্তু ইচ্ছানুসারে আত্মক কবিলেও তাহা পুষ্ট সাধিত না হইয়া শরীর শুকাইয়া যায়। তাহার লবণ ও লবণাক্ত দ্রব্যাদি খাইতেই অগ্রহ বেশী। কটীর উপর মোটেই ধিক নাই। নেট্রাম-মিউন বোগী দিন দিন শুকাইয়া যায় বটে কিন্তু তাহা গলাটাই বেশী জীর্ণ-লীর্ণ হইতে থাকে। হঠাৎ অতিরিক্ত অম্ল, লবণ, কটী, কুইনাইন সেবন এবং কটীকা দ্বারা গোড়াইবার কুফল ও ক্রোধ, বিরক্তি, শোক, ভয়, মর্ষপীড়া প্রভৃতি হইতে যে সকল পীড়া হয় তাহা পক্ষেও নেট্রাম-মিউন একটি মূল্যবান ঔষধ।

শিশুদিগেব গ্রীষ্মকালীন উদরাময়েব আক্রমণে যদি তাহাদেব গলা ও শরীরেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বায়, নখগুলি দেখিতে বিশ্রী ও আলগা হইয়া চাৰিদিকেব চামড়া শুষ্ক ও ফাটা, সন্ধিপ্ৰবণতা দেখা যায় তবে ইহাট ঔষধ।

বিকৃত ও দুর্বল ব্যক্তিদিগেব জন্মদিগেব নানাবিধ পীড়া তৎসহ এক-মডফডানিতে কার্যকরী। সূর্যাস্থিতেব জন্ম নেট্রাম-মিউরিয়টিকাম যেনেব কার্যকরী ইহাও সহজরূপে উত্তম ঔষধ। কোষ্ঠকাঠিন্যেব ইহা উত্তম ঔষধ। মলদ্বাবেব সংকটনেব অভাব, বিদ্যাবিত মলদ্বাব, অনেক চেষ্টায় সামান্য মল নির্গত হওয়া, তাহাও চৰ্ম হইয়া বাহিৰ হওয়া, মলত্যাগ কৰিবার চেষ্টায় মলদ্বাব জ্বলিয়া ফাটিয়া যাওয়া প্রস্রাবেব নানাবিধ পীড়ায় নেট্রাম-মিউরিয়টিকাম উপযোগী হৈল। হাসিবার সময়, কান্দিবার সময় হাঁটিবার সময় প্রস্রাব অজ্ঞাতসাবে নির্গত হয়। দাত্তদোষলোপ ইহা বাবজ্ঞত হইয়া থাকে। নেট্রাম-মিউরিয়টিকাম নানাবিধ চক্ষুৰোগেব বিশিষ্ট ঔষধ। আমবাত, একজিমা মস্তকেব বসন্তাবী উদ্বেদ প্রভৃতি। স্থান্যপায়ী শিশুদিগেব মাথায় হাত দিলে গোঁচায় গোঁচায় চুল উঠিয়া যায়। ডাঃ ডানহাম বলেন, স্থান্যপায়ী শিশুদিগেব চুল আঁচড়াইয়া দিলে বা হাত দিলে গোঁচায় গোঁচায় চুল উঠিয়া যাওয়া ইহাব বৈশিষ্ট্য যোনিব চুল উঠা ও ইহাও আছে। কোমবেব বেদনা, অপরিমিত ক্ষতক্ষাব, যেত প্রদৰ প্রভৃতি বোগে নেট্রাম-মিউরিয়টিকাম কলপ্রদ।

মন :—নেট্রাম-মিউরিয়টিকাম বোগীৰ স্বভাব বড়ই উগ্র, সে সামান্য কাৰণে বা অকাৰণে কান্দিতে থাকে, সামান্য বিষয়ে বাগিয়া অস্থির হয়, সেই সময় কেহ তাহাকে সান্তনা দিলে আঁকুও বাগিয়া উঠে। কিন্তু একাকী থাকিলেও আবার কান্দিয়া অস্থির হয়। বোগীয়া তাহাব জীবনকে বড়ই দাবস্বল্প ও নিবানন্দ অৱস্থা কৰে। বোগীয়া যখন অন্যতর ক্রুদ্ধ হয় তখন তাহাব জন্মস্থান অসুস্থত বকম স্পন্দিত হইতে থাকে। অত্যন্তিক ক্রুদ্ধ হইবার পৰেই আবার অধিক হাস্য কৰে; এত বেশী হাস্য কৰিতে থাকে যে তখন তাহাব চক্ষু দিয়া জল পড়ে, কেহ দুখিলে মন কৰিবার বুলি কান্দিতেছে। মূৰ্ছাবোগীৰ পর্যায় ক্রমে হাসি ও কান্দিয়া ইহা একটা উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-মিউরিয়টিকাম ইয়েসিয়াব অল্পবক বৈশিষ্ট্য, ইহাব বোগীৰ অৰণ শক্তি অত্যন্ত কম, তাহাব মাথায় যেন কিছুই নাই একপ অৱস্থা। বোগীয়া সকল বিষয়েই ত্যাচ্ছিন্না প্রকাশ কৰে। অত্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ কৰাব স্বভাব। পনলোকে তাহাব কি হইবে এই চিন্তায় অস্থির।

শিরঃপীড়া :—আমবা পূৰ্ণ পূৰ্ণ অধ্যায়ে বহু বাব বলিয়াছি, যে নেট্রাম-মিউরিয়টিকাম মাথাব যন্ত্রণা বা শিরঃপীড়া অত্যধিক আছে। বোগীৰ মাথাব যন্ত্রণা সকালবেলা অত্যন্ত বেগেব সহিত উপস্থিত হয়, এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যে, বোগী উঠাব জন্য উদ্ভাসাদন মত কৰিতে থাকে। যন্ত্রণাৰ সময় তাহাব কপালেব দুইদিক অত্যন্ত দপদপ কৰে। কখন কখন মাথাব যন্ত্রণা এত তীব্রভাবে হইতে থাকে যে, বোগী চোখে সমস্ত অন্ধকাৰ দেখে, যেন মনে হয় তাহাব মাথা ফাটিয়া গেল। মাথার যন্ত্রণাব সহিত বোগীৰ গা-বমি বমি ও মন হওয়া ইহাব বৈশিষ্ট্য, ক্ষতক্ষাবের পূৰ্ণ ও পরেই একপ ভাব বেশী দেখা দেয়। যাগবা চক্ষুৰ অত্যন্ত বাবচাব কৰে, তাহাদেব মাথাব যন্ত্রণাও ইহা উপযোগী। শিরঃপীড়াব সহিত নিত্ৰাণ্ডতাও ইহাব একটা মূল্যবান লক্ষণ। বিছালয়েব ছাত্র-ছাত্রীদেব শিরঃপীড়া, সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া দুপুববেলা সাংঘাতিকরূপে বাড়িয়া গেলে এবং সন্ধ্যাবেলা কমিয়া গেলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হইবেই। যৌবনোন্মুখ বালিকাদিগেব মাথাব যন্ত্রণাতে ইহা কার্যকরী। মাথার যন্ত্রণার সময় বোগী মনে করে যেন তাহার জিহবা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে,

রক্তশূন্যতা :—আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে নেট্রাম-সিউর রক্তশূন্যতাব একটি উত্তম ঔষধ। ইহার রক্তশূন্যতা বিবিধ কারণে সংঘটিত হইয়া থাকে। জীবনীশক্তির নিম্নেজ্ঞতা, শরীরস্থ তেজস্বর পদার্থের অপচয় যেমন জীলোকদিগের ক্ষুদ্রাশ্রাবাদি প্রচুর হইবার ফলে এবং পুরুষদিগের অতিরিক্ত

রক্তপাত, গুরুত্বপূর্ণ প্রভৃতি তরল বিধানের ক্ষয়ের জন্য রক্তহীনতা হইয়া রোগী জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণ, গাত্রচূর্ণ হরিজ্ঞান হইয়া পড়িলে নেট্রাম-মিউর উত্তম ঔষধ। বোগী খাণ দায় ভাল তত্রাচ দিন দিন গুরু হইতে থাকে বিশেষতঃ তাহার ঝাড় গলা বেশী শুকাইয়া যায়। সামান্য মাত্র শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সামান্য একটু শারীরিক পরিশ্রমে তাহার বুকেব ভিতব ভীষণ স্পন্দন হইতে থাকে। বুকে হাত দিলে মনে হয় যেন কোন পদার্থ বুকেব ভিতব ঝটপট্ কবিতোছে। নেট্রাম-মিউব বোগী শারীরিক যেমন ক্লান্ত হইতে থাকে মানসিকও সে অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ ভাবে গদীন কাটায়। সামান্য কারণে কাঁদিয়া ফেলে, কেহ তখন সাহুনা দিলে আরও বেশী কাঁদে ও উত্তেজিত হয়। শোক-তাপেব সময় কেহ তাহাকে উপদেশ দিলে বা সাহুনা দিলে সে বেশী কাঁদে বা বেশী উত্তেজিত হইয়া পড়ে। বক্তশূন্য বোগী বা বোগীগীকে নেট্রাম-মিউব প্রয়োগ করিবার পূর্বে বোগীব মানসিক লক্ষণ উত্তমরূপে দেখিয়া নিতে হইবে এবং বোগী বোজ্র সহ করিতে পারে কিনা, লবণশ্রিয় ও কটীতে অর্কচি আছে কিনা? ইহা মিলাইয়া ঔষধ দিতে পাবিলে উপকার অবশ্যস্ত্যাবি।

সর্দি :—হইয়া বোগীর নাসিকা হইতে ও মুখ দিয়া জল পড়ে এবং তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে সে হাঁটি দেয়। সামান্য একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দি হয়, তরল সর্দিব সহিত পর্যায়ক্রমে গুরু কাসি হইতে দেখা যায়। সর্দি হইয়া রোগীব নাকেব ধাবগুলি হাজিয়া যায়, তাহাব সর্দি হইলে কোন গন্ধ পায় না।

মেরুদণ্ডের পীড়া :—নেট্রাম-মিউবের মেরুদণ্ডেব বেদনার বিষয় কিছু ব্যক্ত করা কর্তব্য। মেরুদণ্ডেব বেদনা নড়াচড়ান, হাসিলে, কাসিলে বৃদ্ধি। মেরুদণ্ডেব পীড়া সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগেব ঋতু সঙ্কীর্ণ পীড়ার সময় দেখা দেয়। ঐ বেদনা পিঠের নীচে কোন কঠিন জিনিষ বাঁথিয়া চিং হইয়া শুইলে উপশম বোধ।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—নেট্রাম-মিউব রোগীব মল অত্যন্ত শক্ত, ঐ মল অত্যন্ত কষ্টের সহিত বা চূর্ণ হইয়া নির্গত হয় (ম্যাগ-মিউব, অ্যামন-মিউর, নেট্রাম-অস)। ইহার কোষ্ঠবদ্ধতা অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে, মল অত্যন্ত বড় বড়, ঐ মল সহজে বাহিব হইতে চায় না, মল বাহির হইবার সময় মলদ্বার ফাটিয়া যায় ও বক্ত পড়ে। স্ত্রীলোকদিগেব জবাযু-চ্যুতিব সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ইহা আরও স্তপযোগী। কোষ্ঠকাঠিন্যেব সহিত যদি মাথাব ব্যস্ততা থাকে, মনটা অত্যন্ত বিমর্ষ দেখা যায় তাহা হইলে নেট্রাম-মিউর একমাত্র ঔষধ।

অর্শ :—অর্শেব সহিত সাংঘাতিক কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্ত মলদ্বার ফুটিয়া গেলে এবং মলদ্বাবেব চতুর্দিকে দাঁদেব স্রাব ছোট ছোট উদ্ভেদ উঠিলে এবং মলদ্বাব হইতে বস নির্গত হইতে থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ। অর্শবোগীর মলান্ত্রেব বহির্নিঃসরণ এবং মলদ্বারে জাল করিতে থাকিলে, নেট্রাম-মিউর উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-মিউর প্রয়োগ করিবার পূর্বে ইহার চরিত্রণত লক্ষণ উত্তমরূপে দেখিয়া প্রয়োগ কবিলে মস্ত্রেব স্রাব ফল পাওয়া যায়।

অজীর্ণ ও উদরাময় :—নেট্রাম-মিউর অজীর্ণরোগের একটা উত্তম ঔষধ। একদিন যে সকল ব্যক্তি রুটি খাইতে ভালবাসিত তাহাদের রুটিতে অর্কচি জন্মিয়া—মাছ, তিক্তদ্রব্য এবং লবণাক্ত দ্রব্যের উপর আকাজ্ঞা বৃদ্ধি পাইলে ইহা উত্তম ঔষধ। অজীর্ণরোগের সহিত পেটে বেদনা, জলের স্রাব বমন, মুখ দিয়া জল উঠা থাকিলে ইহা আরও কার্যকরী। নেট্রাম-মিউব রোগী ফল সহ করিতে পারে না, ফল খাইলে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি। লবণেব প্রতি তাহার

অত্যধিক গৌক, এমন কি কাঁচা লবণ চুঁটা কবিতা পাঠিয়া থাকে, জল পিপাসাও অত্যধিক এবং আত্মবেগ পৰ আনন্দবোধও পূৰ্ণ। বোগী পাঠিয়া উঠিয়াই পেটেব কক্ষণ্ড জোড়ে কসিয়া দিলে ব্যথাব উপশম (‘আগিড-স্ক্ৰুবি’), অজীৰ্ণৰ সহিত ‘বোগীৰ’ কোষ্ঠকাঠিন্য ও চিত্তাশ্রমতা থাকে, কোষ্ঠবদ্ধতা পাকিলে চিত্তাশ্রমতাব আধিক্য হইয়া থাকে। খাটুয়া উঠিবাব পৰ বোগীৰ অত্যন্ত জন পিপাসা।

অধিবিক্ত কুইনাইন সেবনেব কৃফনেব জন্ত উদ্ভাষন হইলে বা ম্যালেরিয়া জ্বৰে উদ্ভাষন পাকিলে ইহা উপযোগী।

হৃদযন্ত্ৰেৰ পীড়া :—রক্তগত হৃদয়ৰ এবং মানসিক পীড়াগ্ৰস্ত বোগী ও বোগীলীদিগেব হৃদপিণ্ডেব নানাবিধ পীড়ায় ইহা উপযোগী। নেট্রাম-মিউবৰ অস্পন্দন এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, বোগীৰ সমস্ত শবীৰ কাঁকিয়া উঠে। হৃদযন্ত্ৰেব পঙ্কজাণি, বোদেব ভিত্তৰ হাটা-চনা কবিলে, মানসিক পৰিশ্রমাদিৰ পৰ, শোক-তাপেব গৰ, নড়াচড়া কবিলে এবং বামপার্শ্বে শয়ন কবিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

চৰ্ম্মরোগ :—আমবাত্তেব একটা উত্তম ঔষধ। সন্ধিস্থানেব আমবাত, বিশেষতঃ ‘পায়ৰ সন্ধিস্থানেব আমবাত্তে হতা বিশেষ উপযোগী। ইহাৰ আমবাত বোদেব ভিত্তৰ পৰিশ্রমাদিৰ পৰ এবং ম্যালেরিয়া জ্বৰেব সৃষ্টিত বা সমহৃতীবেণ ঠাণ্ডা লাগিয়া চাকা দাগ বাহিৰ হওয়া বিশিষ্টতা। এপিস, বাস এবং ডালকাঁমাৰাও আমবাত্তেব ঔষধ। এপিস আমবাত্তেব সৰ্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ, এপিস অধ্যায় জট্ঠবা। এপিসেব আমবাত্তে পুৰাতন হইলে নেট্রাম-মিউব প্রয়োগ বিশেষ।

নেট্রাম-মিউব একজিমা বা কাউব বোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাৰ একজিমা অতিবিক্ত লবণসেবোদেব বেশী হইয়া থাকে। শিশু বা শুভদায়ী বমীলীদিগেব মাথায় একজিমা হইয়া মেডমেডী গাভিলে এবং পূজ বাহিৰ হইয়া চুলে জটা পাকাইয়া গেলে, চুল আঁচড়াইবাব সময় গোছা গোছা চুল উঠিয়া গেলে নেট্রাম-মিউব উত্তম ঔষধ।

নেট্রাম-মিউব বোগীৰ শবীৰেব বিভিন্ন স্থান ফাটা ফাটা আছে, এবং পাত, পা, মোটেব কোণ, মস্তমণ্ডল, গুহদ্বাৰ ইত্যাদি।

ধাতুদৌৰ্বল্য :—নেট্রাম-মিউব বোগীৰ শাবীৰিক দুৰ্বলতা সৰ্ব্বোৎকৰ্ষণত অত্যধিক। বোগী কোন জীলোকেব সহিত কথা বলিলে বা নাটক, নভেলেব ভিত্তৰ জীলোকদিগেব চৰিত্ৰ সম্বন্ধে পাঠ কবিলে অথবা সিনেমায জীলোক সংক্রান্ত বিষয় দেখিলে—পুৰুষাঙ্ক উত্তেজিত না হইয়াও বেতঃপাত হইয়া থাকে। মলত্যাগেব সময় কোঁথ দিলে পাতলা পাতলা বেতঃপাত হয়, ইহাৰ শুক্রে কোনরূপ গন্ধ থাকে না। ‘বোগীৰ পুনঃ পুনঃ ইন্দ্ৰিয়েব উত্তেজনা হইবাব পৰ পাতলা ধাতুৰ স্রাব নিঃসৃত হয়। বোগীৰ দীপঙ্কমাধিব ইচ্ছা মোটেই থাকে না, তাহাৰ সহবাসেব পৰ স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বেতঃপাত হইবাব ফলে বোগীৰ কোমবে ও মেকদণ্ডে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে এবং ব্রাত্ৰে খুৰ দম্ব হইয়া বোগীৰ পা ছুঁখানি ঠাণ্ডা হইয়া যায়। অত্যন্ত ইন্দ্ৰিয় সেবাৰ পৰ পক্ষাঘাত বোগে নেট্রাম-মিউব, নাক্স-ভমিকা ও ফস্ফোবাস সমতুল্য ঔষধ।

বহুশূত্র :—বোগে যখন বোগী অত্যন্ত পিপাসায় প্রচুর পরিমাণে জলপান কৰে বা কবিবাব আকাঙ্ক্ষা, সেই সঙ্গে মুখে জল উঠা ও শবীৰ অত্যন্ত জীর্ণ-জীর্ণ হইতে থাকে এবং এক একবার অপৰ্য্যাপ্ত প্রস্রাব কৰে; প্রস্রাব কৰিবাব পৰ প্রস্রাবদ্বাৰ দিয়া স্লেয়া নিৰ্গত হয় ও

আলা করে, প্রস্রাবের বেগ আসিলে সে প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে পারে না (কষ্টিকাম, ফেরাম, জিকাম), হাঁটিতে, কাসিতে ও হাসিতে গেলে অজ্ঞাতসারে প্রস্রাব হইয়া যায় উথায় নেট্রাম-মিউর উপযোগী। নেট্রাম-মিউর রোগীও ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ পায় বিশেষতঃ রাত্রের দিকেই প্রস্রাব বেশী ঘন ঘন হয়। নেট্রাম-মিউরের প্রস্রাব খুব পরিষ্কার কিন্তু প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে ইষ্টকচূর্ণের স্থায় তলানি পড়ে (লাইকো, স্যারাইরা, সিপিয়া, চিনিনাম-সাল্ফ)। নেট্রাম-মিউরও বোগী প্রকাশ্য স্থানে প্রস্রাব কবিত্তে পাবে না।

প্রমেহ রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয় (বিশেষতঃ মীট অবস্থায় ও প্রমেহে কষ্টিক রোগের অপব্যবহারের পব নেট্রাম-মিউর উপযোগী।

স্ত্রীরোগ :—নেট্রাম-মিউর স্ত্রীবোগের একটি অতি মূল্যবান ঔষধ। ইহা স্বল্পরক্তঃ, কষ্টপূর্ণঃ, জরায়ু স্থানচ্যুতি, ঋতুপ্রকাশে বিলম্ব, যৌতপ্রদর প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী। স্ত্রীরোগ চিকিৎসার সময় লক্ষ্য করিবার প্রধান জিনিষ রোগিণীর মানসিক লক্ষণ, তারপর শারীরিক পরিবর্তন। রোগিণী অত্যন্ত জীর্ণ-বীর্ণ, শুষ্ক ও গলা সক্ষ; সামান্য কারণেই তাহার হৃদয়স্পন্দন হয়,—লবণ খাইবার অন্ত্যস্ত আকাজক্ষা, কটীতে অরুচি, তাহার রাগও অত্যন্ত, সামান্য কারণেই অর্থাৎ অল্পেই চটিয়া উঠে, ধর্ম চিন্তায় বিষমভাব, কান্না ও আবার কান্নার সময় কেশ সান্ধনা দিলে কান্নাও বৃদ্ধি বা কোপ; এই সকল লক্ষণের সহিত যদি ঋতু-বিলম্ব, পাতলা জলের স্রাব বা অতি সূত্র অল্প মাত্রায় হয় বা অধিক মাত্রায় হয় কিম্বা অনেকদিন ঋতু বন্ধ থাকিয়া বহু বিলম্ব ঋতু হয় অথবা বহুদিন স্থায়ী অথবা ঋতুপ্রস্রাবের পবিবর্তে তরল পরিষ্কার প্রদরপ্রস্রাব হয়, তবে নেট্রাম-মিউরই একমাত্র ঔষধ। ঋতুপ্রস্রাবের পূর্বে পরে ও সময়ে রোগিণী অত্যন্ত হুঃখিত, অবসন্ন ও সামান্য কাবণে রাগান্বিত হয় এবং সামান্য কারণে তাহার হৃদয়স্পন্দনের ভিতর ধড়ফড় করিতে থাকে। রোগিণীর কথায় কথায় যেমন শীত কবে, তেমন সামান্য কারণে বর্ষাও হয়। নেট্রাম-মিউর বোগিণীর যোনিব ভিতর অত্যন্ত শুষ্ক সেইজন্য সঙ্গম করিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা করে না, সঙ্গম অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। ইহা জরায়ু-চ্যুতির একটি উত্তম ঔষধ। বোগিণীর সুকালবেলা জরায়ু বাহির হইয়া বাহিতেছে বোধ, সেহজস্ত সে পাতের উপর পা দিয়া বসে। জরায়ু-চ্যুতির সহিত অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে নেট্রাম-মিউর একমাত্র ঔষধ; জরায়ু-চ্যুতির সহিত কোমরের বেদনা ঐ বেদনা চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে উপশম। নেট্রাম-মিউর ব্যবস্থা করিবার পূর্বে ইহার মানসিক পরিবর্তন, হৃদয়স্পন্দনের ক্রিয়া, লবণ খাইবার তীব্র আকাজক্ষা প্রভৃতি দেখিয়া লইতে হইবে। স্ত্রীরোগে নেট্রাম-মিউর অনেকটা সিপিয়া ও পালসেটিলার তুল্য। আমরা পালসেটিলার অধ্যায়ে ইহাদের বর্ণনা করিব।

নেট্রাম-মিউর গর্ভবতীদিগের প্রাতঃকালীন বসনেও উপযোগী।

পক্ষাঘাত :—অতিরিক্ত গুরুত্বের জন্ত পক্ষাঘাত হইলে বা কোনরূপ মানসিক উচ্ছাসের পর পক্ষাঘাত হইলে ইহা কার্যকরী ঔষধ।

শোধ :—অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনেব ফলে শোধ হইলে, শোধের সহিত অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ও বর্ষের পব সর্বলক্ষণের উপশম এবং নেট্রাম-মিউরের অন্ত্যস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য।

জিহ্বা :—নেট্রাম-মিউরের জিহ্বা একখানা ম্যাপের স্থায় অঙ্কিত, আমরা ট্যারাক্সাকাম অধ্যায়ে জিহ্বা বর্ণনাকালে তুলনা করিয়াছি। 'ডাঃ লিপি বলেন নেট্রাম-মিউরের জিহ্বাতে 'খি' 'খি' ধরা এবং নাসিকা ওষ্ঠ ও জিহ্বায় চিট্ চিট্ করা বিশেষ লক্ষণ। ইহার জিহ্বা পুরুত্ব, আঠা আঠা বৃদ্ধবৃদ্ধক থুথুর মতন এবং অগ্রভাগে ফোঁফা ও ক্ষত আছে। এইরূপ মানচিত্রের মত জিহ্বা ল্যাকে, মার্কাবি ও ট্যারাক্সাকামের আছে।

জ্বায়ু ও জিহ্বাব ক্ষত এবং ক্যান্সার ইহা দ্বারা আবোগ্য হয়, আবার সাদা সাদা গুঁড়ি পড়িলেও ইহা দ্বারা উপকার সম্ভবে।

শরীরের শীর্ণতা বা ম্যারাসমাস :—নেট্রাম-মিউরের বহু স্থানে আমরা বলিয়াছি যে উহা শরীর-রূপতার একটা উত্তম ঔষধ। এই শীর্ণতা সাধারণতঃ পবিপোষণ-ক্রিয়ার অভাবের জন্যই হইয়া থাকে। নেট্রাম-মিউর শিশু বেশ খায় দ্রাঘ কিন্তু দিনদিনই শুকাইয়া যাইতে থাকে। বিশেষতঃ তাহার ঘাড়টাই বেশী শুকাইয়া যায়। শিশুর ক্ষুধা আছে বেশ, খাইতেও পারে মন্দ না। তবুও শরীর দিন দিন শুকাইতে থাকে। বোগীর মুখের ভিতর ও গলার ভিতর সর্বদাই শুষ্ক ও গরমভাব, সেইজন্য সে অনববত জলপান করিতে চাব; জলপান কবিলার পর এবং দ্রাঘ হইবার পব শরীর স্তম্ভ বোধ। শরীর শীর্ণতার সহিত শিশুর হয় কোষ্ঠকাঠিন্য না হয় উল্লরাময় বিঘ্নমান থাকিলে এবং পূর্ববর্ণিতরূপ মানসিক পবিবর্তন ও লবণ খাইবার আকাজ্ঞা ও রুটীতে অল্পচি থাকিলে নেট্রাম-মিউরই ঔষধ।

আমরা আয়োডিয়াম, অ্যাক্রোটেনাম, সার্সাপেলিলা, ক্যালকেরিয়া-ফস্ প্রভৃতি ঔষধে এইরূপ শীর্ণতা দেখিতে পাই।

আয়োডিয়াম রোগাব খাই-খাই ভাব অত্যধিক, খাইতে পারেও সে খুব, না খাইলে তাহার কষ্টের বৃদ্ধি, তত্রাচ শরীর তাহার দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে, শরীরের গ্রন্থিসকল ফুলিয়া উঠে। নেট্রাম-মিউর শিশুর খাই-খাই ভাব খুব, খায় দ্রাঘ মন্দ নয়, অথচ শিশু শুকাইতে থাকে, বিশেষতঃ তাহার ঘাড়ের দিকটাই বেশী শুষ্ক, আর শরীর শীর্ণতার সহিত তাহার জিহ্বা, গলা, শুষ্কভাব, পিপাসা খুব, আয়োডিনে এই লক্ষণের অভাব। আয়োডিন রোগী খাইলে পর স্তম্ভবোধ করে, নেট্রাম-মিউর রোগী আহাবেব পব অলস ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে কিন্তু পরিপাকক্রিয়া আরম্ভ হইলে উপশম বোধ করে।

সার্সাপেলিলা বোগীরও ঘাড় সফ এবং চর্ম লোল ও ভাঁজপড়াব মত।

ক্যালকেরিয়া-কস্—ইহার শিশু 'জীর্ণ-জীর্ণ', অস্থিচর্মসাব, পেট ডাগর, ব্রকতালু অবজাবস্থায় থাকে এবং সেই সঙ্গে বহু শিশুর মেকদণ্ডেব বক্রতাও দেখা যায়, শিশু তাহার মাথার ভাব সহ করিতে পারে না। সেই জন্য ঘাড় ব্যাকিয়া যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বর :—নেট্রাম-মিউব ম্যালেরিয়া জবেব বা কুইনাইন চাপা জরের অথবা যে কোন তরুণ জরের উত্তম ঔষধ। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন চাপা জরেরই ইহা একটা মূল্যবান ঔষধ। জর হইবার পূর্বে বোগীর দুর্বলতা, অলস্যভাব, তীব্র ঘ্রুণা ও অত্যধিক পিপাসা দেখিয়া বুঝা যায় যে রোগীর জ্বর আসিতেছে।

নেট্রাম-মিউর রোগীর কম্প অত্যধিক, যদি রোগীর সকাল ৮টার সময় শীত-কম্প আরম্ভ হয় তবে ঐ কম্প ছপুরবেলা পর্যন্ত থাকে। সূতরাং রোগী কম্প হইবার ভবে কাতর হইয়া পড়ে,

তীব্র মাথাব্যথা, প্রবল জল পিপাসা আরম্ভ হইলেই সে বুঝিতে পারে এইবার তাহার কম্প আরম্ভ হইবে। শীতাবস্থায় তাহার মাথাব্যথা এত সাংঘাতিকভাবে হয় যে সে চোখে কিছু দেখিতে পায় না বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। যদি অজ্ঞান হইয়া না পড়ে তাহা হইলে সে মনে কবে, এই বুঝি তাহার মাথা ভাঙিয়া য় য় হইয়া গেল। আমবা ইউপেটোরিয়ামেও দেখিতে পাই শীতাবস্থায় খুব জল পিপাসা এবং ঘন ঘন জল পান করা আছে কিন্তু বোগী জলপান মাত্র তাহা ঐমি করিয়া তুলিয়া দেয়। আর্সেনিক বোগীবও জল পিপাসা আছে, সেও ঘন ঘন ও দ্রুত জল পান করে, অথচ জল তাহাব পেটে গেলে অস্বস্তি উদ্ভূত হয়। নেট্রাম-মিউব বোগীব কম্পের সময় যেমন জল পিপাসা অত্যন্ত স্বেদরূপ এই অবস্থায় বোগীব মাথাব্যথা আরও তীব্রতর হইয়া উঠে; মাথাব্যথার জন্য বোগী পাগলের ভাষা করে। সে বলে যেন সহস্র সহস্র ছোট ছোট ছিদ্র দ্বারা কেহ তাহাব মাথাব্যথা কবিতছে। বোগীর মাথাব্যথা দৃশ্য হইলে আংশিক উপশম হয়। আঁবের সময় রোগীর উপর ও নিম্ন ওষ্ঠের উপর মুক্তাব দ্বারা জর টুটো বাঁধিত হয়, ওষ্ঠের সংযোগ স্থানে ক্ষত হয় (নাম্ব), আঁবের সময় উপর ওষ্ঠের উপর অবধূটো বাঁধিত হওয়া কেবল বাস-টেন্ডে দেখা যায়।

নেট্রাম-মিউবের শীতাবস্থা যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী, উচ্চাব উত্তাপাবস্থাও সেইরূপ বহুক্ষণ স্থায়ী। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অব থাকিবার ফলে বোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। নেট্রাম-মিউব ও ইউপেটোরিয়াম-পার্কের ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে, আঁবাব ব্রাইনো-নিয়ার সহিত ইহাদের অনেক সাদৃশ্য থাকিবার জন্য ঐবধ নির্ণয় শক্ত হয়। সুতরাং ইহাদের লক্ষণের পার্থক্য জানা থাকিলে ভুল হইবার সুভাবনা কম। পিপাসাব আধিক্য আমবা তিনটি ঔষধেই দেখিতে পাই। আঁবের প্রাবল্ধে পিপাসা ইউপেটো ও নেট্রাম-মিউব উভয়েই আছে, ইউপেটোব পিপাসা অত্যধিক, আঁবাব আঁবের সময় সর্দাঙ্গে ব্যথা, মাথাব্যথা ও খুব পিপাসা, পিপাসায় বেশী বেশী জলপান করা, সমস্ত শরীর শুষ্ক দেখা যায়। ইউপেটোব মাথাব্যথা অব কমিবার সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায় না, আঁবের আঁবের চলিয়া যায়, নেট্রাম-মিউব ও ব্রাইওনিয়াব মাথাব্যথা বর্ষ হইবার পর চলিয়া যায়, ব্রাইওনিয়া ও নেট্রাম-মিউবের লক্ষণের সাদৃশ্য এত বেশী যে ধরা শক্ত। দুইটি ঔষধেই নড়াচড়ার বৃদ্ধি ও শরীরে বেদনা, পিপাসা, কোষ্ঠকাঠিন্য, তাপাবহার পর লক্ষণের বৃদ্ধি আছে, পার্থক্য এই—ব্রাইওনিয়াব রোগী একেবারে চূপচাপ পড়িয়া থাকে, নড়িতে মোটেই চায় না। নেট্রাম বোগী নড়াচড়া করে। ব্রাইওনিয়ার লক্ষণগুলি আঁবের আবস্ত হইয়া বাড়িতে থাকে, নেট্রামেব তাহা নহে, একদিন কাজ করিতে করিতে বেলা ৯।১০ টার সময় খুব শীত কবিয়া জর আবস্ত হয়, সেই সঙ্গে তীব্রতর মাথাব্যথা, পিপাসা, অবসাদ দুর্বলতা, প্রচুব বর্ষ হইয়া অব ছাড়িয়া যাওয়া দেখা যায় এবং ইচ্ছাব জর সঁবিরামই বেশী, কিন্তু ব্রাইওনিয়াব জর প্রায় ক্ষেত্রেই স্বল্প বিরাম।

নেট্রাম-মিউবের জ্বরের বর্ষাবস্থায়ও পিপাসা খুব, বর্ষ হইলে গায়েব বেদনা কমিয়া যায় না। (ইউপেটোরিয়ামের মাথাব্যথা বর্ষ হইলে বৃদ্ধি)। এই সময় রোগী সামান্য নড়াচড়া করিলে প্রচুব বর্ষ হইয়া থাকে। ডাঃ 'ব্ল' বলেন, যে-সকল জর ১১টাব সময় অত্যন্ত কম্প, উত্তাপ ও বর্ষাবস্থার সহিত প্রবল শিবোবেদনা, বর্ষ হইয়া লক্ষণের উপশম পাইলে নেট্রাম-মিউবই একমাত্র ঔষধ।

নেট্রাম-মিউবের মোট কথা :—অত্যন্ত শীর্ণতা বিশেষতঃ গলার; খাষ-দাঘ ভাল, তত্রাচ শুকাইয়া যায়; নোন্ডা দ্রব্যে লোভ।

শিরঃশীড়ায় বোগী অস্তির চট্টয়া পড়ে, স্ফ্যোদয় হইতে স্ফ্যাস্ত পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা, স্কুলের বালক বালিকাদিগে। শিরঃশীড়ায় বহু চাতুড়ির আঘাত হইতেছে এক্রণ বোধ।

প্রচুর ঋতুশ্রাব, শুক্লক্ষয় বা গ্লান বক্ষক তবল দ্রব্যেব ক্ষয়-জনিত বা মানসিক শীড়া হেতু বহুবিধ লক্ষণের আবির্ভাব।

নোন্তা দ্রব্যে বোগীর অত্যন্ত আকাংক্ষা, কটীতে অকচি। বাঁজে চোব ডাকাতেব স্বপ্নে ভাগবিত চট্টয়া ববেব ভিতর অনুসন্ধান করা।

জিহ্বা চিত্রিত, জিহ্বার কিনারায় দক্ষবৎ শীড়কা।

অন্থেন চতুর্দিক ফাটা ফাটা; তরুণ ও পুরাতন আমবাত, অত্যধিক পরিশ্রমে উৎপাদেব নিগমণ।

চুন উঠিয়া যাওয়া বিশেষতঃ মাথাব এক দিক হইতে অপূব দিকেব। তরুণ ও পুরাতন সর্ষিভাতীয় জ্বরেব মরোষধ।

জ্বব কুইনাইন চাপা জ্বব, জীর্ণজ্বরে বেনা ১০-১১টার ভিতর কম্প। জ্বরেব সময় জ্বব ঠাঁঠো, প্রচুর বর্ষের পর শাস্তি, শীতল ও উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা, তীব্র মাথাব যন্ত্রণা।

কোষ্ঠকাঠিন্দ্র মল খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহির হওয়া, মলদ্বার ফাটা ফাটা ইত্যাদি।

বোগী বড়ই বাগী, রাগের পব কান্না ও হাসি, কান্না সান্ত্বনায় বৃদ্ধি, ইহাই নেট্রাম-মিউরের মোট কথা।

জ্বরেব হ্রাস হইবার পর রোগী বড়ই দুর্বল, নিশ্বেজ ও ফ্যাকাশে হইয়া পড়ে, তাহার প্রীড়া ও যত্নে বেদনা হয়, প্রস্রাবে ছাইবর্ণের তলানি পড়ে, রুটী খাইবার অনিচ্ছা, লবণ খাইবার তীব্র আকাংক্ষা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম-মিউব কুইনাইন অপব্যবহার নিমিত্ত ঘিন্ঘিনে জ্বব, প্রীড়া-জ্বর এবং ম্যালেরিকাজাতীয় জ্বরে উপযোগী। রোগীর নাড়ী অত্যন্ত সবিবাম ও অনিয়মিত বিশেষতঃ যখন সে বাম পার্শ্ব ফিবিয়া শয়ন করে; আবার নাড়ী কখনও মন্দগতিবিশিষ্ট বা দ্রুত হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বেনা ৯।১০টা বা ১১টাব সময় বৃদ্ধি; সমুদ্রতীরে বসবাস করিলে, রৌদ্র ও আগুনের তাপে, মানসিক পরিশ্রমে, লেখাপড়া কবিলে, উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য খাইলে, বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, নিদ্রা ও জীসঙ্গমাদি পব, পূর্ণিমা তিথিতে, রুটী খাইলে, লবণ ও মধু পানে বৃদ্ধি।

মুক্ত হাওয়াব ভিতর বেড়াইলে, শীতল জলে স্নান কবিলে, উপবাস করিলে, দুগ্ধে খাইবার পব ডাণমিকে ফিরিয়া গুইলে, শক্ল বিছানায়, কাপড় আঁটিয়া শয়ন কবিলে উপশম।

সম্বন্ধ :—নেট্রাম-মিউব—ম্যাগ্নেব মত চিত্রিত জিহ্বাব—ট্যাভাক্স, বাস, পডো, আস' তুল্য।

ছাত্র ছাত্রীদিগের শিরঃশীড়ায়—ক্যালকেকরস্ তুল্য; স্ফ্যোদয়েব সর্ষে সর্ষে মাথাব যন্ত্রণায়—স্পাই, স্ত্রাস, ফস, জেল, মোনবেন তুল্য; কাসিবাব সময় অসাড়ো প্রস্রাব—কটি, ফেবাম, পালস তুল্য; রোগীর রাক্সে ক্ষুধা অথচ বোগা হইয়া যাওয়া—আখোড, অ্যাব্রোটে তুল্য; ওষ্ঠে অবষ্টা হইলে—নাস্স, বাস, আস' তুল্য; হৃদপিণ্ডে শীতবোধ লক্ষণে পেট্রোলিয়াম তুল্য; শুষ্কদ্বারে যেন কিছু আটকাইয়া আছে লক্ষণে—সিপিয়া তুল্য; মলাজেব সঙ্কোচনবশতঃ বাহে কষ্ট—ওপিয়া, কটি, ল্যাকে তুল্য; জিহ্বাব চুন আটকাইয়া আছে লক্ষণে—সাইলিসিয়া তুল্য; ঋতুশ্রাবের সময় কত্যন্ত বিষণ্ণ ভাব—সিপিয়া ও লাইকো তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৬x, ১২x, ৩০x চূর্ণ, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্ধ্ব।

নেট্রাম-সালফিউরিকাম (Natrium Sulphuricum) ।

পরিচয় :—ইহাৰ অপৰ নাম সালফেট্ অন্ড-সোডা বা সোডিয়াম সালফেট । নেট্রাম-সালফ্—এটিসৌরিক, এটিসাইকোটিক ও এটিসিফিলটিক ঔষধ । এই ঔষধটি কি হোমিওপ্যাথিক কি বাটিকেমিক অথবা কি এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেব ব্যবহার্য্য । এ্যালোপ্যাথদের ইহা একটা জ্বালাপ জাতীয় ঔষধ । নেট্রাম-সালফ্, কাল'স বাড ওয়াটাৰ নামক মিনাৰেল জলের প্রধান উপাদান ; সেইজন্ত যত্নত সঞ্চয়ী বোণে ইহা বিশেষ উপযোগী । ইহা সালফিউরিক-অ্যাসিড এবং সাধারণ লবণ সহ বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—উদরাময়, হাঁপানি, পৈত্তিক যে কোন পীড়া ; মস্তিষ্কেব আঘাতজনিত পীড়া, বহুমূত্র, মূগী, নাক দিয়া বক্ত পড়া, আঁচিল, অসাডে প্রস্রাব, প্রমেহ, মাথাৰ যন্ত্রণা, শোথ, বেথিবেরি, অর্দ্ধ শিবপীড়া, ক্ষত, নালীক্ষত, ম্যালেরিয়া জ্বর, জ্বর, পুবাঁতন জ্বর, মূত্র-বস্তুর প্রদাহ ও ইহাব নানাবিধ পীড়া, দুর্বলতা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য ।

ক্রিয়াস্থল :—নেট্রাম-সালফের ক্রিয়া পিত্তেব উপর অত্যধিক দেখা যায় । পিত্তাধিক্য জনিত যে কোন বোণে নেট্রাম সালফ্ বিশেষ উপযোগী ঔষধ । রোগীৰ মুখে-চিক্তস্থান ; পিত্তবমন, পিত্ত বাহ্যে, জিহ্বায় পিত্তজ লেপাদি, সমুদয়ই পিত্তেব ক্রিয়া এবং এই সকল ক্ষেত্রে নেট্রাম-সালফ্ উত্তমকার্য্য করিয়া থাকে ।

নেট্রাম সালফের সর্বপ্রধান লক্ষ্য করিবার জিনিষ হ্রাস ও বৃদ্ধি । যে সকল ব্যক্তি বাতীর নিম্নতলে, ভিজা ভূমিতে, নদী ও পুষ্করিণীর ধারে বসবাস করে বা যাহাবা অধিক জল ব্যবহার করে, সামান্য-জিহ্বা বায়ু লাগিলে যাহারা পীড়িত হইয়া পড়ে অর্থাৎ ঝড়বৃষ্টির দিনে যাহারা রোগে ভুগিতে থাকে, তাহাদেব জন্ত এমন কি যাহারা জলজ শাকসব্জি ইত্যাদি খাইয়া অস্থস্থ হইয়া পড়ে তাহাদেব জন্ত নেট্রাম-সালফ্ উত্তম ঔষধ ।

নেট্রাম-সালফ্ তরুণ ও পুরাতন নানাজাতীয় উদরাময়ের উত্তম ঔষধ । ইহার উদরাময় চর্চাৎ বেগে উপস্থিত হয় এবং বেগেব সহিত তরল মল নিঃসৃত হয় । সালফাৰ, পডোফাইলাম, রিউমেজ প্রভৃতি ঔষধের জায় ইহাও প্রাতঃকালীন উদরাময়েব উত্তম ঔষধ । যকৃতের, নানাবিধ পীড়া, যকৃতে বক্তাধিক্য, যকৃতে বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ।

মন :—তাহাব অধিক পিত্ত বৃদ্ধিব জন্ত মানসিক উত্তেজনার বৃদ্ধি, এমন কি "সময় সময় আত্মহত্যা করিবার আকাঙ্ক্ষা ; মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে হওয়া ইহার বিশেষত্ব । পিত্তাধিক্য বশতঃ মানসিক লক্ষণের পরিবর্তন যেমন দেখা যায়, সেইরূপ মাথাৰ আঘাতাদি লাগিবার ফলে রোগীৰ মানসিক বিকৃতিও ইহাতে দেখা যায় । তাহার কোন কার্য্যে উৎসাহ নাই, সর্বদাই বিবাদাচ্ছর । রোগী গান-বাঁজ শুনিলে বিবাদাচ্ছর হয় এমন কি উৎকৃষ্ট গান বাজনা শুনিলেও সে আচ্ছর হইয়া পড়ে । কোন বক্তবাক্যের সহিত কথাবার্তা বলিতে বা চব্বাকেরা করিতে চাহে না । তাহাব নিজের জীবনের প্রতি মোটেই মায়ামত্তা নাই ।

শির পীড়া :—রোগীৰ আহাৰাদির পৰ মাথাৰ ভয়ানক চাপ বোধ, মাথাৰ ভয়ানক ব্যথা ও দপ্পপানি বিশেষতঃ মাথাৰ উপরিভাগে ঐ ব্যথা বেশী হয়, ঐ ব্যথা মলত্যাগের পর কমিয়া যায় । সন্ধ্যার পর হইতে তাহার মাথা অতিবিক্ত ঘুরিতে থাকে, সেই সঙ্গে পিত্ত বমন বা গাঁ-বমি-বমি করা,

মুখে তিক্তাশ্বাদ। মাথাঘোরার সহিত পিত্তজ উদরাময়, মলভ্যাগের পর মাথাঘোরার উপশম। মাথায় আঘাত লাগিবার ফলে তীব্র মাথাব্য যন্ত্রণা বা মানসিক বিকার জন্মিলে ইহা উত্তম ঔষধ। বহুকাল পূর্বে মাথায় আঘাত লাগিলে বা আছাড় খাইয়া মস্তকের যন্ত্রণা খুঁসিয়া ফিরিয়া আসিলে (আর্গিকা, চাইপাবি, জিকাম-ফস); পড়াশুনা কবিলে ঐ যন্ত্রণা তীব্র হইলে বা রোগী তাহাব মস্তিষ্ক অসংলগ্ন অবস্থায় আছে ভাবিলে বা থাকিয়া থাকিয়া মস্তক নাচিয়া উঠিলে ইহা উপযোগী ঔষধ।

পৈত্তিক লক্ষণযুক্ত আধকপালে মাথাধারারও ইহা ঔষধ। ডাঃ কেণ্ট বলেন ‘মেকমজ্জা-ঝিল্লীর প্রদাহেব দ্বেগ ইহা একটা উত্তম ঔষধ। বোগীর মস্তিষ্কেব নিয়ন্ত্রণে ‘ভয়ানক চৰ্ৰণবৎ বেদনা, মস্তিষ্কর ভিতব বক্তসঞ্চাযাধিক্য বশতঃ সে প্রলাপ বকে, শরীর ধক্কের জ্ঞায় বক্র হইয়া যায়।

‘চক্ষুরোগ :—নেট্রাম-সাল্ফ রোগীৰ চক্ষুব পাতাব উপব বড় বড় ফোঙ্কাব ক্রায় মাংসাক্ষুব বা আঁচিল জন্মিলে ও চক্ষু হইতে চল পড়িলে বা জ্বালা কবিলে ইহা উপযোগী। চক্ষু হঠাত পীতবর্ণেব পূঁজ নির্গত হন এবং চক্ষুর ভিতব জ্বালা কবে। বোগীৰ চোখেব পাতা অত্যন্ত ভারী বোধ, সন্ধ্যাবেলা অধ্যয়ন কালে চক্ষুর ভিতর চাপ বোধ বেশী হয়।

কোনায়াম--লেখাপড়া বা হটীকার্য কবিবাব সময় চক্ষুতে চাপ বোধ।

ইগ্লেসিয়া--পড়াশুনা ও হটীকার্য কবিলে চোখের যন্ত্রণাব বৃদ্ধি।

ম্যাঙ্গেনাম--প্রদীপেব সম্মুখে অধ্যয়ন ও হটীকার্য কবিলে বৃদ্ধি। নেট্রাম-সাল্ফ রোগীৰ চক্ষু হইতে পূঁজ নির্গমন হেতু সকালে চোখের পাতা জুড়িয়া যায়।

নাসিকার রোগ ও সর্দি :—ঋতুর সময়, ঋতুব পূর্বে বা ঋতুর পরিবর্তে নাসিকা হইতে ঋতুর রক্তস্রাব হইলে ইহা দ্বারা উপকাব দর্শে। সাধারণতঃ এই রক্তস্রাব বৈকালের দিকে বেশী হয়।

ব্রাইয়োনিয়া ও ক্রোমিয়াম--রোগীৰ ঋতুস্রাবেব পরিবর্তে নাসিকা হইতে বক্তস্রাব হয়।

ভিজিটেলিস--রোগীৰ ঋতুস্রাবেব পরিবর্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়।

ফস্ফোরাস--ঋতুস্রাবেব পরিবর্তে ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব হয়।

সিপিয়া, সাল্ফার--মধ্যে মধ্যে বক্তস্রাব ধামিয়া গিয়া পুনরায় বক্তস্রাব হইলে উপযোগী।

নেট্রাম-সাল্ফ রোগীৰ ধাতুগত উপদংশ হেতু নাসিকার ক্ষত হয় উহাকে ওজিনা-সিফিলিটিকা বলে, ঐ নাসিকার ক্ষত গ্রীষ্মেব পর বর্ষাঋতু পড়িলেই বেশী হয়। নেট্রাম-সাল্ফ বোগীৰ সর্দি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ বর্ষাকালে, ভিজা স্থানে বসবাস ইত্যাদির জন্ত সর্দিরোগে ইহা বাস-টক্স, অ্যাবেনিয়া ডাযডেমা তুল্য ঔষধ।

দস্তশূল :—ইহা দস্তশূলে কফিঘর্ষ ক্রায় উপযোগী ঔষধ। দস্তশূল বা দাঁতের নানাবিধ পীড়া সাইকোসিস দোষের জন্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে। দস্তশূল ধূমপানে অথবা তামাকের ধূম লাগিলে অথবা মুখে ঠাণ্ডাজল বাখিলে আরাম বোধ বা উপশম।

অজীর্ণ :—অজীর্ণ বা ডিসপেপসিয়া রোগে যখন রোগী পিত্তবমন, পিত্তবাহে করে, জিহ্বায় পিত্তজ লেপ, মুখে পিত্তবাদ পাওয়া যায় তখন নেট্রাম-সাল্ফই একমাত্র ঔষধ। যখন জিহ্বায় সবুজাভ বাদামী বর্ণেব লেপ দেখিতে পাওয়া যায় তখনই বুঝা যায় যে পিত্তবৃদ্ধি হইতেছে। অথর্বের পীড়ার জন্ত পেটে বায়ু জমিয়া পেট ফুলিয়া উঠিলে, বুক জ্বালা করিলে ও গলা বাহিয়া অন্ন উপদ্রুর উঠিলে ইহা উপযোগী। নেট্রাম-সাল্ফ রোগী শাক-সজি সহ করিতে পারে না অথচ রুচী ও মাংসে অরুচি। বৃদ্ধা জীলোকদিগের বংশাধুক্রমিক উদবাসমে ইহা একটা উত্তম ঔষধ।

যে সমস্ত ছাত্র বা পূর্ণ বয়স্ক—অত্যধিক অধ্যয়ন বা মানসিক পরিশ্রমাদির পর যত্নে পীড়ায় ভুগিতে থাকেন বা যত্নের স্থানে বেদনা, অঙ্গপ্রদাহাদি হইলে নেট্রাম-সালফ উপযোগী। ইহার। যষ্টি বর্ষাকালে প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ভুগিতে থাকেন তবে আর কথা নাই, নেট্রাম-সালফই একমাত্র ঔষধ। শ্রাবা বা সীসক অপব্যবহার হেতু শূলবেদনাযও নেট্রাম-সালফ উপযোগী।

উদরাময়ে:—নেট্রাম-সালফের খ্যাতি অত্যধিক। প্রাতঃকালীন উদরাময়েই ইহার অত্যধিক খ্যাতি। প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিয়া দুই পা হাঁটিবার পর হঠাৎ তাহার মলেন বেগ এত পায় যে আর অপেক্ষা করিতে পারে না, অমনি ছুটিয়া পাখানা যায়। অনেকটা বায়ু নিঃসরণের সহিত তোড়ে ইহার বাহ্যে হয়, বাহ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া ইহার বাহ্যের বিশেষত্ব। ইহার মল সবুজ বর্ণের পিত্তসংযুক্ত। নেট্রাম-সালফ রোগী প্রাতঃকালে হয়তো ২১ বার বাহ্যে কবির্বা আব সমস্ত দিন বাহ্যেই করিল না, কিন্তু পেটের ভিতর ভুটভাট করা, গিড়গড় করা লক্ষ্য সমস্ত দিনই বিদ্যমান থাকে। প্রাতঃকালীন উদরাময়ের জন্য সালফার, পডো, আলোজ, রিউমেক্স প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী অ্যালোজ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নেট্রাম-সালফের উদরাময় অন্তান্ত রোগের শ্রাব বর্ষাকালে, ভিজা স্থানে বসবাস করিবার ফলে, পাকা বাড়ীর নীচের তলায় বসবাসের জন্য হইয়া থাকে।

নেট্রাম-সালফ কলেরার একটি প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক ঔষধ। কলেরা মহামারীর সময় ইহার ৩২ শক্তি প্রত্যাহ ২১ মাত্রা সেবন কবিলে উপকার দর্শে। কলেরাব প্রথম অবস্থায় যখন সর্বদা বমির ভাব, মুখে তিক্তস্বাদ প্রভৃতি পাওয়া যায় তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া লক্ষ্য যাইতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্য:—ইহাতে যেমন উদরাময় আছে সেইরূপ কোষ্ঠকাঠিন্যও আছে। কোষ্ঠ-কাঠিন্যে মল কঠিন গুটলে গুটলে এবং স্লেয়া জড়িত দেখা যায়। মল খুব কৌথ দিয়া বাহির কবিতো হয়। কেহ কেহ বলেন—অধিক মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে জ্বালাপেব শ্রায় কার্য্য কবে। **নেট্রাম-ক্লোরেটাম**ও একটি জ্বালাপের উপযুক্ত ঔষধ, ইহার বোগীব একাদিক্রমে ২৩ দিন পর্যন্ত বাহ্যে বন্ধ থাকে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে ঐরূপ কোষ্ঠকাঠিন্যের বোগীকে নেট্রাম ক্লোরেটামেব ৩২ চূর্ণ রোজ ২ বার ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করা হইয়া সাত দিনের ভিতর আবোগ্য করিতে সমর্থ হইয়া ছিলাম। পরে অবশ্য ধাতুগত লক্ষণানুসারে নেট্রাম-মিউর, সালফার প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। অল্পেব আবরক ঝিল্লীর প্রদাহও ইহা দ্বারা আবোগ্য লাভ করিতে পারে। এই রোগ হইয়া পেটে জল জমে, উঁহা উদরাময় হইলেও কমে না।

পিত্তশীল:—পিত্ত-পাথুরী রোগের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। পিত্ত-পাথুরী হইয়া রোগীব পিত্তবমন, পিত্তবাহ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য মুখে তিক্তস্বাদ প্রভৃতি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

বহুশূত্র:—বহুশূত্র রোগে ইহা ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। প্রস্রাবে চিনি বা শর্করা দূর কবিতো নেট্রাম-সালফের ক্ষমতা আছে। যত্নের এবং পিত্তের নানাপ্রকার বিকৃতি বশতঃ বহুশূত্র হইলে পরও নেট্রাম-সালফ দ্বারা বেশী উপকার দর্শে। প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে লিথিক অ্যাসিড নিগত হয়, উহা দেখিতে অনেকটা ইটের গুড়ার শ্রাব (লাইকো)। যে পাড়ে প্রস্রাব করে তাহার চাবিধাবে লিথিক অ্যাসিড লাগিয়া থাকে। প্রস্রাবে পিত্ত নিঃসৃত হওয়াও ইহার চরিত্রগত লক্ষণ।

বহুমূত্রের জন্য অনেকগুলি ঔষধ আছে তন্মধ্যে অ্যাসিড-অ্যাসেটিক, অ্যাসিড-ফস, ক্রিয়োজোট, লাইকো-ভার্জিনিকা, রস-এরোমেটিকা, সিজিজিয়াম উত্তম ঔষধ।

অ্যাসিড অ্যাসেটিক :—ইহার রোগী প্রচুর প্রস্রাব করিয়া অত্যন্ত ফ্যাফাসে হয়। রোগীর গাএ দাঁত সেই সঙ্গে তীব্র জল-পিপাসা, জল পানের পর প্রচুর পবিত্রাব প্রস্রাব করে, নেট্রাম-সালফের দ্বারা লিখিক অ্যাসিড ও পিত্ত নির্গত হয় না। অ্যাসিড-ফসের ক্রিয়া মূত্র গ্রন্থি উপর খুব বেশী, নেট্রাম-সালফের যেমন যকৃত ও পিত্তের উপর ক্রিয়া অত্যধিক, অ্যাসিড-ফসের রোগী তেমন দুধের দ্বারা সাদা প্রস্রাব করে। সেই প্রস্রাবে চিনি পূর্ণ থাকে আর নেট্রাম-সালফের বোগীর প্রস্রাব পিত্তপূর্ণ ও লিখিক অ্যাসিড পূর্ণ, চিনিও তাহাতে বিচ্যমান থাকে। অ্যাসিড-ফসের প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে উহার ভিতর জেলিভ দ্বারা পদার্থ দেখা যায়, নেট্রামে ঐরূপ দেখা যায় না। অ্যাসিড ফসের বোগী অত্যন্ত দুর্বল ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। ক্রিয়োজোট রোগীর প্রস্রাব স্নাত্রে বহুবার হয়, কখনও অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া যায়, ইহার প্রস্রাবের পরিমাণ যেমন বেশী সেইরূপ দুর্বলপূর্ণ। ক্রিয়োজোট রোগীর এত হঠাৎ প্রস্রাব পায় যে উঠিবার সময় থাকে না, নেট্রাম-সালফে ঐরূপ হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ দেখা যায় না। **লাইকোপাস-ভার্জিনিকা—**ইহাও বহুমূত্র রোগের একটি উত্তম ঔষধ; অত্যন্ত প্রস্রাব করিবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর খুব ক্ষুধা পায়, বহুমূত্র হওয়া অতি অল্প কালের ভিতরই রোগী ভয়ানক দুর্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, ডাইবেটিস বা বহুমূত্র রোগের সহিত সাদৃশ্য থাকে ইহার বিশেষত্ব। ইহা নেট্রাম-সালফ বা অল্প ঔষধে নাই। **রস-এরোমেটার—**যে সকল বহুমূত্র রোগে প্রস্রাবের গুরুত্ব অনেক কমিয়া যায়, বোগী অত্যন্ত দুর্বল শীর্ণ হইয়া পড়ে, অতিশয় পিপাসা, মধ্যে মধ্যে উদরাময় ও আমাশয় এবং প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **সিজিজিয়াম** বহুমূত্রের শর্করা দূর করিতে অতি চমৎকার ঔষধ। নেট্রাম-সালফ ও অ্যাসিড-ফসও মূত্রের শর্করা দূর করিতে অতি চমৎকার ঔষধ। নেট্রাম-সালফ ও অ্যাসিড-ফসও মূত্রের শর্করা দূর করিয়া দেয় কিন্তু সিজিজিয়াম প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও গন্ধমহের ক্ষত আরোগ্য করিতে অধিকারী।

হাঁপানি ও কাসি :—বহুদিন স্থায়ী সর্দিরোগ হইতে যে সকল হাঁপানি হয় এবং হাঁপানির কাসির সহিত গলায় ষড় ষড় শব্দ হয় সেখানে নেট্রাম-সালফ উপযোগী। বোগী কাসির সহিত ঘন সবুজ বর্ণের দড়ী দড়ী কিসা পুঞ্জের দ্বারা গয়ার বাহির কবে এবং কাসিবার সময় নিজের বুকে হাত চাপা দিয়া কাসে, কাসিবার সময় মর্মে হয় তাহার বুকে ক্ষত হইয়াছে।

প্রমেহ :—তকণ গণোরিয়া রোগে সাধারণতঃ নেট্রাম-সালফের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। পুরাতন প্রমেহ রোগে যখন শ্রাব ঘন ও সামান্য সবুজ বর্ণের অথবা সবুজাভ হলদে বর্ণের (শ্রাব) নিঃসৃত হয় এবং যখন প্রস্রাব করিতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না তখন ইহা বিশেষ উপযোগী (পালসে); পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ মিট অবস্থা বা লুপ্ত প্রমেহ রোগের সহিত কোনরূপ পিত্তসংঘটিত রোগ থাকিলে ইহা আরও কার্যকরী।

স্ট্রীরোগ :—ঋতুশ্রাবের পূর্বে ও সময়ে নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব। ঋতুশ্রাব অত্যধিক, যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়, চুলকায়, জ্বালা করে ও ফুসুড়ীর দ্বারা উঠে। যেত-প্রদরের শ্রাবও যেখানে লাগে সেই স্থান জ্বালা করে ও ঋতুশ্রাবের ন্যায় হয়।

শোথ ও বেরিবেরি :—রোগের ইহা একটি উত্তম ঔষধ, বিশেষ অধ্যায়ে দেখুন।

চর্মরোগ :—বোগীর শরীরে সাইকোসিস দ্বায়েব জন্ম আছিল উঠিলে ও বহুবিধ চর্মপীড়ায় ইহা উপযোগী ঔষধ। দেহের স্থানে স্থানে বসপূর্ণ শুষ্ক উঠিয়া অত্যন্ত চুলকাইলে এবং উহা হইতে জলেব স্রাব অধিক পৰিমাণে রক্ত নির্গত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ম্যালেরিয়া ও স্রাবা বোগের পর শরীরে এক প্রকার চর্মপীড়া বা খোস বাহির হয়, উহাব বিশেষত্ব এই যে গায়েব ঢাকা খুলিলেই চুলকাইতে আরম্ভ করে। শ্রুতিস্মৃতিতে স্থানে বসবাস জলে ভিজা ও পাকা বাড়ীর নীচেব তলয় বসবাস কবিরাব ফলে যদি একজিমার স্থান উদ্বেদ বাহির হয় এবং উহা হইতে জলবৎ চবিত্রাত পুঞ্জ নির্গত হইতে থাকে তবে ইহাই ঔষধ বাস-টক্স।

জ্বর :—নেট্রাম-সালফ ম্যালেরিয়া, স্বল্পবিবাম বা অবিবাম অব্যেব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্ষাকালীন জ্বরের সময় প্রায় ক্ষেত্রেই এই ঔষধ একাই ঐ জ্বর আবোগা কবিত্তে সমর্থ হয়। রাসটক্স ও বর্ষাকালীন অব্যেব একটি উত্তম ঔষধ, বাসটক্সেব অব্যেব ছটফটানি ঘটাত্ত, ছটফট করিলে গাত্র বেদনার হ্রাস, জল-পিপাসা এবং ত্রিকোনাকৃতি জিহ্বাই বিশেষ লক্ষ্য কবিরাব বিষয়। নেট্রাম-সালফের অব্যেব বর্ষাকালে বেশী হয় সেইরূপ শ্রুতিস্মৃতিতে স্থানে বসবাসেব ফলে গ্রীষ্মের অবসানের পর বর্ষার প্রাবন্তের অব্যেব উপযোগী। ইহাব অব্যেব সকাল ৩৪ টাব সময় বা একদিন অন্তব, দুইদিন অন্তব অথবা দৈনিক আসে। ইহাব অব্যেব বেলা ১২টা হইতে বৈকাল, সন্ধ্যা বা যে কোন সময় আসিত্তে পাবে। অব্যেব সময় হাত পায়েব জ্বালা, মুখে তিক্তস্বাদ, জিহ্বায় সবুজ বর্ণের বা পাংগু বর্ণের লেপ, পিত্তবমন ইত্যাদি থাকিলে যে কোন জ্বরেই ইহা উপযোগী। অব্যেব ছাড়িবাব সময় প্রচুর ঘর্ষ হয়।

নিজ্জা :—রোগী দুপূব বেলা কোন প্রকার লেখা পড়া করিত্তে বসিলেই তাহার ঘুম পায়। রোগী ঘুমাইযা পড়িবাব শ্লথ সময়ের ভিতরই যেন ঘুমেব ভিতর ভয় পাইয়াছে একপভাবে চমকাইয়া উঠে, ঘুমেব ভিতর অদ্রুত অদ্রুত স্বপ্ন দেখিয়া তাহার ঘুম বাবংবার ভাঙ্গিয়া যায়। রোগী সন্ধ্যাবেলাই ঘুমাৎক রাত্রে ১২।১টাব পর ঘুমাৎক, সে ৪.৫ ঘটাব বেশী ঘুমাইতে পাবে না, তাহার ঘুম ভাঙ্গিবাব সঙ্গে সঙ্গে হাঁপানির টান আবন্ত হইবে।

হ্রাস-বুদ্ধি :—ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার করিলে, কিছু গিলিবাব সময়, কথা কহিলে, সকাল বেলা, বর্ষা ঋতুতে, শ্রুতিস্মৃতিতে স্থানে বসবাস করিলে, অধিক জল ব্যবহার করিলে, ঝড়বৃষ্টির ভিতর পুশ্রম করিলে বোগের বুদ্ধি। টিপিয়া দিলে, কোমবের কাপড় ঢিলা করিয়া দিলে, ব্যায়ামের পর গুরু হাওয়ার ভিতর হাঁটা চলা কবিলে হ্রাস।

সম্বন্ধ :—নেট্রাম-সালফ সাইকোসিস রোগে খুজা, মেডো, ত্যান্সি, পলসে তুল্য; প্রীহা রোগে—মার্কারী ও আবোনিয়া-ডায়া তুল্য; চক্ষুরোগে—গ্র্যাফাইটিস, হিপার-সালফ তুল্য; কাসি ও উদবাময়ে—ব্রাইওনিয়া তুল্য; বহুমূত্র রোগে—লাইকোপোডিয়াম তুল্য; দন্তশূলে—কফিয়া তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x, ১২x চূর্ণ, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদুর্ধ্ব শক্তি।

নেট্রাম-সালফিউরোসাম্ (*Natrum Sulphurosum*)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ যে সকল উল্লরামযে মর্দের ফেনার জ্বাষ ফেনা দেখা যায় সেই উল্লরামযেব জন্য উপযোগী ।

নেট্রাম-সালফোকারবল (*Natrum Sulpho-Carbol*) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ রক্তদৃষ্টি ও পুঁজযুক্ত পুর্বোসিস বোগে ব্যবহৃত হয়, ৩x চূর্ণের ৩৫ ৫গ্রণ মাত্রা প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবা ।

নেট্রাম-সিলেন (*Natrum Selen*) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ পুর্বাতন ঝাঁস যন্ত্রের পীড়া এবং ঝাঁসনানীর যক্ষ্মাবোগে কার্য্যকরী ।

নেট্রাম-সিলিনিকাম (*Natrum Silenticum*) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট স্বরযন্ত্রেব যক্ষ্মাবোগে—যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তাভ স্লেয়াখণ্ড গয়েরের সহিত নির্গত হয় সেইস্থানে প্রয়োগ করা যায় । বোগেব প্রাবল্লেই এই ঔষধ ব্যবহৃত্য ।

শক্তি :—৩x, ১২x, ৩০ ।

নেট্রাম-সিলিকাম (*Natrum Silicum*) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ খাঙ্কু-দোষ বা কুল-দোষের জন্য আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক প্রয়োজ্য । রক্তশ্রাব প্রবণতায় বিশেষতঃ নাসিকা-হইতে রক্তশ্রাব প্রবণতায় বা যক্ষ্মাবোগে বিশেষ উপযোগী । ইহা পুর্বাতন সন্ধিবাৎ, অস্থির কোমলতা, গণ্ডমালা জনিত অস্থিরতা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্ত্তী দুর্বলতাব একটা উত্তম ঔষধ ।

শক্তি :—তৃতীয় ক্রম ।

নেট্রাম-সিলিকো-ফ্লোর (*Natrum Silico Fluor*) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হাড়ের বিবিধ পীড়া এবং হাড়ের ক্ষতরোগে উপযোগী ।

নেট্রাম-স্যালিসাইলিকাম (*Natrum Salicylicum.*) ।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম স্যালিসাইলেট অভ সোডা ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ দুর্বলতা, অবসাদ, তোতলামি, টেরাচক্ষু, কাণের ভিতর নানাবিধ শব্দ, বধিরতা, শোথ, অস্থিরেটনীর প্রদাহ, আমবাত প্রভৃতি বোগে ব্যবহৃত হইতে পারে ।

নেট্রাম-স্যালিসাইলিকাম বধিরতা বোগেব উত্তম ঔষধ । কাণের ভিতর ক্ষত হইবার ক্ষত মাথা ঘুরানি বোগে ইহা একটি বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ । মাথা ঘুরাইবাব সময় সে মনে করে যেন তাহার চতুর্দিকস্থ দ্রব্যাদি ঘুরিয়া যাইতেছে । টেরাচক্ষুর ইহা একটি উত্তম ঔষধ । রোগী যে কোন জিনিষের প্রতি তাকায় তাহার নজর দেখিলে মনে হইবে একটি চক্ষু দ্রব্যটির উপর আছে, অন্যটি অপর দিকে আছে । সাইকিউটী, চেলিডো, স্পাইজিলিয়া প্রভৃতি ঔষধে টেরাচক্ষু আছে, ইহাদের দৃষ্টি নামামূলের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে । এই ঔষধ ভোক্তা-ল্যামিরও একটি কার্য্যকরী ঔষধ ।

নেট্রাম-স্যালিসাইলিকাম রোগীর গায়ে মাঝে মাঝে লোমহর্ষণ হইতে থাকে ; রোগীর পায়ে ও পেটে আমবাতের স্রাব উদ্ভেদ এবং হাত ও মেহের অন্ত্রাঙ্গ অংশে পোড়ানাবান্ধার স্রাব চর্মরোগ বাতির হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য । ইহাব রোগী অল্পই হাঁপাইয়া উঠে, সামান্য পরিশ্রমে এত হাঁপায় যে রাস্তার লোক পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে পায় । ইহার রোগী পর্য্যায়ক্রমে শান্তভাবে ও উদ্ভ্রান্ততা প্রকাশ করে । সে সময় সময় মানাপ্রকাব ভুল শুনিতে পায় । যমির ধাক্কা সে সামলাইতে পারে না । বমি হইবার পূর্ব সে অচেতন হইয়া পড়ে । গল্‌থিরিয়াতেও এইরূপ বমনাস্তে অচেতন হইয়া পড়ে ; রোগী ঠাণ্ডা হটক গরম হটক যাহা কিছু পান কবে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া তুলিয়া দেয় ।

শক্তি :— $\frac{1}{2}$ x, 8x, 6x দশমিক ।

নেট্রাম-হাইপোক্লোরোসাম বা ক্লোরোটেম ।

(*Natrum Hypochlorosum or Chloratum.*)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম লাইকর-সোডি-ক্লোরেট ।

ব্যবহারস্থল :—মূর্ছা, পাণ্ডুরী, মূত্র-পাণ্ডুরী, বক্তমূত্র, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ, ডিম্বকোষের পীড়া, জ্বায়ুব মধ্যে জল সঞ্চয়, শিরঃপীড়া, শিরোগূর্ণন প্রভৃতি বোগে ব্যবহার্য্য ।

এই ঔষধটি ইংলণ্ডের খ্যাতনামা চিকিৎসক আর. টি. কুপার, প্রথম পরীক্ষা করেন নেট্রাম-ক্লোরোটেম জরায়ুর নানাবিধ পীড়ায় এবং জরায়ুর বিকৃত অবস্থায় বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে ; এই ঔষধটি জরায়ুর একটি উত্তম ঔষধ । যখন জ্বায়ুতে জল সঞ্চয় হইয়া জরায়ুচ্যুত হয়, মনে হয় যেন জরায়ু নিয়গামী হইয়া যাইতেছে ; ইহার জন্য যদি তাহার স্বাস্থ্যের নানাপ্রকার বিকৃতি ঘটে তাহা হইলে এই ঔষধ সিপিয়া, লিলিঘাম, সিমিসিফিউগা, নেট্রাম-মিউর সমতুল্য ঔষধ । এই ঔষধ সিপিয়া, লিলিঘাম, সিমিসিফিউগা, নেট্রাম-মিউর সমতুল্য । এই ঔষধটি সাধারণতঃ জরাজীর্ণ ক্ষীণ মেহ, ও অলস স্বভাবের স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় উপযোগী । ঋতুস্রাব অত্যন্ত চাপ চাপ ও কালবর্ণের, ঋতুর সময় রোগিনী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং চক্ষুর চারিদিকে কালবর্ণের দাগ পড়ে । জরায়ু হইতে প্রচুর রক্তস্রাবও ইহাতে দেখা যায় । ইহার রোগিনীও অন্ত্র

নেট্রামের ত্রায় বৌদ্ধ ও উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। ইহা মাথায় যন্ত্রণা ও মাথা ঘোঁষারও একটি ঔষধ। জরায়ুচ্যূতির সতিত তাহাব নৌচুব কপালেব এক দিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত বেদনা ও চক্ষুৰ মধ্যে, ব্রহ্মতালুতে তাঁর যন্ত্রণা অন্তঃব কবে। কখন কখনও তাহাব হাত পায়ে পক্ষাঘাতের ত্রায় হইয়া হাতের আস্রুন অসাড় হইয়া যায়। কোন কোন সময় তাহাব মুচ্ছার ভাব হইয়া সম্মুখের দিকে বুকিয়া পাড়বাব উপক্রম হয়। নাসিকা হইতে দ্বিবাভাত্র কালবর্ণের চাপচাপ বক্ত্রাব হইতে দেখা যায় (ক্যামো; ফেবাম, ফেরাম-মিউর, লিসিন, অ্যা-নাই, পালসে, রস)। রোগীর পোকাযাণ্ডা দাঁতে তাঁর বেদনা হইয়া যখন ঐ বেদনা মুখেব ডাণ দিকে চাপিত হয়, প্রাতে ও রাত্রে যখন ঐ বেদনা প্রথবতর হয় তখন ইহা ব্যবহার্য্য। বারংবার মাঢ়াতে ফোড়া হইলে ইহা দ্বাবা আরোগ্য করিতে পারা যায়, রোগী মুখ ফিটাকবিব কটু স্বাদ পায়, জিহবা ক্ষতযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে। নেট্রাম ক্রোরেটাম রোগিণী রক্ত বিকৃতিব এক ক্রমান্নয়ে শীর্ণ, অবশ, ও দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে।

ইহার কোষ্ঠকাঠিন্য সাংঘাতিক। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য রোগিণীর ২০ দিন পর্য্যন্ত রাহে হয় না। চঠাং বাহেব বেগ পাইবাব পর শক্ত দুৰ্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ কবে; মলত্যাগের পর ক্ষুধিযুক্ত হয়। নেট্রাম-ক্রোবেটামের রোগী সমস্ত দিন কাসে অথচ কোনরূপ শ্লেয়া উঠে না। সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিবাব সময় কোমরে অত্যন্ত বেদনা তৎসহ দুইখানা হাতই ফুলিয়াছে বোধ, আবার কোন দিন ডাণ হাত কোন দিন বা বাম হাত ফুলিয়া যায়।

সদৃশ :—অরাম-মিউব, প্যাট্রো, নেট্রাম ক্রোবেটাম, নেট্রাম-কার্ব, নেট্রাম-মিউব, কেলি-ক্রোর, সিপিয়া, লিলিয়াম-টাং, ফেবাম-আগড, লাইকো, চাঘনা প্রভৃতি সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০ শক্তি।

(Naphthalinum.)

পরিচয় :—আলকাতবা পিশিত কবিয়া যে তাইড্রোকাকরন বাহিব হয় ইহা তাহাই। বিচূর্ণন পদ্ধতিতেই তৈবী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ দৃষ্টিক্ষীনতা, ছানি, সাম্প্রপাতিক জর; হাঁপানি; কৃমি, ছপিং কাসি, প্রমেহ; উদবামযাদি রোগে উপযোগী।

ন্যাফথালীনামেব কৃমি নাশ করিবাব শক্তি যথেষ্ট আছে, ইহাব রোগী বা শিশু—কৃমির জন্ত বারখার নিজেব নাসিকার অগ্রভাগ চুষকায। হেমস্তকালীন তরুণ সন্ধি বোগে যেখানে নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ জলের ত্রায় অক ক্ষয়কাবী শ্লেয়াস্রাব নির্গত হয় এবং বারংবার ইটি দ্বিতে থাকে সেখানে ইহা ব্যবহার্য্য। হেমস্ত-কালীন চক্ষুর প্রদাহের জন্য বাধীগুক্ত, অবিক্রিম হইলেও উহা ব্যবহেয। চোখের ছানি ও চোখেব অম্পষ্ট দৃষ্টিতে ইহা ব্যবহেয। চোখের ছানি ও চোখের অম্পষ্ট দৃষ্টিতে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

এই ঔষধ ছপিং কাসিরও একটী উত্তম ঔষধ; ক্রমান্নয় ছপ, ছপ শব্দ করিয়া এত কাসি হয় যে রোগী স্বাস গ্রহণ কবিবাব অবসর পায় না। ভলগ্রডোংগল—যন্মারোগের কাসিতেও ইহা উপযোগী ঔষধ বলেন। তিনি বলেন কাসির জন্য রোগী ঘুমাইতে পারে না, তাহার একটু তন্ম্বা হইবার উপক্রম হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার কাসি হইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। রাত্রে প্রচুর স্বপ্ন হইয়া

রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে এবং দিনের বেলা উদরাময় হয়। মল অত্যন্ত পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত ও বাবাবাব হয়; তাহার দিনের বেলায় বাহ্যে হওয়া বিশিষ্টতা। ন্যাফথালীন প্রমোথ ও লালামেচ বোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার প্রস্রাব কিছুকণ ধবীয়া বাখিবার পর কাল হইয়া যায়।

ইহা দ্বাবা দীর্ঘকালের পুৰাতন পীড়াদি আরোগ্য হইতে পারে। ইহার রোগ চঠাৎ আবির্ভূত হয়, নিম্নোক্তের পক্ষাঘাতও ইহা দ্বাবা আনোগ্য হইতে পারে, চঠাৎ জ্বর হইয়া মাখান যন্ত্রণা ও অরুচিসহইনে ইহা উপযোগী, বাতশ্লেয়া জ্বরের উত্তাপ ইহা দ্বারা হ্রাস হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ :—ন্যাফথালীনাম কাসিবোগে—বেল, সিনা, কঙ্কাস, কোরেলি-কব, আফিকা, ড্রুসেবা, ইপিকাক, মিফাইটিস তুল্য; যক্ষাবোগে—টিউবাকুলিনাম, অসিস, আয়োড, ক্যালেক-ফসফাস; হেমফকালের সন্ধি-কাসিতে—অসিস, সিনা, কেলি-আয়োড, ইউফ্রে, স্পাণ্ড তুল্য, কুমিব উপদ্রব নাশ কবিতে—সিনা, টিউফ্রি, স্পাই, ষ্ট্যানাম, তুল্য।

হুপিং কাসিতে ন্যাফথালীনামের পর যদি প্রয়োজন হয় তবে ড্রুসেবা প্রযোগ্য করিবেন।

শক্তি :—১, ৩x, ৬x শক্তি।

ন্যাফেলিয়াম-পলিসিফেলাম (Gnaphalium Polyccephalum.)

পরিচয় :—ইহার অপ-নাম ওল্ড বালকাম বা ইণ্ডিয়ান লোজি। ইহা এক জাতীয় গুল্ম। সমস্ত তাজা গাছটী বাটিয়া মাঁদাব টিংচাব তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটী সায়েটিকা বা গৃহসী বোগেবই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা ব্যতিরেকে প্যাগেব, রাগুশুল, ভেদ-বমন, অতিসাঁব, বাধক, সন্ধিঘাত, কোমবেব বাত প্রভৃতিতেও উপযোগী।

সায়েটিকা :—ন্যাফেলিয়াম—উদ পশ্চাতের রাগুশুল অর্থাৎ সায়েটিকা বোগেব একটা উত্তম ঔষধ। তাঁব বেদনাব সহিত আক্রান্ত অংশ অসাড়তা অল্পভব, একবার বেদনা একবার অসাড়তা অল্পভব ইহার নিদ্রিষ্ট লক্ষণ। যখন একপ বেদনা আবহু হয় তখন বোগী কিছুতেই শান্তি পায় না, একমাত্র চেয়ারের উপবেশন করিলে বা একপ কোন আসনে বসিলে পর উপশম বোধ। ইহার যন্ত্রণা বাজে বাড়ে, বেদনাব আবির্ভাবের সময় রোগী বিজানার উপর গড়াগড়ি করিয়া চীৎকাব কবিতে থাকে।

বাধক :—ইহা বাধকের একটা উত্তম ঔষধ। আক্রান্তের প্রথম দিন পেটে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং শ্রাব অতি সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে।

উদরাময় :—উদরাময় হইয়া সকালে পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যে হইতে থাকে, মলতাগ সমস্ত দিনই হয়, পেটের ভিতব কুলকল কবে, বোগী সামান্য কারণে বাঁগগা যায়, যুখে কোন কচিৎ থাকে না এবং যুথের আশ্বাসদশক্তি একদম চলিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন কলেবার প্রথম অবস্থায় ইহা কার্য্যকরী ঔষধ, এ সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। পাঠকগণ পণ্ডিত্য করিয়া দেখিবেন যদি শিশু কলেরায় উপকার পান, আমাদের গকে জানাইলে বান্ধিত হইব।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—শয়ন করিলে আক্রান্ত অংশ নাড়াচাড়া কবিলে ও হাঁটা-চলায় বৃদ্ধি।

আক্রান্ত অংশ ঠাণ্ডা জলে ধুইলে; সায়েটিকা আক্রমণের সময় চেয়ারে বসিয়া থাকিলে এবং আক্রান্ত পাখানি শুটাইয়া পেটেব উপর বাখিলে উপশম।

সম্বন্ধ :—এই ঔষধ কলোসিস, কলোফাই, গ্রাফাম, জেলস; ম্যাগ-কস, ক্যান্সারিস, লাইকোপোডিয়াম ভূগ্য ঔষধ।

শক্তি :—০, ৩, ৬, ৩০ শক্তি বৈশী ব্যবহৃত হয়, উচ্চতম শক্তিও প্রয়োগ করা চলে।

রোগী :—আমরা কোনও এক খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারের সাযেটিকা “স্ট্রাফেলিয়াম” দ্বারা আরোগ্য কবিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

শ্রীধামপুর থাকিতেন ... বন্দোপাধ্যায়, বার-এট-ল, আমাদের চিকিৎসাধীনে আসেন। তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত “সাযেটিকা”র যন্ত্রণায় ভুগিতেছিলেন, অনেক রকম ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়াও বিশেষ ফল না হওয়ায় হোমিওপ্যাথিকমতে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন। তাহার সর্বপ্রধান লক্ষণ পাওয়া গেল—যন্ত্রণা রাত্রেই তীব্রতব হয়। যন্ত্রণাব জন্ম আমি কিছুতেই বিছানায় ঘুমাতে পাবি না, বিছানায় শুইতে গেলেই মনে হয় আমার পা দুইখানি অবশ হইয়া গেল। প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত আমি ইক্সিচেয়ারে বসিয়া ও চিং হইয়া আক্রান্তহান চাপিয়া রাতি কাটাইয়াছি। এই লক্ষণ পাইয়া স্ট্রাফেলিয়াম ৩০ শক্তির ৪টা মাত্রা ১২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া হয়। ৩ দিন পবে সংবাদ পাওয়া গেল যন্ত্রণা কম কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুইতে পারি না; পুনরায় ২ ডোজ ৫ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া হইল। ৪ দিন পবে সংবাদ পাওয়া গেল, রাত্রে বিছানায় শুইতে পাবা যায়, তবে বৈশীক্ষণ নহে। পুনরায় ১ মাত্রা ২০০ শক্তি দেওয়ায় তিনি অনেকটা সুস্থবোধ কবিলেন। শেষে তাহাকে নেট্রাম-সালফ ও সালফার দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা জানি অতাবধি তিনি সুস্থই আছেন।

পডোফাইলাম (Podophyllum Peltatum.) |

পরিচয় :—ইহার অপর নাম মে অ্যাপেল, ম্যাগ্নেট। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছ, আমেরিকায প্রতিবৎসব জন্মে। এই জাতীয় গাছের তাজা মূল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া সরাসারে মূল অরিষ্ট তৈবী কবিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—উদরাময়, শিশু-কলেরা, প্রাতঃকালীন উদরাময়, অম্লরোগ, শিশুদিগের দাত উঠিবার সময়কাব নানাবিধ পীড়া, রক্তামাশয়, অজীর্ণ, খাইবার দোষে অজীর্ণ, বমনেচ্ছা পাকাশয়ের প্রদাহ, গুহ্মহার চ্যুতি, হাঁপানি, শিরঃপীড়া, খাসনলীর প্রদাহ, ফুসফুস-প্রদাহ, কামলা, বা জ্বা, অর্শ, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, জ্বর ১ সবিরাম, বম্ববিরাম প্রভৃতি, ইত্যাদি মুখশায়িকা প্রদাহ, জরায়ু-ভ্রংশ, ডিম্বাধারে বেদনা, ডিম্বাধারে অর্কুদ, হৃগিংকাসি, চক্ষুবিকৃতি, গলগণ্ড, হৃদযন্ত্রের পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—পডোফাইলাম শিশুদিগের একটা বিশেষ উপকারী বস্তু। শিশুদিগের উদরাময়, শিশুকলেরা, পাকাশয়ের নানাবিধ রোগ ইহার দ্বারা নিরাময় হয়, আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি কত শিশু যে এই মে অ্যাপেল বা পডোফাইলাম দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে তাহাব সীমা সংখ্যা নাই। প্রাতঃকালে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যে হওয়া—ইহার বিশিষ্টতা। ইহার

উদরাময় বেদনামূলক তবে মলদ্বারে বেদনা থাকে। প্রচুর পরিমাণে মলত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু দুর্বল হইয়া পড়ে না; শিশু প্রচুর পরিমাণে বাছে করিবার পরই পুনরায় পেট বড় হয় এবং পুনর্বার প্রচুর পরিমাণে বাছ করিবার সময় বোতল হইতে জল ঢালিবার সময় যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ হইতে থাকে। পডোফাইলামের আলের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে ভোর-রাত্র হইতে বেলা ১০ পর্য্যন্ত উদরাময়ের বৃদ্ধি এবং প্রত্যেকবারই প্রচুর পরিমাণে বাছে হইয়া থাকে। ১০টার পর হইতে ক্রমশঃ বাছের বেগ কমিতে থাকে, বৈকালে শিশুর প্রায় স্বাভাবিক বাছে হয়। পডোফাইলাম রোগীর পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও মাথাব্যথা হইয়া থাকে। শিবঃবেদনা শীতকালে এবং উদরাময় গ্রীষ্মকালেই সাধারণতঃ হওয়া ইহার বিশিষ্টতা।

মনঃ—সবিরাম অবস্থায় রোগী শীতাবস্থায় আপন মনে প্রলাপ বকে ও নিড বিড় করে। প্রাণের শীতাবস্থায় তাহাব সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে তথাপি কি বলে বুঝিতে পারে না বা ভুলিয়া যায়। সামান্ত্র অবস্থার ভিতর সে অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়ে, জীবনে বিতৃষ্ণা আসে, এই অবস্থায় তাহাব মৃত্যু এই চিন্তাও কোন কোন ক্ষেত্রে উদয় হয়।

শিরঃপীড়াঃ—পডোফাইলামের মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক, মাথার যন্ত্রণার সময় রোগী জ্ঞান হারাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে, দুইদিকের রগ যেন বিক হইতেছে এরূপ বোধ। ঐ সময় কেহ রগ টিপিয়া দিলে উপশম বোধ; ঠাণ্ডা জলে মাথা মুইয়া দিলেও অনেকটা উপশম। দস্তোদামন-কালীন শিশুর মাথা অত্যন্ত গরম হয় সেইজন্য সে অনববত মস্তক চালনা করে, নিদ্রিত অবস্থায় অনবরত উঃ! আঃ! করে। পর্য্যায়ক্রমে মাথার যন্ত্রণা ও উদরাময়ের জন্ম ইহা অতি উত্তম ঔষধ (অ্যানালজিক); মাথাব্যথা যন্ত্রণাব পর উদরাময় এবং উদরাময়ের পর মাথাব্যথা এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব হয়; সাধারণতঃ শীতকালে মাথার যন্ত্রণা ও গ্রীষ্মকালে উদরাময় দৃষ্ট হয়।

উদরাময়ঃ—আমরা বিশেষ অধ্যায়ে পডোফাইলামের উদরাময়ের কথা অনেকবার বলিয়াছি। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়কার উদরাময়, গ্রীষ্মকালীন উদরাময় এবং বহুদিন পর্য্যন্ত উদরাময় তৎসহ উদরে বিশেষতঃ উহার ডাণ্ডিকে ঘড়ঘড় ডাক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী। ইহার বাছের পরিমাণ অত্যধিক—এত অধিক যে শিশুর মাতা বর্ণনাকালে ব্যাখ্যা করেন ‘এতটুকু শিশু অত প্রচুর পরিমাণে বাছে কিরূপে করে তাহা আমি বুঝিয়া পাই না’। বাছের পর মনে হয় আব বুঝি বাছে হইবে না, কারণ পেট চুপসে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার পেট ফুলিয়া উঠে এবং পুনরায় প্রচুর বাছে করে। মল নিঃসরণকালে শিশুর মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে, কারণ এত জোরের সহিত বাছে করে যে মলদ্বার আলগা হইয়া যায়। মলত্যাগের সময় ফটুক বা গব্গব্ করিয়া শব্দ হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। ইহার মল হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইবেই উহা প্রচুর হউক বা কম হউক অথবা স্লেয়া মিশ্রিত হউক, চায়নার বাছের স্তায় দুর্গন্ধ বাহির হওয়াও পডোর একটি প্রধান লক্ষণ।

পডোর বাছে খুব ভোর হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত একভাবে অধিক পরিমাণে হইতে থাকে এবং ১০টার পর হইতে আস্তে আস্তে বাছের মাত্রা কমিয়া, বৈকালে হয় স্বাভাবিক বাছে হইবে, নচেৎ মোটেই হইবে না। পডোর মল খুব জোরে নির্গত হয়, মনে হয় যেন কল হইতে জোরে জল পড়িতেছে।

শিশু-কলেবা ও দাঁত উদ্ভাবার সময়কালীন উদ্ভবাময় যখন সাংঘাতিক আকার ধারণ করে তখন যদি শিশু অবিবর্ত মাটী কামড়ায় অথবা উপবেশ দাঁত বা মালী কেবল চাপিয়া ধরে তবে পডোই ঔষধ। দাঁত উঠাকালীন উদ্ভবাময়ের সহিত যদি শিশু উঃ আঃ করে বা ঘান্ ঘান্ করে তাহা হইলে ইহা দ্বারা আবোগ্য হইবেই। শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদ্ভবাময় যখন ভীষণ আকাব দানব কবিতা কলেবারি জ্বায হয়, কাটবমি ও ওয়াক তোলা, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়া এবং পনিবর্তনশীল বাহে, প্রচুব মল, দুর্গন্ধযুক্ত বাহে ইত্যাদি সহিত ভোর রাত্রেব দিকে বোগেব বৃদ্ধি, উহা যদি বেলা ১০টা পর্যন্ত ভীতবতাবে থাকে তবে পডোই একমাত্র ঔষধ।

ইহাব প্রাতঃকালীন উদ্ভবাময় সাল্ফাব, নেট্রাম-সাল্ফ, ব্রাইওনিয়া, সোরিণাম, লুফাদ-লুটিগা, আলোজ, বিউমেন্স প্রভৃতি ঔষধেব সমতুল্য।

• **সাল্ফার**—ইহাব বাহেব বেগ চঠাং হয় এবং বাহেব বেগ হইলে বোগী বেগ ধারণ করিতে পারে না। অমনিই সে ছুটিয়া পায়খানায় যায়; তখন তাহার কাপড়-চোপড় সামলান শক্ত। ইহাব বাহেব বেগ বাহি দ্বিতীয় প্রহবেব পব হইতে সকাল পর্যন্ত থাকে, পডোফাইলামেব বাহেব বেগ ভাব ৩৪টা হইতে বেলা ১০টা পর্যন্ত হয়। প্রত্যেকবাবেই প্রচুর পনিমাণেব বাহে হওয়া ইহাব বিশিষ্টতা কিন্তু সাল্ফাবেব প্রথম বাহেব পনিমাণটাই খুব বেশী, অন্ত্য বাহে বোগীও হইতে পারে কমও হইতে পারে। সাল্ফাবেব বাহে দুর্গন্ধযুক্ত, এই দুর্গন্ধ যেন বোগীব সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, মনে হয় যেন বোগীব কাপড় মলসিক্ত। সাল্ফারেব শিশুব দাঁত উদ্ভাব সময় অতিবিক্ত দুগ্ধশানেব ফলে বা কোনরূপ পীড়কা বা চক্ষবোগ বসিয়া যাইবাব ফলে যদি উদ্ভবাময় হয় তাহাতে সাল্ফাব বিশেষ কার্যকরী ঔষধ।

নেট্রাম-সাল্ফ ও ব্রাইওনিয়া—উভয় ঔষধই প্রাতঃকালীন উদ্ভবাময়েব উত্তম ঔষধ, নেট্রাম-সাল্ফ বোগী বিছানা হইতে উঠিয়া হয়তো ২১ পা ইন্টিল অথবা তামাকুসবী তামাকের তোড়জোর করিয়া টান দিলেন, এমনি সময় তাহাব বাহেব বেগ আসিল, বাহে পাইলে পর আর নিদ্রা সহ হয় না, সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পায়খানায় যায়, প্রথম বায়ু নিঃসরণ হইয়া তাবপব বাহে হইবে এবং উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। নেট্রাম-সাল্ফ বোগী পায়খানা হইতে ফিবিয়া আসিবাব পব চিকিৎসক যদি পায়খানাটী দেখিতে যান, তাহা হইলে তিনি পায়খানাব দূবাবস্থা অর্থাৎ বাহে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া পায়খানা নষ্ট হইয়াছে দেখিয়াই বলিবেন ইহা নেট্রাম-সাল্ফ।

ব্রাইওনিয়ার—উদ্ভবাময় সামান্য নড়াচড়ায বৃদ্ধি লাভ করে। হয়তো বোগী শুইয়া আছে, একবার এ-পাশ হইতে অন্য পাশে যাইবাব সঙ্গে সঙ্গেই চ্চাতার বাহেব বেগ আসিল, ব্রাইওনিয়ার উদ্ভবাময় সাধারণতঃ শীতেব অবসানেব পব গ্রীষ্মেব প্রারম্ভে খাইবার দোষে হইয়া থাকে। প্রাতঃকালীন উদ্ভবাময়ের জন্ত পডো ও সাল্ফারই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সোরিণামেও—প্রাতঃকালীন উদ্ভবাময়ে বিভৎস দুর্গন্ধ থাকে, (অত্যন্ত দুর্গন্ধই অনেক সময় সোরিণামেব নির্দেশক; বোগীর গা হাতেও যেন দুর্গন্ধ বাহি হইতে থাকে)। বাহের বেগ সামলাইতে পারে না, ঘুম ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই বেসামাল অবস্থায় পায়খানার দিকে ছুটিয়া যায়, এবং বাহের বেগ রাত্রি ১টা হইতে ৪টার ভিতর হয়। সাল্ফাবেও আমরা একপ বাহের বেগ দেখিতে পাই কিন্তু সাল্ফারেব বাহে এত দুর্গন্ধযুক্ত নহে। পডোফাইলামেব বাহেও অত্যন্ত

দুর্গন্ধযুক্ত, তবে পডোর বাহ্যের বৃদ্ধি ভোর-রাত্রি হইতে বেলা ১০টা পর্যন্ত এবং প্রত্যেকবার বাহ্যের পরিমাণ হয় অত্যধিক। কিন্তু সোরিগাম রোগীর মত প্রচুর রাখে হয় না।

রিউমেস্মও—প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ টিউবারকুলার ধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়, ভোর হইতে বেলা ১০টা পর্যন্ত উদরাময়ের বৃদ্ধি, বেলা ১০টার পর হইতে উদরাময়ের বেগ কমিতে থাকে, বৈকালে আর বাহ্যে হয় না, ভয়ানক কষ্টদায়ক অবিস্রান্ত শুষ্ক কাসি হয়। ইহাই রিউমেস্মের বিশেষ লক্ষণ। পডো, নেট্রাম-সাল্ফ বা অন্ত কোন ঔষধে এই লক্ষণ নাই।

হুফার-লুটিয়া—ইহাও প্রাতঃকালীন উদরাময়ের একটি উত্তম ঔষধ। ইহার বাহ্যেবৎ গভোব ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে বৃদ্ধি, মল দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ উদরাময় টাইফয়েড বোগীরই বেশী দেখা যায়। টাইফয়েড রোগীর এইরূপ উদরাময়ে হুফার-লুটিয়া ২১ মাত্রায় উত্তম কার্য্য কবিয়া থাকে।

পডোফাইলামের উদরাময়ের বিশেষত্ব—যে সকল অপরিষ্কার অপবিচ্ছন্ন স্থানে বহুলোক একসঙ্গে বসবাস করে, তাহাদের উদরাময়ে ও আমাশয়ে ইহাই ঔষধ। ঔষধ প্রয়োগের পূর্বে ইহার উদরাময়ে লক্ষণ মিলাইয়া লইতে হইবে।

স্ট্রীরোগ :—রোগীর ডাণ ডিম্বাধানে বাধা, ঐ বেদনা ডাণ ডিম্বকোষ হইতে উৎকৃষ্ট বদিক পর্যন্ত সঞ্চারিত হয় আবার ডিম্বকোষে অর্জুদ হইয়া যন্ত্রণা কাদ পর্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ডাণদিকের ডিম্বকোষে বেদনা এবং বামদিকের ডিম্বকোষে অসাড়তা বোধ। প্রসবেব পব যে সকল বমণীবা ভারী দ্রব্য তুলে বা হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কার্য্য করে, তাহাদের জরায়ুভ্রংশ রোগে এবং অতিবিক্ত মলত্যাগের জন্ত বা তোড়ের সহিত মল নিগমনেব জন্ত জরায়ু ও মলদ্বাবলম্বশে ইহা একটি উত্তম ঔষধ।

পডোফাইলাম বোগিণীর গর্ভাবস্থায় যোনিদ্বার ফুলিয়া উঠে, ইহার বোগিণী গর্ভাবস্থাব কয়েকমাস কেবল পেট চাপিয়া শুইয়া থাকে, ইহাতে বোগিণী আবাম অশ্রুতব কবে। গর্ভাবস্থায় বাদে তাহার পুনঃ পুনঃ প্রসাব হইয়া থাকে।

পডোফাইলাম বোগিণীব উদরাময়ের সহিত মলদ্বার ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি বিশেষ লক্ষণ। কলিন্সোনিয়া বোগিণীব মলের সহিত জরায়ুর স্থানচ্যুতি দেখা যায়, সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

জিহ্বা :—পডোফাইলাম বোগীব জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে, এই লক্ষণটি মার্কানিতেই বেশী দেখা যায়, ইউয়াক্য ফিলামেন্টোসা বোগীরও জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে তবে ইহার জিহ্বা হলুদবর্ণের।

জ্বর :—স্নগ্নবিরাম ও অবিরাম জ্বরের ক্ষেত্রে পডোফাইলাম একটি কার্য্যকরী ঔষধ। পডোফাইলাম পিত্তপ্রধান এবং উদরাময় অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা যকৃতের গীড়াগ্রস্তদিগের স্নগ্ন-বিরাম জ্বরে বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। জ্বরের সময় ঘুম-ঘুমটাব ও প্রলাপ বকা ইহাব নির্দিষ্ট লক্ষণ। পর্যায়ক্রমে উদরাময় ও মাধার যন্ত্রণা; দস্ত নিগমন সময়ে শিশু ঘুমেব ভিত্তর দাঁত কড়মড় করে, নিদ্রিত অবস্থায় গোড়ায়, মাথা অত্যন্ত গরম হওয়া ও মাথা এপাশ ওপাশ করা (সিনা), স্নগ্ন-বিরাম জ্বরের সহিত প্রাতঃকালীন উদরাময়; ভোরে বৃদ্ধি ও বৈকালে উপশম দেখিলে ইহাই ঔষধ।

ম্যালেরিয়া বা সবিরাম জ্বর বোজ় সকাল ৭টায় অব আসা পড়োর বিশিষ্টতা ; ইহাব জ্বর প্রায় প্রত্যহই একই সময় আসিয়া থাকে, জ্বর আসিবার পূর্বে পাকাশয়িক ও পিত্তজ লক্ষণাদি প্রকাশ হয়, যথা, গা-বমি-বমি, কাঠ-বমি প্রভৃতি, তৎপূর্ব কোমরের বেদনাও দেখা দেয়। পড়োর রোগীর শীতাবস্থায় পিপাসা মোটেই থাকে না, এই সময় উভয় কোঁক, জাহ্ন, হাতের ও পায়ের কজ্জি, কনুই ও অন্ত্রাঙ্গ সন্ধিস্থানে ব্যথা কবে, এই সময় রোগী অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় থাকে এবং অনববত হুল বকিতে থাকে, শীতের সময় অগ্নির উত্তাপে উপশম হয় না কিন্তু গরম কাপড় বা লেপ গায়ে দিয়া শুইলে উপশম। উপশমাবস্থায় জল পিপাসা বিভ্রামান থাকে, ইহাব রোগীর শীত থাকিতে থাকিতেই উত্তাপাবস্থাব আবন্ত, কোন কোন রোগীর শরীর খুব গরম হইয়া উঠিলেও শীত, কম্প উভয়ই থাকে। উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত মাথাব যন্ত্রণা, শীত ও তুল বকা এবং ক্রমাগত কথা বলা পড়োফাইলামেব বিশেষ লক্ষণ। বোগীব যখন পূর্ণজ্বর হয় তখন সে ঘুমাইয়া পড়ে, ঘর্ম্মাবস্থায় তাহাব মাথাব যন্ত্রণা কমিয়া যায় ও নিশ্চিন্তমনে সে ঘুমায়। বোগীব মুখ হইতে এমন শীত গন্ধ বাহির হয় যে সে নিজেই সেই গন্ধে আশ্রয় চাইয়া থাকে, মুখ হইতে অত্যন্ত থুগু ও লালান্দ্রাব নিঃসৃত হয়।

পড়োফাইলামের মোট কথা :—ইহা পিত্ত-প্রধান ধাতুব, পাকস্থলীব ও অস্ত্রের নানাবিধ পীড়াক্ষে কার্য্যকরী। প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত মল ; উচ্চ প্রাতে, গরম ঋতুতে ও দাত উঠিবার সময় রুজ্জিপ্রাপ্ত হয়। বাহ্যের বেগ সকাল হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত, তাবপর ক্রমান্বয় স্বাভাবিক বাহ্যে।

পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও শিরঃপীড়া—তৎসহ অত্যন্ত জল পিপাসা।

দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রমণ, যকৃতের বিকৃত ভাব ; অবিবত যকৃত-প্রদেশে হস্তদ্বারা মর্দন।

প্রাণের পব জ্বায়ুর স্থানচ্যুতি ও অতিবিক্ত বেগে বাহ্যের পর মলদ্বাবলংশ ইহাব লক্ষণ।

জ্বরের শীতাবস্থায় ও তাপাবস্থায় অত্যন্ত বাচালতা, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা। ২।১ মাস গর্ভাবস্থায় উপড় হইয়া শুইয়া থাকা ইহাব বিশিষ্টতা।

হ্রাস-রুজ্জি :—কেহ গায়ে হাত দিলে, চলাফেরা কবিলে বা পা সোজা কবিলে, পরিশ্রমাদির পব, প্রাতে সকাল ৭টায়, গা ধুইলে পব, পানাহাব কবিবার পব, টক দ্রাবাদি খাইলে, হৃৎক পান কবিলে রোগের রুজ্জি।

আক্রান্ত অংশ কেহ টিপিয়া দিলে, শয়ন করিলে, গর্ভাবস্থায় উপড় হইয়া শুইলে, বিছানায় হাত-পা ছড়াইয়া শুইলে, গরম বস্ত্রাদি দ্বাবা শরীর ঢাকিয়া রাখিলে, উপশম।

সম্বন্ধ :—পড়োফাইলাম উদবাময়ে—সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ, অ্যালো ও ব্রাই তুল্য, পীতাম-সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত মলে—ক্যামোমিলা তুল্য ; শিশুদিগেব ওলাউঠায়—ভেরেট্রাম, অ্যালোজ তুল্য, মলদ্বাবেব স্থানচ্যুতি ক্ষেত্রে—অ্যালো, নাস্ত্র, সিপি, বেল, রুটা তুল্য ; আহারের পবই বাহ্যের বেগ—অ্যালোজ, 'ক্রোট-টি, আস', চাযনা তুল্য, উত্তেজনার জন্ত মাথার যন্ত্রণায়—এপিফেগাস তুল্য ; জিহ্বা যেন পুড়িয়া গিয়াছে লক্ষণে—স্ট্রাঙ্গুলিনেরিয়া তুল্য ; উদবাময়েব সহিত ডিম্বকোষেব বেদনায়—কলোসিস তুল্য।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬; ১২, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি, 'কিন্তু বালক-বালিকাদিগেব উদবাময়ে বা কলেবায় ৩০ শক্তি বা উর্ধ্বশক্তি বেশী কার্য্যকরী।

পলিগোনাম-অ্যাভিকউলার (Polygonum Aviculare.)

ব্যবহারস্থল :—যক্ষ্মারোগে, ম্যালেরিয়া জ্বরে, বিশেষতঃ ধমনিব কাঠিন্যসংযুক্ত স্থলভে (arterio-sclerosis) ও অরণিকা (erythema) বোগে পলিগোনাম-অ্যাভি'র মাদার টিংচার দুই ফোটা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উকাব নশে।

পলিগোনাম-পাংটেটাম (Polygonum Punctatum.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চক্ষুর পাতাব প্রদাহ, স্ববনলীব প্রদাহ, কিডনী বা মূত্রগ্রন্থিব প্রদাহ, মূত্রাশয়-মুখশাযীর প্রদাহ, কাসি, উদরাময়, বস্ত্রামাশয়, মূত্ররুদ্ধ, প্রমেহ, পাণ্ডুরী, শাশুল, সায়েটিকা, হৃদপিণ্ডের পীড়া, বাধক প্রভৃতি বোগে উপযোগী।

স্ট্রীরোগ :—পলিগোনাম স্ট্রীলোকদিগের বজঃলোপ, সঙ্গমাদিতে অনিচ্ছা, ডিম্বাধাবাদিতে রক্তসঞ্চয়াদি নানাবিধ পীড়ায় উপযোগী। ইহার প্রধান লক্ষণ উরুদেশেব শিথুরে এবং নিতম্ব মধ্যে ব্যথা, বস্তিগহ্বর মধ্যে ভারবোধ, ডাণ্ডিকেব কঁচকির মধ্যে কিছু বিদ্ধ হইতেছে একপ বেদনা, রমণালিঙ্গনে অনিচ্ছা (নেট্র-মিউব, পেট্রোল, ফস্, সিপি), যদি তাহার স্বামী, সঙ্গম কবিত্তাব জন্ত তাহাকে স্পর্শ কবে, তাহা হইলে সে অত্যন্ত উত্তেজিত ও ভীত হয়। ঋতুশ্রাব যদিও বিলম্বে হয় কিন্তু পবিমাণে অত্যধিক, শ্রাব অতি ধীবে ধীবে আবন্ত হইয়া শেষে প্রচুর ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহাব যোনি মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা বোধ। স্ট্রীবোগে উরুদ্বয় যেন পরস্পরবেব দিকে সমলে আকৃষ্ট হইতেছে এক্রপ বোধ। রজঃলোপে বা লুপ্তরজে এই ঔষধ পাল্‌সেটিলা সঙ্গল বলিয়া অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক ব্যক্ত কবেন। তাঁহাবা বলেন, পাল্‌সেটিলা'র পর এই ঔষধটী কার্য্যকরী। ডাঃ এবারেল বলেন যে, পলিগোনাম বোগিগীর সমস্ত শবীবে গরম বোধ এবং হৃৎস্পৃষ্টী লক্ষণ আছে, কটিদেশে ও কুঁচকীতে অল্প অল্প অবিবাম বেদনা এবং বস্তিগহ্বরে একপ্রকার সঁটিয়া ধরাব ভাব ও ভারীবোধ প্রভৃতি লক্ষণে প্রায় কুড়িজন বিশৃঙ্গ-ঋতুবিপ্লী বোগিগী আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি কোন বোগিগীকেই ৬৭ দিনের বেশী ঔষধ দেন নাই। তিনি আবও বলেন, রজঃলোপের জন্ত যতগুলি ঔষধ আছে, তাহার মধ্যে 'পলিগোনামই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তাহার মাত্রা মূল অবিষ্ট ১ ড্রাম ১ আউন্স জলে বোজ তিনবাব, কিন্তু ডাঃ মার্সী ইহার মূল অবিষ্ট তিন ফোটা মাত্রায় দিনে দুইবাব সেবন কবিতে বলেন।

ডাঃ স্মল বলেন, তিনি এই পলিগোনাম চারি ঘণ্টা অন্তর পাঁচ ফোটা মাত্রায়, ৬৭ দিন বিলম্বে প্রকাশিত অত্যন্ত বেদনাবৃন্ত ঋতুতে বিশেষ উপকার পাইয়াছেন।

অজীর্ণ, উদরশূল ও অর্শ :—পলিগোনাম বোগিগীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, কখনও আবাব মোটেই ক্ষুধা থাকে না। তাহাব নিকট আত্মীয়্য দ্রবের মোটেই স্বাদ লাগে না, তাহার ঠাণ্ডা জলপান কবিবার খুব ইচ্ছা অথচ ঠাণ্ডা জলপান কবিবার পর গা-বমি বমির উদ্বেক হয়, ঐ গা বমি-বমি মনে হয় যেন ক্ষুদ্রান্ত হইতে উঠিতেছে। অল্পরোগে সে মনে ভাবে তাহাব পাকযন্ত্রের ভিতর কি একটা ভারী জিনিষ চাপান আছে। রোগিগী মনে করে যেন তাহার অন্ত কেবল তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহাব আক্রান্ত অংশে শীত ও উত্তাপ বোধ। ডাঃ পেইন এই সকল ক্ষেত্রে

আট আউন্স জলে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দুই ড্রাম মাত্রায় সেবন করিতে বলেন। অত্যধিক মলশ্রাব ইহাতে দেখা যায় ঐজন্ত মলত্যাগের উত্তেজনা, অনেক দৈনিক দিবাব পর আমপূর্ণ বা মণ্ডের ন্যায় মল নির্গত হয়, মলত্যাগের পব মলদ্বাবে জালা, ইহাতে পর্যায়ক্রমে উদ্বাসময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়। 'অতিরিক্ত' মলত্যাগের জন্ত কুহন দেওয়ার ফলে অর্শব আবির্ভাব, অর্শবলিতে অত্যন্ত চুলকানি ও জালা, এই লক্ষণে ডাঃ মার্গী ১x ক্রম ৪ বিন্দু মাত্রায় দিবসে দুইবার প্রয়োগ করিয়া খুব ফল পাইয়াছেন।

মূর্ছা:—মূর্ছাবায়ুবোগে যখন পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইতেছে মনে হয়, বারংবার প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, বজ্রঃ লোপ, সমস্ত শরীরে উষ্ণতা ও স্ফুর্স্ফুড়ি বোধ দেখা যায় তখন ইহা উপযোগী ঔষধ। ডাঃ লিলিয়াস্কেল এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন।

মূর্ছাবায়ুগ্রস্তদিগের বামদিকের কপালের বগেব মধ্যে অত্যন্ত দৃপদপ্ কবে এবং ঋতুর সময় তাহারেব মাথার মধ্যে অত্যন্ত চাপ বোধ ও মাথায় খুব স্পর্শকাতরতা, বোগিনী কোন কাজ করিতে করিতে হঠাৎ অসুস্থত্ব কবে যেন তাহার মাথার খুলি উড়িয়া যাইতেছে।

ক্ষত:—এই ঔষধ ক্ষতাদি রোগেও আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়। ডাঃ স্মল নিবৃত্তরক্তাধিগেব (climacteric period) নিম্নাঙ্গেব ক্ষতে (lower extremities) এই ঔষধের* প্রশংসা করেন। তিনি এই ঔষধের মূল অরিষ্ট ২০ ফোঁটা অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া দুই ড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে বলেন ও এক আউন্স জলে ১ ড্রাম অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া ঐ ঔষধ ক্ষত স্থানে ব্যবহার কবিত্তে বলেন।

পুরুষদিগের বামদিকেব শুক্রবহরাজুতে ও অণুকোষে বেদনা, ঐ বেদনার জন্ত অণুকোষ অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়, কাতাকেও হাত ছোঁয়াইতে দেখ না। প্রমেহ বোগী যখন প্রস্রাব কবে তখন প্রস্রাবদ্বাবে ভীষণ যন্ত্রণার জন্ত বোগী চীৎকার কবিত্তে থাকে, বোগী কিছুই খাইতে চাহে না, রাত্রে ঘুমও তাহার ভাল হয় না এবং ৪।৫ দিনেব ভিতর অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রাধার-মুখশায়িকা গ্রন্থি (প্রস্রাব গ্রন্থি) ভিতর ধক্ ধক্ ও জালা করে।

ইহার কাসি জলবায়ুর পরিবর্তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ক্ষাস-বৃদ্ধি:—জলবায়ুর পরিবর্তনে এবং সমুখদিকে মাথা হেঁট করিলে বৃদ্ধি। উত্তাপ লাগাইলে উপশম।

শক্তি:—মূল অরিষ্ট, ১x ক্রম।

পলিগোনা-পার্সিকারা (Polygonum Persicaria.)

ব্যবহারস্থান:—কিড্‌নীর ব্যথা ও তথায় পাথুরী হইয়া কিড্‌নীশূল ব্যথা ও গ্যাংগ্রিন রোগে উপযোগী।

সাধারণত: মান্নার টিংচার ব্যবহৃত হয়।

পলিনিয়া-সর্বিলিস (Paullinia Sorbilis.)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম গোয়ারাণা। ইহা ব্রেজিল দেশীয় একপ্রকার বৃক্ষাবোহী গুল্ম। ইহার বীজকে গোয়ারাণা বলে। বেজিল দেশবাসী গোয়ারাণাচূর্ণ কোকোব লায় ব্যবহার করে। ইহার বীজের চূর্ণ দ্বারা বিচূর্ণ ও টাটকা মূল দ্বারা অবিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উদরাময়, শিবঃপীড়া (বমনসংযুক্ত) ; যক্ষ্মাবোগেব সাংঘাতিক-রকম উদরাময়, শিশুকলেবা, বক্রশূকতা, পক্ষাঘাত ; নায়ুশূল প্রভৃতি রোগেব উপযোগী ঔষধ।

ইহাতেও কফির লায় উপকার জাতীয় উপকার আছে, সেইজন্য পলিনিয়া মাথাব, যাবতীয় তীব্র যন্ত্রণার উত্তম ঔষধ। পলিনিয়া চা ও কফিপায়ীদিগেব মাথাধবা বা শিবঃপাড়ার একটা কার্যকরী ঔষধ। ডাঃ ফ্যারিংটন, উইল্কস, বোরিক প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অধ্ধির বেদনায়, বা কফি পায়ীদিগেব পাকায়িক লক্ষণের সহিত সম্মুখ মস্তকেব বেদনায় নিদ্রালুতা, পবিপোষণ নায়ুব দুর্কলতাবিশিষ্ট নায়বীয় শিবঃবেদনা থাকিলে এবং সেই বোগী যদি কোন প্রকারে শারীৰিক পরিশ্রমাদি না করে তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

ডাঃ অক্সফোর্ড বলেন—যখন রোগীৰ সমস্ত মস্তকব্যাপী শিবঃবেদনা থাকে, সেই সঙ্গে বমন, গা-বমি-বমি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে তখন ইহার ১x বিচূর্ণ অতি উত্তম ঔষধ।

শক্তি :—১x চূর্ণ।

পলিপোরাস-অফিসিনালি বা বোলেটাস-ল্যারিসিস।

(Polyporus Officinale or Bolatus Laricis).

পরিচয় :—অপব নাম বোলেটাস-নাগগ্রিসেন্স। ইহার বহু নাম আছে। বেঙেব ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ। সমস্ত উদ্ভিদটী গুল্ম কবিয়া মাদার-টিংচার তৈরী কবিতো হয়।

ব্যবহারস্থল :—সবিরাম জবে যেখানে সামান্য ঘস্ম হয়, ঘস্ম হইবার পব শক্তিব অণ্ডাব, যক্ষ্মারোগীর নৈশঘর্ষেও ব্যবহার্য। শিবঃপীড়ায় হলুদবর্ণের লেপযুক্ত জিহ্বা, অনববত গা-বমি-বমি।

ক্রিয়ামূল :—পলিপোরাস একটা বিষাক্ত ঔষধ। ইহার বিষ-ক্রিয়ার ফলে প্রলাপ, নিশ্বেজ হইয়া যাওয়া, অত্যধিক পিপাসা, নাসিকা ও ঠোট ফিকে খয়েরী, রং হওয়া, উপব পেটে অসহ্য বেদনা, শীত-পিত্ত, শীতল ঘস্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং রোগক্ষেত্রে ঐ লক্ষণগুলি পাইলে উপকার হইবে।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০।

পলিপোরাস-পিনিকোলা (Polyporus pinicola.)

ব্যবহারস্থল :—অবিরাম জ্বর, পিত্তজ্বর ও সবিরাম জ্বরে যদি মাথার যন্ত্রণা, হলুদবর্ণের জিহ্বা, অনববত বিবসিমা, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে ব্যবহার্য।

ইহার অর-রোগীব অত্যধিক অবসন্নতা বা দুর্বলতা, মস্তিষ্কেব প্রদাহ, মাথাঘোঁরা, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও তথায় কণ্টকানি বিদ্রবৎ বেদনা, রাত্রে হাঁটু ও হাতের কজীর বেদনা, জন্তু অস্থিভতা, বাতের বেদনা, অত্যধিক ঘর্ম, সকাল ১০টার সময় মাথাব তীব্র যন্ত্রণা, তৎসহ কোমবে, পায়ে ও হাঁটুতে বেদনা, এই বেদনা বৈকাল ৩টা পর্য্যন্ত থাকিয়া আস্তে আস্তে কমিতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—নিম্নশক্তিই উপযোগী।

দ্রষ্টব্যঃ—মাথাব তীব্র যন্ত্রণায় কপালে ষ্বেতচন্দন ঘষিয়া দিলে ও মাথাব ব্রহ্মতালুতে আর্থলিক বাঁটিয়া দিলে উপকার দর্শে।

পলিম্নিয়া-ইউভেডেলিয়া (Polymnia Uvedelia.) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ পুৰাতন প্রীহাব প্রদাহ, সেই সঙ্গে বাম কোঁকে (হাইপোকন্ড্রিয়াম) স্পর্শদেয়। ইহা যেমন তরুণ প্রীহা রোগেব ঔষধ সেইরূপ পুৰাতন প্রীহা বোগেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ। কম্পজরে বৃদ্ধিত প্রীহার ও জবাযুৰ বিবর্দ্ধনে উপকারী ঔষধ। পলিম্নিয়া প্রীহাবোগে বার্ষিক ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ করা ভাল। ইহাব মূল অরিষ্টেব ১০ ফোটা মাত্রা ৫ বার আভ্যন্তরীণ এবং একভাগ অবিশ্ট ও দুই ভাগ গ্লিসারিন মিশ্রিত মিশ্রণ মর্দন এবং জবাযুৰ পীড়ায় মাসিক ঋতুকাল ভিন্ন অল্প সময়ে এই মিশ্রণ যোনিদ্বাবে তুলায় কবিয়া গুজিয়া দিলে উপকার দর্শে। কেহ কেহ পুৰাতন প্রীহাবোগে এই ঔষধেব মালিস ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী বলিয়া বর্ণনা কবেন।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট।

পপুলাস ক্যান্ডিক্যান্স (Populus Candicans) ।

ব্যবহারস্থল :—বোগীর শরীরেব চামড়াব উপর কোনরূপ অন্ত্রভব শক্তি থাকে না অথবা অসাড় ; বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও পেটের উপরেব চামড়াতেই ইহার আধিক্য বেশী এমন কি কাঁটা ফুটাইলে বা চিম্টা কাঁটিলেও কিছু অন্ত্রভব করিতে পাবে না। ইহাব আত্মলেব ডগাগুলি শূঙ্গের ন্যায় হয় ও ফুলিয়া যায় তাহাতে কোনরূপ চেতনা থাকে না। এই ঔষধ তরুণ সর্দি বা কাসি বোগে উত্তম কার্য্যকরী যখন অবভঙ্গ ও অব লোপ পাওয়া যায়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট।

পপুলাস-ট্রিমিউলয়ডিস (Populus Tremuloides) ।

পরিচয় :—ইহা আমেরিকাব একজাতীয় বৃক্ষ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি উত্তমরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। ডাঃ হেল ইহা দ্বারা পুৰাতন অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য আবোগ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সমস্ত রোগীর পেটটুকুপে, অঘলের আধিক্য বোধ হয় তাহাদেব অজীর্ণ রোগে ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ বোর্লিক

বলেন ডিসপেন্সিয়া রোগীরা পাকস্থলী সম্বন্ধীয় এবং মূত্রথলী সম্বন্ধীয় গুণ্ণোগল ও প্রস্রাবের লক্ষণাদি থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ; বিশেষতঃ বৃদ্ধদের ডিসপেন্সিয়া বোগেই ইহা বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অজীর্ণ রোগীদের বমি ও গা-বমি-বমি ও পেট ফাঁপা বিত্তমান থাকাও ইহাব বিশেষ লক্ষণ (নাজ, ইপি, লাইকো)। তিনি আবও বলেন অস্ত্রপোচাবাস্তে ও গর্ভাবস্থায় মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় বোগ জন্মিলে উহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। প্রস্রাবকালে ভয়ানক কৌথ দিতে হয় ও প্রস্রাবেব সময় অত্যন্ত যন্ত্রণা ও জালা অনুভব কবে। প্রস্রাবে শ্লেয়া ও পূজ নির্গত হয়, মূত্রাধাব-মুগশায়িকা-গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে, প্রস্টেট গ্রন্থি পীড়ায় ইহাব প্রথম ও তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া ডাঃ হেল উক্ত ফল পাইয়াছেন পপুলাস, সিষ্টাইটিস বা মূত্রাশয়ের প্রদাহ বোগেও উল্লেখযোগ্য ঔষধ। ডাঃ নিলিয়াস্কেল মূত্রাশয়ের প্রদাহ বোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট বা ১x বিচূর্ণ।

পাইনাস ক্যানাডেনসিস (Pinus Canadensis.)-১।

এই ঔষধ ও এবিস-ক্যানাডেনসিস একই ঔষধ।

“এবিস-ক্যানাডেনসিস” অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পাইনাস ল্যাম্বার্টিয়ানা (Pinus Lambertiana) ।

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম স্লগাব পাইন বা এক প্রকার বন ঝাউ। ইহাব ঘনীভূত রস হইতে ঔষধ তৈরী কবিতো হয়।

ব্যবহারস্থল :—গর্ভপাত, ঋতুশ্রাব, রক্তোবোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অত্যধিক ঋতুশ্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

পাইনাস ল্যাম্বার্টিয়ানা বৃক্ষের মূল বিচূর্ণ বা ইহার মাদার টিংচার সেবনে অতি সহজেই গর্ভপাত হয়, ঋতুশ্রাব পবিকা ব হয় ও লুপ্তবধ পুনঃ প্রকাশ পায়। কোষ্ঠকাঠিন্যের বোগীকে ইহার ঘনীভূত রস সেবন করিতে দিলে মূহ জোলাপের কার্য্য কবে।

শক্তি :—ঘনীভূত রস, মূল বিচূর্ণ, ও নিরশক্তি।

পাইনাস সিলভেস্ট্রিস (Pinus Sylvestris.) ।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম স্লটস পাইন, এক প্রকার ঝাউ গাছ। উচ্চ প্রায় এক শত হাত। ইহাব পাতা ও ডালপালাগুলি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া স্রাসারে ভিজাইয়া অরিষ্ট তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—ইহা গণ্ডমালা ও বালাস্থি বিকৃতি বোগে—নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা বশতঃ শিশুর চলিতে শিখা বিলম্ব হয়-তখন এই ঔষধ দ্বারা বাস্তবিকই উপকার দর্শে। পাইনাস-সিলভেস্ট্রিস রোগীর সমস্ত সন্ধিবিশেষতঃ অঙ্গুলীর সন্ধিতে গ্রন্থি বাতের দ্বারা বেদনা, পায়েৰ ডিম্বে, মাঝে মাঝে খিল খণাব জ্বায হয়। এই ঔষধে মিশ্রিত বাতের পীড়া বা ব্রঙ্কাইটিস অর্থাৎ আম বাতের উদ্বেদ নিগত হইয়া থাকে। ইহাতে শীত-পিত্ত বা আম বাত সর্পশবীরে বাহির হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত চুলকায বিশেষতঃ সন্ধিস্থলে ও পেটেই বেশী চুলকায।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১, ৩ শক্তি।

পাইপার নাইগ্রাম (Piper Nigrum.)

পরিচয় :—অপব নাম পিপাব বা গোল মরিচ। শুষ্ক গোলমরিচ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে বা অবিষ্টাকাবে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—সর্পশবীরে জ্বালা ও চাপবোধ লক্ষণে উত্তম কার্য্য করে। প্রসূতিব অতিরিক্ত স্তনদুগ্ধ বন্ধ করিতে ইহা ল্যাক্-ডি-ফ্রোবেটাব সমতুল্য। মূত্রত্যাগে জ্বালা, মলদ্বারের নালীয়া, অশ; শয্যামুগ্ধ; জদ্যন্ত্রের দপদপানি, জদ্যন্ত্রের যজ্ঞণা, সবিবাম ও হৃদয় নাড়ী; দন্তশূল; অনিয়মিত শ্বাস্ত্রার; শিবঃপীড়া; বৈকালে মানসিক-স্তব্ধতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উত্তম কার্য্য করে।

শক্তি :—নিম্ন শক্তিই ব্যবহায্য।

পাইপার মেথিস্টিকাম বা কাভা কাভা।

(Piper methysticum or Kava Kava.)

পরিচয় :—পলিনেসিয়া দ্বীপবাসী ইহাকে “কাভা কাভা” বলে; তাহারা ইহা কাঁক্ষিব জ্বায পান করে। কাভা কাভার টাটকা গাছ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া হুরাসারে ভিজাইয়া মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—ইহা কুষ্ঠ ব্যাধি, গুহদ্বাব ভ্রংশ, শ্বাসশূল, অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, অস্বাভাবিক প্রফুল্লতা, মস্তিষ্কের ক্লাস্তি, প্রমেহ, বাত, দন্তশূল, মাথাব্যথা, অণ্ডকোষের প্রদাহ প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ।

আর্য্য ঋষিগণ কোন যজ্ঞাদি অচুষ্ঠানের সময় যেমন “সোমরস” পান করিতেন সেইরূপ পলিনেসিয়া দ্বীপবাসী কোন বৃহৎ কার্য্যাদি কবিবার পূর্বে “কাভাকাভার” রস পান করিয়া ধর্ম্ম ও সামাজিক অচুষ্ঠান পালন করিতেন। এই কাভা কাভা সেবন করিলে লোকের অত্যন্ত আনন্দেব উদয় হয় এবং এই পানীয় সেবনের পর তাহারা দীর্ঘকাল মানসিক পরিশ্রম, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু কিছু পবেই রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন সে আলো, সামান্য কোন শব্দ, বা উগ্র কোন গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। অব্যাপক বগলার বলেন যে ফাভামূলব ছই প্রকাব গুণ দেখা যায়—ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় ও বোগীর মত্ততা জন্মে। অতিবিক্ত মত্ততার পব শেষে অত্যন্ত অবসাদ আনয়ন করে। মূত্রনলী প্রদাহও ইহাতে দেখা যায়।

ডাঃ হাইটজার মুনলী প্রদাহেব অতিশয় প্রদাহিত অস্থায় যখন অস্ত্রান্ত ঔষধ বিফল হইয়াছে, তখন এই ঔষধটি এযোগ করিয়া রোগী আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বোগাটিব বহুদিনেব কাসি ছিল তাহাও ইহা দ্বারা আরোগ্য কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাভাকাভা দ্বাবা শ্বেতগ্রন্থের ম্লেগিগীও আরোগ্য লাভ ক্বরে। প্রমেহেব শ্রাব কন্ড হইয়া অগ্রকোষেব প্রদাহ তীব্রতর হইলে এবং যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করিতে থাকিলে ডাঃ গ্রিমওল্ড : আউস জলে ১ ড্রাম “কাভাকাভা” মূল অরিস্ট মিশ্রিত করিয়া উহাব দুই ড্রাম মাত্রা ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন কবিত্তে উপদেশ দেন।

যন্ত্রণা :- যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রশূলে যখন উন্নবের বামপার্শ্বেব পেশনবৎ বেদনা—উহা যদি অবিবাম হয়, বেদনা যদি একবাব উপরেব দিকে একবার নীচের দিকে যাতায়াত কবিত্তে থাকে, বেদনাব সহিত ঢেঁকুব উঠা, বমি, গা-বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্য বিচমান থাকে, যন্ত্রণার সময় বোগা কখন চিৎ হইয়া থাকে, কখনও এপাশ ওপাশ করে এবং কখনও বা হামাগুড়ি দেয়; ঐ যন্ত্রণাব জন্ত কখন বা সম্মুখ দিকে কখন বা পশ্চাৎদিকে কুঁকিয়া পড়ে, তখন কাভা-কাভা প্রয়োগ করিয়া আশান্তিবিক্ত ফল পাওয়া যায়। ডাঃ গ্রিমওল্ড ১ শক্তির দুই ড্রাম মাত্রায় সেবন করিতে দিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। ইহার বোগীর রেতঃপাতেব পর ক্ষুষ্টি আবির্ভাব, কিন্তু অক্লান্ত ভাবে দীর্ঘ সময় মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে না। মাথাব যন্ত্রণাব সময় কপালে চাপ বোধ। রোগী ভোবের বেলা যখন ঘুম হইতে উঠে তখন তাহাব মস্তিষ্ক অবসন্ন হইয়া যায়। বৈকালবেলা অধ্যয়ন কালে ডাণদিক্কের চক্ষুর স্বায়ুব মধ্যে ব্যথা বোধ, এত ব্যথা অহুভব কবে যেন ভিতব হইতে অক্ষিগোলক ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এবং বস্ত্র পরিধান কালে হঠাৎ মস্তকের শূন্যতা বোধ।

ইহা কুষ্ঠব্যাদির একটি উত্তম ঔষধ, কুষ্ঠব্যাদি হইয়া প্রথমে চামড়ার কোন অংশে আসেব স্রাব পবদা পড়ে, শেবে সেই পরদা উঠিয়া যায় এবং তথায় একটি শাদা দাগ পড়ে, তারপব ক্রমশঃ ঐ স্থানে ঘা হইতে থাকে।

হোয়াংনান—কুষ্ঠব্যাদির ইহাও একটি ঔষধ। কুষ্ঠব্যাদির ক্ষত ও চন্দ্রদীড়া ইহা দ্বারা দীর্ঘ দীর্ঘ আরোগ্য লাভ কবে।

হাইড্রোকোটাইল—ইহাও কুষ্ঠব্যাদির একটি ঔষধ। যেখানে প্রথমে চামড়াব উপর লালবর্ণের দাগ হইয়া ফুলিয়া ঐ স্থান খসখসে হইয়া যায়, অক্লান্ত স্থানের চর্মে খসিয়া পড়িবাব উপক্রম করে তথায় এই ঔষধ কার্য্য করী।

অ্যানাকার্ডিয়াম-অক্সিডেন্টালিস—কুষ্ঠ ব্যাদি রোগীর অক্লান্ত অংশের চামড়াব প্ৰশান্তভূতি লোপ পায়।

স্কুকার্চক—কুষ্ঠব্যাদিতে কেহ কেহ এই ঔষধের চূর্ণ দীর্ঘকাল সেবন কবিত্তে উপদেশ দেন।

শক্তি :- মূল অরিস্ট হইতে ২০০ শক্তি।

পাইপারেজিনম্ (Piperazinum.) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রে ইউরিক-অ্যাসিডের আধিক্য। গোট্‌বাত ; মূত্র-পাথরী ; স্বল্পমাত্র ; অবিরাম পৃষ্ঠ-বাত ; বাতজনিত সন্ধি-প্লদাহ ; চর্ম গুল্ম, কক্ষ ও থস্‌থসে ; কটিদেশেব বেদনা ও কণ্ঠ্যন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

শক্তি :—১৫ বা ৩৫ বিচূর্ণ দিনে তিনবার সেব্য।

পাইমেণ্টা (Pimenta.) ।

ব্যবহারস্থল :—এক পার্শ্বেব স্নায়ুশূল তৎসহ শবীববেব এক অংশ নবম অপর অংশ শক্তবোধ।

শক্তি :—৩, ৬, ১০।

পাইরাস (Pyrus.) ।

ব্যবহারস্থল :—চক্ষু-প্রদাহ, কোমরে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব, জ্বাযু, মূত্রাশয় ও হৃদযন্ত্রে আক্ষেপিক বেদনা ; পাকায়ণে ঠাণ্ডা জল আছে একরূপ বোধ ; শীতলতা গলনলী পর্যায় বিস্তার লাভ করে, স্নায়ুশূল বাত, বেদনা ও শিরোগূর্ণন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

শক্তি :—৩, ৬।

পাইরারা (Pyrara.) ।

ব্যবহারস্থল : নানাবিধ চর্মবোগে—যথা কুষ্ঠব্যাধি, টিউবার-কিউলাব চর্মবোগ ও উপদংশ-মুগ্ধ চর্মবোগ, শিরা-ক্ষীতি ও শিবাগ্রসাবণ ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়।

শক্তি :—নিম্নশক্তি।

পালমো-ভালপিস (Pulmo Vulpis.) ।

পরিচয় :—ইহা নেকড়ে বাঘেব ফুস্‌ফুস হইতে বিচূর্ণাকারে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—হাঁপানি ও হাঁপানির টান, নড়াচড়ায টান বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট, তজ্জগ শ্বাসনলী প্রদাহ ; ঘনমনে বা ঘড়ঘড়ে কাসি ; ফুস্‌ফুসে জলসঞ্চয় প্রভৃতি লক্ষণে ইহার ২x বা ৩x বিচূর্ণ ব্যবহার্য।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x।

পাইরোজিনাম (Pyrogenum.) ।

পরিচয় :—পঁচা গোমাংস হইতে এই ঔষধ তৈরী হয়। আমেরিকায় সোথানের (Swan) শক্তিকৃত পাইরোজিনামই বেশী ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বার্ণেট Heath's Preparation অর্থাৎ হিথের তৈরী পাইরোজিনামই বেশী ব্যবহার করিতেন।

পাইরোজিনাম চনং ফরমুলা অল্পসাবে তৈরী হয় ; ইহার নিয়ন্ত্রণ ব্যবহাব কর্তব্য নহে। পাইরোজিনাম যদিও নোসোড্ নহে তবুও ইহাকে নোসোড জাতীয় ঔষধ বলা চলে।

ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ দুষ্ট জাতীয় জ্বর, রক্ত দোষিত হইয়া জ্বর, সূতিকার জ্বর ; টাইফয়েড ; সর্বিবাম জ্বর ; পচা মাছ মাংস সেবনের পর জ্বর ; শয্যাক্ত, শব ব্যবচ্ছেদকালীন ক্ষত হইয়া জ্বর ; পুণ্ডরিক ম্যালেরিয়া জ্বর, নানাজাতীয় দুষ্ট ত্রণ, নালী ঘা ; তীব্র মাথাব্যথা, গলগণ্ড, হৃদপিণ্ডের ক্ষত স্পন্দন ; হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া এখনি লোপ হইবে এইরূপ অল্পভব, ক্ষয় জাতীয় জ্বর, সাংঘাতিক জাতীয় উন্মত্ততা, সকল প্রকার শ্রাবহ (মল-মূত্র, পূজ-বস্তু, স্নেহ, বাস) কীটভ্রম দুর্গন্ধযুক্ত, প্রসবের পর বহুবিধ সেপ্টিক উপসর্গ, ফুল আটকাইয়া ধা ছিঁড়িয়া গিয়া সেপ্টিক হইলে, গর্ভপাতের পর বিক্রিয়া লক্ষণে, সাংঘাতিক বসন্ত বোগে ইহা ব্যবহার্য।

ক্রিয়াস্থল :—এই ঔষধের বিক্রিয়া বোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বেই বাপা বোধ কবে, বিছানা অত্যন্ত শক্ত মনে হয়, (আগিকা, ব্যাপ্ট), প্রত্যেকদিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খাৎলাইয়া গিয়াছে এইরূপ অল্পভবে পাইরোজিনাম বিশেষ কার্যকরী। বোগীর জিহ্বা রক্ত, থলথলে, লাল ও পবিকা। তাহার জিহ্বা এত লাল ও পবিকা, দেখিলে মনে হয় কেহ জিহ্বাটিকে লাল বাণিজ্য করিয়া বাখিয়াছে। রোগীর জিহ্বার স্বাদ পূজের স্থায় পচা, অথবা মিষ্ট।

বিষম-জ্বর ও সূতিকা জ্বর :—সূতিকা জ্বরে পাইরোজিনামেব লক্ষণ বর্তমান থাকিলে কয়েক ঘণ্টার ভিতর উপকার দর্শে। টাইফয়েডে যখন বাছে হইতে শয্যাক্ত দুর্গন্ধ বাহিব হয়, জ্বর জ্বর, সর্কোপ বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে তখন সাধারণতঃ আমরা ব্যাপ্টেসিয়া প্রয়োগ করি। অনেক রোগী এই ঔষধেই আরোগ্য লাভ করে কিন্তু সাংঘাতিক জাতীয় টাইফয়েডে যখন জ্বর ১০৬° ডিগ্রী, বাছে হইতে বিশ্রী গন্ধ বাহিব হওয়া, নাড়ী অত্যধিক ক্ষত, জিহ্বা লাল ও পরিষ্কার তখন পাইরোজিনাম বিশেষভাবে উপযোগী। বাছে ও অপরাপর শ্রাব হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া ব্যাপ্টেসিয়া, সোবিপ্লুম ও আর্সেনিকে আছে। পাইরোজিনাম রোগীর শ্রাব হইতে দুর্গন্ধ বাহিব হওয়াই ইহার বিশিষ্টতা।

পাইরোজিনাম রোগীর জ্বরের ভিতর অত্যন্ত প্রলাপ বকে, তখন সে অল্প সময় হইতে অধিকতর তড়াতাড়ি কথা বলে। বিছানায় শুইয়া থাকিবার সময় সে মনে করে তাহার শরীর সমগ্র বিছানা আবৃত করিয়া বহিয়াছে, রোগী এইটা বুঝিতে পারে তাহার মাথা বালিসে আছে কিন্তু তাহার শরীর কোণায় আছে তাহা বলিতে পারে না। আমরা কোন এক অবসর-প্রাপ্ত স্পারিটেগেটের পুত্রবধূর সূতিকা জ্বরে আহৃত হইয়া, অত্যধিক শ্রাব, ১০৩° জ্বর ; নাড়ীর গতি মিঃ ১২০, জিহ্বা চক্চকে ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাই। সর্কোপরি সে আমাদেরকে এই কথাটা বলিল—“আমার হাত-পা দুইটা যেন কেহ কাটিয়া নিয়াছে।” এই লক্ষণ দৃষ্টে

পাইরোজিনাম হাজার শক্তির একমাত্রা তখনই দিয়া আসি। ‘সেই একমাত্রা’ ঐষধেই তিনি অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন’।

অরু হইয়া রোগীর মেরুদণ্ডের মধ্যস্থল হইতেই শীত আরম্ভ হয় এবং তাহার অত্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও অস্থিসমূহের ভিতর অত্যধিক শীত অনুভব করে, অত্যধিক উত্তাপ বা হঠাৎ উত্তাপের আবর্তন, নাড়ীর গতি অত্যধিক দ্রুত, শূন্য এবং লোহার তারের ন্যায় অনমনীয়। বক্তৃ-দুটি জরে তাহার বৃকের ভিতর হৃদযন্ত্র রচিয়াছে এরূপ বোধ। হৃদযন্ত্র এত জোরে দপ্পন করে বা ধড়ফড় করে যে রোগী মিছে ঐ শব্দ শুনিতে পাগ, হৃদস্পন্দন জন্ত তাহার ঘুম পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। হৃদযন্ত্রের অস্বাভাবিক ক্রিয়ালোপেব আশঙ্কায় পাইরোজিনাম উপযোগী ঐষধ।

পাইরোজিনাম রোগীর আর্সেনিকের ন্যায় অত্যন্ত অবসন্নতা, ব্যাকুলতা ও অতিশয় অস্থিভা আছে। ইউপোট্যারিয়ামের ন্যায় হাড়ের ভিতর তীব্র বেদনা দেখা যায়; আর্গিকার ন্যায় সর্বশবীরে বেদনা, নবম বিছানায় শুইলেও কঠিন বোধ এবং যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন খাৎলাইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ; রাস-টঙ্কের ন্যায় অনববত ছটফট করে কাক্ষ যতই সে এপাশ ওপাশ করে, ততই সে একটু আবাম পায়, সেইজন্য ক্রমাগত সে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। ব্যাপ্তিসিয়ার ন্যায় ইহার সমস্ত শাব হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, পাইরোজিনাম বোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস হইতেও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে।

গর্ভপাত :—যে সকল স্ত্রীলোকের বহুদিন পূর্বে গর্ভপাত হইয়াছে এবং গর্ভপাতে পর শবীর কিছুতেই ভাল হইতেছে না তাহাদের পীড়ায় অথবা যাহাদের কয়েক বৎসর পূর্বে স্মৃতিকা জব হইয়াছিল সেই হইতে রোগিনী কিছুতেই ভাল হইতেছে না, তাহাদের পক্ষে ইহা একটা অমূল্য ঐষধ। তাবপব প্রসব বা গর্ভপ্রাবে পরবর্তী জবে যদি অরায়ুতে মৃত-জ্রণের অংশ বা ফুলের কিছু অংশ বহুদিন থাকিয়া পাচিয়া গিয়া বিযাক্ত অরু হইয়া কাল দুর্গন্ধযুক্ত শাব নির্গত হয় সেই সঙ্গে পূর্বে বর্ণিতরূপ জিহ্বা ও নাড়ীর গতি ও অত্যন্ত লক্ষণাদি থাকে তবে ইহাই একমাত্র ঐষধ।

কোনও এক ভদ্র মাড়োয়ারী পরিবারের মহিলার গর্ভপাত হইবার পর তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। যথাসম্ভব চিকিৎসায় ফল হইল না, বোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দিকেই চলিল; তখন তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। কয়েক মাস হাসপাতালে থাকিয়াও সুফল না ফলায় রোগিনী নিজগৃহে পুনরানীত হইলেন। গৃহে মরণোন্মুখ উত্থানশক্তিরহিতা রোগিনী। হতাশ গৃহকর্তা আমাদের ঐষধালয়ে আসিয়া রোগিনীর অবস্থা বলিলেন; রোগিনী শয্যাশায়িনী, চোখ, মুখ, হাত-পা একটু একটু ফোলা, নিষ্পন্দভাবে বিছানায় শুইয়া আছেন, পেটে খুব ক্রোধ, পেটে হাত দিবাব যো নাই, অবিবাম অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শাব, অরু আছে। এরূপ অনেক ক্ষেত্রে আণিকা সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু এক্ষেত্রে “অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শাবই” পথ প্রদর্শন করিল; ব্যবস্থা পাইরোজিনাম ২০০; রোগিনী আবেগ্য হইলেন।

সদৃশ :—পাইরোজিনাম—অ্যাসিড-কার্বোনি, অ্যাসিড-ফস, আর্সেনিক, কার্বো-ভেজ, ম্যালেরিয়া অফিসিওয়ালিস, এচিনেসিয়া, সোরিগাম, রাস-টঙ্ক, সিকেলি, আর্গিকা, ব্যাপ্তিসিয়া প্রভৃতি সমতুল্য।

শক্তি :—৩০, ২০০, ১০০০ বা তদুর্ধ্ব শক্তি।

পাকুড় (Ashwatha, Ficus religiosa.)

[অর্থ]

ব্যবহারস্থল :—উদর ও ফুস্ফুস হইতে রক্তশাবে এই ঔষধ অ্যাকালাইফা-ইণ্ডিকা তুলা । অতিরিক্ত, রক্তবমন, রক্তমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ বক্ত্রাবে ফলপ্রসূ । রোগী বিষাদভাবাপন্ন, শরীর, বেশী কথাবার্তা কহে না । মস্তকশীর্ণ বা ত্রুণতালু জ্বালা, শিবোঘ্নন, মাথাব্যথা । বিবমিষা বা গা-বমি-বমি, রক্তবমন, পাকস্থলীতে বেদনা ও অস্বস্তি বোধ । শ্বাসকষ্ট, কাসি ও বক্ত্রবমন । অত্যন্ত দুর্বল নাড়ী । যে সবুল রোগীতে আমবা উপরিউক্ত লক্ষণাদি দেখিতে পাই সেখানেই আমাদের এই ঔষধেব কথা মনে করা উচিত । ইহা বক্ত্রশাবে অ্যাকালিফা, ইপিকাক, থ্যাস্পিস, মিলিফোলিয়াম, হ্যামামেলিস্ সমতুল্য । আমাদের মনে হয় আমাদের দেশবাসীকেব পক্ষে ইহা অধিকতর উপযোগী । নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার্য্য ।

পাম্বোটানো (Pambotano.)

ডাঃ বোবিক বলেন, ম্যাকসিকো-নিবানীগণ সুবিরাম জ্বর ও নানাবিধ উপিকেল (tropical) রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করে ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৫, ৩০ বা তদূর্ধ্ব ।

পারটুসিন (pertusin.)

পরিচয় :—এই ঔষধটির অপব নাম ককিউলিউচিন ; এই নামই এখন প্রচলিত, “পারটুসিন” পেটেন্ট নাম । ঔষধটি নোসোড বা বোগজ ঔষধ । হুপিংকাসির বোগবীজ-সমৃদ্ধিত আঠা আঠা দড়িব স্ফায় স্লেয়া হইতে এই ঔষধ তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—হুপিংকাসির লক্ষণাবলী চলিয়া যাইবার পর যদি বোগেব পুনবাক্রমণ হয়, পারটুসিন ফলপ্রসূ ।

কোন পরিবারের কোনও একটি শিশুর হুপিংকাসি হইলে সেই পরিবারস্থ অন্যান্য সূস্থ শিশু-দিগকে এই ঔষধের ২০০ শক্তির একমাত্রা করিয়া দিলে সূস্থ শিশুগুলি বোগ আক্রমণের ভয় কমিয়া য়ায । “হুপিং-কফ” স্পর্শক্রমক ; সূস্থ শিশুগুলিকে রুগ্ন শিশু হইতে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র রাখা আবশ্যক ।

ডাঃ ব্লার্ক এই ঔষধটিকে হুপিংকাসিতে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন । ইহা হুপিংকাসি ও অপরাপর আক্ষেপিক কাসি রোগে ফলপ্রসূ ।

সদৃশ :—পারটুসিন, ডেসেরা, কোরালিয়াম, কুশ্রাম, মেফাইটিস প্রভৃতি সমতুল্য ঔষধ ।

শক্তি :—৩০, ২০০ বা তদূর্ধ্ব ।

পারথিনিয়াম (Parthenium Escoba Amargo.) ।

ব্যবহারস্থল :—কিউবা-নিবাসীজনগণ, জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাইয়া থাকে। শুষ্ক দুগ্ধের অল্পতা দূর করিয়া শুষ্ক দুগ্ধ বৃদ্ধি করা, বজ্রলোপ এবং দোর্দল্যেবও ইহা ঔষধ। কুইনিনের অপব্যবহারের কুফলেও ইহা ব্যবহার্য্য।

তথু যে জবে ইহা ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, নিম্নলিখিত উপসর্গেও ইহা ব্যবহৃত হয়। মাথা ব্যথা, চক্ষু ভাব ও অক্ষিগোলক ব্যথা, নাসামূলে ব্যথা, মনে হয় যেন নাসামূল ফুলিয়াছে, দৃষ্টি-বিভ্রম, কর্ণনাদ, দাঁত ব্যথা, দাঁত বড় মনে হয়, দাঁত টকা, শ্বাসকষ্ট, যকৃত ও প্লীহার বেদনা, হঠাৎ নড়ন চড়নে ও নিদ্রাব পর বৃদ্ধি, উঠিয়া দাঁড়াইলে এবং ইত্যন্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইলে উপশম। ইহা চায়না, সিয়ানোথাস, হেলিয়াস্‌স সমতুল্য।

শক্তি :—নিম্ন শক্তিই ব্যবহার্য্য।

পারশিকেরিয়া-ইউরেঞ্চ (Parsicaria Urens.) ।

ব্যবহারস্থল :—বেনাল কলিক (কিডনির বেদনা), পাণ্ডুরী ও পচা বায় (gangrene) উপযোগী।

শক্তি :—শীতল-টিংচাব।

পালসেটিলা (Pulsatilla Nigricans.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম অননিমোনি-প্র্যাটেনসিস, মধ্য ও উত্তর ইউরোপে পালসেটিলা বৃক্ষ প্রচুর পবিমাণে জন্মে। তাজা পুষ্প ও বৃক্ষ সমেত ইহাকে ছোট ছোট কবিতা কাটিয়া স্রবাসারে প্রস্তুত কবিতো হয়। স্বয়ং চানেনমান এই ঔষধের প্রভিং করিয়া গিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল :—স্ত্রীলোকদিগের ঔষধ বলিয়া পালসেটিলা বিখ্যাত। নাক্স-ভর্মিকা যেমন পুরুষের ঔষধ, পালসেটিলা সেইরূপ স্ত্রীলোকেব ঔষধ বলিয়া কথিত। ইহা বজ্রোশক, ঋতু সঞ্চরীয় নানাবিধ পীড়া, গর্ভাবস্থায় পা ফেলো, গর্ভাবস্থায় বমন, স্রুপ্রসব কবান; প্রসবেব পূর্বে ও পবেব নানাবিধ উপসর্গ; হৃতিকাক্ষেপ, হৃতিকান্নাদ, ফুল-আটকান, জ্বাশু-চ্যুতি, জ্বাশু-প্রদাহ, স্তনে ব্যথা, গর্ভবতীর অজ্ঞানী, শুভ্রদামিনীর নানাবিধ পীড়া, বাধক, শ্বেত-প্রদব, ডিম্বাধার প্রদাহ ও বেদনা, কামোন্মাদ; বয়োব্রণ, বজ্রাশ্রতা, ক্ষুধামান্দ্য, মূত্রাধারের সর্দি, মূত্রাধাব-মুখশাযী-গ্রন্থির প্রদাহ, অক্ষত, চক্ষু বেদনা, পুৰাতন চক্ষুউঠা, ছানি, চক্ষু কোণে নালী বা, পাকুই, কাসি, বৃক জালা, অতিসার, ক্ষয়রোগীর উদরাময়, অজীর্ণ, উদবাধান, সন্ধিবাত, অর্শ, হৃদকম্প, একশিরা, কোরও, সবিরাম জ্বর, সন্ধিবেদনা, শ্বেত প্রদর, হাম, কর্ণশূল, কাণ-পীকা, জ্বাচিল; পট্টকমি, দন্তশূল, আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতি। যোগে পালসেটিলা উপযোগী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—পালসেটিলা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ঔষধ। এই ঔষধটিও হোমিওপ্যাথিক-জগতের একটি উজ্জ্বল রত্ন। পালসেটিলায় স্থিতি না হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিধানের যে কত

ক্ষতি হইত বলা যায় না। বর্তমান যুগে পালসেটিলার নাম জানে না এমন কোন শিক্ষিত বা মধ্যশিক্ষিত লোক দেখা যায় না। কোনরূপ খাইবার গোলমালে উদ্ভ্রাণ, আমাশয় বা অজীর্ণ হইলে সাধারণতঃ রমণীও পালসেটিলার ব্যবহার করিবেন। প্রসবের বেদনা অনিয়মিত হইতেছে, বেদনা থামিয়া গিয়াছে, এই সকল ক্ষেত্রে অনেকে চক্ষু বুজিয়া পালস প্রয়োগ করেন; গর্ভস্থ জ্ঞান স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিলে পালস তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনে অর্থাৎ মাথাটি ঘুবাঁইয়া প্রসব দ্বারের দিকে আনিয়া সুপ্রসবের সহায়তা করে। গর্ভস্থ মৃত শিশুও ইহা সেবনে বিনাকষ্টে ভ্রূমিষ্ট হয়। সুতরাং পালসেটিলাকে রমণীদিগের বন্ধু বলা চলে, কিন্তু এইরূপ অন্ধবিশ্বাস হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে নিষিদ্ধ সদৃশ লক্ষণ থাকে অবশ্যক। পালসেটিলা কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেরই ক্ষেপে ব্যবহৃত হইতে পারে, এমন কি শিশুদিগের রোগেও পালসেটিলাকে বাদ দেওয়া যায় না, তবে লক্ষণ মিলাইয়া লইতে হইবে। লক্ষণানুসারে স্ত্রীলোককে নান্ন-ভ্রমিকা ও পুরুষকে পালসেটিলা দেওয়া সর্বদাই চলে।

পালসেটিলা দ্বারা আমবা যে কত উদ্বাস্য, অজীর্ণ, অঙ্গনী, 'চক্ষুবোগ', 'প্রমেহ', শ্বেত প্রদব আরোগ্য করিয়াছি তাহাব কোন হিসাব নাই। তবে ইহা অতি সত্য কথা যে, পালসেটিলাব মানসিক ও বিশেষ লক্ষণ থাকিলে ইহা স্ত্রীরোগের একটি শ্রেষ্ঠতম ঔষধ।

যে সকল স্ত্রীলোকে প্রথম ঋতুশ্রাব বিলম্ব হয়, প্রথম ঋতুকাল হইতেই যাহারাব বাধক থাকে, প্রথম ঋতুশ্রাব বিলম্ব হয়, প্রথম ঋতুশ্রাবের পর হইতেই রক্তস্রাব, ক্ষয়কাসি, ব্রকাইটিস প্রভৃতি রোগে ভুগিতে থাকে, ঋতুশ্রাব ক্রমশঃ কমিয়া মেদবৃদ্ধি হয়, ঋতুকালে অত্যন্ত বেদনা হয় অস্থিবতাব বৃদ্ধি হয়, পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলেই বা পা ভিজিলেই ঋতুবন্ধ হইয়া যায়, থামিয়া থামিয়া ঋতুশ্রাব হয় পালসেটিলা তাহাদের একমাত্র ঔষধ।

গর্ভবতীদিগের পালসেটিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেহ কেহ বলেন গর্ভাবস্থায় এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ২১ মাত্রা সেবন করিতে দিলে ক্রমে কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে না অথচ জবাযুব ক্রিয়া বদ্ধিত হয় এবং প্রসবও অত্যন্ত সহজ হয়।

প্রসবের পর শিশু যখন মাতৃস্তন্য পান করে তখন যদি মাতার বুকের ভিতর বেদনা অনুভূত হয়, তাহার ঘাড় ও পিঠ টুটু করিতে থাকে, ঐ বেদনা একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া বেড়ায় তবে পালস প্রযোজ্য।

এই ঔষধ যখনই প্রয়োগ করিবে তখন ইহার হ্রাস, বৃদ্ধি ও মানসিক লক্ষণ উত্তমরূপে দেখিয়া লইবে।

হামের পরবর্তী মন্দফল; পূজযুক্ত চোখ-উঠা; কাণ-পাকা; নাসিকার পুৰাতন সর্দি; শিশুদিগের বিছানার প্রস্রাব করা, প্রমেহ রোগের শেষ অবস্থার স্মিটনোগ; প্রমেহ রোগের প্রাবন্ধ হইয়া অণুকোষের প্রদাহে ইহা ব্যবহার্য্য।

• **কুচি** :—পালসেটিলা রোগীর মুখে বড়ই বিশ্বাস, বিশেষতঃ সকাল বেলা তাহার কোন জিনিষই ভাল লাগে না। রোগীর জল পিপাসার অভাব, জিহ্বা শুষ্ক তবুও তাহাব জল পিপাসার অভাব (মার্কারি ইহার বিপরীত)। রোগীর ঠাণ্ডা থাকে কুচি, ঠাণ্ডা স্থানে থাকিবার স্তুভিলাষ; গরম মোটেই সহ্য করিতে পারে না, গরম দ্রব্যে অকুচি; ঘৃত পক বা তৈলপক জিনিস খাইলেই তাহার পিঁড়ার বৃদ্ধি।

স্বভাব ও গঠন :—বমণী, শিশু এবং শাস্ত্র-স্বভাব বিশিষ্ট পুরুষদিগের নানাবিধ পীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। দাব, স্থির ও জ্বেদ প্রধান বোগী ও রোগিণী যদি সামান্য কাবণে কাদিয়া ফেলে বা হাসিয়া ফেলে, তাহাব হৃদয় অত্যন্ত কোমল ও স্নেহশ্রবণ তাহাদের পীড়ার পালস একমাত্র ঔষধ। ইহাব রোগী ও রোগিণী কিন্তু ছিট্কাছুনে একটুতেই কাদিয়া আকুল। না কাদিয়া কোন কথা বলিতেই পারে না এমন কি চিকিৎসকের নিকটও সে কাদিয়া কাদিয়া রোগ লক্ষণ বর্ণনা করে। ইহাব বোগী মোটা-সোটা, নাস্ত-ভমিকার বোগী রোগা পাতলা, ছিপছিপে, রাগী, হিংস্রটে ও বদখেয়ালি। পুদাতন রোগীর চিকিৎসাব সময়ও এইগুলি থাকা চাই।

পিপাসাহীনতা ও পবিবর্তনশীলতা :—ঘৃত পক বা গুৰ্ণপাক খাওয়া অথবা তেতাল মাছ, শুকবেব মাংস, পিষ্টক ইত্যাদি খাইবার পর উদরাময় বা কলেরাব পালসেটিলা একমাত্র ঔষধ। উদরাময় বা কলেরাব বোগীর জল পিপাসা থাকে না; কেবল উদরাময় ও কলেরা রোগীবই জল পিপাসা থাকে না তাহা নহে, যে কোন পীড়াই হউক না কেন শুষ্ক জিহ্বা অথচ পিপাসার অভাব ইহাই পালসেটিলার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। কচিং পিপাসা দেখা যায় তখন আসেনিকের ত্রায় পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প জলপান ও পানের পব বমনের উদ্রেক হয়। পালসেটিলা পবিবর্তনশীল লক্ষণেব শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাব মলও পবিবর্তনশীল; সকল বাব একবকম বাহে হয় না, কখনও পাতলা, কখনও ঘন, কখন শাদা, কখনও হলদে, কখন বা সবুজ। একবার পাতলা জলের ত্রায় চলুদবর্ণেব হইল, আবার যে-বাহে চলু তাহা হবিস্রাভ সবুজ, তারপর খেতাভ সবুজ ইত্যাদি।

মনা :—পালসেটিলা রোগিণীব ভ্রম জ্ঞান অত্যন্ত, সে মনে করে তাহার শয্যায় একজন উল্ল পুরুষ গুই আছে। বোগিণী ঘুমের ভিতরও পুরুষের স্বপ্ন দেখে। ঋতু লোপ হইয়া তাহাব উন্নততাব বুদ্ধি, ধর্ম ও পংলোক সম্বন্ধে তাহাব উন্মাদ ভাব, রোগিণী মনে করে যেন যম বা সযতান তাহাকেই লইয়া যাইবার জন্ত আসিতেছে। সে সামান্য কাবণে উত্তেজিত হইয়া উঠে আবার একটুতেই কাদিয়া আকুল হয় সর্বদাই যেন তাহার চোখে জল লাগিয়াই আছে; আবার সামান্য ব্যাপারেই হাসিয়া অস্থির হয়। তাহার নিজের যেন কোনও ব্যক্তিত্ব নাই, লোকে যাহা বলে বিনা আপত্তিতে সে তাহাত সাধ দেয়। রোগিণীব পুরুষকে খুবই ভয় (লাইকো)। হৃদপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, হৃদযন্ত্রেব জন্ত সে সর্বদাই ব্যাকুল; এমন কি “অবাম” রোগীর ত্রায় সে আশ্রয়িত্য করিতে চায়। পালসেটিলা বোগী সামান্য পবিশ্রমে প্রান্ত হইয়া পড়ে ও তাহাব শিরঃপীড়ার আবির্ভাব হয়। নিজের বৈষয়িক বিষয়ে ও আশ্রয়ের জন্ত বড়ই তাবিত হয় এবং বৈষয়িক ব্যাপারে সকলকেই অবিশ্বাস করে ও সন্দেহ করে। বোগিণী বা শিশু অথবা পালসেটিলা রোগী নিজের রোগ-লক্ষণ অথবা কোন কথা সহজভাবে ব্যক্ত করিতে পারে না, কাদিয়া ফেলে।

শিরঃপীড়া :—মাথার নানাবিধ পীড়ার জন্ত পালসেটিলা উপযোগী। ইহার রোগীর মাথা এত ঘোরে যেন সে কোনরূপ নেশা করিয়াছে, কিছুতেই সে নিজেকে সামলাইতে পারে না; টলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। বিছানা হইতে উঠিতে গেলে, বসে অবস্থায় উঠিতে গেলে, বায়ু সেবন করিবার সময় মাথা ঘুরায়। ইহা যেমন মাথা ঘুরানর ঔষধ সেইরূপ মাথার তীব্র যন্ত্রণার জন্তও উত্তম ঔষধ। বোগীর মাথার ভিতর যেন ধকধক করিতেছে, অপরিমিত ভোজনাদির পর বা চর্কিগুত মাংসাদি খাইবার পর তীব্র শিরঃবেদনায় ইহা উত্তম কার্য করিয়া থাকে (অ্যান্টি-ফ্রু, ইপি, নাস্ত, আইরিস)।

ক্যানো, ইগ্রে, নাক্স—কফি পান কবিবার পর মাথার যন্ত্রণা হইলে।

কার্বো-ভে, কফি, নাক্স, পালসে—মস্তপানের পর মাথায যন্ত্রণা।

ক্যালকে, নাক্স, সালফার—অতিবিক্ত অধ্যয়নাদিব পর শিরঃশীড়ায়।

ইগ্রে, অ্যাসিড-ফস্, ষ্ট্রাক্কা—শোকাদি পব মাথার যন্ত্রণায় উত্তম ঔষধ।

পালসেটিলা আধ-কপালে-মাথার-যন্ত্রণার জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পুৰাতন সর্দি, অজীর্ণ বা অপরিমিত আহারাদির পর মাথার যন্ত্রণা, আধ-কপালে মাথাব্যথা বা শিবোৰ্ণন রোগে ইহা উপযোগী ঔষধ। রোগীর মাথা সময় সময় ঠঠাৎ এত ঘূৰিতে থাকে যে, তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়া যায়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ও স্ফীত হয়, চলিবার শক্তি লোপ পায় এবং ঘড়্ ঘড়্ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে, মস্তিষ্কের উপর অৰ্কুন্ বা টিউমার জন্মিলে ইহা ক্যান্কে-ক্লোন ও সাইলিসিয়াব ত্রাণ কার্য করে যদি ইহাব সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

চক্ষুরোগ :—নানাপ্রকারেব চক্ষুরোগে ইহা উপযোগী। সম্পূর্ণ চক্ষু-প্রদাহে যখন চক্ষু হইতে স্লেয়া ও পূজ মিশ্রিত শ্রাব নিঃসৃত হয়, ঐ শ্রাব খুব পাতলাও নহে এবং খুব ঘনও নহে, ঐতে ঘুম ভাঙ্গিবার পব চক্ষু জুড়িয়া যায় তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য। বৌগীর চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুৰ্ডি বাহিব হয়। পালসেটিলায় শ্রাব কখনও হলুদবর্ণের, কখনও সবুজের সহিত করিদ্দা রং মিশ্রিত। রোগীর চোখেব শ্রাব যখনই বন্ধ হইবে তখনই তাহার চোখেব যন্ত্রণা রুদ্ধপ্রাপ্ত হইবে। যদি পবিকার করিয়া বলিতে হয়, তবে এরূপ বলা প্রযোজ্য যে, চোখউঠা রোগে পালসেটিলা কখনও প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নহে, যখনই ইহা ব্যবহার করিবে তখনই দেখিয়া লইবে, সম্পূর্ণ অবস্থা কিনা। চক্ষুউঠা ঠাণ্ডা লাগিয়াও হইতে পারে কিংবা হামের পরও হইতে পারে।

ছোট ছোট শিশুদিগেব বা আঁতুড়ের শিশুদিগের সম্পূর্ণ চক্ষুউঠা বোগে বা চক্ষুর-প্রদাহে যখন চক্ষু হইতে প্রচুর পবিমাণে তবিদ্রাবর্ণেব পূজ নির্গত হইয়া চক্ষু জুড়িয়া যায়, চক্ষুর পাতার উপর ছোট ছোট দানার ত্রাণ ফুৰ্ডিসকল বাহিব হয় তখন ইহা উত্তম ঔষধ (থুজা, আর্জেন্টাম-নাই, অ্যান্‌নাই, সিকিলি)। প্রথম এই ঔষধ প্রয়োগ কাবয়া যদি বিশেষ কোন উপকার না পাওয়া যায়, তখন আর্জেন্টাম-নাইটিকাম উপযোগী। আর্জেন্টাম সেবন ও আর্জেন্টাম মিশ্রিত জল (লোশন) বাহুপ্রয়োগ দুইই করা চলে। এই রোগে যখন কর্ণিয়ায় ছিদ্র বা ক্ষত হইতে থাকে তখন মার্ক-কর ব্যবহার্য।

পালসেটিলা আঞ্জিনা বোগেরও উত্তম ঔষধ। সাধাবণতঃ ইহার আঞ্জিনা চোখের নীচের পাতায়ই বেশী হয় এবং বোগী মুক্ত-হাওয়ায় ভাল থাকে। কেহ কেহ বলেন, আঞ্জিনা বোগে পালসেটিলাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ষ্ট্রাক্কাফিসেট্রিয়াও আঞ্জিনা রোগেব ঔষধ, তবে উপরের পাতায় হইলেই বেশী উপযোগী। গ্যাক্কাইটিস রোগীর ঘন ঘন আঞ্জিনা হইয়া থাকে।

ডাঃ নর্টন বলেন, চক্ষুরোগে যখন পালসেটিলা প্রয়োগ করিবে তখন, ইহার কর্ণিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি বাহির হওয়া, অ্যালোক-ভীতি, ঝাপসা-দৃষ্টি, সেই সঙ্গে মাথাধোঁরা, গা-বমি-বমি করা, চোখের পাতা ফোলা, আঞ্জিনা হওয়া, মুক্ত-হাওয়ায় উপশম এবং চক্ষু হইতে পূজ নির্গমন হওয়া দেখিলে ইহা ব্যবহার্য।

কাণপাকা ও কাণের পীড়া : - কাণপাকা রোগে পালসেটিলা, সাইলিসিয়া, টেলিউরিয়াম ও গ্র্যাফাইটিস উত্তম ঔষধ

পালসেটিলা বোগীর কাণের মধ্যভাগের প্রদাহে যখন কাণ হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে ঘন হবিদ্রাবর্ণের বা হবিদ্রাভ সবুজবর্ণের পুঁজ নির্গত হয় তখন পালসেটিলা উত্তম ঔষধ। কাণপাকার সঠিত বধিবতা থাকিলে, কাণের ভিতর যন্ত্রণা থাকিলে এবং গন্ধহীন পূর্ববর্ণিতরূপ পুঁজ নির্গত হইলে পালসেটিলা উপযোগী।

সাইলিসিয়া বোগীর কাণ হইতে পুঁজ পড়ে, ঐ পুঁজ তত ঘন নচে কিন্তু অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, বোগীর মাথায় প্রচুর ঘর্ষ হয়, হাত-পা ঘামে ইত্যাদি থাকিলে উপযোগী।

টেলিউরিয়াম রোগীর কর্ণশ্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, জলের দ্বারা পাতলা যেন মাছখোয়া জল, শ্রাব যেখানে লাগে হাজিয়া যায় এবং কর্ণ-পটহ ছিদ্র হইয়া বহুদিন ধরিয়া সেখানে পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে, সেই স্থানেই ইহা কার্যকরী।

গ্র্যাফাইটিস—কর্ণের পীড়ায় যখন বধিরতা অত্যধিক অথচ রোগী যখন গাড়ীর ভিতর বা গুগুগোলের ভিতর থাকে তখন ভাল শুনিতে পায়, এহ লক্ষণ পালসেও আছে, পার্থক্য এই, পালসেটিলা বোগী ঠাণ্ডা চায়, মুক্ত-হাওয়ায় ভাল থাকে এবং কাণ হইতে অত্যন্ত ঘন পুঁজেব দ্রাব্য শ্রাব নিঃসৃত হয়, গ্র্যাফাইটিস রোগীর কাণ হইতে মধুব দ্রাব্য আঠা আঠা পুঁজ নির্গত হইয়া থাকে। পালসেটিলা শিশুদিগেব কাণ পাকা প্রায়ই হাম বসিয়া যাওয়া হইয়া থাকে।

উদরাময়, অজীর্ণ :—পালসেটিলা উদরাময়, অজীর্ণ এবং পবিপাক-যন্ত্রেব নানাবিধ পীড়ায় ফলপ্রসূ ঔষধ। ঘিঘের রাসা, পিঠা, রাবড়ী, চক্ৰিযুক্ত মাংস, বড় মাছের পেটি ইত্যাদি খাণ্ডদ্রব্য সেবন কবিবার পর যদি উদরাময়, অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি বোগ হয় তাহা হইলে প্রথমেই আমাদের পালসেটিলাব কথা স্মরণ হয়। বাস্তবিকই এই সকল বোগীদিগেব পক্ষে পালসেটিলা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। উদরাময় রোগীর জিহ্বা শুষ্ক, জিহ্বায় শাদা লেপ পড়ে কিন্তু পিপাসা মোটেই থাকে না। বাছে ঘন ঘন হয়, বাছেব সঠিত পেটে শূলবেদনা দেখা যায়, পেটে যত বেশী বেদনা হইবে তত বেশী শীত কবিতে থাকিবে, বাছে এক একবার এক এক রকমের হওয়া ইহাব বিশিষ্টতা। বাছে কখনও কম কখনও বেশী, কখনও লাল হড়হড়ে, কখনও অভূত মল মিশ্রিত ইহাব লক্ষণ। বমিতেও তুচ্ছদ্রব্য, স্লেয়া ও পিত্ত উঠে। বহুক্ষণ পূর্বে বোগী যে খাণ্ডদ্রব্য আচাব করিয়াছে তাহাও বমি হইয়া উঠিয়া যায় ইহাতে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুচ্ছ খাণ্ডদ্রব্য পেটে থাকিবে ততক্ষণ রোগী বমি কবিয়া ঐগুলি তুলিয়া ফেলে।

ঘুতপক, চক্ৰিযুক্ত খাণ্ডাদি আহ্বার করিয়া উদরাময় পালসেটিলায় যেমন দেখিতে পাই সেইরূপ কার্বো-ভেজ, ইপিকাক, অ্যান্টিম-ফ্রুড বোগীতেও দেখিতে পাই (এই সকল অধ্যায় দেখ)।

সাইক্ল্যামেন, ফেরাম, ট্যারাক্সেলকাম—ইহাদেব বোগী কেবল ঘুতপক দ্রব্যাদি খাইয়া উদরাময় বা অজীর্ণ রোগে ভোগে।

আর্সেনিক—কুন্নি-বরফ খাবার পর উদরাময়ে ভুগিলে।

নাক্স-ভর্মিকা—রোগী অধিক মসলাযুক্ত খাণ্ড খাইয়া বা রাজি জাগবণ ইত্যাদি দ্বারা উদরাময়ে ভুগিলে।

ইপিংকাক—নানাবিধ মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া উদরাময় এবং সেই সঙ্গে বমন ও বিবমিষা থাকিলে।

প্লুলস, চায়না, কলোসিসি—কেবল ফল আহার করিবার পব উদরাময় হইলে ব্যবহার্য্য, শক্তা খাইয়া উদরাময় হইলে কলোসিসি।

ভেরেট্রাম—পেয়ারা খাইয়া উদরাময় হইলে।

থুজা—পেঁয়াজ খাইয়া উদরাময় হইলে।

আস, ব্রাই, নাক্স—ঠাণ্ডা জল পান করিয়া উদরাময় হইলে।

ক্যান্ফার, জিজিয়া—অপবিত্র বা নোংরা জল পান করিয়া উদরাময় হইলে।

সালফার, ক্যালকেরিয়া—দুগ্ধ পানের পব উদরাময় হইলে উপযোগী।

সেপা—পচা মংসাদি খাইয়া অসুখ করিলে।

পালসেটিলাব উদরাময় প্রত্যহ বাত্রে হয়, সেই সঙ্গে উদরাময়ের সহিত বৃক্কের নিকট কি ঠেলিয়া উঠিতেছে লক্ষণে ইহাই ঔষধ। উদরাময় বা অন্ত্রাচ্ছন্ন পীড়ার সময় লেমন্ডে খাইবার পর পালসেটিলা, বেলেডোনা, স্ট্রাভাইনা ও সাইক্ল্যামেন তুল্য ঔষধ। আহারের নামে বা খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে গা-বমি-বমি কলচিকামের বোগীতেই বেশী দেখা যায় কিন্তু ইহা পালসেটিলায়ও আছে। পালসেটিলাব উদরাময়ের সহিত পেটডাকা, বাহ্যেব গুরুর পেটে যন্ত্রণা এবং দিন অপেক্ষা রাত্রিতে বাহ্যেব আধিক্যই পালসেটিলাব লক্ষণ। অন্ত্রাচ্ছন্ন লক্ষণ অ্যান্টিম-কুড, চায়না ও নাক্স অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

পালসেটিলা আমাতিসাব, দুঁরারোগা কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কোমরের বেদনা সহ বস্ত্রামাশয় ও অর্শ রোগে উপযোগী, তবে মানসিক ও বিশেষ লক্ষণ দ্বিগিতে হইবে।

স্ত্রী-রোগ :—পালসেটিলা স্ত্রী-বোগেব একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা বাধক-বেদনা, রজ্জ্বান্তস্ত, ঋতু বন্ধ হইয়া অত্র স্থান (নাক, মুখ, শুষ্কদাব প্রভৃতি) হইতে বক্ত্রাণ, শ্বेत-প্রদর ও প্রসব-বেদনাব ও প্রসবাস্তিক উপসর্গাদি ঔষধ। ধর্ম্মোন্মাদ।

অল্প বয়স্কা যুৱতীদিগের প্রথম ঋতু আরম্ভ হইয়াই যখন অনিযমিত ঋতু হয় বা ঋতুশ্রাব একেবাবে বন্ধ হইয়া যায় তখন এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম ঋতুশ্রাব আবস্ত হইয়াই উহা বন্ধ হইয়া যায় এবং উহাব ফলে রোগিণী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, বৃক্কশূন্যতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ফুসফুসের নানাবিধ পীড়া, যথা-টিউবারকুলসিস বা যক্ষ্মাকাসি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগ আসিয়া দেখা দেয়। এই সময় আমাদের পালসেটিলা সত্যই মস্ত্রোষধি স্বরূপে কার্য্য করে। আবার পালসেটিলায় একরূপ দেখা যায়, ঋতুমতিব বেশ স্ত্রীতমত মাসিক ঋতু হইতেছে কিন্তু হঠাৎ একদিন তাহার পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা খুব ঠাণ্ডা জলে পা ধুইবার ফলে ঋতু বন্ধ হইয়া গেল; এইরূপ ক্ষেত্রে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

পালসেটিলাব বাধক-বেদনা ও প্রসব-বেদনা প্রায় সর্বজনবিদিত; এমন কি, সাধারণ গৃহস্থের বৌ-ঝিরাও মনে করেন পালসেটিলা প্রয়োগ করিলে প্রসব বেদনা ভাল হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ঋতু খুব বিলম্বে প্রকাশিত হয়, ঋতুশ্রাবের পরিমাণ অতি অল্প ও অল্পদিন স্থায়ী, রক্তের বর্ণ পরিবর্তনশীল এবং ঋতুশ্রাব ধামিমা ধামিমা হয়। ঋতুশ্রাবের পূর্বে রোগিণীর পেটে

অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ, ঐ যন্ত্রণা থামিয়া থামিয়া আসে, বেদনার সময় রোগিণী কাদিয়া কাঁটিয়া অস্থির ; খোলা বাতাসে, ঠাণ্ডা স্থানে ও ঠাণ্ডা জিনিস প্রয়োগে ভাল থাকে এবং ইহার সহিত শুষ্ক জিহ্বা অথচ পিপাসার অভাব, যত বেশী পেটের ব্যথা তত বেশী শীত শীত ভাব থাকে।

অশোক :—(জনসিয়া অশোক) অতিবজ্রঃ, স্বল্পরজঃ, রজঃলোপ অনিয়মিত রজঃ প্রকাশ প্রভৃতি পালসেটিলার তুল্য। স্ত্রী জননেদ্রিগ ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদিতে অশোকের বলবতী ক্রিয়া দেখা যায়। মাসিক ঋতু বিপর্যয়ে উদবে দ্বারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

ককিউলাস—বাধক বেদনার একটি উচ্চাঙ্গের ঔষধ, পেট কামড়ানির ত্রায় পেটে বেদনা বোধ, পেটে খালধরা ; বক্ষঃস্থলে চাপবোধ ও শ্বাস-কষ্ট, বাধক-বেদনার সহিত কোমরের অত্যধিক বেদনা, এত বেদনা যে রোগিণী নড়িতে চড়িতে পারে না সেই সঙ্কে-গা-বমি-বমি বা বমন, মাথাবোবা এবং চলিবাব সময় তাহার হাত পা কাঁপে, কোমরের বেদনা রাত্রিকালে অধিক হয়, শ্বেত-প্রদর। পালসেটিলার বেদনা থাকিয়া থাকিয়া হয় কিন্তু ইহার বেদনা চলিতেই থাকে। ম্যাগ-ফর্সেও বাধকের বেদনা অত্যন্ত ; ইহার বেদনাও থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত হয়, পেটে গরম সেক দিলে বা পেট চাপিয়া শুইয়া থাকিলে বেদনার উপশম। পালসের বেদনাও থাকিয়া থাকিয়া হয়, তবে পালসের বেদনা হঠাৎ আসে ও আস্তে আস্তে চলিয়া যায়। ম্যাগ-ফর্সের বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলিয়া যায় (বেল)। সিমিসিফিউগাও বাধকের ঔষধ ; ইহার বেদনা, পেটের এক দিক হইতে আনুষ কথিয়া অল্পদিকে চলিয়া যায়, বাধকের সহিত হাতে পায়ের আঙ্গুলে বেদনা।

জ্যান্থকজাইলাম—ইহাব বাধক-বেদনা অত্যধিক, বেদনা এত প্রবল ও অসহনীয় যে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না ; এরূপ সঙ্কটকালে, জ্যান্থকজাইলাম রোগিণী ১৩, চিকিৎসকের পরম সহায়। বোগীণীর কষ্ট দেখিলে মনে হয়, কোনরূপ সংজ্ঞানামক ঔষধ ব্যবহাবে বোগিণীকে সংজ্ঞাহীন করিয়া রাখা ভাল।

ক্যামোমিলা—ইহাতেও অত্যধিক বাধক-বেদনা আছে, বিশেষতঃ তল পেট হইতে কুঁচকি পর্যন্ত বেদনা, বেদনার সময় সে সকলকে গালাগালি করিয়া অস্থির কবে, আর পালসেটিলার রোগিণী কাদিয়া আকুল হয়, ইহার ঋতুশ্রাবও অত্যন্ত কাল।

এই সঙ্গে ভারতীয় উদ্ভিজ্জ রাজ্যের আর একটি শক্তিশালী ঔষধের উল্লেখ বোধ হয় অসম্ভব হইবে না। ভারতীয় ঔষধ ভারতীয় নবনারী বীড়ায় বিশেষ উপযোগী হইবে ইহা যেন আমরা না ভুলি। ঔষধটি **ওলট কাম্বল** (অ্যাব্রোমা আগষ্টা)—ইহাব মূলের বহুল হইতে অনিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহা জ্বরায়ু সংক্রান্ত সর্বপ্রকার রোগে অবস্থা বিশেষে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যবহারে জ্বরায়ুর ক্রিয়া নিষ্প্রিত হয়। জ্বরায়ুর ক্রিয়া বিকৃতি জন্মে, যে কোনও রোগ ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়। পালসেটিলার সঙ্গে ইহার সৌসাদৃশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষিত হইয়াছে। জ্বরায়ু সংশ্লিষ্ট রোগে “ওলট কাম্বল” বনৌষধির অমূল্য সম্পদ।

প্রসব-বেদনার কথা পূর্বেই আমরা, কিছু কিছু বলিয়াছি, পালসেটিলার প্রসব-বেদনা থামিয়া থামিয়া আসে, ইহার বেদনা কখনও অধিক হয়, আবার কখনও অতি কম হয়, যখন বেদনা কমিয়া যায় তখন রোগিণীকে দেখিয়া মনে হয় না যে আবার তাহার বেদনা আরম্ভ হইবে। যে বেদনা প্রথম হইতেই ‘থামিয়া, থামিয়া উপস্থিত হয়, বেদনার সময় রোগিণী কাদিয়া অস্থির, জল পিপাসা মোটেই থাকে না এবং খোলা হাওয়া যাহাবা পছন্দ কবে তাহাদের পক্ষে পালসেটিলার ধাত্রীর কার্য করে।

কলোফাইলাম, সিকেলি-কর, ক্যামোমিলা, বেলাডোনা প্রভৃতি ঔষধ প্রসব-বেদনার উপযোগী (ঐ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ।

প্রসবের পব ভাদাল ব্যাধা ; প্রসবের পর ফুল আটকাইয়া থাকে, স্মৃতিকাজব প্রভৃতি পীড়ায় ইহা উপযোগী ঔষধ কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই ।

গর্ভাবস্থায় নানাবিধ পীড়ায় পালসেটিলা উপযোগী । কেহ কেহ বলেন, এহ ঔষধ পূর্ব গর্ভবতীকে মধ্যে মধ্যে সেবন কবিতো দিলে সুপ্রসব হইয়া থাকে । কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক, 'বিনা কারণে অন্ধভাবে অনর্থক ঔষধ প্রয়োগ করা শুভ নহে' ।

যৌবনে হঠাৎ ঋতুবদ্ধ হইয়া রোগিণীর মুখ, কাণ, বা নাসিকা অথবা শুষ্ক দ্বাব হইতে রক্তস্রাবে পালসেটিলা উপযোগী, ব্রাইওনিয়া, ফস্ফোবাসও কার্যকরী । গর্ভাবস্থার পূর্বে, গর্ভাবস্থায় ও পরে স্তনগ্রন্থি আক্রান্ত হইলে বা ফুলিয়া উঠিলে সেই সঙ্গে পূর্ববর্ণিতরূপ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য । প্রসবের পর স্তনে কোনরূপ আঘাত লাগিয়া বা অথ যে কোন কাৰণে স্তনদুগ্ধ হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে পালস সেবনে স্তনে দুগ্ধ পুনর্বানীত হয় ; স্তনদুগ্ধ বন্ধের বিশেষ কোন কাৰণ জানা না গেলে—আর্টিকা-ইউরেন্স ।

মৃতবৎসামিগেব দুগ্ধ কমাইতে বা বহুদিন পর্য্যন্ত স্তনে দুগ্ধ থাকিলে সেই দুগ্ধ কমাইতে—
ল্যাক-ক্যানাইনাম ।

• হঠাৎ স্তনদুগ্ধ শুকাইয়া গেলে পব সেই স্তনদুগ্ধ পুনর্বায আনিতে ল্যাক-ডিসফোরেটাম খুব ভাল ।

গর্ভাবস্থায় মূত্রথলীর প্রদাহে যখন ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হয়, মূত্রনলীতে বোনা থাকে, প্রস্রাবের সহিত স্লেয়া নির্গত হয় তখন ইহা ফলপ্রসূ ঔষধ ।

পুংজননেস্ত্রিয়ের রোগ ও প্রমেহ :- যুবক বিবাহ কবিতো চায় না, মনে মনে ভাবে যে, স্ত্রীসঙ্গমাদি অত্যন্ত পাপেব কার্য্য । তাহাব ধর্ম্মের দিকে খুব মতি । প্রবল সঙ্গলিপ্সা, বহুক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণালাযক লিম্বোচ্চাস, প্রত্যুষেই বেগী । অপবিমিত ইন্দ্ৰিয়চালনার ফলে মাথায ও পিঠে ব্যথা, সর্কাজে ভাব বোধ । প্রমেহ বোগেব প্রথম অবস্থায় এহ ঔষধ কার্য্যকরী নহে, শেষাবস্থায় অর্থাৎ স্ট্রীট হইলে ইহা ফলপ্রসূ । ইহার স্রাব ঘন, স্লেয়া ও পুংজ মিশ্রিত ; হরিদ্রা বর্ণেব বা সবুজ মিশ্রিত ; হরিদ্রা বর্ণেব বা সবুজ মিশ্রিত হরিদ্রাবর্ণেব স্রাবের সহিত কুঁচকিতে বেদনা থাকে, সময় সময় পেটে পরিবর্তনশীল বেদনাব আবির্ভাব । প্রমেহে মূত্রত্যাগের পর মূত্রনলীতে জ্বালা । স্রাব বন্ধ হইয়া যখন রোগীৰ অণ্ডকোষ প্রদাহিত হইয়া ফুলিয়া লালবর্ণের হয়, অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে, সেই সঙ্গে যদি পালসেটিলাৰ অস্ত্রান্ত লক্ষণাদি বিদ্যমান থাকে তখন ইহা উপযোগী । অণ্ডকোষে জল জমিয়া গেলে, বিশেষতঃ শিশুর জন্মের পর হইতে ঐরূপ হইলে ইহা ফলপ্রসূ । অণ্ডকোষ প্রদাহে অ্যাসিড-অম্লালিক, সাইলিট্রিয়া, হাইড্রোকোটাইল, রডোডেণ্ড্রন, কোনায়াম প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুযায়ী সময়ে সময়ে আবশ্যক হয় । মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থিপ্রদাহ পালস প্রযোগে উপশমিত হয় ।

• হরিত-পাণুরোগ বা ক্লোরোসিস :- এই রোগ সাধারণতঃ প্রথম রজঃস্রাবের পব যখন রজঃস্রাব বন্ধ হয়, বা অজীর্ণরোগে ভুগিয়া রোগিণী জীর্ণ-জীর্ণ হইয়া পড়ে, কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্যে তাহার প্রসুতি থাকে না, ঘৃতপক বা তৈলাক্ত দ্রব্য খাইলে কষ্ট বৃদ্ধি, মাসিক ঋতু অনিয়মিত হয় তখন ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ । এই অবস্থায় অস্ত্রান্ত চিকিৎসকগণ লৌহযটিত ঔষধের

অত্যধিক অপব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের পালসেটিলা রোগিণীকে নিয়াময় করিয়া তঁহার পূর্ন স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনে—তখন তাহার মাসিক ঋতু নিয়মিতভাবে হইতে থাকে। ক্যাঙ্ক-ফস, নেট্র-মিউর, সিপিয়া, সাইক্লোমেন ইহার সমতুল্য ঔষধ।

নাসিকার ক্ষত, সর্দি, কাসি ইত্যাদি :—পুরাতন নাসিকা, ক্ষত হইতে যখন ঘন ঘন হরিদ্রাবর্ণের বা হরিদ্রা মিশ্রিত সবুজবর্ণের শ্রাব নির্গত হইতে থাকে, তখন ইহা উপযোগী। পুরাতন সর্দিবোগে ইহা অতি উপকারী ঔষধ। তরুণ অবস্থায় পালসেটিলা বিশেষ ফলপ্রসূ নহে কিন্তু সর্দি পুরাতন হইয়া যখন রোগীব নাসিকা হইতে পাকা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের সর্দি নির্গত হইতে থাকে, জ্ঞানশক্তি কমিয়া যায়, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ "বাহিন" হইতে থাকে, নাসাপুটে ক্ষত হয়, বোগী ঘরের ভিতর থাকিতে পারে না, অনবরত ঠাণ্ডা হাওয়া চায়, মুক্ত হাওয়ায় খেড়াইলে তাহার কষ্টের উপশম ইত্যাদি দেখা যায় তখন ইহাই ঔষধ। কাসি ও যক্ষ্মা-কাসিব পক্ষেও ইহা ব্যবহার্য উপযোগী ঔষধ। কাসিতে কাসিতে যে গণ্য উঠে উঠা ঘন হরিদ্রা বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের, কাসিব রোঙ্কি বৃক্কে ভাববোধ কবে ও মুখে বক্তের আশ্বাস পায়। রোগীর দেহ একটু গরম হইলেই থুত্থুৎ কাসি হইতে থাকে, এত শুক্ক কাসি যে রোগী মনে ভাবে কাসিব সহিত যুঝি তাহার পাকস্থলা উন্টাইয়া গেল, দ্রুত বর্ধনশীল মাংসাত্মক যক্ষ্মাকাসিতে ইহা একটি উত্তম ঔষধ। অবরুদ্ধ ঋতু বজ্র নাসিকা দ্বিবা রক্তশ্রাব (ব্রাই, ফেবাম, হ্যামা, ফস, সিনিসিও) যুবতাদিগেব ঋতু হঠাৎ বন্ধ হইয়া যক্ষ্মাকাসিতে পরিণত হইলে পালসেটিলা একমাত্র ঔষধ। বিশেষ লক্ষণ ও মানসিক অবস্থা মিলিয়া ঔষধ প্রয়োগ বিধি। স্ত্রীলোকদিগেব হৃদয়স্ত্রেব পীড়া—যদি ভয়, মানসিক উদ্বেগ, ঋতু বজ্রগোল, ইত্যাদি হয় তবে ইহা কার্যকরী ঔষধ।

ফোড়া :—ফোড়া, বাগী, ইত্যাদির জন্ত পালসেটিলা উত্তম ঔষধ।

মাথায় অর্ধদ বোগে ইহা ক্যাঙ্ক-ফ্লোব সমতুল্য ঔষধ।

জ্বরে :—ফোড়া যখন কিছুতেই ফাটে না অথচ ভিতরে পুঁজ হইয়াছে তখন এই ঔষধের মূল অরিষ্ট কয়েকবার ফোড়ার উপর তুলি করিয়া লাগাইয়া দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

অনুরূপ বিধান—মূল অরিষ্ট ২০ ফোঁটা, গ্লিসারিন ১ আউন্স মিশ্রিত করিয়া ফোড়া বা বাধীর উপর বারংবার ব্যবহার্য।

মূল অরিষ্ট ২০ ফোঁটা, পবিত্র জল ১ আউন্স মিশ্রিত করিয়া ফোড়া বা বাধীর উপর ৪৫ বার পটি লাগাইতে হয়।

বাহ্যিক ঔষধেব সহিত আভ্যন্তরিক লক্ষণানুসারে ঔষধ ব্যবস্থা করিলে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

বাত ও সন্ধিবাত :—গণোরিষাব শ্রাব বন্ধ হইয়া অথবা আঘাত লাগিয়া বাত হইলে বা সন্ধিবাত বোগে যখন বেদনা এক দিক হইতে অন্য দিকে বা এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গে চলিয়া বেড়াই (কেলি-সালফ) তাহা হইলে পলসেটিলা কার্যকরী। ইহার বেদনা যখন আরম্ভ হয় তখন রোগী আক্রান্ত স্থানে চাপ লাগায়, গরম সেক দেয় কিন্তু গরম সেক দিলে বেদনার বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা উপশম। সাইনোভাইটিস বোগে যখন বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায় তখন ইহা ব্যবহার্য (কেলি-বাই, ব্রাইওনিয়া, সালফার)।

হাম :—হামের প্রথম অবস্থায় বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিয়াম প্রভৃতি ঔষধ আবশ্যিক হয়, হামের প্রথম অবস্থায়, (বিশেষতঃ জ্বরের প্রবল অবস্থায়) পালসেটিলা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। পালসেটিলা প্রয়োগ করিবার সময় সাধারণতঃ জ্বর থাকে না, অথচ নাসিকা হইতে ঐচ্ছুর সর্দি ঝরে, চক্ষু হইতে জল পড়ে, কাসি খুব, কাসিতে কাসিতে শিশু উঠিয়া বসে, গরম সহ্য করিতে পারে না, সমস্ত শরীর চুলকায তখনই উচ্চ উপযুক্ত ঔষধ। পালসেটিলা যেমন হাম আরোগ্যকারী—সেইরূপ ইহা হামের একটি প্রতিষেধক ঔষধ।

জ্বর, (সবিরাম) :—পালসেটিলা সবিরাম জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর ও সাধারণ জ্বরের যেমন উত্তম ঔষধ সেইরূপ ইহা মাসিক পালজ্বর, পক্ষান্তিক পালজ্বর ও কতিন পালজ্বরের উপযুক্ত ঔষধ। জ্বরের সময়ের কোন বাধাধবা নিয়ম নাই, কারণ পালসেটিলাব লক্ষণেব কোন বাধাধবা নিয়ম কোন বোগেই থাকে না, সমস্তই পরিবর্তনশীল, সেইরূপ উষ্ণতা জ্বরের সময়ও পরিবর্তনশীল। জ্বর আসিবার সময়—অপরাহ্ন ১টা হইতে ৪টা। বৈকাল ৪টা—৫টা। কখন আবার বেলা ৮টা—১১টা। শেষবাত্র ১টাব সময়ও জ্বর আসিতে পারে।

তবে সাধারণতঃ জ্বর বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে আসিয়া সমস্ত বাত্রি ভোগ করিয়া সকালে ছাড়িয়া যায়।

পালসেটিলাব জ্বর খাইবার দোষে—অতিরিক্ত চর্কি, তৈল ঘি ও মশলা সংযুক্ত গুরুপাক খাওয়া খাইবার পর জ্বর হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকাব দর্শে। জ্বর আসিবার পূর্বে ভাতার উত্তালতা, পিপাসা, উদরাময় ও বমি থাকে।

পালসেটিলাব শীতাবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী, শীত আবস্ত হইয়া উত্তাপাবস্থা না আসা পর্যন্ত একটু সমুদ্র ও শীতের বিবাম হয় না, এই সময় গরম ঘবেব শিতব থাকিলেও শীতেব বিবাম হয় না, গাযের বেতনী দেখা যায়, পিপাসাব অভাব, ঘব অত্যন্ত গরম বোধ এবং হাত পা অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। দেখিলে মনে হয় যেন মোটেই বোগীর শরীবে বস্ত্র নাই।

উত্তাপাবস্থাই পালসেটিলাব লক্ষ্য কবিবাব বিষয়। উত্তাপাবস্থায় পিপাসা অধিকাংশ রোগীবই থাকে না। মুখ, ঠোঁঠ, জিহ্বা শুকাইয়া যায় তবুও সে জল পান কবিতৈ চায় না। ঠোঁট হযত অত্যন্ত শুকাইয়া যায়, জিহ্বা দ্বাৰা ঠোঁট লেহন করে তথাপি জল পান কবে না। কচিং কখনও রোগী জলপান কবিতৈ চায়। যখন পিপাসার্ত্ত হয় তখন সে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প কবিয়া জলপান করে, জল পানের পর বমনোদ্রেক (আস')। বোগীর শরীর তখনক গরম হয় যেন কেহ তাহার শরীরে গরম জল ঢালিয়া দিতৈছে একরূপ অল্পভব; গাযের গরম, ছটফটানি ও গাত্রদাহ রাত্রিতেই বেশী হয়। রোগীর শরীর এত বেশী উত্তপ্ত হয় যে সে গাযের ঢাকা দূরে ফেলিয়া দেয়, গাত্রের উত্তাপে সে গোঁ গোঁ করিতে থাকে, কোন রকমেই সে শান্তি পায় না। বাহ্যিক উত্তাপ বোগীর অসহ্য; গরম ঘব তাহার অসহ্য, উত্তাপাবস্থায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে। বেশীভাগ রোগীরই পিপাসার অভাব দেখা যায় কিন্তু যেন কোন বোগীর ঠিক শীতাবস্থাব পর উত্তাপাবস্থার প্রাবস্তে জল পিপাসা উপস্থিত হয়, তখন কেহ মনে না করেন যে ইহা পালসেটিলাব লক্ষণ নহে। শীত ও উত্তাপের বৃদ্ধি হলে কোন কোন ক্ষেত্রে পিপাসা বিচ্যমান থাকিতে পারে। রোগীর বর্ণ বিশেষ হয় না (জেলস)—যখন বর্ণ হয় শরীরের এক পার্শ্বে বেশী হয়, উহা ডাণ দিকও হইতে পারে বাম দিকও হইতে পারে, (নাক্স-ভমিকা)। রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে তাহার

বিশ্রীত দ্বিকে ঘণ্টা হইলে—আসিড-নাইট, চিনি-সালফ, অ্যাকোনাইট। পালসেটিলা রোগীর রাত্রিকালে বা প্রভাতে বেশী ঘণ্টা হয় কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলে ঘাম বন্ধ হইয়া যায় চাযনা, কোঁনায) ঘর্ম্মাবস্থায় ঘর্ম্মণার বৃদ্ধি কিন্তু অনেক স্থলেই ঘণ্টা বন্ধ হইয়া গেলেও ঘর্ম্মণার উপশম হয় না।

পালসেটিলা কুইন্টাইন অপব্যবহার জনিত জ্বরে অধিকতর উপযোগী, আচ্ছাদন অনিয়ম জন্ত যে জ্বর হয় এবং ঋতু অবস্থায় যে জ্বর হয় তাহাতে যদি পূর্বে বর্ণিত রূপ লক্ষণ পাওয়া যায় তাহা হইলে পালসেটিলা ব্যবহার্য। যখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ইহাও ধাতুগত ছবি দেখিয়া তবে প্রয়োগ করিবে।

জিহ্বা :—শাদা বা চরিত্রাবর্ণের লেপাবৃত, জিহ্বা আঠা আঠা স্লেমা দ্বারা আবৃত। মনে হয় জিহ্বা লম্বা ও চওড়া হইয়াছে এবং ধাবগুলি ক্ষতগুক্ত ও ঝলসিয়া গিয়াছে। মুখে দুর্গন্ধ, রোগীর টকদ্রব্য, মদ, বা অম্লান্ত উদ্ভেজক দ্রব্য পানে অভিকচি। মাছ, মাংস, ডিম ও কটী খাইতে অনিচ্ছা।

পালসেটিলায় মোট কথা—শিশু, জ্বীলোক এবং মূহ-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়া, কফ-প্রধান, নীলচক্ষু, মলিন মুখ ও ধৌগতিবিশিষ্ট রোগী, মাংসপ্রধান বা মোটামোটা জ্বীলোকের পীড়া, যাহাদেব ঋতুস্রাব মল্ল, ব্যাধীগুক্ত ও অনিয়মিত হয়, প্রথম ঋতুস্রাবের পরই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়, রক্তাক্ততা, যক্ষ্মা ও ব্রুসাইটিস রোগে ভুগিতে থাকিলে।

ছিঁচকাঁহুনে স্বভাব, একটুতেই কাঁদিয়া আকুন, সহজে হাসি, সহজে কান্না, না কাঁদিয়া বোগের লক্ষণ ব্যক্ত করিতে পারে না।

লক্ষণের পরিবর্তন, ব্যথাব পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তন, বাহ্যে পরিবর্তন, দুইবারের বাহ্যে ও দুইবারের আব কখনও একরূপ হয় না।

যুতপক্ষ খাত, পিষ্টক, মাংস ও তৈল সংযুক্ত খাত খাইবার পব অজীর্ণ ও উদরাময়।

অজীর্ণ বোগীর পেটের ব্যথা অত্যন্ত বাড়িয়া হঠাৎ চলিয়া যায়, ব্যথা বন্ধ হইলে তত বেশী বোধ করিবে। জিহ্বা শুষ্ক অথচ পিপাসাব অভাব।

ঠাণ্ডা খাত, ঠাণ্ডা দ্রব্য, ঠাণ্ডা স্থান ও মুক্ত হাওয়া, তাহার কাম্য, গরম খাত, গরম ঘর অসহ্য।

ইহার সকল অবস্থাই পরিবর্তনশীল সাধাবণতঃ পীড়াভ-সবুজ-বর্ণের অবস্থাই ইহার বৈশিষ্ট্য।

প্রমোহ বোগের শেষ অবস্থায়, হামের নানাবিধ উপসর্গ ও কাণের পূঁজের জন্ত উপযোগী ঔষধ।

সম্বন্ধ :—পালসেটিলা—ছিঁচকাঁহুনি বা ক্রন্দন পরায়ণাদের জন্ত—ইয়েসিয়া, সিপিয়া ও নেট্রো-মি তুল্য, চক্ষু-প্রদাহে—আর্জে-নাইটি তুল্য ; পুরাতন পাকা সন্ধিতে সাইক্লোমেন তুল্য ; যেন গলার ভিতর পাণ্ডদ্রব্য আটকাইয়া বহিয়াছে—চাযনা, অ্যাবিস-নাই তুল্য ; চর্ম্মিগুক্ত খাতে রোগ বৃদ্ধিতে—কার্বো-ডে, ইপি তুল্য, কুন্মক বরফ খাইয়া বোগের বৃদ্ধিতে—আস', কার্বো-ডে, ইপি তুল্য ; প্রসবাস্তক ভ্যাডাল ব্যাধ্য—ক্যামো, কুগ্রাম, জ্যাক্সক তুল্য ; ঋতুবদ্ধ জন্ত সহসা ঝাপসা দৃষ্টি হইলে—সিপিয়া তুল্য ; ভয়ের জন্ত উদরাময় হইলে—জেলস, অ্যাকোন তুল্য ; পা ভিজিয়া বা ভিজাইবার জন্ত ঋতুবদ্ধে—রাস-টক্স, ডালফ তুল্য ; এক হাত ঠাণ্ডা এক হাত গরমে—চাযনা, ইপি, ডিজি তুল্য ; কর্ণমূলের ব্যথা সরিয়া অগ্রদিকে গেলে—চেলি, রাস-টক্স তুল্য। ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী কালে ঋতুস্রাবে—বোভিটা, হার্মা তুল্য ; স্তন্যদুগ্ধ না হওয়া—অ্যাগাস, আটিকা তুল্য। পালসেটিলায় পুরাতন ঔষধ সাইলিয়া কেহ কেহ সালফাবকেও এইরূপ বলে।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদুর্ধ্ব শক্তি ব্যবহার্য।

পালসেটিল্লা-নাটেলিয়ানা (Pulsatilla Nuttaliana.) ।

পরিচয় :—ইহা আমেরিকান পালসেটিল্লা ; সম্পূর্ণতঃ গুল্ম হইতে মাদাব-টিংচার তৈরী হয় ।

• দুই প্রকার পালসেটিল্লাই লক্ষণাবলী ও ক্রিয়াস্থল একইরূপ হুঁতরাং পৃথক আলোচনা নিম্নয়োজন ।

• রোগের বৃদ্ধি :—মানসিক আবেগ, ঘুম ভাঙিলে, কাসিলে, শোণা বস। প্রভৃতি দৈনিক কার্যাদি কবিলে, বামদিকে, শয়ন করিলে, হামেব পব পুনরায় হাম উঠিলে, দি, চক্ৰি, মণ্ধন, তৈলাক্ত পদার্থ, রুটী, মাছ, মাংস ইত্যাদি ভক্ষণ কবিলে, উষ্ণ দ্রব্য খাইলে উষ্ণ ঘরে ; পার্শ্বস্থেব বিকৃতি কটিলে ; শিতকে স্তম্ভ পণন করাইবার সময়, ঋতুকালে, গর্ভাবস্থায়, প্রস্রাবের পূর্বে, পরে ও সময়ে, ঝড়জলের সময়ে, বায়ুর পরিবর্তনে, জলে ভিজিলে রোগের বৃদ্ধি ।

উপশম :—আক্রান্ত স্থান চাপিয়া গুইলে বা ঘষিয়া দিলে (ব্রাই, টিলিয়া), গায়েব আবরণ থুলিয়া দিলে, শীতল বায়ুতে, উচ্চ বালিশে মাথা রাখিয়া গুইলে, মুক্ত ঠাণ্ডায বেড়াইলে, ঠাণ্ডা দ্রব্যাদি আহার বা পান করিলে ; আক্রান্ত স্থানে ঠাণ্ডা লাগাইলে, ধৌত করিলে বা, জল লাগাইলে উপশম ।

প্লাস্‌ম-অ্যাসেটাম (Plumbum Acetum.) ।

পরিচয় :—সুগার অক্সেড । অ্যাসিটিক-অ্যাসিড সহ রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত । ইহার স্বাদ মিষ্ট ।

ব্যবহারস্থল :—অসাড় অঙ্গের যন্ত্রণাদায়ক খালধবা ব্যথা, পার্শ্বস্থী প্রদাহ ও ক্ষতরোগ, অসহ্য বেদনা, আর্দ্র কাউর রোগে এই ঔষধ বাহ্যিক ব্যবহার করা চলে, কিন্তু সাবধান বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে অনেক সময় বিপদ হইতে পারে ।

প্লাস্‌ম-আইয়োডেটাম (Plumbum Iodatum.) ।

• ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ প্ৰক্ষাঘাত ; শীর্ণতা ; ক্ষত ; গণ্ডমালা ; গ্রন্থিফীতি প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ কার্যকরী ।

প্লাস্‌ম-ক্রোমিকাম (Plumbum Chromicum) ।

ব্যবহারস্থল :—অসহ্য বেদনা সহ আক্ষেপিক বেদনা ও তড়কা ; চক্ষুতরকার ক্ষীতি, উদরাময় ও প্রচুর হরিদ্রাবর্ণের ভেদে ব্যবহৃত হয় ।

শক্তি :—৬, ৩০ ।

প্লাস্মাম-মেটালিকাম (Plumbum metallicum.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম লেড বা সীসক (ধাতু) ।

ব্যবহারস্থল :—মেরুদণ্ডের প্রদাহ ও শূল, কোষ্ঠকাঠিন্য, অস্ত্রবৃদ্ধি, অস্ত্রাবরোধ বা মলপথ অবরোধ (intestinal obstruction), অস্ত্রের ভাঁজ মধ্যে অস্ত্রের প্রবেশ (intussusception), মলাস্ত্রের শূল, অস্ত্রের ক্ষयरোগ, অর্শ, নাভিকুণ্ডের ফোটক, রক্তাশ্রিততা, ধমনীতে অর্ধরূদ, শোথ, মূত্রকঙ্কতা, মূত্রগ্রন্থির পীড়া, বহুমূত্র, উপাস্ত্রের প্রদাহ, অক্ষত, নানাবিধ চক্ষুপীড়া, দ্বিতদর্শন, হাঁপানী, ক্ষুদ্রসন্ধিবাত, রক্তোৎকাসি, শিরঃপীড়া, চর্মবোগ, বক্রতের পীড়া, কামলা, জিহবার পক্ষাঘাত, চোখালের অর্ধরূদ, চোখাল আটকান, মস্তিষ্কের কোমলতা বা অর্ধরূদ, সখিরাম জ্বর, অগ্ননলীর সম্বোধন প্রভৃতি ।

ক্রিয়াস্থল :—প্লাস্মাম উদরশূলের একটি অতি উত্তম ঔষধ । ম্যাগ-ফস, কলোসিস্ট, ও ডাযোস্কোবিয়া, যেরূপ উদরশূলের কার্যকরী ঔষধ ইহাও সেইরূপ । ইহার উদরশূলের সময় বোগীব মনে হয় তাহাব সমস্তটী তলপেট কেহ বজ্র বা তাব দিয়া মেরুদণ্ডের দিকে টানিতেছে, সেই সঙ্গে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য । কোষ্ঠকাঠিন্যে রোগী ভেড়া বা ছাগলের নাদীর স্তায় বাহ্যে করে (চেলিডো, ওপিয়াম) প্লাস্মাম বোগীব, তরল দ্রব্য গিলিতে কোন কষ্ট হয় না কিন্তু কঠিন দ্রব্য থাইতে গেলে গলায় ঠেলিয়া উঠে (বিসমাথ ও ল্যাকেসিস, ইহাব বিপবীত), মনে হয় গলার মধ্যে একটি বালক আবদ্ধ রহিয়াছে । ইহা অস্ত্রের মধ্যে অস্ত্রাংশ প্রবেশ বোগে (ইন্টাসাসেপসন) যখন রোগী মলময় বমন কবিতো থাকে এবং ভয়ানক শূলের বোনা হইতে থাকে এবং বেদনাব সময় রোগী মনে করে তাহাব পেট কেহ দড়ি দিয়া টানিয়া মেরুদণ্ডের দিকে টানিয়া লইয়া থাইতেছে তখন ইহাই ঔষধ । মেরুদণ্ডের তন্তুর অপচয় হেতু পক্ষাঘাত । পক্ষাঘাত হইয়া বোগীব নিম্নাঙ্গ অবশ হইয়া যায় । যে পেশীর বলে আমবা হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত ও সঙ্কুচিত কবিতো পারি সেই পেশীর পক্ষাঘাত এবং সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ । মূগীর ফিটের জন্তও ইহা উপযোগী, ফিট হইবার আগে রোগীর পা অতিশয় ভারী হয় ও পক্ষাঘাতের স্তায় আড়ষ্ট হয় । মূগীর ফিটের পর বোগী নাক ডাকাইয়া ঘুমায় (হাইবোসা) ।

কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা অনেকটা ওপিয়ামের স্তায়, মল শক্ত কাল কাল বড়ির মত । গর্ভবতী রমণীদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যে লক্ষণাযায়ী অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে উপকার না হইলে প্লাস্মাম ব্যবহার্য ।

মন :—শূলবেদনা সহ রোগীর অত্যধিক মানসিক অবসাদ, রোগ সম্বন্ধে ভাবা ও অস্থির হইয়া পড়া । প্রবল বিকারগ্রস্ত ভাব, বিকৃত মুখভঙ্গি । রোগীর অতিশক্তির হ্রাস, স্থূল বৃদ্ধি, অনেকরূপ পর্য্যস্ত কোন কথা বুঝাইয়া না বলিলে নিজে আভ্যন্তর ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না । সহজে কোম বিষয় সে বুঝিতে পারে না । গুপ্তশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়, সে যাহাকে দেখে তাহাকেই গুপ্তশত্রু মনে করে ।

শিরঃপীড়া ও চক্ষুরোগ :—বোগীর অত্যন্ত জড়বৃদ্ধি । মাথার বেদনায় মনে হয় যেন গলা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একটা গোলাকাব পদার্থ উঠিতেছে, মাথার যন্ত্রণার জন্য পশ্চাৎ মস্তক হইতে কপাল পর্য্যন্ত মাথার চামড়ায় ভয়ানক যন্ত্রণা । মাথার অত্যন্ত রক্তসঞ্চয়াদিক্য অন্য মাথা অত্যন্ত গরম বোধ ও মাথার ভিতর দপদপ করিতে থাকে । মাথার চুল অত্যন্ত শুষ্ক ;

মাথার চুল, জ্বলোম ও দাড়ী উঠিয়া যায়। চক্ষুর মধ্যে চাপবোধ, বোগী মনে করে যেন তাহার চক্ষুতাবকা বড় হইয়াছে। সেইজন্য চক্ষু নাড়িয়াব সময় চক্ষুতারকা ভারী বোধ। চক্ষুর উপর পাতার পক্ষাঘাতে ইহা উপযোগী। চক্ষুর গুরু মণ্ডল বা ষ্ঠেতাংশ হলদে হইয়া যায়। রোগী মনে করে তাহার অক্ষি গোলক যেন বড় হইয়াছে।

দাঁত :—মাত্রী ফুলিয়া উঠে, মাত্রীতে সীসকের বর্ণের ন্যায় রেখা পড়ে; দাঁতে পোকা, না দাঁত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (ক্রিয়ো, অ্যা-ফু, ক্যাফ-ফু, থুজা, ষ্ট্রাফ,) যাঁহারা সীসক নিয়া মুখে রাখে তাহাদের দাঁতের রোগে ও জিহ্বার ষায়ে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। দাঁত কাল হয়, দাঁতের উপর হলদে প্লেয়া জমে, দাঁত কড়মড় করে।

পেটের শূল :—বোগীরা নাভীপ্রদেশে অত্যধিক শূলবেদনা, ঐ বেদনা সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে; পেটের ভিতর কামড়ায়, খামচায়, সেই সঙ্গে অল্প টানিয়া খেঁচিয়া ধরে, উদর প্রাচীর মেরুদণ্ডেরদিকে বসিয়া যায়, কেহ যেন তার দিয়া উহা মেরুদণ্ডেরদিকে টানিতেছে বোধ। পেশী সকল সঙ্কুচিত হয়। মর্দন বা প্রবল চাপে কতকটা উপশম। ঐ বেদনার সহিত অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্য, কোন কোন বোগী ভুক্তদ্রব্য বা মল বমন করে। প্লাস্‌মের বেদনা শরীরের সর্বত্রই শ্বাসের সাহায্যে চালিত হইয়া থাকে, এই বেদনা রোগীর মস্তক যখন আক্রমণ করে তখন রোগী অত্যন্ত প্রলাপ বকে, যখন বক্ষপ্রদেশে চালিত হয় তখন শ্বাসকৃচ্ছতা দেখা যায়, নিম্নাঙ্গে গেলে পায়ে পালধরে এবং রোগীর অণ্ডকোষ কঁচকাইয়া যায়।

প্রোসের কক্ষচারীদিগের পেটের শূলবেদনায় বা অত্যন্ত রোগে প্লাস্‌ম কার্য্যকরী।

ম্যাগ-কস, কলোসিস্থ ও ডায়োঙ্কোবিয়া প্রভৃতি শূলবেদনার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ম্যাগ-ফসের শূলবেদনা গবম সেক দিলে উপশম হয়, ইহাব শূল চঠাৎ আসে এবং চঠাৎ চলিয়া যায়।

• **কলোসিস্থ** রোগী শূলবেদনা পার্শ্বে হইলেও নাভিরদিকে চলিয়া আসে। সম্মুখেরদিকে ঝুঁকিলে বা গুরু জিনিষের উপর চাপ দিলে যন্ত্রণার উপশম, ডায়োঙ্কোরিয়ার শূলবেদনা পিছনেরদিকে ঝুঁকিলে উপশম, কিন্তু প্লাস্‌ম রোগীর শূলবেদনা কিছুতেই উপশম লাভ করে না, কি সম্মুখে ঝুঁকিলে কি পিছনেরদিকে ঝুঁকিলে অথবা গরম সেক দিলে।

• **কোষ্ঠকাঠিন্য :—**কোষ্ঠকাঠিন্যের সময় রোগীর মলদ্বার সঙ্কুচিত হয় এবং আক্শেপিক বেদনা হইতে থাকে। মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা। বোগীর মলদ্বারে যেন একগুচ্ছা দড়ি বাধা আছে এবং উহা যেন সরলাস্ত্রেরদিকে আকৃষ্ট হইতেছে একরূপ বোধ। যে সকল রোগী পক্ষাঘাত জন্মিবীর সম্ভাবনা, তাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য প্লাস্‌ম উপযোগী। ইহার মল কঠিন, কাল এবং ছাগলের নাদীর স্থায়। বড়ি-বড়ি (অ্যালোমিনা, ক্যালি-কা, ম্যাগ-সি, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, ওপিয়াম)।

• **ওপিয়াম—**মল বড়ি-বড়ি, প্লাস্‌মের স্থায় রোগীর বাহ্যে করিবীর ইচ্ছাব অভাব, যেন তাহার সরলাস্ত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে, সেইজন্য কতক মল বাহির হইয়া আবার ঢুকিয়া যায়।

অ্যালিউমিনা—মলদ্বারপেশীর স্বাভাবিক ক্রিয়ার অভাবের জন্য তাহাকে পাতলা বাহ্যে করিতেও প্রবল বেগ দিতে হয়।

অ্যালিকার্ডিনাম—সহসা মলের বেগ কিন্তু বাহ্যে মোটে হয় না, খামিয়া যায়, রোগী মনে করে তাহার মলদ্বারে ছিপি আঁটা আছে।

সিকিলিনাম—ইহার কোষ্ঠবদ্ধতাও প্রাণ্যমের দ্বায, রোগী মলদ্বারে আঙ্গুল না দিয়া মল বাহির করিতে পাবে না। এই লক্ষণ কোন কোন প্রাণ্যাম রোগীর আছে। কিন্তু তাহাব বড় লক্ষণ এই, যেন মলদ্বারের পশ্চাৎদিকে কেহ দড়ি দ্বাৰা টানিতেছে অশুভব।

সাইলিসিয়া—কোষ্ঠবদ্ধতায় অত্যন্ত বেগ দিবার পর যদিও তাহার মল বাহির হইতে আরম্ভ করে কিন্তু কতকটা বাহিব হইয়াই পুনরায় উহা উপরদিকে চলিয়া যায়।

অ্যান্থ্রক্সেন—রোগিনী কয়েক দিবস পর্যন্ত বাহের অনিচ্ছা, যখন বাহে হয়—শক্ত কাল মল।

পক্ষাঘাত :—পক্ষাঘাত প্রাণ্যমের বিশেষ লক্ষণ। মাংসপেশী শীর্ণ হইয়া যাউবাব সঙ্গে সঙ্গে যদি কোষ্ঠকাঠিন্য প্রবলভাবে দেখা দেয়, তাহা হইলে রোগীর একদিকে বা উভয়দিকের পক্ষাঘাত হইতে পারে। প্রাণ্যমের পক্ষাঘাতের বিশেষত্ব এই যে আক্রান্তস্থান অবশ্য না হইলে স্নাত হোঁচান যাইবে না। ইহাতে হাতের কজির পক্ষাঘাত জন্মিয়া রোগীর হাত নিস্তেজ হইয়া যুলিতে থাকে। পক্ষাঘাতের সহিত বোগীর মাটীতে একটা লাল দাগ পড়ে। ইহার পক্ষাঘাত আবস্ত হইবার পূর্বে শরীরে কম্পন হয়। পক্ষাঘাতেব সূচনায় বোগীর বৈকল্য, কম্পন, আক্কেপ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। শিশুরা ক্রমশঃ রোগা হইয়া মাংসপেশী শিথিল হইয়া আসিলে ইহা ব্যবহার্য।

ডাঃ গ্র্যাস বলেন, পক্ষাঘাতে যখন শরীরে স্পর্শদ্বেষ থাকে তখন এই ঔষধেব উচ্চতর শক্তি ব্যবহার্য। পক্ষাঘাতে জিকাম, কষ্টিকাম ল্যাকসিস্ প্রভৃতিও উপযোগী (ঔষধ অধ্যায় দ্রাব্য)।

মৃগী :—পুৰাতন অপস্মার বা মৃগীরোগে এই ঔষধে উপকার দর্শে। ডাঃ বার্ণেট একটা তের বৎসর-স্থায়ী-মৃগী রোগীকে প্রাণ্যাম দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন অবশ্য প্রাণ্যমের লক্ষণ দৃষ্টে। মৃগীর ফিট হইবার পূর্বে বোগীর পা অতিশয় ভারী হয় এবং পক্ষাঘাতের দ্বায আড়ষ্ট হয়। মৃগীর ফিটের পর বোগী নাক ডাকাইয়া ঘুমায় (হায়োসায়ামাস)।

অণ্ডকোষের গ্যাংগ্রিণ বা বিবাক্ত ঘা :—অণ্ডকোষের গ্যাংগ্রিণ আরোগ্য করিতে প্রাণ্যমের শক্তি অদ্ভুত।

প্রাণ্যাম হারিষা, ইন্টাসেসপ্সন, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি রোগে লক্ষণানুসারে উপযোগী।

নিদ্রা :—রোগীর দিনের বেলা অত্যন্ত ঘুম-ঘুমতাব এমন কি সে ক্ৰথা বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়ে। মোহাবস্থা ও মেহের শৈথিল্যের জন্ত মাধা যুযায়। রাতে উদরের শুলের জন্ত ঘুমায় বা ঘুমের ভিতর চম্কাইয়া উঠে, নিদ্রিত অবস্থায় নানাবিধ কণ্ঠ্য বলে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—স্পর্শ করিলে; শরীর সঞ্চালনে; মানসিক পরিশ্রম; বাম পার্শ্বে শুইলে; কোথাযাযুক্ত জলবায়ু স্পর্শে; বহলোকপূর্ণ গৃহের ভিতর রোগের বৃদ্ধি এবং খুব জোরে জোরে মর্দন করিলে, বিজ্ঞান করিলে, মুক্ত হাওয়ায় উপশম।

প্রাণ্যাম—কোষ্ঠবদ্ধতায়—কৃষ্ণবর্ণ, ছাগলের নাদীর মত মলে—ওপিয়াম তুল্য; ঐলাপ বকিলে—বেলাডোনা তুল্য, মস্তিষ্কের কোমলতায়—জিকাম তুল্য; মূর্ছা বা মৃগীরোগে—ইয়েসিয়া, ল্যাকে তুল্য; স্থিতি শৌর্যল্যে—অ্যানাকার্ডিয়াম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩২, চূর্ণ, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

প্ল্যাণ্টাগো-মেজর (Plantago Major.) ।

পরিচয়:—ইহার অপর নাম প্ল্যান্টেন। সাধারণ ইহাকে আমাংকের দেশের কলাগাছ বলিয়া ভুল বুঝিবেন না, এই জাতীয় বৃক্ষ ক্ষুদ্র, ইউরোপ ও আমেরিকায় বাস্তার পাশে জন্মে। পুষ্পোদগমকালে এই গাছ কাটিয়া সুরাসাবে ভিজাইয়া মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল:—ইহা দস্তরোগের একটি প্রেষ্ঠ ঔষধ। দস্ত-শুলের স্রাব কাণের শুলেও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কর্ণশূলসহ দস্তশূল, মুখের নায়শূল, বিছানায় প্রস্রাব, তামাকু পাতা চিবানোর জন্ত দস্ত ও কাণের নায়শূল প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক শূলবেদনায় অতি চমৎকার ঔষধ। ক্ষয়প্রাপ্ত দস্ত হইতে ও কৰ্ণ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত বেদনা প্রসারিত লক্ষণে অথবা দস্তশূল ও কর্ণশূল একই সময় আরম্ভ হইলে প্ল্যাণ্টেগো উচ্চ শক্তির ২।১ মাত্রা ও বাহ্যপ্রয়োগে যন্ত্রণা উপশম লাভ করে। ইহা ব্যতিরেকে সবিরাম জ্বর; স্তন-প্রদাহ; দাঁতে পুঁজ; বহুমূত্র, বিসর্প; অর্শ, ধ্বজভঙ্গ; নায়শূল; সর্পদংশন; কৃমি ও ক্ষতরোগে ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠকাঠিন্য ও অর্শরোগে ইহা নাস্ত-ভমিকার স্রাব কার্য্যকরী ঔষধ। বোগী পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের আশায় পাথ্যানায় যায় কিন্তু মলদ্বারে যন্ত্রণার জন্ত মলত্যাগ হয় না, তাহাব অর্শে এত ব্যথা যে বোগী দাঁড়াইতে পারে না কেহ কেহ এক্রপ অর্শবোগে ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

শিশু বিছানায় প্রস্রাব করে। তাহার প্রবল জলপিপাসা, পুনঃ পুনঃ যেক্রপ জলপান করে আবাব সেইক্রপ প্রস্রাবও করে। এক্রপ প্রস্রাব সাধারণতঃ বহুমূত্র বোগে দেখা যায়।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরেও ইহাব ব্যবহার আছে, যে সকল জ্বর কুইনাইন সেবনে আরোগ্য হয় না সেই সকল জ্বর প্ল্যাণ্টেগো দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। অতিরিক্ত দোকাপাতা খাইবার ফলেও নানাবিধ পীড়ায় ইহা উপযোগী। প্ল্যাণ্টেগো তামাক খাইবার ইচ্ছা দমন করে।

• **শক্তি:**—মূল অরিষ্ট, ৩২, ৬ শক্তি।

• অর্শরোগে প্ল্যাণ্টেগো অরিষ্ট ২০ ফোটা ২ আউন্স গ্লিসারিন মধ্যে মিশ্রিত করিয়া তুলি দ্বারা বা পাখীর পালক দ্বারা মলদ্বারে দৈনিক ৪।৫ বার ব্যবহার্য্য।

দস্তশূলে ইহার মূল অরিষ্ট উত্তম ঔষধ, কিন্তু আঙুল দাঁত উঠিবার অসহ্য যন্ত্রণার সময় অজ্ঞাত ঔষধ অপেক্ষা চিরায়ণধাস ৪ মূল অরিষ্ট বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিশেষ কার্য্যকরী।

স্রষ্টব্য:—দস্তশূলে অক্রান্ত অংশে কাঁচা তামাক পাতা লাগাইয়া রাখিলে বা হরতকী মুখে রাখিলে অথবা ফিটকিরিত্ত জল দিখা কুলকুচা করিলে উপশম হয়।

প্লাটিনাম (Platinum.) ।

• **পরিচয়:**—ইহা একপ্রকার বহুমূল্য ধাতব দ্রব্য। বিমিশ্র অবস্থায় দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যালিফোর্নিয়া, রুশিয়া প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়; ইহা স্বর্ণ হইতেও মূল্যবান। বৈজ্ঞানিকদের ইহা প্রেষ্ঠ ধাতব। হানোমান নিজে ইহার প্রভি বা পরীক্ষা করেন।

ব্যবহারস্থল :—মৃৎপাণ্ডুরোগ; মূর্ছাবায়ু; কৃত্রিম মৈথুনের বিষময় ফল; বাধক; মানসিক রিক্রুতি; বিষাদ; ন্যায়বিক হ্রস্বলতা; কামোন্মাদ, ডিষ্টাধারের পীড়া; জ্বরায়ুত কাঠিন্য; ন্যায়বিক হ্রস্বলতা; রক্তোন্মত্ততা; সীসক বিষাক্ততা, বজ্রোষ; যোনিদ্বাবে চুলকানি; বিষম; নিশ্চেষ্ট ভাব; অর্শ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী।

ক্রিয়াস্থল :—ডাঃ হিউজেস বলেন, পুষ্করিণেব মন, জননেন্দ্রিয়, আত্মহত্যা প্রবল ইচ্ছা “অরাম” যেমন উপযোগী সেইরূপ জীলোকদিগেব মন, কামোন্মত্ততা, জননেন্দ্রিয় ও ডিষ্টাধারের পীড়ায় “প্র্যাটিনাম” উপযোগী। প্র্যাটিনাম বোগিগী ভয়ানক অহঙ্কারী, সে সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্যেব ভাব প্রকাশ কবে। জ্বরায়ু-বিকৃতিগ্রস্ত-রমণীদিগের মনেব উপর ইহাব ক্রিয়া অত্যধিক। প্র্যাটিনাম মূর্ছাবায়ু, ধর্মোন্মাদ, কামোন্মাদ, হৃতিহীন ও প্রসবাস্তিক উদ্ভাবরোগে বিশেষ কার্যকরী। সাধারণতঃ মস্তিষ্ক স্ক্রুতি ও মূর্ছাবোগে উপরোক্ত লক্ষণ সকল দেখা যায় সেইজন্য এই দুই রোগে প্র্যাটিনাম বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ।

যে সকল জীলোকের অল্প বয়সেই অজ্ঞানি বেশ পরিপুষ্ট হয় এবং অল্প বয়স হইতেই প্রচুর, চাল চাপ চাল, দুর্গন্ধযুক্ত ও বহুদিন স্থায়ী ঋতুশ্রাব হয়, অল্প বয়স হইতেই কামোন্মত্ত হইয়া উঠে, জননেন্দ্রিয় সামান্য স্পর্শ সহ্য কবিতে পারে না, সহবাসকালে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, গর্ভাবস্থায় কামোচ্ছা বর্জিত হয় তৎসহ দুরারোগ্য কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে প্র্যাটিনামই ঔষধ। কোষ্ঠকাঠিন্যেব অন্য প্র্যাটিনাম প্রয়োগ কবিবার পব আবোগ্য না হইলে প্রাণাম ব্যবহার্য। কোষ্ঠবদ্ধতায় মলদ্বারে মল আঁটিয়া থাকে সহজে বাহির হয় না।

মল :—প্র্যাটিনাম বোগিগী বড়ই অহঙ্কারী, তাহার কাছে সকল বস্তু ও ব্যক্তি ছোট এবং বিতর্ক্য বুদ্ধিতে সকলেই তাহা অপেক্ষা ছীন। ভয়ানক কামোন্মাদ, কামোন্মত্ততায় সে যাহাকে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যায়। সে যেমন অহঙ্কারী তেমনি হত্যা কবিবার দুর্দ্দমনীয় যোঁক। পরছিদ্রাশ্রয়ী, অঙ্গীল ভাষী ও রাগী। প্রত্যেক বিষয়েই বীতশ্রদ্ধা ও কান্না। আবদ্ধ ঋতু জন্য নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা। মানসিক লক্ষণচয় বৃদ্ধি পাইলে শারীরিক লক্ষণচয়ের উপশম। কোন কারণে রাগিয়া গেলে বা ভয় পাইলে তাহাব শরীর কাঁপিতে থাকে, প্র্যাটিনাম রোগিগীর মেজাজ পরিবর্তনশীল (ইয়ে, পাল্‌সে, নাক্স-ম)। ইহাব রোগীর মৃত্যুভয় খুব, তাহার মৃত্যু অত্যন্ত নিকটবর্তী এই মনে করিয়া তাহার হৃদস্পন্দন হয় (অ্যাকোনাইট)।

জ্বররোগ :—অল্প বয়সেই প্রচুর দীর্ঘকালস্থায়ীকাল চাল চাল দুর্গন্ধযুক্ত ঋতুশ্রাব হয়—ঋতুশ্রাবের সময়, বোগিগী ভয়ানক অহঙ্কারী হইয়া পড়ে এবং তাহার যোনিতে বেদনা ও জ্বালা এবং প্রসবের বেগের ন্যায় বেগ উপস্থিত হয়। ইহার রক্তশ্রাব কাল চাল চাল আল্‌কাতরার ন্যায় জমাট রক্ত (ক্রোকাস)। প্র্যাটিনামের রক্তশ্রাব অনেকদিন স্থায়ী হইতে পাবে, কোন কোন রোগিগীর ২০-২৫ দিন স্থায়ী রক্তশ্রাব হয়। ইহাতে নিম্নমিকে ঠেলামারা বেদনা আছে, খালধরে পরক্ষণে সেই স্থান অসাড় হইয়া যায়। জ্বরায়ুর স্থানচ্যুতির সহিত রোগিগীর কামোন্মত্ত সাংঘাতিক আকার ধারণ করে, তাহার সমুখে যাহাকে দেখে তাহাকেই অত্যন্ত জ্বরের সহিত আলিঙ্গন করিতে যায়। কামোন্মাদ; ঋতুশ্রাবের সহিত তাহার জ্বরায়ুতে সঙ্কোচন হইতে থাকে এমন কি কোন কোন রোগীর প্রসব বেদনার ন্যায় বেগ পর্যন্ত হইতে পারে। মূর্ছাবায়ুগ্রস্ত রোগিগীদিগের এইরূপ জ্বরায়ুর সঙ্কোচন থাকিলে প্র্যাটিনামই ঔষধ। একস্থান হইতে অন্যস্থানে

যাইরা যদি কোন যুবতীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে বা স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বা নিয়মিত মাসিক স্রাব বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে প্র্যাটিনাম ব্যবহার্য্য।

ক্রোমাকাস রোগিণীরও কাল কাল জমাট রক্তস্রাব হয় কিন্তু ইহার রোগিণীর পেটের ভিতর যেন একটা জীবন্ত পদার্থ নড়িয়া বেড়াইতেছে এরূপ বোধ। প্র্যাটিনামে এরূপ কোন অস্থিভূতি নাই। ক্যামোমিলা রোগিণীরও বক্ত অধিক পরিমাণে কাল চাপ চাপ হয় তবে ক্যামোমিলা রোগী অত্যন্ত রাগী আর প্র্যাটিনামের রোগিণী অত্যন্ত অহংকারী। ইহাদের মানসিক লক্ষণের ভিতর বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই।

প্র্যাটিনাম তড়কার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্যামোমাদ, অহংকারী প্রকৃতির তড়কায ইহা উপযোগী। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় তড়কা হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় তবে দেখিতে হইবে শিশু অত্যন্ত জীর্ণ-লীর্ণ এবং তড়কার পর সে নিশ্বেজ হইয়া চিং হইয়া পড়িয়া থাকে কিনা। তড়কার যেমন ইহা উত্তম ঔষধ সেইরূপ মূর্ছাবায়ুগ্রস্তা রমণীদেরও উত্তম ঔষধ। মূর্ছাবায়ু-পীড়িত রমণীদের মৃত্যুভয় অত্যধিক (অ্যাকোনাইটেব ন্যায়) রোগিণী মনে করে যে এই মূর্ছায় তাহায মৃত্যু অনিবার্য্য। মূর্ছারোগগ্রস্তা রমণী সময় সময় আত্মদ্রবিত হইয়া আবার পরমুহর্ত্তেই শোকার্ত্তা হইয়া পবে, আবার অল্পক্ষণের ভিতরই ভয়ানক কাম-পিপাসা জাগবিত হই এই প্রকায মূর্ছাবোগীর পক্ষে প্র্যাটিনাম অতি উত্তম ঔষধ। প্র্যাটিনামেব মূর্ছাবায়ু রোগিণী দেখিলে মনে হয় যেন বন্ধ পাগল। স্মৃতিকা-উন্মাদ বা ক্যামোমাদ রোগিণীর রোগ ক্ষেত্রেও প্র্যাটিনাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উচ্চ হাস্ত করে, এমন কি বাড়ীতে হযত কেহ মারা গিয়াছে কিন্তু রোগিণী অস্বাভাবিক হাসিতে সকলকে চমৎকৃত করিয়া দেয।

ভিষকোষেব প্রদাহ হইয়া যদি তথায় পুঁজ জন্মে, আক্রান্তস্থান ফুলিয়া যায় তখন লক্ষণানুসারে ল্যাকেসিস, সাইলি, হিপার প্রয়োগ কবিয়া কোন ফল না পাইলে প্র্যাটিনাম উপযোগী।

জ্বায়ু-চ্যুতিতেও ইহা সিপিয়ার ত্রায় ফলপ্রদ ঔষধ। জ্বায়ু-চ্যুতির সহিত কুঁচকীতে ও কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে ও তথায় হাত দিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা অজ্ঞ-ব করিলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে কিন্তু প্র্যাটিনামের সাময়িক লক্ষণ সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদবশূল প্রভৃতি রোগে প্র্যাটিনাম ব্যবহার্য্য ঔষধ তাহা আমরা বিশেষ অধ্যায়ে এবং প্রাণাম অধ্যায়ে ব্যক্ত কবিয়াছি (সেই সেই অধ্যায় জ্ঞেয়া)।

পুংজননেন্দ্রিয়ঃ—অল্প বয়সে বা যৌবনাবস্তেব পূর্বে যাহারা অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পুরিত্বপ্তি করে তাহাদের নানাবিধ পীড়ায় প্র্যাটিনাম উপযোগী। এইরূপ কুঅভ্যাসাদির ফলে যাহাদের মূগী হইয়া সদা বিমর্ষ ভাবে দিন কাটায়, মূগীর আক্ষেপকালে মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, হয় চোখ মুখ বসিয়া যায় তাহাদের জন্য ইহা উপযোগী। রোগীর অস্বাভাবিক ক্যামোদীপনা হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিকোচ্চাস হয়, রাত্রে ক্যামোদীপক ও প্রেমপূর্ণ স্বপ্ন দেখে, সঙ্গম অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয় সেইজন্য তাহার বিশেষ স্খামুভব হয় না।

সন্ধ্যার সময় হঠাৎ মাথাবোরা আরম্ভ হয় এবং সেই সময় সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। যে সকল রোগিণী অল্পে কাতর হয় বা সামান্যতেই মূচ্ছিত হইয়া পড়ে তাহাদের স্নায়বিক শিরঃপীড়ায় ইহা উপযোগী। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও রক্তিমাকার ধারণ করে, মাথার ভিতর ভৌ ভৌ করিলে থাকে, বেদনা ধীরে ধীরে আসে ও ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। ক্রোধ জনিত ও বিরক্তিক্রান্ত

শিরোবেদনা। মাথাধরার সময় তাহার এইরূপ অসুভব হয় যেন কেহ জোরে তাহার মাথায় একটা ফ্রিতা বাধিয়া রাখিয়াছে (অ্যা-নাই, ককিউ, জেলস)।

চক্ষুর ভিতর ঠাণ্ডা অসুভব, সে চোখে সকল দ্রব্য জীবলন্ত ও মাস্তন ক্ষুদ্র দেখিয়া থাকে। চক্ষুর পাতায় অনবরত স্পন্দনে ইহা অ্যাগারিকাস তুল্য।

নিদ্রায় সে নানাবিধ স্বপ্ন দেখে, বুদ্ধিগ্ৰহ ও শোণিতপাতের স্বপ্ন ও নানাবিধ কামোত্তেজক স্বপ্নও দেখে। তাহার নিদ্রাকালে অত্যন্ত ঘাম হয় (চায়না, কোনাযাম, পালসেটিলা)।

সম্বন্ধ :—প্র্যাটিনাম—অহঙ্কার ও আত্মস্তরিতায়—প্যালাডিয়াম তুল্য ; কৃত্রিম মৈথুন জন্ত আক্ষেপে—ষ্ট্যাফিস তুল্য ; জ্বায়ু পীড়ায় অত্যন্ত কামোদিততায়—স্করাম, সিপিয়া তুল্য ; নির্ভজ্ঞতায় ও বিকারে ভূতপ্রেত দেখায়—হায়োসায়েমাস তুল্য ; মৃত্যুভয় ও মৃত্যুর সময় বলায়—অ্যাকো, লাসেনিক তুল্য ; কোষ্ঠবদ্ধতায়—লাইকো, অ্যালুমিনা তুল্য ; রক্তস্রাবে—ক্যামোমিলা তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

প্র্যাটিনাম-মিউরিয়েটিকাম-নেট্রনেটাম।

(Platinum Muriaticum Natronatum.)

পরিচয় :—ক্লোরো-প্র্যাটিনেট-অভ্-সোডিয়াম।

ব্যবহারস্থল :—বহুমাত্র ও মুখ হইতে লালাস্রাব এবং উদরাগ্নান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

প্র্যাটিনাম-মিউরিয়েটিকাম (Platinum Muriaticum.) ।

অপর নাম—ক্লোরাইড-অভ্-প্র্যাটিনাম।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশ রোগে যেখানে কেলি-আয়োড বিফল হয় সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। উপদংশযুক্ত বাতরোগ, পুরাতন প্রমেহ, মুখত্রণ, পাকালযের দুষ্ট ক্ষত, উপদংশ-জনিত অস্থিকত (বিশেষতঃ নাসিকা ও আঙ্গুলের) গলক্ষত, পায়ের অস্থিকত ও মস্তকের পশ্চাৎদেশে তীব্র বেদনা লক্ষণে ইহা ফলপ্রসূ।

প্ল্যাটেনাস (Platanus.) ।

ব্যবহারস্থল :—চোখের পাতায় অর্কুদ ও চোখের ছানিপড়া রোগে কিছুকাল এই ঔষধের মূল অবিলম্বে প্রয়োগ করিলে ছানি ভাল হয় ও অর্কুদ মিলাইয়া যায়। ইহা আঁচের আঁসের জ্বায় কঠিন মামড়িযুক্ত চর্মরোগেও উপযোগী।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা মাত্র।

পলিনিয়া সোরবিলিস (Paullinia Sorbilis) ।

অন্যনাম :—গুয়ারাণা ।

ব্যবহারস্থল :—যাহারা অতিরিক্ত চা ও কফি পান করে তাহাদের বমনেচ্ছসহ মাথার যন্ত্রণার জন্য ইহা উত্তম ঔষধ । মত্তাদি পানের পর যাহাদের দগ্ধপ্কারী মাথার যন্ত্রণা হয়, তাহাদের পক্ষেও ইহা ব্যবহার্য্য । মানসিক উত্তেজনা ।

কপাল ও বাহুব উপবে হৃদে বাওব দাগ ও রসপূর্ণ উদ্বেদ ; আমবাত (এপিস, ডাণ্ডুকা, রাস-টক্স, ক্লোরাল) শিশুদেব ওলাউঠা । উদ্বাময়, বৃক্কাক্র, উচ্ছ্বাসবৃজ, ছোট ছোট গাতলা মাংসের মত কুঁচী মিশ্রিত গন্ধহীন প্রচুব মল । বোগী ক্ষেত্রে যেখানে গন্ধহীন মল দেখিলে পলিনিয়ার কথা মনে করিবে । আহারের পরই খুব ঘুম পায়, কিছুতহ জাগিয়া থাকিতে পারেন না । মাথাভার, মূৰ রক্তিমাত ও যেন ফুলো ফুলো । সাধারণতঃ মূল অবিষ্ট পাঁচ ফোটা মাত্রায় দিনে দু'বার সেব্য ।

বাগাদেব অত্যধিক নিদ্রাগীনত। হয় তৎসহ মাথা ভারবেধ থাকে তাহাদের উপযোগী ।

শক্তি :—ইহার মূল ঔষধ অধিক পবিমাণে ব্যবহৃত হয় ।

প্যানক্রিয়াটিনাম (Pancreatinum.) ।

পরিচয় :—মেঘ ও অম্বৈ লালগ্রন্থি ও ক্লোমগ্রন্থিৰ নির্যাস হইতে চূর্ণাকাবে তৈরী ।

ব্যবহারস্থল :—বদহজম, আহাবেব এক বা দুই ঘট। অন্তর উদ্বাময় ; উদ্বাময় রোগে অর্ধ পরিপক ভুক্তদ্রব্য নির্গমন, বহুমূত্র ও বাতবোগে উপযোগী ।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০ ।

প্যাপেভার (Papaver Somnifera.) ।

ইহার অপর নাম ওপিয়াম । ওপিয়াম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

প্যাপেয়া (Papaya.) ।

প্যাপেয়া ও ক্যারিকা-প্যাপেয়া একই ঔষধ । ক্যারিকা-প্যাপেয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

প্যালেরডিয়াম (Palladium.) ।

পরিচয় :—ইহা এক প্রকার বহুমূল্য ধাতু ।

ব্যবহারস্থল :—ইহা সাধারণতঃ ডিবাশয়ের পুৰাতন প্রদাহে ফলপ্রদ ঔষধ । ইহা অনেকটা প্যাটিনাম সদৃশ লক্ষণযুক্ত ঔষধ এবং ইহার। পরস্পর পবস্পরের অমুপেক্ষ । প্যালেরডিয়াম জীরোগ এবং মানসিক নানাবিধ পীড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী । রোগীর ভাগদিকের

ডিবাশয ফুলিয়া যায়, ব্যাধাযুক্ত হয়, ঐ স্থানে হাত বলাইলে বা টিপিলে ব্যথার উপশম। 'শ্বেতপ্রদরের রোগিণীর জরায়ু মধ্যে ও মূত্রাশয়' প্রদেশে বেদনা এবং যোনিপথে সমস্ত যন্ত্র/দি, নিম্নে বাহির হইয়া পড়িবে এইরূপ বোধ করিলে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। প্রস্রাব করিবার সময় অত্যন্ত কষ্টবোধ এবং তখন যেন জরায়ু বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ বোধ। শুইয়া থাকিলে কিছু উপশম। জরায়ুর স্থানচ্যুতিব সহিত পিঠে ও উরুতে বেদনা।

ইহার ঋতুশ্রাব ক্রমপাদক্ষেপে আরম্ভ হয়, সাধারণতঃ যে ঋতুশ্রাব অসামান্য আসে সেই ঋতুশ্রাব পূর্ণিমায আবির্ভূত হয় এবং অত্যধিক শিবঃবেদনা থাকে। ঋতুশ্রাবের সময় পেটে ভয়ানক ব্যথা, শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় ঋতুশ্রাব। বোগিণী দিনের বেলায় সামান্য পরিশ্রম করিলেই জ্বাশু ও মূত্রাশয়ের ভিতর যন্ত্রণাবোধ করে।

ইহার রোগিণীর সামান্য কারণেই ক্রোধ হয় এবং লোককে অত্যন্ত অবাক্য-কুবাঁক্য বলিতে থাকে। রোগিণী অত্যন্ত আত্মপ্রশংসাপ্রিয় পরের মন্তব্যের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব স্থাপন করে স্ততঃ তাহার বাড়ীতে বহু বন্ধু একত্রিত হইলে ও তাহা বা বোগিণীর স্তখ্যাতি কবিলে রোগিণীব মন প্রসন্ন থাকে। রোগিণী অত্যন্ত ভোষামোদ প্রিয়। ভাহাব আত্মগরিমা অত্যধিক, সামান্য কারণে তাহার আত্মগরিমায আঘাত লাগে। ইহার মানসিক লক্ষণাদি অনেকটা প্র্যাটিনামের স্তায়।

সামান্য :—প্যাংলেডিয়াম—ভাণদিবের ডিম্বকোষের প্রদাহ—এপিস, গ্রাফাই, প্র্যাটিনা তুল্য; জরায়ু বাহির হইয়া পড়িবে এই লক্ষণে—লিথিয়াম, সিমিসি, সিপি, তুল্য; কোম্বেরের বেদনায়—ট্যারেনটুলা সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—৬x, ৩০, ২০০ এবং স্ত্রীরোগে ১০০০ বা তদুর্দ্ধ শক্তি।

প্যারাকাইন (Parafine.)

পরিচয় :—বিভিন্ন প্যারাকাইন হইতে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—ইহা কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বিশেষতঃ শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতার ইহা অতি চমৎকার ঔষধ; অজীর্ণ; স্তনের পীড়া, শ্বেতপ্রদর, মেরুদণ্ডের পীড়া ও বেদনা, চক্ষুরোগ দৃষ্টি-বিকৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

প্যারাকাইন—কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ এবং জরায়ুস্থিত স্ত্রীজননেত্রিয়ার নানাবিধ রোগে ইহা উপযোগী। ইহার বেদনা একবার একস্থানে আবার অপর স্থানে; একবার পেটে আবার গলাতে বা মেরুদণ্ডে চলিয়া বেড়ায়। ইহার বেদনাদি কর্তনবৎ, মুচড়ানবৎ, ললবিদ্ধবৎ এবং ক্রমত চলিয়া বেড়ায়। যেমন বেদনা একবার পাকস্থলী ও মেরুদণ্ড বা পাকস্থলী ও গলার ভিতর এই দুই অংশে পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে। আবার পাকস্থলের বেদনার সহিত হৃদস্পন্দন আরম্ভ হয়। ইহার রোগীর মাথায ব্রহ্মভালুর বামদিকে যেন একটি লৌহকোলক প্রবিষ্ট হইতেছে এরূপ যন্ত্রণা। রোগীর মাথার চামড়া স্পর্শ করিলে মনে হয় যেন উহার ভিতর একটি বড় ঘোড়া হইয়াছে। রোগীর দৃষ্টি আবছায়া আবছায়া, সকল জিনিষই সে অস্পষ্ট দেখে। তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন অসংখ্য কাল বিদ্যুৎ সৰল উড়িয়া বেড়াইতেছে এরূপ বোধ, কোন জব্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চোখে জল

আসে। প্যারাকিন রোগীর ক্ষুধা অত্যন্ত, সব সময়ই সে যেন ক্ষুধার্ত। ক্ষুধা অত্যন্ত থাকে সন্ধ্যাও কোন জ্বরের আশঙ্কায় পায় না। আহারের কয়েক ঘণ্টার ভিতরই অল্প টেকুর এবং পুনঃপুনঃ বমি করিবার ইচ্ছা, বমনে তাহার অপরিশুদ্ধ পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। পেটের যন্ত্রণার সহিত পর্যায়ক্রমে গলায় ও মেরুদণ্ডে বেদনা। এই বেদনা বন্ধস্থল পর্যন্ত সঞ্চারিত হয় সেই সঙ্গে পেট ফাঁপাও থাকে। পেটের যন্ত্রণার সহিত হৃদযন্ত্রের স্পন্দনও ইহাতে পাওয়া যায়। পূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি প্যারাকিন মলকাঠিষ্ঠের একটি উত্তম ঔষধ। ইহার মলকাঠিষ্ঠতায় রোগীর দুইদিন পর্যন্ত কোনরূপ বাহ্যে হয় না, দুইদিন পর সে ছোট ছোট গুটিলায়ুক্ত অল্প মলত্যাগ করে (ব্রাই, হাইড্রাস, নক্স, ওপি)।

কুস, ম্যাগ-মিউর—রোগী তিন-চার দিবস অন্তর মলত্যাগ করে।

অ্যাসিড-পিট্রিক—বোগী চারি-পাঁচ দিবস পরে একবার বাহ্যে করে।

নেট্রাম-মিউর—রোগী পাঁচ-ছয় দিবস অন্তর বাহ্যে করে।

সিম্বিসিফিউগা—রোগিণীর পাঁচ-সাত দিবস অন্তর এনিমা না দিলে বাহ্যে হয় না।

প্লাস্মাম, মেজেরিয়াম, এপিস—রোগীর প্রতি আট-দশ দিবস অন্তর বাহ্যে হয়।

ওপিয়াম—রোগীর সপ্তাহে একবার বাহ্যে হয়।

প্যারাকিনাম রোগীর মলত্যাগ কালে মলাস্ত্র মধ্যে ছেদনবৎ যন্ত্রণা এবং কুহন; কুহন প্রায় একঘণ্টা স্থায়ী হইয়া থাকে। শিশুদিগের দুর্বাবোগ্য কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ বা যখন শিশু তিন-চার দিবস অন্তর মলত্যাগ করে এবং মলত্যাগের সময় অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে তখন ইহা উত্তম ঔষধ। প্যারাকিন রোগিণী যত অল্প জলই পান করুন না কেন ১৫।২০ মিনিট অন্তর তাহার প্রস্রাব হইবেই। ইহার প্রস্রাব অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ফিকা।

মাসিক ঋতু সময় মত হয় না, দেরিতে হয়; প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ শ্রাব; প্রদর শ্রাব শাদা; স্তনবৃত্ত স্পর্শাসহ, বোগিণী মনে করে যেন স্তনের ভিতর বা হইয়াছে; কাশাজি মধ্যে বিদ্ধকরণবৎ যন্ত্রণা প্রস্রাব করিবার সময় যোনি মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা। চর্মরোগে ক্রিয়োজোট ত্রাপথালিন, পেট্রোল প্রভৃতির ক্রিয়ার সহিত প্যারাকিনের ক্রিয়ার অনেকটা সোসাদৃশ্য আছে শীতকালে গা, হাত পা ফাটিলে প্যারাকিন ব্রহ্ম প্রযোগ উপকারী।

শক্তি :—২x, ৩x, ৬x বিচূর্ণ, ৩০, ২০০ শক্তি।

প্যারেইরা-ব্রাভা (Pareira Brava.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ভার্জিন-ভাইন।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ প্রস্রাবের নানাবিধ পীড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। ইহা মূত্রগ্রন্থির-প্রদাহ, মূত্রক্লেতা, মূত্রশাবিকা-গ্রন্থির, বৃদ্ধি এবং প্রমেহাদি পীড়া, মূত্রপাথরী প্রভৃতি রোগে কার্যকরী। মূত্রাশয়ের প্রদাহে রোগীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ, সেই সঙ্গে ভয়ানক বেদনা ও কুহন; এই সকল লক্ষণের বৃদ্ধি, রাতি দ্বিতীয় প্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত।

—মূত্রক্লেতায় রোগীর ভয়ানক যন্ত্রণা—প্রস্রাব করিতে হইলে রোগীকে হামাগুড়ি দিয়া ভূমিতল মস্তক, স্পর্শ করিতে হয়, ইহা না করিলে তাহার মোটেই প্রস্রাব হয় না, মূত্রক্লেতা বা মূত্ররোধের

জন্ম মূত্রাশয়-মুখশাণিকা-গ্রন্থি বৃদ্ধিতেও ইহা ফলপ্রসূ। যখন রোগী হামাগুড়ি দিয়া প্রস্রাব করিতে থাকে তখন ঐরূপ ভাবে সে প্রায় ১০ হইতে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত থাকিবার পর তাহার খামিয়া খামিয়া ২১ ফোটা প্রস্রাব হয়, আবার মধ্যে মধ্যে খামিয়া যায়, লিঙ্গমণিব মধ্যে জ্বালা করে—প্রস্রাব রক্তাক্ত, ফেনাময়, অম্লযুক্ত ও ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানিশুক্ত।

মূত্রাশয়ের প্রদাহে রোগীব প্রস্রাবের গন্ধ ভয়ানক বাঁঝাল রকমেব (আ-নাই) প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে গাঢ় শাদা শাদা স্লেমা নির্গত হয়। মূত্রাশয়ের প্রদাহে বা মূত্রকৃচ্ছ্রতায রোগীর মূত্রাশয় হইতে উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ইহা কার্য্যকরী।

বার্কারিস-ভালুগা :—ইহাও মূত্রগ্রন্থির শূলে উপযোগী ঔষধ, মূত্রগ্রন্থির শূল বেদনায় সাধাবণতঃ আমাদের সর্বপ্রথম এই ঔষধের নামই মনে পড়ে ইহার বেদনা মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্ক হইতে আরম্ভ হইয়া কেবল পাছা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রমেহ বোগে এই ঔষধ বার্কারিস, টেরিবিথিনা, সার্সাপ্যাবিলা, চিমাফিলা, স্ত্রাবল-সেরুলেটা তুল্য (ঐ সমস্ত ঔষধ দেখ)।

সম্বন্ধ :—প্যাবেইরা-ব্রাভা—মূত্রাশয়ের আক্ষেপ ও জ্বালা—চিমাফিলা, ইউভা-উসি ও ভার্সাস্কা তুল্য; মূত্রাশয়ের মুখশাণিকা গ্রন্থি পীড়া—হাইড্রোটিস, চিমাফিলা, স্ত্রাবল-সেরুলেটা; মূত্রাশুদীশূল—ওপিয়াম, বার্কারিস তুল্য, প্যারেইরা-ব্রাভা—প্রস্রাবের পর ফোটা ফোটা প্রস্রাবে—সেলিনিয়াম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x, ২x, ৩x ক্রম।

প্যারিএটেরিয়া (Perietaria) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রাশুদী, নিদ্রিত অবস্থায় খুব ভয়; মনে হয় যেন কেহ বুক চাপিয়া ধরিয়াছে। রোগী স্বপ্ন দেখে যেন তাহাকে ভীত সমাধিস্থ করা হইতেছে।

শক্তি :—মাদার টিংচার, ৩x, ৬x প্রভৃতি।

প্যারিস-কোয়াড্রিফোলিয়া (Paris Quadrifolia) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম অ্যাকোনাইটাম-পারডেলিয়ানকেস।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ অম্ল, অজীর্ণ; শিবঃপীড়া; ন্নায়ুশূল; চক্ষুঃ ন্নায়ুশূল; (প্রসবান্তিক) ভ্যাডাল ব্যথা; পক্ষাঘাত, হিকা; হাঁপানি; মূর্ছাবায়ু; উন্মাদ; আঙ্গুলগাড়া; মেরুদণ্ডের পীড়া প্রভৃতির উপযোগী ঔষধ।

প্যারিস রোগীর নিজের একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ আছে, তাহার মনে হয়, যেন তাহার সমস্ত যন্ত্রের আকার বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে যেন তাহার মাথাব হাড়গুলি অত্যন্ত বড় হইয়াছে, যেন তাহার মাথার হাড়গুলি অত্যন্ত পাতলা হইয়া মস্তিষ্ক ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। কেবল মাথার ব্যাঃপার নিবাই সে চিন্তা করে না, চক্ষুর ব্যাঃপারও ঐরূপ; যেন তাহার অক্ষিগোলক বড় হইয়া কক্ষিকোটর হইতে বহির হইয়া পড়িতেছে; এত বড় হইয়া পড়িতেছে যে চোখের পাতা তাহা দিসকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাহার জিহ্বাও অত্যন্ত বড় হইয়াছে এরূপ বোধ। রোগীর

চক্ষু এত বৈদনা যেন মনে হয় কেহ দড়ি বাঁধিয়া তাহার চক্ষু পিছনেব দিকে টানিতেছে। রোগীর দৃষ্টি মীণ হইয়া যায়, অক্ষিগোলক সীসকেব'ন্তায় ভারী বোধ। মাথার যন্ত্রণায় ইহার ক্রিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও সূক্ষ্মায়ত্ত্বিত হইয়াছে।

রোগীর মাথাব অত্যধিক যন্ত্রণা, যন্ত্রণা মাথার চাদিতেই বেশী হয়, মাথায় এত ব্যথা যে সে তাহার চুল আঁচড়াইতে পাবে না, ইহার মাথাধরা ঘাড়েব নিম্নদিক হইতে আরম্ভ হইয়া উপরের দিকে চালিয়া যায়, এই সময় সে মনে করে মাথাটা প্রকাণ্ড বড় হইয়াছে।

ট্রেন্সিয়া-কার্ক—ইহারও মাথার যন্ত্রণা ঘাড়েব নিম্নদিক হইতে আরম্ভ হইয়া উপরের দিকে চলিয়া যায় (সাইলি, নাক্স-ভমিকা)।

সেনিয়াসিসের মাথার যন্ত্রণা প্যারিসের ত্রায়, তবে পার্থক্য এই মাথার যন্ত্রণার সময় রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার পর্দাগুলি টানিয়া ধরিতেছে, এখনহ বুঝি মাথা ফাটিয়া যাহবে। প্যারিস রোগীর স্বরনলী ও বায়ুনলীর মধ্যে গাঢ় আঠার ত্রায় স্লেম্মা সঞ্চয়বশত; পুনঃ পুনঃ কাসিয়া এই স্লেম্মা তুলিবার চেষ্টা করে, ইহাতে কাসি বিশেষ বেদনা যায় না, বা কাসির রোগীব জন্ত ইহাব সংরূপ ব্যবহার্য নাহ; তবুও যখন দেখা যায় দিনের ভিতর অল্প কোন সময় রোগীর গয়েব উঠে না, কেবল প্রাতে গয়ার উঠে এবং এই গয়ের অন্তস্ত গাঢ় চট্‌চটে ও উহার রং সবুজ তখন ইহা ব্যবহেয়। প্যারিস উন্মাদুৎবোগীর উত্তম ঔষধ; বিশেষতঃ যদি এই সকল রোগী খুঁ বেণী কথা বলে, অসম্ভব অসম্বন্ধ কথা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া বালিতে থাকে, আবার মহাস্বুতির সাহিত নানারূপ বাক্যালাপ কবে তবে ইহা বিশেষ উপযোগী।

প্যারিস রোগীর গায়ের কোন কোন অংশ বরফের ত্রায় ঠাণ্ডা হয়। অরের শীতাবস্থায় রোগীর শরীরের চামড়া ও সমস্ত শরীর যেন কুঁচকাহয়া যাহতে ছ একরূপ বোধ। রোগীর হাতের আঙ্গুল শুষ্ক, যখন তখন অবশ হইয়া যায়, কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে তাহা কৰ্কশ মনে করে, ইহার রোগীর হাতের আঙ্গুলগুলি পর্য্যায়ক্রমে ঠাণ্ডা বা গরম হয় এবং মরা মাহুষের হাতের ত্রায় ফ্যুকাসে হইয়া যায়।

ইহার রোগী অত্যন্ত গন্ধকাতর, কোন জিনিসের গন্ধ সে সহ্য করিতে পারে না, এমন কি দুধ ও রটী হইতে পচা মাংসের ত্রায় গন্ধ পায়, তাহার মল হইতে সে পচা গন্ধ পায়, তাহার চক্ষু হইতে যে শাব নিঃসৃত হয় তাহাও যেন পচা গন্ধবিশিষ্ট।

গারেল্লি বলেন, প্যারিস রোগীর অত্যন্ত দুৰ্গন্ধ অসহিষ্ণুতা; প্রাতে রোগীর গয়ারে স্লেম্মা উঠে, সন্ধ্যার সময় কিছুই উঠে না; সমস্ত অঙ্গেব আকার বৃদ্ধি হইয়াছে একরূপ বোধ, মনে করে তাহার শরীর প্রকাণ্ড বড় হইয়াছে, তাহার মুখে জল সঞ্চিত হয়, প্রত্নাবের উপর তৈলের ত্রায় সর ভাসে, এই সমস্তই প্যারিসের মোট কথা। ইহার রোগীর কি বিশ্রাম, কি দেহ সঞ্চালন, সকল অবস্থাতেই জদস্পন্দন হইয়া থাকে।

শক্তি :—১৫, ৩৫ ও ৩০ শক্তি।

প্যাস্টিমেকা (Pastinaca.) ।

ব্যবহারস্থল :—বাবদুক বা বাচাল ; যাহারা অনাবশ্যক কতকগুলি এলোমেলো রূপা বলে, রোগাবস্থায় অতিবিক্ত ভুল বকে (delirium) ; মদাতায়—অতিরিক্ত পানদোষ জন্ত সর্বাত্মক কম্পন ও বিড়বিড় কবিতা বকা ; দৃষ্টিবিস্রম নানাপ্রকার কাল্পনিক দৃশ্য দেখে ; দুই অসহ্য হওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। ক্ষয়িষ্ণু বা ক্ষয় রোগগ্রস্ত রোগী ও “মূত্র পাথরী” আক্রান্ত রোগী ইহার মূল অরিষ্ট ১০।১৫ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে সফল আশা করিতে পারেন।

শক্তি :—৩, ৬।

প্যাসিফ্লোরা-ইনকারনেটা (Passiflora Incarnata.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম প্যানস-ফ্লাওয়ার বা সুমকো ফুল।

এই ঔষধের নাম পূর্বে হেলের পুস্তকের কোনও এক পৃষ্ঠার এক পাশে উপেক্ষিতভাবে পড়িয়াছিল, এখন প্যাসিফ্লোরা চিকিৎসকগণের গোচবীভূত, চিকিৎসা জগতে সুপরিচিত ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুপরিণীত, উচ্চপ্রশংসিত এবং বহুল ব্যবহৃত প্রায় সর্বলোক বিদিত ঔষধ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ শিশুদিগের নানাবিধ পীড়ায় যথা শিশু-কলেবা, ধমুষ্ঠকার, আক্ষেপ, আক্ষেপিক হুপিংকাসি, আক্ষেপিক হাঁপানি, সন্ধ্যাজাত শিশুর চোয়াল আটকান, কুমির জন্ত নানাবিধ আক্ষেপ, মূর্ছা প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ।

প্যাসিফ্লোরা নানাবিধ আক্ষেপের উত্তম ঔষধ। সন্ধ্যাজাত শিশুদিগের ধমুষ্ঠকার রোগে এবং প্রসবের পর প্রসূতির তড়কা বা আক্ষেপে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় ও কুমির জন্ত আক্ষেপ বা তড়কাই ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

প্যাসিফ্লোরা আক্ষেপিক হাঁপানি, মূর্ছা প্রভৃতি রোগে উত্তম কার্য করিয়া থাকে। আক্ষেপিক হাঁপানির সময় ইহার মূল অরিষ্ট ১০ ফোঁটা মাত্রায় ১০।১৫ মিনিট অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিলে অতি অল্প সময়েই ভিতর হাঁপানির টান কমিয়া যায়।

প্যাসিফ্লোরা সেবনে অনিদ্রা, বিন্মনে বাত, উদরশূল, দাঁতকপাটা লাগা, প্রসবকালীন ও প্রসবান্তিক উপসর্গ, আক্ষেপ, মদাতায়, আনন্দন বা দৈহিক কম্পন, অস্থিৰতা, হুস্তিতা ও প্রসূতির নানারোগ নিবাকৃত হয়। ইহা অনিদ্রার খুব ভাল ঔষধ।

শিশু, বৃদ্ধ হুস্তিতাগ্রস্ত এবং জ্ঞান ব্যক্তিদিগের নিদ্রাহীনতায় এই প্যাসিফ্লোরা একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বিসর্প, উপদংশ, অর্শ প্রভৃতি রোগে ইহার মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রয়োগে অতি নীচ নীচ ফল পাওয়া যায়।

মূর্ছার সময় বা আক্ষেপের সময় তাহার প্রবল মাথার যন্ত্রণা হয়, চক্ষু যেন ঠেলিয়া বাহির হইবে, তাহার পায়ের গোড়ালি যেন শূন্যে রহিয়াছে একরূপ বোধ (অ্যাসিড-কম্ রোগীও ঐ ভাবে তাহার পায়ের গোড়ালি শূন্যে রহিয়াছে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট এবং ১ম শক্তি।

প্রণাস-স্পাইনোসা (Prunus Spinosa.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্পাইনো; প্রণাস কমিউনিস ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চক্ষুবাগ, নাসামূত্র, সর্বস্বাস্থ্য শোথ ও উদরী রোগের একটি উত্তম ঔষধ । মূত্রযন্ত্রের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে ।

প্রণাস-স্পাইনোসা রোগীর চোখের ভিতর এত চাপবোধ ও বেদনা যে রোগী মনে ভাবে যেন তাহার চক্ষু দুইটি গলিয়া গেল, তাহার চক্ষুতে তীর বেধাও স্রাব বেদনা হইতে থাকে ; যেদিকের চক্ষুতে ঐরূপ বেদনা সেইদিকের স্রাবও ঐরূপ তীর বেধার স্রাব বেদনা হইতে থাকে । চক্ষুতে খ্যাংলান বেদনাও থাকে, এরূপ বেদনা সাধারণতঃ শ্লোকমা রোগীরই বেশী হয় । ডাঃ মর্টন ও অ্যালেন বলেন, অক্ষিপুটের স্রাবশূল এবং চক্ষু দুইটির বিভিন্ন অংশের প্রদাহের জন্য ইহা একটি উত্তম ঔষধ । তাঁহারা যে এই ঔষধটিকে উপশমকারক বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে । তাঁহারা বলেন যে এই ঔষধের দ্বারা চক্ষু প্রদাহের গতিবোধ করা যায় এবং দৃষ্টিশক্তি মন্দ হইবার আশঙ্কা দূর করিয়া দেয় ।

প্রণাস স্পাইনোসা উদরী ও হৃদযন্ত্রের উত্তম ঔষধ, ইহা আমবা পুর্কে বলিয়াছি । রোগী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘকাল ত্যাগ করে এবং তাহা মনে হয় যেন তাহার নিশ্বাস আর নীচেরদিকে যাইতেছে না । রোগী যেন সর্বদাই হাঁপাইতেছে এরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, সামান্য সঞ্চালনে হৃদযন্ত্রের গতি ভয়ানক বৃদ্ধি পায় ।

বোগীর পা ও জাহুতে মচকে যাইবার স্রাব বেদনা, পৃষ্ঠভাগ আড়ষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ, যেন উহাতে আঘাত লাগিয়াছে ; বোগী কলম বা অস্ত্র কিছু ধবিতে পারে না, যেন তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি মচকাইয়া গিয়াছে । পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের প্রথম পর্ব যেন সন্ধিচ্যুত হইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা । ইহার বোগীর মুখমণ্ডলে কেবলমাত্র নিম্নিত অবস্থায় ঘর্ষ হয় ।

মূত্রযন্ত্রের উপর ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া দেখা যায় । মূত্রাশয়ে টানবোধ । মূত্রত্যাগের নিম্নলি চেষ্টা ; মূত্রবেগ খুব, কিন্তু বিশেষ চেষ্টাতেও মূত্রত্যাগ হয় না ; অনেক চেষ্টার পর মনে হয় মূত্রনলী দিয়া মূত্র বাহিরেরদিকে আসিতেছে কিন্তু মূত্রদ্বার পর্যন্ত আসিয়া মূত্র যেন মূত্রাশয়ে ফিরিয়া যায়, তখন মূত্রপথে তার যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকে । প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রণাস রোগীর মূত্রাশয়ে প্রবল সঙ্কোচন, এইজন্য রোগী মোটেই রাত্রিতে ঘুমাতে পারে না, হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হইলে সে প্রস্রাব করিতে ছুটিয়া যাইতে বাধ্য হয়, কারণ তখন ছুটিয়া না গেলে মূত্রাশয় মধ্যে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হইতে থাকে, কিন্তু বহুক্ষণ কোঁথ না দিলে তাহার প্রস্রাব কিছুতেই হয় না, ইহা প্রস্রাবের স্রোত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নির্গত হয় ।

ইহা ঋতুশ্রাব একটু অল্পতর ধরনের ; ঋতু অকালে প্রকাশ পায়, শ্রাব প্রচুর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী । ঋতুশ্রাব ১৫ দিন হইতে দশ সপ্তাহ পর্যন্ত হইতে থাকে । যত দীর্ঘদিন ঋতুশ্রাব হয় ততই রক্তের বর্ণ জলের আকার ধারণ করে ।

পাঁতের যন্ত্রণাও অত্যন্ত, ইহার পাঁতের যন্ত্রণায় মনে হয় যেন কেহ তাহার পাঁতগুলি উঠাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, মুখে গরম জল নিলে বেশী হয় । জিহ্বাতে অত্যধিক যন্ত্রণা, যেন জিহ্বা পুড়িয়া গিয়াছে এরূপ বোধ ।

প্রণাস রোগীর ভয়ানক চিন্তাচঞ্চল্য, রোগী কোনমতে একস্থানে থাকিতে পারে না, সামান্য পরিশ্রমে হাঁপাইতে থাকে। সে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, সর্বদাই বিমর্ষ, উদাস ও খিটখিটে ভাব।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বৃদ্ধি সঞ্চালন করিলে, গরম ত্রিনিষ মুখে লইলে, স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি এবং দীর্ঘতে দীর্ঘ ঘাটিলে, বিশ্রামে ও সমুখদিক খুলিলে উৎসাহ।

সম্বন্ধ :—প্রণাস—হৃদপিণ্ড রোগে—ক্র্যাটিগাস, ল্যাকেসিস তুল্য ; চক্ষু-বোগে—বেলেডোনা তুল্য ; ত্রিস্রার লক্ষণে—ক্যালকেরিয়া তুল্য।

শক্তি :—৩১, ৬, ৩০ শক্তি।

প্রস্তাব :—তোকর্মা বা তিসি ভিজাইয়া সেই জলপান করিলে বা পুৰাতন তেঁতুলের সরবৎ পান করিলে প্রশ্রাব সরল হয়।

প্রুনা পেডাস (*Prunus padas.*) ।

ব্যবহারস্থল :—গলায় ঘা, বৃদ্ধাহির পশ্চাদিকে চাপবোধ, মলদ্বারে স্থলবদ্ধবৎ বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

প্রুনা ভার্জিনিয়ানা (*Prunus virginiana.*) ।

ব্যবহারস্থল :—হৃদবোগেব একটি অতি উত্তম ঔষধ, কেহ কেহ টনিক হিসাবে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। উপদ্রাবিত (irritable) হৃদবৃন্দ, ডাণ্ডনিকব হৃদবৃন্দ-কোটরের প্রসারণ (dilatation), কাসি রাত্রিকালে শুইয়া পড়িলেই বৃদ্ধি, পরিপাক শক্তির দুর্বলতা, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পরিপাক শক্তির দুর্বলতায় ইহা কার্য্যকরী।

পিওনিয়া (*Pæonia officinalis.*) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম—পিওনি। ইহা একপ্রকার বাৎসরিক বৃক্ষ। বসন্তকালে এই জাতীয় বৃক্ষের টাটকা মূল হইতে মাদার-টংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—ভগন্দর, অর্শ প্রভৃতি মলদ্বার সংক্রান্ত রোগে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রসূ ; মলদ্বাবেব বিদারণ, পক্ষাঘাত ; শুনের ক্ষত ; চক্ষুর মায়ুশূল ; মাথা ব্যথা ; মস্তকে রক্ত উঠা ; রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় যাত্রাদেব বুক চাপিয়া ধরে ও যাহারা রাত্রে নানাবিধ ভীতিগ্রস্ত স্বপ্ন দেখে ; শিরা ফুলিয়া উঠে তাহাদের পীড়ায় ফলপ্রসূ। বিটপ-প্রদেশে ও ত্রিবাহির পার্শ্বের নিম্ন প্রদেশের ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থল :—এই ঔষধটির ক্রিয়া মলদ্বার ; মলান্ত্র এবং জননেস্ত্রিয়ার মধ্যবর্তী বিটপ প্রদেশেই বৈধী দেখা যায় অর্থাৎ ভগন্দর, মলদ্বার বিদারণ, মলদ্বারের ফোটক ও অর্শ প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ বিশেষ ক্রিয়ানীল।

মন :—রোগী কাহারও সহিত রীতিমতভাবে কথাবার্তা বলিতে চাহে না পাছে কেহ তাহাকে কোন হুঃসংবাদ প্রবণ কবায়, হুঃসংবাদ শুনিলে বোগী অত্যন্ত কাঁতব হইয়া পড়ে এই লক্ষণ আমরা ক্যালকেট্রিয়া-ফস্, কফিকা ও অ্যানিউমিনায় দেখিতে পাঠ।

মস্তক ও মুখমণ্ডলে রক্তপ্রদাহ ; রোগী শায়ুমণ্ডলেব বিশৃঙ্খলা জন্ত লামাত্র কিছুতেই বিচলিত হয়। একটু নড়িলে চড়িলেই বুদ্ধি। চোখ আলা ; কাণেব ভিতর বিবিধ শব্দ অতীবৃত্ত হয়।

ভগন্দর, অর্শ ও মলদ্বারে ক্ষত :—অপরাহ্নে বোগীব মলদ্বার মধ্যে কুটুকুট করিতে থাকে—আবাব মলদ্বারের মুখ ফুলিয়া উঠে। রোগী তরল মল নিঃসরণ কবিতা মুচ্ছিত হইয়া পড়ে ও মলত্যাগেব পব তাহাব অত্যন্ত শীতবোধ। পুনরায় বোগী পূর্বোক্তরূপ তরল মল ৬ ঘণ্টা পবে নিঃসরণ কবিতা ঐরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িবে। অর্শবোগে মলদ্বারের মধ্যে ক্ষত হইয়া মলদ্বারের চতুর্পার্শ্ব নীলবর্ণেব হব ও তথায় অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে থাকিলে ইহা ফলপ্রদ। মলদ্বারের অভ্যন্তরে অসহনীয় ব্যথাযুক্ত ক্ষত ও তৎসহ সমস্ত শৈল্পিক-শিল্পী ক্ষত ও তথায় বিদারিত হইতেছে এরূপ যন্ত্রণা। মলত্যাগেব পব যন্ত্রণা ক্রমশঃ অসম্ভব হইতে থাকে সেই সঙ্গে আক্রান্তস্থানে কুটুকুটানি ও আলা, আলাব জন্ত বোগী ঘরের মধ্যে অস্থিভাবে পাখচারি করে আব তাহাব ঐ ক্ষত হইতে বীভৎস রস বাহিব হইতে থাকে। তাহাব পাছাব নীচে গর্ভের ত্রায ক্ষত উৎপন্ন হয়। অর্শবোগীব মূত্রাশয়েব সঙ্কোচনশতঃ ফোঁটা ফোঁটা প্রসাব হয়, তাহার রাজিতে পুনঃ পুনঃ প্রসাবেব বেগের জন্ত ঘূমেব ব্যাঘাত হয়। ঘূমেব ভিতব নানাবিধ ভয়ানক স্বপ্ন দেখে।

হস্তপদাদি :—তাহার হাতের কজিতে, আঙ্গুলে, হাঁটুতে ও পাঘের আঙ্গুলে বেদনা ; পাঘের দুর্বলতার জন্ত হাঁটুতে কষ্টবোধ।

চর্মরোগ :—তাহার পিকচক্ষু অস্থির (eccyx) নীচে ঘা, উহা বেদনায়ুক্ত, এমন কি হাত ছোঁয়ান যায় না। ভেরিকোস ভেইন, শয্যাক্ত ও নানাবিধ ক্ষত বোগে ইহা ব্যবহার্য।

শক্তি :—নিম্নশক্তি।

পিক্‌রোটক্সিন (Picrotoxin.) ।

ব্যবহারস্থল :—মৃগী ; সকালবেলা বিছানা হইতে উঠিবাব সময় রোগের আক্রমণ। যক্ষ্মারোগীর নৈশবর্ণেও ইহা ব্যবস্থা করা চলে। হার্নিয়া ও লোকোমোটর এটাক্সিয়া রোগেও ইহা কার্যকরী।

পিঙ্গলিকুইডা (Pixliquida.) ।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম আল্‌কাতবা ; আল্‌কাতরা পাইন বৃক্ষের নির্যাস। কোন বন্ধ দ্বারে পাইন বৃক্ষ পোড়াইলে আল্‌কাতরা পাওয়া যায়।

ব্যবহারস্থল :—হুঃসংবাদের রোগে ও চর্মরোগে ইহার ক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।
ডাঃ ক্ল্যারিংটন বলেন বন্দ্যারোগে বধন দুর্গন্ধযুক্ত ও বিষাদ পূর্ণযুক্ত গায়ের পাওয়া যায় তখন

ইহা ব্যবহার্য্য। রোগীর বামদিকেব বায়ুনলীতে বেদনা অর্থাৎ যক্ষ্মাবোগের তৃতীয় অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা চর্ম্মাবোগেবও একটি উত্তম ঔষধ, রোগীর হাতের পশ্চাদ্বিকে এক প্রকারের উদ্ভেদ বাহিব হয়; রাত্রিকালে উহাতে অসহ্য চুলকানি এবং নথ দিয়া চুলকাইলে সহজেই রক্তপাত হওয়া ইহাব বিশিষ্টতা।

শক্তি :—১, ৩, ৬ শক্তি।

নিউমো কক্সিন ও নিউমো টক্সিন।

(Pneumo coccin and Pneumo toxin.)

ব্যবহারস্থল :—নিউমোনিয়া ও প্যারামেটিক নিউমোনিয়ায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা চলে।

পিচি (ফেরিয়ানা ইরিকেক্টা)।

ব্যবহারস্থল :—সমস্ত মূত্রপথে প্রদাহ, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা, ও মূত্রাশয়ের কুস্বন। তরুণ ও পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহে ইহা ফলপ্রদ। প্রোট্টিক ম্যাগ্নেটের প্রদাহ। প্রমেহ, শ্লেষ্মা ও পুঞ্জ নিঃসরণ হয়।

শক্তি :—মূল অবিষ্টের ১০—২০ বিন্দু।

পিউমাস-বলডাস (Peumus Boldus.)।

অন্যান্যনাম :—বলডো।

ব্যবহারস্থল :—পাকযন্ত্র-পেশীব ক্রিয়ার অভাব যেমন ইহাতে দেখা যায় সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় উদ্বপেশীব ক্রিয়াব অভাব। ম্যালেরিয়াব পর যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি; যকৃতের ক্রিয়াব অভাব তৎসহ অবিবাম জ্ব, যকৃতপ্রদেশে ও পেটের চিত্তব জ্বালা তৎসহ ভারীবোধ; যকৃতের ব্রণরোগেও ইহা ফলপ্রদ। রোগীর মুখে বিষাদ। হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস, সর্দি, ফুসফুসের শোথ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—নিরশক্তিই ফলপ্রদ।

পিলোকার্পিন-মিউর (Pilocarpin Mur)।

ব্যবহারস্থল :—যে সকল যক্ষ্মা অতিজ্ঞত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, যে সকল যক্ষ্মারোগে রক্ত পড়েনা কিন্তু অত্যধিক ঘর্ম্ম হইতে থাকে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধের ২৫ বিচূর্ণ কার্য্যকরী।

পেডিকিউলাস (Pediculus) ।

পরিচয় :—ইহা মাথায় উকুন।

ব্যবহারস্থল :—কছু প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশুদিগের, রোগে এই ঔষধ ফলপ্রসূ। বোগীর হাতের ও পায়ে, পশ্চাত্তিকে উদ্ভেদ নির্গত হইয়া অত্যধিক চুলকাই। বোগীর পাঠ অধ্যয়ন ও নানারূপ কার্য কবিবাব অস্বাভাবিক স্পৃহ।

শক্তি :—উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়।

পেডিকিউলারিস-ক্যানাডেনসিস ।

(Pedicularis Canadensis.)

ব্যবহারস্থল :—কশেরক মজ্জার ক্ষয় ও কশেরকা মজ্জার উপবাহ এই ঔষধে নিবান করা হয়।

পেন্টোরাম (Penthorum) ।

পরিচয় :—ইহা একজাতীয় উদ্ভেদ, অপর নাম বার্জিনিয়া-ষ্টোন-ক্রপ।

ব্যবহারস্থল :—সর্দি; নাকের ভিতর রোগী সর্ষদা ভিজা ভিজা অহুভব করে অথচ তাহার শ্রাব নিঃসরণ হইতেছে না; জোবে নাক ঝাড়িলেও কিছু বাহির হয় না বা এই বিরক্তিকর অহুভব নিবসন হয় না। সর্দির বন্ধিত অবস্থায় যখন পুঞ্জের স্রাব শালা ঘন শ্রাব নির্গত হয় তখন পেন্টোরাম পান্সেসটিলাব স্রাব কার্য্য কবে। বোগী তাহার গলাব ভিতর একটা প্রদাহবৎ অহুভব কবে। স্ববভঙ্গ, গলাভাঙ্গা এবং স্ববয়স্বেব শিথিলতায় এই ঔষধ কার্য্যকরী।

শক্তি :—নিম্নশক্তি ব্যবহার্য্য।

পেট্রোলিয়াম (Petroleum) ।

ব্যবহারস্থল :—উদরাময়, শীত-ক্ষোটক, নানাবিধ চর্মরোগ, 'দুর্গন্ধ ঘণ্টা, শিবঃপীড়া, চিবুকাঙ্গি চ্যুতি, দৃষ্টি বিকৃতি, নাসিকায় ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, কর্ণরোগ, বধিরতা, পদতলের বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—যানবাহন ও বেলপথে ভ্রমণ ও জাহাজ ইত্যাদিতে ভ্রমণ জন্ত যাহাদের পীড়া হয়; শীতের সময় রোগের বৃদ্ধি, ফুসফুস বা পরিপাক, যন্ত্রেব যে, কোন পীড়া বহুদিন পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ভোগ করা। গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতুবিধিষ্ট ব্যক্তিগণের রোগে লক্ষণের সদৃশ থাকিলে উহা বিশেষ উপযোগী। যাহাদের সর্দি লাগিয়াই থাকে, পাকাশয়িক গোলযোগ জন্ত যাহারা অল্প রোগে ভোগে, চর্মরোগ যাহাদের সহচর পেট্রোলিয়াম তাহাদের পরম সহায়। পুরাতন উদরাময় ও চর্মরোগে ইহার ক্রিয়া উল্লেখযোগ্য।

স্বভাব :—ডাঃ আলেন বলেন যাতাদের কেশ ও চামড়া পাতলা, বাহারা সামান্য কারণে, উত্তেজিত হয়, বিবাদপ্রিয়, অতি সহজে বাহারা বিবর্তন হয় তাহাদের পীড়ায় ইহা উপযোগী।

মন :—রোগী পথে যাইতে বাইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে স্থির করিতে পারে না। (ক্যানাবিস-ইন—সুপরিচিত স্থান তাহার নিকট অপবিচিত্র বোধ) রোগী একটুতেই চটিয়া উঠে, সে বিকাবে ভিতর একরূপ দেখিতে পায় যেন তাহার বিছানায় অপর একজন কে শুইয়া আছে অথবা তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বিগুণ হইয়াছে, যাহা মনে ভাবে যেমন কবিয়া সে দুইটি শিশুর ভাবধান করিবে। যত সে ভাবে তত সে চিন্তায় অস্থির হইয়া কাদিতে থাকে। যখনই দ্বিগুণ দর্শন, বিকাব ও মানসিক লক্ষণাবলীর ভিতর পাইলে তখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সে অত্যন্ত বিষম, বোলনপবাগণ ও কোপনস্বভাব সামান্য বিষয়ে ক্রোধ প্রকাশ কবে ও দুর্বাক্য প্রয়োগ কবে। চিন্তাশক্তি অত্যন্ত, বোধশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। হত্যা করিবার প্রবৃত্তি (হিপাব) ও ভয় দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রসূ।

শিরঃপীড়া :—মাথা নোট করিয়া শুইলে, মাথা হেঁট করিলে, যা বা আসন হইতে উঠিলে, সামুদ্রিক পীড়ার হায মাথা ঘুাইলে ইহা আসে, পালসে, গ্লোন, কাকউলাস সমতুল্য ঔষধ। রোগী উপবদিকে তাকাইলে তাহার পুনঃ পুনঃ মাথা ঘুরিতে থাকে। তাহার মাথার পশ্চাৎভাগে ভারী মীসকপূর্ণ আছে এইরূপ বোধ।

চক্ষুরোগ :—বোগী প্রাতে চক্ষু খুলিতে পারে না, চক্ষু দুই ঘোঁয়াটে, চক্ষু ভিতর অনবরত ব্যাধা, চক্ষু পাতায় প্রদাহ, সন্ধ্যাকালে ও আলোকে ভিতর সকল লক্ষণের বৃদ্ধি। চক্ষুর নালী-বা রোগে এই ঔষধ অসিড-ফ্রেনিক সমতুল্য। বোগীর চক্ষু সম্মুখে অগ্নিস্কৃন্দ্রের স্থায় যেন কিছু উড়িতে থাকে, কখন আবার সে ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিতেছে একপাশে কবে (কষ্টি, লিথিয়া-কার্প, ফস্) তাহার দৃষ্টি সম্মুখে কাল বিন্দুসকল উড়িতেছে একপাশে বিভ্রম ঘটে।

চর্মরোগ :—চর্মরোগে পেট্রোলিয়ামের ক্রিয়া অত্যন্ত। ইহা একজিমা ও হার্পিস বোগের চিকিৎসায় বেশী ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়ামের চর্মরোগ এদীবেব যে কোন স্থানেই হইতে পারে তবে কর্ণ ও মাথার পিছনের দিকে, স্ত্রীজননাদ্বে এবং ছুঁ হাতে একজিমা ও হার্পিস হইলে এই ঔষধ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একজিমা উপবেব দিষ্টা কাঁচা থাকে ও উহার উপরে পুরু আবরণ পড়ে ও পুঁজস্ব হইতে থাকে। পেট্রোলিয়ামে হার্পিস বোগ যে স্থানে হয় সে স্থানে প্রথম লাল হইয়া একপ্রকার ঘন আঠা আঠা বস বাহিব হইতে থাকে ও তথায় প্রবল ভাবে চুলকাইতে থাকে। পেট্রোলিয়াম হার্পিস বোগের যেমন ঔষধ সেইরূপ হার্পিস জোষ্টাবও কার্যকরী। ইহাতে সর্বজাতীয় চর্মরোগ হইয়া থাকে। পেট্রোলিয়াম কঠিন একজিমা রোগে যেখানে নানাবিধ ঔষধ সেবন করিয়াও বিশেষ ফল পাওয়া যায় না সেখানে কার্যকরী। ইহার একজিমা বা হার্পিস অথবা ইন্টাষ্ট্রাইগো প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি শীতকালেই পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়াম একটা অ্যান্টিসেপ্টিক ঔষধ। চর্মরোগে ইহার লক্ষণ অনেকটা গ্র্যাফাইটিসের স্থায়। ইহার বিশেষ লক্ষণ—শীতকালেই চর্মরোগের বৃদ্ধি ও গ্রীষ্মকালে উপশম অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বোগের নিরুত্তি। দ্বাদ্ধ বোগেও ইহা ব্যবহার করা চলে, কুঁচুকাইতে এই পীড়া হইলে পেট্রোলিয়াম ৩০ শক্তি সেবন ও উহার লিনিমেন্ট প্রস্তুত করিয়া বাহ্যিক ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক বিবমিষা:—সামুদ্রিক বিবমিষার ইহা একটা উত্তম ঔষধ। জাহাজে উঠিয়াই ২১০ ঘণ্টা অন্তর পেট্রো সেবন করিলে গা-বমি, বমন প্রভৃতি চলিয়া যাইবে। গর্ভাবস্থার বমন ও বিবমিষায়ও ইহা একটি ঔষধ। ডাঃ গ্যারেজি বলেন যে পালমেটিলার জ্বায় যত পৰ্কে জ্বোয়র অরুচি ইহার একটি লক্ষণ।

সামুদ্রিক বমনে পেট্রোলিয়াম—ককিউলাসের জ্বায় কার্য্যকরী ঔষধ।

উদরাময়:—উদরাময়ে এই ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। প্রবল মলবেগে বোগীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় (সাল্ফাব, আলো); খুব জোবে মলত্যাগ হয়। বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, জ্বলেব জ্বায় তৎল, বাহ্যেব সহিত অতুল্য জ্বা নির্গত হয় (চায়না, ওলিয়েণ্ডাব), পেট্রোলিয়ামের বাহ্যেব কো—সাল্ফাব রোগীব জ্বায় হয় কিন্তু ইহাব বাহ্যে কেবল দিনের বেলাই হয়, রাত্রিকালে কখনও বাহ্যেব বেগ হয় না। চায়না ঠিক ইহাব বিপবীত, চায়নার বাহ্যে বাত্রেই হয়, দিনে কদাচিৎ কখনও হইয়া থাকে।

শিশুদিগের উদরাময়ে ও আমাশয়ে ইহা ইপিকাক ভূয়া। রুপি খাটয়া বা শুষ্ক কপি খাইয়া যাহাদেব উদরাময় হয় অথবা একটাবোহণ কবিয়া যাহাদেব উদরাময় হয় তাহাদেব পক্ষে ইহা ফলপ্রসূ।

প্রস্রাবের পীড়া:—প্রস্রাবের পব অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ত্যাগ, প্রস্রাবে শ্লেষ্মাশাব; মূত্রধ্বংস দুর্গলতা জন্ত রোগী বাত্রে বিছানায় অসাড়ে প্রস্রাব কবে এবং প্রস্রাবেব পর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ত্যাগ।

প্রস্রাব রক্তাক্ত ও ঘোলা, প্রস্রাবে তলানি পড়ে উহা লাল রেণুং আঠাময়। তাহার প্রস্রাবে সবেব জ্বায় চক্চকে পদার্থ ভাসিতে থাকে (ক্যালকে, প্যারিস, ফস্; তৈলেব জ্বায় প্রস্রাবেব উপর সর ভাসিলে—হিপাব, লাইকো, মেজেবি)। মূত্রনলীভিত্তব জ্বালা ও তথায় সঙ্কোচন। প্রবল প্রস্রাবেব বোগেব পব জ্বীলা কদিগেব মূত্রনলী দ্বাবে অত্যন্ত চুলকানি।

প্রমেহ:—পূবাতন প্রমেহ বোগ সময় সময় প্রকাশিত হইলে ও মূত্রনলী মধ্য অসহনীয় চুলকানি থাকিলে, বমণাকাম্ভাব হ্রাস, প্রায় প্রতি বাত্ৰিতে স্বপ্ন দাঘ, মূত্রাধাব-মুখশাযিকা গ্রন্থি হইতে রসশ্রাব; মুখশাযিকা-গ্রন্থির প্রদাহ, বমণান্তে অবসাদ ও স্নায়বিক উত্তেজনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

বাত ও সন্ধিবাত:—পূবাতন বাত-বোগীব ক্ষত স্থানে মোচ্‌ডানি বা ক্ষতে পেট্রোলিয়াম উপযোগী। বাতবোগে হাঁটু যখন অত্যন্ত শক্ত হইয়া যায় ও সেই সঙ্গে তথায় বস্ত্রগাদায়ক খোঁচামাবাব মত ব্যথা হয়—ঘাড় শক্ত বোধ ও উহা নাড়িলে-চাড়িলে উহাতে খট্‌খট্‌ করিয়া শব্দ হইতে থাকে তখন পেট্রোলিয়াম উপযোগী।

কাসি:—যন্ত্রণাদায়ক শুষ্ক কাসি, বাত্ৰিতে ওইলেই উহা আরম্ভ হইবে; শিশুব জ্বায়ই এই জাতীয় কাসি হয়, তাহার যদি একজিমা বা অন্ত কোন চর্মরোগের সহিত এইরূপ কাসি হইতে থাকে তবে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার্য্য।

হৃদযন্ত্রের পীড়া:—হৃদযন্ত্র ও উহাব নিকটস্থ স্থানে অতিশয় ঠাণ্ডা বোধ; যেন উহাব উপরে একখণ্ড ঠাণ্ডা পাথর রাখা হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি। আবার কখনও ঐ স্থানে উত্তাপ ও চাপ বোধ তৎসহ হৃদযন্ত্রদন ও মূর্ছার উপক্রম। রাত্রিকালে তাহার বুকে চাপ বোধ।

নাসিকা ক্ষত (Ozæna) :—নাসিকার ভিতর শুষ্ক ভাব ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি। পূঁজ, পূঁজমিশ্রিত স্লেয়া ও মেড-মেডী নাসিকা হইতে নিঃসৃত হইয়া নাসিকার ভিতর বেদনা, নাসারন্ধ্র ফাটা ফাটা—নাসাপশ্চাৎ-বন্ধ মধ্যে গাঢ় স্লেয়া (শিক্‌নি) সঞ্চিত হইয়া থাকে। রোগীর নাসিকা ফুলিয়া উঠে ও তথায় ব্যথা অনুভব করে।

অজীর্ণ :—পেট্রোলিয়াম অজীর্ণ রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অজীর্ণ রোগীকে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা কিছু সামান্য অহাবেই সে পবিতৃপ্ত হয়, আয়োডিয়াম বোগীবও সর্বগ্রাসী ক্ষুধা; সে যত পায় ততই খাইবাব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

রাত্রিকালে ক্ষুধা পাঠিয়া শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (লাঠিকো, ফস)। বোগী যখনতখন একটু আদটু উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহার করিতে চায়। বোগী মধ্যাহ্নে কয় বোগে ভূগিতে থাকে, মাংস, চর্কিযুক্ত খাদ্য এবং গবম ও বাস্মাকবা আহাৰ্য্যে বোগীব অরুচি হয়। অনববত তাহার জলপান কবিবাব ইচ্ছা ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব। পাকশায়ের শুলে নিশ্বেশন বা আকর্ষণবৎ বেদনা, আগবাদি করিল বেদনার উপশম। তাহার প্রায় সকল সময় মুখে জল উঠিতে থাকে, গা বমি বমি উদ্রেক হয়, খাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে, অল্প উল্কার উঠে, জিহ্বা শুষ্ক ও শ্বেতবর্ণের হইয়া ক্রমান্বয় পরিপাক শক্তি হ্রাস হইয়া বাইতে থাকে।

জ্বর :—ইহাব জ্বরের আক্রমণ সাধারণতঃ সকাল ১০টার সময় তবে সন্ধ্যার দিকেই আক্রমণ বেশী দেখা যায়। শীত ১০টার সময় আরম্ভ হইয়া আধ ঘণ্টা থাকে, তখন রোগীর হাত ও মুখমণ্ডল বরফের হায শীতল হইয়া যায়, আবাব সন্ধ্যার সময় যে অব আসে সেই জ্বরের পূর্বে তাহার কম্প অত্যধিক হয় অথচ নিদ্রাঙ্গ ব্যতীত সমগ্র দেহ ঘর্ম দ্বারা আর্দ্র হইয়া, আর নিদ্রাঙ্গ সে অত্যধিক শীত অনুভব করিতে থাকে। এত শীত ও কম্প হইতে থাকে যে রোগীর মুখমণ্ডল হিমবৎ, গওদ্বয়, হাতের অঙ্গুলি ও নখ সকল নীলবর্ণ ধারণ করে। বাত্রি ১০টার সময় শীত ও উত্তাপ যুগপৎ আবির্ভূত হয় কিন্তু বেশী বাত্রিতে বোগীর গায়েব ঢাকা অসহ্য হইয়া উঠে সেই জন্ত গায়েব ঢাকা খুলিয়া দিতে বাধ্য হয়, থাকিয়া থাকিয়া সর্পিগে উত্তাপ আবির্ভূত হইতে পাবে। জ্বরের ভিতর সে প্রলাপ বাকিতে থাকে, প্রলাপের ভিতর সে অনববত কথা বলে, কেহ যেন তাহার পার্শ্বে শুইয়া আছে ও রোগী নিজেই যেন দুইজন ভাবে।

হাস-বুদ্ধি :—কোনরূপ মানসিক পৰিশ্রমাদি করিলে, কেহ স্পর্শ করিলে, আলোকে, শব্দে, আহাৰাদির পর, দেহ সঞ্চালন কবিলে, যানাদিতে আরোহণ কবিলে, উপবিষ্ট অবস্থায়, শীতকালে, ঝড়ের দিনে, স্নানান্তে, উত্তাপে, হাসিলে এবং মস্তক নীচু করিলে বুদ্ধি; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে, উত্তাপ ও উষ্মায়ুত স্পর্শ উপশম।

সামঞ্জস্য :—পেট্রোলিয়াম—সামুদ্রিক বমনে—আর্গিকা, ককুলাস, ট্যাবেকাম তুল্য, গভীর বমনেচ্ছা—ককুলাস, সিপিয়া তুল্য; ত্রিতবিভ্রমে—বাগটে, ট্র্যামো তুল্য; কর্ণপশ্চাতে বা—গ্র্যাফাই, সোরি তুল্য; হৃদয়স্থেব নিকট ঠাণ্ডা বোধ—নেট্রাম তুল্য; সকালে বাহ্যের বেগ—অ্যামলো, সালফাব, সোরি তুল্য; আহাৰান্তে দুর্বলতায়, আস, লাইকো তুল্য; পথ বিভ্রমে—গ্লোনয়েন তুল্য; চন্দ্রের চৈতন্যধিক্যে হিপার তুল্য।

শক্তি :—৩৫, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

পেট্রোসেলিনাম (Petroselinum) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রাধার-প্রদাহ, মূত্রক্লম্বতা, তরুণ প্রমেহ, পুরাতন প্রমেহ, মূত্রাশ্রয়ী, মূত্রনলী মধ্যে শলা বা ক্যাথিটার প্রবেশ কুরাইবার জন্য অর, সবিরাম অর ও রাত্ৰিকাণা রোগে এই ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

পেট্রোসেলিনাম নূতন বা পুরাতন প্রমেহ রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রমেহে-যন্ত্রণামুক্ত লিঙ্কোথান। সকালের দিকে প্রচুর শ্রাব। শ্লেষ্মাবৎ শ্রাবে মূত্রনলীমুখ জুড়িয়া যায়। মূত্রনলীর প্রসারণ, মূত্রনলীর পশ্চাত্তাগে খেন কিছু নড়িতেছে বা বিধিতেছে এরূপ অনুভূতি তৎসহ মুইমূহঃ দুর্দমনীয় মূত্র-বেগ। বেগ হইলেই বোগী কিছুতেই ঐ মূত্র-বেগ সম্বরণ বা বেগ ধারণ করিতে পারে না। বেগ হইলে অবিলম্বে মূত্রত্যাগ করিতেই হইবে, অন্ত্রাঘ্য কর্তনবৎ অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণা হইতে থাকে। হঠাৎ রোগীব প্রবল প্রস্রাবের বেগ আসিয়া তাহার লিঙ্গমধ্যে আকর্ষণবৎ অনুভব, যাহার জন্য সমস্ত শরীরে শিহরণ অনুভূতি। যে সকল শিশুর হঠাৎ প্রস্রাবে বেগ হয়, মূত্রত্যাগ করিতে একটু বিলম্ব হইলেই বেদনায় চীৎকার করিয়া লাফাইতে থাকে, তাহাদের প্রকৃত বন্ধ পেট্রোসেলিনাম। ইহা ব্যতিবেক পেট্রোসেলিনাম বোগীব আন একটি ক্লেশদায়ক লক্ষণ আছে তাহা রোগীর মূত্রনলীতে অর্থাৎ মূত্রমার্গ বা মূত্রপথে ভয়ানক চুলকানি; তাহার লিঙ্গেব ভিতব এত চুলকানি যে সেই জন্য রোগীমনে করে খেন একটা কাঠি ঢুকাইয়া দিয়া চুলকাইলে বুঝি আরাম হইবে।

প্রস্রাবে যন্ত্রণাজনক বেগ আমরা ক্যানাবিস, ক্যানারিস, সাসা ও মার্কারিতেও দেখিতে পাই কিন্তু হঠাৎ প্রবল ভাবে যে প্রস্রাবের বেগ আসে তাহা পাই পেট্রোসেলিনামে। ইহার রোগীর প্রতি অর্ধঘণ্টা অন্তর বুঝা প্রস্রাবের বেগ।

প্রমেহ বা পক্ষাঘাত জনিত পুরাতন মূত্রনালী-প্রদাহ বা সঙ্কোচন-সংশ্লিষ্ট জবে ইহা ক্রিমিটিল তুল্য ঔষধ। অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ অর প্রত্যহ বা এক দিবস অন্তব আসিয়া থাকে। দূষিত বাস্প ব্যতীত অন্য কাবণে মজ্জার এবং স্নায়ুগুণীর ক্রিয়ার বিকৃতি জনিত তরুণ জবে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সম্বন্ধ :—পেট্রোসেলিনাম—প্রমেহ রোগে সহসা মূত্রবেগ—ক্যানারিস, ক্যানা, মার্ক তুল্য। শাদা বাহে—ডিজিটেলিস তুল্য; মূত্রাধার প্রদাহে—ক্যানা, ইউরিক-অ্যাসিড তুল্য; অকের বিকৃতিতে—আটিকা ইউবেন্স তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩২, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

পোথোস-ফিটিডাস (Pothos Foetidus) ।

ব্যবহারস্থল :—ইপানি-রোগীর নানাবিধ উপসর্গ; বিশেষতঃ যখন ধূলিকণা নিশ্বাস সহ গ্রহণ করিয়া ইপানির টান বেশী হয় তখন ইহা বেশ উপশমকারক ঔষধ। হিষ্টিরিয়ার ফিট, প্রসারণ-জনক আক্কেপিক বেদনা। কোন একটি বিশেষস্থানের শিরঃস্পীড়া তৎসহ শব্দবশ বা কপালের শিরা লম্বুহর প্রবল স্পন্দন দৃষ্ট হয়। পোথোস রোগী অন্তমনস্ক, উদ্বেজনা প্রবণ, সহজেই চটিয়া উঠে। মুক্ত বায়ুতে সকল উপসর্গের সাময়িক উপশম। ইপানির টান মলত্যাগের পর উপশম।

শক্তি :—মার্কারিটংচার এবং নিম্নশক্তি।

প্রোপাইলেমিন (Propylamin) ।

ব্যবহারস্থল :—তরুণ বাতবোগের সহিত জ্বর ও যন্ত্রণায় ইহা ব্যবহারে স্বল্প দিনের মধ্যেই নিরাময় হয়। মুখমণ্ডলের বাত জনিত ন্যুশূল, বাতরোগ, স্থান-পরিবর্তনশীল বাতরোগে বিশেষতঃ হৃদযন্ত্রের বাতরোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

এক আউন্স জলে ১০।১৫ ফোঁটা কেলিয়া তাহার ১ চামচ মাত্রা ১ বক্টা অন্তর সেব্য।

প্রোটার্গল (Protargol) ।

ব্যবহারস্থল :—গণোরিয়াব তরুণ অবস্থাব পর ২% সলিউসন। উপদংশ রোগে মিউকাস-প্যাচেস্ (mucous patches) থাকিলে ও উপদংশ ক্ষতে ইহাব ১০% সলিউসন প্রত্যহ দুইবার ব্যবহার্য। 'নবজাত শিশুর চক্ষু উঠা বোগে ২ ফোঁটা দ্বা. লোশন তৈরী করিয়া ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

হাতের কজ্জি ও পায়ের গাঁটে খুব ব্যথা, সামান্ত একটু নড়িলে চড়িলেই এই ব্যথা বাড়ে। (নড়াচড়া, বেদনার বৃদ্ধি ব্রায়োনিয়াতেও দেখিতে পাই)। হাতপায়ের গাঁটেব ব্যথার জন্য দাঁড়াইতে পাবে না। অতিশয় অস্থিভতা ও দারুণ পিপাসা। তীব্র বাতের ব্যথার জন্য সামান্ত ভারও সহিতে বা বহিতে পারে না—একটি স্থঁচও ভারী মনে হয়, জ্বাঙ্গুল অসাড় স্নানার সময়ে সময়ে স্থড়স্থড়ও করে।

প্রিমিউলা অব্ কনিকা (Primula Obconica) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধে নানাজাতীয় চর্মরোগ আবোগ্য লাভ কবে, মুখের একজিমা, গালে অপচ্যমান উদ্বেদ ও আমবাতের স্থায় এক প্রকার উদ্বেদ উঠিয়া থাকে, ইহাতে মুখমণ্ডলে, বাহ্যতে, 'কজ্জিতে ও হাতে রসস্রাবী একজিমা জাতীয় উদ্বেদ দেখা যায়। ঘাড়ে বাতের ব্যথা, হাতের ব্যথা, হাতের আঙ্গুলে ফোঁকা জাতীয় উদ্বেদ উঠিয়া উহাতে ভয়ানক চুলকানি হয়, বাক্রিতেই বৃদ্ধি। চর্মরোগের সহিত জ্বর আসাও ইহার একটা লক্ষণ।

শক্তি :—নিম্নশক্তি।

প্রিমিউলা-ফেরিনোসা (Primula Farinosa) ।

ব্যবহারস্থল :—চর্মরোগ ও চর্ম প্রদাহ ; বিশেষতঃ তর্জনী-অঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুঠেই বেশী হয়।

প্রিমিউলা-ভেরিস (Primula Veris) ।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কেব প্রদাহ তৎসহ ন্নাযুশ্ল। মস্তক বেড়িয়া যেন কোন কিছু বাধা আছে ; মাথার উপর কোন প্রকাব ভাব সহিতে পাবে না, এমন কি যাহারা টুপি পাবে বা পাগড়ী বাধে তাহারাও তাহাদেব অধ্যস্ত টুপি বা পাগড়ী অসম্মু বোধ কবে। এত এবং গেটে-বাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ; কাসি-বোগীব বৃক জালা ও হ'চফোটান বাধা, প্রস্রাবে উগ্র গন্ধ ও উদা নীলাত বেগুনী রং বিশিষ্ট।

ফস্ফোরাস (Phosphorus) ?

পরিচয় :—ফস্ফোরাস সর্বজন পবিচিত ঔষধ। হোমিওপ্যাথিক-বিজ্ঞানের ভিতর ইহা একটা উজ্জ্বল বস্তু। ফস্ফোরাস এক প্রকাব প্রক্ষুব্ধ পদার্থ। অস্থি হইতে সাল্ফিউরিক-অ্যাসিডযোগে কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বাৰা ফস্ফোরাস সংগ্রহ করা হয়। মানবদেহে ও কোন কোন খনিজেব ভিতর মিশ্রিত অবস্থায় ফস্ফোরাস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু পশ্চিমাণে অতি অল্প। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে যে ফস্ফোরাস ব্যবহৃত হয়, উহা ৯৫% স্রবাসানের ভিতর রাশিয়া, জনপূর্ণ পাঠে স্রবাসার মিশ্রিত মূল পদার্থ বক্ষিত কাচের আধার বসাইয়া, মুহ উত্তাপ দিলে মূল-পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া স্রবাসাব সহ মিশিয়া মল অবিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহাব ঔষধ শক্তি ৫.৫. অর্থাৎ ফস্ফোরাসেব মাদাব টিংচার ইহাব তৃতীয় দশমিক তুলা (৩৫)।

ব্যবহারস্থল :—তরুণ বক্তারতা, অস্পষ্ট দৃষ্টি, গন্ধক, ক্ষীণদৃষ্টি, ছানি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, ক্ষয়কাসি, কেশপতন, অস্থির বিবিধ পীড়া, অরভঙ্গ, কাসি, ঘুড়ি কাসি, বক্ষস্থলেব বেদনা, মস্তিষ্কেব ক্রান্তি, ব্রাইটস ডিজিজ, পাকস্থলীৰ ক্ষত, উদর মধ্যস্থিত প্যানক্রিয়া গ্রন্থিব পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, বধিবতা, মধুমেহ, উদরাময়, অজীর্ণ, হৃদযন্ত্রেব পীড়া, বক্তোৎকাস, নানাবিধ বক্তপ্রাণ, বক্তবমন, রক্তরোধজনিত রক্তপাত, বক্তপ্রাণপ্রবণতা, যকৃতের নানাবিধ পীড়া, হাথা বা কামলা বোগ, হিপ্ জয়েন্ট পীড়া, শিশুদিগের শীর্ণতা বা “পুয়ে পাওয়া,” স্তনের ফোটক, স্রাবোগ, ভগন্দর, নাসিকাব ক্ষত, পক্ষাঘাত, পুংজননেজিয়েব নানাবিধ বোগ, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, অস্থ মধ্যে অস্থের প্রবেশ, টাইফয়েড, ক্যান্সার, মৃগী, কামোদ্রতা, মূৰ্ছাবাযু, বিদ্যায় বা বক্তপাতের অল্প মন্দফল, জড়ুল, নখেব চারিধারে ক্ষত, নিজীবস্থায় শ্বাস অববোধ প্রাণ, পুতিমস্ত, গর্তীবস্থায় বমন, হৃৎকাক্ষেপ, অস্থির বিকৃতি, মেরুদণ্ডের বক্ততা, প্রীহাব বিবৃদ্ধি, তোতলামি। তামাক সেবনেব কুফল, নানাপ্রকার অক্ষুণ্ণ, গোবীজে টীকা দিবার মল ফল, বসন্ত, স্ববলোপ, আঙ্গুলহাড়া, ক্ষত, পীতজব প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থল :—ন্নাযুবিধানের উপর ইহার ক্রিয়া সন্মতিক, বিশেষতঃ ন্নাযুপীড়ার প্রাণ অবস্থায় যখন সর্ব শরীরে তীব্র জালা হইতে থাকে, রোগী একটুও বসিতে বা শান্ত থাকিতে পাবে না, জালায় ছটফট করে তখন ইহা ফলপ্রদ। জালায় জন্ত আসেন্নিক এবং সাল্ফারও আছে। এই তিনটি ঔষধই জালায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ডাঃ স্যাম এই তিনটি ঔষধকেই জালায় ঔষধ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, (ভুজনা—সাল্ফার ও আসেন্নিক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। ইজ্রিয়সমূহের উত্তেজনাও ইহার একটা বিশেষ

লক্ষণ, অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, আলো ইত্যাদি কিছুই রোগী সহ্য করিতে পারে না। অতিরিক্ত
প্রতিক্রিয়া, স্তম্ভমৈথুন অথবা শোকজনিত পীড়ায় ও ইহা ফলপ্রসূ। রক্তশাব প্রবণতায় ফস্ফোরাস একটি
উৎকৃষ্ট ঔষধ, সামান্য ক্ষত হইতেও প্রচুর রক্তশাব ইহার বিশিষ্টতা।

বক্তাবলতা ও তজ্জনিত শোথরোগে ইহা ক্যালি-কার্ক ও এপিস সমতুল্য (এপিস
অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

যে সকল বৃদ্ধ ব্যক্তি বিবমিষা ও প্রাতঃকালীন উদবাসনে ভোগে ও মাহুশের স্বব গুণিতে পায়
না এই ঔষধ তাহাদেব বন্ধ। হানেম্যান যৎ বলেন যে, বহুদিনের পুৰাতন উদবাসনে ও তজ্জনিত
ওলাউঠায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস ও প্রুবিচি প্রভৃতি বোগ ঠাণ্ডায়,
হাসিলে, কথা বলিলে ও বাম পার্শ্ব চাপিয়া গুইলে বৃদ্ধি লক্ষণে ফস্ফোবাস উপযোগী।
বস্ত্রাবোগে রক্ত মিশ্রিত গদ্য উঠিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গঠন :—ইহাব বোগী লম্বা, পাতল, নাতি খরস 'নাতি ফুল, বক্রদেহ, অপ্রশস্ত বক্ষ, স্নায়ুপ্রদান
ধাতু, গোব কান্ধি, দুর্বল ও বস্ত্রশূন্য, যে সকল যুবক যুবতী শীঘ্র শীঘ্র বদ্ধিত হয় ও ক্রমে ক্রমে দুর্বল
হইতে থাকে, তাহাদেব পীড়া ও লালবর্ণের কেশযুক্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অভিমানী ব্যক্তি, হরিৎ-পাঁশুগ্রন্থ
রক্তগর্ণ ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া ক্ষেত্র।

মন :—পরিবর্তনশীল স্বভাব (পালসেটিল), আপনা হইতেই কখন হাসে, কখন কাঁদে বা
কান্ধিতে কান্ধিতে হাসিয়া ফেলে। বোগী অত্যন্ত উদাসীন, সে প্রশ্নেব উত্তর দিতে চায় না (মোডো,
হাইথো, ষ্ট্র্যামো), কিম্বা ধীরে ধীরে উত্তর দেয় (হেলিবো, কেলি-ব্রোম। ককিউলাস বোগী 'অনেক
চিন্তা কবিয়া উত্তর দেয়), যাহাবা দীর্ঘদিন জ্বরযন্ত্রের বোগে ভুগিতে থাকে তাহাবা কখন কখন অসংলগ্ন
উত্তর দেয়। বোগী সর্বদাই বিমাদ-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, সর্বদাই সে ভবিষ্যৎ অমঙ্গল-চিন্তাকুল।
ভগচকিত ভাব, তাহাব মনে হয় যেন ঘরের প্রতি কোণ হইতে কি সব বাহির হইতেছে। ঝড়-
বৃষ্টি ও বিহ্বল চমকাইলে জ্বদস্পন্দন আরম্ভ হয়। উদাসীন—নিজেব সম্বন্ধেব প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন
কবে (অ্যাসিড-ফু), বোগী যাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিত তাহাদেব প্রতিও অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার
ভাব, (সিপিয়া), নিজেব পরিবাববর্গের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে। বোগী অতি সহজেই বাগিয়া
যায়, আঁবাং সেই রাগেব জন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। ফস্ফোবাস বোগী কামোন্মাদ (হায়ো,
ল্যাকে, অরিগেনাম্, প্র্যাটি)। বোগী, বিকারের ভিতর অত্যন্ত বকে; সে মনে ভাবে তাহাব দেহ বা
দেহের অস্থিসকল বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বহিষাছে এবং সে সেই খণ্ড সকল একত্র কবিত্তে পাবিতেছে
না (ব্যাপ্টে, গোট্রো)। তাহাব বিকাংবের ভিতর অবসন্ন অবস্থা আসিয়াও উদয় হয়, তাহাকে
মুহুর্তেব জন্ত জাগ্রত করিলেও পুনরায় বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া যায়।
অ্যাসিড-ফস্ ও আর্গিকাংব অচৈতন্য অবস্থায় কেহ কোন যথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার
উত্তর দিয়া পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ভূত-প্রেত-ভীতি, ভ্রমদৃষ্টি, সামান্য কিছু উড়িয়া গেলে,
এমন কি সামান্য এক খণ্ড তুলা উড়িয়া গেলেও তাহা ধবিবার চেষ্টা (হায়ো, অ্যাসিড-ফস্, ষ্ট্র্যামো)।

শিরঃপীড়া :—ফস্ফোরাস শিরোশূর্ণনে ফলপ্রসূ। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় এবং
আসন হইতে উঠিবার কালে শিরোশূর্ণনে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। মাথাং অত্যন্ত ঘণা,
প্রাতঃকালে বা মাথা ঘুবাইলে বৃদ্ধি, শয়ন করিলে বা শীতল বাতাসে উপশম। বোগী পিয়ানোর বাজ
সহ্য করিতে পারে না। শোক, দুঃখ ও অতিরিক্ত ধাতুক্ষ্য জন্ত শিবঃপীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

মাথাব স্থানে স্থানে অত্যন্ত চুলকায, বোগী মনে কবে তাহার চুলেব মূল শুক হইয়া গিয়াছে, হাত দিয়া চুল টানিলে চুল উঠিয়া যায়, কাণেব উপবদিকেব চুল উঠিয়া যায়। মবামাস। রজকদিগের শিরোবেদনায ইহা উত্তম ঔষধ, অর্থাৎ যাচাবা গবম ঘবেব ভিতব বসিয়া কাজকর্ম কবে ও জামা কাপড় ইস্তিবি কবে তাহাদেব মাথার যন্ত্রণায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

মস্তিষ্কেব কোমণীভূতি—তৎসহ অবিরাম মাথার যন্ত্রণা, একদিন অল্প মাথার যন্ত্রণা। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিলে অতি ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। সে চলিবার সময় পা টানিয়া চলে, তাহাব হাত পাত্বেব উপবে যেন পীপড়া বেড়াইতেছে এক্রপ বোধ।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া:—ব্রঙ্কাইটিস ও কাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস বোগে ফস্ফোবাস একটা অতি উত্তম ঔষধ। লম্বা, বোগা ও ক্ষুব্যবোগপ্রবণ ধাতুর লোকদিগেব কাসিতে এই ঔষধ চমৎকাব কাণ্য কবিয়া থাকে। খুকখুকে কাসিব জন্ম রোগী অত্যন্ত অস্তিব হইয়া পড়ে। তাহাব শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, কাসিব ধমকে সে হাঁপাইতে থাকে ও তাহাব শবীব কাণিতে থাকে; কাসিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় সেজন্ম হাত দিয়া বুক চাপিয়া কাসে। ব্রঙ্কাইটিস ও কাপিলারী ব্রঙ্কাইটিস রোগীব বক্ষ: পবীকায় বালস বা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ পাওয়া যায়। তাহার কাসি অত্যন্ত আক্কেপিক, কাসিতে কাসিতে বমি কন্যা ফেলে। ইহাব গয়াব বিভিন্ন প্রকাবের—কখন বক্তমিশ্রিত হড়হড়ে শ্লেষ্মার মত, আবার কোন সময় হলুদবর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত বক্তেব ঢেলা মিশ্রিত। মরিচা ধরা লোহাব বর্ণেব ক্রায়, পূজ্বেব মত গয়াব প্রভৃতি কোন কোন ফস্ফোবাস বোগীতেও পাওয়া যায়।

কাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস সাধাবণত: শিশুদিগেব বেনী হইয়া থাকে। শিশুদেব এই বোগ হইলে জীবন সংশয় হয়। এই বোগে ইপিকাক, অ্যান্টিম-টার্ট ও ফস্ফোবাস বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ইপিকাক বোগীর সমস্ত বক্ষে ঘড়ঘড়ানী শব্দ পাওয়া যায়। কাসিতে কাসিতে বমি কবিয়া ফেলে। বক্ষে প্রচুর শ্লেষ্মা জমিযাব জন্ম তাহাব শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে। বোগী ছটফট্ কবে, তাহাব জিহ্বা পবিষ্কার। অ্যান্টিম-টার্টের রোগীব ঘড়ঘড়ানি অত্যন্ত বেনী, ঘড়ঘড়ানি দেখিলে মনে হইবে যেন কত শ্লেষ্মা উঠিবে কিন্তু কাৰ্য্যত: কিছুই উঠে না, কাসিব সহিত তাহাব নাকেব পাখা উঠা নাশা কবে ও বোগী আচ্ছন্নব জায় পড়িয়া থাকে। তাহার জিহ্বা শাদা লেপাবৃত। ইপিকাক রোগের প্রথম অবস্থায় ও অ্যান্টিম-টার্ট বোগেব দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযোজ্য, (অ্যান্টিম-টার্ট ও ইপিকাক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ফস্ফোবাস বোগীব ফুস্ফুসে প্রচুর উপস্থিত হইয়া প্রায় ক্ষেত্রেই নিউমোনিয়া উপস্থিত হয়। রোগীব গাত্রদাহ, ছটফটানি ও জলপিপাসা বেনী, ইহার কাসি এমন জোরে জোরে হয় যেন তাহার বকেব মাংসপেশী ছিঁড়িয়া যাইবে। বোগী মনে ভাবে, 'হাওয়া লাগিলে, কথা কহিলে, হাসিলে' কাসির বৃদ্ধি হইবে।

নিউমোনিয়া:—নিউমোনিয়ায় বিশেষত: ব্রঙ্কা-নিউমোনিয়ায় বোগীর ডাণ্ডিকের ফুস্ফুস আক্রান্ত হইলে ও তাহাব শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট থাকিলে, ডাণ্ড পার্শ্বে কাত হইয়া শুইতে ভালবাসিলে; কথাবার্তা, নড়াচড়া প্রভৃতিতে কাসিব বৃদ্ধি হইলেও নিউমোনিয়া সহিত বিস্তার থাকিলে ফস্ফোবাস বিশেষ ফলপ্রদ। ফস্ফোবাসের নিউমোনিয়া-বোগীব জ্বের সহিত বিস্তার থাকিবে; বিকাবের ভিতর সে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপবকে, বোগী অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহার নাড়ী ক্ষীণ হইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। কোন কোন রোগীর অসাড়়ে বাছে হইয়া যায়। ফস্ফোবাসেব রোগী যেমন অত্যন্ত দুর্বল, তেমন অ্যান্টিম-টার্টের

বৌগীও অত্যন্ত দুর্বল ; তবে অ্যাটিম-টার্ট বৌগীব আচ্ছন্নতা, ঘড়ঘড়ানি, শিবনেত্র, চক্ষু ফোলা ফোলা প্রভৃতি বৈশী, আব ফস্ফোবাস বৌগীব ছট্ফটানি ও জ্বালা খুব বৈশী। ফস্ফোবাসের বৌগীর ঘনঘন শুষ্ক কাসি অধিক, অতি কষ্টে কাসিয়া কাসিয়া সে গয়াব তুলে গয়াব মবিচাধবাবৎ, বক্তৃমিশ্রিত। অ্যাটিমেব কাসি ফস্ফোবাসেব হায বাবে অধিক হয় না, বৌগী মনে করে তাহার গলার নিকট থা বা থা বা গয়াব জামিয়া আছে, উহা অতি সহজেই উঠিবে কিন্তু সে সহজে তাহা তুলিতে পারে না, যদিও বা কষ্ট কবিয়া উঠায় তাহা ঘন পুঞ্জের ন্যায়। কেলি-কার্কও নিউমোনিয়া বা প্লুরো-নিউমোনিয়ায় ব্যবহৃত হয়, বৌগীব সমস্ত বৃক্ক স্ক্ৰচফোটান ব্যথা, সেই ব্যথায় সে অস্থির হইয়া পড়ে। নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় যখন কাসিবাব সময় গলাব ভিতর ঘড়ঘড় করে, শেষ বাত্রেয় দিকে অর্থাৎ ভোব দুইটা তিনটাব ভিতর সর্পি দক্ষণের বৃদ্ধি দেখা যায় ও গয়ারেব সহিত পুঞ্জের ছোট ছোট গোল বড়ির ন্যায় স্বদার্থ বাহির হয়, চক্ষুব উপরের পাতা ফুলা ফুলা দেখা যায় তখন ব্যবহার্য্য, (কেলি-কার্ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অনেক চিকিৎসক নিউমোনিয়ার নাম শুনিয়াই ফস্ফোবাস প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ইহা সঙ্গত নহে। ফস্ফোবাস, নিউমোনিয়ার প্রথম অবস্থায়ই ব্যবহৃত হয় সন্দেহ নাই কিন্তু উপযুক্ত লক্ষণাবলী থাকিলে সর্পিাবস্থায় প্রয়োগ করা চলে। হুবাকোগ্য প্লুরিসি বোগেও ফস্ফোবাস আশ্রীত ফলপ্রদ।

ঘুংড়ি-কাসি :—ঘুংড়ি-কাসিব শেষ অবস্থায় বা ঘুংড়ি-কাসিব শুরুতব অবস্থায় যখন ফস্ফোবাসেব ছট্ফটানি, জ্বালা প্রভৃতি পাওয়া যায় তখন উপযোগী। ঘুংড়ি-কাসিব সহিত যখন বৌগীব স্বব ভঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ পতনাবস্থা উপস্থিত হয়, নাড়ী ক্ষীণ হয়, গলার ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ হয় তখন ইহা লাইকোর ন্যায় উপযোগী।

কাসি :—গবম ঘবের ভিতর কাজকর্ম কপিয়া হঠাৎ যাহা বা ঠাণ্ডা লাগায় বা বাত্রে গবম ঘবের ভিতর শুইয়া আছে হঠাৎ খোলা গায়গায় গিয়া ঠাণ্ডা লাগাইবাব ফলে যাহাদেব কাসি হয় বা মানসিক কষ্ট হেতু শোকাদির পর যাহাদেব কাসি হয়—তাহাদেব পক্ষে ফস্ফোবাস ফলপ্রদ। কাসি অত্যন্ত শুষ্ক, কাসিতে কাসিতে যেন বৃক্ক শুকাইয়া যায়, কাসিব পর অত্যন্ত দুর্বলতা অচ্যুত, ঘবেব বাহিরে গেলে কাসির বৃদ্ধি। কাসিতে কাসিতে গলা ভাঙ্গিয়া যায়, সন্ধ্যাব সময় স্ববভঙ্গ বৈশী ও ঐ সময় কাসিব সহিত গয়ার মোটেই উঠে না। কাসি যত বৈশী হইবে বৃক্ক ঘড়ঘড়ানি তত বৈশী দেখা যাইবে।

ক্ষয়রোগ :—ক্ষয়বোগে ফস্ফোবাসেব সাহায্য নিতেই হইবে। গয়াবের সহিত যখন অধিক পরিমাণে রক্ত উঠে তখন এই ঔষধেব একমাত্রায় আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ডাঃ কেক্ট বলেন যক্ষ্মাবোগে ফস্ফোবাস যখন প্রয়োগ করিবে তখন ইহার ৩০ শক্তিব একমাত্রা দ্বারাই ফল পাওয়া যাইবে ; দ্বিতীয় মাত্রার প্রায়ই প্রয়োজন হয় না।

ক্ষত-বৃদ্ধনশীল অর্থাৎ যে বসে যাহার যতটা লম্বা হওয়া উচিত তাহার অধিক যদি কেহ বাড়ে, যদি চেহারা অত্যন্ত রোগা পাতলা হয় এবং নুঁকেব মধ্যভাগে যদি বেদনা হয়, বিশেষতঃ ডাণদিকের বৃক্কই বৈশী হয় তাহা হইলে ফস্ফোবাসকে যেন কেহ না ভুলেন। ইহার গয়ার পুঞ্জের মত, রক্ত-মিশ্রিত। বৌগী ভয়ে আমিশ খাইতে চাহে না কাবণ মাংসাদি খাইলে প্রায় ক্ষেত্রেই সে জীর্ণ করিতে পারে না, অজীর্ণাবস্থায় মলেব সহিত বাহির হয়। ফস্ফোবাসেব বৌগী একেই তো রোগা, পাতলা তারপর সে দিন দিন আরও যেন শীর্ণ হইতে থাকে, সেইসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্মও হয় ; জীলোক

হইলে তাহার ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। ক্যালকেরিয়ায় ক্ষয়রোগীর অধিক ঋতুশ্রাব হয়, এমন কি মাসে দুইবার ঋতুশ্রাবও হইয়া থাকে।

রক্তোৎকাস :—রক্তবমন, রক্তশ্রাব প্রভৃতি ও ঋতু বন্ধ হইয়া ফস্‌ফুস্‌ হইতে রক্ত বাহির হইলে ফস্‌, পালস ও ব্রাই উপযোগী। যক্ষ্মাবোগীর রক্তোৎকাসে ফস্‌ফোবাস একটা অমূল্য ঔষধ, এট ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্বে ইহার ঋতুগত লক্ষণ দেখিয়া লইতে হইবে। ঋতু বন্ধ হইয়া অথবা ঋকষত্বের কোনরূপ প্রদাহবশতঃ কিম্বা পরিপাকযন্ত্রের যান্ত্রিক কোনকপ বিশৃঙ্খলাব জন্ম রক্তবমন হইলে ইহা ফলপ্রসূ। জবায়ুর ভিতর পলিপাস (ছোট অর্কুদ বা আব) বা যে কোন স্থানের পলিপাস, ক্যান্সার অথবা ক্ষতাদি হইতে প্রচুর রক্তশ্রাব হইতে থাকিলে ফস্‌ফোবাসই ঔষধ। পাকস্থলীর ক্যান্সার হইয়া যদি যন্ত্রের রক্তবমন হয় তাহাতেও ইহা প্রযোজ্য। যে কোন সামান্ত ক্ষত হইতে অথবা শরীরের কোন স্থান সামান্ত ছিঁড়িয়া গিয়া অত্যন্ত রক্তশ্রাব হইতে থাকিলে ফস্‌ ও ক্রিমো উত্তম ঔষধ। ফস্‌ বোগীব এত অধিক রক্তশ্রাব হইতে থাকে যে, রোগীব মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ফস্‌ফোবাসের রক্ত এত বেশী দূষিত হইয়া যায় যে, রক্ত জমাট বাঁধিতে চাহে না।

অ্যাকালাইফা-ইণ্ডিকা—যে সকল যক্ষ্মারোগীর বাত্রি বেনাথ শুষ্ক কাসি হয় ও প্রাতঃকালে উজ্জল লালবর্ণের রক্ত নির্গত হয় এবং সন্ধ্যাবেলা কাসির সহিত কাল চাপ চাপ রক্ত উঠে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। **অ্যাকোনাইট**—চঠাং কাসির সহিত প্রচুর রক্ত উঠে এবং সেই সঙ্গে ছটফটানি, মৃত্যুভয়, ব্যাকুলতা জলপিপাসা প্রভৃতি বিद्यমান থাকে। **আর্গিকা**—আঁষা প্রাদি লাগিবার পূর্বে কাসির সহিত রক্ত উঠিলে ও সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ বুকে থ্যাৎলান ব্যথা থাকিলে উপযোগী। **ত্রোকাস**—ফস্‌ফোবাস রোগীব রক্ত জমিতে চাহে না, যেইরূপ বাহির হয় সেইরূপই থাকে কিন্তু ক্রোকাসের রক্ত বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে জমাট বাঁধিয়া যায়, ইহার রক্ত কখনও কাল চাপ চাপ, আবাব কখনও দড়ীর মত লম্বা হইয়া বাহির হয়। **ফিকাস নিলিজিওসা**—যক্ষ্মারোগীব কাসির সহিত উজ্জল লালবর্ণের রক্ত বাহির হয়, তৎসহ মাথাধোরা, মাথাব্যথা, জ্বালা ও বমি-বমি ভাব থাকিবে। **ফেরাম-মেট**—যক্ষ্মারোগীব কাসির সহিত তরুণ আঁকাবের রক্তপাত হইতে থাকে, সেই সঙ্গে তাহাব বুকে টাটান ব্যথা, কোন গবম পানীয় পান করিলে কাসির বৃদ্ধি এবং রক্তের কতকটা উজ্জল তবল, আব কতকটা জমাট অবস্থায় নির্গত হয়। **মিলিকোলিয়াম**—বেদনাবিহীন উজ্জল লালবর্ণের রক্তপাতে ইহাব তুল্য ঔষধ নাই। **ওপিয়াম**—মতপায়ীদিগের কাসির সহিত রক্তপাত হইবার পর বোগী যখন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যখন তাহার বৃহৎ গবম ও সমস্ত শরীর শক্ত থাকে তখন ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ। (অ্যাকালাইফা অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

স্বরভঙ্গ :—স্বরভঙ্গের জন্ত কয়েকটা বিশেষ উপযোগী ঔষধ আছে, ইহার ভিতর ফস্‌ফোরাস, সেলিনিয়াম, কষ্টিকাম, কার্বো-ভেজ প্রভৃতি কয়টি ঔষধও বিশেষ কার্যকরী। **ফস্‌ফোরাসের** স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি সন্ধ্যাবেলা, সেই সঙ্গে শুষ্ক কাসি। কাসিলে বা বেশী কথাবার্তা বলিলে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি, তাহার গলাব ভিতর যেন কতকটা তুলা মাছে এরূপ অনুভূতি। **কার্বো-ভেজের** স্বরভঙ্গ সন্ধ্যার দিকে বাড়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে সকালের দিকেও স্বরভঙ্গ হয়। স্বরভঙ্গের সহিত বোগীর স্বরনলী ও কর্ণনলীতে শুষ্কভাব, তৎসহ শুষ্ক খুঁকখুঁকে কাসি। **কষ্টিকামের** স্বরভঙ্গ প্রাতে বেশী হয়। **সেলিনিয়াম**—গায়ক ও বক্তাদিগের স্বরভঙ্গে (আরাম-ট্রাই) ফলপ্রসূ; (কার্বো-ভেজ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

চক্ষুরোগ :—রোগীর শরীরস্থ তেজস্কর পদার্থের ক্ষয়হেতু চক্ষুরোগ বা ক্ষীণদৃষ্টি উপস্থিত হইলে অথবা ব্রাইটিস ডিজিজেস সহিত ক্ষীণদৃষ্টি হইলে ফস্ফোরাস ফলপ্রদ। চক্ষুর নানাবিধ পীড়ায় ফস্ফোবাস কার্যকরী, যথা—বেটিনাইটিস, কোবাইজাইটিস প্রভৃতি। রেটিনার প্রদাহ হইয়া রোগীর দৃষ্টিশক্তি যখন কমিতে থাকে, যখন নানা বং বের'এব জিনিস চোখেব সামনে দেখিতে পায়, যখন মনে কবে প্রতিটি দ্রব্য কুয়াসাব ভিত্তর দিয়া দেখিতেছে, পড়িবার সময় সকল দ্রব্য যখন লালবর্ণের দেখিতে পায় তখন ফস্ফোবাস ব্যবস্থেয়। পুরুষের কিড'নী'র পীড়ার সহিত রেটিনাইটিস হইলে এবং স্ত্রীলোকদিগেব মাসিক ঋতুশ্রাব বন্ধ হইয়া অথবা জবাযু ও ডিম্বকোষের পীড়ার সহিত বেটিনাইটিস হইলে ফস্ফোরাস বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

বজ্রপাতের পব কেউ কেউ অন্ধ হইয়া যায়, এইরূপ অন্ধতায় যদি রোগী আলোব চারিদিকে এক প্রকার সবুজবর্ণের আভা দেখিতে পায় ত ব ফস্ উপযোগী।

জ্বেষ্য—গাঠকগণ! বজ্রপাতের পব চোখেব অন্ধতা জন্ম যখন ফস্ফোরাস একটা ঔষধ, তখন বোমাঘাতের সঙ্গে বা বোমাঘাতের পব এইরূপ অন্ধত উপস্থিত হইলে ফস্ফোবাস প্রয়োগ কবিলে ফল অবশ্যই পাওয়া যাইতে পাবে, নয় কি?

দুর্বলতা :—ফস্ফোরাস দুর্বলতাব একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। শ্রামুৎস্নী অত্যন্ত অবসন্ন হওয়ায় যখন হঠাৎ রোগীর নিশ্চেজ্জভাব আসে ও 'নীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া বোগী যখন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে তখন ফস্ফোরাসই ঔষধ। আবাব অত্যন্ত হৃষ্টমৈথুনা'দি ও অস্বাভাবিক উপায়ে হর্জ্বেষের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া বোগী দুর্বল হইয়া পড়িলেও ফস্ফোরাস প্রয়োজ্য।

পাকস্থলীর ক্ষত :—এই রোগে যখন তাহার পাকস্থলীতে ছিদ্র হ'ল তখন ফস্ফোবাস উপযোগী। পেটে বেদনা, খাত্তদ্রব্যাদি গলাধঃকৃত হইতে না হইতে উঠিয়া যায়, আঁঠারের পব পাকস্থলী মধ্যে তাপবোধ ও বমন, তাহার পেটের ভিতর খিল ধবে ও যকৃত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। বমিত পদার্থ কাল, হড়'হড়ে। বোগী মনে কবে যেন তাহার পেট পবিপূর্ণাবস্থায় আছে, ব্যথা করে, সময় সময় পেট হড়'হড়' কুলকুল কবিয়া উঠে ও হ'চবিজ্বব' ব্যথা অনুভব করে।

উদরাময়—পু'বাতন উদরাময় রোগে বা বৃদ্ধদিগেব উদরাময় বোগে ফস্ফোবাস উত্তম ঔষধ। রোগীর মলদ্বাবেব কাছে মল আসিলে আব সে চাপিয়া রাখিতে পারে না, মল রোগীর অজ্ঞাতসাবে হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে (অ্যালোজ), চায়না ও ক্রোটনে আমবা দেখিতে পাই যে, খাইবার পরই বাছেব বেগ—তাঁহ'র বাছে কলেব জলের মত জোবে বাহির হয়। ফস্ফোরাসে পডো ও সাল্ফারের ত্রায় প্রাতঃকালীন উদরাময়ও আছে। পডোর ত্রায় বেদনাশূল ও প্রচুর বাছে হওয়া ইহাতে আছে। রোগীর মলদ্বার ফাঁক হইয়া যায়, অনবরতই তাহার বাছে ঝরিতে থাকে (এপিস)। বাছে ও বমি উভয়ই যুগপৎ হইতে থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। জলপান করিবার কিছু পরেই অর্থাৎ জলটা উদরমধ্যে উত্তপ্ত হইলেই রোগী বমি কবিয়া ফেলিয়া দেয়।

অজীর্ণ :—রোগীর আহা'রেব অনতিবিলম্বেই ক্ষুধার উদ্রেক হয় (আঘো), রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেই ক্ষুধা পায়, সেই সময় কিছু না খাইলে অস্বস্তি বোধ, স্নতবাং কিছু খাইবেই খুইবে। যদিও ভাহার আহা'রে বেষ রুচি আছে কিন্তু খাত্তাদি সন্মুখে রাখিলে আর খাইতে চাহিবে না। সাল্ফার—খাত্তদ্রব্য সন্মুখে দেখিলেই রোগী সন্তুষ্ট, উদর পরিপূর্ণ আছে বোধ। হেলিবোরাস রোগী

খাবার দিতে বলে অথচ দিলেই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ফস্ফোরাস রোগী ঠাণ্ডা, রসাল ও মিষ্টিকর দ্রব্য পান ও আহাৰ্য্য করিতে চায়, কুম্ভী মালাই বরফ খাইলে তাহার শূলবেদনার উপশম (ক্যালক, ইউপেটো, পার্ফে'ল), কিন্তু আসেনিক রোগী কুম্ভী মালাই খাইলেই উদরশূলাদি বোগ হইবে। ফস্ফোরাস রোগী মিষ্টান্নে কিম্বা মাংসে অরুচি, (কেবল মিষ্টান্নে অরুচি—আস, কপ্তি, মার্ক, সালফ; মাংসে অরুচি—চায়না, নাস্ত, পেট্রোল)। ফস্ফোরাস রোগী ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিতে বেশ আনন্দ পায়, কিন্তু পেটে ঘাইয়া গবম হইয়া গেলেই উহা উঠিয়া যায়। যে সকল অজীর্ণবোগী এই সকল লক্ষণাবলী থাকিলে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ ফলপ্রসূ।

যকৃতের পীড়া ও কামলা বা জ্বাৰা:—যকৃত প্রদাহ রোগে, যকৃত যখন বৃহৎ ও অনমনীয় আকারে হইয়া কিছুদিন পবে আবার শীর্ণ ও কুঞ্চিত হইয়া যায়, সেই সঙ্গে পেটে স্পর্শকাতরতা থাকে—স্পর্শ কবিলে তীব্র ব্যথাভাব করে, পেটের ভিতর প্রায়ই হুড়হুড় গুড়গুড় শব্দ হয়, বিশেষতঃ জলপানের সময় ও পরে বেশী অনুভব কবে, তখন ইহা ফলপ্রসূ। আবার প্রদাহযুক্ত যকৃত পাকিয়া পূজ হইলেও ইহা ফলপ্রসূ।

ফস্ফোরাস যেমন সঙ্কুচিত যকৃত (atrophies) ও প্রদাহাঘাত যকৃত বোগে উপযোগী সেইরূপ ইহা জ্বাৰা বা কামলা বোগেরও উত্তম কার্য্যকরী ঔষধ। ফস্ফোরাসেব কামলা বোগ ক্রমশঃ প্রদাহ বা মস্তিষ্কের পীড়া অথবা কোনরূপ দ্ব্যবসায় উত্তেজনাসম্বৃত,—অত্যধিক ক্রোধোদ্বেগবশতঃ বা শোকাদি ব্রজ এবং সাংঘাতিক জাতীয় পীড়া, যকৃতের তরুণ পীতক্য অর্থাৎ রক্তের যে সকল উপাদানে পিত্ত তৈয়াবী হইয়া থাকে তাহাদের নিঃসরণ বন্ধ হইয়া রক্তের মধ্যে মিশ্রিত হইলে সেই বিষক্রিয়া এই রোগেব সৃষ্টি করে। এই বোগেব শেষ অবস্থায় শোথ, উদরী প্রভৃতি হইয়া বোগীকে মৃত্যুব দ্বাবে নিয়া যায়। শিশুদিগের সঙ্কুচিত-যকৃত পীড়া বা কামলা বোগে হাত, পা ও মুখ ফুলিয়া শোথ হইলে বা পেটে জল জমিলে, যকৃতে অত্যন্ত টাটানি বাধা থাকিলে ও ফস্ফোরাসেব অপর্যাপক লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকিলে ফস্ফোরাস দ্বারা উপকার সম্ভব। সঙ্কুচিত-যকৃত ও সাংঘাতিক জাতীয় দ্ব্যবসায় লরোসিরেসাসও উত্তম ঔষধ, যদি বোগী প্রথমে সামান্য অব, পরে বর্ধিত যকৃত, যকৃতে স্ফোটক, নৈশঘর্ম্ম প্রভৃতি পাওয়া যায়। শিশু যকৃত বিকৃতি সহ জ্বাৰা ও শোথ থাকিলে কাডুয়াসকে যেন না ভুলি।

মুকোমা:—ফস্ফোরাস মুকোমা বোগেব একটি বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। এই বোগ বেবি-বেবির পব হইলে আবও বেশী ফল পাওয়া যায়। যে সকল বোগীর চক্ষু হইতে বক্ত পড়ে, চক্ষু জ্বালা কবে, চোখেব পাতায় শোথ হয়, আলোর চতুর্দিকে বামধস্তর জ্বাৰ দেখে, চোখেব চতুর্দিকে নানাবর্ণের আলো চম্কাটতে ও আলোব চতুর্দিকে হলুদবর্ণের বেটনী বা গোলক দেখে, তাহাদের পীড়াব ফস্ফোরাস বিশেষ ফলপ্রসূ।

হৃদরোগ:—হৃদযন্ত্রের পীড়াব সাধাবণতঃ ডাণ্ডিক ধ্বন বেদী আক্রান্ত হয়, তাহার চোখ ফুলিয়া উঠে তখন ইহা ফলপ্রসূ। হৃদরোগ মানসিক দুর্ভাবনার জন্ত বেদী হয়, তাহার বুক ধড়ফড় কবিতো থাকে, ঘরে কেহ প্রবেশ করিলেও ধড়ফড়ানি বেদী হয়, তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট, বুক সাঁটিয়া আছে বোধ, বুক ধড়ফড়ানিতে রোগীর বুকের স্পন্দন এত বেদী হইতে থাকে যে রোগী মনে কবে যেন কেহ তাহার বুকে জোরে হাতুড়ির বা মারিতেছে। হৃদপিণ্ডের মেদাধিক্য রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হাম : নিউমোনিগা, ব্রঙ্কাইটিস বা ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়াযুক্ত হাম-জ্বরে ফস্ফোরাস বিশেষ ফলপ্রসূ। উভয় দিকেব ফুসফুস মধ্যেই তরল স্লেম্মার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ ডাণ বৃকের নিম্ন অংশেই বেশী পাওয়া যায়। রোগী অস্থির-চিহ্ন, কমাশ্বয় ছট্‌ফট্ করে, শরীরে জ্বালা বোধ, জল পিপাসা, ঠাণ্ডা জল পান কবিবার কিছু পড়েই বমন, তৎসহ বেদনাশূল জ্বলবৎ উদরাময় ইত্যাদি ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ

টাইফয়েড :—ফস্ফোরাস ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়াযুক্ত টাইফয়েডের একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ। ইহার সহিত তাহার পেটের অস্বস্তি থাকিবে। প্রায় ক্ষেত্রেই যত্নত বড় হইয়া তথাস অসহ বেদনা বিদ্যমান থাকে। এত বেদনা যে হাত ছোঁয়ান যায় না। কোন কোন রোগীর যত্নত ও প্রীতি—উভয় স্থানেই বেদনা, তৎসহ উদরাময় থাকে। বোগী কোন প্রাণীয় দ্রব্য পান করিলে পর উহা ১০।১৫ মিনিট পেটে থাকিয়া একটু গরম হইলেই উঠিয়া বাইবে, উদরাময় ক্ষেপে আত্মাবের পরই বাহ্যেব বেগ হয়। আত্মাবের পর বাহ্যে পাওয়া আসেনিক, চায়না ও ক্রোটনে আছে। টাইফয়েড জ্বরের সহিত উদরাময় যেমন থাকে সেইরূপ কোষ্ঠকাঠিন্য ও অজীর্ণও দেখা যায়। ফস্ফোরাসের কোষ্ঠকাঠিন্যের বাহ্যে লম্বা সরু সরু শক্ত স্কাড়। টাইফয়েড রোগীর বৃকেব প্রস্রাব বা পেটের নানাবিধ উপসর্গেব সহিত গাত্রদাহ পাওয়া যায়, দাহেব জন্ত সে গায়েব কাপড় ফেলিয়া হাত পা ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে চায়, এই লক্ষণ সাল্ফাবেও আছে, পার্থক্য এই যে ফস্ফো বোগীব অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় কিন্তু ঘর্ম্ম হইয়া তাহার বোগেব বা যন্ত্রণার কোন শাস্তি হয় না, এই লক্ষণ মার্কাবেতেও আছে, তবে মার্কাবে প্রয়োগ কবিবাব পূর্বে ইহার ধাতুগত লক্ষণ ভালরূপ দেখিয়া লইতে হইবে, প্রচুব ঘর্ম্ম হইতেছে ও ঘর্ম্ম হইয়া লক্ষণেব উপশম হইতেছে না পাইয়াই মার্কাবে ব্যবস্থা করা কখনও কর্তব্য নহে। নিউমোনিয়াযুক্ত টাইফয়েড জ্বরের সাংঘাতিক অবস্থায় যখন রোগী অজ্ঞান অচেতন হইয়া জোবে জোরে নিশ্বাস ফেলে, গলার ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ শুনা যায়, নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত, অত্যধিক ঘর্ম্ম হইতে থাকে, সেই সঙ্গে অত্যন্ত ছট্‌ফটানি পাইলে ফস্ফোরাসই ঔষধ। নিউমোনিয়ার পতনাবস্থায় কার্বো-ভেজও একটি উত্তম ঔষধ, তবে সে অনবরত হাওয়া করিতে বলে, তাহার নড়িবাঁব ক্ষমতা প্রায় ক্ষেত্রেই থাকে না।

ব্রঙ্কাইটিসযুক্ত রোগীর অত্যন্ত পিপাসা, পিপাসায় জল পান করিলে কিছু শাস্তি ; সন্ধ্যাবেলা অত্যধিক পিপাসা, ঠাণ্ডা জল পান কবিলে পিপাসাব কিছু শাস্তি হয় কিন্তু উহা কিছুক্ষণ পেটে থাকিবার পরই বমন করিয়া ফেলিয়া দেয় ; বোগীব জিহ্বা, দাঁত ও দাঁতের মাটীব উপর চট্‌চটে লালার ত্রায় পদার্থ জড়াইয়া থাকে, জিহ্বার উপকার সেই লালাময় পদার্থ উঠিতে চায় না ; তাহার মাথা ও হাত পা ঠাণ্ডা অথচ দেহের উপর ভাগ গরম।

হাঁটুর সন্ধির পীড়া ও হাড়ের ক্ষত রোগে ফস্ফোরাস একটি উত্তম ঔষধ। হাঁটুর সন্ধিগীড়া সাইনিসিয়া প্রয়োগ করিবার পর আংশিক উপকার পাওয়া যায়, পূর্ণভাবে আরোগ্য করিতে ফস্ফোরাসই ঔষধ। যে সকল লোক দ্বিবাশলাইএব কারখানায় কাজ করে তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই নীচের চোয়ালেব হাড় ক্ষত হইয়া থাকে, সূতরাং ফস্ফোরাস নীচের চোয়ালেব ক্ষতরোগে উপযোগী। গণমালা গ্রন্থ শিশুদিগেব মেরুদণ্ডের হাড়ের ক্ষতরোগেও ইহা অার্য্যকরী ঔষধ। মেরুদণ্ডের অস্থির ক্ষত যখন ভিতরের দিকে চলিয়া যায়, রোগী ওাহার পিঠে কোনরূপ গরম সহ্য করিতে পারে না তখন ইহা উপযোগী।

স্তনের স্ফোটক বা শোষে সাইলিসিয়াস পর ইহা ব্যবহৃত হয়। তাহাব স্তন ফুলিয়া বিসর্পের ন্যায লালবর্ণের হয়, মুখে কতগুলি লাল দাগ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। উহা হইতে যে পুঁজ পড়ে উহা জলের স্রাব পাতলা। ফস্ফোরাস শোষ বা নালী-বা'র জন্তও ব্যবস্থা কবা চলে। নালী-বা বা শোষের সহিত জীর্ণজীব, জালা ও হ'চ-ফোটান বেদনা থাকে।

• **নাসিকার ক্ষত ও নাসিকার অর্কবুদ** :—পুতিনশ ও নাসিকাব অর্কবুদ বোগে যখন সামান্ত কারণে রক্তস্রাব প্রচুর পরিমাণে হইতে থাকে তখন ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার নাসিকাব স্রাব সব্জবর্ণের, সেই স্রাবে রক্তের ছিটা থাকে।

পক্ষাঘাত :—অতিবিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা, ক্রান্তি, মানসিক উচ্ছ্বাস, শোক ও দুঃখাদির পর পক্ষাঘাত হইলে ইহা ইথ্রেসিয়া, ককিউলাস, নেট্রাম-মিউর প্রভৃতি ঔষধ তুল্য—ঐ সকল অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ফস্ফোরাস—মস্তিষ্কের কোমলতার জন্ত পক্ষাঘাত হইলে জিহ্বাম ও প্রাণাম তুল্য ঔষধ।

পুংজননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—রোগীব পুনঃ পুনঃ বেতঃপাত হয়, তাহার অত্যধিক কাম-পিপাসা, এত কাম-পিপাসা যে সে অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিয়া থাকে (জেন্স)। অতিবিক্ত ইন্দ্রিয় চালনাদির ফলে ধ্বজভঙ্গ বোগে ইহা উপযোগী। রোগীব অনেক দিন ধরিয়া অসাড়ে বেতঃপাত হইবার ফলে স্রাববিক দূর্বলতা, ধাতুদোর্বল্য প্রভৃতিতে ইহা কার্য্যকরী। যাদ্ধা অতিরিক্ত রতিক্রিয়া কবে-বা বহুদিন অকৃতদাব থাকিয়া স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি দমন করিয়া ধ্বজভঙ্গ বোগে আক্রান্ত হয় তাহাদের পক্ষে ফস্ফোরাস ভাল ঔষধ।

স্ত্রীরোগ ও জননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—রমণীদিগেব কামোদ্দাদ, বন্ধ্যাত্ব (অত্যধিক কামোদ্দাদতা অথবা বিলম্বে প্রচুর ঋতুস্রাব জন্ত), বহুসন্তানাদি প্রসবেব পব জরায়ুব প্রদাহ, জরায়ুর ক্যান্সার রোগে যদি সামান্ত কাণে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, মাসিক ঋতু অকালে প্রকাশিত হয়, স্রাব পরিমাণে কম হয় কিন্তু বহুদিন স্থায়ী হইয়া থাকে, তাহাব ঋতুস্রাব বা রক্ত মিশ্রিত স্রাব, বন্ধোৎকাস অথবা ঋতুবন্ধ হইয়া স্তনে দুগ্ধাধিক্যে ফস্ফোরাস উপযোগী।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—সন্ধ্যার সময়, দ্বিতীয় প্রহর বাত্রিব পূর্বে, বাম পার্শ্বে বা আক্রান্ত দিকে শয়ন করিলে, ঝড় বৃষ্টির সময়, বিশ্রামে, শয়নে, চিৎ হইয়া শুইলে, পবিশ্রমে, কাসি হইলে—হাসিলে, কথা বলিলে, জোরে পড়াশুনা করিলে বৃদ্ধি, জলীয় বায়ুতে, উত্তাপে, বস্ত্রাদি ধোত করিলে, আলোতে, শব্দে ও গান শুনিলে রোগের বৃদ্ধি।

• **ঠাণ্ডা হাওয়া** (বক্ষঃরোগ ব্যতিবেকে), অন্ধকারে, ডাণ্ডিক ফিরিয়া শুইলে, নিউমোনিয়া ও ব্রকাইটিস বোগে—ঠাণ্ডা জল পানে (যতক্ষণ উহা গরম হইয়া বসি না হয়) ও ঠাণ্ডা জলে হাত পা ধুইলে উপশম।

সম্বন্ধ :—কাসিব পব ইপ্যানি রোগে—আসেনিক তুল্য ; দুর্বলতাকারক নৈশঘর্ষে—চাঘনা, লাইকো তুল্য ; সকালে ঘর্ম হইলে—ক্যালকেরিয়া তুল্য ; সকালে ঘর্ম হইলে—ক্যালকেরিয়া তুল্য, অন্ধকারে ভয়ে—ক্যালকে, ট্র্যামো ; হৃদের ভয়ে—পালসে তুল্য ; ঋতুর সময় মলমূত্র হইতে রক্তস্রাবে—ইয়ে, ল্যাকে, পালস তুল্য ; বাত্রিকালে অত্যন্ত ক্ষুধা পাওয়ায়—চাঘনা, পালসে, লাইকো, সিনা তুল্য ; স্বপ্ন সঞ্চারে—ক্যানাবিস, সালফার তুল্য ; শুষ্কহার, খোলা অনুভবে—এপিস ও অ্যারিসিড-ফস তুল্য ; ক্রান্তিবশতঃ পক্ষাঘাতে—জিহ্বাম, প্রাণাম, ষ্ট্যানাম তুল্য ; অস্থিবিক্তিরোগে ক্যালকে-ফস, সাইলিসিয়া তুল্য ; ফস্ফুসের বন্ধতভাবে প্রাপ্তিতে অ্যাক্টিম-টা, লাইকো, সালফার তুল্য ;

যুবকদিগের যক্ষ্মারোগে—আয়োডি, ক্যালকে-ফস্ তুল্য ; সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাবে—ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস তুল্য ; সান্নিপাতিক অবের পর বধিরতায়—আস', পেট্রোলিয়াম তুল্য ; যক্ষ্মা বা টিউবারকুলোসিস রোগে—ব্যাসিলি, টিউবার, আয়ো তুল্য ; চুল কাটিবার মন্দফলে—বেলেডো তুল্য ; কামোদ্ভূতায়—ক্যালকে-ফস্, ওরিগে তুল্য ।

শক্তি:— $3x$, $6x$, 30 , 200 1000 , বা তদুর্দ্ধ শক্তি ।

ফস্ফোরাস-পেন্টাক্লোরাইড (Phosphorus pentachloride.) ।

ব্যবহারস্থল:—চক্ষু, নাক, গলা, বক্ষদেশ প্রভৃতির মিউকাস-ঝিল্লীর ক্ষত রোগে এই ঔষধ উপযোগী ।

ফস্ফোরাস-হাইড্রোজেনেটাস (Phosphorus Hydrogenatus) ।

ব্যবহারস্থল:—দাঁতের ভিতর কুঞ্জন শব্দ, সংবেদনাধিক্য (Hy-peraesthesia) এবং কশেরুক মজ্জার ক্ষয় ।

ফার্মিকা-রুফা (Formica Rufa) ।

পরিচয়:—ইহা একপ্রকার পালক যুক্ত পিপীলিকাবিষ । এই জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ বিছুটি স্বাধা, কোন কোন পোকের হলে এবং পুণ্ড্রতন টার্পিন তৈলের ভিতর পাওয়া যায় । সজীব লাল পিপড়ে বা কাঠ-পিপড়ে হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

ব্যবহারস্থল:—মস্তিষ্কের বিকৃতি, সন্তান রোগ আঘাতাদি লাগিয়া নানাবিধ পীড়া, মুখের পক্ষাঘাত, পাণ্ডুর ঘর্ষ বন্ধ হইয়া বিবিধ পীড়া, ক্ষুদ্রসন্ধির ব্যথা ও পীড়া, কেশ পতন ও চুল উঠা, সজোরে কোন জিনিস তুলিতে গিয়া শরীরেব কোন স্থানে বেদনা, দৃষ্টির বিকৃতভাব, কালশিরা, তাণ্ডব বোগ, কাসি, উদরাময়, অস্থিচ্যুতি ; মেরুদণ্ডের নানাবিধ পীড়া, গলক্কত, দ্রৌহাব বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ ।

ইহার বেদনাদির হ্রাস-বৃদ্ধি অনেকটা ব্রাইয়োনিয়ার মত তবে ইহার লক্ষণাদি দেহের ভাগদিকেই বেশী দেখা যায় আর ব্রাইয়োনিয়ার লক্ষণাদি বাম পার্শ্বেই বেশী হয় ।

ফার্মিকা ক্ষুদ্র সন্ধিবাত অর্থাৎ গাঁউট রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ । বেদনাদি হঠাৎ আসে (বেলেডোনা) এবং এক স্থান হইতে অপর স্থানে দ্রুত সরিয়া যায় । এই ঔষধ দ্বারা শুক্লদায়িনী জননীদিগের শুক্লদুগ্ধের অভাব দূর হইয়া থাকে ।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—দেহ সঞ্চালনে ও শীতল জল ব্যবহারে রোগের বৃদ্ধি ; কেহ ধীরে ধীরে শরীর মর্দন করিয়া দিলে, চুল আঁচড়াইলে, লোহা গরম করিয়া আক্রান্ত স্থানে সেক দিলে, এবং রাত দুপুরের পর রোগের উপশম ।

শক্তি:— $6x$, 12 , 30 শক্তি ব্যবহৃত হয় ।

ফর্মালিন (Formalin) ।

ব্যবহারস্থল :—স্বতিশক্তি নীপ, অমনোযোগী ও দুশ্চিন্তা-গ্রস্তদিগের পক্ষে, অতিশয় লালস্রাব, মুখে স্বাদের অভাব, মুখে ও পেটে জ্বালা, উদরাময় রোগে চর্চাৎ বাহ্যের বেগ, অঙলাল্যুক্ত প্রস্রাব, হৃপিং কাসি, স্বরভঙ্গ, জরের রোগীর বৈকালে শীতের পর দীর্ঘকাল স্থাবী উত্তাপ, জরের সময় হাড়ের ভিতর বেদনা (ইউপে), কোথায সে আছে তুলিয়া যায়, কাটা ব্যায়ের চতুর্দিকে একজিমার স্থায় উদ্বেদ বাহির হয়।

শক্তি :— $3x$ ।

ফাইসালিস (Physalis) ।

ব্যবহারস্থল :—পূর্বে মূত্রযন্ত্রের পীড়া, মূত্রপাথরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত। মাংসপেশীর দুর্বলতা ও অবসন্নতা, শিরোগূর্ণন, স্বতিশক্তির দুর্বলতা, মুখেব পক্ষাঘাত, জ্বর বোগীর মুক্ত হাওয়ায শীত বোধ, বৈকালের দিকেই জ্বরবোধ, বাহ্যে করিবার সময় ঘর্ষ, মূত্রে অ্যালুমেন, জরের সময় যকৃত্তে বেদনা। কাসি, স্বরভঙ্গ, বিছানায় প্রস্রাব করা, বহুমূত্র বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বহুমূত্র রোগে প্রস্রাবধাবণে অক্ষমতা, উরুতেব উপর উদ্বেদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী। বর্ষাকালের বৈকালে ও উত্তপ্ত হইলে বোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—মাংসার-টিংচার, $1x$, $3x$ ।

কাইটোলকা (Phytolacca Decandra)

পরিচয় :—ইহা দীর্ঘমূলজাতীয় একপ্রকার বাৎসরিক বৃক্ষ। ইহার সগু তাজা মূল, স্পক ফল এবং টাটকা পাতা হইতে মাংসার-টিংচার প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—স্তনের বিবিধ পীড়া, রুন্কো, অর্কুদ, নায়ুল, শিরঃপীড়া, মুখের ক্ষত ডিপথিরিয়া, গলক্ষত, গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, ক্যান্সার, স্থূলতা, কর্ণের বিবিধ পীড়া, দাঁত উঠিবার সময় শিশুর নানাবিধ উপসর্গ, রক্তসঞ্চয়, জিহ্বাপ্রদাহ, পুরাতন প্রমেহ, অর্শ, ধ্বজভঙ্গ, উপদংশ, নাসাবিধ ক্ষত, দন্তশূল, আঁচিল, বহ্যাপক সর্দিজ্বর, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত, শিশুকলেরা, টন্সিলাইটিস, তড়কা, ধুইটকার, হৃস্পিণ্ডের বিবিধ পীড়া, বাম পায়েব গোড়ালির ব্যথা, চক্ষুপ্রদাহ, জিহ্বাপ্রদাহ, পারদেব অপব্যবহার জনিত নানাবিধ পীড়া ও প্রদাহ, মলদ্বারেব ক্যান্সার, পায়েব থ্রিন্থ্রিনে বাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—কাইটোলকার ক্রিয়া গ্রহিমণ্ডলের উপর, বিশেষতঃ গ্রন্থির, স্তনের সিরাস কাইট্রাস ও মিউকাস টিসু প্রভৃতির উপরই বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ইহা অস্থিবেষ্ট ও চর্মের উপর, মার্কাসরি, কেলি-আবোডের স্থায় কার্যকারী।

মন :—রোগী তাহার জীবনের প্রতি ঔদাস্ত প্রকাশ করে, তাহার বিশ্বাস এই রোগে মৃত্যু অবশ্যস্বারী (অর্কো, আসে ক্যাছা, থুজা), রোগী মানসিক পরিভ্রমে অত্যন্ত কাতর,

তাহার লজ্জা মোটেই নাই, সে কাহারও সম্মুখে তাহাব লজ্জা-স্থান খুলিতে বা বাহির করিতে একটুও লজ্জা অনুভব কবে না (হাযো, ক্যাছা, ক্যালেডি)। রোগী পথ্য-গ্রহণ করিতে চাহে না, রোগী বোগের ভিতর অত্যন্ত প্রলাপ বকে ও অল্পেই সে কাতঁব হইয়া পড়ে।

ডিপ্‌থিরিয়া—ইহা ডিপ্‌থিরিয়া রোগের একটি উপযোগী ঔষধ। ডিপ্‌থিরিয়ার আক্রমণে রোগীর গলকোষ অতিশয় আরক্ত হয় ও তালুমূল ফুলিয়া উঠে। **ডাঃ হিউজেস** বলেন যে সকল ডিপ্‌থিরিয়ায় তীব্র জ্বর, মাথায পিঠে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা ও দুর্গন্ধযুক্ত লালান্যাব থাকে সেই ক্ষেত্রে ইহা উত্তম ঔষধ। যে সকল ডিপ্‌থিরিয়ায় দেখা যাইবে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাব মুখ চোখ বসিয়া গিয়াছে, চোখের চাবিদিকে ফালিয়া পড়িয়াছে, মুখে ঘা, জিহ্বার ধাবে ফোঁস্কাব স্রাব উদ্বেদ বাতির হইয়াছে, রোগীর জিহ্বাব অগ্রভাগ, গলার ভিতরটা; তালু ও টনসিল অত্যন্ত লাল এবং মুখ হইতে প্রচুর লাল নিঃসরণ হইতেছে সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রসূ ঔষধ। ডিপ্‌থিরিয়া রোগীর গলার ভিতর জ্বালা করে, সর্কাদে আণিকাব স্রাব ব্যথা থাকে। শীত ঋতুতে যখন এই রোগ হইতে থাকে তখন পূর্ববর্ণিতরূপ গলায় ব্যথা হইবামাত্র এই ঔষধেব ৩x প্রয়োগ কবিবে। * কেহ কেহ বলেন এই ঔষধের অবিষ্ট ২৫ ফোঁটা ১ পাঁচট জলে মিশ্রিত করিয়া উঠাব বাষ্পাশ্রাণ ও কুলকুচা করিলে বোগের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। **ডাঃ ফ্যারিংটন** বলেন, যে সকল ডিপ্‌থিরিয়া রোগের পূর্বে শীত ও পৃষ্ঠ বেদনা, দুর্বলতা এমন কি বিছানায় উঠিয়া বসিলে মুচ্ছিত হইবার উপক্রম হয়, গলার ভিতর মলিন লালবর্ণ, গলার ভিতর জ্বলন্ত অঙ্গাব রহিয়াছে এরূপ অনুভব, গরম পানীয় পানে রোগের বৃদ্ধিতে ফাইটোলকাই ঔষধ। **মাকু'রিয়াস-সিয়ানেটাস**ও ডিপ্‌থিরিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ, রোগীর নাড়ীর গতি অত্যধিক, দুর্বলতা অসম্ভব, গলার ভিতর যে পরদাটা পড়ে প্রথমে উহা শাদামত হয় তারপর উহা দ্বারা তালু ও টনসিল আবৃত হইয়া পড়ে ও সেই সঙ্গে গ্ল্যাণ্ডগুলি ফুলিতে থাকে ও পরদাটি ক্রমান্বয়ে মরাটেবর্ণের হইতে থাকে। তাহাব নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে ক্ষুধা মোটেই থাকে না, জিহ্বার উপর কটা রংয়ের লেপ পড়ে। সাংঘাতিক জাতীয় ডিপ্‌থিরিয়ায় জিহ্বার উপর কালবর্ণের লেপ। ডিপ্‌থিরিয়াব জন্ত আমাদের অস্বাস্ত্র ঔষধও আছে সেগুলি অপর স্থানে ব্যক্ত কবা হইতেছে।

ফাইটোলকা তালুমূল-গ্রন্থিহ্রয়-প্রদাহ (টনসিলাইটিস) ও গলার ভিতর ক্ষত রোগে উপযোগী। যে সকল শিশু বা অপরাপর রোগী ক্রমান্বয়ে টনসিল-প্রদাহ রোগে ভুগিবার ফলে তাহাদের নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, নিশ্বাস ফেলিবার সময় শব্দ হয় ও টনসিল সর্কদা বৃহদাকারের থাকে তাহাদের জন্ত ফাইটো'উত্তম ঔষধ।

স্তনে স্ফোটক, স্তনপ্রদাহ বাঠুনকো রোগের সর্কশ্রেষ্ঠ ঔষধ ফাইটোলকা। **ডাঃ হেল** দেখিলেন যে গরুর ঘনের ফুলা বা তথায় বক্তসঞ্চয় হওয়া এবং প্রদাহ প্রভৃতি ফাইটোলকা প্রয়োগে আরোগ্য হয় তাই তিনি জীলোকদিগের স্তনের এইরূপ ফুলা ও প্রদাহে ফাইটো প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। প্রদাহের প্রথমাবস্থায় যেমন ইহা ব্যবহাব করা চলে সেইরূপ পূজোৎপত্তি ও নালীকৃত প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহা ফলপ্রসূ। **ডাঃ ফ্যারিংটন** বলেন, রোগের প্রথমাবস্থায় তখন যখন অত্যন্ত শক্ত হয় তখন এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী। **ব্রাইওনিয়া** রোগের প্রথমাবস্থায় উত্তম ঔষধ কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ ব্রাই ও রাসের মধ্যবর্তী হয় সেই স্থানেই এই ঔষধ বেশী কার্যকরী। ফাইটো পূজ জন্মিবার সম্ভাবনায়ও প্রয়োগ করা চলে কিন্তু ব্রাই তখন ব্যবহৃত হয় না।

ব্রাইওনিয়ার সকল লক্ষণেই ফাইটো প্রয়োগ করা চলে, উহা ব্যতিরেকে যখন দেখা যায় স্তনগ্রন্থি ক্ষীত ও প্রস্রাবও কঠিন ও পূজ ক্রিয়া ফাটিবার উপক্রম হইতেছে তখনও ফাইটো উত্তম কার্য করে। তারপর যখন শিশু মাতার স্তন্য পান করে তখন স্তনের বোঁটা হইতে মেরুদণ্ডের উপর ও নিচে ব্যথা ছড়াইয়া সর্বশরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও ইহা ফলপ্রসূ।

চক্ষুরোগ :—রোগীর চক্ষু হইতে অত্যধিক জল পড়ে ও তথায় কলকল করে ও জ্বালা অনুভব করে, আলোর ভিতব চক্ষুব জ্বালা যন্ত্রণা বেশী ; দীপালোকে অধ্যয়ন করিলে, চক্ষু জ্বালা ও কলকল কবে—ক্যালকেবিয়া ; উজ্জ্বল আলোব ভিতব—ক্রিয়ো। তাহাব চক্ষুতে ধূলি পড়িয়াছে এরূপ অনুভব করে, লেখাপড়া করিবার সময় চোখের তারা ভেদ কবিয়া তাহার মাথার ভিতব জ্বালা যন্ত্রণা প্রবেশ করিতেছে এরূপ বোধ। তাহার এক চক্ষু স্থির থাকিলেও অপর চক্ষু নড়িতে থাকে। যে সকল ব্যক্তি উপদংশ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাদের চক্ষু-প্রদাহ রোগে চক্ষুর চতুর্দিকে বেদনায় ইহা ফলপ্রসূ।

চন্দ্ররোগ :—প্রাচীন ক্ষতের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া নির্গত হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। খোসা, দান, পাঁচড়া, ক্ষোর হইবার পব অত্যধিক চুলকানি, উপদংশজনিত নানাবিধ চন্দ্ররোগ, মেনার্কু প্রভৃতি রোগে এই ঔষধেব বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে উপকার দর্শে। ফাইটোলজার বাহ্যিক প্রয়োগে ক্ষত ঠিক বিলুপ্ত হয়, স্তনের ও শ্ববীরেব অপরাপর স্থানের ক্যান্সার রোগও ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

শিশু-কলেরায় :—শিশু যখন অনববত আপনার মাটী কামড়ায়—এই লক্ষণে ফাইটোলজা ঔষধ। তারপর শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় সে যদি অনববত মাটী কামড়ায় তখন ইহা ফলপ্রসূ। শিশু ঘন ঘন পাটকেলে বর্ণের জলের স্নায় পাতলা বাহ্যে করে ও সেই সঙ্গে অল্প অল্প আমও থাকে। পডোতেও মাটী কামড়ান লক্ষণটা আছে, তবে পডোর বাহ্যেব পরিমাণ প্রচুর তৎসহ কাঠবিষ ও দুর্গন্ধই বিশিষ্ট লক্ষণ।

ফুলকায়দ (মেদবৃদ্ধি) :—যে সকল লোকের শরীরে অত্যধিক মেদ বৃদ্ধি পায় তাহাদের শরীরের চর্কি কমাইয়া শরীর হালকা করিতে ফাইটোলজার ক্ষমতা অসম্ভব। ফাইটোলজাকে অমোষ ঔষধ বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। ফিউকাস-ভেসিকিউলোসাসও মেদরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কেহ কেহ ইহাকে মেদবৃদ্ধি রোগের পেটেট ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

বাত :—পুরাতন বাতরোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাতরোগে পা মাথা অপেক্ষা কিছু উচু করিয়া রাখিলে যদি বেদনার হ্রাস হয় তাহা হইলে ফাইটো শ্রেষ্ঠ ঔষধ। উপদংশ ও প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের গাঁটগুলি ফুলিয়া লালবর্ণের হয়, গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া তথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে, বর্ষাকালে ও ভোরের বেলায় রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রসূ। সায়েটিকা রোগে ও ফাইটো ব্যবহৃত হয়।

ধমুষ্ঠকার :—সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া হাত মুঠো থাকে বটে, তবে তাহার বুড়ো আঙ্গুল উঠিয়া থাকে, পা ছড়াইয়া পড়ে কিন্তু আঙ্গুলগুলি ছড়ান, দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়ে এবং তাহার মাথাটা সমুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, রাত্রি শিপ্রহরের পর অথবা ঘুম ভাঙিলেই বেশী হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—আক্রান্ত পার্শ্বে শুইলে বা ভাণদিকে ফিরিয়া শুইলে, খুব উচু হইতে নীচেরদিকে নামিবার সময় গ্যাসের আলোয়, ঢোক গিলিবার সময়, দণ্ডায়মান অবস্থায়, হাঁটা-চলায়, হাত তুলিলে, রাত্রে, প্রাতে, জলীয় বায়ু এবং বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি। হাত দিয়া টিপিলে, বামদিকে এবং উপুড় হইয়া শুইলে উপশম।

সম্বন্ধ :—ফাইটো ডিফি ব্রিখা বোগে—ল্যাকেসিস ও মার্ক-সায়া তুল্য ; স্তনের ফোটকে—ব্রাইওনিয়া তুল্য ; ধনুষ্ঠকারবৎ আক্ষেপে—নাক্স-ভমিকা তুল্য ; লজ্জাহীনতায়—হাযো তুল্য।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট হইতে ১০০০ শক্তি।

দ্রষ্টব্য :—যাহাদের অত্যধিক মেদবৃদ্ধি হয় তাহাদের পক্ষে ঘোড়াঘ চড়া ও স্কিপিং অর্থাৎ দড়ির ভিতর হইতে লাফান ভাল।

ফাইটোলকা-বেরি। (*Phytolacca Berry.*)

ব্যবহারস্থল :—গলাব ঘা ও মেদরোগ এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ফিউকাস-ভেসিকিউলোসাস (*Fucus Vesiculosus.*)

ব্যবহারস্থল :—মেদবৃদ্ধিরোগ, গণ্ডমালা, অক্ষিগোলকের বহিনিঃসরণ অর্থাৎ ঢেলা বাহির হইয়া পড়া, সাংঘাতিক কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। শ্বাসকৃচ্ছ, হৃদকম্পন, ঋতুর বৈলক্ষণ্য, মূত্রাশয়ের উপদ্রাঘ ইহা দ্বারা দূরীভূত হয়। ইহা সেবনে পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি ও উদরাধান নিবারিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ক্ষীণকাষ ব্যক্তি এই ঔষধ রীতিমতভাবে সেবন কবিলে স্থূলকাষ হইয়া যায়। মেদরোগে যখন বোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে হইবে তখন রোগীকে ঘৃতপক্‌দ্রব্য খাইতে দেওয়া কর্তব্য নহে।

শক্তি :—মেদ রোগীর জন্য মাদার টিংচার আহারের পূর্বে ৫ হইতে ৩০ ফোটা মাত্রায় রোজ তিনবার সেবা। রুগ্ন ব্যক্তিকে যদি স্থূলকাষ কবিতো হয় তবে ৩০ ফোটা মাত্রায় রোজ তিনবার সেবা।

ফিকাস-রিলিজিওসা (অশ্বথ)।

(*Ficus Religiosa.*)

পরিচয় :—ইহা ভারতীয় উদ্ভিজ্জাত ঔষধ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সেবনে নানাপ্রকারের রক্তশ্রাব নিবারিত ও আরোগ্য হইয়া থাকে, অতিরিক্ত, রক্তোৎকাস, নানাবিধ রক্তশ্রাব, রক্তমূত্রাদির পক্ষে উপযোগী।

শক্তি :—নিম্নশক্তিই প্রযোজ্য।

ফেনল (Phenol) ।

ফেনল ও কার্বলিক-অ্যাসিড একই ঔষধ । কার্বলিক-অ্যাসিড অধায দ্রষ্টব্য ।

ফিউলিগো-লিগ্নি (Fuligo Ligni.) ।

ব্যবহারস্থল :—ইহাব ক্রিয়া মাণ্ডেব উপর, শ্লেষ্মিক ঝিল্লী, সাংঘাতিক বা, উপচর্ম, হার্পিস জাতীয় চর্মরোগ, ফাউর প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায় । মুখের (মিউকাস) ঝিল্লীৰ পুণাতন উপদাহ, জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব, ক্যান্সাব, বহিস্তকেব (Epithelial) ক্যান্সার, অণুকোষেব ক্যান্সার বিশেষতঃ যাহারা চিমনির ঝুল (আণ্ডেনেব) পবিস্কাব কবে তাহাদেব ঐরূপ ক্যান্সাব হইলে, জরায়ুর ক্যান্সার বোগেব সহিত জরায়ু হইতে অত্যন্ত বক্তশ্রাব ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী ।

শক্তি :—৬x চূর্ণ ।

ফিউসিনা (Fushina) ।

ব্যবহারস্থল :—কর্ণেব আরক্ততা, মাজীর প্রদাহ, তংসহ আলা ও লালান্সাব, গাঢ় লালবর্ণেব প্রস্রাব, প্রস্রাবে অণুলালা, উদরাময রোগে প্রচুর মল নিঃসরণ, কিড্‌নিব বাহ্যিক আববণেব অপকৰ্ষতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ।

শক্তি :—৬x, ৬, ৩০ ।

ফেগাস (Fagus) ।

ব্যবহারস্থল :—মাথার যন্ত্রণা, নাসাশ্রাব, মুখের প্রদাহ ও মুখ ফুলিয়া উঠা, জল-ভীতি অর্থাৎ জলাতক রোগ আবোগ্য হয় । জল দেখিলে ভীতির উদয়, তাহার মুখ হইতে অপৰ্যাপ্ত লালান্সাব হয় (লিসিন), জল পিপাসা অত্যধিক, কিন্তু জল দেখিলেই শিহবিষা উঠে । শরীরে অত্যধিক আলা ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x ।

ফেল-ট্যাউরি (Fel Tauri) ।

পরিচয় :—এই ঔষধ বাঁড়েব পিত্ত হইতে তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—পট্টিপাকক্রিয়ার অভাব, উদরাময, হাঁপানি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, শিরঃপীড়া, বাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ।

শক্তি :—৩x, ৬x বিচূর্ণ ।

ফিলিক্সমাস (Filixmas) ।

ব্যবহারস্থল :—গর্ভপ্রাব, বক্ষ্যাস, ফিতার মত কুর্মি, নিম্নোদরের স্বীতি । ফিতার স্থায় কুর্মির অন্তই ইহা প্রসিদ্ধ ঔষধ—তবে বমন, উদরাময়, যোনিব্রংশ, অর তৎসহ কাঁপুনি, পেট বেদনা ও উদরাময় রোগে উপযোগী ।

শক্তি :—১x, ৩x শক্তিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু ফিতাকুর্মির অন্ত অর্ধ হইতে এক ড্রাম পর্যন্ত মূল অরিষ্ট ব্যবহৃত হয় ।

ফেরুলা-গ্লউকা (Ferula Glauca) ।

ব্যবহারস্থল :—জীলোকদিগেব সাংঘাতিক কামোদিততা কমাইতে ইহা অরিগেনাম তুল্য । রোগীর মস্তকের পশ্চাৎভাগ বরফেব স্থায় শীতল ।

ফেল্যান্ড্রিয়াম (Phellandrium Aquaticum) ।

ব্যবহারস্থল :—পবীক্স দ্বারা জানা গিয়াছে যে শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে যক্ষ্মারোগেব শেষ অবস্থায় যখন গণ্যাব হইতে অত্যধিক দুর্গন্ধ বাহির হয় তখন ইহা কার্য্যকরী ঔষধ । লিলিয়েছাল বলেন যে ডাণমিকের ফুসফুসেব ক্ষত, শ্বাসে হিম্ হিম্ শব্দ, অনববত কাশি, অত্যধিক বর্ষ্ম, উদরাময়, ভুক্তদ্রব্য বমন, অত্যধিক পরিমাণে পুঞ্জের স্থায় গণ্যাব ও শরীর অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যাওয়া লক্ষণে ফেল্যান্ড্রিয়াম উপযোগী ঔষধ । বোরিক বলেন—যক্ষ্মা, ব্রকাইটিস ও কৌষিক তত্ত্ব মধ্যে বায়ু সঞ্চয় বা বায়ুস্বীতি (এমফাইসিমা) রোগ ; কাসি অত্যধিক থাকে ও গণ্যাব হইতে বিস্তীর্ণ দুর্গন্ধ বাহির হয় ; সব জিনিসই মিষ্ট লাগে ; রক্তবমন ও উদরাময় ।

রমণীদিগের স্তনেব বেদনাতে অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করা চলে, উভয় স্তনে বিশেষতঃ ডাণ স্তনে স্থচীবিদ্ধক বেদনা । শিরঃপীড়াতেও ইহার প্রয়োগ আছে—মাথার উপব যেন একটা কুঠিন দ্রব্য অথবা ভারী দ্রব্য রহিয়াছে বোধ, সেই সঙ্গে চক্ষুর উপরে ও শব্দ দেশে ব্যথা ও জ্বালা । শিরঃপীড়ায় নেত্রদ্বাযু আক্রান্ত হইলেও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ । কাসি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেও ব্যবহার করা চলে, যদি ক্ষত শ্বাস-প্রশ্বাস ও কাসির জন্য রোগী মোটেই শুইতে পারে না, বলিয়া কটায় । ইহা ব্যতিরেকে অনিদ্রা, সন্দি, সবিরাগ্ন জ্বব, জিহ্বায় ক্ষত, নিম্নোদরে শৈত্যান্বত প্রভৃতি রোগে কার্য্যকরী ।

শক্তি :—মাদারটিংচার, ৩, ৬, ৩০, ১০০ ।

ফেসিওলাস-নানা ও ফেসিওলাস-ফন্‌গারিন ।

(Phaseolus Nana.)

পরিচয় :—মুগডালের অবিষ্ট বা চূর্ণ হইতে এই ঔষধ তৈরী হয় । ফেসিওলাস-নানা ও ফেসিওলাস-ফন্‌গারিন উভয় জাতীয় ঔষধের ক্রিয়া একইরূপ ।

ব্যবহারস্থল :—বহুমূত্র, শোথ, রক্তশ্রাব, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রাধার-মুখশায়িকা গ্রন্থি পীড়া, প্রস্রাবে অ্যালবুমেন বা অণুলালা, স্তনের অর্কদ, মাথাব্যথা, হৃদযন্ত্রের বিবিধ পীড়া, অস্ত্রবৃদ্ধি, বক্ষে জলসঞ্চয়, হৃদবেষ্ট ও ফুস্‌ফুস প্রদাহ প্রভৃতি রোগে উপযোগী ।

আমাদের দেশের মুগডাল লঘু পথ্য হিসাবে বহুযুগ হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ ইহাকে অল্প বায়ুক্যাবক, কফপিত্ত-নাশক, জ্বর ও নেত্ররোগের উপযোগী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । ফেসিওলাস হৃদযন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায় বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ । বোগীব খাসপ্রখাস অত্যন্ত ধীর এবং দীর্ঘকালযুক্ত, নাড়ী ক্ষত । বৃক্কের ভিতর ধড়ফড় করে, এত প্রচণ্ড ভাবে বৃক্কের ভিতর ধড়ফড় করে যে রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু আসন্ন । আবার কখন কখনও ক্ষীণ নাড়ীসহ হৃদযন্ত্র প্রদেশে অস্থিত বোধ । হৃদবোগেব শেষাবস্থায় নাড়ী যখন পাওয়া যায় না তখনও এই ঔষধ ডিজিটেলিসের স্থায় কার্য্য করে । বহুমূত্র বোগীব মাথাগ তীব্র যন্ত্রণা, সামান্য মানসিক পরিশ্রমে ও সঞ্চালনে মাথার যন্ত্রণাব বৃদ্ধি ।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০ । ডায়েবেটিস বোগীকে আন্ত (গোটা) মুগের ডালের কাণ দেওয়া ভাল, তবে কাণ দিবাব পূর্বে তাহার ভীষণ মাথাব যন্ত্রণা আছে কিনা দেখিয়া লইবে ।

ফাইসস্টিগ্‌মা (Physostigma.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ক্যালবার বীন্ অর্থাৎ ঐকজাতীয় সিম বা গুটি ; দক্ষিণ আফ্রিকায় গিনি-উপসাগরের নিকট নাইজার নদীর তীরের মোহনায় এই জাতীয় বৃক্ষ জন্মে, এই সিমগুলি প্রথমে চূর্ণ করিয়া তাবপর স্থবাসারে ভিজাইয়া মাশার-টিংচাব তৈরী করা হয় । এই ক্যালবার বীন্ হইতে এসিরিন পাওয়া যায়, ঔষধমাত্রা ৬ ভাগ । এট্রোপিন প্রয়োগে চক্ষুভারকা বিস্তৃত ও এসিরিন প্রয়োগে সঙ্কুচিত হয় ।

ব্যবহারস্থল :—চক্ষুর নানাবিধ পীড়া, যথা চক্ষুপাতার আক্ষেপ, চক্ষুপেশীর হায়শুল, তিমির দৃষ্টি, চক্ষুপ্রদাহ, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, ধূতিকা, পক্ষাঘাত, মেরুমজ্জার-পক্ষাঘাত, ক্রমবর্দ্ধনশীল পেশীর শীর্ণতা, অবদাহ, অনিদ্রা, গলক্কত, হিকা, মূর্ছাবায়ু, চক্ষুভারকা স্থানচ্যুতি, স্ফুপিণ্ডের পীড়া, মাথার যন্ত্রণা, স্নানের মন্দ ফল, কোষ্ঠকাঠিন্য, বয়ঃসন্ধি-কালের পীড়া, গ্রীবাস্তম্ভ প্রভৃতি রোগে উপযোগী ।

শিরঃপীড়া :—রোগীর মাথা অত্যন্ত ঘুরায়, কিছু পড়িবার সময়, আসন হইতে উঠিবার সময়, চলা-ফেরার সময় মাথা ঘুরায় ; সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় তাহাব মাথা ঘুরিতে থাকে, শব্দীয় কলম্‌ করে ও চোখে ঝোলা মেখে, চলিতে চলিতে এক এক সময় এমন হয় যেন তাহার মাথার ভিতর ঢেউ

ধেলিতেছে। ইহা ব্যতিরেকে তাহাব মাথায় যেন একটা কিছু আঁটা আছে 'এরূপ' অনুভব করে।
 • তাহার মাথার যন্ত্রণা সন্ধ্যাবেলা গান-বাঁজাদি শ্রবণ কবিলে বেশী হয়। যখন তাহার মাথার যন্ত্রণা বেশী হয় তখন দুশ্চিন্তা এত বেশী হইতে থাকে যে সে কিছুতেই চিন্তাকে দূর করিতে পারে না কিন্তু মাথার বেদনাব সময় চিন্তাশক্তিই লোপ পায় (সাইমেসে, সাইকিউটা রোগী তাহার শিরোবেদনার কথা চিন্তা কবিলে ভাল থাকে)।

চক্ষুরোগ:—চক্ষু বনানাবিধ পীড়ায় ইহা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। 'যাহারা দূরের দ্রব্য অস্পষ্ট দেখেন (short sightedness) এবং যাহারা দূরব দ্রব্য দেখিতে পান কিন্তু কাছের দ্রব্য দেখিতে পান না (long sightedness) তাহাদের পীড়ায় ডাঃ হেল নিয়ন্ত্রণের ফাইসস্টিগমা ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন, ইহা বিষমদৃষ্টি (astigmatism), কোনরূপ আঘাতাদি লাগিয়া 'চোখের তাবা বাহির হইয়া পড়িলে অর্থাৎ উপত্যরা স্থানচ্যুতি হইলে ইহাব লোশন ব্যবহার কবিলে ও অভ্যস্তবীণ এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে ফল পাওয়া যায়, চক্ষু প্রদাহে প্রথমে ডাণ চক্ষু অক্রান্ত হয় শেষে বাম চক্ষু, ব্যাডিয়েগায় ডাণ চক্ষু পরে অক্রান্ত হয়। রোগী কিছু পড়িবার সময় এক চক্ষু বন্ধ কবিয়া পড়েন, পড়িবার সময় কখন কখনও ২১টি অক্ষর হলুদবর্ণের পরদা দ্বারা আবৃত আছে মনে কবে, ল্যাক-ক্যানাইনাম বোগী বইয়ের সমস্ত পৃষ্ঠাই লাল, হলুদ ও অন্যান্য বর্ণের বিন্দু সকল দেখে, আব সাইকিউটা রোগী অক্ষরের চতুর্দিকে দেখিতে পায় বামমস্তক জ্বাব বিচিত্র বর্ণ। ফাইসস্ বোগী 'ডাণ'চক্ষু সম্মুখে কাল কাল বিন্দু ও সর্প দেখিতে পায়।

চক্ষুর সঙ্কোচন—চক্ষু খুলিতে কষ্ট, চক্ষুকনীণিকার সঙ্কোচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। আংশিক অন্ধত্বও ফাইসস্ দ্বারা উপশম হয়। ডাঃ অ্যাডলেন বলেন যে চক্ষু-তারকাব সঙ্কোচন সাধনে ফাইসস্টিগমার অসাধারণ শক্তি; চক্ষুকনীণিকার প্রাক্তদেশেব ক্ষত এই ঔষধে আরোগ্য হয় ইহা ব্যতিরেকে নিকট দৃষ্টি অক্ষিপুটেব আক্ষেপ, মূকোমা, কনীণিকাব প্রদাহ প্রভৃতিতেও এই ঔষধ ফলপ্রসূ।

চক্ষুরোগে লোশন হিসাবে এই ঔষধ দিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবহাব কবিত্তে হইবে।

মূল ঔষধ ২ গ্রেণ, পবিস্কৃত জল ১ আউন্স মিশাইয়া এক হইতে তিন ফোঁটা মাত্রা যোজ ৩ বাব প্রয়োগ করিবে।

হৃদরোগ:—হৃদপিণ্ডের পেশীসকলের আক্ষেপিক কম্পন ও স্পন্দন, নাড়ী ক্ষীণ। রোগীর বুকে ও মাথায় হাত দিলে বুকের স্পন্দন অস্পষ্ট অনুভূত হয় এমন কি তাহার হৃদযন্ত্রে এত স্পন্দন হইতে থাকে যে তাহাব সমগ্র দেহে স্পন্দন অনুভূত হইতে থাকে (গ্লোন, নেট্রাম-মি, স্পাইজি), রোগী তাহার বামদিক চাপিয়া শুইলে পর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত হয়, চিং হইয়া শয়ন কবিলে উপশম।

মেরুমজ্জাবরনী প্রদাহ:—বোগীর পিঠে, দুই কাঁধের মধ্যভাগে, ঘাড় ও কোমরে বেদনা ঐ বেদনা নড়াচড়া করিলে, গবম শেক দিলে বেশী হয়। ঐ বেদনার সহিত একজাতীয় স্নায়ুশুলেব বেদনা থাকে সেইজন্ত রোগীর হাঁটা-চলা করিতে, বসিতে, শেলাই করিতে, লেখাপড়ার কার্য্য করিতে কষ্ট হয়। ঐ সকল বেদনা আবার তাড়াতাড়ি অন্তস্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়া বুক খড়্‌খড়ানি, শ্বাসকষ্ট, অন্তস্ত আক্ষেপিক কাসি, ঘন ঘন প্রশাব ত্যাগ, প্রত্যাহাদির অসাড় ভাব, খিটখিটে মেজাজ, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ঔষধে মেরুমজ্জার

প্রত্যেক দ্রব্যের প্রদাহ দেখা যায়; সেই জন্য মেরুদণ্ডের হাড়গুলির মধ্যে টিপিলে বোগী অস্থির হইয়া উঠে, মেরুদণ্ডের জ্বালা, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া যাওয়া, হাতে খিলখরা, কোমর আড়ষ্ট হওয়ায় উপযোগী। এই পীড়ায় ককিউ, ট্যারেটুলা, নাক্স, ওলি, ফস, ফাইস, রাস-টক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধনুষ্ঠকার :—আঘাতজনিত বা সযত্নে ধনুষ্ঠকার বোগে এই ঔষধ উপযোগী। বোগীব নিকট দিয়া কেহ যাতায়াত করিলে বা তাহাব নিঃশ্বাসেব হাওয়া বোগীর গায়ে লাগিলেই টকারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। (হাইপার, সাইলি, নাক্স, ষ্ট্রিকনা)।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—আঙ্গুল দিয়া, কেহ টিপিলে, আঘাতাদি পব, পড়িয়া গেলে, নড়াচড়াই, সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় বায়ুদিকে শয়ন করিলে, বৈকাল ৪টায়, রাত্রে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে এবং জল-বায়ুর পরিবর্তনে বোগেব বৃদ্ধি। বোগী চিং হইয়া শুইলে, ডাণ্ডিকে শুইলে, মুক্ত হাওয়ার ভিতব, চক্ষু মুদ্রিত করিলে, পদদ্বয়ে উত্তাপ ও পেটে রাইসরিষাব স্निপাব লাগাইলে উপশম।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০।

ফেরাম-আয়োডেটাম (Ferrum Iodatum.) ।

ব্যবহারস্থল :—গণ্ডমালা দোষ, গ্রন্থিগুলিব বিবৃদ্ধি (glandular enlargement), অর্কুদ, ছোট ছোট ফোড়া, জব্যুলাংশ, কুসুম্ প্রদাহ, মূত্রে অ্যালবুমেন বা অণুলালা, স্তনেব কর্কট (ক্যান্সার) প্রভৃতি বোগে এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের পর বৃদ্ধিত প্রীহা ও যকৃত-রোগীদিগের ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ, কিন্তু বোগীব যদি জ্বব থাকে তবে ফেরাম-আর্স ব্যবহার্য। মলাস্ত্রের বিবিধ পীড়ায়ও ইহা উপযোগী, যথা—রোগীব প্রায় এক সপ্তাহকাল বাহেই হইল না, তাহার পর তরল বাহেব বেগ। বোগী মনে কবে যেন তাহাব মলদ্বাবে কুমি রহিয়াছে বা কিছু জড়াইয়া রহিয়াছে। যখন সে মনে করিবে তাহার জরাযু যেন অনবরত নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িছে তখন সে বসিলে জরাযু উপবের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে (স্ট্রাট-ক্লোর) তখন ইহা ব্যবহেব। জবাযু এত নামিয়া আসে যে বোগীগী নিজে নিজে জরাযুগ্রীবা স্পর্শ করিতে পারে। রিট্রোভার্টেড বা পশ্চাদাবর্তিত জরাযুর জন্যও ইহা ফলপ্রদ। প্রদবরোগে যে শ্রাব হয় তাহা অ্যুরোক্রেট সিল্কের দ্বায। তাহাব যোনিপ্রদেব ও যোনিব বহির্দেব অন্ত্যন্ত চুলকায ও ঐ সকল অংশ ফুলিয়া উঠে।

শক্তি :—৩x চূর্ণ, ৬ ক্রম, পর্যন্ত।

ফেরাম-আর্সেনিকাম (Ferrum Arsenicum.) ।

পরিচয় :—আর্সেনিক ও লৌহের সংমিশ্রণ দ্বারা প্রস্তুত।

ব্যবহারস্থল :—প্রীহা ও যকৃতের পীড়া, তৎসহ জ্বর অর্থাৎ সবিরাম জ্ববে যখন প্রীহা ও যকৃত বৃদ্ধিত অবস্থায় থাকে, অজীর্ণ রোগে ভুক্তদ্রব্যাদি বাহের সহিত নির্গত হয় ও অণুলালা

শ্রাবে ফলপ্রদ। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই ঔষধটী বর্জিত গ্রীহা ও যকৃত সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন (ক্যালকে-আর্স)। ইহার জ্বরেব রোগীর যখন জ্বর আসে তখন তাহার মুখমণ্ডল চক্চকে দেখায় এবং জ্বর বিরামকালে মুখ ফ্যাকাসে বক্তহীন হইয়া যায়। বোগী অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল শুষ্ক চর্ম, হরিৎপীড়া, কাউর।

সাংঘাতিক বক্তান্নতা, প্রসবাস্তিক বক্তান্নতাসহ পায়ের শোথ। মরণাপন্ন মধ্যবয়সের একটি জীলোক ভুগিতেছিলেন। ফেরাম-আর্স ৩০ শক্তি প্রযোগে মবণোন্মুখ রোগিণী রোগমুক্ত হইলেন, ইহাকে পুনর্জীবন লাভ করা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x চূর্ণ, ৬, ৩০, ২০০ ক্রম।

ফেরাম-অ্যাসেটিকাম (Ferrum Aceticum.) ।

ব্যবহারস্থল :—কৃশ, দুর্বল, রক্তশূন্য বালক-বালিকা, যাহারা শীঘ্র শীঘ্র লম্বা হইয়া উঠে ও সহজে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের রোগে উপযোগী। নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব, সাংঘাতিক বক্তহীনতা ও দুর্বলতা, জরায়ু হইতে বক্তশ্রাব, পায়ের শিবা ফুলিয়া উঠা, হাঁপানি রোগীর সবুজবর্ণ পূঁজের ত্রায় প্রচুর গণ্যাব, শ্বসনে ও স্থিতিভাবে বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি। বম্মাবোগীর অবিরাম কাসি, ফুসফুস হইতে বক্তশ্রাব, কাসিতে কাসিতে ভুক্তদ্রব্য বমন।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x চূর্ণ।

ফেরাম-কার্বনিকাম (Ferrum Carbonicum.) ।

ব্যবহারস্থল :—দুর্বল, বক্তশূন্য বোগীদিগেব বক্তসঞ্চয়জনিত দম্ববেদনা, হরিৎ পাণ্ডুরোগ (ক্লোবোসিস) প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ফেরাম-টার্টারিকাম (Ferrum Tartaricum.) ।

ব্যবহারস্থল :—হৃদদাহ (cardialgia) ও পাকযন্ত্র ও হৃদযন্ত্রের সন্ধিস্থলে গরমবোধ।

ফেরাম-পাইরোফস (Ferrum Pyrophos.) ।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কে বক্তাধিক্যবশতঃ তীব্র মাথার যন্ত্রণা, অক্ষিপুটের খলির প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। ইহার ক্রিয়া কতকটা ফেরাম-ফস সমতুল্য।

ফেরাম-পার-নাইট্রিকাম (Ferrum Per-nitricum.) ।

ব্যবহারস্থল :—কাসিতে কাসিতে রোগীর মুখমণ্ডল যখন লালবর্ণ আভাযুক্ত হয়।

ফেরাম-পিক্রিকাম (Ferrum Picricum.) ।

ব্যবহারস্থল :—কর্ণের নানাবিধ পীড়া, বধিরতা, ঋতুর পূর্বে কর্ণের ভিতর খটখট্ কবা, কর্ণের ভিতর বৌ-বৌ শব্দ হওয়া প্রভৃতি । ডাঃ কুপার যান্ত্রিক বধিরতায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন । কামলী বা স্রাবা, যকৃতের পীড়াযুক্ত দুর্বল ব্যক্তিদিগের বহু রোগে ইহা ফলপ্রদ । নাসিকা হইতে বক্তশ্রাব, আঁচিল, শ্ববলোপ, বক্ততাদি করিবার পব বা অন্য কোন যন্ত্রের ক্রিয়াধিক্যবশতঃ অবসাদ ও শ্ববলোপ, আঁকিল দাঁত উঠিবার সময় শ্রবণশক্তির হ্রাস ও কর্ণ মধ্যে নানাবিধ শব্দ হওয়া, ম্যালেরিয়া জবে যখন মাথাব যন্ত্রণা ও ক্লান্তিবোধ থাকে তখন ইহা ফলপ্রদ । মূত্রাশয়-মুখশাযীকা-গ্রন্থি বিবর্দ্ধন (prostate gland) বোগীর মুখমণ্ডলে যখন বোটা বিশিষ্ট একাধিক বহু আঁচিল নির্গত হয়, তখন ব্যবহার্য্য ।

শক্তি :—৩x, ৬x, ১২x বিচূর্ণ ।

(Ferrum Protoxalatūm.) ।

ব্যবহারস্থল :—সাংঘাতিক রকমের শ্লবরক্ত রোগে উপযোগী ।

শক্তি :—১x

ফেরাম-ফস্ফোরিকাম (Ferrum Phosphoricum.) ।

পরিচয় :—ইহা ফস্ফেট-অভ-আয়রণ । বিচূর্ণন পদ্ধতিতে এই ঔষধ তৈরী হইয়া থাকে ।

ডাঃ স্কুলারের টিসু ঔষধেব অন্যতম প্রধান ঔষধ ।

ব্যবহারস্থল :—প্রদাহ ; আঘাত লাগা, চোট লাগা, শ্বাসনলী প্রদাহ, মূত্রাশয় প্রদাহ, মস্তিষ্কেব প্রদাহ, পাকাশয় প্রদাহ, কর্ণের প্রদাহ, শূলবেদনা, কাসি, ঘুংড়ি কাসি, বিসর্প, তরুণ প্রদাহ বশতঃ জ্বব, আমাশয়, অজীর্ণ, রক্তবমন, বক্তোৎকাসি, দেহের যে কোন দ্বার দিয়া রক্তশ্রাব, নাক দিয়া রক্তশ্রাব, হৃদযন্ত্রেব পীড়া, হস্তক্ষীতি, মূত্রপিণ্ডেব প্রদাহ, ফুস্ফুস প্রদাহ, অঞ্জনী, বমন, হৃপিং কাসি, হৃদস্পন্দন প্রভৃতি বোগে উপযোগী ।

ক্রিয়াস্থল :—ফেরাম-ফসেব ক্রিয়া অ্যাকোনাইট ও জেলসিমিথামের মধ্যবর্তী । প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফেরাম-ফসের ক্রিয়া অ্যাকোনাইট ও বেলাডোনার মধ্যবর্তী । প্রদাহের প্রথম অবস্থায় যখন ধমনী প্রদাহিত হইয়া থাকে সেই সময় ফেরাম অতি উত্তম কার্য্য কবিয়া থাকে । শরীরের যে কোন স্থানেব রক্তপাতে ইহা অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ । ডাঃ ফেরিংটন বলেন, হার্মামেলিসের শ্রায় ফেরাম-ফস রক্তশ্রাবেব একটা অতি মূল্যবান ঔষধ । রক্তহীনতা, রক্তে লোহিত-কণিকা (R. B. C.) অভাব ও শ্বেতকণিকাব (W. B. C.) আধিক্য হইয়া রক্তশূন্যতা ও দুর্বলতায় ফেরাম ফলপ্রদ ।

মন :—কারণ বাচাই হউক না কেন, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যের জন্য রোগী উন্মত্তের শ্রায় নানাবিধ প্রলাপ বকে এবং অতি সামান্য কারণেই সে উত্তেজিত হয় । বোগী অত্যন্ত বাচাল,

শে অনাবশ্যক কথা বলিয়া মাথাকে উত্থাপ্ত করে। যখন রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হয় তখন তাহার মস্তিষ্কে রক্তের চাপ অধিক হয়। সে কর্তব্য কার্যে অবহেলা করে অথচ যে কাজটা দরকারী নহে তাহা নহিয়া অনর্থক ঠেঁচ কাঁরয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলে। স্থিতিশক্তির হ্রাস (অ্যানা, ব্যাবাই, ল্যাকু-ক্যানা, মেডো, অ্যাসি-ফস্) এমন কি লোকের নাম, স্থানের নাম ভুলিয়া যায় (মেডো, লিথিয়া-কার্স)। আশা ওরসাব অভাব। সামান্য বাঁধা তাহার নিকট পর্যন্ততুল্য। কোন কোন রোগীর নিদ্রার অভাব দেখা যায় আবার কাহারও নিদ্রা অধিক থাকে। তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্বল।

শিরঃপীড়া:—মাথায় রক্তের অতিরিক্ত চাপ বশতঃ দৃপদপ্কারী মাথার যন্ত্রণা (বেল্), ঐ বেদনা মাথা উপর হইতে অনেক সময় ডাণদিকের চক্ষু, উপর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সূর্য্যোদয় উত্তাপ লাগানর মন্দফলের জন্য অতিশয় শিরঃপীড়া হইলে পর ফেরাম, নেট্রাম-মিউব ও গ্লোবোইনামের দ্বায্য কার্য্য কবে। মাথা অত্যন্ত ঘুরায়, রোগী মনে কবে ঠঠাৎ যেন কেহ তাহার মাথাটা সামনের দিকে ঠেলিয়া দিল, যেন সকল দ্রব্যই তাহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে (বেল্, সাইকে, নেট-সি, নাক্স)। মাথায় এত তীব্র যন্ত্রণা হইতে থাকে যেন সে মনে করে কেহ হাতুড়ি দ্বারা ঐ স্থানে আঘাত করিতেছে (নেট্রাম-মিউব, টিউবারকু), রোগীর সংশ্রাস বোগ হইবার ভয়। তাহার মস্তকের সম্মুখের দিকে অতিরিক্ত বক্রসঞ্চয় হইবার জন্য তাহার নাক দিয়া বক্র পড়ে, নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে পব মাথার যন্ত্রণাব উপশম (বিটফো, ম্যাগ-সালফ, র্যাফেনাস)। ফেরাম-ফস্, বালকদেব প্রদাহিত শিরঃপীড়ার মূল্যবান ঔষধ। বালকগণ বোজের ভিতর ছুটাছুটি করিয়া শিরঃপীড়া দ্বারা যখন আক্রান্ত হয় তখন ইহা অ্যান্টিম-ফ্রুড ও ব্রাইওনিয়ার দ্বায্য কার্য্য কবে, রোগীর মাথার যন্ত্রণা যখন খুব বেদী হয় তখন সে চোখে কিছু দেখিতে পায় না, মাথা নোয়াইলে চক্ষু বাতির হইয়া পড়িলে এক্রপ বোধ, কোন কোন রোগীর চক্ষু কোণে বক্র জমিয়াও থাকে। ঋতুমতি যখন অত্যধিক শ্রাব হইয়া তাহার মস্তক শীর্ষ অত্যন্ত ভারী ও বেদনায়ুক্ত হয় তখন ইহা দ্বায্য উপকার দর্শে।

সংক্রাস বা এপোপ্লেক্সিস রোগে প্রথমাবস্থায় যদি মুখমণ্ডলের আরক্ততা, পাণ্ডুরতা, গণ্ডস্থলের ধমনীদ্বয়ের দৃপদপানি থাকে ও মাথা শিবাসকল ভুলিয়া উঠে তখন ফেরাম ফস্ অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রদাহজনিত পীড়ায় বস নিঃসরণ হইবার পূর্বে ইহা ব্যবহার্য্য। প্রদাহিত পীড়ায় ফেরামেব (ক) প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ, (খ) উক্ত স্থান উত্তপ্ত (গ) এবং দৃপদপানিযুক্ত থাকিলে (ঘ) কোন রোগীর প্রদাহিত স্থানে জ্বালাও থাকে।

চক্ষুরোগ:—চক্ষুর প্রদাহে প্রথম অবস্থায় যখন চক্ষু লালবর্ণ ও বেদনায়ুক্ত হয় অর্থাৎ চক্ষুপ্রদাহ হইয়া পূজ্জ জন্মিবার পূর্বে ব্যবহার্য্য। হাম, বসন্ত বা অন্য কোন উদ্ভেদজাতীয় রোগে চক্ষুপ্রদাহ থাকিলে রোগী অনবরত বলিতে থাকে, তাহার চোখের ভিতর বালুকণার দ্বায্য পদার্থ বহিয়াছে সেইজন্য জ্বালা সহ করিতে পারে না। অল্পনি ও কর্ণিয়ায় ফোড়া দি উঠিবার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। চক্ষুরোগে ফেরাম-ফসের লোশনও বেশ কার্য্য করিয়া থাকে।

সর্দি:—ফেরাম-ফসের সর্দিপ্রবণতা খুব, বাহাদের সামান্য কারণেই সর্দি হইয়া নাসিকা হইতে জলের দ্বায্য শ্রাব নির্গত হয় ও অনবরত হাঁচি দেখ তাহাদের পক্ষে উহা ফলপ্রসূ।

কারণ যাহাই হউক না কেন হঠাৎ যদি কাহারও নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে তবে ফেরাম উপযোগী। বক্তৃহীন, ক্ষয়রোগী ও এপোপ্লেকটিক রোগীদিগের নাসিকা হইতে সহজেই বক্তৃশাবে—ফেবাম, অ্যাণিকা, অ্যাকো, ক্যালকে-ফস, হ্যামামে, মিলি তুল্য।

দন্তরোগ:—মাটির ফোড়ার প্রথমাবস্থায়, দাঁতের মাটির ও দন্তমূলেব প্রদাহ ও দন্তশূল। দাঁত উঠাইবার সময় যদি রক্তশাব হয়, তাহা হইলে আক্রান্ত স্থানে ইহার নিয়ন্ত্রিত চূর্ণ লাগাইলে বা লোশন দ্বারা কুলী কবিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত পড়া বন্ধ হয়। অতঃপরে কোন কারণবশতঃ দাঁতের গোড়া হইতে অত্যন্ত বক্তৃশাব হইতে থাকিলে আব সেই রক্ত সঙ্গে সঙ্গ জমাট বাধিলে, তথায় অসহ্য যন্ত্রণা থাকিলে ফেরাম-ফস অমূল্য ঔষধ। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় অব—আরক্ততা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ফেরাম-ফস ঔষধ।

টনসিল ও গলা-ক্ষত প্রভৃতি:—টনসিল প্রদাহের প্রথমাবস্থায় যদি জ্বর, মুখের আবক্ততা, ক্ষত নাড়ী, টনসিল লালবর্ণের থাকিলে ফেরাম-ফস উত্তম কার্য্য কবে। ডাঃ স্ফুল্কার বলেন, টনসিল আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ব্যথাম্বিত হইলে ফেবাম-ফসের কুলী দ্বারা অতি শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। প্রদাহযুক্ত গলা-ক্ষতে গায়ক ও বক্তাদিগেব গলা বেদনা, স্ববভঙ্গ ও গলায় ক্ষত হইলে ফেবাম-ফস উপযোগী।

পাক-যন্ত্রের ও উদরের পীড়া:—ফেবাম-ফস রোগী পালসেটিলা ও ইপিকাকের জ্বায অজীর্ণ তৃষ্ণাদ্বা বমন করে। উদরের পীড়ায় সে টাটকা শাকসব্জী, ফল ও 'চা পান' করিতে চায়। বোগীর ক্ষুধাও প্রবল তৎসহ পিপাসাও অত্যধিক। পাকযন্ত্রেব উত্তেজনা প্রভৃতি কারণবশতঃ কখনও বোগীব রক্তবমি হয়, বমির সহিত মাথাব যন্ত্রণা ও গা-বমি-বমি। রোগীর জিহ্বা পুষ্কির। সাধারণতঃ ফেবাম-ফসেব রোগীর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হয়, ইহা গ্রীষ্মকালীন উদরাময় তৎসহ বমির ভাবযুক্ত। নিউমোনিয়ার সহিত হলুদবর্ণের পাতলা উদরাময় থাকিলে এবং দাঁত উঠিবার সময় শিশুদিগের প্রবল জ্বরের সহিত উদরাময়, জলপিপাসা, তড়কা, চোখ মুখ বসা এবং জিহ্বা পরিষ্কার থাকিলে, ইহা বিশেষ উপযোগী।

প্রদাহ ও স্ফোটক:—সর্বজাতীয় প্রদাহের ও প্রদাহযুক্ত পীড়ার প্রথম অবস্থায় ফেরামের কথা চিন্তা কবা কর্তব্য। পীড়ার প্রথমাবস্থায় যখন রোগী শীত-শীতবোধ করে, তাহার অত্যন্ত জল পিপাসা ও অস্থিভতা থাকে তখন ইহাই ঔষধ। যুক্ততবে তরুণ প্রদাহে যখন বেদনা, টাট্যানিও ক্ষতবৎ বেদনা থাকে তখন ইহা ফলপ্রসূ। ফোড়া, ব্রণ ও আঙ্গুলগাড়ার প্রথমাবস্থায় যখন প্রদাহিত স্থান লাল, উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত হয় সেই সঙ্গে প্রবল জ্বর বিগ্গমান থাকে, তখন ইহা প্রযোগে আশান্তীত ফল পাওয়া যায়।

আঘাত:—কোন স্থান হইতে পড়িয়া গেলে, আঘাত লাগিলে, মচকাইয়া গেলে বা কাটিয়া গেলে এই ঔষধ আণিকা ও ক্যালেকুলার জ্বায কার্য্যকরী। কোন স্থান কাটিয়া যদি অত্যন্ত রক্ত বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধের ২x বা ৩x চূর্ণ কাটা স্থানে ছড়াইয়া বাধিয়া দিবে। রক্ত যেমন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইবে সেইরূপ কাটা বাও অতি শীঘ্র শুকাইয়া যাইবে। মচকান স্থানে ফেরামের লোসন তৈরী করিয়া ঘন ঘন প্রযোগ করিতে দিলে আর অপর ঔষধের প্রয়োজন হয় না। তারপর ফুটন্ত তৈল, ফুটন্ত জল বা ভাতের গরম কেনে কোন অঙ্গ বা স্থান পুড়িয়া গেলে এই ঔষধের মলম (ডেসেলিন সহযোগে) তৈরী করিয়া,

অথবা জলপাই বা মসিনার তৈলের সহিত ফেরাম-ফসেব ৩৫ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া (যদি উহা না পাওয়া যায় তবে নাবিকেল তৈলের সহিত) দৃষ্টস্থানে দিলে মস্ত্রের মত ফল পাওয়া যায়। আমার মনে হুগ ক্যাষ্টারিস অপেক্ষা ইহাতে অতি দ্রুত ফল পাওয়া যাইবে। লেখক বহুক্ষেত্রে ফেরাম-ফস ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছেন। যদি পুড়িয়া গিয়া ফোঁকা হয় তবে ফেরাম দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না, তখন কেলি-মিউর প্রযোজ্য।

জ্বর :—সর্বজাতীয় জ্বরের প্রথম অবস্থায় ফেরাম উপযোগী। উহা প্রদাহিত জ্বর, সবিবাম, অবিরাম, আন্ত্রিক, ক্ষয় প্রভৃতি যে কোন জাতীয় জ্বরের প্রথম অবস্থায় ফলপ্রদ। যে কোন পীড়ার সহিত জ্বর থাকুক না কেন, যে পর্যন্ত জ্বর বা বেদনার উপশম না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ঔষধ প্রয়োগ করা চলিবে (মুসলার)। মুসলার আবণ্ড বলেন—মানব শরীরে লোহের অভাব হইতে থাকিলে শরীরে অক্সিজেন অপ্রচুর হইতে থাকে, সুতরাং বোগীর অতিবিক্রমিত গাত্রোত্তাপ, অস্থিরতা, দ্রুত ও পুষ্ট নাড়ী দেখা যায়। সুতরাং এই সময় ফেরাম-ফসের স্ফুটনাত্মক বোগীকে সেবন করিতে দিলে আশ্বে আশ্বে অক্সিজেনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া তাহার বক্তাধিকা, সর্বান্তে বেদনা, অস্থিরতা, পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণগুলি দূর হইয়া জ্বরের উত্তাপ কমিতে আরম্ভ করে। জ্বরের উত্তপ্ততা কমাইতে ফেরামের তুল্য ঔষধ খুব কমই আছে। ফেরামের সহিত আমবা অ্যাকোনাইট, জেলস ও এপিসের তুলনা করিতে পারি। অ্যাকোনাইট অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি, ইহা অত্যন্ত অস্থিরতা, কাতরতা, পিপাসা ও মূত্ৰাভাব আছে এবং ইহা বোগের প্রথম অবস্থায়ই বেশী ব্যবহৃত হয়, ইহা যেরূপ কাতরতা ও মূত্ৰাভাব আছে ফেরামের সেইরূপ নাই। জেলসের রোগী ঘুম-ঘুমন্তাব ও উত্তেজনা খুব; ফেরাম বোগীর ঐকপ ঘুম-ঘুমন্তাব নাই। এপিস বোগীর সংজ্ঞাহীনতার সহিত গাত্রদাহ ও ছটফটানি থাকে কিন্তু ফেরামের সংজ্ঞাহীনতার সহিত ছটফটানি থাকে না।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া :—যে সকল ব্যক্তি অতিবিক্রমিত শ্বাসযন্ত্রের চালনা করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে বা যাহারা উচ্চস্বরে গান ও বক্তৃতা করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া বসেন (সিলিনিষাম) তাহাদের পক্ষে ফেরাম-ফস অতি চমৎকার ঔষধ। তাহার গলাভিত্তিক অত্যধিক শ্লেষ্মা জন্মে ও প্লুরার প্রদাহ হইয়া যেরূপ স্ফূর্তিবিদ্ধবে বেদনা হইতে থাকে সেইরূপ বেদনাদি ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রদ (কেলি-বাইট, ব্যানা-বাল্বো, বিউমেক্স)। ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, নিউমোনিয়া ও প্লুরিসি বোগের প্রথমাবস্থায় ফেরাম-ফস চমৎকার কার্য করে, ঠিকমত প্রয়োগ করিতে পারিলে যোগ আর দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না। বৃদ্ধ ও শিশুদিগেব ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়ায় ইহা অধিক উপযোগী ঔষধ। শ্বাস-প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট হইলে এই ঔষধের ৩৫ চূর্ণ ঘন ঘন দিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র যন্ত্রণাদায়ক আক্কেপিক কাসি। বোগী সম্মুখেরদিকে হইলে, নিজে বা অন্য কেহ তাহার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে তাহার ভীষণভাবে কাসি হইতে থাকে (লাকে)। আক্কেপিক কাসিস সহিত বোগীর প্রস্রাব ছিটকাইয়া পড়ে। হপিংকাসিতেও ফেরাম ব্যবহার করা চলে, যদি কাসির সহিত শিশুর উকি উঠে ও বমন হয়। আঘাতাদি লাগিয়া বা পড়িয়া গিয়া যদি বৃক্ক চোট লাগে ও কাসির সহিত রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে তবে ফেরাম উপযোগী।

ক্ষয়রোগ :—ফেরাম ও ফসফেটের সংমিশ্রণ থাকিবার জন্য ইহা ক্ষয়রোগের একটা ঔষধ। রোগীর শরীর বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হয় না, সে সামান্য ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। একটু

ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দি কাসি দেখা যায়। তাহার ক্ষুধা আছে বেশ, খাওয়া-দাওয়াও করে বেশ অথচ শরীর মোটেই পুষ্ট হয় না, শরীর শুকাইতে থাকে, গায়ে শক্তি হ্রাস হইতে থাকে। ক্রমিক ক্ষয়প্রাপ্তি; অল্প, ফুসফুস অথবা অন্ত কোন যন্ত্রে ক্ষত ও পচন ইহার বিশিষ্টতা। ক্ষয়রোগীর কাসির সহিত যখন অত্যন্ত বক্ত পড়িতে থাকে ফস্ফোরাস বা অক্সালিক ঔষধেও যখন রক্ত বন্ধ হয় না তখন ফেরাম-ফসেব নিম্নশক্তির কয়েক মাত্রা অতি চমৎকারভাবে রক্ত বন্ধ কবিত্তে সমর্থ হয়, অবশ্য ক্ষয়বোগীর বর্দ্ধিতাবস্থায় ইহার আবোগ্যদায়িনী শক্তি আছে কিনা বলা শক্ত, ভবু বোগের তরুণ অবস্থায় ফেরাম অপরাপব ক্লেশাদি দূর করিয়া বোগীকে অত্যন্ত আশা দান কবিত্তে পারে।

হাম, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির প্রথমাবস্থায় কার্যকরী।

রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্রের পীড়া :—রক্তবহা নালী প্রদাহ, সেই সঙ্গে অত্যধিক জ্বর ও ক্রত নাড়ী; হৃদযন্ত্রের দপ্পদানি, ধড়ফড়ানি প্রভৃতি, কার্ডাইটিস্ ও পেরিকার্ডাইটিস্ প্রভৃতি পীড়ার প্রদাহিত অবস্থায় যখন রক্তে লোহিত কণিকাব অভাব হয় তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য্য, পবে কাল্কেরিয়া প্রয়োগ বিধি।

গর্ভাবস্থার পীড়া ও প্রসবাস্তিক পীড়া :—গভিণী প্রাতঃকালে গা-বমি-বমি ও বমন, বমনে তুচ্ছদ্রব্য সমস্তই উঠিয়া যায়। কখনও আহাব করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাগ বনি হইয়া যায়। প্রসব হইবার পর “হ্যার্টাল ব্যাথা” ইহা উত্তম ঔষধ। প্রসবের পবে ফেরাম-ফস প্রয়োগ কবিলে প্রসবাস্তিক অবব ভা থাকে না (আণিকা), সুতবাং প্রসবের পবই রোগিণীকে ২৪ দিন ফেরাম-ফস প্রয়োগ কবিত্তে দেওয়া ভাল।

শুন-প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ফেরাম দিলে “চুঙ্ক-জ্বর” হইবার ভয় থাকে না।

জীর্ণনেন্স্রির পীড়া :—জবাযু ও যোনিবারেব প্রদাহের সহিত জ্বর ও বেদনা থাকিলে ফেরাম-ফস ফলপ্রদ। বাধক বেদনাব সহিত অনবরত প্রস্রাব কবিবার ইচ্ছা, জবাযুতে রক্তাধিকা হইয়া আক্ষেপিক বেদনার সহিত বোগিণীর মুখ চোখ লালবর্ণের হয়, ১০২সহ ক্রত নাড়ী (বেল)। ফেরামের ঋতুশ্রাব প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তব হয়, ঋতুব সময় পেটে ও কোমবে ভয়ানক বেদনা, ঋতুশ্রাব অত্যধিক তৎসহ মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা, যোনি-প্রদাহ ও যোনিব অত্যন্তরহু জৈমিক ঝিল্লী বক্ততাবশতঃ সহবাস করিতে অনিচ্ছা, কারণ সহবাসে বেদনা ও আক্ষেপের বৃদ্ধি।

মূত্র :—প্রস্রাববাবের মুখ বন্ধনকারী স্ফিংটার পেশীর শিথিলতাব জন্ত প্রস্রাব ধারণে অসমর্থ, সেইজন্ত রোগীর অনবরত প্রস্রাব করিবার আকাঙ্ক্ষা, সিষ্টাইটিস পীড়ার প্রথমাবস্থায় যখন প্রস্রাব করিতে আলাবোধ, কিডনী উপরও যখন আলা ও বেদনা অহুতব কবে তখন ইহা কার্যকরী। প্রস্রাবকালীন পেশীসমূহ এত শিথিল হইয়া যায় যে, প্রস্রাবের ইচ্ছা না থাকিলেও সে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিয়া ফেলে। প্রত্যেক্তবাক্স কাসির সময় মূত্র ছিটকাইয়া বাহির হয়। শিশুদিগের বিছানায় প্রস্রাব করা এই ঔষধে দূর হয়, এমন কি অনেক জীলোক শিশুদিগের ছায়া বিছানায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে—তাহাদের মূত্রথলীর পেশীর শৈথিল্য ফেতু বিছানায় প্রস্রাব করে।

প্রবল জরের সময় যখন শিশুদিগেব প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ফেরাম-ফস দিলে উপকার দর্শে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—নীতল বায়ু, উষ্ণ পানীয়, চা পান ও মাংস, কটী ইত্যাদি আহাবে, স্পর্শ ও ভোর ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে রোগের বৃদ্ধি; উষ্ণ ঘরে ও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে রোগ যন্ত্রণার হ্রাস।

বাহ্যিক প্রয়োগ :—ফোড়া, প্রদাহ প্রভৃতির উপর এই ঔষধের লোশন, কোন ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া রক্তপাত হইলে, আঙুনে বুড়িয়া গেলে ইহার নিম্নশক্তির চূর্ণ আক্রান্ত স্থানে ছড়াইয়া দিবে।

শক্তি :—ডাঃ সুস্লামার এই ঔষধের ৩x হইতে প্রয়োগ করিতে বলেন। ৩x, ৬x, ১২x, ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্ধ্ব শক্তি ব্যবহার্য্য।

ফেরাম-ব্রোমেটাম (Ferrum Bromatum) ।

ব্যবহারস্থল :—আঠা আঠা ও হাজিয়া যাওয়া শ্বেতপ্রদব ; জ্বায়ু নিম্নগামী ও ভাবী, মস্তিষ্কে অসাড়াভাব, রক্তাৱতা, অতিশয় দুর্বলতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

রোগীর মাথার যন্ত্রণা এরূপ আকার ধারণ কবে যেন তাহাব মস্তক পশ্চাৎ হইতে মস্তক-শীর্ষ কেশ পর্য্যন্ত অসাড়া হইয়া গিয়াছে। রাত্রি ২টার সময় তাহাব ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সে মনে করে তাহাব মূত্ৰ আসন্ন, তাহাব মাথাটি যেন চতুর্দিকে বাড়াইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাহাব কাণ দুইটি যেন উচু হইয়া উঠিতেছে, তাহার চক্ষুর উপবেশ পাতা দুইটি এত ভাবী মনে কবে যে সে কাহারও দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পাবে না।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬ ক্রম।

ফেরাম-ম্যাগ্নেটিকাম (Ferrum Magneticum) ।

ব্যবহারস্থল :—হৃদে ক্ষুদ্র আঁচিল, খাইবাব সময় পেট ফাঁপিয়া উঠা, তারপর অবসাদ, তাহার উপর পেটে বেদনা, বিশেষতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসে বেদনা বেশী বোধ। পেটের ভিতর ভূত্‌ভাট করা ও কিছু নড়িয়া বেড়াই বোধ, পেটফাঁপার সহিত তরল বাহ্যে, পুনঃ পুনঃ বায়ু নিঃসরণ। এই ঔষধ অস্ত্রের নানাবিধ পীড়ায় ব্যবহার্য্য। পক্ষাঘাতবৃত্ত দুর্বলতায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ফেরাম-মেটালিকাম ।

(Ferrum Metallicum or Ferrum Redactum.)

পরিচয় :—ইহা লৌহ বা চলুতি কথায় লোহা (ধাতু বিশেষ)। লৌহ সর্বজন পরিচিত। এই লৌহ বহু যুগ যুগান্তর হইতে আমাদের আয়ুর্কোদার্ধ্যগণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা রক্তশূন্যতার জন্য এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ লৌহ রক্তশূন্যতার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফেরাম প্রমেহ বিষয় (এন্টিসাইকোটিক) ও কচ্ছবিষয় (এন্টিসোরিক) ঔষধ। ফেরাম খনিজ পদার্থ। ইহার অপর নাম ফেরাম-হাইড্রোজেনিও-রেডাক্টাম। জানেমান স্বয়ং এই ঔষধ প্রথম প্রভিৎ করেন। ফেরাম প্রথম ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণন পদ্ধতিতে প্রস্তুত করিয়া অরিষ্ট করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—রক্তাৱতা, শরীরের তেজস্ব তরল পদার্থের নিঃসরণ হেতু রক্তহীনতা ও দুর্বলতা, ক্লোরোসিস বা মূত্‌পাতুরোগ, ক্ষয়কাসি, ক্ষয়জ্বর, স্বরভঙ্গ, হাঁপানি, নিম্পন্দন বায়ু, তাণ্ডব,

শিল্পবা, অতিসার, অসাড়ে মূত্রত্যাগ, হৃদকম্পন, হৃদপিণ্ডের বিবিধ পীড়া, মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, গলগণ্ড, বক্ত্রাশ্ব, প্রমেহ, মূত্রনলী ও মূত্রপিণ্ডের পীড়া, ন্নায়ুশূল, মূত্রধাবণে অক্ষমতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদ্বাসময়, আভ্যন্তরিক বহুবিধ রক্তেব পক্ষাঘাত, গভিণীর বহুবিধ উপসর্গ, রক্তোবিরূতি, নানাবিধ কাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী। কুইনাইন ও চা অপব্যবহারের ফলফল, বিষম জ্বর, শোথ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল।

ক্রিয়ামূল :—লৌহের ক্রিয়া প্রধানতঃ বক্তের উপরই বেশী। এই জন্ত বোগীর পরিপোষণ-মণ্ডলের দুর্বলতা বিধান ও বিকাব উৎপন্ন হয়। তাহার মস্তক, ফুসফুস, বস্তিকোটরে রক্তসঞ্চয়, মূত্রমার্গ ও মূত্রাধারদ্বীবা উপদাহ জন্মে। লৌহ যাহারা সেবন করে অর্থাৎ যাহারা লৌহকণা মিশ্রিত ঝর্ণাব জল পানে অভ্যস্ত তাহাদের কতকগুলি রোগ দেখা যায়। নানাবিধ পুণাতন পীড়া দ্বাবা তাহাবা বিব্রত থাকে, যথা—পক্ষাঘাত সদৃশ সর্ভাকীন বা একাকীন দুর্বলতা, হস্তপদে অত্যন্ত বেদনা, পেটেব নানাবিধ বোগ, ক্ষয়জাতীয় পীড়া, ক্ষয়কাসি, রক্তশ্রাবী কাসি, পেশীর উত্তাপের হ্রাস, ঋতুলোপ, গর্ভপাত, পুংজননেজ্রিয়ের দুর্বলতা, বন্ধাত্ত, মুংপাণ্ডুরোগ প্রভৃতি দেখা যায়।

মন :—বোগী বা বোগিণী অত্যন্ত অসহিষ্ণু, সামান্য প্রতিবাদও তাহার সহ্য হয় না, তাহার কথার উপর বা কোন বিষয়ে কেহ মন্তব্য প্রকাশ কবিলে সে চটিয়া যায়, সামান্য শব্দে সে শিহবিয়া উঠে, এমন কি কাংজেব খড়খড় শব্দে তাহাব ন্নায়ু উত্তেজিত হইয়া উঠে (‘আস’, বেল, কফি, ট্যারেট)। কোনও যাতনা, মানসিক আন্দোলন, উত্তেজনাপূর্ণ কথা বা শব্দ, বায়ুপ্রবাহ, চলন্ত গাড়ী, প্রবল শ্রোতযুক্ত নদী ইত্যাদি দেখিলে বোগী তখনই যেন কেমন হইয়া যায়। মনেব ও শরীরেব অসহিষ্ণুতা—তাহাব না আছে সমতা না আছে ধৈর্য। তাহার শরীরে রক্ত নাই অর্থাৎ যেন খুবই বক্ত আছে এরূপ মনে করে; তাহাব ন্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল অথচ সে সকলকে দেখায় যেন তাহাব ন্নায়বিক শক্তি কত; শরীরে শক্তিব অভাব হেতু চলা-ফেরা করিতে পাবে না অথচ লোককে দেখাইবে বেশ আছে।

রক্তস্বল্পতা :—বক্তাল্পতায জন্ত ফেরাম একটি সর্বজন পরিচিত ঔষধ। রক্তহীনতায জন্ত প্রত্যেক মতের চিকিৎসকগণই লৌহ ব্যবহাব কবেন; তবে বেশী মাত্রায় বা মাত্রাধিক্য হইলে রোগীব উপকার হয় বটে, তবে বহুক্ষেত্রে অপকাবটাই দেখা যায় বেশী। হোমিওপ্যাথিক মতে রক্তাল্পতার জন্ত বহু ঔষধ আছে, যথা—চায়না, পালসেটিল, ক্যালকেরিয়া, সেনা প্রভৃতি। তবে ফেরামের রক্তস্বল্পতাব একটি বিশেষ ভাব আছে—রোগিণীর মুখেব বর্ণ ফ্যাকাসে কিন্তু কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা উপস্থিত হইলে তাহাব মুখ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জল লালবর্ণে ধারণ কবিকে। রক্তহীনতার সহিত তাহার ঘন ঘন শিরঃপীড়ার আক্রমণ উপস্থিত হয়, সেই সঙ্গে থাকে তাহার মস্তক উত্তপ্ত, হস্ত পদ শীতল ও জলপূর্ণ ক্ষীততা, অতি সহজেই সে উত্তেজিত হয়, ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য হয় না।

ক্লোরোসিস বা হরিৎপাণ্ডুরোগেও এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রসূ। রক্তহীনতায যের যে লক্ষণ থাকে ইহাতেও তাহাই থাকিবে; অধিকন্তু তাহাব ধ্যাকুলতা, ক্ষুধামান্দ্য, মুখ ও মুখমণ্ডলের ক্ষীততা, আহারের পর অথবা মধ্যরাত্রে বমনেচ্ছা বা বমন, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা এমন কি মনে করে যেন প্রাসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অল্প পরিমাণ দানা দানা ঋতুশ্রাব হয়, কোন কোন রোগিণীর রক্তলোপ হয়, যাহাদের ঋতু লুপ্ত হইয়া যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের নাসিক্কা হইতে বা ফুসফুস হইতে রক্তশ্রাব হয়, আবার কাহারও খেতপ্রদর বিত্তমান থাকে।

ফেরামের পর পালস, সিপিষা, গ্রাফা, ফলপ্রদ। ডাঃ লড্‌ল্যাম ক্লোরোসিস রোগীগণকে ফেরি-সাইট্রেট ও ফেরি-ষ্ট্রীফনিয়া প্রয়োগ করিতে বলেন। কিন্তু ক্লোরোসিস রোগের সহিত অর, শোথ অত্যধিক দুর্বলতা থাকিলে আর্সেনিক বা ফেরি-আর্স বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

যক্ষ্মা :— পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, যাহাবা অতিমাত্রায় লৌহ সেবন করে বা যে সকল জলশ্রোতের ভিতর লৌহেব মাত্রা অধিক আছে, সেই সকল জলপান করিলে ফুস্‌ফুস হইতে বক্ত্রাব হইয়া যক্ষ্মারোগে পবিণত হয়। যক্ষ্মারোগী যদি রক্তহীনতা, উদরাময়, পদ্বয়েন শোথ, শীর্ণতা ও গগারের ভিতর বক্ত্র থাকে তাহা হইলে ফেবাম-মেট অতি চমৎকার ঔষধ। তবে ডাঃ কিড্‌ বলেন, যক্ষ্মাবোগীর গলার ভিতর স্ফুস্ফুড্‌ কথিয়া অনবরত কাসি, বক্ত্রস্থলে বেদনা ও গগারে বক্ত্র বাহির হইলে অপরাপন ঔষধ অপেক্ষা, ফেরাম-অ্যাসিটেট ফলপ্রদ। ডাঃ কাউপারথোয়েট বলেন, যে সকল হৃৎপিণ্ডেব থাইসিস্‌ রোগে বক্ত্রস্থলে দ্রুত পরিবর্তনশীল বেদনা, অতি সহজে তাহাব মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া, নাসিকা হইতে রক্ত্রাব, শ্বাসকষ্টতা, হৃৎকম্প, গলার ভিতর স্ফুস্ফুড্‌ করিয়া অনবরত কাসি, গগারে পাতলা, ফেনিল ও উজ্জল লালবর্ণের রক্ত্র প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ফেরাম-মেট দ্বাবা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। ফেরাম-মেট বেশী বয়সেব লোকের যক্ষ্মা অপেক্ষা অল্প বয়সেব লোকদিগেব যক্ষ্মারোগে বেশী ফলপ্রদ।

রক্ত্রাব :— রোগী বা রোগিনী দেখিতে মোটা সন্দেহ নাই কিন্তু সামান্য একটু পরিপ্রমেই হাঁপাইয়া পড়ে ও রক্ত্রাব হয়।

রক্ত্রাব ও রক্ত্রবমন :— ফেবাম শরীরের যে কোন দ্বারেব রক্ত্রাবে ফলপ্রদ ঔষধ। ইহাব রক্ত্রাব যে স্থানেবই হউক না কেন ইহার কতক রক্ত্র খুব লাল, উজ্জল ও তরল এবং কতক জমা কালবর্ণের রক্ত্র, বোগিণীর মুখমণ্ডল ক্যাকাসে, যেন রক্ত্রের লেশমাত্র তাহার মুখে নাই কিন্তু সামান্য উত্তেজিত হইলে পর মুখমণ্ডল লালভাবুক্ত হয়। বক্ত্র বমনের পর তাহাব শুষ্ক কষ্টদায়ক কাসি এবং সেই কাসি কোন গবম পানীয় পান করিলে পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফেবামের সহিত ইপিকাক ও চায়নার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইপিকাকের রোগী ফেবামের দ্বাবা স্বরক্ত্র বা দুর্বল নহে, তবে ইহাতে উজ্জল লালবর্ণের রক্ত্র বাহির হয় তৎসহ ফেবামের দ্বাবা উচ্চ ও দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস পড়িতে থাকে, বমন ও বিবিষা থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। চায়নার রোগিনীও অত্যধিক দুর্বল ও হীনরক্ত্র। শরীরস্থ তেজস্কর দ্রব্যের অপচয় জন্মাই সে বেশী দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার রক্ত্রাবও অত্যধিক হয়। ফেরাম-মেট সাধারণতঃ চায়না ও ইপিকাকের মধ্যবর্তী লক্ষণে প্রযোজ্য। ক্রোমাকালেও প্রচুর রক্ত্রাব দম্‌কে নিঃসৃত হয়। ইহার রক্ত্র দড়ির দ্বাবা ঝুলিয়া পড়ে, তৎসহ গা-বমি-বমি ও জোরে জোরে নিশ্বাস পড়া আছে। ইহাব রক্ত্র কিন্তু ইপিকাক, চায়না ও ফেরামো দ্বাবা উজ্জল লালবর্ণের নহে।

বাত্ত :— লৌহ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে পর দেখা যায় যে, এক জাতীয় বাত্তজ বেদনা উপস্থিত হয়। ইহার বাতের বেদনা রাত্রে বেশী হয়, চলিয়া কিরিয়া বেড়াইলে উপশম। রাস-টক্স রোগীর বাতের বেদনাও রাত্রে বাড়ে ও বেড়াইলে উপশম দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই, ফেরাম রোগী রক্ত্রশূন্য ও পায়ের বেদনা হয় তরুণ। ফেরাম রোগীর বামদিকের কাঁধের সন্ধিস্থলে বেদনা হইয়া ঐ স্থান অসাড় হয় ও সে বাহ্য নাড়িতে পারে না। ডাণ্ডিকের স্বক্ষসন্ধিতে বেদনা (স্ফাইনোরিয়া)। কুঁচকী হইতে উরুদেশ পর্যন্ত হলকোচীনবৎ

বা ছেদনবৎ বেদনা, রাত্রে বেশী হয়, ধীরে ধীরে বেড়াইলে উপশম এবং বিশ্রামকালে আক্রান্ত স্থানে খিলখিলাবৎ বেদনা।

ঋতুশ্রাবঃ—নিয়মিত সময়ে বহুপূর্বে হয় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী প্রচুর রক্তশ্রাব হইয়া থাকে, সেই সঙ্গে তাহার ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল লালবর্ণ ধারণ করে। কোন কোন রোগিণীর এক্রপণ দেখা যায় যে, শ্রাব হইতে হইতে হঠাৎ খামিখা ২১৩ দিন রহিয়া পুনরায় বেগে বক্তপাত হইতে থাকে। রোগিণী একে স্বল্পরক্ত ও দুর্বল, প্রচুর রক্তশ্রাবের পব সে আবণ্ড দুর্বল হইয়া পড়ে। ঋতু আসিবার কয়েকদিন পূর্বে হইতে তাহার অসম্ভব মাথাব্য যন্ত্রণা হইতে থাকে (কার্কো-ভে, ল্যাক্কে, নেট্র-কা, নেট্র-মি)। ইহার রক্ত ফিকে জলের স্রাব, উজ্জ্বল লালবর্ণের, রক্ত শীঘ্র জমিয়া যায়।

প্রদরশ্রাবঃ—দেখিতে জল মিশ্রিত দুধের স্রাব, যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায় ও জ্বালা করে। সঙ্গমকালে যোনি মধ্যে জ্বালা ও স্খবোধেব অভাব।

পুংজননেন্দ্রিয়ঃ—ধ্বজভঙ্গ, যাহাবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা করিয়া ক্রীড় লাভ করে, তাহাদের ঋতু ফেরাম-মেট বিশেষ ফলপ্রদ। বোগীর রাত্রে বেতঃপাত হয়। বেতঃপাত হইয়া অন্ত্যস্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে অ্যাসিড-ফস, চাযনা ফলপ্রদ। বোগীর বেতঃপাতের পব মাথাব্য অসম্ভ যন্ত্রণা, মনে হয় যেন কেহ হাতুড়ী দ্বারা তাহার মাথাব্য বা লাগাইতেছে (ক্যাল্কে, নেট্র-মি)।

• **শিরঃশীড়াঃ**—বোগী মনে করে যেন তাহার মাথা জলে পূর্ণ হইয়া আছে। 'সে' কোন নদী, খাল, সমুদ্রের উপব দিয়া যাইবার সময়, কোন পুল বা সাঁকোর উপর দিয়া যাইবার সময় বা সিঁড়ি দিয়া নীচে নাগিয়ার সময় তাহার মাথা ভয়ানকভাবে ঘুরিতে থাকে, এত ঘুৰায় যেন সে সমুখেরদিকে পড়িয়া যাইবে বোধ। তাহার মাথাব্য যন্ত্রণাও হইতে থাকে, যন্ত্রণায় সে মনে করে যেন বহু হাতুড়ী দ্বারা কেহ তাকে আঘাত করিতেছে (নেট্রাম-মি, ক্যাল্কে, অ্যামন-মিউব)। মাথার যন্ত্রণার জন্ত বোগী শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয়, তাহার প্রতি দুই বা তিন সপ্তাহ অন্তব, তিন চারি দিন স্থায়ী মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকে; মাথাব্য যন্ত্রণা এত তীব্র হইতে থাকে যে, উহা দস্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং বেদনাব সময় রোগীব হাত-পা ববফের স্রাব, শীতল হইয়া যায়। তাহার মাথার দুইদিকের শিরোগুলি ফুলিয়া উঠে, কেহ মাথাব্য হাত দিলে বা কেহ স্পর্শ করিলে সম্ভ করিতে পাবে না। দুপুরবাত্রেব, পব ও রাত্রিশেষে মাথাব্য যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

• **জ্বরঃ**—ম্যালেরিয়া জ্বরে লোহের ব্যবহার সর্বচিকিৎসা-শাস্ত্রে আছে। কুইনিনেব অপব্যবহারজনিত ম্যালেরিয়া জ্ববে ফেরাম উপযোগী। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তাহার শীতবোধ, মধ্যে মধ্যে কম্পাভব, শীতের সময় রোগীর মুখমণ্ডল গরম ও লাল হয়, জল পিপাসা খুব। সন্ধ্যাবেলা একপ্রকার শুষ্কজাতীয় উত্তাপ দেখা দেয়, তখন সে গায়ে কোন ঢাক্তা রাখিতে চায় না, তখন কথাবার্তা বলিলে ও কিছু আঁহাৱাদি করিলে উপশম। দিনেরবেলা কোনরূপ নড়াচড়া করিলে, রাত্রিকালে ও উষাকালে বিছানায় শুইয়া থাকিলে তাহার প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী আঠা আঠা বর্ষ হয় এবং অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে তাহার যে বর্ষ হয় উহা বিশ্রী গন্ধবিশিষ্ট। আবার কোন কোন রোগীর প্রতি তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত প্রচুর বর্ষ হইয়া থাকে উহা কাপড়ে বা বিছানায় লাগিলে হলদে দাগ পড়ে এবং ঘামেব

সময় তাহার সকল প্রকার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। যে সকল সবিরাম বা ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন অপব্যবহারের ফলে বোগীর তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মাথাার যন্ত্রণাসহ গ্নীহার বৃদ্ধি ও বেদনা, হাতে ও পাখের শোথ, দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ বিद्यমান থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ফেরামের অপরাপর লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে ইহাই ঔষধ।

ড্রাস-বুদ্ধি :—চঠাৎ দেহ সঞ্চালন কবিলে বা দ্রুত চলাফেরা করিলে অথবা শুইয়া পড়িলে (ইপানি), চঠাৎ দাঁড়াইলে, পুলের উপর দিয়া যাইবাব সময় বা জলের শ্রোতেরদিকে তাকাইলে, সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে গেলে ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি। দীরে দীরে মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইলে এবং ইপানি বোগী গরম বায়ুর ভিতর বুক খুলিয়া রাখিলে রোগের উপশম।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x, ৩, ৬, ৩০, ২০০ ক্রম।

ফেরাম-মিউরিয়েটিকাম (Ferrum Muraticum.)

ব্যবহারস্থল :—রক্তবোধ, যে সমস্ত যুবক ও যুবতীদিগের যৌবনাগমে তাহাদের প্রচুর রক্তপাত হওয়া বা প্রস্রাব হওয়া, উদরাময়ে মলিনবর্ণের জলের ন্যায় মল, ডিপথিবিয়া, পাইলাইটিস (মূত্রাশয়প্রদাহ), রক্তহীনতা, মলিন জমাট রক্ত যক্ষ্মারোগীর কাসির সহিত নির্গত হয়। ক্লীবত্ব, রোগীর ডাণ্ডিকের কাঁধে ও কনুইএ বেদনা এবং বেদনার পর ঐ স্থানে খিলখিলার মত বেদনা হয়। রক্তশূন্য রোগীর প্রস্রাবে উজ্জল চকচকে পদার্থ নিঃসৃত হয়।

শক্তি :—খাইবার পর্ব ৩x ক্রম ব্যবহার্য।

ফেরাম-সাইট্রিকাম (Ferrum Citricum.)

ব্যবহারস্থল :—নেফ্রাইটিস রোগে যখন রোগী অত্যন্ত রক্তশূন্য হইয়া পড়ে, শরীরের একজাতীয় দাগ ইহা দ্বারা আবোগ্য হয়। হরিত পাণ্ডুরোগেও ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়।

ফেরাম-সায়ানেটাম (Ferrum Cyanatum.)

ব্যবহারস্থল :—নিউবোসিস (বায়ুমণ্ডলীয় নানাবিধ রোগ), মৃগী, বুকজ্বালা সেই সঙ্গে গা-বমি-বমি-পেটকাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ফেরাম-সালফিউরিকাম (Ferrum Sulphuricum.)

ব্যবহারস্থল :—পিত্তকোষে বেদনা, দন্তবেদনা, অগ্নরোগ, আহাৰ্য্য জ্বাৎ বমন, হরিত পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী।

ফ্যাগোপাইরাম-ইস্কিউলেণ্টাম (Fagopyrum Esculentum) ।

ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ চর্মপীড়া, আঁচিল, নাকেব ক্ষত, গলার ক্ষত, উদরাময়, চক্ষু ব রোগ, মাথাব যন্ত্রণা, যকৃতের পীড়া, হৃদযন্ত্রের পীড়া, ধমনী ব স্পন্দন, বৃক্মালা প্রভৃতি রোগে উপযোগী । ফ্যাগোপাইরাম বোগীর ঐবার উভয় দিকে ব ধমনী বাহির হইতে দেখা যায় । নানাবিধ চর্মবোগ, যথা—একজিমা, ইরিসিমা (অকণিকা) এবং প্রত্যঙ্গাদিব ভাজের মধ্যস্থিত স্থানে বা হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় ।

ইহাব মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক ; মাথার যন্ত্রণায় রোগী মনে করে যেন তাহাব মাথা দুই-থ ও হইয়া বাইতেছে । তাহাব মাথা ক্বে পিছন হইতে পেষণ করিতেছে একুপ যন্ত্রণা, সেইজন্ত তাহার চোখ দুইটা বাতিব হইয়া পড়িবে বোধ । ইহার রোগীব বগলে বিস্ত্রী গন্ধ । বোগীব সর্বদা হাই উঠে ও ঘুম পায় ।

শক্তি :—নিম্নক্রমই ব্যবহায্য ।

ফ্যাবাইনা (Fabina) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ যন্ত্রণায়ুক্ত প্রসাব বা মূত্রক্লন্ত, প্রমেহ বোগেব লক্ষণাদি, পাথুরী ও মূত্রাশযী গ্রন্থিব স্লেয়াশাবে উপযোগী ।

ফ্যাগেরিয়া (Fragaria Vesca) ।

ব্যবহারস্থল :—শোথ, পৈত্তিক ভাব, ফোড়া, বিসর্পাদি ও আমবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । রোগী মনে কবে তাহাব জিহ্বার উপর কাঁটা কাঁটা উদ্ভেদ বাহির হইয়াছে, তাহার জিহ্বা ফুলিয়া গিয়াছে । প্রস্থতিদিগের স্তনেব আকারের থর্কতা ও ছত্বেব পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহৃত হয় । পবিপাক যন্ত্র ও গ্রন্থি বিশেষের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া দেখা য় । ইহা ব্যবহারে পাথুরী হইতে পাবে না, বাত আক্রমণ বন্ধ থাকে এবং দাঁতের অনাবশ্যক চটা উঠিয়া যায় ও দাঁত ভাল থাকে ।

শক্তি :—মানার টিংচার ৩ ১x ক্রম ।

(Phaseolus) ।

ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ হৃদযন্ত্রের পীড়া, হৃদকম্প, সাংঘাতিক ভাবে হৃদকম্প আরম্ভ হয় যেন মৃত্যু অতি সন্নিকটে, নাজী ক্ষত ও দুর্বল । বহুমূত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে ও সাংঘাতিক জাতীয় শিরঃপীড়ার ক্ষেত্রে উপযোগী ।

শক্তি :—৬, ৩০ বা তদূর্ধ্ব ।

ফ্রানসিসিয়া (Franciscea) ।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশ ও বাতরোগে অত্যন্ত বেদন সমস্ত শরীর অত্যন্ত গরম, ঘর্ম্ম হইবার পর উপশম, মাথা, স্তম্ভি, মেরুদেশ ও কোমরে ব্যথা। মাথাব্যথায় মনে হয় যেন মাথার চতুর্দিকে একটা বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ আছে। তরুণ ও পুরাতন বাতবোগে, জ্বরে-প্রদাহে এই ঔষধে ব্যবহার আছে।

ফ্রাঙ্গুলা (Frangula.) ।

ব্যবহারস্থল :—নানাজাতীয় উষ্মবৈদ্র পীড়া, পেটের শূল, উদরাময়, অর্শ, বিশেষতঃ প্রাচীন অর্শবোগে উপযোগী। বাত ও বাতজ বোগে ইহা সাধাবণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফ্রাক্সিনাস-আমেরিকানা (Fraxinus Americana.) ।

ব্যবহারস্থল :—জ্বায়ুর বৃদ্ধি, জ্বায়ু স্থানচ্যুতি, জ্বায়ু ভিতর স্ত্রবৎ পদার্থের বৃদ্ধি ও স্ত্রবর্ধন, জ্বায়ুর অর্ধরূপ বা আব, সেই সঙ্গে জ্বায়ু নীচেবদিকে নামিয়া আসিতেছে অস্থিত (সিপিয়া, লিলিয়াম), জ্বরট্টো, পায়ে খিলখিলা, যুগপৎ সড়সড় করিয়া শীতের উত্থান ও উত্তাপ বোধ। বাধক, জলবৎ প্রদাহপ্রব। শিশুদিগেব একজিমা বা কাউব রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ।

শক্তি :—মূল অরিস্টের : ০-১৫ বিন্দু দিনে তিনবার সেবা।

ফ্লোরিডজিন (Phloridzin.) ।

ব্যবহারস্থল :—বহুমাত্র রোগীর ক্ষেত্রে এই ঔষধের ৩x শক্তির বিচূর্ণ কার্য্যকরী, ইহা ব্যতিরেকে যকৃতের (latty degeneration of the liver) ও ম্যালেরিয়া রোগে উপকাব দর্শে। ইহা ব্যবহারে বহুমাত্র রোগীর মূত্রে শর্করা বাড়িতে পারে না; ইউরেনিয়াম, সিজিজিয়াম, ল্যাকটিক-অ্যাসিড প্রভৃতি সহধর্ম্মী ঔষধ।

বোজ ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

বার্বারিস-অ্যাকিউফলিয়াম (Berberis Aquifolium.) ।

ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ চর্ম্মরোগ, গোণ উপদংশ রোগের সর্ব্ব অবস্থায়, পুরাতন স্নেহায়ুক্ত রোগে, শ্বাসনলীর সন্ধি, শিরঃপীড়া, যেতপ্রদর, পাকাশয়ের ঘোষের জন্ত সান্নিপাতিক অব, শিত্তদোষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। মূত্র, অর্শ ও ঝড়ুসম্বন্ধীয় গোলবোগসহ যকৃত ও বাতজ্বাতি রোগীক্ষেত্রে ইহা অনেক সময় বেশ কাজ করে।

ক্রিয়াস্থল :—শিব:পীড়াব বোগী মনে করে তাহার কাণের উপরিভাগে একটা বন্ধনী বাঁধা আছে (ইথীয়, আনা, লোবেলিয়া)। পিত্তাধিক্যবশতঃ শিরঃপীড়া ও নানাজাতীয় চর্মরোগে বার্কারিস-অ্যাকিউও ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের মুখমণ্ডলের কর্কশভাব ও অমসৃণতা দূর হয়। মুখে যে সকল ব্রণ হয় তাহা শুষ্ক, ভয়ানক কড়া। মুখেব অর্ধদেও ইহার প্রয়োগ আছে। বোগীব সর্বাঙ্গে একজিমা ও লেণ হয়, ঐ একজিমাগুলিও কর্কশ এবং ব্যাধিবৃত্ত।

শক্তি :—মূল আবক ও ১২, ৩২ ক্রম।

বার্কারিস-ভাল্গারিস (Berberis Vulgaris.)

পরিচয় :—ইহার নাম বাববেবি। ইহাবা একজাতীয় বৃক্ষ। বাববেবি বৃক্ষের বাকল হইতে মূল অবিষ্ট তৈবী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রপাথবী, মূত্রাধারের পীড়া, মূত্রেব নানাবিধ পীড়া, পিত্তশূল, বাধক, কোমরের অত্যধিক বেদন, যকৃতপ্রদাহ, সন্ধিপ্রদাহ, হাঁটুর বেদনা, শ্বেতপ্রদর, হৃদয়ের স্রাব প্রস্রাব, গুরুবাহী নালীর স্নায়ুশূল, যকৃতেব বিবিধ পীড়া, স্রীহার বিকৃতি, যোনিদ্রাবের স্নায়ুশূল, কিডনীর প্রদাহ, কিডনীর শূল প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—বার্কারিসেব প্রধান ক্রিয়াস্থল কিডনী বা বৃককদ্বয় ও পিত্তপ্রণালী। ইহা অতিমাত্রায় সৈবন কবিলে মূত্রপ্রণালী ও পিত্তপ্রণালীতে জ্বালা ও বেদনা অল্পভূত হয়। মূত্রপাথবী বোগে উৎকর্ষে অত্যন্ত বেদনা। যোনিপ্রদাহ ও যকৃতপ্রদাহ রোগে উপযোগী। ডাঃ স্ত্রাস বলেন, যে কোন বোগে রোগী তাহার কিডনীপ্রদেশে অনববত জল-বুদ্বুদ উঠিতেছে মনে করে। গাড়ী হইতে নামিবার সময় ও সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় বেদনা অল্পভব করিলে বা স্পন্দনোষ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য। ডাঃ ডিউই বলেন, কিডনী শূল বা প্রদাহ জন্ত কোমরে অতিবিক্ত বেদনা থাকিলে ইহাই ঔষধ। প্রস্রাবের সময় উরু ও কোমরের বেদনা, মলদ্বারের ভগ্নদর বিশেষতঃ উঠা যদি কাসি বা স্বাস্থ্যের পীড়াব সহিত হয়।

মন :—রোগী মনে ভাবে যে, সকল বস্তুই এমন কি তাহার শরীর পর্যন্ত দ্বিগুণ বড় হইয়াছে (নান্ন-মস)। সে একমনে কোন বিষয়ের চিন্তা কবিতে পারে না, সামান্য কাবণে তাহার চিন্তার স্রোত ভাঙ্গিয়া যায়। সে সকল বিষয়েই উদাসীন, কাহাবও সহিত কথা বলিতে চায় না, সর্কদাই অসন্তুষ্ট ও জীবন বীতরাগ।

পিত্তপাথুরী ও মূত্রপাথুরী :—বার্কারিস উভয়বিধ পাথুরী রোগে ব্যবহৃত হয়, পাথুরী বাহির হইবার সময় অত্যন্ত বেদনা অল্পভূত হয় এবং বেদনায যেন কি বিধিতেছে এরূপ অল্পভব, রোগীর নড়িবার ক্ষমতা থাকে না। কিডনীর স্থানে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা, তথায় আচ্ছন্নতা ও চাপবোধ, বেদনা ঐ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া পায়েরদিকে নামিয়া আসে। ঐ সময় সে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ করে বা ঘন ঘন প্রস্রাব করিতে চায়। মূত্রপাথবী বোগে উপরোক্ত লক্ষণ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

কিডনীর রোগক্ষেত্রে বার্কারিস একটা অমোঘ ঔষধ বলিলেও অসত্য হইবে না। হৃদযন্ত্রের পীড়ার শ্রেষ্ঠ ঔষধ যেমন ডিজিটেলিস, যকৃতের উত্তম ঔষধ যেমন চেলিডোনিয়াম, সেইরূপ কিডনী পীড়ার ক্ষেত্রে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পেরিটোনাইটিস, মেট্রাইটিস প্রভৃতি রোগে বার্কারিসের লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে ইহা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। কিডনী হইতে মূত্রখলি পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলার ভাষ বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভাষ বেদনা, ঐ বেদনা টিপিলে বেশী হয়। আবার কোন কোন রোগীর ঐ বেদনা কোমর পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত হয়, তখন তাহার কোমর বেদনায়ুক্ত, শক্ত ও আড়ষ্ট হয়। কোমরের ব্যাধা ও কিডনীর ব্যাধা রোগীর কোমরে ও কিডনীর ভিতর জঁল বৃদ্ধি করিবার মত লক্ষণ বিद्यমান থাকে। কোমরে থাৎলান বেদনা থাকে। রোগী ব্যাধার জন্ত খোঁড়াইয়া ইঁটে, এমন কি সে যদি বসিয়া থাকে তবে উঠিতে কষ্টবোধ। তাহার কোমরের ব্যাধা মূত্রত্যাগকালে বেশী হয়, কখনও ঐ ব্যাধা উরু পর্য্যন্ত যায়। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ; মূত্রত্যাগ না করিলেও মূত্রনালীতে জালাবোধ। পুৰাতন কোমরের পীড়া ইহা দ্বাৰা আরোগ্য হইয়া থাকে।

যকৃতের পীড়া:—তাহার ডাণদিকের পাজবার নীচে খোঁচান ব্যাধা, ঐ ব্যাধা কখনও কখনও যকৃত হইতে পেটের মধ্য দিয়া পাজরার ভিতর খোঁচা দেয়। সাধারণতঃ পিত্তপাথুরী রোগীর ঐরূপ খোঁচান ব্যাধা থাকে। পূর্ববর্ণিতরূপ প্রস্রাবের লক্ষণ থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

ভগন্দর রোগে রোগী যখন মলত্যাগ করে তখন তাহার গুহ্মদেশ ও তাহার চতুর্দিকে ভয়ানক জ্বালা ও ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা বিद्यমান থাকে অথচ মল নিঃসৃত হয় না। ভগন্দরবেব সহিত কাসি বা শ্বাসযন্ত্রের পীড়া থাকিলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

বাত, সন্ধিবাত ও গিটবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োগ আছে। তবে যখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করা দরকার হইবে, ইহার প্রস্রাবের লক্ষণাবলী ও কিডনীস্থ বেদনাদি লক্ষ্য করিতে হইবে, সেই সঙ্গে বাতাক্রান্ত স্থানে বুজবুজ করা আছে কিনা তাহাও দেখিতে হইবে।

বার্কারিস—নেফ্রাইটিস, নেফ্রাইটিসের কলিক, স্পার্মাটিক কর্ড ও অণ্ডকোষের স্নায়ুশূল এবং পিত্তজ উদরাময় ক্ষেত্রেও উপযোগী।

দ্রাঙ্গ-বৃদ্ধি:—দেহ সঞ্চালনে, দাঁড়াইয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

শক্তি:—১x, ৩x, ৩, ৬, ২০০ শক্তি।

বাজা (Baja)

পরিচয়:—ইহা একটা পূর্বভারতীয় ঔষধ।

ব্যবহারস্থল:—যে সকল সবিবাম জ্বর প্রত্যেক চতুর্থ দিনে আবির্ভূত হয় তাহাদের পীড়ায় বিশেষ উপযোগী।

বালসাম-পেরুভিয়েনাম (Balsum Peruvianum) ।

ব্যবহারস্থল :—বাগনদী-প্রদাহ, কয়কাসি রোগীর পূজের জ্বাঘ প্রচুর গণের নিঃসরণ, সর্দি, নাসিকা হইতে প্রচুর ঘন শ্রাব, নাকের ভিতর ক্ষতযুক্ত একজিমা, বিনা কারণে নাসিকা হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭টায় পুনঃ পুনঃ রক্তপাত, পুরাতন ব্রকাইটিস রোগীর গাঢ় পূজের জ্বাঘ, সাদা মাখনের জ্বাঘ গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসৃত, বুকের ভিতর ষড়্‌ষড়্‌ শব্দ হওয়া (অ্যান্টি, ইপি, কেলি-সা), বিলোপী জ্বর (hectic fever), বাত্রে প্রচুর নৈশশ্বস (ফস্, কার্কো-অ্যানি), রোগীর শেষরাত্রে ঘর্ম (কেলি-কার্ক), ঘুমাইয়া পড়িলেই ঘর্ম হওয়া (চাঘনা, কোনাঘাম)। মৃত্যুশয্যের শ্লেষ্মাশ্রাব রোগে ইহা উপযোগী।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x ।

জ্যেষ্ঠব্য :—পুরাতন ব্রকাইটিস রোগে এই ঔষধেব মূল অরিষ্টের ৫—১৫ ফোটা ডিমের কুসুমের সহিত মিশ্রিত কবিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহার মূল অরিষ্টের লোশন তৈরী করিয়া চুলকানি ও পাঁচড়ায় প্রয়োগ করিলে ঐ সকল বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

বালসামাম-টলুটেনাম (Balsamum Talutanum) ।

ব্যবহারস্থল :—পুরাতন ব্রকাইটিস রোগে যখন প্রচুর গণ্যাব নিঃসৃত হইতে থাকে তখন ইহা ব্যবহার্য।

শক্তি :—১x শক্তি ব্যবহার্য, কিন্তু বিলোপী জ্বরে ৬x ক্রম।

বিস্মাথ (Bismuthum Metallicum) ।

পরিচয় :—এক জাতীয় ধাতুবিশেষ, ইহা দেখিতে লালান সাদা।

এই জাতীয় পদার্থকে বিস্তৃত কবিয়া ঔষধরূপে ব্যবহাৰ করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—বমন, পাকশয শূল, পাকশযের প্রদাহ, পাকশযের ক্যান্সার, কলেরা, শিশু-কলেরা, উদরাময়, হৃদশূল, হিকা, পচনশীল ক্ষত, শিবঃপীড়া, দণ্ডশূল প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ।

ক্রিয়াস্থল :—অন্নবহা নালীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া, সেইজন্য রোগী জ্বলপান করিবার পর বমন করিয়া ফেলে। কলেরার জ্বাঘ ইহার ভেদ ও বমন। গ্রীষ্মকালীন সাংঘাতিক কলেরা ও গ্রীষ্মাতিসার রোগে যখন বাছে অপেক্ষা বমন অধিক হয় তখন ইহা ফলপ্রদ। উদরশূল্যেব (গ্যাস্ট্রালজিয়া) সহিত উদরাময় রোগে বেশী ক্রিয়াশীল।

ভ্রম :—রোগী নির্জনতা ঘোটেই সহ্য করিতে পারে না বা চাঘ মা। শিশুর একাকী থাকিতে ভয় খুব, সেইজন্য সে তাহার মাতাকে জড়াইয়া শুইয়া থাকে (কেলি-কার্ক, লাইকো, ট্র্যামো)। ইহার রোগী বড়ই অস্থিরমতি ও চঞ্চল, কখনও বসে, কখনও উঠিয়া বেড়ায়, আবার কখনও শুইয়া

পড়ে। সে এক স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে চাহে না (আস')। সে কোন কার্য আরম্ভ করিয়া আবার তখনই তাহা ত্যাগ করিয়া আবার অন্য কার্যে মন দেয়। সন্ধ্যাবেলা তাহার শরীর উত্তপ্ত না হইলেও সে শীতলজল পান করে। তাহাব শারীরিক যন্ত্রণা হইতে মানসিক যন্ত্রণাই বেশী।

উদরাময়—বমন :—জল পেটে পড়িবামাত্র রোগী বমন করে। ফস্ফোরাসে জল-পান করিবার পব জল গরম হইলে রোগী বমন করে, বিস্মাথ রোগীর জল সচ্ছ হয় না, বমি করিয়া ফেলে কিন্তু অন্যান্য খাত্ত্রব্য অর্থাৎ শক্ত দ্রব্য কিছুক্ষণ পেটে থাকে। আস' রোগী জল বা অন্যান্য যাহা কিছু পানাহাব করুক না কেন, উভয়ই বমি করিয়া ফেলিবে। বহু দিবস পূর্বে যে জিনিষ আহার করিয়াছিল তাহাও অজীর্ণ অবস্থায় বোগী বমন কবে। নিম্নোদর মধ্যে কোনও প্রকার অন্ত্রক্রিয়ার পরে আক্কেপিক ও খাসরোধক বমন, তৎসহ যন্ত্রণা (নাক্স)। বমন কালে দুর্গন্ধযুক্ত বেদনাহীন প্রচুর বাহ্যে হয়। তাহার পাকস্থল্যেব কোন অংশে অত্যন্ত চাপবোধ, সে মনে করে যেন আর একটি ভারী দ্রব্য রহিয়াছে। ভারবোধেব সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে জ্বালা ও পাকশয়িক পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইতেছে এরূপ বোধ। বোগী তাহার পেটেব মধ্যে অত্যন্ত অস্থিত অনুভব করে, সেই সঙ্গে বুক জ্বালা ও মুখে জ্বল উঠাও দেখা যায়।

উদরাময় তৎসহ উদরশূল :—যদি ন্রায়বিকযুক্ত হয় তবে বিস্মাথ বিশেষ কার্য্যকরী অর্থাৎ ন্রায়বিক গ্যাসট্রালজিয়া বোগে ফলপ্রদ। 'রোগী মনে করে যেন কেহ তাহাব পেট চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বেদনা।' ডায়ক্রাম (বক্ষঃ ও উদর মধ্যস্থিত পেশী) মধ্যস্থিত স্থলে খিলধরাবৎ বেদনা ও চিম্টানবৎ বেদনা। ঐ বেদনা বক্ষঃস্থলের মধ্য দিয়া ধাবিত হয়, সেই সঙ্গে কখনও পেটের ভিতর জ্বালা অনুভব কবে। পাকস্থলীর ক্যান্সার বোগে যখন ভয়ানক বমন হয়, ঐ সময়ে বহুদিনের ভুক্তদ্রব্য যদি উঠিয়া যায় তবে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। ঐ সকল ক্ষেত্রে আসেনিকের ন্রায় ভয়ানক জ্বালা ও ছটফটানি বিদ্যমান থাকিবে।

কলেরা ও উদরাময় :—সাধারণতঃ শিশু-কলেবাতোই এই ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হয়, তবে বয়স্কদের কলেবায় যে ব্যবহৃত হইবেনা তাহা নহে। শিশু-কলেবায় বিস্মাথ একটি অমূল্য ঔষধ। প্রকৃত শিশু-কলেবায় বিস্মাথ, ভেরেট্রাম, ক্যালকেরিয়া ও আসেনিক না দিলে রোগীকে বাঁচান শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। ইহার বাহ্যে জলেব ন্রায়, পরিমাণে অধিক। বাহ্যের পরে, সময়ে ও পূর্বে পেটে কোনরূপ বেদনা থাকে না অর্থাৎ বেদনাবিহীন কলেবায়ই বিস্মাথ ব্যবহৃত হয়। বাহ্যে ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত। বাহ্যের সহিত অত্যধিক বমন ও পিপাসা। পিপাসায় জলপান করে সত্য, কিন্তু জল-পানের পর বমন, আসেনিক বমন করে জল—যে কোন খাত্ত্রব্যের পব, আর বিস্মাথ বমন করে কেবল জল পানের পর। বিস্মাথ বোগীর বমি, কাটবমি এবং উকি উঠা আছে, অনবরত বাহ্যে বমি ও কাটবমি প্রভৃতির পর তাহার মুখ অত্যন্ত ফ্যাকাসে হইয়া যায় এবং চক্ষুর চতুর্দিকে কাল দাগ পড়িয়া যায়। পূর্ববয়স্কদিগের কলেবায়ও পূর্ববর্ণিতরূপ লক্ষণ পাওয়া যাইবে।

সম্বন্ধ :—বিস্মাথ—বমনে—অ্যান্টিম-ফ্রুড, ইপি তুল্য ; উৎকর্ষা, অস্থিরতায়—আস' তুল্য।
নশ্বশূলে—বেল, ব্রাইযো তুল্য ; গলক্লেতে—ক্যালকে ও ল্যাকে তুল্য ; পাকস্থলীর পীড়ায়—লাইকো, মার্ক, নাক্স তুল্য।

শক্তি :—নিম্ন হইতে উচ্চতম শক্তি।

বিউফো (Bufo.) ।

পুরিচয় :—অপব নাম, ব্যাণা-বিউফো বা টোড ।

ইহা একজাতীয় ভেক । এই ভেকেব পিঠের ম্যাণ্ড বা গ্রন্থিবিষাক্ত রস-বস্তু হইতে এই ঔষধ তৈরী কবিতো হয় । ইহার ৩২ বিচূর্ণনই হইল ন্যূনতম শক্তি ।

ব্যবহারস্থল :—কৃত্রিম মৈথুনজনিত মন্দফল, ধ্বজভঙ্গ, ক্যান্সার, দুষ্টব্রণ, অস্থিকণ্ড রোগ, তাণ্ডব, মস্তিষ্কের কোমলভাব, দুষ্টব্রণ, শোথ, হৃদযন্ত্রেব পিড়া, মস্তিষ্কপ্রদাহ, আঙ্গুলহাড়া, চন্দ্ররোগ, তোতলামি প্রভৃতি পীড়ায় কার্যকরী ।

ক্রিয়াস্থল :—নায়ুবিধানের উপর ইহার ক্রিয়া । রোগী অত্যন্ত নীচমনা ও কামপ্রবৃত্তি সম্পন্ন হয় ।

মন :—বিউফোব রোগীব লজ্জা ও যুগাণমোটাই নাই, সে যেখানেই থাকুক না কেন তাহাব একমাত্র উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় চবিতার্থ কবা । অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়লিপ্সা পরিতৃপ্তিব জন্য নিরুজ্জন স্থান খোঁজে এমন কি তাহাব বাম হস্ত পুনঃ পুনঃ জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করে, জননেন্দ্রিয় না ধষিয়া সে যেন কথা বলিতে পারেই না । রোগীব দংশন কবিবান ইচ্ছা প্রবল ; সে কেবল হাউ হাউ বর্মিয়া চীৎকার করে, একটুতেই কাতব হয় । গীত তাহার নিকট অসহ্য (অ্যাকো, বেল, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-সাল্ফ, স্রাবাই, খুজা), সামান্য শব্দেই বিরক্ত হয়, নিরুজ্জনতাপ্রিয়, দুর্বলচিত্ত ।

ধ্বজভঙ্গ ও মৃগী :—দক্ষিণ আমেরিকাব আদিম অধিবাসী স্ত্রীলোকগণ, স্বামীদিগের প্রবল কামপ্রবৃত্তির পীড়নে অনবরত উতাক্তা হইয়া, সহবাসে অসমর্থ হইলে, পূর্ববর্ণিত রস জলে মিলাইয়া স্বামীকে পান কবাইয়া পুরুষত্বহীন কবাইত । ডাঃ ক্লার্ক বলেন—এরূপভাবে তাহাদের পুরুষত্বহীনতা ফলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের মৃগী বোগের সূচনা হয় । অতিরিক্ত রক্তপাত, বা অস্বাভাবিক উপায়ে জননেন্দ্রিযেব উত্তেজনাকে রোধ কবিবার ফলে যে মৃগী হয় সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ । হস্তমৈথুনের পর মৃগী—মৃগীর আক্রমণের আরম্ভে সে ভীষণ চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়া পুনরায় এরূপভাবে চীৎকার আরম্ভ করে যে শুক্রবাকরী বা আত্মীয়গণ ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া পড়ে ।

স্ত্রীলোকদিগেরও কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় মৃগীর আক্রমণ বা ঋতুর সময় মৃগীরোগের আবির্ভাব দেখা যায় । ঋতু খুব শীত্রে শীত্রে প্রকাশিত হয় সেই সঙ্গে মাখায় তীব্র যন্ত্রণা, তাহার ডিম্বাধাব ও জরায়ুর মধ্যে আলা । জলের স্রাব স্রাব ও দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব হইয়া পড়ে ।

চন্দ্ররোগ :—বোগীব হৃৎকেন্দ্র তলায় রহৎ ফোকা বাহির হয়, ঐ সকল ফোকা ফাটিয়া রস নির্গত হইলেও ইহা দ্বারা ফল দর্শে । ঐ সকল ক্ষতে অত্যন্ত আলাবোধ । আঙ্গুলহাড়া হইয়া নখের চতুর্দিকে কালশিরার মত দাগ পড়ে তারপর আক্রান্ত অংশ ফুলিয়া উঠে, পাকের ও পুঁজ জন্মে । আক্রান্ত অংশে পুঁজ জন্মিয়া তাহাব মৃগী হইয়া থাকে ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—গরম ঘরে ও রাত্রে এবং মৈথুনাঙ্গির পর বৃদ্ধি ; ঠাণ্ডায় উপশম ।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি ।

বুচু (Buchu or Barosma) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রস্থলীর পীড়া, শ্বেতপ্রদর ও জর্নেনেসিসের পুরাতন রোগাণু জনিত পূজময় স্লেয়াশ্রাব, পিত্তশীলা, শ্বেত-প্রদর, মূত্রগ্রন্থির পীড়া ও মূত্রগ্রন্থির গ্রীবাদেশে চুলকানি সহ অসাড়ে মূত্রত্যাগ। এই সকল লক্ষণ জীলোকদিগের হইলে কোপেবা; দিনের বেলায় অসাড়ে প্রস্রাব হইলে—ফেরাম-ফস; নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে প্রস্রাব হইলে—সেনাগা; নিবসে বা রাতে নিদ্রাবস্থায় প্রস্রাব হইলে—বেল; কাসি বা হাঁচির সময় প্রস্রাব কবিলে—কষ্টি, কীলা, ভেরুট্রাম। জীলোকদিগের মূত্রাশয়ের পীড়াদির সহিত শ্বেতপ্রদর থাকিলে বুচু আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়বিধ প্রয়োগ করা চলে।

“ অতিরিক্ত ইন্ডিয়সেবীদের মূত্রনালী বা মুখশায়ী গ্রন্থি হইতে বা রেতঃকোষ হইতে অত্যধিক শ্রাব হইলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট অথবা ১x, ২x ক্রম ২।৪ বিন্দু মাত্রায়।

ব্যাডিয়েগা (Badiaga) ।

পরিচয় :—ইহা কশায়েশী এক প্রকার জলজ স্পঞ্জ—অপর নাম স্পঞ্জিয়া-ফ্রেডিয়া।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বাধী রোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ, স্তনের ক্যান্সার বা কর্কটিয়া ক্ষত, কাগশিরা; শীত স্ফোট, চক্ষু বদনা, হাঁপানি, হৃদযন্ত্রের কাঠিন্দ, হৃদকম্প, আমবাত, গণ্ডমালা, উপদংশ, ছপিংকাসি প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থল :—গ্রন্থিসকলের শক্ত ভাব ও গ্রন্থির বৃদ্ধি, গ্রন্থির প্রদাহ, বাধী ও উহার অত্যধিক শক্ত ভাব; শিশু-উপদংশ বোগ, অত্যধিক মাথাব যন্ত্রণা সেই সঙ্গে অক্ষিগোলকের পশ্চাত্তাঙ্গে কামড়ানিবৎ বেদনা, বৈকাল (অপরাহ) ২টা হইতে ৭টা পর্যন্ত ঐ মাথাব যন্ত্রণার বৃদ্ধি। চক্ষু সঞ্চালনে মাথাব যন্ত্রণাব বৃদ্ধি। মাথাব যন্ত্রণা রাত্রিকালে এবং আহারের পর কম থাকে কিন্তু আহারের পর প্রথমতঃ যন্ত্রণা ভীষণাকারের হয়। চক্ষুর প্রদাহ—সেই সঙ্গে মাথাব যন্ত্রণাব বৃদ্ধি। প্রচুব সন্ধিস্রাবের সহিত পুনঃ পুনঃ হাঁচি, কাসিতে কাসিতে হাঁচি আসে ও নাসিকা হইতে সন্ধিস্রাব হইতে থাকিলে, ইহা উপযোগী। কষ্টিকাদি দ্বারা উপদংশ ক্ষত আবোগ্য করিলে, স্তনের কর্কটিয়া ক্ষত। মেহকে সামান্য স্পন্দিত করিলেই বৃক খড়কড়ানি আরম্ভ হয়, কোন গুণ্ডসংবাদ শ্রবণের পর হৃদস্পন্দনের বৃদ্ধি, পুরাতন আমবাত প্রভৃতি রোগ ঠাণ্ডাব বৃদ্ধি হইলে ও গবমে উপশম পাইলে, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, রাতে উহার বৃদ্ধি (অ্যামন-কার্ক) প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী ঔষধ।

বাধী :—ব্যাডিয়েগা রোগীর বাধী জন্মবার প্রবণতা থু। ইহার বাধী ইটের স্তায় শক্ত হয়। যত শক্ত বাধী হইবে ততই ব্যাডিয়েগা দ্বারা উপশম লাভ হইবে। কখনও যদি বাধী শক্ত অবস্থায় কাঁচা থাকে এবং সেই সময় বাধী অস্ত্রোপচার করা হয়, বাধীর ক্ষত যদি শীঘ্র শীঘ্র না শুকায় তাহাতেও ব্যাডিয়েগা উপযোগী। কুচক্রি গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া শক্ত হইলেও ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। ইহার মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রয়োগ এবং আভ্যন্তরীক সেবনে রোগ শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য

লাভ করে। কার্বো-অ্যানিমেলিসও শক্ত বাধীর জন্য উপযোগী ঔষধ; কার্বো-অ্যানিমেলিসের বাধীও ঠিক ব্যাডিয়েগাব বাধীর জন্য শক্ত ও গ্রন্থি ফুলারও শক্তভাবে ইহা কার্যকরী (কোনায়া), তবে ইহার বেদনা কম।

• গ্রন্থির ক্ষীণিতি :—গুণমালা ধাতুব রোগীর ও শিশুদিগেব ঘাড়ের কাণের গোড়ায় ও চোখালের নীচের গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া শক্ত হইলে এবং বেদনায়ুক্ত হইলে ব্যাডিয়েগা উপযোগী।

• হৃদযন্ত্রের পীড়া :—কোন আনন্দসংবাদাদি শুনিবার পূর্ব সামান্য মনোভাবের পরিবর্তনে যদি বুকের খড়ফড়ানি বাড়িতে থাকে অথবা হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হয় তাহা হইলে ইহা উপযোগী ঔষধ।

ছপিং-কাসি, পুরাতন ব্রকাইটিস ও কাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উপযোগী।

হানেনমান এই ঔষধকে কচ্ছুদোষদ্ব (অ্যান্টিসোবিক) ঔষধ বলিয়া আখ্যা দিয়া গিয়াছেন।
ডাঃ হেরিং বলেন—বাল্যকালে যাকাদের গলমাংসা দোষ ছিল যৌবনে তাহার পুনরাক্রমণ হইলে এই ঔষধ উপযোগী।

রুশিয়ায় এই ঔষধ অর্শবোগেব শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পবিচিত; অর্শবোগে ল্যাকেসিসেব পূর্ব ইহা উত্তম কার্য্য কবে।

শক্তি :— $1x$, $3x$, $6x$, $30x$, $200x$ বা উচ্চতম ক্রম ব্যবহার্য্য।

ইহার মূল অবিশ্রুত গ্রন্থিস্থিতিতে ও বাধীরোগে বাহ্যিক ব্যবহার্য্য।

বেনজিনাম (Benzinum)।

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম বেনজিন। আলাতারা চুয়াইবা একপ্রকার পদার্থ বাহির করিয়া মাদার টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—রক্তমাশয়, শিবঃপীড়া, টাইফয়েড জ্বর, অনিদ্রা, ঘর্ষ, দৃষ্টির বিকৃতি—উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি দিলে মাথায় ব্যথা অসুভব। পাকানঘেব বিকৃতি, ক্ষুধা লোপ, কমলালে; খাইবার তীব্র ইচ্ছা, বরফজল পান করিবার প্রবল ইচ্ছা কিন্তু একচুমুক পান করিলেই তৃপ্তি।

• শক্তি :— $1x$, $2x$, $3x$ ।

বেনজিনাম-নাইট্রিকাম (Benzinum Nitricum)।

ব্যবহারস্থল :—অরুণ, তীক্ষ্ণক ও ট্যারাদৃষ্টি, তাহানু অক্ষিগোলক বারদিক হইতে ভাগদিকে অনবরত সঞ্চালিত হয়, চক্ষুতারার প্রসারণ, মুদ্রিত চক্ষু, আক্ষেপ, মৃগী, শ্বাস-প্রশ্বাসের খর্ব্বতা, নীলিমা রোগ—গুষ্ঠ, মুখমণ্ডল ও হস্ততলের নীলিমা, নাসাপুটের আকৃষ্ট ও প্রসারণ, ধস্টকার, চোয়াল আটকান, অসাড়ে প্রসাব হওয়া ও সর্বাঙ্গেব পক্ষাঘাতাদিতে উপযোগী। তোংলা কথার জন্য এই ঔষধ ব্যবহার করা চলে।

শক্তি :—নিম্নক্রমই উপযুক্ত।

বেলাডোনা (Belladonna) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম এট্রোপা-বেলাডোনা। পূর্বেইউরোপ দেশজাত বাৎসরিক গাছড়া, জুলাই মাসে ইহার ফুল ফুটে। ফুল ফুটিবার কিছু পূর্বে এই জাতীয় গাছ সংগ্রহ করিয়া মাদার টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—হঠাৎ রোগের আবির্ভাব, মাথায যন্ত্রণা, সংশ্রাস, মস্তিষ্কের পীড়া, আক্ষেপ ও উড়কা, অর, সবিবাম অর, ঘোড়া, ত্রণ ও ছুইত্রণ, কাসি, যুগ্‌ডিকাসি, শ্লী, বিসর্প, জলাতঙ্ক, রক্তাধিক্য, ইনফ্লুয়েন্সা, রাতকানা, পক্ষাঘাত, ডিম্বাধার প্রদাহ, ফুস্‌ফুসবেষ্ট প্রদাহ, ফুস্‌ফুসের প্রদাহ, মস্তিষ্কের প্রদাহ, নানাজাতীয় প্রদাহ, রক্তামাশয়, হাম, বসন্ত, জ্বাব্যুব নিম্ন গমন, ইপিং-কাসি (প্রদাহিত); মূত্রাধারের প্রদাহ জন্ত মূত্রক্লেণ, পিপাসা, কেবটিড ধমনীর দপ্পদপানি, নিদ্রা বিকৃতি, শূল ও অক্লান্ত প্রভৃতি পীড়ায় কার্যকরী। “হঠাৎ বোগের আবির্ভাব ও হঠাৎ তিরোভাব” বেলাডোনান বৈশিষ্ট্য।

ক্রিয়াস্থল :—শ্রায়ুশূলী ব সর্বোংশেই বেলাডোনাব অধিকার, বক্তসঞ্চয়াদিক্যবশতঃ মস্তিষ্কের বিকৃতি, উন্মত্ততা, প্রলাপ, ভ্রমদর্শন, পেশীর নর্জন এবং গ্রহিমশূলীর প্রদাহ, আরক্রিম মুখমণ্ডল, লালবর্ণের চক্ষু, জ্বালাযুক্ত ও উত্তপ্ত দেহ, বিকার, প্রলাপ, অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ ক্রিয়াযুক্ত।

স্বভাব ও গঠন :—পিত্তপ্রধান, শূলকায় ও রসপ্রধান-ধাতুব ব্যক্তি এবং যে সকল বালক ও বালিকার সুন্দর কেশ, নীলবর্ণ চক্ষু, যাগবা সামান্য কাবণে উত্তেজিত হয়, দাহার স্বস্থাবস্থায় খুব প্রফুল্লভাবে দিন কাটায় কিন্তু অল্পহইলে সেই আমোদ-প্রিয় ব্যক্তি উন্মত্তেব ন্রায় করিতে থাকে, সামান্যতেই ঠাণ্ডা লাগে, মস্তকে ও মুখমণ্ডলে সহজে রক্তাগম হয়। শ্রায়ুশূলী সর্বভাবেই বেলাডোনাব অধিকারে।

মন :—বেলাডোনা রোগী বোগের ভিতর নানাবিধ ভ্রম দর্শন করিয়া ভীত হইয়া পড়ে ও নানাবিধ প্রলাপ বকিতে থাকে। সে যেন দেখিতে পায়—ভয়ঙ্কর একটা মূর্তি, ভূত, প্রেত, কাল কুকুর, কীট পতঙ্গাদি তাহার দিকে আসিতেছে (ট্র্যামো), ল্যাক-ক্যান!—দেখিতে পায় যেন অসংখ্য সর্প তাহার ঘরের ভিতর খেলা করিতেছে, বিকাবের ভিতর সে অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করিয়া কথা বলে এবং বাস্তবত্রে বিছানার ভিতর কি যেন খুঁজিতে থাকে। বেল রোগী কাল্পনিক বস্তব ভয়ে বিছানা হইতে পালাইবার চেষ্টা করে, এমন কি সে জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়ে। প্রচণ্ড বিকাবের ভিতর সে লোককে কামড়ায়, ঝুঁ লেব, প্রহার করে, বঁজা দি ও বিছানা ছিঁড়িয়া ফেলে। সে আলার দিকে মোটেই তাকাইতে পারে না ও কোন ঐক্যের শব্দ সহ্য করিতে পারে না। বিকারের ভিতর তাহার মাথাটা ভয়ানক গরম হয় ও বেদনাযুক্ত থাকে, যখন চক্ষু মেলিয়া তাকায়, তখন দেখিলে মনে হইবে যেন উন্মাদের দৃষ্টি, তাহার চক্ষু প্রসারিত, নাড়ী পুষ্ট ও প্রবল। মূথের ভিতর অত্যন্ত গবম, চক্ষুর ভিতর লাল, মুখমণ্ডল গোলাপী আভাযুক্ত ও তাহার জীবনের উপর ঘৃণা জন্মে এবং জলে ডুবিয়া বা উচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে চায়।

প্রকৃতি :—ইহার যাহা কিছু সবই হঠাৎ—লক্ষণগুলি হঠাৎ আসে, কিছুক্ষণ থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যায়। এমন কি লক্ষণগুলি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত হঠাৎ আসিতে পারে, কিন্তু যাইবা

সময় চলিয়া-নায় হঠাৎ। হঠাৎ আসা ও হঠাৎ চলিয়া যাওয়া ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ, তারপর প্রচণ্ডতাও এই ঔষধের একটি প্রকৃতি। হঠাৎ আসা ও যাওয়া আমরা অ্যাকোনাইটের রোগীর ক্ষেত্রেও পাই, পার্থক্য এই—অ্যাকোনাইটের বোগ আসে হঠাৎ, অল্পক্ষণ মধ্যে সমস্ত শেষ করিয়া আবার হঠাৎ চলিয়া যাব কিন্তু কোন অনিদিষ্টকালের জন্য হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে আসা বেগের চিহ্ন।

* **প্রদাহ :**—সকল স্থানের প্রদাহে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রদাহ শীঘ্র বাড়ে, লাল ও বেদনাযুক্ত হয়, দপ্‌দপ্‌ কবে। ইহার প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ নিয়া আরম্ভ হয়, প্রদাহ যত বাড়ে ঐ লালবর্ণও ততই অশুভ্রল বর্ণ হইতে থাকে। প্রদাহ বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার গাত্রোত্তাপও বেশী হইতে থাকে ও মুখের ভাবও লাল হয়, চক্ষু রক্তাভ হইয়া প্রদাহের ভিতর দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে। প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ হইয়া তঁথায় জ্বালা করে, ঐ জ্বালা মনে হয় যেন একটা জলন্ত কয়লা আক্রান্ত স্থানে রাখা হইয়াছে। প্রদাহের জ্বালায় তাহার ভিতর ও বাহিরে দাহ থাকে। প্রদাহে জ্বালা, আরক্তিমতা ও উত্তাপ—এই তিনটী লক্ষণই শ্রেষ্ঠ। রোগী তাহার প্রদাহিত স্থানে কেহ হাত দিলে বা স্পর্শ করিলে চীৎকার করিয়া উঠে অর্থাৎ সামান্য স্পর্শ সে সহ্য করিতে পারে না। প্রদাহের সঙ্গে যেমন আক্রান্ত স্থানে দপ্‌দপানি থাকে সেইরূপ থাকে তাহার সর্কলরীবে দপ্‌দপানি। দপ্‌দপানিই ইহার একটি মূল্যবান লক্ষণ। বেদনা স্থান কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে সে আবাম বোধ করে; সামান্য ঠাণ্ডায়, নড়াচড়ায়, ঝাঁকানিতে ও আলোর ভিতর তাহার সর্কলক্ষণ বেশী হয়। প্রদাহাঘিত বোগীব কাছে কেহ যাইলে সে বলে, ‘আমার বিছান ছুঁইবে না’। আরের ভিতর সে লেবুর রস খাইতে চায়, জল পিপাসাও খুব। তাহার মুখ, ঠোঁট, গলা শুষ্ক; সে অবিরত তাহা ভিজাইতে চাহে।

শিরঃপীড়া :—বেল্‌ শিরঃপীড়ার একটি ফলপ্রসূ ঔষধ। মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়াদিক্যবশতঃ তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়, কেরটিড নাড়ীও দপ্‌দপানি। নড়াচড়ায়, আলোকে, পরিশ্রমে ও শয়ন করিলে মাথার যন্ত্রণাও বৃদ্ধি। মাথা দৃঢ়ভাবে বাঁধিলে বা গরম বস্ত্রাদি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলেও স্ত্রীলোকদিগের জ্বর সময় যন্ত্রণার হ্রাস। মাথার যন্ত্রণার সময় বালিসেই মাথাটি শুষ্কিতে থাকে। বেলাডোনা রোগীর মাথার যন্ত্রণা চুল কাটিলে পর বেশী হয়। ইহা মাথাঘোরারও একটি ঔষধ। মাথাঘোরায় বামদিকে বা পশ্চাদিক্‌ পড়িয়া যাইবার উপক্রম করে, সে মনে কবে যেন গৃহমধ্যস্থ দ্রব্যাদি তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে (কোনা, ব্রাই, নাক্স), মাথা নোথাইলে, কিছুক্ষণ হেঁট হইয়া থাকিবার পর উঠিবার উপক্রমে মাথাঘোরা।

সংক্রাস রোগ :—এই রোগের প্রথমাবস্থায় বেলাডোনা কার্যকরী। রোগীর ঘোর অবসাদভাব আসে ও সে অত্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া সে চমকাইয়া উঠে, চীৎকার করে ও যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপভাবে লাফাইয়া উঠে। সংক্রাস রোগের সহিত তড়কা হওয়াই বেলাডোনার নির্ণায়ক লক্ষণ। তাহার মুখ, চোখ লাল ও ধূমধমে। (সংক্রাস রোগের সহিত তড়কা হাইড্রোসামোস, ল্যাকেসিস এবং ওপিয়ামেও আছে, স্ব স্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তড়কার জন্ম বেলাডোনা অমোঘ ঔষধের মধ্যে একটি। ইহার শিশু বেশ সুস্থ আছে, হঠাৎ তড়কা আরম্ভ হইয়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। তড়কার সময় তাহার সমস্ত শরীর গরম, মুখ ও চক্ষু লাল, সেই সঙ্গে তড়কার ঝাঁকানি। তড়কা রোগে রোগীর মস্তিষ্ক প্রদাহ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মই তাহার সমস্ত শরীর আশুনের মত গরম হয়, মুখখানা ধূমধমে লালবর্ণের

হয়, আলোক অসহ্য হইয়া দাঁড়াই, রোগী মধ্যে মধ্যে লাফাইয়া উঠে। কোন উদ্বেগ ভাল করিয়া বাহির না হইলে, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় তড়কা হইয়া তাহার মুখে গাঁজলা উঠে। তড়কার সময় সমুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিকেই বাঁকিয়া যায়; আড়ষ্ট হইয়া মাথাটি পিঠেরদিকে না হই বকেরদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহা যেমন শিশুদিগেব তড়কাই উপযোগী, সেইরূপ প্রসূতিদিগের তড়কাও কার্য্যকরী। তড়কার প্রারম্ভে তাহার জরায়ুগ্রদেশে 'প্রচণ্ড বেদনা উপস্থিত হয়। প্রস্রাব অত্যন্ত গরম। তড়কার পূর্বে রোগিনী বিছানায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করে, কাঁদে, চীৎকার করে, আবোল তাবোল বকে।

'দন্ত নির্গমনকালীন গীর্ডায় বেলোডোনার স্থান ক্যাল, ক্যামোমিলার নিম্নে তো নহেই অনেক ক্ষেত্রে বেশী কার্য্যকরী। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহার বোগ হঠাৎ আসে। এই সময়ও শিশুর হঠাৎ সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হয়। শিশু বেশ খেলা কবিতোছে, হঠাৎ তাহার অত্যন্ত জ্বর হইয়া তড়কার আকার ধারণ করিল। সে অববত মাথা চালে, দাঁত কড়্‌কড় করে, কামড়াইতে চায়, তাহার মুখ চোখ লাল, এমন কি তাহার শরীর লালবর্ণের হয়। তাহার সমস্ত শরীর হইতে—মুখ, মাথা ও গলা অধিক গরম। তাহার ব্রহ্মভালু, রগ, ঘাড়ের শিাগুলি দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে সে এমনভাবে লাফাইয়া উঠে যেন সাংঘাতিক ভয় পাইয়াছে, থেকে থেকে চীৎকার করে ও কাঁদে। দাঁত উঠিবার দ্রুত নানাবিধ উপসর্গ ক্যামোমিলা ও উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহার ন্যায় এত অধিক জ্বর থাকে না। ক্যামোমিলা রোগী অত্যন্ত চীৎকার করে, কাঁদে কিন্তু কোলে করিয়া বেড়াইলে কান্নার উপশম, বেলের শিশু ব কান্না কোলে নিয়া বেড়াইলে কমে না। তাহাব মাথায হাওয়া দিলে কতকটা উপশম।

ভরুণ উন্মাদ রোগে বেলের ব্যবহার আছে। জ্ব হইয়া বোগী যেরূপ প্রচণ্ডভাবে চীৎকার করে, বিড়বিড় করিয়া বকে, লাফাইয়া পড়িতে চায়, খুখু দেয়, ঠিক সেইরূপ জ্ববিহীন উন্মাদ রোগে অর্থাৎ জ্বরশূন্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগে বেলোডোনা ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া যায়। ইহার রোগীকে সামান্ত সামান্ত খাইতে দিলে উপশম বোধ কবে। বেলের উন্মাদ বোগী হয়তো ভূত ভূত বলিয়া এমন চীৎকার করিয়া উঠিবে যে, লোকে মনে করিবে সত্যই বৃষ্টি ভূত আসিয়াছে। এরূপ প্রচণ্ডতার পর আবার অল্পকণ চুপ থাকিয়া হঠাৎ আবার প্রেত, রাক্ষস, দানব প্রভৃতি বলিয়া চোঁচাইয়া উঠিবে। কখনওবা বাঘ, ভান্সুক ও কুকুরের ন্যায় চীৎকার করে। পাগল সামান্ত শব্দ, সামান্ত আলো সহ্য করিতে পারে না, লোকজন কাছে আসে ইহাও সে চায় না। সে চায় অন্ধকারের ভিতর একা পড়িয়া থাকিতে। ট্র্যামোনিয়াম, হাইওসিয়েমাস ও ওপিয়াম প্রভৃতি ঔষধও উন্মাদ রোগীর পক্ষে কার্য্যকরী।

বিসর্প রোগে বেলোডোনা একটা অমূল্য ঔষধ। ইহার আক্রান্ত অংশ উত্তপ্ত ও লালবর্ণের হয়, উহার ভিতর অত্যন্ত দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে, সেই সঙ্গে অত্যধিক জ্বর থাকে। ইরিসিপেলাসের প্রথম অবস্থায় ইহাকে অব্যর্থ বলা চলে, যদি ঠিকমত প্রয়োগ করা যায় তবে অপর ঔষধের প্রয়োজন হয় না। বতরুণ পর্য্যন্ত চর্ম্মের উপর অত্যন্ত প্রদাহ ও লালবর্ণ দৃষ্ট হয় এমন কি ২৪টি ফোঁকাও বাহির হয়, ওথাপি অস্ত কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না, বেলোডোনা দ্বারাই 'কারোগ্য' কবা যায়। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত লালবর্ণের হইয়া (চামড়ার প্রদাহ) যখন আক্রান্ত অংশের ফুলা বেশী দেখা যায়, উহা দেখিতে শোধের ন্যায় হয়, জ্বালা ও ফলফোঁটান ব্যথা বিদ্যমান

থাকে, তখন এপিস ব্যবহার্য। সাংঘাতিক জাতীয় বিসর্পে ট্যারেটুলা, ল্যাকেসিস ও আর্সেনিক উপযোগী।

ফোড়া, কার্বাক্কল প্রভৃতি পীড়া প্রথমাবস্থায় যখন ঐ স্থান লালবর্ণের হয়, দপ্পপ্প করে, আক্রান্ত অংশ অত্যন্ত গরম, বেদনা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়, প্রদাহিত স্থান লালবর্ণের, প্রদাহ যত বাড়ে, লালবর্ণ ততই অল্পজ্বল হয়, আক্রান্ত স্থানে জ্বালা করে, সামান্য নড়াচড়াই বেদনার বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেলাডোনা ব্যবহার্য।

গলনলীর পীড়া, টনসিল প্রদাহ প্রভৃতি বোগে বেলেঙ্গ ব্যবহার প্রশস্ত। রোগীর গলনলী অতিশয় বেদনাবৃত্ত, ঘন ঘন চোকগিলিতে বা কোন তরল পদার্থ পান করিতে ভয়ানক কষ্ট, তাহার টনসিল প্রদাহাঘ্রিত হইয়া ফুলিয়া পড়ে সেই সঙ্গে তাহার মুখ লাল হয়, অর যতটা না হয় তার চাইতে গাত্রোত্তাপ বেশী বোধ; মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, কপালে ও কেরোটিড্ ধমনীর দপ্পপ্পানি। অনবরত তাহার গলা খাকর দিতে ইচ্ছা, কাসি যখনই হয় তখনই তাহার গলার ভিতর বেশী বেদনা অনুভব। বেলাডোনা গলার ব্যথা, টনসিলের প্রদাহ ঠাণ্ডা লাগিয়াই বেশী হয়। টনসিল প্রদাহ হইয়া যে সমস্ত কাসি হয় তাহা প্রায়ই শুষ্ক, খুঁকুকে কাসি, কাসিতে প্রায়ই কিছু উঠে না, যদিও উঠে অতি সামান্য। সদাসর্বদা গলার ভিতর স্নায়ুস্বব কর সেইজন্তই কাসি বেশী দেখা যায়। সে মনে করে তাহার গলার ভিতর পিণ্ডাকারে কি যেন বহিয়াছে (অ্যানা, ল্যাকে, ব্লানরাইট)।

• **চক্ষুরোগে** তাহার চক্ষু উজ্জ্বল, চক্ষু ব তারা দুইটা প্রসারিত, চক্ষুর ভিতর লালবর্ণ, ভিতরটা শুষ্ক ও আবৃত্ত। আলোব সম্মুখে বসিলে সে উহার চতুর্দিকে বৃত্তাকার পদার্থ দেখে। হঠাৎ যাহাদের চক্ষু উঠিয়া তীব্র লালবর্ণের হয়, চক্ষু ব ভিতর জ্বালা করে, কন্ককন্ক করে, আলো অসহ্য হয় তাহাদের ২।১ মাত্রায় উপকার পাওয়া যায়। ট্যারা-দৃষ্টির জন্তও বেলে কার্যকরী ঔষধ। তড়কা বা অন্ত কোন কাবণে ট্যারা-দৃষ্টি হইলে ট্র্যামোনিয়াম; কোনও একটা চক্ষু ব ট্যারা-দৃষ্টিতে—অ্যালিউমি; ডাণ, চক্ষু ব ট্যারা-দৃষ্টিতে—অ্যালিউমেন কার্যকরী ঔষধ।

বসন্ত রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীব অত্যন্ত জ্বর, গলাবেদনা, প্রলাপ বকা, রক্তবর্ণ চক্ষু, মাথার যন্ত্রণা, ক্যাবোটিড্ ধমনীর দপ্পপ্পানি, সামান্য ঘুমের ভিতরও চমকান, টনসিল প্রদাহ ইত্যাদি সহ ঘন ঘন জল পিপাসা ও ছোট শিশুদিগের তড়কার ক্ষেত্রে বেলাডোনা ব্যবহার্য। বসন্তের সর্বপ্রথম অবস্থায় অ্যাকোনাইটও উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু উদ্বেদ বাহির হইবার পূর্বে তাহার অস্থিরতা, ফটিকটানি, মৃত্যুভয় প্রভৃতি থাকিলে তখন ইহা প্রয়োগ কবিতে হয়।

• **হামের** প্রথমাবস্থায়ও প্রবল জ্বর, তড়কা, লাফাইয়া উঠা, চমকান, চোখ-শুখ লাল থমথমে প্রভৃতি বেলাডোনার, নিজস্ব লক্ষণাবলী থাকিলে ব্যবহার্য।

জ্বাতি রোগে বেলাডোনার ব্যবহার আছে তবে জ্বাতির তরুণ অবস্থায় যখন রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক পীড়া, তখনই ব্যবহার্য। রোগী অত্যন্ত উগ্র প্রবৃত্তির হইয়া দীর্ঘকাল, কখনও রাগাঘ্রিত হয়, কামড়াইয়া দেয়, কাপড় ছেড়ে, ঘেঁষা তাহার সামনে যায় অথবা যাহাকে সামনে পায় তাহাকে কুকুরের মত কামড়াই। চক্চকে কোন জিনিষ দেখিলে, জলের দিকে তাকাইলে কিম্বা তাহার গায়ে হঠাৎ কেহ হাত দিলে আরও বেশী উত্তেজিত হয় এবং সর্ব লক্ষণের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (ট্র্যামোনিয়াম), জল বা কোন তরল পদার্থ সে পান করিতে চায় না। কেহ যদি জোর করিয়া খাইতে বলে বা খাওয়াইতে যায় তাহা হইলে সে উগ্রমুর্তি ধারণ করে।

ধমুষ্ঠকার হঠাৎ হইলে ও বেলাডোনার অপরাপর লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে বেল্ চমৎকার কার্য করে, আঘাত জনিত টঙ্কার হইলে বা ধমুষ্ঠকারের সহিত অত্যধিক জ্বর থাকিলে, **হাইপারিকাম ও ভেরেট্রাম-ভিরিডি** ব্যবহার্য।

বিকারে বেলাডোনার স্থান সর্বোচ্চে না হইলেও ইহা উপযোগী ঔষধ। ইহার বিকার প্রচণ্ড ভাবে আবস্ত হয় ইহার যে কোন লক্ষণই হঠাৎ ও প্রচণ্ড। হাইওসিয়ামাস ও ট্র্যামোনিয়ামও বিকারের উপযোগী ঔষধ। বেলাডোনায প্রচণ্ড ভাবে বিকার আরম্ভ হইয়া হঠাৎ চলিয়া যাইয়া পুনরায় ঐরূপ হয়, **হাইওসিয়ামাসের** রোগী নিজেব মনে বিভ্রিবিড় করিয়া বকে ও অঘোর অচেতন ভাবে পড়িয়া থাকে, কোন কোন রোগীর সামান্য উগ্রভাব দেখা যায়, বেলাডোনার মুখ লাল ধমধমে, হাইওব মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে ও দুর্বল, বেলাডোনার ও ট্র্যামোনিয়ামের রোগীর খুব দুর্বলতা নাই তাহাদের উত্তেজনা অধিক। বেলাডোনার প্রচণ্ডতা ভয়ানক, ট্র্যামোনিয়ামের প্রচণ্ডতা বিদ্যমান আছে, হাইওসিয়ামাসের বিকার প্রচণ্ডভাবে আবস্ত হইয়া শেষে অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহার চোয়াল ঝুলিয়া যায়।

জ্বর :—প্রদাহ জন্ম হউক বা ঠাণ্ডা লাগিয়া হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক, রোগীর গায়ে উত্তাপ অত্যন্ত থাকিবে। বেলাডোনার জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়; যখন জ্বর হইতে থাকিবে হঠাৎ ১০৪।১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়া আবার হঠাৎ কমিতে থাকে, জ্বরের সঙ্গে মাথা অত্যন্ত গরম, মুখ ধমধমে, মাথার দুইদিকের রঙের ভিতর দগ্ধ দগ্ধ কবাব থাকিবে, জ্বরের সময় তাহার সর্বাঙ্গে জ্বালা, সর্কশরীর অসম্ভব গরম, চক্ষু দুইটি জ্বাফুলের ন্যায় লাল হইয়া মধ্যে মধ্যে আবৃত অংশে ঘাম হয়; কপালে গরম বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়, প্রলাপ বকে, 'চম্কাইয়া উঠে, চক্ষু বুজিলেই নানা প্রকার ভীতিজনক দ্রব্য দেখিয়া লাফাইয়া উঠা, জ্বরের ভিতর উত্তেজিত হওয়া বেলাডোনার লক্ষণ।

অনেক চিকিৎসক বলেন, এমন কি অনেক গ্রন্থকার পর্যন্ত বলিয়াছেন যে বেলাডোনা টাইফয়েডের ঔষধ। আমরা বুঝিয়াই পাই না যে টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ বেল্ কি ভাবে হয়। বেলের জ্বর সবিরাম জাতীয়, হঠাৎ আসে, কমিয়া যায় আবার হঠাৎ আসে; কিন্তু টাইফয়েডের জ্বর হইল অবিরাম (continued) সুতরাং টাইফয়েডে বেলাডোনা কোনমতেই ব্যবহৃত হইতে পারে না। যিনি টাইফয়েডে বেলাডোনা ব্যবহার করিবেন তিনি জ্বরকে আরোগ্য না করিয়া রোগীর পবকালেয় পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। কেণ্টবার্ণাব নিষেধ করিয়াছেন যে অবিরাম জাতীয় জ্বরে বেলাডোনা প্রয়োগ করা অত্যাঘ।

স্কার্লেট জ্বর :—এই জাতীয় জ্বর আমাদের দেশে দেখা যায় না কিন্তু ইহা একটা সাংঘাতিক জাতীয় জ্বর। রোগীর জীবন অতি শীঘ্রই এই ব্যাধিতে নাশ হইতে পারে। এই জাতীয় জ্বরের পক্ষে বেলাডোনা অমূল্য ঔষধ; স্বয়ং হানেমান বহু রোগী বেলাডোনা দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জ্বরোগ :—নানা জাতীয় জ্বরোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। জ্বর হইতে রক্তশ্রাব, জ্বর ও ওভারির প্রদাহ এবং প্রসব-বেদনা ইত্যাদিতে ইহার প্রয়োগ আছে কিন্তু বেল্ ব্যবহার করিবার পূর্বে জ্বর ব্যাধিতে হইবে ইহার পূর্ববর্ণিত লক্ষণাবলী।

জ্বর হইতে রক্তশ্রাব হইবার সঙ্গে তাহার জ্বর প্রদর্শনে অত্যধিক বেদনা, দগ্ধপানি ও টিটানি থাকে, রক্তশ্রাব প্রচুর উজ্জল বর্ণের; গরম গরম, চাপ চাপ রক্তও নিস্তেজ হয় (স্রাবাইনা)।

প্রসব-বেদনার সময় বেদনা হঠাৎ অভ্যন্তর জোরে আসে আবার কমিয়া যায়, আবার খুব জোরে আসিয়া হঠাৎ কমিয়া যায়। এত জোরে ব্যথা আসে তত্ৰাচ তাঁহার প্রসব হয় না বা অসের মুখ ভালরূপ প্রসারিত হয় না। পেটে ভঁয়ানক ব্যথা, হাত ছোঁয়ান যায় না, পেটের কাপড় সরাইয়া দিলে রা কেহ হাত দিলে অথবা নিকটে গেলে ব্যথার বৃদ্ধি প্রভৃতি পাইলে বেলাডোনা দ্বারা অতি নীচ্র উপকার পাওয়া যায়।

• বাধক-বেদনা, প্রসবাস্তে রক্তস্রাব, ডিম্বকোষের প্রদাহ, যুতিক। জর, জরায়ু প্রদাহ রোগে বেলাডোনার লক্ষণাদি পাইলে কার্য্য পাওয়া যায়।

ক্লাস-বুদ্ধি :—স্পর্শ করিলে, দেহ সঞ্চালনে, শব্দে, উজ্জ্বল ও চক্চকে বস্তু দর্শনে, পান করিবার সময়, বেলা ওটাব পর, রাত্রি দ্বিপ্রহবেব পর, চুল কাটাইলে, শয়ন কবিলে রোগের বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে, দাঁড়াইলে, সোজা হইয়া বসিলে এবং গরুম ঘরের ভিতর উপশম।

যে সমস্ত রোগে বেলাডোনা ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না, সামান্য ভাল হইয়া আর আরোগ্য হইতে চায় না সেই ক্ষেত্রে ক্যাল্কেরিয়্যা রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে ; আবার যে সকল রোগীর কেবলই বেলাডোনার লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাদের পক্ষেও ক্যাল্কেরিয়্যা প্রযোজ্য। ক্যাল্কেরিয়া বেলাডোনার অনুপূরক।

• শক্তি :—১৫, ৩৫, ৩, ৬, ৩০, ২০০ বা তদুর্ধ্ব।

বেলিস-পেরেনিস (Bellis Perennis.) ।

ব্যবহারস্থল :—কৃত্রিম মৈথুনের মন্দফল, বয়োব্রণ, ক্লান্তি, মাথাঘোবা, নানা জাতীয় ফোড়া, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত, চর্মরোগ, অর্কুদ, গর্ভাবস্থার বিবিধ প্রকারের পীড়া, আঘাত লাগিবার মন্দফল, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

ডাঃ বার্ণেট বলেন—শরীরেব উত্তাপাবস্থায় ঠাণ্ডা জলপান বা ঠাণ্ডা জব্য ভোজন করিবার পর যে সকল পীড়া উপস্থিত হয়, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিবা যে সকল রোগ হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। তাহাদের জটুল আছে তাহাদের জটুলে এই ঔষধেব বাহ্য প্রয়োগ করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা। এই ঔষধ যাহারা জরায়ুর উপর নানরূপ অত্যাচার কবিয়া বা সন্তান উৎপত্তির ভয়ে নানারূপে জরায়ুকে দুর্বল, শক্তিহীন ও উৎপীড়িত করেন তাহাদের নানাবিধ পীড়ায় ; তাহাদের স্তন দুইটা শুক হইয়া তথায় কোনরূপ চিহ্ন পর্য্যন্ত না থাকিলে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ কার্য্যকরী।

অস্বাভাবিক উপায়ে মৈথুনাধি করিবার পর কোনরূপ পীড়া জন্মিলে বা কোনও স্থান মচকাইয়া গেলে অথবা আঘাত লাগিবা বেদনামুক্ত হইলে ইহা ফলপ্রদ। আর্শিকা ও সাল্ফারের ভ্রায় এই ঔষধ যাহাদের শরীরে উপস্থাপরি ফোড়া হয় তাহাদের পক্ষে ফলপ্রদ।

• শক্তি :—মূল অরিষ্ট ১৫, ২৫, ৩৫, ৬।

বোথ্রপস-ল্যান্সিয়োলোটাস (Bothrops Lanceolatus.) ।

পরিচয় :—এক জাতীয় হলুদবর্ণের সর্প। প্রথমে গ্লিসারিণে মাদার-টিংচাব তৈরী করিয়া পরে সুরাসারে উচ্চক্রম প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—দীর্ঘা অন্ধতা, অন্ধত্ব, অস্থিময় রোগ, পচনশীল ক্ষত, জিহবার পক্ষাঘাত, জিহবার কোন বিকৃত ভাব নাই অথচ বাকশক্তি রহিত, ডাণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেদনামুত্ব, তাহার হাত-পা ফুলিয়া তিনগুণ মোটা হয়। আধখানি অন্ধের পক্ষাঘাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x, ১০, ৩০।

বোম্বাইক্স (Bombyx.) ।

ব্যবহারস্থল :—বোম্বাইক্স সর্বশবীরে চুলকানি ও আমবাত।

বোগম্যান্সিয়া-ক্যান্ডিডা (Bougmancia Candida,) ।

ব্যবহারস্থল :—রোগী তাহার চিন্তাশক্তিকে একত্রীভূত করিতে পারে না। তাহার মস্তিষ্কের ভিতর হাজার হাজার ভাব ভাসিয়া বেড়ায়, আবাব সে মনে করে তাহার চিন্তাধারাগুলি মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে ভাসিয়া আসিবে, মাথার যন্ত্রণা, বুক জ্বালা, পাক্যন্ত্রের শেষপ্রান্তে জ্বালা অনুভব, ঐ জ্বালা অননলী পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। যকৃতপ্রদেশে উত্তাপবোধ ও দগ্ধপানি।

বোভিস্টা (Bovista Nigrescens.) ।

পরিচয় :—অপর নাম ওয়াটেড্ পফবল বা শবতানের নস্তদানী। ইহা ফাফাস জাতীয় বৃক্ষ। ইহার গুড় ফল চূর্ণ করিয়া বিচূর্ণন পদ্ধতিতে তৈরী করিয়া তারপর মাদার-টিংচাব তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—কড়া, বহুমূত্র, তোতলামি, ডিম্বাধারের পীড়া, ঋতুবিবৃতি, নানাবিধ স্ত্রী-রোগ, সন্ধির পীড়া, হৃদযন্ত্রের পীড়া, কর্ণে একপ্রকার বিবাক্ত ক্ষত, প্রমেহ, রক্তশ্রাব, শিরঃপীড়া, মেরুদণ্ডের নীচে বেদনা, কামলা বা শ্রাবা, জিহবার ক্ষত, আঁচিল, ঝাজুলহাড়া, ক্ষত, উদরাময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ঔষধ।

স্বভাব :—রোগী অত্যন্ত অশ্রমবদ্ধ সহজে সে কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, সে অত্যন্ত অসাবধান, সমস্ত দ্রব্যই তাহার হাত হইতে পড়িয়া যায় (এপিস, অ্যাগারিকাস)। ইহা করিয়া একদিনে চাহিয়া আছে, অপর ক্ষেত্রে কি হইতেছে এ খেয়াল তাহার নাই, অত্যন্ত অভিমানি সামান্য কারণে রাগিয়া যায়। রোগী মনে করে তাহার অজপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বড় হইয়া ফাইতেছে; বোধ করে যেন তাহার মাথা বৃহত্তর হইয়া বাইতেছে (বেল, ইথের, ডাকনি, ফেল্যান)।

জীৱোপ : বোভিষ্টা জীৱোগে একটা কাৰ্য্যকৰী ঔষধ। ইহাৰ রক্তশ্ৰাব অত্যধিক কিন্তু ৱাত্ৰেৰ বেলা বেনী, দিনে বিশেষ কিছুই থাকে না (অ্যামন-মিউৰ, ম্যাগ-কাৰ্ক); ৱোগিণী যতক্ষণ চলিযা বেড়ায় ততক্ষণ ঋতুশ্ৰাব হয়—শয়ন কৰিবামাত্র রক্তশ্ৰাব বন্ধ হইয়া যায়। লিলিয়াম-টিগ্ৰি, ক্যাক্টাস, কষ্টি; যতক্ষণ সে চলিযা ফিৰিয়া বেড়ায় ততক্ষণ রক্তশ্ৰাব হয়, আৰ যখনই সে হাঁটা চলা বন্ধ কৰিবে তখনই রক্তশ্ৰাব বন্ধ হইবে ক্লিলিয়াম-টিগ্ৰিয়াম; কেবল শয়ন কৰিলেই শ্ৰাব হইবে, উঠিয়া বসিলে বা হাঁটা চলা কৰিলে রক্তশ্ৰাব বন্ধ থাকিবে—ক্লিমোজোৰ্ট। বোভিষ্টা ৱোগিণীৰ ঋতুৰ পূৰ্বে ও সময়ে উদ্ভৱাময় হওযা প্ৰকৃতি, এমন কি কোন কোন ৱোগিণীৰ কলৈয়াৰ শ্ৰাব লক্ষণ পৰ্য্যন্ত হইয়া থাকে (অ্যামন-কাৰ্ক)। ইহাৰ আৰ একটা লক্ষণ ঋতু বন্ধ হইয়া যাইবাব পৰও ৱোগিণীৰ ৫৭ দিন অন্তৰ রক্তশ্ৰাব হয়। ইহাতে মাসে দুইবাৰ ঋতুশ্ৰাব আছে, ঐ সময় জমাট ও অত্যন্ত লালবৰ্ণেৰ রক্তশ্ৰাব হয় (নাক্স-ভমিকা, সালফাৰ) ঋতুৰ সময় সে আট কাপড় পড়িতে পারে না কোমৰেৰ কাপড় টিলা কৰিয়া দিতে হয়, ঋতুকালে তলপেটে ভাৱবোধ তখন সে মনে কৰে যেন অস্ত্ৰাদি নীচেৰ দিকে নামিয়া পড়িবে। বোভিষ্টা ৱোগিণীৰ হাত হইতে দ্ৰব্যাদি পড়িয়া যায়, এপিস ৱোগিণীৰ এই লক্ষণ আছে ইহাদেৰ ভিতৰ পাৰ্থক্য এই বোভিষ্টা শীতকাতুৰে ও এপিস গ্ৰীষ্মকাতুৰে। বোভিষ্টা ৱোগিণীৰ যেতপ্ৰদয়ন্ত আছে—শ্ৰাব অত্যন্ত গাঢ় কৰায় ও অকক্ষ্যকাৰক।

শিশুৱোগ :—ছোট ছোট শিশুদিগেৰ ভোভল্যামি ৱোগেৰ ইহা 'একটী উৰ্দ্ধম' ঔষধ (ষ্ট্ৰ্যামো)। শিশুৰ নাসিকা হইতে ও অন্ত্ৰান্ত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী হইতে কেলিবাইক্সমিকৈৰ শ্ৰাব আঠাল লম্বা দড়িৰ, শ্ৰাব গাঢ় শ্লৈষ্মা নিৰ্গত হইয়া থাকে। শিশু যতবাৰ মাতৃস্তন পান কৰে ততবাৰ তাহাৰ মাটী হইতে রক্ত নিৰ্গত হয় ও মাটীতে বেদনা অমুভব কৰে। প্ৰাতে তাহাৰ নাসিকা হইতে রক্তশ্ৰাব হওযাও ইহাৰ বৈশিষ্টতা। শিশুদিগেৰ বা অন্ত্ৰান্ত বোগীদিগেৰ দাঁত উঠাইয়া ফেলিবাৰ সময় উহা হইতে অত্যধিক রক্তপাত হইতে থাকিলে বোভিষ্টা উপযোগী (ছ্যামা, ক্ৰিয়ো) বোভিষ্টা ৱোগীৰ ঘৰ্ম স্বৰূপে ও বগলে বেনী হয় এবং ঐ ঘৰ্ম হইতে পেয়াজের গন্ধ বাহিৰ হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ :—ৱোগীৰ ঘৰ্ম যইতে স্ৰগন্ধ বাহিৰ হয়—কোপেবা, ৱডোড; ৱক্তেৰ গন্ধ বাহিৰ হয়—লাইকোপোডিয়াম; কৰ্পূবেৰ গন্ধ বাহিৰ হয়—ক্যাম্ফাৰ; কস্তুরীৰ গন্ধ বাহিৰ হয়—পালসেটিলা, সালফাৰ; ৱোগীৰ ঘৰ্ম হইতে পচা গন্ধ বাহিৰ হয়—ষ্ট্যাক্সিসে, টকগন্ধ বাহিৰ হয়—ক্যালকে, ৱিউম; গন্ধকেৰ গন্ধ বাহিৰ হয়—ফসফোৰাস; প্ৰশাবেৰ গন্ধ বাহিৰ হয়—বাৰ্বা, ক্যাস্থা, কলো, অ্যাসিড-নাই; ঘোড়াৰ প্ৰশাবেৰ গন্ধ বাহিৰ হয়—অ্যাসিড-নাই।

আমবাত, একজিমা, বৃদ্ধদিগেৰ উদ্ভৱাময় (যদি ৱাত্ৰে ও প্ৰাতঃকালে হয়) পুনঃ পুনঃ প্ৰশাৱ বেগ ইত্যাদি ক্ষেত্ৰে ইহা ব্যবহৃত হয়।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০ ২০০ শক্তি ব্যবহাৰ্য্য।

বোরাক্স-ভেনেটা (Borax Venata.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সোহাগা। বিচূর্ণ ও আরক উভয়বিধই তৈরী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি ছোট ছোট শিশুদিগের মুখে বা প্রভৃতির উত্তম ঔষধ। পল্লীগ্রামের রক্তা স্ত্রীলোকগণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জিহ্বা ও মুখের দ্বায়ে সোহাগার খই ও মধু দিয়া থাকেন, এইরূপ ঔষধ দ্বারা বা অতি সুন্দররূপে আরোগ্য লাভ হয়। যদিও হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রমতে এই প্রথা অসম্মোদনযোগ্য নহে তত্রাচ সোহাগার জিহ্বা ও মুখের ভিতরের দ্বা আরোগ্য কবিবার ক্ষমতা আছে।

মুখে বা ব্যতিবেকে ইহা কড়া, দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের পীড়া, উদরাময়, কাণের পূঁজ, চক্ষুর বিবিধ পীড়া, স্তনের বোঁটায় ক্ষত, নোকা বা গাড়ীতে উঠিলে বমন বা গা-বমি, একজিমা, প্রস্রাবের উগ্র গন্ধ, মাথাঘোবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—স্নায়ুমণ্ডল বিশেষতঃ পাকস্থলী, অস্ত্রাদির কোমল আবরণীর উপর উত্তেজনা জন্মাইয়া রোগীর বমন, উদরাময়, মুখক্ষত, শূলবেদনা প্রভৃতি উপস্থিত করায়।

মন :—ডাঃ অ্যালেন বলেন, রোগী অত্যন্ত নার্যবিক ধরণের। সে অতি সহজেই ভয় পায়, বিশেষতঃ নিম্নাভিমুখী গতিকে তাহার অত্যধিক ভয়। এই লক্ষণটি প্রায় ক্ষেত্রে শিশুদিগেব বৈশী দেখা যায়, উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শিশুকে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামাইতে যাও, সে তোমাকে আকড়াইয়া ধরিবে। শিশুকে দোলনা হইতে নামাইতে যাও, সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিবে। মাতা শিশুকে কোল হইতে বিছানায শোয়াইতে গেলে অমনি শিশু ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে ও মাতাকে জড়াইয়া ধরে। শিশু ঘুমাইতে ঘুমাইতে পড়িয়া যাইতেছে বোধ, এই জন্ত সে অনবরত চীৎকার করিয়া উঠে। শিশু কোন প্রকারের শব্দও সহ্য করিতে পারে না, এমন কি কেহ কাসিলে, কাঁদিলে, হাঁচিলে, দিয়াশলাইএর কাঠি জালিলে, জোরে কথা বলিলে এমন কি কাগজ ঘষিলে শিশু ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। সামান্ত কাবণে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠা ইহার প্রধান লক্ষণ।

চুলের জটা বাজ্জা :—চুলে জটা পাকাইয়া গেলে পর ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। চুলের জটা পাকাইয়া উঠা একে অন্তর্ব গায়ে মিশ্রিত হইয়া যায় ঐ জটা কাটিয়া দিলেও পুনরায় জটা পাকাইলে বোরাক্স দ্বারা উপকাব পাওয়া যায়।

মুখের ক্ষত :—বোরাক্স মুখের ক্ষতের বিশেষতঃ শিশুদিগের একটা উত্তম ঔষধ ইহা আমরা ব্যক্ত করিয়াছি; ইহাতে জিহ্বায, মুখের দুইদিকের গালে, ঠোঁটে এবং তালুর সর্বশেষ ভাগে ক্ষত বা ঘা হয়, ঘাযের জন্ত শিশুর মুখের ভিতর অত্যন্ত গরম, শিশু যখন মাতৃস্তন পান করে তখন মাতা বুঝিতে পারে যে শিশুর মুখের ভিতরটা কিরূপ গরম। মুখের ভিতর ঘাযের জন্ত স্তন্যপায়ী শিশু মাতৃস্তন পান করিতে পারে না, স্তন্যপান করিবার জন্ত একবার উঠা ধরে কিন্তু মুখের ভিতর ব্যথা বোধ করিবার জন্ত রাগ করিয়া ছাড়িয়া দেয় আবার ধরে আবার ছাড়িয়া দেয়, মুখের ঘাযের জন্ত শিশু পক্ষে মাতৃস্তন পান করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় এমন কি দুইএক টান দিবার পর মুখ দিয়া বক্ত নির্গত হইতে থাকে। এরান-ট্রাইকির ক্ষতও বোরাক্সের দ্বায, মুখের ক্ষতের জন্ত শিশু অনবরত উঠা খুঁটিতে থাকে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া রক্ত বাহির করে তত্রাচ

তাহার খোঁটার বিবাম নাই; ব্রাইওনিয়ার শিশুর মুখের শুষ্কভাব অত্যন্ত—মুখের শুষ্কতার জন্ত সে দুধ পান করিতে পাবে না, দুধ পান করিতে গেলে মুখ হইতে রক্ত বাহির হয়, মুখের শুষ্কভাব চলিয়া গেলে সে পুনরায় দুধ পান করিবে। মার্কারিতেও ঐ প্রকার ক্ষত আছে, সেই সঙ্গে মুখ হইতে প্রচুব লালারাব হয়, আমাশয় থাকে এবং আমাশয়ের কুস্মন বেগ অত্যন্ত দেখা যায়। অ্যাসিড-নাইট্রিকের সংস্কৃত ও অত্যধিক, শিশুর পূর্বপুরুষের পারদেব অপব্যবহার ও উপদংশের ইতিহাস থাকিলে এবং মুখ দিয়া অনর্গল লালারাব হইতে থাকিলে, ক্ষত প্রথমে মাটী ও জিহ্বায় আবদ্ধ হইয়া গলাব ভিতর বিস্তৃতি লাভ করিলে ইহা কার্য্যকরী—বোবাক্সে ঐরূপ উপদংশ বা পারদেব ইতিহাস পাওয়া যায় না।

উদরাময় ও উদরশূল রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শিশুদিগেব দস্তোদগমকালীন উদরাময় সহ জিহ্বায় ও মুখে ক্ষত থাকিলে বোরাক্স উপযোগী। উদরাময়ের সহিত পেটে শূলবেদনা নিম্নাভিমুখী গতিতে অত্যন্ত বেদনা ও ভয় ইত্যাদি ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ। বাহ্যে তবল, ফিকা ও হবিদ্রাবর্ণেব আময় কখনও বা দুর্গন্ধযুক্ত ও বিনা বেগে নির্গমন বোবাক্সেব লক্ষণ। স্তন্যপায়ী ও দস্তোদগমনোন্মুখ শিশুদিগেব মলত্যাগেব পূর্বে খিটখিটে স্বভাব, মলত্যাগের সময় মলদ্বাবে অত্যন্ত জ্বালা, দুর্বলতা বোধ এবং মলত্যাগেব পর অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ; বোরাক্স বোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, পাংশুবর্ণের, নাসিকা ও ওষ্ঠের উপর ব্রণ হইবার ফলে তাহাব মুখমণ্ডল ফুলিয়া যায়, মুখেব ভিতব এবং গলার ভিতর সাদা; মুখেব ভিতব ক্ষত হইবার জন্ত বেদনা; স্পর্শ করিলে, অম্লাক্ত দ্রব্য বা নোনতা দ্রব্য আহাৰ করিলে বেদনাব বৃদ্ধি। বোগীর মুখের ডাণদিকে মাকড়সার জাল আছে ঐরূপ বোধ (ব্রাই, গ্র্যাফ, ব্যাবাই) ইত্যাদি লক্ষণে বোরাক্স কার্য্যকরী ঔষধ।

বোরাক্স শিশু প্রস্রাব করিবার সময় বড়ই কাঁদে, শিশু ঘন ঘন প্রস্রাব কবে কিন্তু প্রতিবার কাঁদিয়া আকুল এই লক্ষণ লাইকো, সার্সাপেরিলা ও স্ত্রানিকিউলা শিশুতে দেখিতে পাই। লাইকোপোডিয়াম শিশু প্রস্রাবও বোবাক্সের স্তায় তবে ইহাতে ভয়জনিত ভাব নাই, প্রস্রাবে লাল লাল গুড়া বাহির হইয়া বিছানায় লাল দাগ পড়ে, সার্সাপেরিলা শিশুর প্রস্রাবে যন্ত্রণা, প্রস্রাব হইয়া বাইবার পবই আরম্ভ হয়, শিশু দাঁড়াইয়া প্রস্রাব কবে, বসিয়া প্রস্রাব করিতে পাবে না, যদি কবে বহু সময় বসিয়া ফোটা ফোটা প্রস্রাব কবে, ইহার শিশুর প্রস্রাবে সাদা সাদা গুড়া নির্গত হয় ও শিশুকে বৃদ্ধের স্তায় দেখায় (স্ত্রানিকিউলা)। স্ত্রানিকিউলার প্রস্রাব বোবাক্সের স্তায়, ভীতিভাবও বোবাক্সেব স্তায় কিন্তু তাহাব বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে হইয়া যায় ও শিশুকে বৃদ্ধের মত দেখায়।

সর্দি:—শিশুর নাসিকার দুইটা ছিদ্রেই চটা পড়ে এবং প্রদাহযুক্ত হয় ঐ জন্ত তাহাব নাসাগ্র লাল ও চকচকে হয়। নাসিকার ভিতর চটা পড়িবার জন্ত শিশু ডাণদিকের নাসিকাটা বন্ধ হইয়া যায়, কোন কোন শিশুর প্রথম ডাণ নাক শেষে রাম নাক বন্ধ হইয়া যায়, পূর্ব বন্ধ হইয়া গেবও ঐরূপ নাকে চটা পড়ে ও ঐরূপ নাক বৃদ্ধিয়া যায়। রীতিমত শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার জন্ত সর্বদাই নাকেব ভিতরটা আঙ্গুল দ্বারা পবিকার করিবা থাকে। কাণের পূজুরোগে ইহা কখনও কখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ডাঃ গ্র্যাশ ১৪ বৎসর স্থায়ী কাণের পূজুরোগে ইহা দ্বারা 'আরোগ্য' করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্ত্রীরোগ :—এতক্ষণ পর্যন্ত শিশুরোগে বোবাক্স কিরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বোরাক্স শিশুরোগেই বেশী ব্যবহৃত হয়। থাকে কিছু বয়স্কাদিগেব পীড়ায়ও প্রযোজ্য। ইহার ঋতুশ্রাব উপযুক্ত সময়ের বহু পূর্বে আবির্ভাব হয়; ইহার শ্রাব পবিমাণে খুব হয় এবং সেই সঙ্গে তলপেটে বাধা ও বিবমিষা থাকে, শ্রাবের ভিত্তব চর্ম্মখণ্ডের জ্বায় জমাটবাধা পদার্থ নির্গত হয়, ঐগুলি নির্গত হইবার সময় প্রসববেদনার জায় বেদনা অনুভব করে। ইহার শ্বেতপ্রদর প্রচুব পবিমাণে হইয়া থাকে—প্রদবের শ্রাব স্বচ্ছ ঠিক ডিমের সাদা অংশের জায় চক্চকে এবং গরম। প্রদবের শ্রাবটি মাসিক ঋতু আবস্ত হইবার দুই সপ্তাহ পূর্বে আবস্ত হয়, ইহার শ্বেতপ্রদরের শ্রাব এত প্রচুব যে রোগিণীর পা বাহিয়া নীচে পবে (অ্যালুমিনা)। অত্যধিক স্তনদুগ্ধ ক্ষবণ; স্তনপান কালে শিশু যে স্তনটি পান করে তাহার বিপরীত দিকের স্তনটি ব্যথা করিতে থাকে। বোবাক্সের স্তন্যদুগ্ধ অভিশয় ঘন ও বিস্বাদ কিছু যে স্তনটি পান কবে সেইটিতে খালি খালি বোধ, চাপ দিলেই খালি খালি বোধটি চলিয়া যায়। শোবাক্স বোগিণী একটুতেই হাঁপাইয়া পড়ে, সিঁড়ি দিয়া উপবে উঠিবার সময় এত হাঁপাইতে থাকে যে বহুক্ষণ পর্যন্ত কথা বলিতে পাবে না।

চর্ম্মরোগ :—বোরাক্স বোগীর বস্ত্র একটুতেই দূষিত হইয়া যায়, সামান্য একটু স্থান আঁচড়াইয়া গেলে বা কাটিয়া গেলে ত্র্যায় পূঁজ জন্মায় এবং ঘায়ে পবিণত হয় (হিপাব, ক্যালেকুলা, মার্ক্যারি)। পুরাতন ক্ষতগুলি বা অশ্বোপচাবগুলি পুনবায় পার্কাধা উঠে (অ্যাসি-স্ক্রু, কষ্ট্রি, গ্র্যাক) অখনও ইহা ব্যলহাবোপযোগী ঐষধ। মুখেব উপব বিসর্প বোগেবও ইহা ঐষধ। মাথায় চর্ম্মপীড়া বা একজিমা হইয়া খুব শীঘ্র শীঘ্র চটা পড়ে (মেজেরিয়াম)। ইহার জন্ত চুলে জটা পার্কাইয়া যায় ঐ জটা কাটিয়া ফেলিলেও যায় না পুনবায় হয়, জটাব জন্ত মাথায় চিক্রণী ঢোকে না, চুলের গোড়ায় জটা বাধা বোরাক্সেব একটা বিশিষ্ট লক্ষণ।

নিদ্রা :—বোরাক্স বোগীর রাত্রি ৩টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং মস্তিষ্কের উত্তাপ জন্ত তাহাব ঘুম আর হয় না। কিছু ঘুমাতে ঘুমাতে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে এবং কাদিতে কাদিতে তাহাব মাতাকে বা দাইকে জড়াইয়া ধবে, স্ত্রীরোগিণী নিদ্রার ভিত্তব এরূপ স্বপ্ন দেখে যেন সে তাহাব স্বামীর সন্তিত সঙ্গমে লিপ্ত আছে।

হাস-রুদ্ধি :—নিয়গতিতে, হঠাৎ কোন শব্দ শুনিলে, গবম দিনে, প্রস্রাব করিবার পূর্বে এবং ধুমপান করিলে হুঙ্কি, শীতকালে, সন্ধ্যাবদিকে, বেদনাবৃত্ত স্থান চাপিয়া ধবিলে উপশম।

শক্তি :—১x, ২x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০ শক্তি, কেহ কেহ প্রদর বা স্ত্রীবোগে উচ্চশক্তিব প্রশংসা করেন।

বোলেটাস-ল্যারেসিস (Boletus Laricis.) ।

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম পলিপোরাস অফিসিঅ্যালিস।

ব্যবহারস্থল :—এই ঐষধ উদরাময়, রক্তামাশয়, জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর, পিত্তগুলির পীড়া, যকৃত্তেব বিবিধ পীড়া, প্রচুর নৈশযজ্ঞে বিশেষ কার্য্যকরী।

উদরাময়ে বোগী হৃদযবর্ণের জলমা-ফেনাবৃত্ত ও খসখসে মল নির্গত হয়, কখনও কখনও পিত্ত, ফেনা ও শ্লেষাবৃত্ত বা তৈলাক্ত মলও দেখা যায়। মলত্যাগের পর যকৃত্ত ও নাভিদেশে

ব্যথা করিতে থাকে। ইহার মল প্রচুর পরিমাণে অজীর্ণযুক্ত ও বেগেব সহিত নির্গত হয়। রোগীর জিহ্বা গাঢ় শীতবর্ণের লেপযুক্ত উহাতে দাঁতেব দাগ পড়ে (মার্কারি, চেলি, পডো)। জিহ্বায্য মোটা লেপ পড়াষ রোগীর আত্মাদ শক্তি থাকে না, তাহাব অনবরত গা-বমি-বমি কবিত্তে থাকে, কখনও বা বমি কবিয়া দেয়, উচ্চ তিত্ত।

ইহাতে সবিরাম বা ম্যালেরিয়া অব আছে। ইহাব অব প্রত্যেক দিনই আসে। অর আসিবাব পূর্বে মেরুদণ্ডেব একদিক হইতে অত্রদিকে শীত ঘুরিগা বেড়ায এবং তারপরই হঠাৎ অর উপস্থিত হয়, শীতেব সময় বোগী অনবরত আড়মোড়া খায়, শীতাবস্থায় ও উত্তাপাবস্থায় তাহাব কাঁধে ও প্রত্যেক সন্ধিস্থলে অত্যন্ত বেদনাবোধ। উত্তাপাবস্থাব পর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় তারপর অব কমিতে থাকে। প্রচুর নৈশশর্ম্ম, যক্ষ্মাকাসির নৈশঘর্মেও ইহা উপযোগী। স্নানারোগে যখন যকৃতপ্রদেশে ব্যথা থাকে এবং প্রসাব গাঢ় নীলবর্ণের হয় তখন ইহা উপযোগী।

বোলেটাস-ল্যাবেসিস ডাঃ বার্ণেট দ্বাবা পরীক্ষিত হয়; তিনি ১৫, ৩১, ৬, ৩০ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া বোগে ইহাব ২০০ শক্তি বা তদুর্দ্ধ ক্রম ফলপ্রদ নহে।

বোলেটাস-স্যাটেনাস (Boletus Satanas.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উদ্বাময়, বক্তামাশ্য ও বমনেব একটা উত্তম ঔষধ; জীবাণু ও শিবঃগীড়ায ইহা ব্যবহৃত হয়।

রোগীর চক্ষুর সম্মুখে যেন অগ্নি ফুলিঙ্গ সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে এরূপ বোধ। এই লক্ষণটা সাধারণতঃ বোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলেই দেখা যায়। অতিবিক্ত অবসন্নজনিত হইলে চাযনা, যকৃতের দোষেব জন্ম এরূপ দেখিলে অ্যাসিড-নাই, অতিবিক্ত ইন্দ্রিয় সেবন জন্ম হইলে ফস্ফোবাস্ উপযোগী। অবসন্নতাব জন্ম রোগীব কর্ণেব ভিতর নানাপ্রকার শব্দ হইতে থাকে।

ইহাব রক্তাতিগাবেব রোগী এক একবাব প্রচুর পরিমাণে রক্তবাছে কবে, বক্তেব সহিত সামান্য আম বা স্নেহা ও সামান্য মলও নির্গত হয়। প্রচুর বক্ত বাছে কবিয়া বোগী হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়ে অত্যন্ত পিপাসা পায়, মুখেব ও অন্ত্রান্ত পেশীতে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক খিল খবে এবং পাকযন্ত্রে অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইহাতে যেমন রক্তবাছে আছে, সেইরূপ আছে ও বমনও আছে; হঠাৎ তাহার বমনোদ্রেক হয় রোগী ২৩ ঘণ্টার ভিতর ২৫৩০ বার বমন কবিয়া ফেলে এবং বমনেব পর ও বমন কবিবাব সময় সে একেবারে নিশ্বেজ ও অবসন্ন হইয়া যায়, হাত পা ববফেব মত শীতল হয়।

শক্তি :—নিম্নতম ক্রম ব্যবহার্য্য।

বণ্টুলিনাম Bontulinum.)

ব্যবহারস্থল :—পক্ষাঘাতিক ডিপথিরিয়া বোগে ও যাঁহাবা ডিপথিরিয়া বিষ বহন কবিয়া আনে তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

তিনপাত্রে রক্ষিত বিষদ্রষ্টে খাত্ত খাওয়ার মন্দফল, দৃষ্টিবিন্দম, বিষ দৃষ্টি, অস্পষ্ট দৃষ্টি, গলাধঃকরণে ও শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট; শ্বাসরোধ বা কষ্টরোধবৎ ভাব, অস্থির ও অনির্দিষ্ট

পক্ষ্মেপে চলাফেরা, মাথাঘোরা, কথা ভারী ভারী, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও দুর্বলতার
অন্য ইচ্ছাব ব্যবহার কদাচিৎ হইয়া থাকে।

ব্যাপ্টিসিয়া কম্ফিউসিয়া ।

ব্যবহারস্থল :—ডাণ্ডিকের মাটীতে ব্যথা এবং বামদিকেব কোঁকে চাপবোধ, স্বর লুপ্ত
হইয়া যাওয়া।

ব্যাপ্টিসিয়া-টিংটোরিয়া (Baptisia Tinctoria.) ।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম ওয়াইল্ড-ইণ্ডিগো বা বন নীল।

ব্যবহারস্থল :—ব্যাপ্টিসিয়া টাইফয়েড অবের একটি অতি চমৎকার ঔষধ। কি চিকিৎসক
কি গৃহস্থ সকলেই জানেন যে ব্যাপ্টিসিয়া সাম্প্রতিক অবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বস্তুতঃ
টাইফয়েডের অবের প্রথমাবস্থায় উপযুক্ত লক্ষণানুসারে ব্যাপ্টিসিয়া অমূল্য ঔষধ, তাহাতে কোন সন্দেহ
নাই। ইহা ব্যতিরেকে গর্ভশ্রাবের আশঙ্কা; অ্যাপেন্ডিসাইটিস বা উপদ্ব-প্রদাহ, ডিপ্‌থিরিয়া;
সাংস্‌তিক জ্বাতিয় ম্যালেরিয়া ও আমাশয়; বহুব্যাপক সর্দি, শ্লেগ; মথকৃত; রসন্ত; পিত্তস্থলী
প্রদাহ; অন্ননলীর অববোধ প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ কার্য্যকরী। ব্যাপ্টিসিয়া, অ্যাকোনাইট,
বেলাডোনা প্রভৃতি ঔষধের স্রাব্য একটি তরুণ রোগের ঔষধ। এই ঔষধ পুরাতন রোগে প্রায়ই
ব্যবহৃত হয় না।

ব্যাপ্টিসিয়ার প্রধান কথা অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব। পচন হইয়া যে কোন শ্রাব
হইতেই অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। দুর্গন্ধ সযক্কে ডাঃ কেণ্ট বলেন ব্যাপ্টিসিয়ার সর্বপ্রকার
শ্রাবই দুর্গন্ধযুক্ত, তাহার বাস্‌, তাহার বমি, তাহার ঘন্য অত্যন্ত বিক্ৰী গন্ধযুক্ত, যদি বোগীব ঘন্য নাও
হয় তবুও তাহার শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহিব হইবে। রোগীব শরীর হইতে ও অত্যন্ত শ্রাব
হইতে এত খাপাপ গন্ধ বাহিব হইতে থাকে যে যদি বোগীর ঘরের দরজা খোলা থাকে তাহা হইলে
সমস্ত বাড়ীখানা সেই দুর্গন্ধে ভরিয়া যাইবে। এই দুর্গন্ধ দেখিয়াই স্‌চিকিৎসক নির্ণয় কবিবেন এই
বোগী ব্যাপ্টিসিয়ার (পাইরোজেন)।

ক্রিয়াস্থল :—ব্যাপ্টিসিয়া বোগী ক্রতগতিতে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং অন্নদিনের ভিতরে
বোগী অজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া যায়। বোগ আক্রমণের প্রথম অবস্থায় তাহার শরীরে অত্যন্ত বেদনা
থাকে, শীত ও কম্প দেখা যায় তারপর অব ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। এই সময় সে অন্ন
সময়েব স্নান উত্তাপ অনুভব করে কিন্তু অতি ক্রতগতিতে তাহার সে জ্ঞানশক্তি লুপ্ত হইয়া যায় সেই
সময় বোগী কেবল অনুভব করে তাহার বিছানাটা অত্যন্ত শক্ত হইয়া গিয়াছে, সেই বিছানায়
শয়ন করা অসাধ্য। তারপর ক্রমে ক্রমে তাহার সেই জ্ঞানশক্তিও লোপ পাইতে আরম্ভ করে তখন
তাহাকে ডাকিলেও কান সাজা পাওয়া যাইবে না। ব্যাপ্টিসিয়া রোগীর অবস্থা ৩৪ দিনের দ্বিতরেই
অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে, রোগীকে দেখিলেই বুঝিতে পাবিবে যে তাহার পচন কার্য্য আরম্ভ
হইয়াছে এবং রোগী তীব্রগতিতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। ব্যাপ্টিসিয়ার রক্তের উপর ক্রিয়া

প্রকাশ করিয়া রক্ত দূষিত করিয়া দেয়,—উহাব ফলে তাহার টাইফয়েড লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইতে থাকে। রক্ত দূষিত হইবার কতকগুলি কারণ নিম্নে দেওয়া গেল—পচন নষ্টমার পাণে বাস করা ; দূষিত জলপান করা, টাইফয়েড রোগীকে পরিচর্যা করা এবং প্রসবাস্তিক শ্রাব বন্ধ হইয়া যে সকল রোগ জন্মে তাহার জন্ত ব্যাপ্টিসিয়া কার্যকরী ঔষধ (পাইরো)। টাইফয়েড বা অন্ত্রান্ত্র বোগে যখন বিকাব ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় রোগী কখনও তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে থাকে আবার কখনও অস্থির ভাবে সময় অতিবাহিত করে তখন ব্যাপ্টিসিয়া ব্যবস্থেয়।

মন :—সে নিজেকে দুইজন বা তিনজন ব্যক্তি মনে কবে এবং নিজের সহিত এমনভাবে কথা বলিতে থাকে যেন সে অপরের সহিত কথা বলিতেছে। কখনও সে মনে কবে তাহাব শরীরটা খানা ভাগে বিভক্ত হইয়া বিছানায় ছড়াইয়া আছে—সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একত্র করিবার জন্য রোগী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই লক্ষণ যে কোন রোগেই থাকুক না কেন ব্যাপ্টিসিয়া একমাত্র ঔষধ।

জিহ্বা ও মাটী :—টাইফয়েড বা অন্ত্রান্ত্র ব্যাপ্টিসিয়া দূষিত বোগেব যখন পচন কাষ্য আরম্ভ হয় তখন প্রথমে তাহান জিহ্বায় ও মুখেব ভিতর যা হয়, প্রথমে জিহ্বায় সেইরূপ রেন্দ থাকে না ; জিহ্বাব উপব সামান্য শাদা লেপ ও মধ্যে মধ্যে লাল লাল দাগ থাকে তাবপন ক্রমে ক্রমে উহা শুষ্ক কালবর্ণ ধারণ করে, দেখিলে মনে হইবে যে গরুর জিহ্বা, ইহার পর তাহাব মুখে ও জিহ্বায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত সকল দেখা যায়। ঐ ক্ষতগুলি প্রথম ছোট ছোট ও স্বতন্ত্র থাকে শেষে সমস্ত ক্ষতগুলি একসঙ্গে মিলিত হইয়া যায় ও এক একখানি বড় ক্ষতে পবিণত হইয়া ঐ ক্ষত হইতে ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব নির্গত হইতে থাকে, মাটী ঝুলিয়া পড়ে, ক্রমবর্দ্ধমান অবসন্নতা, অবসন্নতার জন্ত জিহ্বা ও হাত পা কাঁপে ; পেটের ভিতর ও গলার ভিতর যা হয়, পেট ফাঁপে, তলপেটে টাটানি বাধা হয়, মল দুর্গন্ধযুক্ত ও বাবে বাবে হইতে থাকে।

টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক জ্বর :—আমবা পূর্বেই বলিয়াছি যে ব্যাপ্টিসিয়া টাইফয়েড জ্বরেব একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। যদিও ব্যাপ্টিসিয়া টাইফয়েড জ্বরেব একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ কিন্তু লক্ষণের বিচার না করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে কাবণ তাহাতে উপকাবের পবিবর্ত্তে অপকাবই বেশী হইয়া থাকে। ইহাব প্রধান লক্ষণ অত্যন্ত অবসাদ, বিকাবে আচ্ছন্নতা, মুখ থম্ধমে, মুখেব ভাব ভাবাচ্যাকাব স্রাব, জিহ্বায় প্রথমে শাদা লেপ তাবপন গরুর জিহ্বার স্রাব, শেষে ঘায়ে পবিপূর্ণ, মুখ হইতে দুর্গন্ধ আঠা আঠা লালাস্রাব, সর্বপ্রকার শ্রাব হইতেই অতিরিক্ত বিদ্রী গন্ধ নির্গত হওয়া, নিজেকে ২৩ জন ব্যক্তি মনে ভাবা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চতুর্দিকে ছড়ান আছে এরূপ মনে করা, কখন অস্থিরতা, আবাব কখনও পূর্ণবিকার অবস্থায় নিস্তর্র ভাবে থাকা ইহাব বিশিষ্টতা। ব্যাপ্টিসিয়ার রোগী শ্রাব সর্বদাই লুজাঙ্গীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না যদি বা সাড়া কখনও দেয় মাতালর স্রাব যা'তা বলে। ব্যাপ্টিসিয়ার সান্নিপাতিক জ্বরের সহিত জেলস, ল্যাকেসিস, ব্রাইওনিয়া, রাস-টক্স, অগ্নিকা, মিউরিথেটিক-অ্যাসিড, অ্যারাম-টিংটিয়ামের সহিত, সামান্য সাদৃশ আছে কিন্তু জেলস, ব্রাইওনিয়া, পাইরোজিনাম ও রাস-টক্সের সহিত ব্যাপ্টিসিয়ার সাদৃশ অত্যধিক তাই নিম্নে ইহাদের পার্থক্য দেওয়া গেল। এই চারিটা ঔষধের জর আরোগ্য করিবার ক্ষমতা যেমন আছে সেইরূপ জর বাড়িতে না দেওয়ার ক্ষমতাও (short) বেশ আছে। টাইফয়েডের ভোগকাল অনেক ক্ষেত্রেই সুদীর্ঘ হইয়া থাকে তবে প্রথম

অবস্থায় সূচিকিংসকের চিকিৎসাধীনে থাকিলে টাইফয়েড জ্বরও ২।১ সপ্তাহের ভিতর আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

ব্রাইওনিয়া ও জেল্‌স রোগী উভয়েই চুপচাপ থাকে, ব্রাইওনিয়া বোগী নড়াচড়াকে ভয় করে কারণ নড়াচড়া কবিলে রোগের বৃদ্ধি, জেল্‌স বোগী নিজের শরীরকে ভারী মনে করে সেইজন্য নড়িতে চায় না। আচ্ছন্নতা ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগীও আছে কিন্তু উহা ঐক্যের জন্য। ব্রাইওনিয়া বোগীর মুখখানি শুষ্ক ও জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত এবং অত্যন্ত পিপাসা আছে, পিপাসায় প্রচুর পরিমাণে হ্রস্পান করে কিন্তু বাবে কম। জেল্‌স বোগীর মুখমণ্ডল ঋম্‌ম্‌মে লালভ, জিহ্বায় কোনরূপ লেপ থাকে না। পিপাসাও বিশেষ থাকে না। ব্রাইওনিয়ার রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্দে মল অত্যন্ত শক্ত মোটা, জেল্‌স বোগীর কোষ্ঠকাঠিন্দে সেইরূপ উল্লেখযোগ্য কিছু দেখা যায় না। প্রকৃত সান্নিপাতিক জ্বরে প্রথমে জেল্‌সিমিয়ারের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে তাবপর ব্রাইওনিয়ার লক্ষণ উপস্থিত হয়। দুইটা ঔষধেরই গতি ধীর, অব আন্তে আন্তে আসে অব হইবার পূর্বে উভয় ঔষধেরই মেজাজ বড় গরম থাকে।

ব্রাইও ও বাস্-টক্স পবম্পর পবম্পরের অল্পপূর্বক অর্থাৎ একটীর পর অপবটির লক্ষণ প্রায় সকল বোগীক্ষেত্রেই দেখা যায়। পূর্বে আমবা বলিয়াছি ব্রাইওনিয়া রোগী চুপচাপ থাকিতে চায় নড়াচড়া পছন্দ করে না এই ভাবের পব বোগীর অস্থিবতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যত নড়াচড়া কবে ততই বেদনাব উপশম, নড়াচড়া না করিয়া পারে না, বোগীর পিপাসা থাকে, জিহ্বাব অগ্রভাগ লাল ত্রিকোণভাবে দেখা যায়, বাত্রে সমস্ত লক্ষণেব বৃদ্ধি দেখিলে বাস্-টক্স ব্যবহার্য। **ব্যাপ্‌টিসিয়া** বোগীব প্রথম অবস্থায় অস্থিবতা দেখা যায়, ঐ অস্থিবতা বেগী হয়, বিছানা শক্ত অচুভব করে। বাস্-টক্সেব অস্থিবতা হয় তাহার সমস্ত শরীরে বেদনা আছে সেই নিমিত্ত। **ব্যাপ্‌টিসিয়ায়** পচনশীল পদার্থ অত্যধিক, ইহা ব্রাইওনিয়া বা বাস্-টক্স মোটেই নাই, তবে **পাইরোজিনামে** ঐরূপ পচনভাব আছে। পাইরোজিনাম রোগীরও সমস্ত শরীরে দারুণ বেদনা বিত্তমান থাকে। ইহাব বোগীও বিছানাকে অত্যন্ত শক্ত অচুভব কবে (আগিকা)। বোগী তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টিপিয়া দিতে বলে এবং গবমে থাকিতে চায়। ইহার মল, মূত্র ও অন্ত্রাত্ম শাব চইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহিব হয়। ইহাব জ্বর হইবার কাবণও অনেকটা ব্যাপ্‌টিসিয়ার সমতুল্য কিন্তু পাইরোজিনাম রোগীর জিহ্বা পবিস্কার, অব অত্যধিক, যদিও বা কখনও অল্প জ্বর থাকে, নাড়ীব গতি প্রবল অর্থাৎ মনে কর, বোগীব অব ১০২° ডিগ্রী কিন্তু নাড়ীব গতি তথায় ১৫০।১৬০, ইহা ব্যাপ্‌টিসিয়া বা বাস্-টক্স বোগীব নাই। পাইরোজিনাম রোগীর আর একটা মূল্যবান লক্ষণ এই যে, রক্তেব তেজ কমিয়া যাইবার ফলে তাহার শরীরে ঘা হয়। শয্যাক্তেব (bed sore) জন্ম ইহা একটা অমূল্য ঔষধ (আস)।

সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া সাধারণ চিকিৎসক মনে করেন যে ব্যাপ্‌টিসিয়া কেবলমাত্র টাইফয়েডেবই ঔষধ অল্প কোন প্রকার জ্বরে ইহার প্রয়োগ নাই; বস্তুতঃ তাহা নহে বোগলক্ষণেব সহিত, যদি ঔষধলক্ষণের সাদৃশ্য থাকে তবে যে কোন পীড়ায়ই ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ডাঃ কেন্‌ট বলেন,—প্রত্যেক ঔষধেব প্রকৃতি ও প্রয়োগ জ্ঞান আবশ্যক। ব্যাপ্‌টিসিয়া টাইফয়েড ও সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়ায় ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রচণ্ডতর জ্বর বেলেডোনা যেমন উপযোগী, সেইরূপ দুর্গন্ধের জন্ত ব্যাপ্‌টিসিয়াও শ্রেষ্ঠতর ঔষধ, তবে একথাও যেন

অবগণ থাকে যে মাকিউরিয়াস, সাল্ফার, সোবিধাম প্রভৃতিব মল ও শ্রাব দুর্গন্ধযুক্ত ; অন্ধভাবে কোনও ঔষধ ব্যবহার চলে না, লক্ষণসমষ্টি মিলাইয়া সদৃশ ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগ কবিতে হয়।

ইহা শু ম্যালেরিয়ার অর প্রায় বৈলী ১১টাব সময় আসে, অবের সঙ্গে সর্বশরীরে খ্যাংলানো ব্যথা, ব্যথাব জন্ম বিছানা শক্তবোধ, অবব ভিতর ঘুমঘুমভাব, অসম্ভব 'অবসন্নতা, সর্বশরীর চতুর্দিকে ছড়ান আছে এরূপ ধাবণা, তরল পদার্থ পানে কোন কষ্ট হয় না কিন্তু শক্তদ্রব্য খাটিলে বমি করা বা ওয়াক তোলা। রোগীর অরের সময় মুখে অত্যধিক জ্বালা, রাত্রে জ্বালার বৃদ্ধি জ্বালার জন্ম বিছানাব যে অংশ ঠাণ্ডা থাকে সেই অংশে শুইতে চায়, উত্তাপবস্থায় শরীরে হাত দিলে মনে হয় অর নাই কিন্তু তাপমান যন্ত্রে তাপ উঠে। দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ষ, যদি ঘর্ষ না হয়, তবুও শরীর হঠাতে বিশ্রী গন্ধ বাহিব হয়। নাড়ী সূক্ষ্ম, দুর্বল ও পবিবর্তনশীল। অবব ভিতর অদ্ভুত বকমেব প্রলাপ বকে। অবের সহিত দুর্গন্ধযুক্ত উদ্বাময় থাকে ও অতিবিক্ত দুর্বল হইয়া পড়া ইহাব বিশিষ্টতা।

রক্তমাশয় বা সাংঘাতিক জাতীয় রক্তাতিসার—ব্যাপ্টিসিয়ায় যে কোন বোগই হউক না কেন প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে। বক্তাতিসাব হইয়া রোগীব বিকারাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় ; মল দুর্গন্ধযুক্ত ও বক্তমিশ্রিত, ঘন ঘন মলত্যাগ কবিয়া বোগী মৃত্যুব দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, মল নিঃসরণের সময় অত্যন্ত কৌধানি ও বেগ থাকে অথচ পেটে কোনরূপ বেদনা থাকে না। মল অধিকাংশ স্থলেই ঘোলাটে, কালবর্ণের ও রক্তমিশ্রিত। মুখ হইতে, শরীর হইতে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হঠাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাতির হওয়া ও পেটের বেদনাব অভাব ইহার বিশিষ্টতা।

মুখের ঘা :—আমরা টাইফয়েড অধ্যায়ে ব্যাপ্টিসিয়ায় মুখের ঘাঘের কথা ব্যক্ত করিয়াছি ; ইহার মুখের ঘাটা লক্ষ্য কবিবার বিষয়। মুখে ঘা হইলে সে তবল দ্রব্য ব্যতিবেকে অল্প কিছুই গিলিতে পাবে না। গলায়, মুখে ও জিহ্বায় অত্যন্ত ঘা, ঘাঘেব জন্ম মুখ হঠাতে অত্যন্ত বিশ্রী গন্ধ বাহিব হয় ; বোগীব মুখে অত ঘা, মনে হয় যেন কত ব্যথা আছে অথচ ব্যথাব নামগন্ধ নাই—ইহা ডিপথিরিয়া রোগীব ব্যাপারে এরূপ। ব্যাপ্টিসিয়া বোগীব জিহ্বা ও দাঁতের মাটীতে যে ক্ষত হয় তাহা লাল ও গভীর। ইহা নূতন হউক বা পুৰাতন হউক, পারদ সেবন জন্ম হউক বিধা উদরাময় বক্তমাশয়েব সহিত হউক অথবা সাম্প্রিপাতিক অবব জন্ম বা সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া অবের জন্ম হউক যদি ভীষণ দুর্গন্ধ থাকে তবে ইহাই একমাত্র ঔষধ। ডাঃ হেল ইহার বাহুপ্রয়োগ সমর্থন কবিয়া গিয়াছেন।

জ্বররোগ :—মানসিক অবসাদ, শোক, বাত্রি জাগরণ এবং বিলপী (ঘুসঘুস) অরের জন্ম গর্তশ্রাব হইলে ইহা একটা অতি চমৎকাব ঔষধ। গর্তস্থ শিশুর মৃত্যু হইয়া রোগীব যোনিদ্বার হঠাতে দুর্গন্ধ শ্রাব নির্গত হঠাতে থাকিলে বা স্রুতিকাজর হইয়া বিকারাদি লক্ষণ উপস্থিত হঠালে তৎসহ, মুখে অসম্ভব দুর্গন্ধ ও ঘা থাকিলে ইহাই ঔষধ। এই ঔষধের বাহ্যিক ও আন্তর্যবিক প্রয়োগ ফলপ্রসূ। যদিও সিকেলি ও কলোফাইলাম এই অবহায় বৈলী প্রযোজ্য হইয়া থাকে তথাপি ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণ পাটলে ইহার দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল দর্শে।

জিহ্বা :—রোগীর অস্থিরতা'ব জন্ম ঘুম হয় না। ঘুমের ভিতর তাহার শ্বাসবোধ হয়, সে নানাপ্রকার ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। শরীরের অংশ যেন চতুর্দিকে ছড়ান আছে সেইজন্মও তাহাব ঘুম হয় না। প্রত্নের উত্তব সম্পূর্ণ দিতে না দিতে আবার তন্দ্রার ভাব উপস্থিত হয়।

যক্ষ্মা বোগেব শেষ অবস্থায় যখন পেট ছাড়িয়া দেয়, মুখে অত্যন্ত বাঁহয়, সমস্ত শাব হইতেই অত্যধিক দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে তখন এই ঔষধ ব্যবহার করা চলে।

আসেনিক যখন টাইফয়েড আরে অন্ত্যাত্মাবে ব্যবহৃত হয় তখন ব্যাপ্টিশিয়া তাহাব ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

টাইফয়েড অব্যব বক্তৃতাবে ব্যাপ্টিশিয়াব পর—ক্রোটেলাস, হ্যামা, অ্যাসিড-নাইট, টেরিবিস উত্তম কার্য্য করে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১১, ৩x, ৬, ৩০ কোন কোন ক্ষেত্রে ২০০ শক্তি।

ব্যারাইটা-আয়োডেটা (Baryta Iodata,)

পরিচয় :—ইহাব মপন নাম আণোডাইড-অভ্-বেবিয়াম।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ক্যান্সার, অর্ধুদ, গ্রন্থিব রক্ত ও শুনের কর্কটিয়া ক্ষতের জন্ম উপযোগী।

ইহার বোগীব গলার বা গলগণ্ডেব গ্রন্থিকল ফুলিয়া শক্ত হয়, গলগণ্ড রোগেব ইহা একটা উত্তম ঔষধ। ঘাড়ের গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া অর্ধুদের আকাব ধারণ করিলে ইহা দ্বাবা উপকাব দর্শে। অণুকোষ দুইটা যদি বহুদিন পর্য্যন্ত ফুলিয়া শক্ত হইয়া থাকে তাহার জন্মও ব্যাবাইটা-আয়োড কার্য্যকরী ঔষধ। ব্যাবাইটা-আয়োড রোগীব বয়স বেশ হইয়াছে অথচ তাহাব আকৃতি ও মানসিক চিন্তাধারাব উন্নতি হয় না, এক্রপ অবস্থায় এই ঔষধ দ্বাবা তাহার শারীরিক ও মানসিক মনোবৃত্তিব উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

আমরা নিম্নে গ্রন্থিফীতির কয়েকটা উদাহরণ বিশেষত্ব দিলাম, গলগ্রন্থিব বিরুদ্ধিতে বা গলগণ্ড রোগে (thyroid gland) থাইবইডিনাম ও আয়োডাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ব্যারাইটা-আয়োডও উত্তম ঔষধ।

ঘাড়, বগল ও শুন প্রভৃতি গ্রন্থিব ক্ষীণিতে—অ্যাকোনাইটাম-লাইকোটোনাম (Aconitum Lycotonum)।

* ঘাড়ের গ্রন্থি ও গলগণ্ড বোগে—ল্যাপিস-অ্যাল্বাম ব্যবহার্য্য।

শুনের গ্রন্থিব কাঠিলে অর্থাৎ শুনের গ্রন্থিগুলি ইটের ন্যায় শক্ত হইলে—কোনায়াম।

বাঘীর শক্তভাব দূর করিতে—কার্বো-অ্যানিমেলিস, ব্যাডিয়েগা, মার্ক-প্রোটো-আয়োড, মার্ক-বিল-আয়োড।

ক্যালকেরিয়া ধাতুব ব্যক্তিদেগব বহুদিনেব গ্রন্থিফীতি বোগে এবং ঐ গ্রন্থি শবীরের সর্বদেই হইতে পারে।

বাঘুনলোভুর্জ্বিত গ্রন্থিব ক্ষীণিতে—ক্যালকেরিয়া-কার্ব ও কৈলি-আয়োড ;

টনসাইটিং হইয়া ভাণদিকের গলকোষ প্রদাহযুক্ত হইলে—শুযেকাম।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০।

ব্যারাইটা-অ্যাসেটিকা (Baryta Acetica.) ।

ইহা অ্যাসিটেট-অভ-বেরিযাম ।

ব্যবহারস্থল :—ডাঃ হেরিং ও হানিমান দুইজনেই বলেন যে ব্যারাইটা-অ্যাসেটিকা ও কার্বনিকা একই ঔষধ এবং ইহাদের ক্রিয়া একইরূপ স্তূভরাং ভিন্নরূপে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমবা ব্যারাইটা-কার্বনিকা অধ্যায়ে ইহার বিষয় ব্যক্ত করিব। ইহারা একই ঔষধ পার্থক্য এই একটি তবল অপরটি চূর্ণ।

ব্যারাইটা-কার্বনিকা (Baryta Carbonica) ।

পরিচয় :—ইহা একপ্রকাব খনিজ পদার্থ। ইহা এটিসোরিক ও টিউবারকুলার ঔষধ। এই ঔষধের ক্রিয়া খুবই গভীর।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কের বিকৃতি, মস্তিষ্কের খর্বতা, স্মৃতিশক্তির অভাব ও দুর্বলতা, টনুসিল প্রদাহ, অর্কুদ, সন্ন্যাস, টাকপড়া, কোষময় অর্কুদ, পায়ে ঘর্ম, আঁচিল, হৃদযন্ত্রের পীড়া, আঙ্গুলহার, পক্ষাঘাত, গলক্কত, বর্ণমূল-গ্রন্থি প্রদাহ বোগে উপযোগী।

মন :—ব্যারাইটা-কার্ব বালকবালিকা ও বৃদ্ধদিগের পীড়ায় বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে শিশুর বয়সের সহিত শারীরিক ও মানসিক বিকাশেব উন্নতি হয় না, যাহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত দুর্বল, যাহাদের মুখ হইতে প্রায়ই লালান্দ্রা হয়, প্রায়ই যাহাদের সর্দি লাগিয়াই থাকে, যাহাদের স্মরণশক্তি মোটেই নাই, সকল বিষয় ভুলিয়া যায়, কোন কিছু যাহারা শিখিতে পারে না, বয়স ১৭।১৮ হইয়াছে তত্রাচ প্রথম ভাগ বা ধারাপাত, যোগ বিযোগ বা সামান্য জিনিষ যাহারা ভুলিয়া যায়, বোকাটে ভাবাপন্ন যাহারা লোকসমাজে আসিতে লজ্জা পায়, ঘরের কোণে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে, গণ্ডমালা বা ফ্রিফিউলা ধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই যদি গলক্কত হয় বা গলগ্রন্থির ক্ষীতি হয় বা যখন তখন সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদেব পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ।

গঠন ও স্বভাব :—ইহার একটি উত্তম লক্ষণ এই যে শিশুদিগকে দেখিতে বা তাহাদেব আকৃতি প্রকৃতি বৃদ্ধদের ত্রায় এবং বৃদ্ধদিগকে দেখিলে মনে হইবে ইহাদের ভাব বা কথাবার্তা শিশুর ত্রায়। ব্যারাইটা-কার্ব রোগীর ঠাণ্ডা কোনরূপেই সহ্য হয় না, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই টনুসিল আক্রান্ত হয় এবং পাকিয়া পূজ জন্মে।

ক্রিয়াস্থল :—ডাঃ অ্যালেন বলেন, ব্যারাইটা-কার্ব বৃদ্ধদিগের ধমনীর অর্কুদাদি বোগে, এবং তাহাদের সন্ন্যাস রোগে অতীব চমৎকাব ঔষধ। তারপর মস্তিষ্কের ক্ষীণতাবশতঃ পক্ষাঘাত রোগে ও জিহবার পক্ষাঘাত রোগে ব্যারাইটা উপযুক্ত ঔষধ। ডাঃ অ্যালেন বৃদ্ধদিগেব ছানিরোগে এবং অতিরিক্ত সন্তোষলিপ্সা থাকা সযেও যদি শক্তিহীনতা থাকে তাহাতেও এই ঔষধের প্রয়োগ ব্যবস্থা দেন।

.. ব্যারাইটা-কার্ব যেমন বৃদ্ধ ও শিশুদিগের পীড়ায় ব্যবহৃত হয় সেইরূপ প্রকৃতি দুর্বল বা যুগ্ম জীলোকদিগের ক্ষত্বশাব খুব কম হইলে এবং তাহাদেব পাত্রতাপেব অভাবের অন্ত সর্বদা শীত-শীত ভাব স্বেই সঙ্গে ষোনিদেপের উপরিভাগে ভারবোধ থাকিলে উপযোগী ঔষধ।

শিরঃপীড়া:—মাথার যন্ত্রণার সময় মনে হয় যেন কেহ জোর করিয়া তাহার কপালটিকে নীচের দিকে চাপিয়া ধরিতেছে, তাহার মাথার যন্ত্রণা মুক্ত হাওয়ায় ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় উপশম লাভ করে কিন্তু ইহার বোগী অত্যন্ত শীত-কাতর, সামান্য ঠাণ্ডায তাহার বোগ-লক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

চক্ষুরোগ:—ডাঃ অ্যালেন ছানিরোগে (বিশেষতঃ সন্ন্যাসবোগেব পর) ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ব্যারাইটা-কার্কে চোখের নানাজাতীয় পীড়া দেখা যায়, সে মনে করে ধোয়াব ভিতর হইতে দেখিতেছে, ইহা ব্যতিরেকে কর্ণিয়ার ক্ষত, চোখেব পাতায দানা দানা পড়া, চোখের মধ্যে ক্ষত ইত্যাদিতে উপযোগী। যে কোন রোগেই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় ইহার ধাতুগত লক্ষণ ও মানসিক লক্ষণ দেখিয়া প্রয়োগ করিবে।

শিশুদিগের শীর্ণতা (ম্যারাসমাস):—ব্যারাইটা-কার্ক ম্যারাসমাস ও গণ্ডালাধাতুর 'রোগীর পক্ষে একটি অমূল্য ঔষধ। কিন্তু এখনই এই ঔষধটী শিশু-রোগীদিগের জন্য ব্যবস্থা করিবে তখনই ইহার খর্ব্বতা বা dwarfism আছে কিনা দেখিয়া নিবে। ব্যারাইটা শিশুর সমস্তই খর্ব্ব, যথা—শরীর, শরীরের পুষ্টিও খর্ব্ব অর্থাৎ যতই সে খায় দায়, কিছুতেই শরীর ভাল হয় না, মানসিক অবস্থা সকলের চাইতে বেশী খর্ব্ব, শিশুকে যাহা শিখান যায়, সকলই ভুলিয়া যায়; স্মৃতিশক্তির ভয়ানক অভাব। শিশুদিগেব মানসিক উন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করে কিন্তু ব্যারাইটা-কার্ক শিশু-ব- উন্নতি হওয়া তো দূবেব কথা, দিন দিন অবনতিই হইতে থাকে। ইহার শিশু ভয়ানক শীতকাতরে সে কোন প্রকার ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। কোন প্রকার ঠাণ্ডা লাগিলেই গাল—গলা ফুলিয়া যায়, টনসিলে ব্যথা হয়। দাঁত উঠিবার সময় শিশুর মুখ হইতে অত্যন্ত লালান্নাব হইতে থাকে, এত লালান্নাব হইতে থাকে যে মনে হইবে তাহার জিহ্বাটিতে পক্ষাঘাত হইয়াছে। শুইলে, বসিলে লাল পড়িয়া বালিশ, বিছানা, জামা ভিজিয়া যায়। তারপর শরীরের সহিত তুলনায় ইহার রোগীর মাথাটি বড়, তাহার পায়ে অত্যন্ত দুর্ব্বলবৃত্ত ঘর্ষ হয়, মাথায় সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুখ করে। সাইলিসিয়া শিশুরও মাথাটি অত্যন্ত বড়, পায়ে ঘাম হওয়াও আছে কিন্তু সাইলিসিয়া শিশুর মাথায় প্রচুর ঘর্ষ হয় আব ব্যারাইটার মাথায় ঘর্ষ মোটেই হয় না। তারপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা সাইলিসিয়া শিশু অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ব্যারাইটা-কার্কের শিশু একেবারে বোকা। যুবকদিগের স্মৃতিশক্তিলোপের উত্তম ঔষধ অ্যানাকাডিয়াম। ব্যারাইটা-কার্কের যুবক যৌবনের প্রারম্ভে অবৈধ উপায়ে গুরু নষ্ট কবিয়া ফেলিতে থাকে, ঐজ্ঞাত তাহাদেব প্রায় ক্ষেত্রেই অপ্সদোষ আরম্ভ হয়। অপ্সদোষ হইয়া হৃদযন্ত্র বিকৃত হইয়া বুক ধড়ফড়ানি হইলে, শরীরেব নানাহানের গ্রহি ফুলিয়া উঠিলে, দেখিতে বৃদ্ধের জায় ইহলে ইহা উপযোগী।

সন্ন্যাস-রোগ:—বুদ্ধদিগের সন্ন্যাসবোগে ব্যারাইটা-কার্ক একটি বিশেষ উপযোগী ঔষধ। কেবল সন্ন্যাসরোগে ইহা উত্তম ঔষধ নহে, এপোপ্লেক্সি বা সন্ন্যাসরোগের উপক্রমেও ইহা কার্যকরী। সন্ন্যাসরোগের পর বুদ্ধদিগের স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বুদ্ধ হইয়াও চপলমতি বালকের জায় মতিগতি, ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গ পছন্দ করে, বুদ্ধ হইয়াও যুবক ও শিশুদিগের জায় কার্যকলাপ হইলে তাহাদেব রোগে ব্যারাইটা উপযোগী। ইহার বুদ্ধগণ হুলকায এবং সহজেই ঠাণ্ডা লাগে।

টনসিল প্রদাহ:—ইহার বোগীর মধ্যে মধ্যে টনসিল প্রদাহাঘত হয়, কখন কখন তরুণভাবে প্রদাহ আসে। সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলে বাহাদেব টনসিল আক্রান্ত হয়; এমন কি

পাকিয়া পূর্ণ হয় অথবা টনসিল আক্রান্ত হইয়া ফুলা ভাব কমিয়া গিয়াও যদি কতকটা গ্রন্থিস্থিতি রহিয়া যায় এবং পুনরায় ঠাণ্ডা লাগিলে ঐ স্থান আক্রান্ত হইয়া পড়ে তখন ব্যারাইটা উপযোগী। ঠাণ্ডা লাগিয়া টনসিল আক্রান্ত হইবার ফলে উহার নিকটস্থ গ্রন্থিসকলও ফুলিয়া শক্ত হইয়া যায়। ইহাতে যে কেবল গলার গ্রন্থিগুলিই আক্রান্ত হয় তাহা নহে, অস্ত্রান্ত স্থানের গ্রন্থিগুলিও আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহার টনসিলের আক্রমণ গলার বামদিক অঙ্গপক্ষা ডাণদিকেই বেশী হয়।

মুখের রোগ ও গলার ক্ষত :—ব্যারাইটা রোগীর মাটী হইতে বক্তৃতা হয়, স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাবের পূর্বে দস্তশূল। ডাঃ অ্যালেন বলেন, যাহাদের মধ্যে মধ্যে গলায় ক্ষতরোগ হয়, বা হইয়া মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাতিল হয়, তাহাদের পীড়ায় ইহা উপযোগী।

পক্ষাঘাত :—বুদ্ধদিগের পক্ষাঘাত বোগে ইহা উপযোগী ঔষধ। বিশেষতঃ সন্ন্যাসবোগের পব যদি জিহ্বার ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হয়, ব্যারাইটা-কার্বস ব্যবহার্য। ব্যারাইটা অ্যাসেটিকাও পক্ষাঘাতের উত্তম ঔষধ, ইহা পক্ষাঘাত শরীরের নিম্নদিকে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধদিকে চালিত হয়, ইহা রোগীর আব একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এই—যেন হু যেন মুখে মাড়ুনার জাল লাগিয়া আছে, উহা ক্রমাগত মুছিয়া ফেলিলেও যায় না।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বোগের বিষয় চিন্তা করিলে, আক্রান্তদিকে শয়ন করিলে, আক্রান্ত অংশ ধুইলে এবং খাইবার পব বৃদ্ধি। মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিলে উপশম।

ব্যারাইটা-কার্বস—সোবিগাম, সালফার এবং ব্যাসিনিলামের পূর্বে ও পবে উত্তম কার্য্য করে। ক্যালকেবিয়াব পরে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

শক্তি :—৩৫, ৬, ৩০, ২০০ ক্রম।

ব্যারাইটা-মিউরিয়েটিকা (Baryta Muriatricum.)

পরিচয় :—ক্রোরাইড-অক্সি-বেরিয়াম।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের ক্রিয়া অনেকটা ব্যারাইটা-কার্বসের তুল্য কিন্তু এই ঔষধের আক্কেপ লক্ষণ বেশী এবং আক্কেপের সহ কামেছার বৃদ্ধি সহিত উন্মাদরোগ ইহা নির্ণায়ক। জননেস্ত্রিয়ার উপব ইহার ক্রিয়া অত্যধিক থাকার জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কামোদ্বেগ অত্যধিক দেখা যায়। কর্ণমূল-প্রদাহ ও কর্ণ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঞ্জস্রাব। স্নেহপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দীর্ঘকালের গলকোষের বিবৃদ্ধি বোগে যদি কিছু গিলিবার সময় বেদনা অনুভব করে এবং গণনলীর ভিতর যেন একটা খিল আটকান আছে এই ভাব থাকে তাহা হইলে ইহা ব্যবহার্য।

অঙ্গুলির প্রাদাহিক, ক্ষীতিসহ বাহুর অসাড়তা এবং মাংসপেশীর স্পন্দন, অসাড়তা ও পক্ষাঘাতের অন্ত ইহা উত্তম ঔষধ।

ব্যারাইটা-মিউর ক্লোয় বা পাঁচন গ্রন্থি (প্যানক্রিয়াস) ক্ষীতির ও কাঠিন্য রোগের একটা উত্তম ঔষধ (কেলি-আয়োড, মার্ক-সল) ; কুচ্কির গ্রন্থি, ক্ষীতিতেও ইহা উপযোগী ঔষধ।

শক্তি :—১৫, ২৫, ৩৫, ৬৫, ৬, ৩০ ব্যবহার্য।

ব্লাটা-আমেরিকানা (Blatta Americana.) ।

ইহা আমেরিকা দেশীয় আবগুলা।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হাঁপানি, শোথ, হ্রাব প্রভৃতি বোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
উদরী ও অন্ত্রাঙ্গ অঙ্গেব শোথ বোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। হ্রাব বোগীর শরীর হ্রাসবর্ণ ধারণ
কবে, অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, প্রস্রাবের সময় মূত্রনলীর ভিতর বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে
ইহা ব্যৱহাৰ্য্য ঔষধ।

শক্তি :—১x, ২x ও ৩x বিচূর্ণ।

ব্লাটা ওরিয়েণ্টালিস (Blatta Orientalis.) ।

পরিচয় :—ইহা ভাবতবর্ষীয় আরগুলা বা তেলাপোকা।

ব্যবহারস্থল :—ব্লাটা-অরিয়েণ্টালিস হাঁপানির একটা ফলপ্রদ ঔষধ। কেহ কেহ ইহাকে
মধৌষধ বলিয়া ব্যক্ত করেন। ইহা মধৌষধ না হইলেও ভয়ানক টানব সময় এই ঔষধের মূল
অযিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ। সঙ্গে সঙ্গে বোগীর টান কমাইয়া দিয়া থাকে। স্থূলদেহ ও ম্যালেরিয়া-
দোষযুক্ত ব্যক্তির ষষ্ঠ্যকালে বা আর্দ্র সময়ে হাঁপানির টানের বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা আশাতিরিক্ত
ফল পাওয়া যায়। ডাঃ অ্যালেন প্রভৃতি বড় বড় চিকিৎসকগণ বলেন,—শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসরোগ
আসেনিক দ্বারা আবোগ্য না হইলে এবং শোথ রোগ এপিস, অ্যাপোসাইনাম, ডিজিটেলিস
প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা না কমিলে ব্লাটা-ওরিয়েণ্টালিস দ্বারা উপকার দর্শে।

এই ঔষধের আবিষ্কার একটা মজাব ব্যাপার। কোন এক হাঁপানি রোগীর চা পান
করিবাব খুবই অল্যাস ছিল। তাহার হাঁপানির টান প্রায়ই উঠিত, উহার জ্ঞান নানাপ্রকার
ঔষধ ব্যবহার করিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পাবেন নাই তখন তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন আর
কোন ঔষধাদি খান নাই। কিন্তু হঠাৎ একদিন চা পান কবিলার পর দেখিতে পান যে তাহার
হাঁপানির টান কমিয়া গিয়াছে। এত কষ্টের পর একপভাবে ক্রেশের উপশম দেখিয়া তিনি আশ্চর্য
হইয়া চা'এব কেটলী খুঁজিয়া দেখেন উহার ভিতর একটা আরগুলা সিদ্ধ হইয়া আছে। তিনি
তখন এই সিদ্ধান্তে পৌছিযাছিলেন যে, 'ঐ, আবগুলা সিদ্ধ চা পান করিয়াই তাহার রোগের
উপশম হইয়াছে। এই সৃৎবাদ তখন বঙ্গদেশের প্রেষ্ঠ মানব ঐশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয় জানিতে
পান। তিনি এবং ডাঃ ডি, এন, রায় এই আরগুলাব অরিষ্ট তৈরী করিয়া নানাজাতীয় হাঁপানি
রোগীকে সেবন কবাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐ নবাবিদ্ধৃত ঔষধ সেবন করিয়া শত সহস্র
হাঁপানি রোগের শ্বাসকষ্ট এবং অন্ত্রাঙ্গ উপসর্গ কমিয়া গিয়া বোগশূন্য হইয়াছে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ২০ বিন্দু মাত্রার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার্য্য।

বাসিলিনিয়াম বা টিউবারকুলিনিয়াম ।

• (Bacillinum or Tuberculinum.)

পরিচয় :—ইহা যক্ষ্মারোগজ জীবাণু ; যক্ষ্মাবোগীর ফুসফুস মধ্যস্থিত ক্ষতের বিষ বা রোগজ বীজ হইতে ইহা প্রস্তুত হয় । ডাঃ বার্ণেট ইহা প্রথমে চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রবর্তন করেন ; ডাঃ হিন্ড ঐ বীজ শক্তিকৃত করেন । *ডাঃ ককুও পরে টিউবারকুলিনিয়াম আবিষ্কার করেন, তবে তাঁহার প্রবর্তিত ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী স্বতন্ত্র ।

ব্যবহারস্থল :—ক্ষয়রোগ, ক্ষয়বোগ-প্রবণতা, বৃদ্ধির দোষ, মুস্তিক্ষে জলসঞ্চয়, উন্মাদ, সন্ধিব পীড়া, একজিমা, শিরঃপীড়া, নানাবিধ পুৰাতন পীড়া, ব্যাপক সন্ধি, বক্তোংকাস, হৃদকম্প, ধবল, হাঁপানি, অস্থিক্ষয়, তরুণ ফুসফুস প্রদাহ, বয়োব্রণ, ছোট ছোট ফোড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ।

অবয়ব :—ইহাব বোগীর চেহারা গোঁববর্ণ, দেহ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল সন্ধীর্ণ সমতল বা চেপ্টা । জ্বর-যুগ্ম, বয়স অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধিমান । যদি পরিবারের ভিতর কাহাবও যক্ষ্মাবোগের ইতিহাস থাকে তবে তাহাদিগের নানাবিধ পীড়ায় ইহা ব্যবহাৰ কৰা চলে ।

ঐ সকল বোগীর লক্ষণানুসারে অপব ঔষধ প্রয়োগ কবিয়াও যখন বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না তখন এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী । অথবা যখন প্রয়োজ্য ঔষধ প্রয়োগ কবিয়াও স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না তখনও বাসিলিনিয়াম প্রয়োগ করা বিধেয় । বাসিলিনিয়াম বোগীর ফুসফুস, মস্তিষ্ক, মূত্রাশয়, বকুৎ, পাকযন্ত্র ও স্নায়ু-মণ্ডল ইত্যাদির একেব পব অপব আক্রান্ত হইয়া ঔষধটিতে স্থান পবিসৰ্জনশীলতা দৃষ্ট হয় ।

ইহার কোণীকের সামান্য ঠাণ্ডীও সহ হয় না, তাহাদের সামান্য কাৰণে ঠাণ্ডা লাগে, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহারা পীড়িত হইয়া পড়ে, কি ভাবে কোথা হইতে ঠাণ্ডা লাগে বোগী নিজেই বুঝিতে পারে না (ব্যাবাইটা-কার্ক) । ঠাণ্ডা লাগিলেই সন্ধি-কাসি বোগের আবির্ভাব হয় । বাসিলিনিয়াম রোগী ঋণ-দায় তত্রাচ শুকাইয়া যায় (আয়োডিন, অ্যাব্রোট, নেট-মিউব, ক্যাল্কে-ফস) ।

শিরঃপীড়া :—ইহার বোগীর তীব্র মাথাব যন্ত্রণা হইতে থাকে, মাথার যন্ত্রণায় রোগী কাতব হইয়া পড়ে, যেন একটা লৌহবেষ্টনী দ্বারা মস্তক বেষ্টিত আছে এরূপ বোধ, সাধারণতঃ এরূপ তীব্র যন্ত্রণা যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তিদেহে হইলে ইহা বেশী উপযোগী । স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাধবা যদি অতিরিক্ত পড়াশুনার জন্ত বা মানসিক পবিশ্রমেব জন্ত হয় (ক্যাল্কে-ফস, অ্যাসিড-ফস, কেলি-ফস, নেট্র-মি), কোনকপ কারুকার্য্য কবিসার জন্ত দৃষ্টিশক্তির পরিচালনা কবিলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যাইবাব পর চশমা ব্যবহারেও যখন উপকার হয় না (কেলি কার্ক, লাইকো, নেট্রাম-মিউর, 'রডো, ফটা, সাইলি) তাহাদের শরীরে যদি ক্ষয়বোগের ইতিহাস পাওয়া যায় তবে ইহাই একমাত্র ঔষধ । ইহার মাথার যন্ত্রণা, মানসিক উত্তেজনা, অত্যধিক ভোজন, অত্যন্ত উত্তাপ এবং পবিপাক যন্ত্রেব বিভ্রাট ঘটিলে হইয়া থাকে ।

• মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর তরুণ প্রদাহ জন্ত বোগী রাখে নানা প্রকার ছাষা মূর্ত্তি সকল দেখে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিসার পব ভয় পাওয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত কবে এবং চাঁৎকার করিতে থাকে এই লক্ষণ এপিস-মেল, হেলিবো, জিক্সামেও আছে—এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যদি উপকার পাওয়া না যায় তখন ডাঃ অ্যালেন বাসিলিনিয়াম প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন । মাথাব চুলের ভিতর দাও হইলে এবং দাদ অত্যন্ত কুংসিং জাতীয় হইলে এবং চুলে বোরাক্সের স্রাব জটা পড়িলে বাসিলিনিয়াম ব্যবহার্য্য ।

প্রাণতঃকালীন উদরাময়ে ব্যাসিলিনাম একটা উত্তম ঔষধ, ইহার উদরাময় নেট্র-সালফ, পডো ও সালফার তুল্য। উদরাময়ের জন্য রোগী দিন দিন রুগ্ন-ক্লান্ত-অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার অত্যন্ত ঘর্ষ হয় নৈশঘর্ষ ইহার প্রধান লক্ষণ। অস্ত্রাশয়ে ক্ষयरোগেব ইহা একটা অতি উত্তম ঔষধ। ইহাতে যেমন উদরাময় আছে সেইরূপ মলতাবল্যও দেখা যায়।

ক্ষयरোগে ব্যাসিলিনাম একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ব্যাসিলিনাম এবং টিউবারকুলিনাম সমগুণসম্পন্ন ঔষধ। এই ঔষধ পূর্বপুরুষদের ক্ষयरোগেব ইতিহাস বিত্তমান থাকে। ইহার কাসি পরিবর্তনশীল; যেমন আজ এক অসুখ কাল, অল্প, বোগীর ক্রমাগত একটা রোগ লাগিয়াই আছে, তাহার সর্দি লাগিয়াই আছে, সর্দি হইলে আর কিছুতেই ভাল হইতে চাহে না, সে খায-দ্বায় তথাপি শুকাইয়া যায়, সে এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। খকখক কবিয়া তাহার বিরক্তিজন্মক কাসি হইতে থাকে, বাম বক্ষ ও বামদিকেব পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণ বেদনা, বাত্রে এই বেদনার বৃদ্ধি, বাত্রে ভয়ানক কাসি ও প্রাতে পূজ মিশ্রিত গয়ার উঠে, কাসিতে কাসিতে হৃদস্পন্দন ও পৃষ্ঠ বেদনা হয়, বামদিকেব ফুসফুসে হুঁচফোটান বেদনা, বাত্রে প্রচুর ঘর্ষ হওয়া, প্রতি সন্ধ্যায় ঘুসঘুসে জ্ব হওয়া সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, রক্ত মিশ্রিত গয়াব ইহার বিশিষ্টতা। তাহার কোন কোন দিন কাসির সহিত টাটকা রক্তও উঠে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, এই বেদনা নড়াচড়ায় উপশম। বক্ত্রাব্যবৃত্ত যক্ষ্মাবোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ, যক্ষ্মাবোগীর যদি প্রতি সন্ধ্যাবেলা জ্ব হয়, জ্বের সঙ্গে সঙ্গে যদি কাসিব বেগ বেশী হয়, তাহার বামদিকেব উপবিভাগে যদি বেদনা অনুভব কবে এবং নিত্য নতন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় তবে এই ঔষধেব ২০০ হইতে সি, এম শক্তি ব্যবহার্য। ডাঃ বার্ণেট বলেন ব্যাসিলিনাম ব্যবহারের পর রোগী আরোগ্য লাভ করিলে হাইড্রাট্রিস ব্যবহারে রোগী বেশ মোটামোটা হয়। একজিমা যখন রোগীব সর্ব্বদেহ আবৃত কবিয়া বাথে এবং তর্ধায় ভয়ানক চুলকানি হইতে থাকে, উহা হইতে আশ্রয় লায় জিনিস বাহির হয় তখন ইহা উপযোগী ঔষধ। ইহার একজিমা সাধারণতঃ কাণেব পশ্চাতে, চুলেব ভিতর, চামড়ার ভাজে ভাজে হইয়া থাকে (গ্র্যাক, মেজেরি, বাস, সোরিনাম সঙ্গ) ডাঃ বার্ণেট বলেন ক্ষয়বিষ যে সকল রোগীর শরীবে লুকাইত আছে তাহাদের দ্রুতরোগে ব্যাসিলিনাম অমোঘ ঔষধ। ব্যাসিলিনামের চর্মরোগী সদাসর্ব্বদা আগুনের নিকট বসিয়া থাকিতে চায় কারণ ঠাণ্ডা লাগিলেই চর্মবোগের অত্যধিক বৃদ্ধি।

ব্যাসিলিনাম ক্ষয়জনিত জবে, সাংবাদিক জাতীয় ম্যালেরিয়া জ্বরে, কালা-জ্বরে; যকৃত ও মূত্রাশ্রয় অত্যধিক বৃদ্ধিসহ জ্ববে, যে জ্বর আরোগ্য লাভ কবিয়া পুনর্বায দেখা দেয় একপ জ্বর, যে সকল বোগেব পুনরাক্রমণ হয় সেই সকল বোগের অতি উত্তম ঔষধ।

ব্যাসিলিনাম বোগীর মানসিক বৃদ্ধি অনেকটা ব্যারাইটা-কার্ক ও আইওডিনাম তুল্য। রোগীর বৃদ্ধি অত্যন্ত স্থূল এবং মূর্খ হইতে তাহার অত্যন্ত লালা ঝড়ে। স্বভাব বড়ই খিটখিটে, কাহারও সহিত কথা বলিতে চাহে না, উদ্ভাদের লায় প্রকৃতি। ইহাতে যেমন অত্যন্ত স্থূল বৃদ্ধিভাবাপন্ন রোগী দেখা যায় আবার বয়স অপেক্ষা অতিরিক্ত বৃদ্ধি ও বলিষ্ঠ দেখা যায়। ইহার রোগীর দেশদেশান্তর দেখিবার আকাঙ্ক্ষা অত্যধিক। রাত্রে মনের ভিতর নানারূপ ভাবেব উদয় হয়।

ব্যাসিলিনাম—টিউবারকুলার শক্তিক-মিল্লো-প্রদাহে আয়োডফর্ম তুল্য; রোগীর উদ্ভাবভাবে আয়োডিন তুল্য।

কোন এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের পারের গাইটের নিকট কাউব বা দক্ষবৎ চর্মরোগ হয় ; আক্রান্ত স্থানের চর্ম বোর কাল, খসখসে, পুক বা মোটা, ঠিক যেন গাড়ীটানা মহিষের কাঁধ। স্থানটি শুষ্ক, রণশ্যাবী নহে। অনেক দিন ধবিয়া ভদ্রলোক এই চর্মবোগে ভুগিতেছিলেন ; অ্যালোপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, তাত্ত্বিক ও অবশৌদ্ধিক প্রভৃতি অনেক প্রকার চিকিৎসা করান এবং অর্থব্যয়ও করেন অনেক, কিন্তু ব্যর্থকাম হন। রোগ যেমন ছিল তেমনই বহিল বৎ গতি বৃদ্ধিব দিকেই, অস্বস্তিও থুব ; তখন তিনি হতাশ হইয়া পড়েন, শেষ অবলম্বন স্বরূপ হোমিওপ্যাথিব আশ্রয়ে মাসকয়েকের মধ্যেই রোগশূন্য হন। ঔষধ ব্যাসিলিনাম ২০০ হইতে ১০,০০০ পর্য্যন্ত।

শক্তি :—৩০, ২০০, ১০০০ তদূর্দ্ধ শক্তি।

ব্যাসিলিনাম-টেস্টিয়াম (Bacillinum Testium.) ।

পরিচয় :—ইহা গুটিকাদোষযুক্ত অণুকোষের বোগজীবাণু।

এই ঔষধ কুঁচকি-গ্রন্থিব নানাবিধ পাড়া, মধ্যপ্রদেশের গ্রন্থি-প্রদাহ, যক্ষ্মারোগ, অণুকোষের গুটিকা বোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ; বিশেষতঃ মেহের নিম্নার্দ্ধের বোগেই ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়। ফুস্ফুসের ক্ষয়বোগে যে টেস্টিয়ামের ব্যবহাব নাই তাহা নিহে তবে ফুস্ফুসের ক্ষয়রোগে সাধ্যবণতঃ ব্যাসিলিনাম-টিউবারকুলিনামই বেশী ব্যবহৃত হয়।

শক্তি :—৩০, ২০০, ১০০০ এবং তদূর্দ্ধ

ব্রোমিয়াম (Bromium.) ।

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম ব্রোমিন। ইহা সমুদ্রের জল এবং লবণাক্ত নিষ্কারাদির জলে পাওয়া যায়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বহুপ্রকার বোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—সন্ধ্যাস, হাঁপানি, বুকের উপর কর্কটিয়া, ক্ষত, ঘুড়িকাসি, ক্ষয়কাসি, গ্রন্থি ক্ষতি, গলগণ্ড, অণুকোষের বিবৃদ্ধি, গুলায ক্ষত, হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, তালুগুল গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, নানাবিধ ক্ষত, অর্ধশিরঃশূল প্রভৃতি বোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—ব্রোমিয়াম বোগী প্রায়ই প্লেগ্মাপ্রধান ধাতুর হয়। রোগীই চুল পাট বা শোণের শ্রায় হয়, চক্ষু নীল এবং ক্ষুফুলা ধাতুব রোগী, যাহাদের গ্রন্থিগুলি (বিশেষতঃ কর্ণমূলের গ্রন্থি) ফোলে, আক্রান্ত হয়, যাহারা প্রায়ই স্বরনলী প্রভৃতি শ্বাসরোগে ভোগে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই যাহাদের রসগ্রন্থিসকল প্রদাহযুক্ত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

অমল :—ব্রোমিয়াম রোগীর মানসিক লক্ষণগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার রোগী সন্ধ্যাবেলা একাকী থাকিতে পারে না, যদি থাকে তাহা হইলে মনে হইবে, যেন কেহ তাহার পিছনে রহিয়াছে, ফিরিয়া দেখিতে গেলে আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। ইহার বোগী নীচের দিকে তাকাইলে মনে হয় যেন কেহ বা কোন জীব জন্তু ভূমি ভেদ করিয়া উঠিবে। ব্রোমিয়াম রোগী জলের স্রোতের দিকে তাকাইলে বা কোন পুলের উপর দাঁড়াইয়া নীচের দিকে তাকাইলে

মাথা ঘুরায় (লাইসিন)। রোগীর মুখের উপর মাকড়সার জাল রহিয়াছে 'এরূপ অল্পভব (ব্যারাই, বোরাক্স, গ্রাফা)।'

চক্ষুরোগ:—নূতন বা পুৰাতন কাসির সহিত চক্ষু উঠাব ন্যায় চক্ষুরোগে ইহা উপযোগী ঔষধ।

ডিপ্‌থিরিয়া ও ঘুংড়ি কাসিতে রোগীর স্ববনলীর-মুখ-সঙ্কোচন আসিয়া উপস্থিত হয়, যেন উহা কঠনালীর দিকে চাপিয়া আছে এরূপ বোধ। ঘুংড়ি পীড়ার প্রথম অবস্থায় এই ঔষধের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। যখন রোগীর জ্বর থাকে না, অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, কাসি অত্যন্ত আক্ষেপিক, কাসিতে কাসিতে দম বন্ধ হইয়া বাইবার উপক্রম হয়, সময় সময় বুকের ভিতর ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ হইতে থাকে, শ্লেষ্মা সরল অথচ কিছুতেই উঠে না, তখনই ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। ঘুংড়ি কাসির শিশুর প্রথমে স্বব একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়, ক্রমশঃ সঙ্কায় মধ্যে ঐ স্বব একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, শিশু ভাঙ্গা গলায় কাসিতে থাকে এবং গলার পর্দাখানি স্ববনলী হইতে গলনলীতে আসিয়া পড়ে, তখন নিশ্বাসেব সঙ্গে গলার ভিতর সাঁই সাঁই কোঁ কোঁ শব্দ হইতে থাকে এবং শ্বাসকুণ্ঠতা দেখা দেয়। ঘুংড়ি কাস ও ডিপ্‌থিরিয়া উভয়ই শিশুদিগের মারাত্মক রোগ, ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা বড়ই শক্ত। কারণ উভয়েরই আক্রান্ত স্থান প্রায় একই। প্রভেদ এই, ঘুংড়ি কাসিতে—কাসির প্রাধান্ত বেশী, আব ডিপ্‌থিরিয়াব প্রদাহ, পচন ও পর্দা উঠা ও জ্বর থাকা। আব এক প্রকারের ঘুংড়ি আছে তাহাকে পর্দা উঠা বা মেম্ব্রেনাস ঘুংড়ি বলে। ইহার সহিত ডিপ্‌থিরিয়াব পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যন্ত শক্ত।

ব্রোমিয়ামের ঘুংড়ি বা ডিপ্‌থিরিয়া হইবার বিশেষত্ব দিনের বেলা, অত্যন্ত গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বোগ হইলে বিশেষতঃ শ্রাবণ ভাদ্র মাসেই ইহার রোগ জন্মিবার প্রধান সময়। ব্রোমিয়াম রোগী পীড়িত হইলে তখন সে ঠাণ্ডা মোটেই ভালবাসে না, সামান্য সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলেও তাহাব অত্যন্ত কষ্ট হয়। ইহার ঘুংড়ি অ্যালো, স্পিজিয়া, হিপার-সাল্‌ফ, আয়োডিন প্রভৃতি ঔষধ তুল্য (স্ব স্ব অধ্যায় দেখুন)। ব্রোমিয়ামের শ্বাসকষ্টও একটু লক্ষ্য করিবার বিষয়। হাঁপানি, ছপিং-কাসি, ঘুংড়ি কাসিব সহিত শ্বাসকষ্টও ইহাতে থাকে। হাঁপানি কাসিতে রোগী অত্যন্ত টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস ফেলে, এরূপ টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস ফেলিবার কারণ ঘুংড়ি কাসির মতন স্ববনলী সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া। ছপিং কাসিতেও যদি এরূপ সঙ্কোচন থাকে তবে ইহা ব্যবহার্য।

গ্রন্থি স্ফীতি:—ব্রোমিয়াম রোগীর গ্রন্থি বা গ্যাণ্ডগুলি প্রদাহাশ্রিত হইয়া শক্ত হয় কিন্তু আর্ক্যুরিয় ন্যায় পার্কিয়া যায় না। ইহার গতি খুব দ্রুত নহে, ধীরে ধীরে। ব্রোমিয়ামের রোগী ভুগিতে ভুগিতে ধীরে ধীরে ক্ষয়ের দিকে অগ্রসব হইতে থাকে। রোগী দুর্বল শীর্ণ হইয়া পড়ে, হৃদস্পন্দন খুবই বাড়ে এবং ধীরে ধীরে সে যত্নাব দিকে চালিত হয়। ব্রোমিয়ামের বাম দিকের গ্রন্থিগুলিই বেশী আক্রান্ত হয়। ইহার অণুকোষটী ফুলিয়া শক্ত হয়, চকচক করে, গরম হয় এবং সামান্য ধাক্কায বেদনা অতুল্য করে (বেলেডোনা)।

স্তনের কঠিনতার রোগে ব্রোমিয়াম অনেকটা কার্বো-অ্যানিমেলিসের ন্যায়। ব্রোমিয়াম রোগিণীর স্তন টাপলে খুব শক্তাশ্চুভব, ভিতরে সামান্য দপ্পদপানি অল্পভব, সময় সময় টেনে ধরার ন্যায় বা কেটে ফেলার ন্যায় ব্যথা, ঐ ব্যথা সময় সময় এত বেশী হয় যেন স্তনের গ্রন্থি হইতে বগল পর্যন্ত কি যেন টানিতেছে। এই লক্ষণ কেবল ব্রোমিয়ামেই আছে, কার্বো-অ্যানিমেলিসে নাই।

জীৱোগ :—ব্রোমিথামের জীৱোগটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার রোগিণীর যোনিদ্বার হইতে ভয়ানক উচ্চশব্দে বায়ু নিঃসরিত হইয়া থাকে (ল্যাক্স-ক্যান, লাইকো, নাক্স-মস্কোটো, অ্যাসিড-ফস্, স্ট্রাইইনোরিয়া)। কৃত্রিম ঝিল্লিনিঃসারক বাধক। ঋতু অতি শীত্ৰই প্রকাশ পায়, শ্রাব প্রচুর ও ঝিল্লিখণ্ড মিশ্রিত।

হৃদযন্ত্রের পীড়ায় :—হৃদযন্ত্রটী আকারে বড় হয়, রোগী মোটেই পরিশ্রম করিতে পারে না, সামান্তমাত্র নড়াচড়ায় বৃকের স্পন্দন অত্যন্ত বাড়িতে থাকে, নাড়ীর গতি ধীর, মোটা ও কঠিন—ইহাই ব্রোমিথামের বিশিষ্টতা।

পাকযন্ত্রের ক্ষত :—ইহার রোগীর আহাৰের পরই পেটে বেদনা ও বমন হয় বা বাহ্যের বেগ হয়। পেটেব নানাস্থানের প্লাগু বা গ্রন্থিসকল ফুলিয়া যায়, শক্ত হয়, মলের সহিত রক্তের ২১ ফোঁটা ছিট বা তাজা রক্তশ্রাব হইয়া রোগী দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে। ব্রোমিথাম রোগীর গরম পানীয় বা গরম খাদ্য সহ্য হয় না (ফস্ফোরাস্)।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—গরমের পর ঠাণ্ডায়, আর্দ্র অর্থাৎ জলোবাতাসমুক্ত গরমের দিনে, সন্ধ্যা হইতে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত, বীমদিকে শয়ন করিলে বৃদ্ধি; সামান্ত নড়াচড়ায় ও সমুদ্রবক্ষে, ক্ষৌরকার্যের পর হ্রাস।

যখন রোগীকে ব্রোমিথাম সেবন করিতে দিবে তখন তাহাকে দুগ্ধ পান করিতে দিবে না।

শক্তি :—১৫, ৩৫, ৬, ৩০। ঘৃড়ি প্রভৃতি রোগে নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার্য, অন্য রোগে উচ্চশক্তি উপযোগী। নিয়ন্ত্রণ অনেকদিন থাকিলে আরোগ্যদাবিণী শক্তি নষ্ট হয়।

ব্র্যাকিগ্লটিস-রিপেন্স (Brachyglotis Repens)।

পরিচয় :—ইহা নিউজিল্যান্ডদেশীয় “পিউক পিউক” নামক ফুলের গাছ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া মূত্রগ্রন্থির পীড়া, বাধক, বক্ষঃপ্রদেশে অন্ত্রি বোধ ইত্যাদি। ইহা দ্বারা লালাময় প্রস্রাব ও মূত্রনলীর অস্ত্রান্ত বিকৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহার প্রস্রাব লালাময়। মূত্রগ্রন্থির ভিত্তর অত্যন্ত বেদনা বোধ, মূত্রনলীর গ্রীবাংশে অত্যন্ত ব্যথা ও নিষ্পেষণ বোধ, মূত্রনলীতে ক্ষতবোধ, রোগী মনে করে যেন সে মূত্রধারণ করিতে পারিবে না। ব্র্যাকিগ্লটিস রোগীর আর একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ এই যে, রোগী মনে করে তাহার শরীরে, বৃকে, পেটে এবং অন্ত্রান্ত্র যন্ত্রাদির মধ্যে পটপট ফড়ফড় শব্দ হইতেছে বা কোন জব্য নড়িয়া বেড়াইতেছে। যাহারা অতিরিক্ত কলম চালনা করে তাহাদের আক্ষেপ অর্থাৎ লিখিবার সময় হাতের আঙ্গুলে, বৃদ্ধাঙ্গুলে ও মণিবন্ধে খালধরে এবং মণিবন্ধ হইতে প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত পেশীর টান ধরিলেই ইহা উপযোগী। রোগীর দুর্বলতা অত্যধিক, ইহাতে পক্ষাঘাত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শক্তি :—৩৫, ৬৫ ক্রম।

ব্রান্কা-আর্সিনা (Branca Ursina) ।

ব্যবহারস্থল :—ইহার রোগীব বেশ ক্ষুধা আছে অথচ গাঁ-বমি-বমি ও খাণ্ডদ্রব্যে অকটি খুব। প্রীহা স্থানে নপ্পদপ্কারী বেদনা। শূলবেদনায মনে হয় কে যেন ঐ স্থানে মোচড় দিতেছে বা স্থচনিক কবিতোছে। রোগীর পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয় এবং হাঁচি হইবার জন্য প্রীহাদেশে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা। ইহার মাথার ঘুরানিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু পড়িবার সময় ও বসিলে ঘুরানির বৃদ্ধি। ঘুম-ঘুমভাবের সহিত তাহার মাথাব যন্ত্রণা। ঐ বেদনা মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইলে, ও কাপড় দিয়া মাথা বাধিলে উপশম। রোগীর মস্তকে অত্যন্ত তৈলাক্ত বস্তু হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। ইহাব রোগীর শরীরে পাঁচড়ার স্নায় রক্তশ্রাবী উদ্ভেদ উঠে এবং তাহাতে অত্যন্ত চুলকায।

শক্তি :—৩x, ৬x ক্রম।

ব্রুসিয়া (Brucia) ।

ব্যবহারস্থল :—ধমুটকারের আক্ষেপের সময় যদি বোগীর জ্ঞান অব্যাহত থাকে, সামান্য শঙ্কে ও তরল পদার্থে রোগের বৃদ্ধি। নিম্নোক্তের পক্ষাঘাত; স্পর্শভীতি—সামান্য স্পর্শে ই রোগী কাঁদিয়া ফেলে।

শক্তি :—৩, ৬।

ব্রাইয়োনিয়া-অ্যালবা (Bryonia Alba) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ওয়াইল্ড-হপস্। ইহাব তাজা মূল হইতে মান্দার-টিংচাব তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটিও আমাদের হোমিওপ্যাথিক জগতেব একটি বিশিষ্ট ঔষধ। অ্যাকোনাইট, বেলেডোনার স্নায় ইহাও আমাদের সচরাচর ব্যবহার্য ঔষধ। বহু বোগে ব্রাইয়োনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জ্বর :—(সবিরাম, অবিরাম, স্বল্পবিরাম, আক্রিক, স্মৃতিকা-জ্বর প্রভৃতি) ; মতপানাদির মন্দফল, বজ্রস্রবতা, ঋতুব পরিবর্তে নাসিকা হইতে রক্তপাত, শুনের প্রদাহ, ব্রকাইটিস, ব্রকো-নিউমোনিয়া, নিউমোনিয়া, প্রুরিসি, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বহুবিধ বাতরোগ, গ্রেটেবাত্, মুখে ক্ষত, কোষ্ঠকাঠিন্য, কটদেশের বেদনা, শিরঃপীড়া, অর্কশিরঃশূল বা আধকপালে মাথাধবা, হাম, বসন্ত, কামলা, দন্তশূল, নায়ুশূল, বহুত-প্রদাহ, বহুতের নানাবিধ রোগ, উদরাময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

অভাব ও গঠন সন্ধিবাৎ-প্রবণ-ধাতুসম্পন্ন ব্যক্তি, যাহারা প্রায়ই পিত্তবিকৃতি বশতঃ রোগ ভোগ করে, যাহারা অত্যন্ত খিটখিটে হৃদ্যবের, সামান্য কারণেই রাগিয়া যায়, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশ, ক্রামাক, দৃঢ় মাংসপেশী, বর্ষহীন, সামান্য কারণে যাহারা কাতব হইয়া পড়ে তাহাদের পীড়ার ইহা উপযোগী।

ক্রিয়াশীল :—সমস্ত শৈল্পিক-খিলি ও সমগ্র শরীরের অত্যধিক শুষ্কতা ব্রাইয়োনিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ। নড়িলে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ বিশ্রামে রোগের উপশম, রোগী কোন গরম জিনিষ বা গরম খাদ্য সম্পর্ক করিতে পারে না; রোগী এক ভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না তাহাতে রোগীর বড়ই কষ্ট হয়। যখনই ব্রাইয়োনিয়া ব্যবহার করিবে তখনই ইহার শ্বাস-বৃদ্ধির উপর তীব্র দৃষ্টি দিবে। সাধারণতঃ ব্রাইয়োনিয়া তরুণ পীড়ায় বেশী ব্যবহৃত হয়, পুরাতন পীড়ায় যে ব্যবহৃত হয় না তাহা নহে। লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে কি তরুণ কি প্রাচীন সর্বজাতীয় পীড়ায় ইহা ও অন্ত্যস্ত সব ঔষধই প্রয়োগ করা চলে।

শুষ্কতা :—ব্রাইয়োনিয়ার রোগী সমস্ত শরীরবিধান শুষ্ক অনুভব কবে, তাহার মুখের ভিতর শুষ্ক, গুল্মবাব শুষ্ক, কাসি শুষ্ক; বাহ্যে শুষ্ক—পোড়া পোড়া। টিপিষা দিলে, আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে, বিশ্রামে ও ঠাণ্ডায় ইহার সমস্ত কষ্টের উপশম হয়।

ব্রাইয়োনিয়ার বোগ সাধারণতঃ অতিরিক্ত গরমেব পর ঠাণ্ডা পড়িলে, অতিশয় গরমের দিনে খুব ঠাণ্ডা জলপান করিলে, অত্যন্ত উত্তপ্ত হইবার পর ঠাণ্ডা লাগাইলে (ব্রাইয়োনিয়ার লক্ষণসমূহ) আবিস্কৃত হয়। গরমের পব ঠাণ্ডা লাগিবার জন্ত বহু রোগ হইয়া থাকে।

মন : ব্রাইয়োনিয়া রোগী অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাবের, ইহার রোগী দিন-রাত্র চুপচাপ পড়িয়া থাকিতে চায়; যদি কেহ ক্রোবে কথা বলিল বা হঠাৎ বাতি আলাইল অথবা তাহার বিছানার উপর বসিয়া তাহার সহিত কথা বলিল অমনি সে রাগিয়া অস্থির হইয়া যাইবে, সামান্য ব্যাপারেই বিরক্ত হয় ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। প্রলাপের ভিতর নিজের ব্যবসায়সংক্রান্ত ব্যাপার বা দৈনন্দিন কার্যের কথা অথবা কার্যস্থানের কথা বলে। রোগের ভিতর সে মনে করে বাড়ী ছাড়িয়া অতীত রহিয়াছে সেইজন্য বাড়ী যাইবার জন্ত তাহার আকাঙ্ক্ষা অত্যধিক।

প্রলাপের ভিতর রোগী দিনের বেলা যে সকল কার্য কবে তাহা দেখে তাহার বাড়ী যাইবার প্ররুতি অত্যধিক। টাইফয়েড অব্বে ব্রাইয়োনিয়া রোগী যেন কি চিহ্নাইতেছে এক্রপ ভাব। ইহার শিশু এটা চায় ওটা চায় কিন্তু দিলে প্রাপ্তি জিনিষ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। রোগী যাহা পাওয়া যায় না তাহা খাইতে চায়।

শিরঃপীড়া :—ইহার মাথার যন্ত্রণা, মাথাঘোরা অত্যন্ত। সামান্য নড়াচড়া করিলে, শুইয়া আছে তাড়াতাড়ি উঠিতে গেলে, হেঁট হইলে, কাসিলে, ঘুম ভাঙ্গিবার পর প্রথম চক্ষু খুলিলে মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। মাথার যন্ত্রণা প্রথম চক্ষু খোলার পর আরম্ভ হয় ও সমস্ত দিন থাকে রাত্রে শুইয়া পড়িলে কমিয়া যায়। প্রবল কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্ত মাথাব্যথাই ইহা ওপিঘাম, আলো, কলিনসোনিয়া তুল্য ঔষধ। মাথার যন্ত্রণায় রোগীর মাথাটি গরম, মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং দেহের অন্ত্যস্ত অংশ ঠাণ্ডা (বেল, সিনা, আর্পিকা)। ব্রাইয়োনিয়া রোগীর যখন মাথা ঘুরায় তখন সে মনে করে যেন সে নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে, সে যেন কোণাথায় ভাসিয়া যাইতেছে। ব্রাইয়োনিয়া রোগীর গুঠ, জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক, লালানু ও ফাটা ফাটা, মুখের ভিতর অত্যন্ত শুষ্ক, জিহ্বায় ঘন শাদা লেপ, কর্কশ ও ফাটা ফাটা।

অর :—ব্রাইয়োনিয়ায় নানাজাতীয় অর হইবার প্রবণতা, সেইজন্য আমরা ইহার অরটি প্রথমে উল্লেখ করিলাম। ইহাতে সবিরাম অর, সারিপাতিক অর, বিকার অর অর্থাৎ টাইফয়েড অর,

বার্ত্তার, শব্দবিরাম আর ইত্যাদি জর আছে। বড় বড় জরের আক্রমণ ভিন্ন পদ্ধিভিন্ন, নবজর, ক্ষুদ্র পরিবর্তনশীল জর ইত্যাদিও ইহাতে আছে।

অ্যালেরিয়া বা সিব্রাম জরে ব্রাইযোনিয়া উচ্চাঙ্গে ঔষধ নহে। তরুণ অবস্থায় যদি ইহার লক্ষণ পাওয়া যায় তবে ব্যৱহার্য্য। ব্রাইযোনিয়ার লক্ষণগুলি একই ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহাকে অ্যালুমিনা দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ অ্যালুমিনা ব্রাইযোনিয়ার অল্পপূরক ঔষধ। অ্যালুমিনা দ্বারা ব্রাইযোনিয়া লক্ষণযুক্ত অনেক পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে। ব্রাইযোনিয়ার লক্ষণযুক্ত ম্যালেরিয়া জর আসিবার নির্দিষ্ট কোন সময় নাই। জর হইবার পূর্বে রোগীর হাতে, পায়ে, কোমরে ও শরীরের অন্ত্রাঙ্গ অংশে অত্যন্ত বেদনা, পিপাসা ও মাধার যন্ত্রণা অত্যধিক। শীতাবস্থায়ও খুব পিপাসা, যত জল পান করে ততই তাহার শীতের উপশম, শীতাবস্থায় শুষ্ক কাসি, তাহার বুকে হৃৎকোটাৎ বেদনা রোগী অনবরত ‘চূপচাপ’ পড়িয়া থাকে। উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা, জল বেশী পান করে, তাহার জল লাগেও ভাল। যত জর বেশী হইবে রোগী নানাপ্রকার ‘আবোল-তাবোল’ বকিতে থাকিবে; ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা, দিনের সমস্ত কার্য্যবিবরণীর কথা ও অনবরত বাড়ী যাইবার কথা বলিবে। মাধার যন্ত্রণা ‘তীব্র, মাধার’ হাত দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার যে অংশে বেদনা সেই অংশ চাপিয়া শুইয়া থাকিলে উপশম। তাহার শরীর ভয়ানক শুষ্ক। শরীরের শৈথিল্য ঝিল্লীগুলি পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। ঘর্ম্ম তৈলাক্তবৎ। যখন ঘাম হয়, ঘুমাইয়া পড়ে। সর্ব্বদা বেদনা—এমন কোন স্থান নাই যেখানে ব্যথা নাই। সমস্ত সন্ধিতে বেদনা, ব্যথাব জন্ত তাহাব পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে কষ্টবোধ। ব্রাইযোনিয়া প্রযোগে ব্রাইযোনিয়ার লক্ষণ সকলের আপাতঃ ও বাস্তবঃ নিবৃত্তি হইলেও পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলে তখন আর ব্রাইযোনিয়া প্রযোগ করিবে না, কারণ ঐ সকল ক্ষেত্রে ব্রাইযোনিয়া বিশেষ কোন সুফল দেয় না, সে স্থানে অ্যালুমিনা প্রযোগ করা যুক্তিযুক্ত। গত ১৯৪৪ সালের ম্যালেরিয়া যখন ব্যাপকভাবে কলিকাতা মহানগরীতে ছড়াইয়া পড়ে তখন ব্রাইযোনিয়া দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছিলাম।

টাইফয়েড জরে ইহা একটা উত্তম ঔষধ। আমরা অন্ত্রাঙ্গ অধ্যায়ে বলিয়াছি জেলস; ব্যাপ্টি, ব্রাইযোনিয়া ও রাস-টক্স টাইফয়েড জরের প্রথম অবস্থার উত্তম ঔষধ।

ব্রাইযোনিয়ার টাইফয়েড জরে ঘুম-ঘুম ভাবটা খুব, ঐ অবস্থা হইতেই তাহার বিকার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। বিকারেব ভিতর সে ক্রমান্বয়ে বলিতে থাকে “আমি বাড়ী যাইব,” বাড়ীতে রাগিয়া আইস। বিকারের ভিতর হযত তাহার মনে হয়, আমি বাড়ী যাই, এখানে আমার রীতিমত শুশ্রূষা হইতেছে না, সুতরাং বাড়ী যাইবার কথা বারংবার উচ্চারণ করিতে থাকে। বিকারের ভিতর কি যেন চিৎরাইতে থাকে, ইহা শিশুদেরই বেশী দেখা যায়। বিকারেব ভিতর দৈনিক কার্য্যের হিসাব বলে বা কার্য্যাবলীর কথা বলে। রোগীব সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা, উহা নড়াচড়াই, থাইতে গেলে বা উঠিয়া বসিতে গেলে বাড়ে। ব্যথাব স্থানে চাপ দিলে বলে বা আক্রান্তদিকে চাপিয়া শুইয়া থাকে; টাইফয়েড জরের ভিতর শুষ্ক কাসি। শুষ্কজাত-ব্রাইটিস প্রভৃতিরও ইহা উত্তম ঔষধ। শুষ্কতা অত্যধিক, শুষ্কতার জন্ত সে বারংবার জল পান করিতে চায় এক একবারে প্রচুর পরিমাণে জলপান করে। ব্রাইযোনিয়ার টাইফয়েড জরের আক্রমণ ব্যাপ্টিসিয়ার জ্বায় এত শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে না, আস্তে আস্তে বাড়ে। জেলসিমিনাসের

রোগীও চূপচাপ পড়িয়া থাকে। পার্থক্য এই—ব্রাইয়োনিয়ার শুষ্কতা অত্যধিক, জল পিপাসা খুব, আর কোষ্ঠকাঠিন্য খুব বেশী। জেলসের সেইরূপ কিছুই নাই। জেলসিমিষাম চূপচাপ থাকে, ইহার কারণে তাহার শরীরকে অত্যন্ত ভারী মনে করে সেইজন্য নড়িতে ভয় পায়, আর ব্রাইয়োনিয়া বোগী নড়াচড়াকে ভয় করে, কারণ নড়াচড়া করিলে তাহার রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি দেখা যায়। টাইফয়েড জরে বা বাতজ্বরে ব্রাইয়োনিয়া ও রাস-টক্সের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে তুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। উভয় ঔষদেই শরীরে বেদনা অত্যধিক। কোন কোন ব্রাইয়োনিয়া রোগীর অস্থিরতা দেখা যায়, তবে সে নড়িতে ভয় পায়। আবার কোন কোন রাস-টক্স রোগী স্থির হইয়া থাকে, কারণ প্রথম স্থানান্তরের সময় তাহার বড়ই কষ্ট হয়, তারপর ক্রমাগত নড়াচড়া করিতে আরম্ভ করিলে উপশম লাভ। ব্রাইয়োনিয়া রোগী অনবরত পাখার হাওয়া চায় আর রাস-টক্স রোগী ঢাকা চায়। ব্রাইয়োনিয়ায়—কোষ্ঠবদ্ধতা, জিহ্বা শাদা লেপ ও হাচফোটান বেদনা আছে; রাস-টক্সে—উদরাময়, জিহ্বার অগ্রভাগটা লাল, অল্প অংশ ক্রোদাবৃত ইত্যাদি ইহাদের তুলনা। ব্রাইয়োনিয়া রোগীর সন্ধ্যাবেলাবদিকে মুখ লাল হয় এবং প্রাতে নাক দিয়া রক্ত পড়ে। রাস-টক্সের রোগের বৃদ্ধি সন্ধ্যাবেলা।

বাতজ্বর, নবজ্ব বা অন্ত্রজ্ব জরেও যদি এই লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে ব্রাইয়োনিয়া ঔষধ। জ্বরের বিশেষ দ্রষ্টব্য—গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইলে, গায়ে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, নিশ্বাসভাবে চোখ বুলিয়া পড়িয়া থাকিলে, বিকাবে বাড়ী ঘাইবাব কথা, অতিরিক্ত উত্তাপাবস্থায় নিজের দৈনন্দিন কার্যের কথা বলা, অত্যন্ত জল পিপাসা, পিপাসায় এক একবার প্রচুব পরিমাণে জল পান করা, সর্বাঙ্গের শুষ্কতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নড়নচড়নে ভয়, খোলা হাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা, জিহ্বা শাদা লেপ, গায়ে বিশেষতঃ সন্ধিস্থলে অত্যন্ত বেদনা—ব্রাইয়োনিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ। এই লক্ষণ যে কোন জরে বা যে কোন পীড়ায় পাওয়া গেলে ব্রাইয়োনিয়াই ঔষধ।

বাতজ্বর (Rheumatic fever) :—এই জবে বোগীর সন্ধিস্থানে ভয়ানক ব্যথা, ফুলিয়া উঠা আছে। ইহাতে এত ব্যথা যে ব্যথা স্থানে সামান্য হাত লাগিলেও বোগী ব্যথায় শিহরিয়া উঠে, সামান্য নড়াচড়ায় অসহ বেদনা অনুভব করে। আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত হয়, চক্চকে দেখায় এবং সে স্থানেব চামড়া টানিয়া থাকে, গরম সেক দিলে উপশম বোধ। অত্যন্ত পিপাসা, নড়াচড়ার বৃদ্ধি এবং অন্ত্রজ্ব পূর্বোন্নিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই। সন্ধিস্থলের ব্যথা যদি নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় অর্থাৎ এক সন্ধি হইতে অপর সন্ধিতে চলিয়া যায় তবে কলোকাইলাম, কেলি-সালফ, পালসেটিলা, অ্যাসিড-বেনজয়িক উপযোগী ঔষধ।

কোষ্ঠবদ্ধতা :—জ্বরের ঐক্লিক-ক্লিষ্ট শুকাইয়া যাওয়া ব্রাইয়োনিয়ার আছে, সুতরাং ঐজন্য ইহার ভিতরের মলও শুকাইয়া পোড়াপোড়া মত হয়, রোগীর মলভ্যাগের ইচ্ছা মোটেই হয় না, ইহার মল বড়, শুষ্ক ও কঠিন। সমুদ্রযাত্রার সময় তাহার মল অত্যন্ত কঠিন হয়। ব্রাইয়োনিয়া রোগীর মলভ্যাগের ইচ্ছা নাই এমন কি চেষ্টাও থাকে না, কিন্তু যখন মলহারের সম্পূর্ণ ক্রিয়ার অভাবের জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা হয় এমন কি, তরল বাহ্যে করিতেও বেগ দিতে হয় ও কৌণ দিতে হয় ওখন অ্যান্টিমনি।

ব্রুকাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগে ব্রাইয়োনিয়া কার্যকরী ঔষধ। ইহার কাসি শুষ্ক ও অত্যন্ত কঠিন, কাসিতে কাসিতে সামান্য গয়ার উঠে এবং কাসিবার

সময় বৃক্ চাপিয়া ধরিয়া কাসিতে থাকে, কাসিবার সময় বৃকে হ'চফোটান ব্যথা অসহ্য (কেলি-কার্ক)। কাসিবার সময় রোগী মনে করে তাহাব মাথা খণ্ড খণ্ড হইয়া ফাটিয়া যাইবে (ক্যাপসিকাম)।

নেট-মিউর—প্রতিবার কাসির সময় মাথায় যন্ত্রণা অসহ্য।

সালফার—বোগী কাসিবার সময় মাথার পশ্চাৎদিকে বেদনা অসহ্য কবে।

ঐথুজা—কাসিবার সময় মাথায় এত বেদনা হয় যে, শিশু অট্টেতন্ত হইবার মত হইয়া পড়ে।

নাক্স-ভমিকা—কাসিব জন্ত রোগী উন্নতবৎ হইয়া যায়, কাসি এত তীব্র যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে।

অ্যাগারিকাস—কাসিতে কাসিতে বৃকের ভিতর অত্যন্ত বেদনার উদ্ভেক হয়।

কণ্টিকাম,—ফেরাম, পাল্‌সে, ভেরেট্র, স্কীলা—কাসিবার সময় প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

ব্রাইযোনিয়ার কাসি ঠাণ্ডা স্থান হইত গরম ঘরে বা স্থানে প্রবেশ করিলে (কাসির) বৃদ্ধি (ফস্‌ফোরাস—গরম ঘর হইতে মুক্ত হাওয়ায় বাহির হইলে (কাসির বৃদ্ধি), কাসির জন্ত রোগীর কড়ার উপবেব হাড়ে বেদনা, অত্যন্ত ভারী বোধ এবং রোগী মনে করে যেন পাকস্থলী হইতে কাসি আসিতেছে, ইহাব কাসি এত শুকনা যে, কাসির পর টান হয় এবং গ্যাবের রক্তের ছিট থাকে। ব্রাইযোনিয়ার কাসি আত্মবেব পর উষ্ণ স্থানে গমন কবিলে বৃদ্ধি।

ব্রাইযোনিয়ার নিউমোনিয়া প্রকৃতি রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে—শুষ্ক কাসি, বৃকে হ'চফোটান ব্যথা, সামান্য নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি, জল পিপাসা, অত্যধিক নড়াচড়ায় বেদনাব বৃদ্ধি ও শ্বাসকষ্টেব বৃদ্ধি; আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন কবিবার আকাজ্ঞা—ইহাতে কিঞ্চিৎ উপশম, অন্য দিকে শয়নে বোগেব বৃদ্ধি, কাসিব সহিত অত্যন্ত শিবঃশীড়া। শুষ্ক কাসির সময় বৃকে হাত দিয়া কাসি, ঘন ঘন শুষ্ক কাসি অথচ শ্লেয়া মোটেই উঠে না, রোগী চোখ বুলিয়া পড়িয়া থাকিতে চায়, ইহাই বোগেব বিশিষ্ট লক্ষণ। ডাঃ জোসেফ নিউমোনিয়া রোগে ব্রাইযোনিয়ার উচ্চক্রম ব্যবহার করিতে বলেন।

ডাঃ ডানহাম—বলেন,—যে রোগী কাসিবার সময় বৃকে হাত দিয়া বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া রাখে তাহাব পক্ষে ব্রাইযোনিয়া উপযোগী। কাসিবার সময় ষ্টার্ণাম বা কড়ার উপরের হাড়ে ব্যথা, ইহাও ব্রাইযোনিয়াব একটা বিশেষ লক্ষণ। বক্ষঃস্থলে বেদনাব লক্ষণে অপর কয়েকটা ঔষধ নিয়ে দেখা গেল।

গলুথেরিয়া—বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থানের সম্মুখভাগে বেদনায়ুক্ত পুরোডিনা বোগে ইহা ফলপ্রসূ।

র্যানানকিউলাস-বাল্‌বোঁসাস—অস্থিপঞ্জরের পেশীব ভিতর তীব্র হ'চফোটান বেদনা। এই বেদনা নড়াচড়ায়, শ্বাস গ্রহণ করিলে, চাপ দিলে বা ঝড়ু-পরিবর্তনে, বৃদ্ধি। র্যানানকিউলাস প্লুরিসি রোগে যখন হ'চফোটা ব্যথা থাকে তখন উপযোগী। ব্রাইযোনিয়ার পর ইহার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত।

নিউমেক্স ক্রিস্‌পাস্—রোগীর বাম দিকের ফুসফুসের মধ্য দিয়া তীব্র হ'চফোটান ব্যথা যদি নিউমোনিয়ায থাকে, এবং যন্ত্রার প্রথম অবস্থায় বাম পার্শ্ব স্পর্শেষ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেব।

ব্রাইযোনিয়ার নিউমোনিয়া সহিত অ্যাণ্টিমটার্টের নিউমোনিয়ার কতকটা লক্ষণের সাদৃশ্য দেখা যায়। ব্রঙ্কাইটিস যখন নিউমোনিয়ায় পরিণত হয় এবং রোগের আরম্ভ ভাগদিক দিয়া হইলে বৃকে, হৃদয় বেদনা, প্রবল জ্বর প্রভৃতির সহিত বড়বড়ানি শব্দ থাকিলে অ্যাণ্টিমটার্ট উপযোগী।

খুংড়িৎ (জুপার্ম) নিউমোনিয়া ব্রাইয়োনিয়া বেনী ব্যবহৃত হয় আর ক্যাটারাল নিউমোনিয়া অ্যাটিমটার্ট বেনী কার্যকরী। চলিডোনিয়াম ও স্রাক্সইনেরিয়াও ঐ সকল ক্ষেত্রে কার্যকরী; ফস্ফোরাস ও অ্যাটিমটার্ট অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সর্দি :—ব্রাইয়োনিয়া রোগীর কাসিয়ুক্ত অরে যেমন কার্যকরী ঔষধ সেইরূপ সর্দি রোগেও উপযোগী। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি হইলে ও সর্দির দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। ইহার সর্দি ঘন কিন্তু নাকের সমস্ত স্লেমিক ঝিল্লী শুষ্ক। সর্দির সহিত মাথায যন্ত্রণা থাকে। সর্দিব শ্রাব বন্ধ হইয়া গিয়া মাথায তীব্র যন্ত্রণা হইলে ল্যাকেসিসের ত্রায় ব্রাইয়োনিয়াও উপযুক্ত ঔষধ তবে ব্রাইয়োনিয়ায় রোগের বৃদ্ধি নড়াচড়ায় আব ল্যাকেসিসে রোগের বৃদ্ধি ঘুম ভাঙ্গিলেই হয়। **উদরাময়**—শীতল পানীয়, উষ্ণ জব্য আহার, শীতকালের অবসানের পর যখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয় তখন আহারের অনিয়মে উদরাময় হইলে ব্রাইয়োনিয়া উপযোগী। বোত্দের ভিতর কার্যাদি করিবার পর যখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয় তখন আহারের অনিয়মে উদরাময় হইলে ব্রাইয়োনিয়া এবং বোত্দের ভিতর কার্যাদি করিবার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা স্থানে উপস্থিত হইলে বা ঠাণ্ডা জল পান করিয়া উদরাময় হইলে ব্রাইয়োনিয়া বিশেষ ফলপ্রসূ। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ব্রাইয়োনিয়া একটা নির্দিষ্ট ঔষধ—নেট্রাম সাল্ফ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহার সর্বজাতীয় পাড়া নড়াচড়ায় বৃদ্ধি যেমন আছে, উদরাময় রোগ ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহার মল আঠার ত্রায় অথবা মলিন হরিদ্রা বর্ণের। শিশু ঘুমের ভিতর অজ্ঞাতসারে বাছে করিয়া ফেলে। **উদরাময় রোগে নক্সভমিকা, পালসেটিলা ও ব্রাইয়োনিয়া সমকক্ষ ঔষধ।** এষ্ট তিন ঔষধেই পাকযন্ত্রের উপর চাপ দেওয়া ভাব আছে; এই চাপ ভাব পালসেটিলা অপেক্ষা নাক্সভমিকা ও ব্রাইয়োনিয়ায় বেশী আছে। উদরাময় বা পাকযন্ত্রের পীড়ায় অতিশ্রুত পিপাসায় ব্রাইয়োনিয়া, উহার চাইতে অল্প পিপাসায় নাক্সভমিকা আর পিপাসা-হীনতায় বা অতি সামান্য পিপাসায় পালসেটিলা কার্যকরী ঔষধ। ব্রাইয়োনিয়া ও পালসেটিলা রোগীর মুখে বাদ তিক্ত, নাক্সের মুখের বাদ অথল।

পালসেটিলার উদরাময় ঘৃত গন্ধ জব্যাদি, পিষ্টক, তৈলাক্ত পদার্থ খাইবাব ঘোষে ও অতিরিক্ত কুল্লিবরফ খাইবার জন্ত হইয়া থাকে; **নাক্সের** উদরাময় হইবার কারণ যে সকল ব্যক্তি অনেক দিন ধরিয়া খাইবাব অনিয়ম করে, রাত্রি জাগরণ, অলস ভাবে চুপচাপ বসিয়া কাল কাটায়, কোনও প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করে না, বাহার্য্য অধিক মাত্রায় চা বা কাফি ও মস্তাদি সেবন করে এবং যাহাবা অতিরিক্ত মসলা দেওয়া খাওয়ায় তাহাদের পক্ষে ইহা একমাত্র ঔষধ। ব্রাইয়োনিয়ায় উদরাময়ের কারণ পূর্বে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহার উদরাময় প্রাতে নড়নচড়নে বেশী হয়। গ্রীষ্মকালে পেন্ট গরম হইয়া উদরাময় হইলে ও প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ব্রাইয়োনিয়া উপযোগী। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ব্রাইয়োনিয়া সালফার, পডো, অ্যালোজ, নেট্রামসাল্ফ, হুফারলুটিয়া প্রভৃতি ঔষধ তুল্য।

যকৃতের পীড়ায় ব্রাইয়োনিয়া : যকৃত আকারে বড় ও শক্ত হয় এবং ওখায় হু'চফোটান বাধা বোধ করে। চাপিলে উপশম সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্যে মল শক্ত ও বড় হাড়; যকৃতের পীড়ার সহিত উদরাময়ও দেখা যায় উহা নড়নে চড়ম বৃদ্ধি অজ্ঞাত লক্ষণ উদরাময় অধ্যাববৎ। যকৃতে বেদনা সেইসঙ্গে ডাণমিকের স্বন্ধেও অত্যন্ত বেদনা (চেলিডো); মাথা ধরা ও ঘুরানি, ডাণমিকে বেদনা ও গাত্রচর্কের বর্ণ দ্রব্য পীত হওয়া ইহার, বিশিষ্টতা। ব্রাইয়োনিয়া

তরুণ জাতীয় যুক্ত প্রদাহে বেশী ব্যবহৃত হয়। ব্রাইযোনিয়া ও চেলিডোনিয়াম উভয় ঔষধ যুক্তের পীড়ায় উপযোগী; যুক্তের ভিতর তীব্র বেদনা, অংস-ফলক বা স্বক্ৰসন্ধির নীচে বেদনা, মুখে তিক্তবাদ, জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ ইত্যাদি উভয় ঔষধেই আছে, ব্রাইযোনিয়া রোগীর জল-পিপাসা অত্যন্ত, সে ঠাণ্ডা জল পান করিতে চায়; চেলিডো রোগী পিপাসায় গরম জল পান করিতে চায়, কেবল জল নহে চেলিডো রোগী আহাৰ্য্য দ্রব্য মাত্রেই গরম গরম খাইতে চায়, ব্রাইযোনিয়া চায় ঠাণ্ডা। কোষ্ঠবদ্ধতা উভয় ঔষধেই আছে; ব্রাইযোনিয়ায় মলদ্বারের ক্রিয়ার অভাবের জন্য ও শুষ্কতার জন্য বাহ্যে ইচ্ছা হয় না হইলেও কুঁথিয়া কুঁথিয়া বড় একটা শ্রাদ্ধ (শক্ত) বাহির করে। চেলিডোনিয়াম রোগীর বাহ্যে ছাগল নাদীর শ্রাব বড় বড়।

শোথ হইয়া রোগীর পদদ্বয় ফুলিয়া যায়, ঐ ফুলা দিনে বেশী থাকে এবং রাত্রে দিকে হ্রাস হয়। বক্ষস্থলে জলসঞ্চয় রোগেও ইহা উপযোগী, সামান্য একটু নড়াচড়ায় শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি, তাহার বক্ষস্থলে যেন হুঁচ ফুটিতেছে এরূপ অনুভব, তাহার যে দিকে ব্যথা সেই দিকে চাপিয়া শুইলে উপশম, এই শোথের সহিতও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়, কোষ্ঠবদ্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, প্রস্রাব ফোটা ফোটা হয়। রোগীর অন্ত্রায় পীড়ায় শ্রাব ইহাতেও জল-পিপাসা খুব, জলপান করেও খুব তবুও প্রস্রাব অল্প অল্প হয়, তাহার ঘামের অভাব, শরীর যেন শুকাইয়া আছে এরূপ বোধ।

জ্বররোগ:—বিকল্প রজঃ; ঋতুর পরিবর্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, কোন কোন রোগিণীর মুখ দিয়াও রক্ত নির্গত হয়। ঋতুস্রাবের পরিবর্তে নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্তপাতের সহিত কঠিন শুষ্ক কাসি, বক্ষস্থলে হুঁচফোটান ব্যথা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য; জল-পিপাসায় প্রচুর জল পান করা থাকিলে ব্রাইযোনিয়াই ঔষধ। ডাঃ ডানহাম বলেন রক্তস্রাবের পরিবর্তে রোগিণীর নাসিকা, মুখ, ফুসফুস, চক্ষু, কর্ণ, স্তনবৃত্ত এবং শরীরের যে কোন স্থান হইতেই রক্তস্রাব হউক না কেন তাহাতেই ব্রাইযোনিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। টুনকো বা ম্যান্‌সটাইটিস রোগে ব্রাইযোনিয়া একটা ফলপ্রসূ ঔষধ। টুনকো রোগের প্রথম অবস্থায় ব্রাইযোনিয়া একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ হিউজেন্স বলেন টুনকো প্রথম অবস্থায় (লক্ষণানুসারে) ব্রাইযোনিয়া প্রয়োগ করিয়া তিনি কখনও বিফল মনোরথ হন নাই। প্রথম স্তনে দুগ্ধ জন্মিবার পর, শিশুকে স্তন দিবার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বা হঠাৎ শিশুকে মাতৃস্তন ছাড়ান জন্য টুনকো জন্মিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

ঋতুর সময় বা অন্ত্রায় সময় স্তনদুগ্ধ একেবারে শুকাইয়া গেলে ব্রাইযোনিয়া দ্বারা উপকার দর্শে (ল্যার্ক-ডিক্‌লো)।

মিষ্ণু-কিষ্ঠার বা প্রস্রাবান্তে স্তন আওরাইয়া জরে বা দুগ্ধজরে ব্রাইযোনিয়ার প্রয়োজন হয়। অনেকদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধজরে ভুগিতে থাকিলেও ব্রাইযোনিয়া দ্বারা উপকার পাওয়া যায়; দুগ্ধজর হইলে জর খুব বেশী হয় না, স্তনে দুগ্ধ বেশী থাকার জন্য স্তন টনটনানি ব্যথা, গায়ে অত্যন্ত ব্যথা, জলপিপাসা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি থাকিলে ব্রাইযোনিয়া উপযোগী।

হামজ্বরের প্রথম অবস্থায় ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় লক্ষণের বিচার না করিয়া হাম তালরূপ বাহির হইতেছে না দেখিয়াই চিকিৎসক ব্রাইযোনিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লক্ষণসমষ্টি নিয়া; লক্ষণের পূর্ণ চিত্র না পাইলে এরূপ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নহে। ব্রাইযোনিয়া হামরোগীর প্রথম হইতেই সন্ধি ভাব বিস্তমান

থাকে এবং শ্বাসনলীর ভিতর এবং অগ্নীস্থানে শুষ্ক ভাব, কাসি শুষ্ক, জলপিপাসা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি এই সকল বিচার কবিয়া যদি এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে হামেব উদ্ভেদ সুন্দররূপে নির্গত হইয়া রোগী অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করিবে।

বসন্ত :—হামে ব্রাইয়োনিয়া যেক্রপ ব্যবহৃত হয় বসন্ত রোগেও সেইক্রপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে হাম বোগের প্রথম অবস্থায় ইহা যেক্রপ ব্যবহৃত হয় বসন্ত বোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা সেইক্রপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগেব দ্বিতীয় অবস্থায় যদি ব্রঙ্কাইটিস হইয়া অত্যন্ত কাসি ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় এবং ব্রাইয়োনিয়ার অগ্নীস্থ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তবে ইহা প্রযোজ্য।

তরুণ পীড়ায় ব্রাইয়োনিয়া আমাদের একটা বিশেষ উপযোগী ঔষধ; লক্ষণ বুঝিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে বোগ সুন্দররূপে আবোগ্য হইয়া যায়। ব্রাইয়োনিয়া দস্ত বেদনা ও দস্তশুলের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, দস্তশুলে দাঁতে হ'চফোটান ব্যথা অনুভূত হয় কখনও ছিঁড়ে ফেলা, কেটে ফেলাব মত ব্যথা, খাংবার সময় ও গবমে বৃদ্ধি, ধূমপান ও নড়াচড়ায় রোগের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ঠাণ্ডা খাংতে, ঠাণ্ডা ঘরে চুপ করিয়া থাকিলে এবং বেদনাক্রান্ত অংশটা চাপিয়া শুইলে বেদনাব উপশম ইহার নিদেধক। ইহার সহিত কেলিকার্ক, পাস্‌সেটীলা, ক্যামোমীলা, কফিয়া প্রভৃতি ঔষধের সাদৃশ্য আছে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—দেহ সঞ্চালন কবিলে, স্পর্শ কারিলে বিশেষতঃ আক্রান্ত স্থান, সোজা হইয়া বসিলে, উত্তাপে, উত্তাপ খাং গ্রহণে বৃদ্ধি। শযন করিলে, পূর্ব বিশ্রাম করিলে, আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে, জলপান করিলে বা ঠাণ্ডা খাংাদি খাইলে ও মুক্ত হাওয়ায় উপশম।

সম্বন্ধ :—অহুপূর্বক অ্যালুমিনা ও রাসটম্ব। ব্রাইয়োনিয়া ব্যানানকিউলাস বালবোসাস সমতুল্য ঔষধ। যকৃত রোগে ব্রাইয়োনিয়া ব্যানানকিউলাস বালবোসাস সমতুল্য ঔষধ। যকৃত রোগে ব্রাইয়োনিয়া চেলিডোনিয়াম তুল্য ঔষধ। ব্রাইয়োনিয়া প্রযোগের পর অ্যালুমিনা, কেলিকার্ক, নাক্স, ফস, রাসটম্ব, সাল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার্য।

ব্রাইয়োনিয়া সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণযোগ্য কয়েকটি মূল কথা নিম্নে বলা হইল। রোগীক্ষেত্রে ঔষধ নির্বাচন কালে হহা ব্রাইয়োনিয়ার নির্বাচনে বিশেষ সহায়তা করে।

১। সঞ্চালনে বা নড়াচড়ায় সকল উপসর্গের বৃদ্ধি।

২। দেহের যে যে স্থানে শৈল্পিক-বিল্লী আছে সেই সকল স্থানের শুষ্কতা। ঠোট, মুখ ও পাকাশয় শুষ্ক, একত্র শুকনো, কঠিন ও পোড়া পোড়া মল নির্গত হয়।

৩। আবরক পর্দাগুলিতে (serous membranes) মস্তিষ্ক-আবরক-পর্দা (meninges), ফুস্‌ফুস-আবরক-পর্দা (pleura), অন্ত্রাবরক পর্দা (peritoneum) প্রভৃতিতে রস-সঞ্চয়।

৪। কোষ্ঠকাঠিন্য (মলবেগই হয় না) বা উদরাময়, প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগের পর চলাফেরা করিতে আরম্ভ কবিলে বৃদ্ধি।

৫। সূচ'ফোটান ব্যথা, গাঁটগুলিতে এবং আবরক-পর্দাগুলিতেই বেশী বেদনা।

৬। সোজা হইয়া বসিলে বড়ই অবসন্ন বোধ করে, গা-বমি বমি করে ও মুচ্ছা হইবার উপক্রম হয়।

৭। হ্রাস-বৃদ্ধি :—চলীফেরায় বা নড়াচড়ায় এবং শীতের অবসানে গরম পড়িতে আরম্ভ করিলে সকল উপসর্গ ও রোগযন্ত্রণা বাড়ে। চুপ করিয়া শুইয়া বা বসিয়া থাকিলে এবং যে পাশে বেদনা ঐ পাশটি চাপিয়া শুইয়া থাকিলে সকল উপসর্গ বা রোগযন্ত্রণা কম পড়ে।

৮। কাঠখোটা, রুশ স্নায়ুপ্রধান, ছিপছিপে গড়ন, বদমেজাজী ও-বেতো ধাতের লোকের পক্ষে ব্রাইযোনিয়া একটি প্রথম শ্রেণীর ঔষধ। গরম আবহাওয়া বা গ্রীষ্মকালের রোগ, শীতকালের শুষ্ক শীতল আবহাওয়া—পৌড়ার কারণ হইলে ব্রাইযোনিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৯। শুকনো, কঠিন ও যন্ত্রনাদায়ক কাসি, একটু করিয়া গয়ের উঠে। কাসির সঙ্গে এত মাথা ব্যথা হয় যেন মাথাটি ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। প্রলাপে ভুল কথা বলে (টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক জ্বর বিকারেই এই লক্ষণটি সাধারণতঃ পাওয়া যায়)। মাথা বেদনা,—মাথা নীচু করিলে বা সামনে ঝুঁকিয়া কোন কাজ কন্ম করিলে, নিজ হাতে কাপড় পোষাক ইত্যাদি ইঙ্গি করিলে, গরম হাওয়ায় বা অনেকক্ষণ গরমে থাকিলে, কাসিলে ও নড়াচড়া বা চলাফেরা করিলে মাথা বেদনা বাড়ে।

মাথা বেদনার প্রকোপে মাথা ঘুরায়, গা-বমি বমি করে ও মুচ্ছা যাইবার উপক্রম হয়। রোগী চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া থাকে, উঠিয়া বসিলেই মাথা বেদনা গা-বমি-বমি ও মুচ্ছা ভাব অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়।

পেটে যেন পাথর চাপা রহিয়াছে এরূপ ভারী বোধ, উল্কার উঠিলে যেন একটু স্বস্তি বোধ করে।

১০। বিকল্প-ঋতু শ্রাব (vicarious menstruation), ঋতু প্রকাশের নির্দিষ্ট সময়ে স্বাভাবিক ঋতুশ্রাবের পরিবর্তে নাক হইতে প্রচুর রক্তশ্রাব হয় (ফস)।

১১। মাই দুইটি খুব ভারী, পাথরের স্তায় কঠিন; ফ্যাকাশে ও বিবর্ণ অথচ শক্ত; গরম এবং বেদনা পূর্ণ।

১২। গাঁটে গাঁটে বাতের আক্রমণ। গাঁটগুলি খুব ফুলে-কিন্তু বিবর্ণ, সামান্য স্পর্শে বা নড়া চড়ায় অসহ্য বেদনা।

শক্তি :—১২, ৩২, ৩ ও ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

অর রোগে ডাঃ অ্যালেনেনের মতে ২০০ শক্তি।

ভাইপেরা (Vipera Torva.) ।

পরিচয় :—জার্মান ভাইপার (বোড়া জাতীয় সর্প)। এই সর্পবিষ হইতে ভাইপেরা তৈরী হয়। ডাঃ জার সর্বপ্রথম এই বিষজ ঔষধের পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করেন (vide Jahr's symptomten codex)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ অকাল বার্ধক্য, নাক দিয়া রক্তস্রাব, শিরাপ্রদাহ; যকৃতের রোগ; জিহবার ক্ষীতি; গলগণ্ডপ্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই ঔষধ শিরাপ্রদাহ ও শিরা ক্ষীতি রোগে বিশেষ উপযোগী ঔষধ। শিরা ফুলিয়া উঠিলে পর ঐ অংশ বুলাইয়া রাখিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি; ইহাতে যেমন শিরার ক্ষীতি ও প্রদাহ আছে সেইরূপ শিরার প্রসারণ (varicosis of the vein) আছে। ইহাতে রোগীর হৃদযন্ত্রের ভিতর বিদ্ধবৎ বেদনা, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বর্ষাকাল হইয়া তৎসহ স্নেহস্রব হইয়া পড়া আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস বদ্ধ হইয়া হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া রোগী মুহূর্ত্তমধ্যে পতিত হয় এবং তাহার মুখমণ্ডল নীলাভ ধারণ করে (স্বাজা)। অকাল বার্ধক্যের ইহা একটি উত্তম ঔষধ।

শিশুর বৃদ্ধির অর্থাৎ (বারাইটা)। লক্ষণ সকল এক বৎসর অন্তর পুনরায় ঘুরিয়া আসে। এই ঔষধ হৃদযন্ত্রের পীড়ার জন্য যেমন উপযোগী সেইরূপ যকৃতের পীড়ার ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী। ডাঃ জ্যাকসন বলেন, যকৃতের ভিতর পুরাতন রক্তসঞ্চয়ে এই ঔষধ কার্য্যকরী। বিবমিষা, বমন, শিরঃস্রব তৎসহ অজীর্ণ, মুচ্ছা, পাণ্ডুবোগ, ক্ষয়কর অতিসাব, হৃদকম্প, সর্কাদীন আলস্ত, অকাল বার্ক্য ও বৃদ্ধিগেব অগ্নিমান্দ্য বোগে ব্যবহার্য্য ঔষধ। মূত্রজবর্ণ ও রক্তমিশ্রিত তরল মলত্যাগের পুর বর্জিত যকৃতের ভিতর ভয়ানক বেদনা, শ্রাবা; জ্বর হইয়া রোগীর ডাণদিকের কাঁধে ও উরুশিখরে বেদনা সঞ্চাবিত হইলে ইহা উপযোগী (চেলিডো)। ইহার রোগীর পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনাও আছে, পক্ষাঘাত হইলে তাহার মধ্যে টলটলায়মান গতি হয় এবং তাহার উরু উপর দিয়া কি একটা উপবে যেন গেল এরূপ ভাব হয়, হাত ও গুলফ আড়ষ্ট হয়, তাহার পদদ্বয় ফুলিয়া উঠে, অসাড় হয় ও উত্তাপরহিত অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০ ও ১০০০ ব্যবহার্য্য।

ভাইবার্ণাম-অপুলাস (Viburnum Opulus.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম হাইফ্রেন-বেবি। গুল্ম বিশেষ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়; সাধাবণতঃ ভ্রাম্যাদ বাধা; গর্ভাবস্থার কাসি; খালধবা; নানাপ্রকার বাধক, কৃত্রিম প্রসববেদনা; গর্ভশ্রাব; ডিম্বাধাবের বেদনা; পক্ষাঘাত; জরায়ুর বেদনা; জবায়ুব নিম্নদিকে গতি; প্রসূতির মাথাব যন্ত্রণা প্রভৃতি ইহাদ্বারা উপশমিত হয়।

যে সকল স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু ও ডিম্বাধাব প্রদেশে অনিয়মিত আক্ষেপিক বেদনা বর্তমান থাকে এবং পেটের মধ্যস্থিত অস্ত্রাঙ্গ যন্ত্রেব আক্ষেপিক বেদনা হয়, ভাইবার্ণাম সেই ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার ঋতুশূলের বেদনা, পৃষ্ঠদেশে হইতে আরম্ভ হইয়া কোমর হইয়া জরায়ু পর্য্যন্ত প্রসাবিত হয়। ঋতুশূলে ভাইবার্ণামের ঋতু সিমিসি, জ্যাঙ্কাক, কলোসিষ্ট, ম্যাগ-ফস প্রভৃতি ঔষধও বিশেষ ফলপ্রদ। রোগিনী বাধক বেদনায় প্রচণ্ড খালধবার ঋতু বেদনাও ভাইবার্ণাম দ্বারা নিরাময় হয়। ইহা ঋতুশ্রাব অতি অল্প ঋতু হইয়া ২।১ দিন পবেই উহা বন্ধ হইয়া যায়, জরায়ুর ভিতর ভারবোধ এবং তলপেট হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া উরু ছুইটার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। কিছুদূর হাঁটবার পর রোগিনীর পায়ে খিল ধরে তাবপর সে অচল হইয়া যায়।

সম্বন্ধ :—বাধক বেদনায় অ্যাকটিয়া-রেলির সমতুল্য বেদনা, পৃষ্ঠ হইতে উরুদেশের উপর দিয়া সমস্ত উরুতে সঞ্চাবিত হয়। ক্যামোমিলা রোগিনী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে এবং কাতর ভাবে প্রকাশ করে যে যন্ত্রণা সহ করিতে পারি না। কলোকাইলামের বেদনা সবিরাম ও আক্ষেপিক। ম্যাগ-ফস—যন্ত্রণা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়, ভয়ানক আক্ষেপিক বেদনা, উত্তাপে উপশম। জেলস, গসিপিয়াম, সিকেলি, সিপিয়া, ভেরেটাম, জ্যাঙ্কসাইলাম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অর্ধট ১x, ২x, ৩x ক্রম।

ভাইবার্ণাম-প্রুনিফোলিয়াম (Viburnum Prunifolium.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ব্লাক হ। গুরুজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি বিশেষ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটীও স্ত্রীলোকদিগেব পীড়ায় বিশেষ কাণ্যকরী। গর্ভশ্রাবের আশঙ্কা, প্রসবাস্তিক বেদনা বা ভ্যাডাল ব্যথা, বাধক, জ্বায়ু হইতে প্রচুব বক্তশ্রাব, ধমুষ্ঠকার জিহ্বার কর্কটিয়া ক্ষত প্রভৃতি বোগে ইহা ক্রিয়া দেখা যায়।

গর্ভশ্রাব বা গর্ভপাত যাহাদেব স্বভাবগত বা অভ্যাসগত হইয়াছে একপ ক্রীগণেব গর্ভপাতেব পূর্ব লক্ষণ পাইলে ইহা দ্বাবা ক্ষুফল দর্শে। বন্যা স্ত্রীলোকদেব জ্বায়ু'ব স্থানচ্যুতিব জন্ম ঋতু বিশৃঙ্খলায় ভাইবার্ণাম-প্রুনিফোলিয়াম কাণ্যকরী ঔষধ। ইহাতে যেমন গর্ভপাতেব ইতিহাস আছে সেইরূপ বাধক বেদনারও “চিহ্ন” আছে। এই ঔষধ বাতিমত ভাবে গর্ভিণীকে সেবন কবাইলে স্প্রসবক হইয়া থাকে; প্রসবেব পব ভ্যাডাল ব্যথা বেশী হয় না, প্রসবেব পব অত্যধিক বক্তশ্রাব হয় না এবং জ্বায়ু খুব শীঘ্র শীঘ্র সক্ষুচিত হইয়া যায়। গর্ভাবস্থাব প্রাতর্মমন এই ঔষধ দ্বাবা উপশমিত হয়, স্থানচ্যুত-জ্বায়ুব জন্ম এবং বক্ষ্যাদিগেব ঋতুব অনিয়মে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x ক্রম।

ভায়োলা-ওডোরেটা (Viola Odorata.)

পরিচয় :—ইহাব অপর নাম স্মিট সেটেড্ ভায়োলেট বা সুগন্ধি ভায়োলেট।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ শ্রামবর্ণ, কক্ষ কেশ ও ক্রম চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বিগের কর্ণেব বিবিধ পীড়ায়, কর্ণশ্রাব ও কর্ণ হইতে পু'ত্র নির্গত হইতে থাকিলে বিশেষ উপযোগী। রোগী কাণে কম শুনিতে পায়, কোন কোন রোগী কাণে মোটেই শুনিতে পায় না, তাহার কাণের ভিতর স্থ'চকোটান ব্যথার ত্রায় অমুভূতি। ইহার বোগীব আব একটী বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে ‘বোগী সকালবেলা বিছানা হইতে উঠিবাব পূর্বে তাহাব সমস্ত শবীরে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব কবে কিন্তু বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিব হইবার পর আব কোন ব্যথা থাকে না’। রোগী বেহালাব বাস্ত মোটেই পছন্দ কবে না। ভায়োলা শিশুদিগের কুমিবোগে সিনা ও টিউক্রিয়ামেব সমভুল্য ঔষধ। বালক-বালিকাদিগের হপিং-বাসি. রোগে বিশেষতঃ যাহারা অল্পে কাতব হয়, তাহাদেব পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

এই ঔষধ সর্পাঘাত, মোমাছি, বোলতা প্রভৃতির দংশনে ব্যবহৃত হয়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১, ৩, ৬, ৩০।

ভায়োলা-ট্রাইকোলার (Viola Tricolor.)

পরিচয় :—ইহার নাম জেসিয়া, সাধারণ বা ডাকনাম পেন্সি।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নান্দ্রবিধ চর্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ শিশুদিগের ছুঁখে-মামড়িতে বিশেষ কাণ্য করে। ঐ সকল ছুঁখে-মামড়ি ভোগ কালে যদি শিশুদিগের অসাড়ে প্রণাব করা, প্রচুর পবিমাণে প্রণাব বা বিড়ালের প্রণাবেব ত্রায় গন্ধযুক্ত প্রণাব করা থাকে

তবে ইহা একমাত্র ঔষধ। গণ্ডমালা-দোষযুক্ত-শিশুদিগের যদি বাবংবার কোড়া উঠে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সন্ধির বাত হয়, তবে ইহা ব্যবহাৰ কৰা চলে।

শিশুদিগেব “শেষে মোতা” (বিছানায় প্রস্রাব) বোগ ইহা দ্বারা দূৰীভূত হয়, যদি প্রস্রাবেব গন্ধ ঝিড়ালেব প্রস্রাবেব গন্ধেব ত্যাগ হয় তবে ইহা আরও কার্য্যকরী।

ইহাতে স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌৰ্ব্বালা, অসাড়ে বেতঃপাত প্রভৃতিও দেখা যায়। বোগী বাত্রে যুগ্মেব ভিতব নানা প্রকাৰ অঙ্গীল স্বপ্ন দেখে এবং অসাড়ে তাহাব ধাতুপাত হইয়া যায় (ডিজি, জেলস, ক্যাস্ক-ফস, অ্যাসি-ফস) এবং তাহাব পৰ বোগীর অত্যন্ত মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়, মদক কাঁপিতে থাকে, ক্ষুধা ভালরূপ হয় না, সর্দরদা আলস্ত বোধ, বাত্রে ভাল ঘুম হয় না। বসিয়া থাকিলে তাহার যন্ত্রণাব বৃদ্ধি, চলাফেরা কবিলে উপশম বোধ। ইহা দ্বারা অবকঙ্ক-মেহরোগ, উপদংশের ক্ষতাব্বি হইয়া শিশ্নাত্মক মধ্যে স্ফটিকবৎ বেদনা, লিঙ্গযুগে জ্বালা প্রভৃতি নিবাকৃত হয়।

ইহা দ্বারা নানাজাতীয় চক্ষুবোগ আবোগ্য লাভ করে; বিশেষতঃ মাথার, মুখেব ও কাণের পশ্চাতেব একজিমায় যখন অত্যন্ত চুলকায, জ্বালা করে, রস পড়ে তখন ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট, ৩২, ৬, ৩০ শক্তি।

ভারবাসকাম-থ্যাপ্সাস (Verbascum Thapsus) ।

ব্যবহাৰস্থান :—ইহা সাধাবণেব নিকট “মুলেন” নামে পৰিচিত : এখানে বলা বোধ হয় অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ভারবাসকামের মুকুল ও ফুলেব পাণ্ডি হইতে মুলেন-অয়েল প্রস্তুত হয়। নামে “অয়েল” হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা অয়েল বা তৈল নহে; ইহাকে পুষ্পসার বা পুষ্পাবিষ্ট বলাই সঙ্গত বা ঠিক। কাণেব পূঁজ বা কাণেব নানাবিধ যন্ত্রণাব জন্ম, এবং শিশু-দিগেব অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করাব জন্ম ইহা সাধাবণতঃ ব্যবহৃত হয়। কাণের নানাবিধ পীড়ায় ইহা উপযোগী। যেন তাহাব কাণ দুইটা ভিতব দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, কাণে তালা লাগিযাছে এরূপ অনুভব, উচ্চৈঃস্ববে অধ্যয়ন কালে প্রথমে ডাণ কাণে পবে বাম কাণেব ভিতব যেন রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে বা যেন তাহাতে তালা লাগিতেছে এইরূপ অনুভব। কর্ণশূলে মুলেন অয়েল বিশেষ উপযোগী ঔষধ। কর্ণশূলে-মুলেন-অয়েলে তুলা ভিজাইয়া কাণেব ভিতব দিলে সত্ৰ যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। কুমিহুষ্ঠ-শয্যামূত্র মুলেন-অয়েল ৪ সেবনে নিবাকৃত হয়।

ইহার কাসি অনেকটা ড্রেন-বাব কাসির মত; কাসির সঠিত স্বরভঙ্গ লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ভার্বেস্কামের কাসি গম্ভীর শব্দযুক্ত; বেগ সাধাবণতঃ শিশুদিগেবই বেশী হয় এবং ঐ কাসি রাত্রেই বৃদ্ধি লাভ করে।

যে সকল ব্যক্তির মলদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি আছে এবং যাহাদের অর্শে ভয়ানক চুলকানি থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধের মলম বিশেষ কার্য্যকরী।

শক্তি :—মূল আরক, ৩, ৬। মুলেন অয়েল ৫।৬ ঘোঁটা মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

ভারবেনা (Verbena)।

ব্যবহারস্থল :—নায়ুমগুল ও চর্মের উপর এই ঔষধের ক্রিয়া থু। 'তাহার নায়ুমগুলের অবসাদ ও দৌরল্য, উত্তেজনা ও আক্ষেপ। এই ঔষধ রক্তের শোষণ ক্রিয়া বাড়াইয়া দেষ ও বেদনাদি কমাইয়া দেষ। ইহা ফোস্ফাযুক্ত ইরিসিপেলাস বা বিসর্প, নিদ্রাচীনতা, অগ্রবল রক্তসঞ্চয় (passive congestion) ও সবিরাম (ম্যালেরিয়া) জ্বর, মৃগী ও মানসিক অবসন্নতা ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ। মৃগীবোগে (epilepsy) এই ঔষধ বোগীর মানসিক শক্তিকে বলবতী করে এবং তাহাব কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া দেষ।

মাত্রা :—মাদার-টিচার ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার্য। মৃগীবোগে দীর্ঘ দিন এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়।

ভিস্কাম-অ্যাল্বাম (Viscum Album)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম মিসলটো।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নানাবিধ নায়ুশূল বিশেষতঃ সায়েটিকা বা কটিদেশের নায়ুশূল মৃগী; বাতের জন্ত বধিরতা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, ঠাণ্ডা লাগিয়া জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং বহুকালের জরায়ুর অন্তর্বেষ্ট প্রদাহে উপযোগী ঔষধ। যাহাবা জলের ভিতর কাজ-কর্ম করে তাহাদের ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতুবদ্ধ হইলে বা জরায়ু হইতে অত্যন্ত বক্তস্রাব হইলে বা জলেব ভিতর থাকা ও জলধাটার জন্ত অত্যন্ত বোগ হইলে ইহা ব্যবহার্য (ক্যালকেরিয়া)। বাত, গ্রন্থিবাত সহ ইপানি রোগে, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে শযনে শ্বাসরোধবৎ অল্পভূতি জন্মিলে ইহা উপযোগী।

স্ট্রুইনেরিয়া, ক্যালকেরিয়া, অ্যামন-কার্ক ও পুজা ইহার সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—মূল আরক, ৩, ৬, ৩০।

ভিট্রাম (Vitrum)।

ব্যবহারস্থল :—মেরুদণ্ডের প্রদাহ ও অস্থিকৃত রোগে (Potts disease) সাইলিসিয়ার পর ভালু কার্য্য করে। "হাড়ের ক্ষয়রোগে (necrosis) দুর্গন্ধযুক্ত জলের স্রাব পাতলা স্রাব ও তথায় ভয়ানক ব্যথা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী।

ভিন্কা-মাইনর (Vinca Minor)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম লেসার পেরিউইঙ্ক্ল।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের ক্রিয়া নায়ুমগুল ও রক্তবহা নাড়ীর উপর দেখা যায়, বিশেষতঃ মাথার চামড়ার উপরই এই ঔষধের ক্রিয়া বেশী পরিলক্ষিত হয়। ইহার রোগীর মাথায়, মুখমণ্ডলে, কর্ণের পশ্চাতে এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত উদ্বেদ বাহির হয়, এমন কি ঐ মকল উদ্বেদে ছোট ছোট

কুমিৎ পোকা পর্যন্ত জন্মিয়া থাকে। ঐ পোকা জন্মিবার কাণে ঐ সকল উদ্ভেদের উপর এক প্রকার মাঁমড়ি পড়ে, ঐ মাঁমড়ির নীচে পুঁজ পচিয়া পোকা জন্মায়া একজিমা জন্মিবার জন্ত রোগীর মাথার চুল উঠিয়া যায় এবং পুনরায় সেই লাল স্থানে শাদা শাদা চুল গজায়। ইহার কেশদাদ হইবার প্রবণতা অত্যন্ত। কেশদাদ হইয়া তাহার চুলগুলি গোছায় গোছায় উঠিয়া যায় এবং নূতন চুল গজায়। ইহা চর্মরোগ বড়ই স্পর্শকাতর, সামান্য স্পর্শ করিলে বা আঙ্গুল দ্বারা ঘষিলে রক্ত বাহির হয় এবং ক্ষত হইয়া যায়। মাথায় একজিমা বা কেশদাদ হইয়া অত্যন্ত কষ্টকর আলা, উহা হইতে অত্যন্ত রস পড়ে, এবং ঐ রস চতুর্দিকের চুলে লাগিয়া জড়াইয়া যায়, চুলকাষ। ভিনকা-মাইনর রোগীর একটু রাগ হইতে না হইতেই তাহার সমস্ত নাকটা লাল হইয়া যায়, ইহার রোগীর অভ্যন্তবস্থিত ভেনকাহির গায়ে পীড়কাসকল বাহির হইয়া উহা হইতে রস বাহির হয় এবং ঐ রস শুষ্ক হইয়া কপিশবর্ণের চিপটিকা বাহির হয়। ইহার রোগীর নিত্যের উপর শয্যাক্ষতের দ্বারা ক্ষত উৎপন্ন হইয়া আলা করে ও রস পড়ে। ইহার রোগীর অত্যধিক পরিমাণে শ্রোতের দ্বারা বেগে অবিরাম ঋতুশ্রাব নির্গত হয়, এত অধিক পরিমাণে ঋতুশ্রাবের জন্ত সে অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। কৈশিকার্দুদ (ফাইব্রয়েড টিউমার) হইবার জন্ত জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব হওয়া বা বহুকাল পর্যন্ত যে সকল রমণীব ঋতুশ্রাব বন্ধ ছিল, ইহা তাহার বহুল পরিমাণে ঋতুশ্রাব হওয়া ইহা দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

ভিন্‌সি-টক্সিকাম (Vinci-toxicum) ।

ব্যবহারস্থল :—শোথ, ডায়েবেটিস, অত্যধিক পিপাসা ও প্রচুর প্রস্রাব হওয়া ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

ভেরোনল (Veronal) ।

ব্যবহারস্থল :—ল্যাপা বা সংযুক্ত বসন্তবোগে যখন লাল আভাযুক্ত দাগ থাকে, অধস্তকেব প্রদাহ; লিম্ফু ও লিঙ্গাগ্র চর্মে অত্যন্ত চুলকানি।

ভ্যাক্সিনিয়াম-মারটিল্লাস (Vaccinium Myrtillus) ।

ব্যবহারস্থল :—রক্তমাশন, টাইফয়েড; অস্ত্রের বিষহুত ভাব, রোগ পুনরাক্রমণের আশঙ্কা প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াক্ষেত্র।

ভ্যানিলিন (Vanillin) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের ৬ ও ৩০ শক্তি দ্বারা চর্মের বহুবিধ রোগ আরোগ্যলাভ করে, ইহা চর্মরোগের একটা উত্তম ঔষধ। ভ্যানিলা মস্তিষ্ক ও যৌনশক্তিকে বর্ধিত করিয়া দেয়।

ভ্যারিওলিনাম ও ভ্যাক্সিনিলাম (Variolinum Vaccinum). ১

পরিচয় :—ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিলাম এবং ম্যালান্ড্রিনাম তিনটি রোগজ (nosode) ঔষধ। এই তিনটি ঔষধই বসন্ত রোগের যেমন প্রতিষেধক তেমন রোগ আরোগ্যকারী ঔষধ। আমরা এখন উপবোক্ত দুইটি ঔষধের বিষয় লিখিব, ম্যালান্ড্রিনামের বিষয় নিয়ে লিখিত হইবে। কারণ ভেরিওলিনাম ও ভ্যাক্সিনিলাম প্রায় একইরূপ ঔষধ, ইহাদের ক্রিয়াও সাধারণতঃ একই প্রকার। ভেরিওলিনাম আসল বসন্তের রস বা পুঁজ হইতে বিচূর্ণ আকাবে তৈরী হয় এবং ভ্যাক্সিনিলাম গো-বসন্ত-বোজের রস বা পুঁজ হইতে বিচূর্ণাকারে তৈরী হইয়া থাকে।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে গোবীজের টীকা দিবাব প্রচলন আছে, এই গোবীজের টীকা ভাল কি মন্দ তাহা নিয়া আলোচনা কবির কোন প্রয়োজন নাই কারণ ইহার বিপক্ষে ও সপক্ষে অনেক মতামত আছে কেবল এই কথাটি বলি কৰ্তব্য বিধায় বলিতেছি যে জীবনে একবার টীকা নেওয়া কৰ্তব্য যাহাকে ইংৰাজিতে “প্রাইমারী ভ্যাক্সিনেসন বলে”; প্রশ্ন হইতে পারে উদ্দেশ্য ? “উদ্দেশ্য” “বিষয়” প্রভৃতি যুক্তিতর্কমূলক অবাস্তব প্রশ্ন না উঠাইয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট “টীকা দেওয়া” বহু গবেষণা ও পরীক্ষার পর প্রবর্তিত হইয়াছে এবং “টীকা লইতে আমবা আইনতঃ বাধ্য”; আরও, আমাদের এই ভাবতবর্ষেই বহু যুগ যুগান্তর হইতে ‘বাংলা টীকা’ দিব্য প্রথা ছিল, এই টীকা বসন্ত রোগীর রোগ-বোজ হইতে সংগৃহীত হইত। “বাংলা টীকা” আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে এখন “গোবীজ টীকা” দেশে প্রচলিত হইয়াছে; জীবনে একবার টীকা নিলে কোন দোষ হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না নরং ভাবী স্মৃতির আশা করা যায়; কোনও বিষয়ে গোঁড়ামী না করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। বারংবার টীকা না নেওয়াই ভাল, বারংবার টীকা নিবার কুফলের জন্ত অনেকে নানাবিধ পীড়ায় ভুগিতে থাকে।

প্রতিষেধক :—ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিলাম বসন্ত রোগের প্রতিষেধক; ম্যালান্ড্রিনামও সেইরূপ। কেহ কেহ বলেন ভেরিওলিনাম অপর দুইটি ঔষধ হইতে বেশী ক্ষমতাশালী; কিন্তু সদৃশ লক্ষণেই সকল ঔষধ কার্যকরী ইহা যেন স্বরণ থাকে। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় প্রতি সপ্তাহে ইহাদের যে কোন একটি সেবন করা কৰ্তব্য। যদি উচ্চশক্তি সেবন কবিতো ইচ্ছা হয় তবে সপ্তাহে ১ বার, নিম্নশক্তি মাঝে মাঝে সেবন করা বিধি। আমাদের হাম ও বসন্ত চিকিৎসা নামক পুস্তকে অতি সুন্দর ভাবে বসন্তের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক সবল ভাবে ব্যক্ত করা আছে। টীকা বরংবার গ্রহণ করিলে যেমন নানাবিধ চর্মরোগ, নানাবিধ দূরারোগ্য পীড়া, টিউবারকুলোসিস প্রভৃতি রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে সেইরূপ কিন্তু আমাদের এই প্রতিষেধক চিকিৎসায় কোন পীড়া হইবার আশঙ্কা নাই; আবার বসন্ত যদিও বা হয় তবে সাংঘাতিক জাতীয় বসন্ত হয় না; বসন্ত-মহামারীর সময় যখন শীত শীত ভাব, গা বমি-বমি, বমন, উদ্বারাময় ও অক্ষুধা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায় তখনই তাবিতো হইবে বসন্ত হইবার সম্ভাবনা; সেই সময় “ভেরিওলিনাম” ৩০ শক্তি প্রতি ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে বসন্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না; যদি বসন্ত হইয়া টাইফয়েড অবস্থা আসিয়া পড়ে তাহা হইলেও ইহা দ্বারা উপকাব দশে।

ভেরিওলিনালের রোগীর জ্বর এত হয় যেন রোগীর শরীর পুড়িয়া যাইবে, জ্বরের সহিত মাথাখা ‘অসহ্য যন্ত্রণা, তাহার মাথা এত ভারী যে সে মাথা তুলিতে পারে না, মাথা তুলিতে গেলে যেন সে

পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে একরূপ ভাবহীন। যেমন তাহার সমস্ত শরীর আশ্বিনেব স্থায় গরম হয় সেইরূপ তাহার মুখ ও নাকের ভিতর হইতে যেন আশ্বিনেব মত উত্তপ্ত বিস্ফোব হইবে একরূপ ভাব হয়, সেই সঙ্গে কোমবে সাংঘাতিক বেদনা, সর্বদাঙ্গ অসম্ম বেদনা এই সকল বেদনার জন্ত বোগী পাগলের স্থায় হয়। আরেব সহিত বমি হয় বা গা বমি-বমি করিতে থাকে, মুখমণ্ডল ভয়ানক গরম ও টস্টস্ করে, মাথায যন্ত্রণা এত সাংঘাতিক হইতে থাকে যেন মনে হয় কেহ তাহার মাথায ভেতব ছবি দিয়া আঘাত করিতেছে। বোগীর জিহ্বায় পুরু হলুদবর্ণের লেপ পড়ে, রোগী যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন তাহার জিহ্বা বাহির কবিয়া ঘুমায়, তখন সেই জিহ্বা দেখিতে কাল লেপাবৃত। তাহার মুখ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, কোন জিনিস খাইতে গেলে পর গলায ভিতব টাটান ব্যথা অনুভব কবে। আরেব সহিত বমি তো থাকেই সেই সঙ্গে বক্ত মিশ্রিত বাহে বা আমাতিসার দেখা যায়, প্রস্রাব ত্রাণ্ডিব স্থায় ক্রমশঃ লাল বর্ণবিশিষ্ট।

ভ্যাক্সিনিলামেও উপবোক্ত লক্ষণ থাকে তবে ভেবিওলিনামের স্থায় শীত তার নাই, কপালে ও পায়ে সকালে যন্ত্রণাব আধিক্য হয়; অস্তিতা ও অক্ষুধা ইহার বেনী। এই সকল ব্যতিবেকে ক্ষত আবোগ্যের পববর্তী চিহ্ন দূর কবিতো ইহা একটা উত্তম ঔষধ। পামা, কুঠ, রক্তআঁচিল, রাঘশূল, বহুকালেব চক্ষুণোগ; অগ্নিমান্দ্য; পেটে অত্যধিক বায়ুসঞ্চয়; হপিংকাসি; নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ ইহা ব্যবহাবে আবোগ্য হয়। :

ভ্যালেরিয়ানা (Valeriana Officinalis.) ।

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম ভ্যালেরিয়ানা।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটা মুছা, হাঁপানি, শয্যাক্ত, বয়ঃসন্ধিকালের পীড়া, নিম্নকটিশূল, রাঘব অতিরিক্ত অনুভূতি ও রাঘুর বিবি পীড়াব ক্ষেত্রে যখন নির্দোচিত ঔষধ প্রযোগে ফল পাওয়া যায় না তখন ভ্যালেরিয়ানা প্রযোগে আশাতিবিক্ত ফল পাওয়া যায়। ইহা অনিদ্রা ও দন্তশূল প্রভৃতির উত্তম ঔষধ। ভ্যালেরিয়ানা বায়ু ও রাঘুপ্রধান-দাতৃবিশিষ্ট ব্যক্তিমিগেব পীড়ায় যখন তাহাদের রাঘুমণ্ডলী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত প্রথর থাকে তখন কার্যকরী। মুছাবায়ু বা হিষ্টিরিয়া রোগে বোগীব মন অত্যন্ত পবিবর্তনশীল, কখনও ভীষণভাবে বাগিয়া উঠে আবার কিছু পবেই সমস্ত রাগ চলিয়া যায়, সেই সঙ্গে তাহার এইরূপ, ভাব হইলে—‘যেমন সে শূন্যে উড়িতেছে বা তাহার গলায ভিতব একগাছা চুল ঝুলিতেছে’ তাহা হইলে ভ্যালেরিয়ানা একমাত্র ঔষধ। ডাঃ রাস একটা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সাযেটিকা-রোগে গলায় একগাছা সূতা বা চুল ঝুলিতেছে অনুভূতি এবং দাঁড়াইলে ও মেঝেতে পা রাখিলে রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য কবিয়াছিলেন। সাময়িক নানাধকার পীড়ার জন্ত পাকযন্ত্রের বিশুদ্ধতা রোগেও ইহা উপযোগী।

ভ্যালেরিয়ানা রোগীর স্মৃতিরতা একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। তাহার মস্তিষ্কের অস্থিরতা, সে এক স্থানে স্থির থাকিতে পাবে না। সাযেটিকার বেদনায় বোগী দাঁড়াইলে বা মেঝেতে পা রাখিলে বৃদ্ধি, অনবরত গরম লাগাইলে উপশম।

ইহার চোখেব উপরও ক্রিয়া আছে, বোগীর চোখেব পাতার কিনারায় জ্বালা করে, কটকট কবে, অন্ধকাবে চোখেব সম্মুখে একটা উজ্জ্বল বস্তু বহিষাছে, একটা উজ্জ্বল আনোক রহিয়াছে, এবং দূরের জিনিষগুলি অতি নিকটে আছে এক্রূপ বোধ। "

যখন নায়ুপ্রধান দাতাগণ ক্রোধাঘিতা হযেন তখন শিশু শুভ্রপান কবিলে দধির স্তায় ৩মটি চক্ষু বমন কবে।

শক্তি :—মূল অণিষ্ট, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ভ্যানিডিয়াম (Vanadium) ।

ব্যবহারস্থল :—যকৃত ও ধমনীব অপকর্ষতা ইহা দ্বারা দূর হয়। ক্ষুধাশূন্যতা ও অজীর্ণ; প্রস্রাবে অণ্ডালা বা অ্যালুমেন, মাংস বা চক্ষুচি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা (casts) এবং বক্ত থাকিলে, কাপুনি ইহা সর্বাঙ্গীন বা একান্তেব চইতে পাবে, শিবঃষুর্ন; মূচ্ছাবায়ু এবং অবসাদকব ভাব; অন্ধত; শুষ্ক কাসি রক্তোৎকাসি, মাক, চক্ষু ও গলাব প্রদাহ, ক্ষয়বোগ; পুরাতন বাত ও ডায়েবেটিস প্রভৃতি এবং অজীর্ণ ক্ষয়রোগেব প্রথম অবস্থায় টনিকের কার্য্য করে।

শক্তি :—৬, ১২, ৩০।

ভেরেট্রিন (Veratrin)।

ব্যবহারস্থল :—ফোস্ফরু পীড়কার প্রসাবণ এই ঔষধে আছে কিন্তু ভেরেট্রিন শরীরস্থ চর্মেব, কিড্‌নীর ও লিভারের দূষিত পদার্থ নিঃসারণ কবিয়া উহাদিগকে কার্য্যকম করিয়া দেয়।

ভেরেট্রিনা (Veratrina) ।

ব্যবহারস্থল :—ইহা স্ট্রাভাডিলার উপক্ষার (alkaloid) ভেরেট্রামের উপক্ষার নহে ইহা স্রবণ বাধিবে। নায়ুশূল ও শোথবোগ আরোগ্য করিতে ইহার ক্ষমতা আছে। তড়িৎ-প্রবাহ যদি মাংসপেশীতে লাগে তবে ইহা দ্বারা সফল ফলে;

ভেরেট্রাম-অ্যালবাম (Veratrum album.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম হেলিবোরাস অ্যালবাম বা হোয়াইট হেলিবোর।

ব্যবহারস্থল :—কলেরা, সাংঘাতিক কলেরা, ছরারোগ্য ম্যালেরিয়া, ভেদবমি, রক্তাক্ততা, হৃদশূল, সন্ধ্যাস, শ্বাসনলী-প্রদাহ, হিমান্ধবস্থা, খিলধবা অবসাদ, মৃগী, বাধক, শিরঃপীড়া, প্রসবের পর কেষ্টকাঠিন্য, যকৃতের রক্তাধিক্য, সবিরাম জ্বর, পক্ষাবাত, দূষিত জ্বর, ফুস্ফুস-প্রদাহ, প্রীহার ক্ষীতি, বাধক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

কলেরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই ঔষধটি কত বড় এবং ইহার কার্যকরী ক্ষমতা কত চমৎকার তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন না। কলেরা, চিকিৎসায় অ্যাকোনাইট, ক্যাস্কব, আসেনিক, কুপ্রাম ও ভেরেট্রাম আলবাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাদেব ভিতর কোনটি বড় আর কোনটি ছোট ব্যাখ্যা করা যায় না স্বয়ং জানেমান এই ঔষধগুলিকে কলেরার অভুলনীয় ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

ক্রিয়ামূল :—এই ঔষধ শিশু, বৃদ্ধ, জীবনীশক্তিহীন ব্যক্তি, স্নায়ুপ্রধান এবং আবেগপূর্ণ যুবকগণের পীড়ায় বিশেষ কার্যকরী। ইহার রোগী এত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে যে তাহার শক্তি রহিত হইয়া যায়। ভেরেট্রাম—অ্যালবাম কলেরার যেমন উৎকৃষ্ট ঔষধ, সেইরূপ সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া জ্বরেও কার্যকরী ঔষধ।

ভেরেট্রাম অ্যালবামেব যে কোন বোগে কপালে প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম হইবে, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া ইহার নির্দেশক লক্ষণ। রোগীর যখন পতনাবস্থা উপস্থিত হইবে তখনও তাহার এক্রপ কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা যাইবে। রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে পাণ্ডুবর্ণ, তাহার চক্ষু ও গণ্ড কোটরাবিষ্ট, নাসিকা উচ্চ এবং মুষ্টি নীল হইয়া যায়। রোগী শুইয়া থাকিলে তবু এক প্রকার দেখা যায় কিন্তু উঠিয়া বসিবামাত্র তাহার চেহারা মৃতব্যক্তির স্তায় ফ্যাকাসে হয়, নাড়ী ক্ষীণ, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা এবং কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, অত্যধিক জল পিপাসা, পিপাসায় কেবল ঠাণ্ডা জল পান করিয়াই ইচ্ছা, রুখন কখনও টুকু দ্রব্য খাইতে চায়।

ভেরেট্রামে প্রচুব ভেল, বমি ও ঘর্ম হইবে। প্রচুব শ্বাস নিঃসরণেব জন্তই ভেরেট্রাম বিখ্যাত ঔষধ। ইহার বাহ্যে হইবে প্রচুৎ, ইহার বমিও হইবে প্রচুব, ঘর্ম যে হয় তাহাও প্রচুর, আবার সে জল পান কবে তাহাও প্রচুর কিন্তু যত প্রচুর পবিমাণেই জলপান করুক না তাহার পিপাসার নিবৃত্তি হইবে না। কলেবা বা সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া বা উলবাময বোগীর হাতে পায়ে শ্বিলধবে মাথার উপবে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ কবে, যেন কেহ তাহার ব্রহ্মতালুতে একখণ্ড বরফ রাখিয়াছে এবং তাহার মস্তিষ্ক যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এক্রপ তীব্র যন্ত্রণা, বোগীর ঘাড় অতিশয় দুর্বল সে তাহার মাথা খাড়া করিয়া রাখিতে পারে না, মাথা তুলিলেই বাকিয়া পড়ে এই লক্ষণ হুপিং কাসির বোগীর আবণ্ড বেশী হয়। অহিফেনেব দোষ নষ্ট করিতে এবং যাহাবা মোক্ষা খায় তাহাদের নানাবিধ পীড়ায় ইহা কার্যকরী ঔষধ।

মন :—ভেরেট্রাম বোগী যেমন একাও থাকিতে পারে না আবার কেহ তাহার কাছে থষ্টকিলে কথা বলিতে চায় না। ইহার বোগী নিজের বলা কথা নিজেরই বুঝিতে পারে না; সে নিজকে বিখ্যাত লোক বলিয়া মনে করে এবং অনর্গল টাকা উড়াইতে চায়। ইহার বোগীর যখন উন্মাদ অবস্থা হয় তখন সম্মুখে যাহা পায় ভাঙ্গিয়া ফেলে, কাপড় পাইলে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলে (ইয়ে, ট্র্যামো, ট্যারেটি,) এইরূপভাবে উন্মত্ততা ট্র্যামোনিয়াম বোগীরও আছে, অনর্গল তুল বকা ও ঘর্ম বিষয়ে কথা বলা এই ঔষধেই দেখা যায় তবে ট্র্যামোনিয়াম বোগীর মুখ অত্যন্ত লাল ও ফুলো ফুলো আর ভেরেট্রাম বোগীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, চোখ মুখ বলা যেন মরা মাহুয। তারপর দুর্বলতা ও অবসাদ ভেরেট্রামের অত্যধিক—যাহা ট্র্যামোনিয়ামে পাওয়া যায় না। প্রীলোকদিগের পীড়ায় যখন ভেরেট্রাম প্রযুক্ত হয় তখন আবার এইরূপ মানসিক লক্ষণ দেখা যায় যেন সে গর্ভবতী হইয়াছে (ইয়ে, স্যাবাড) এবং শীঘ্রই সম্ভান প্রসব করিবে।

হুঁতিকা উদ্গাদ অবস্থায় সে তাহার পবিষেধ কাপড় ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করে, অঙ্গীল ব্যবহাব করে, সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকে প্রণয়ের কথা বলে, স্বভূমিবের পূর্বে সকলকেই চুষন কবিত্তে যায়; কখন বা ধর্ম্মমূলক উপদেশ দেয়। তাহাব আর একটি অকৃত লক্ষণ প্রকাশিত হয় যেন সে স্বপ্নবাজ্যে বিভাজ করিতেছে সমস্ত দ্রব্যই তাহাব নিকট স্বপ্নবৎ (ল্যাক-ক্যানাইন, অ্যানাকা, ল্যাকে, মেডোবি ও ভ্যালেরিয়ানা প্রভৃতি ঔষধেও ঐরূপ স্বপ্ন লোকে বিরাজ কবিত্তেছে লক্ষণ আছে)।

ভেবেট্রাম সম্বন্ধে বিখ্যাত কৃষকজন চিকিৎসকেব অভিমত —

ডাঃ গারেল্লি বলেন—কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হইবাব সহিত অতিশয় দুর্বলতা ভেবেট্রামের প্রধান লক্ষণ; ডাঃ রডক বলেন—বোগীর চর্ম্ম নীলাভ, মুঃমণ্ডল শীর্ণ, অত্যন্ত দুর্বল সেই সঙ্গে খিলধরা, মূচ্ছা, নাড়ী লুপ্ত হইয়া যাওয়া, জিহবা শীতল, শ্বাসপ্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম অত্যন্ত শীতল এবং অতিশয় জল পিপাসাব সহিত সর্কাজ শীতল হইয়া যাওয়া, চাল ধোয়ানি জলের ত্রায় প্রচুর ভেদ, হাতপায়েব শীতলতা, ফ্যাকাসে ভাব হইয়া যাওয়া, যেমন অতিরিক্ত ভেদ হয় সেইরূপ অতিবিক্ত বমন হওয়া এই ঔষধেব বিশেষ লক্ষণ।

ডাঃ হিউজেস বলেন—প্রচুর ভেদ বমি তৎসহ অবসন্ন হইয়া পড়া, মুচ্ছিত হওয়া, সর্কশবীবে শীতল ঘর্ম্ম হওয়া ইহাব বিশিষ্টতা।

ডাঃ ডানহাম নির্দেশ দেন—অন্ন ও বক্ষঃস্থলেব লক্ষণের সহিত মুখমণ্ডলে ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম বিশেষতঃ কপালে প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম হওয়া ইহাব মুখ্য লক্ষণ।

কলেয়ার ভেরেট্রাম একটি অতি উত্তম ঔষধ। ইহাব ভেদ পুনঃ পুনঃ ছড় ছড় করিয়া হয়; ভেদ জলবৎ, চাল-ধোয়ানি জলের ত্রায়, উহার সহিত টুকরা টুকরা পদার্থ সকল নির্গত হয়, সেই সঙ্গে পেটে কর্তনবৎ শূলবেদনা, খিলধরা, ঐ খিলধরা হাত পা হইতে আরম্ভ হইয়া সর্কাজে ছড়াহা পড়ে এবং মলত্যাগের সময় কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়, জল পিপাসাও প্রচুর; বাহ্যে যেমন হয় সেইরূপ গা-বমি-বমি ও বমন হইতে থাকে। ইহার বাহ্যে যেমন প্রচুর হয় বমিও সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। আসেন্নিকের ত্রায় জলপানের পর বমন ইহাতে আছে তবে আসেন্নিক রোগী যেমন পুনঃ পুনঃ অন্ন পরিমাণে জলপান করে ইহার বোগী সেইরূপ করে না, ভেবেট্রামের বোগী এক একবার প্রচুর পরিমাণে জলপান করিয়া থাকে, ইহার বমন সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয়; ট্যাবাকাম রোগীবও সেইরূপ নড়াচড়া বমনের বৃদ্ধি দেখা যায়; ট্যাবাকাম রোগীর বমনের পর সর্কাজে শীতল ঘর্ম্ম হয় আর ভেরেট্রামের হয় কপালে প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম। বাহ্যে ও বমনের পর অত্যন্ত অবসন্ন হওয়া বা পতন বা হিমাল্য অবস্থা হওয়া কার্কো-ভেজ বোগীব ত্রায় ইহাতেও আছে। উভয় ঔষধেই সমস্ত শরীর বরফেব ত্রায় ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া আছে, সর্কশবীবে নীলবর্ণেব হয়; মুখ চুপসে যায়, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই কার্কো-ভেজে সর্কশরীরে ঠাণ্ডা ঘাম হয় আর ভেরেট্রামে মাথায় ও কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হয়, কার্কো-ভেজে আক্ষেপ থাকে না, ভেরেট্রামে আক্ষেপ থাকে; কার্কো-ভেজ-রোগী অনবরত পাখার হাওয়া (বিশেষতঃ নাকের কাছে বেশী) চায়, ভেরেট্রামে ঐরূপ জোরে জোরে হাওয়া চাওয়া নাই।

আসেনিকের ও ভেরেট্রামের ভিতরও সাদৃশ্য আছে, সুতরাং ইহাদের পার্থক্য দেওয়া গেল। ভেবেট্রামে অত্যধিক বাহ্যে ও বমি কবিতার পর রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, আসেনিক . অল্প ভেদ-বমির পথই অবসন্ন হইয়া যায়। ভেরেট্রাম রোগী পবিমাণে যত বেশী বাহ্যে করে তত বেশী দুর্বল হইয়া পড়ে, আসেনিক বোগীব ভেদ-বমির পবিমাণ অল্প কিন্তু আত্মবিকার যাতনা ও বমনের চেষ্টা অত্যন্ত বেশী। আসেনিকে বোগীব যাতনা, অন্তর্দাহ, ঘনঘন পিপাসা, অসহিষ্ণুতা, মৃত্যুভয়, মানসিক যাতনা ইত্যাদি থাকে, ভেবেট্রাম বোগীব ঐরূপ কিছুই দেখা যায় না, আসেনিক বোগী ঘনঘন অল্প অল্প জলপান কবে আর বমি কবে বা বমনের চেষ্টা করে; ভেবেট্রাম রোগী পিপাসায় জলপান কবে প্রচুর পরিমাণে, তারপর বমনও করে প্রচুর পরিমাণে। আসেনিক বোগী জলপান কবিলে তাহাব যন্ত্রণাব রুদ্ধি হয়, ভেবেট্রামে উপশম হয়, তাহার জলপান কবিতো ভাল লাগে।

ক্যাম্ফাবেব সহিতও ভেরেট্রামের সাদৃশ্য আছে। পতনাবস্থায় উভয় ঔষধের বোগীর শরীরই ঠাণ্ডা হইয়া যায় কিন্তু ক্যাম্ফাবেব বোগীর পতনাবস্থায় ঘর্ম্মের অভাব ভেবেট্রামে মুখমণ্ডলে প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম, ক্যাম্ফাবেব বাহ্যে প্রচুর হয় না, কখনও ২১২ বার বাহ্যের পথই বোগীর পতনাবস্থা উপস্থিত হয়, আর ভেবেট্রাম বোগীব প্রতি বারে প্রচুর বাহ্যে। কলেবায় যখন অব বা অববিকার উপস্থিত হয় তখনও ভেবেট্রাম কার্যকরী। সাধারণতঃ কলেবাব বিকার অবস্থায় অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, বাস-টক্স বেশী কার্যকরী।

ম্যালেরিয়া :—সাংঘাতিক (Malignant) ম্যালেরিয়া অব ভেরেট্রাম-অ্যাল্বাম একটা উত্তম ঔষধ। সাংঘাতিক চিকিৎসক কেবল বলিয়া থাকেন ইহা কেবল কলেবাব একটা ভাল ঔষধ। ভেবেট্রাম কলেবাব যে একটা চমৎকার ঔষধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু হহা যে আবার সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিাবাব উত্তম ঔষধ তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবাব কিছু নাই। হোমিও-প্যাথিক ঔষধ নির্বাচিত হয় লক্ষণের সমষ্টি নিয়া, বোগের নাম নিয়া ইহাব প্রয়োগ নাই, যেখানে শৈত্যের প্রাধান্য অত্যন্ত বেশী, উত্তাপাবস্থাব অভাব, অতিশয় দুর্বল হইয়া যাওয়ার সঙ্গে প্রচুরতা থুব অর্থাৎ ভেদ, বমি ও ঘর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে হয় বিশেষতঃ কপালে প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম হয়, অত্যন্ত জল পিপাসা থাকে, পিপাসায় প্রচুর পবিমাণে শীতল জলপান করে, সকল অবস্থাতেই শক্ত জিনিষ খাইবাব অত্যন্ত বাসনা থাকে সেখানে ভেরেট্রাম-অ্যাল্বাম প্রয়োগ করা কর্তব্য। পূর্বেই বলিয়াছি ইহার শীতাবস্থা অত্যন্ত প্রবল, বোগীর সর্কক্ষণই শীত থাকে, তাহার সর্কক্ষণই শীত অনুভূত হয় এবং শীতল জলপানে ঐ শীতের আধিক্য বেশী দেখা যায়, হযত কখনও রোগীর কোন অংশ একটু গরম হইয়াছে, আবার পর মুহূর্ত্তেই সেই অংশ ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া ইহাব বিশিষ্টতা। বোগীর পান্দ্ৰুইধানিতে যেন কেহ শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে ঐরূপ বোধ (হেলোডার্মা, ক্যাম্ফার)। ইহাব উত্তাপাবস্থা বহুক্ষেত্রেই আভ্যন্তরিক দেখা যায়, উত্তাপাবস্থায় শীতল জল পান করিতে না চাহিলেও ঠাণ্ডা পানীয় চায়, তাহাকে যত ঠাণ্ডা দ্রব্যই দাও না কেন তৃপ্তি হয় না। ঘর্ম্ম প্রচুর পবিমাণে হয়, একটু নড়াচড়া করিলেই ঘর্ম্ম কুইতে থাকে, ঘর্ম্ম কপালেই বেশী হয়, ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত আঠা আঠা, কাপড়ে দাগ পড়ে। ইহার জরের সহিত কলেবাব জায় ভেদ ও বমন হইয়া থাকে, কোন কোন রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্যও দেখা যায়। ভেরেট্রামেব ম্যালেরিয়া রোগীকে দেখিলে মনে হয় যে ইহার আর বাঁচিবাব আশা নাই, মুখ চোখ বসিয়া যায়।

সমস্ত শরীর ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হইয়া পড়ে, নাকের ডগা সরু হইয়া উঠে ও হাত পা অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয় ও চুপসে যায়, ইহান রোগের বৃদ্ধি ভাব টোয। সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়ায় ২০০ শক্তির নীচে এম ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

উন্মত্ততা :—ইহার উন্মত্ততা অত্যধিক। উন্মত্ততায় রোগিণীর কাপড় চোপড় ছিঁড়িয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি অত্যধিক। এই সময় তাহার অনববত কামপ্রবৃত্তি জাগরিত হয় এবং প্রেম সম্বন্ধে অনবরত কথা বলে, কখন কখন আবাব ধর্ম সম্বন্ধেও উপদেশ দেয়। এরূপ উন্মত্ততা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থিতিকাবস্থায় দেখা যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—ভেবেট্রোমে যেমন মলহারলা আছে সেটরূপ কোষ্ঠকাঠিন্যও আছে। মলাশয়ের জড়তা হেতু বাহ্যেব অনিচ্ছা, ৫৩৭ কঠিন মলতাগ, কাল কাল গোলাকৃতির মল (চেলি; ওপি) ইহাতে আছে।

মূত্ররোধ : বলেবাব পর্ব মূত্রবিকার বোগে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। আবাব অসাড়ে প্রস্রাব, (আ-নাই, আস', ক্যাম্ফাব, ম্যাগ-বার্ক), পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিবার সহিত অত্যন্ত জল পিপাসা, ক্ষুধা, মাথাব যন্ত্রণা ও কাসিতে কাসিতে অসাড়ে প্রস্রাব করা ইহাতে দেখা যায়।

ক্ষীরোগ :—সত্ত প্রভৃতিদিগেব কামোন্মাদ রোগ (প্ল্যাটি) আবাব ঋতু বন্ধ হইয়া কামোন্মাদ রোগ জন্মিলে ইহা ব্যবস্থেয়।

গর্ভাবস্থায় :—যখন রোগিণী নিজের বাড়ীর ভিতর অনববত ঘূর্ণিবা বেডায়, কাহারও সহিত কথা বলে না, অত্যন্ত পিপাসা থাকে ও বসি কবে, গম্বিত ভাবে থাকে তখন ইহা ব্যবস্থেয়। প্রসবকালীন ধতুষ্টকাবে যাহাকে ইকলামসিয়া বলে), এবং সামান্য নড়াচড়ায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে এবং ভেবেট্রোমে অত্যন্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। সাধারণতঃ ইকলামসিয়ার উত্তম ঔষধ আসি-থাইজাসিয়ানিক, বেলোডানা, সাইকিউটা, হায়োসি, হেলিবোব, কেলি ব্রোম।

ভেবেট্রোম—কপালে শীতল ঘর্ষে—ট্যাবাকামেব তুল্য; (ট্যাবাকামে সমস্ত শরীরে ঘর্ষ থাকে)। অঞ্জলি কথা, প্রণয় কথা বা ধর্ম বিষয় উপদেশে—হায়োসায়েমাস, ট্র্যামো তুল্য; সামান্য নড়াচড়ায় মুচ্ছিত হওয়া—সাল্ফার, কার্বো-ভেজ তুল্য; মাথাব উপরে ববফ রাহিয়াছে এই লক্ষণে—সিপিথা তুল্য, অল্প বা বসাল দ্রব্যে স্পৃগ—অ্যাসিড-ফস্ তুল্য; জলপানের পর্ব বমনের বৃদ্ধি—আসেনিক তুল্য; বেদনাগ্নি কলেবা বা উদবাময়ে—বিসিনাস, ইলাটে, পডো তুল্য, ভেরেট্রোম—মানসিক আবেগ জন্ত আক্ষেপ লক্ষণে—ইয়েসিয়া তুল্য; সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জরে—ল্যাকেসিস তুল্য; হাস্ত বা ক্রন্দন পর্যায়ক্রমে—অরাম ও পাল্‌সে তুল্য, নাকে বিষ্ঠার গন্ধ পায়—ল্যানাকাডিয়াম তুল্য।

বাধক-বোগে ভেদ বমন বিত্তমান থাকিলে অ্যামন-কার্ক ও বোভিষ্টার পর ভেরেট্রোম বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—কেহ স্পর্শ করিলে, টিপিলে, উত্তাপ লাগিলে, গবম জলে স্নান করিলে, জলবায়ুর পরিবর্তনে, গরম ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে, ঋতুর পূর্বে ও সময়ে, ঘর্ষাবস্থায় এবং ভয় পাইবার পর বৃদ্ধি। স্থির হইয়া থাকিলে, মস্তক পশ্চাৎদিকে হেলাইলে, লম্বা ও চিং হইয়া শুইলে এবং নড়াচড়ায় বা চলাফেরায় এবং উত্তাপে উপশম।

শক্তি :—১২, ৩, ৬, ৩০, ২০০।

কলেরার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ৩x, ৬, ১২, ৩০ ব্যবহার করিতে বলেন। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ায় ২০০ শক্তি প্রয়োগ করা কর্তব্য।

ভেরেট্রাম-ভিরিডি (Veratrum Viride) ।

পর্যায় :—ইহাৰ অপৰ নাম হেলোনিয়াস-ভিরিডিস ।

ব্যৱহাৰস্থল :—এই ঔষধ সন্ধ্যাস ৰোগ, মাথার তীব্র যন্ত্রণা, মস্তিষ্কেব প্রদাহ, সন্দিগন্ধি, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, ঋতুৰূপ, ঠাণ্ডা লাগা, মেনিঞ্জাইটিস, ধনুষ্ঠকাৰ প্রভৃতি পীড়ায় কাৰ্য্যকৰী ।

ক্রিয়াস্থল :—বক্তৃপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বিগেব পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী । রক্তসঞ্চয় হইয়া বোগী যখন উন্নতের জ্বাৰ প্রসাপ বকিতে থাকে, সেই সঙ্গে অতিবিক্ত মাথার যন্ত্রণা হয়, নাড়ী অত্যন্ত পুষ্ট, গাত্ৰোত্তাপ অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়া চক্ষু দুইটা বক্তৃবর্ণ, নাড়ীর গতি ধীর অথচ কঠিন স্বৰ বসিয়া যাওয়া, মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণেব হয় তখন ইহা উপযোগী । অনেক চিকিৎসক বলেন অত্যধিক জ্বৰে ভেরেট্রাম-ভিরিডি ব্যৱহৃত হইলে জ্বৰ শীঘ্র শীঘ্র কমিতে থাকে, কিন্তু একপ্ৰ প্রয়োগ সমর্থন যোগা নহে কারণ অধিক মাত্রায় ভেরেট্রাম-ভিরিডি সেবন কাৰ্য্যব ফলে হৃদযন্ত্ৰের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া বায়, স্নতবাং যখনই এই ঔষধ প্রয়োগ কৰিতে হইবে। বোগীৰ হৃদযন্ত্ৰের গতি ভাংৰূপ দেখিয়া নিতে হইবে, আব এই ঔষধ প্রয়োগ কৰিলেও ২।১ মাত্রাব পেশী প্রয়োগ কৰা সম্ভৱ নহে ।

ধনুষ্ঠকাৰ—শিশুদিগের জ্বৰ হইলে শিশু ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে, একপ্ৰ ঝাঁকিয়া উঠা দেখিলেই বুঝা যায় তাহাদেব তড়কা হইবে, অত্যন্ত জ্বৰেব সময় শিশু তাহাব মাথা অনববত চালিতে থাকে, মস্তক পিছনেব দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে । ইহা যেমন ধনুষ্ঠকাৰেব উত্তম ঔষধ সেইরূপ মেনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্ক-মেকমজ্জার বোগে যখন চক্ষুতাবকা প্রসাৰিত হ, ধনুষ্ঠকাৰেব জ্বাৰ আক্ষেপ হয়, ঠাণ্ডা আঠা আঠা ঘাম হয় তখন উপযোগী ।

সন্দিগন্ধি :—ইহাৰ ৰোগীৰ মস্তক অত্যন্ত ভাবী হয়, ধমনীসকল দপ্‌দপ্‌ কৰিতে থাকে কোন প্রকাৰ শব্দ সহ্য হয় না, চক্ষুে প্রত্যেক বস্তু দুইটা দেখে, জিহ্বা শাদা বা হলুদবর্ণেব এবং জিহ্বাব মধ্যস্থলে লম্বালম্বিভাবে একটা সরু লাল দাগ পড়ে । জিহ্বা বোধ হয় যেন আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে নাড়ীৰ গতি অতি হঠাৎ দ্রুত হইয়া আন্তে আন্তে কমিতে থাকিলে এবং কখনও সবিৰাম কখনও অবিৰাম হইলে ইহা উপযোগী ।

ভেরেট্রাম-ভিরিডিৰ প্রধান লক্ষণ জিহ্বাব উপৰ একটা লাল রেখা, এই রেখাটি জিহ্বাব ঠিক মধ্যস্থানে লম্বালম্বি থাকে, কেবল এই লক্ষণটি দেখিয়াই ভেরেট্রাম-ভিরিডি প্রয়োগ কৰা চলে ।

নিউমোনিয়াৰ প্রথম অবস্থায় যখন অত্যন্ত জ্বৰ থাকে সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, পূৰ্ণ কঠিন নাড়ী, অসহনীয় মাথার যন্ত্রণা ; মুখমণ্ডল নীলাভ বা লালিমায়ুক্ত, শীতল ও বৰ্ণসিক্ত ; সন্ধি ও পেশীসমূহে তীব্র বেদনা (টাইফো, ট্যাসিস-শ্রাণি) ; জিহ্বাব মধ্যে লালবর্ণেব রেখা ; রক্তাক্ত প্রসাব থাকিলে ভেরেট্রাম-ভিরিডি কাৰ্য্যকৰী ঔষধ ।

ভক্তৃ বাত ৰোগেৰ সহিত প্রবল জ্বৰ, পূৰ্ণ কঠিন ও দ্রুত নাড়ী প্রভৃতি থাকিলে ইহা উপযোগী । জ্বৰেৰ সহিত মস্তকেৰ উত্তপ্ততা ; চক্ষুৰ লালবৰ্ণ, বাক্যেৰ জড়তা ইত্যাদিৰ সহিত পূৰ্ণবৰ্ণিতৰূপ জিহ্বা থাকিলে ইহাই ঔষধ ।

পোয়াতিদ্বিগেৰ ভক্তৃ ৰোগে যখন মস্তিষ্কেৰ রক্তাধিক্য হেতু ৰোগীৰ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, পুনৰাক্রমণেব ভিতৰ তাহাৰ পূৰ্ণ জ্ঞান ফিৰিয়া আসিবাৰ জন্ত গভীর নিদ্রিতের মত পড়িয়া

থাকে এবং যখন চৈতন্যোদয় হয় তখন কণীদৃষ্টি, চক্ষু কণীনিকার প্রস্রাবণের সহিত টঙ্কাবের শ্রায় আক্ষেপ হইতে থাকে, নাড়ী অতিশয় বেগবতী ও জিহ্বাব পূর্ববর্ণিতরূপ লাল রেখা পাওয়া যায় তখন ইহাই ঔষধ।

হামজ্বর হইবার্থখন শিশুর তড়কা হয় ; তড়কা শিশু ক্রমাগত ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে ও মাথা নাড়ায়, নাড়ী কঠিন ও ঘন গতিবিশিষ্ট ও ফুসফুস প্রদাহযুক্ত এবং পূর্ববর্ণিতরূপ জিহ্বাব অবস্থা পাওয়া যায় তখন ইহাই ঔষধ। কোন কোন শিশুর কপাল, হাত, পা শীতল হইয়া যায় এবং আন্তে আন্তে পিঙ্গলবর্ণের গুটিকা সকল বাহির হইতে থাকে।

সতর্কতা :—কেবল নাড়ীর গতি মূহু কবিত্তে, অথবা তীব্রতা হ্রাস করিতে, মস্তিষ্ক ও শ্বাসযন্ত্রের বক্তসঞ্চয় কমাইতে বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া নিয়মিত করিতে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে কারণ তাহাতে উপকারের পবিত্ব রোগীর অপকাবই হয়। ডাঃ ক্র্যাস বলেন, অরেক বা অল্পাত্ত তরুণ বোণের প্রথমাবস্থায় সময় সময় ভেরেট্রাম-ভিবিডি প্রয়োগে উপকাব হয় কিন্তু হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া রোগী বহুতলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেইজন্য ইহাব লক্ষণসমষ্টি দেখিয়া তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সাংঘাতিক জাতীয় বসন্তরোগে যখন অত্যন্ত জ্বর, মুখ চোখ লাল, পিঠে বেদনা ও ক্ষত নাড়ী থাকে ও জিহ্বায় ঐরূপ দাগ পাওয়া যায় তখন ইহা ব্যবহার্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—নড়াচড়ায়, বিছানা হইতে উঠিলে, গরম স্থান হইতে ঠাণ্ডা স্থানে যাঁহিলে, সোজা হইয়া বসিলে, শীতের সময় অনাবৃত অবস্থায় বাহির হইলে বৃদ্ধি। মাথা ঠিকভাবে বাধিলে, স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে, ঘষিয়া দিলে ও মর্দন করিলে উপশম।

ভেরেট্রাম-ভিবিডি—স্বতিকা আক্ষেপে—জেল্‌স তুল্য ; ব্রক্তাধিকো—ফেরাম-ফস, বেলীডোনা তুল্য ; তাণ্ডবোণে—হাথোসাখামাস তুল্য ; ফুসফুস প্রদাহে—আজুইনেরিয়া তুল্য , ধমুটকারে—নাথ, ক্যাক, হাইপো-ফস তুল্য ; বাতের তরুণ অবস্থা—ব্রাইমোনিয়া, অ্যাসিস-সেপি তুল্য ; অর্ধাঘাতে—মোনয়েন, জেল্‌স তুল্য ; ধীব ও অনিয়মিত নাড়ীর গতিতে—ডিজিটেলিস তুল্য , ঘাড় নাড়ায়—লাইকো, ট্র্যামো ও গ্রীবাব পেশীর দুর্বলতায়—অ্যান্টি-টা তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—১, ৩, ৬, ৩০।

ভেস্পা-ক্রাব্রো (Vespa Crabro) ।

পরিচয় :—জীবিত বোলতা (Live wasp) হইতে অরিষ্ট।

ব্যবহারস্থল :—ইহা চর্ম্ম এবং স্ত্রোরোগ ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়। অক্ষিপুটেব বিসর্জজনিত প্রদাহ, মাথা অত্যন্ত ঘূরান, পিছনে ঠেস দিয়া শুইলে আরাম বোধ, ক্ষতের সময় পেটে ব্যথা, চাপবোধ ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য, বামনিকের ডিম্বাধাণটি বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয় তৎসহ তথায় অনববত জ্বালা, প্রস্রাবত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, ত্রিকাস্থিতে বেদনা, উহা কোমর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত।

ভেসিকেরিয়া (Vesicaria) ।

ব্যবহারস্থল—ইহা মূত্রগ্রন্থি, মূত্রাশয় ও প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগের ঔষধ। রোগীর অনবরত প্রস্রাব করিবার আকাঙ্ক্ষা সেই সঙ্গে তাহার মূত্রথলী ও মূত্রনলীর ভিত্তব, জালাহুতব। মূত্রকৃচ্ছ রোগে মূত্রথলীর প্রদাহ।

ম্যালেন্‌ড্রিনাম (Malandrinum) ।

পরিচয় :—ঘোড়ার খুরের ঠিক উপরিভাগের ক্ষত হইতে ক্ষরিত-চর্কিবৎ পদার্থ বিশেষ (grease) এর বীজ হইতে ম্যালেন্‌ড্রিনাম প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল—বসন্ত রোগের ইহা একটা অতি চমৎকার প্রতিষেধক ঔষধ। কেবল বসন্ত রোগের নহে হাম, চর্মরোগ প্রভৃতিরও প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক ঔষধ। ইহার একটা চমৎকার নির্দেশক লক্ষণ আছে; শিশুর জন্মতে জাহ্নতে লাগে এবং সে সর্বদা তাহার জননেন্দ্রিযে হাত দেয় (জিকাম)। এই লক্ষণটি যে কোন রোগে পাইলে এই ঔষধ বা জিকাম মেটালিকাম প্রয়োগ করিবে। শ্রীতকালে বা অধিকক্ষণ জলে থাকিবার জন্য রোগীর করতল ও পদতল ফাটিয়া গেলে ইহা উপযোগী। পায়ের আঙ্গুল সকল যেন আঙুনে পুড়িয়া গিয়াছে এরূপ বোধ। জিহ্বায় হলুদবর্ণের লেপ, মধ্যে লাল দাগ, অরের সহিত ঘন দুর্গন্ধযুক্ত মল।

পূর্বেই বলিয়াছি বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিয়াম ও ম্যালেন্‌ড্রিনাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ, কিন্তু আরও প্রতিষেধক ঔষধ আছে :—সালফার, স্ত্রাসিনিয়া, থুজা, অ্যান্টিম-টার্ট ইহারও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ। ডাঃ বনিংহাউসেন বসন্ত-প্রতিষেধক হিসাবে থুজা ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন (vide Boëninghausen—lesser writings)। আরও অল্প যে সকল ঔষধ আছে আমরা কখনও ব্যবহার করি নাই সুতরাং সেই সকল ঔষধের গুণাগুণ কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি না। বসন্ত মহামারীর সময় আমরা ম্যালেন্‌ড্রিনাম ও স্ত্রাসিনিয়া পর পর এই দুইটা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি, ডাঃ ‘র’ বলেন ম্যালেন্‌ড্রিনাম ৩০ শক্তি বা তদুর্ধ্ব শক্তি সেবন করিতে দিয়া আমি বহু ক্ষেত্রে উত্তম ফল পাইয়াছি। তিনি বসন্ত রোগের প্রারম্ভে প্রাথমিক অরাবস্থায় ম্যালেন্‌ড্রিনাম দিয়া আশ্চর্য ফল পাইয়াছেন। ১৮৮০—৮১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যখন বসন্ত মহামারী-রূপে দেখা দেয় তখন ডাঃ ‘হুইট’ ‘র’ এবং অন্যান্য বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ম্যালেন্‌ড্রিনাম ৩০ শক্তি ব্যবস্থা করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছিলেন। এই ঔষধ টীকা হইতে অধিক ফলপ্রসূ, কারণ টীকায় নানাপ্রকার কুফল দেখা যায় কিন্তু এই ঔষধের সেইরূপ কিছুই নাই। আমাদের অভিজ্ঞতায়ও দেখিতে পাই ম্যালেন্‌ড্রিনাম ও মধ্যে মধ্যে স্ত্রাসিনিয়া বসন্ত রোগের প্রধান প্রতিষেধক। ডাঃ ক্যাজেকিউলী বলেন বসন্ত মহামারীর সময়—সালফার ৩০ শক্তির একমাত্র সেবন করিবার পর ভ্যাক্সিনিয়াম ৪র্থ শক্তি সেবনে উপকার দর্শে। ডাঃ অ্যালেন বলেন বসন্ত প্রতিষেধকের ভিত্তব ২০০ শক্তির ভেরিওলিনামই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। স্ত্রাসিনিয়া পারিপিত্তরিয়া ইহাও বসন্ত রোগের একটা উত্তম প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক ঔষধ। রোগীর শুষ্কাকারীদিগকে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধের ৩০ শক্তি দিলে এবং ম্যালেন্‌ড্রিনাম

প্রয়োগ করিলে বেশীভাগ ব্যক্তিই বসন্তের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে। এই ঔষধের প্রতিষেধক ক্ষমতা যেমন অত্যন্ত দৈহিক আবাগ্যজনক ক্ষমতাও খুব—ইহা দ্বারা কৃষ্ণ বসন্ত, ল্যাপা বসন্ত আরোগ্য লাভ করে, যে কোন এসন্ত বোগে এই ঔষধ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেওয়া চলে।

মস্কাস (Moschus ; Musk.)

পরিচয় :—মৃগনাভী।

ব্যবহারস্থল :—মৃগী, মূর্ছাবায়ু, হৃদশূল, বহুমূত্র, মাথাঘোর, অচেতনাবস্থা, গর্ভাবস্থায় পীড়া, ফুসফুসের পীড়া, ঘৃণী ও ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। “ঠাণ্ডাশ্ম রোগের বা বোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি, খোলা বাতাস অসহনীয়”, এই ঔষধ নির্দোষের নির্দেশক।

ক্রিয়াস্থল :—মৃগনাভী ভারতীয় চিকিৎসকগণ স্ববর্ণাভীত কাল হইতে ঔষধরূপে নানাবিধ পীড়ায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন ; অতীত চিকিৎসাব্যবসায়ীগণও ইহা বিলুপ্ত-প্রায় নাড়ীতে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডাঃ হিউজেস বলেন মূর্ছাবায়ু ও স্নায়বীয় হৃদকম্পের জন্য ইহা উপযোগী ঔষধ। তিনি আরও বলেন ইহাদের জন্য “মস্কাস” ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্যকরী ঔষধ আছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস হয় না। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন, মূর্ছা-রোগে রোগিণী অচেতন অবস্থায় থাকিলেও মস্কাস ব্যবহৃত হয়, ইহার রোগিণী এই ক্রন্দন করে পবমুহুর্তেই আবার অত্যধিক হাস্ত করে, হাসি কিছুতেই থামে না। মূর্ছা বা হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের সময় সমস্ত শরীরের শীতলতা, মুখমণ্ডলের রক্তশূন্যতা, শ্বাসবোধের আবেশ ইত্যাদিও ইহার নির্ণায়ক। ডাঃ গারেল্লি ডাঃ ফ্যারিংটনের উক্তিকে সমর্থন করিয়া বলেন, হিষ্টিরিয়া রোগে রোগিণীর শরীর অতিশয় ঠাণ্ডা থাকিলে মস্কাসই ঔষধ। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণও রোগীর সর্শরীরের অত্যন্ত শীতলতা, ঘন ঘন মোহ ও শ্বাসকষ্টতা প্রভৃতি আসন্ন মৃত্যু লক্ষণে এই ঔষধের “মূল-ভেষজ” প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইয়াছেন। ডাঃ হিউজেস ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মন্তব্যকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রমেব অবিষ্ট ব্যবহার না করিলে উপকার হয় না কারণ ‘মৃগনাভীর’ গন্ধ না থাকিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না।

মূর্ছাবায়ু বা হিষ্টিরিয়া :—মৃগনাভী বা মস্কাস হিষ্টিরিয়া বা স্নায়বিক আক্কেপ রোগের একটি অতি উত্তম ঔষধ, বিশেষতঃ যদি ইহার সহিত কম্পন, মূর্ছাপ্রবণতা ও সর্শরীরে ঠাণ্ডা ভাব থাকে তাহা হইলে ইহাই ঔষধ। রোগিণীর মেহের বাহিরে অত্যন্ত শীত বোধ নিন্ত্র ভিতরে গরম ; অত্যধিক প্রস্রাব, অগ্নাবে অরুচি, মজাদি বা উদ্বেজক পানীয় পানে আকাজ্জা, স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য হৃদকম্পন ও ক্ষীণ নাড়ী, বক্ষমধ্যে চাপবোধ, শ্বাসরোধ, ফুসফুসের পক্ষাঘাত ইত্যাদির সহিত মাথা ঘুরানি, সামান্য নড়াচড়াই এমন কি জোরে চক্কুর পলকপাতেও মাথা ঘুরিয়া উঠে। সে কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া বাইতেছে এরূপ অসুভব। মস্কাস রোগিণী আপনা আপনি বিড় বিড় করিয়া কথা বলে এবং হাত মুখ নাড়ে তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন সে পাগল হইয়া গিয়াছে। সে কখনও কখনো আবার কখনও এত জোরে জোরে হাসে যেন বাড়ীঘর ফাটিয়া যাইবে। অত্যধিক দুর্বলতার জন্য ক্রমে ক্রমে সে বোদন করে ও ক্রমে ক্রমে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার রোগের কথা ব্যক্ত করে কিন্তু তাহার রোগ যে কোথায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। তাহার

মরিবার ভয় অত্যন্ত এবং সর্বদাই তাহার মনে এই আশঙ্কা যে তাহার মৃত্যুর আর দেরী নাই (অ্যাকোন)। তাহার মুখ শুষ্ক, ওষ্ঠ দুইটি নীল এবং দৃষ্টি একদিকে হইয়া যায়, তাহার মুখমণ্ডলের দিকে মতাকাইলে হৃৎকম্প হয়, যেন মরামানুষের মুখ। স্বাভিজ্ঞির অভাব। তাহার জননেদ্রিয়ার ভিতরও বিকৃত ভাব দেখা যায়, জননেদ্রিয়ার ভিতর অত্যন্ত শুভমুদ্র করে, সেইজন্য অত্যন্ত কামভাব জাগায় (প্লাম্টিনা)। মস্কাস রোগিণী মূর্ছারোগে সর্বদাই অধোরভাবে পড়িয়া থাকে, সে যেন তাহার চতুর্দিকে অভাবনীয় দৃশ্য সকল দেখিতে থাকে, তাহার ঘুম-ঘুম ভাব অত্যধিক (নাক্স-মস্কেটা), এই ভাব হইতে ক্রমশঃ অচেতন হইয়া পড়ে তখন তাহার কোন সাড়া শব্দ থাকে না, ডাকিলেও উত্তর দেয় না, এমন কি জোবে নাড়িলেও সাড়া দেয় না যেন নেশায় বিনোদ। ইহার রোগিণীর আত্মজ্ঞ দ্রব্য খাইতে খাইতে বমি হইয়া যায় বা তাহাব বমির ভাব হয়; আহাৰ করিতে কবিত্তে মূর্ছিত হইয়া পড়ে, আক্কেপিক হিকা ও পেটফাঁপাও ইহাতে দেখা যায়। মূর্ছারোগে ক্যাস্টোরিয়াম, ইয়েসিয়া নাক্স-মস্কেটা প্রভৃতি ঔষধও ফলপ্রদ।

ক্যাস্টোরিয়াম (Castorium)এব সজ্জিত মস্কাসেব সাদৃশ্য থাকায় ইহার উল্লেখ করিলাম, অন্যান্য ইয়েসিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ক্যাস্টোরিয়াম বোগিণীব মাস্কবে ত্রায় ত্রায়বীযতা, উত্তেজনাপ্রবণতা, পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং ঋতুবিবৃতি উৎপন্ন করিয়া থাকে তবে মৃগনাতী বেক্রপ পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত মূর্ছাবায়ু বোগের ঔষধ, ক্যাস্টোরিয়াম সেক্রপ নহে। মূর্ছাবায়ু পূর্ণাকারে বৃদ্ধি পাইবাব পূর্বে যে সকল ত্রায়বীয লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাব জন্ম ইহা উপযোগী ঔষধ। কোন প্রকার সাংঘাতিক পীড়াদিতে ভূগিবার পর আক্কেপাদি দুর্বলতা, রজ্জোবোধ, দিবাক্রতা, উদরাময় প্রভৃতি ইহার নির্দিষ্ট লক্ষণ। টাইফয়েড হইতে আরোগ্য হইবার পরও যদি দুর্বলতা না কমিয়া পেশীসমূহের সঙ্কোচন হয় তাহাদের পক্ষে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

কাসি :—আক্কেপিক কাসিতেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মূর্ছাবায়ুগ্রস্তাদিগের হাঁপানিকাসি রোগে যখন তাহাদের এই রোগ হঠাৎ হয় এবং হাঁপানির জন্ম অত্যন্ত হাঁপাইতে থাকে তখন ইহা উপযোগী ঔষধ। নিশ্বাসত্যাগেব পব বোগিণী মনে কবে যেন তাহাব দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, গন্ধকের ধূম গলার ভিতর প্রবেশ কবিলে বেক্রপ ভাব হয় সেইরূপ অনুভব করে।

প্রচণ্ড কাসির সময় ব্যথা অনুভব কবে, বৃকে সর্দিভরা থাকে, গলাব ভিতর বড় বড় শব্দ হয়। ফুসফুসের পক্ষাঘাতেও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার বোগিণীব অ্যাণ্টিম-টার্টের রোগীব ত্রায় গলায অনেক কাসি জন্মিয়া থাকে তত্রাত কাসি তুলিতে পারে না। বোগী কাসি তুলিতে না পারিবার জন্ম বঁড়ই অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহার হৃদযন্ত্রেব ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে একপ ভাব হয়। ছুপিংকাসির শেষ অবস্থায় যখন স্লোগীৎ মাংস অত্যন্ত সুবায় স্বরনলী ও চক্ষের দৃঢ়বন্ধ ভাব ও সঙ্কোচন অনুভূত হয়, বৃকের ভিতর বিদ্ধকরণবৎ বেদনাই সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট বিদ্যমান থাকে তখন ইহা উপযোগী।

বহুমূত্র রোগে রোগী প্রচুর পরিমাণে শর্করাযুক্ত প্রসাব করে। প্রসাব জলের ত্রায়। রোগীর অনবরত প্রসাব পায়, যেমন সে ঘন ঘন প্রসাব করে সেইরূপ তাহার জলপিপাসা, রোগী অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায়। ধ্বজভঙ্গের সহিত বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া রোগী অকাল-বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে এবং ক্রীসকমাদির পর বমি ও বিবমিষা হইতে থাকিলে মস্কাস কার্য্যকরী ঔষধ। কোন কোন রোগীর বমনেচ্ছা মোটেই থাকে না।

স্ট্রীমোগ :—মূর্ছা ব্যতিরেকে ইহাতে অকালে ঋতুস্রাবের আবির্ভাব, অত্যধিক ঋতুস্রাব এই সময় তলপেটে আকর্ষণবৎ বেদনা, কামপিপাসা অত্যধিক এবং জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয়ের নির্মমিক গতি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। বাধকও ইহাতে আছে, বাধকের বেদনায় সে মূর্ছিত হইয়া পড়ে। গর্ভবতী বমণীগণ নানাপ্রকার অস্বস্তি প্রকাশ করে কিন্তু কি তাহার কষ্ট ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে না।

নিদ্রা :—রোগিণীর দিনের বেলা অত্যন্ত নিদ্রালুতা—ঘুম ঘুম ভাব এবং নিদ্রিত অবস্থায় মুখ নাড়ে—যেন কিছু চিবাঁইতেছে মনে হয়। রাত্রে সে এক পাশে ঘুমাতে পাবে না, যে পার্শ্বে শয়ন করে সেইদিকে ব্যথা অনুভব এবং শ্বাস অত্যধিক উত্তেজনা হেতু রাত্রে মোটেই ঘুম হয় না, মূর্ছাবায়ু বোগ-গ্রস্তা রমণীগণ সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটায়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—শরীর ঘষিয়া দিলে, সঞ্চালনে, মাথা নোয়াইলে, সঙ্গমাদির পর, আহারের পর, লেহ গরম হইলে, মুক্ত হাওয়ায় উপশম। শৈত্যে বৃদ্ধি।

সঙ্গন্ধ :—সন্ধাস—স্বাভাবিক বেদনা ঠাণ্ডার জন্য বেশী হইলে—অ্যামন-মিউর, ইম্বেসিয়া, ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর তুল্য ; খাত্তব্যা দেখিলে গা বমি-বমির ভাবে—কল্চি, লাইকো, অ্যাকোন তুল্য ; খাত্তব্যেব গন্ধে বিবমিয়া—কল্চিকাম তুল্য ; আহারের পরই মূর্ছিত হইয়া পড়া ম্যাগ্নেসিয়া তুল্য ; মূর্ছাবায়ু রোগে—ক্যাষ্টোরিয়াম, ইম্বেসিয়া, প্লাটিনাম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—২x, 3x, 6, 30, 200, 1000।

তরুণ মূর্ছাবায়ু রোগে কেহ কেহ নিম্নক্রম প্রয়োগ করেন আবার কেহ বা উচ্চশক্তির উপদেশ দেন।

মর্ফিনাম (Morphinum or Morphia.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম মর্ফিয়া বা অহিফেনেব উপন্যাস।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ কোষ্ঠবদ্ধতা ; চোয়াল আটকান ; বজ্রাঘাত বা তড়িতাহতবৎ শ্বাসশূল ; টেরাদৃষ্টি ; হস্তশূল ; মাথাধরা ; চক্ষুর পীড়া ; নিদ্রার বিকৃতি প্রভৃতি পীড়ার উপযোগী ঔষধ।

মন :—ইহার রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, এত ক্রন্দন করে যে নিজের লক্ষণাদি পর্যন্ত ভালরূপে ব্যক্ত কবিত্তে পারে না (পাল্‌স, কেলি-কার্ক)। সে অত্যন্ত উদ্ভিগ্নমনা, মনে ভাবে তাহার মৃত্যুর আর দেবী নাই (অ্যাকো)। সে মনে ভাবে তাহার বিছানার পাদদেশে একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে, সে মনে করে সে বিছানায় বসিয়া, ভিজিতেছে, তাহার শরের ভিতর নানাবর্ণের শিশু দ্বারা পরিপূর্ণ এবং বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়, সে নানাপ্রকার গন্ধ পায়, তাহার কাছে সকলই স্বপ্নময়, প্রকৃত জিনিস তাহার দিকট কিছুই নাই।

ক্রিয়াস্থল :—তাহার মাথা সমীচীন নাড়িলেই সে মাথা ঘুরিয়া পড়ে তাহার যত্নক যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, মাথা অত্যন্ত গরম বোধ, জ্বালা বোধ ; তাহার চক্ষুর দৃষ্টি অন্ধকারময়, টেরা দৃষ্টির জন্যও ইহা উত্তম, তাহার নাসিকার ভিতর অত্যন্ত চুলকায ; জিহ্বা অত্যন্ত মোটা সেইজন্য তাহার কথা অস্পষ্ট ; চক্ষু বুজিলে নানাপ্রকার ভ্রম দর্শন ; ইহাং মূর্ছার উপক্রম তখন সে মনে ভাবে তাহার মৃত্যু আগত ; যখন তাহার হাঁচি হয় তখন উপস্থাপি হইতে থাকে

(ট্যাং, থিরি,• নিকোলাস) ; রোগিণীর মাংসে অরুচি, গা-বমি-বমি খুব, গা-বমি-বমির সহিত তন্দ্রাভাব ; বমন আছে, বমি করে অন্নাক্ত, তিক্ত হলুদবর্ণ জলের স্থাব পদার্থ বা হলুদবর্ণের জল উঠাইয়া দেয়, রোগিণী পা অত্যন্ত চঞ্চল এত চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় যে তখন সে মনে করে কেহ তাহার পদখানি জোরে ধরিয়া রাখিলে ভাল হয় ; তাহার পায়ের মধ্যে যেন অসংখ্য পোকা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে একরূপ বোধ ; তাহার বামদিকের পদতল এত ঠাণ্ডা যে সে কলাপাতা বা অয়েল ক্লথের উপর পা রাখিয়াছে একরূপ অনুভব, হাত-পা কাঁপে, হঠাৎ হাতে পায়ে আলোড়ন ও আক্কেপ হয় এমন কি একরূপ ভাবে কাঁপার ফলে ধস্তাধস্তার পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয় । রোগিণী নিদ্রার ভাব খুব বেশী, তাঁহার অর্দ্ধ জাগরণ অবস্থাও আছে, অর্দ্ধনিদ্রা ও অর্দ্ধজাগরণ অবস্থায় সে মধ্যে মধ্যে চমকাইয়া উঠে । বজ্রাঘাত জন্ত ন্যাবিক আক্কেপের জন্তও ইহা উত্তম ঔষধ । পুষ্কবিগের ধ্বজভঙ্গ বা অসম্পূর্ণ লিঙ্গোদ্গামের জন্তও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ ।

শক্তি :—৩x, ৬x, চূর্ণ ৬, ৩০ ।

মাইগেল-ল্যাসিডোরা (Mygale Lasidora) ।

পরিচয় :—ইহা কিউবা দেশীয় কাল মাকড়সা ।

ব্যবহারস্থান :—এই ঔষধ কোবিয়া বা তাণ্ডব বোগ এবং কষ্টকর লিঙ্গোচ্ছ্বাসযুক্ত প্রমেহ রোগে উপকারী ।

মাইগেলে মুখমণ্ডলের পেশীসকল, হাত-পা এবং শরীরের ডাণ্ডিকের পেশীসকল কাঁপে ও নাচে ; রোগিণী নিদ্রাক্ষ এত বেশী স্পন্দিত হয় বা নাচে যে সে হাঁটিতে পারে না, প্রবল হৃদস্পন্দনের সহিত দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দুর্বলতা অনুভব, চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে, বসিবার সময় পা দুইখানি অনবরত স্পন্দিত হইতে থাকে, চলিবার সময় তাহার সমস্ত দেহ স্পন্দিত হইতেছে একরূপ অনুভব, হাত তুলিয়া মাথা স্পর্শ করিবার উপক্রমে সকল কণাগুলি মুখ হইতে বাহির হইয়া যায় । তাণ্ডব রোগের জন্ত অ্যাগারিকাস, ট্যারেনটাইলা, ইয়েসিয়া জিজিয়া প্রভৃতি উত্তম ঔষধ ।

মাইগেল যেমন তাণ্ডব রোগের ঔষধ সেইরূপ দীর্ঘকাল প্রমেহ বোগে ভুগিবার ফলে বাহাদেব পুংজননেদ্রিয় বন্ধ হইয়া যায় এবং উচ্ছ্বসিত হইলে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং প্রস্রাব করিবার সময় আশ্বনের মত প্রস্রাব নির্গত হইয়া মূত্রনালী পুড়াইয়া দিতে থাকে তাহা হইবে পক্ষে ইহা উপযোগী । রোগীর মুখ শুকাইয়া যায়—সমস্ত শরীর কাপিতে থাকে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া সমস্ত রাত্রি চুটফুট করিতে থাকে । রোগের বৃদ্ধি প্রাতে ও সন্ধ্যাবেলা ।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ ।

মাইওসোটিস (Myosotis.) ।

ব্যবহারস্থল :—পুরাতন ব্রুকাইটিস্ ও যক্ষ্মাবোগের ও নৈশবর্ষের উত্তম ঔষধ। কাসির সহিত পূজ মিশ্রিত গয়ার নিঃসৃত হইয়া থাকে। কাসির সময় বমন। আহারের সময় ও পরে কাসি বৃদ্ধি। বায়ুনলী হইতে মেম্ব্রাশ্যাব (Bronchorrhœa), বায়দিকের ফুস্ফুসে বেদনা।

শক্তি :—মাদার-টিংচার হইতে ২৪ শক্তি পর্য্যন্ত।

মাইক্রোমেরিয়া (Micromeria.) ।

ব্যবহারস্থল :—ইহা ক্যালিফরনিয়া দেশের বৃক্ষবিশেষ। উদব সম্বন্ধীয় পীড়ায় বিশেষ কার্যকরী। উদবশূল ও পেটফাঁপা আরোগ্য কবিত্তে ইহা চাষের জায় ব্যবহার কবিত্তে হয়।

শক্তি :—মাদার-টিংচার।

মাইকানিয়া (Micania) ।

ব্যবহারস্থল :—মাষ ও জননেন্দ্রিয়েব উপর বিশেষ ক্রিয়াশীল। মাকড়সা ও সর্গ দংশনের জন্য ইহা একটা বিষয় ঔষধ।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০।

মাইরিকা (Myrica) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ যকৃতের পীড়া, কামলা, হৃদযন্ত্রের পীড়া, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রোগে উপযোগী। যকৃত ও হৃদযন্ত্রের উপরেই ইহার ক্রিয়ার আধিক্য বেশী। বোগীব যকৃত মধ্যে অনববত বাধা ও ভাববোধ। বোগীব কামলা হইয়া তাহাব চক্ষু, মুখমণ্ডল পিত্তবর্ণের ও পাণ্ডুবর্ণের হয়।

শক্তি :—মূল আবক, ৩x, ৬x।

মাইরিকা-সেরিফেরা (Myrica Cerifera.) ।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম বেবেরি বা ক্যাণ্ডেলবেরি।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি যকৃতের বিবিধ পীড়ায় উপযোগী। জ্বাৰা, সর্দি, হৃদযন্ত্রের পীড়া; চক্ষুপ্রদাহ; স্ববনলীৰ পীড়া; শ্বেতপ্রদর; গলকৃত; আমবাত-প্রভৃতি পীড়ার উত্তম ঔষধ।

যকৃতের নানাবিধ পীড়ায়, জ্বাৰা রোগে এবং ব্লেন্নিক-ঝিল্লীর পীড়ায় উপযোগী ঔষধ। জ্বাৰা রোগে মাইরিকা ও ডিজিটেলিস সমলক্ষণবৃত্ত ঔষধ। ডিজিটেলিসের জ্বাৰা রোগে

রোগীর হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয় আর মাইরিকার রোগীর মানসিক অবসাদ শিরঃপীড়া দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব, অক্ষুধা ও নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। মাইবিকায় যকৃতের রোগীর যকৃত মধ্যে অনবরত ব্যাধা, অক্ষিপুট স্তুতিশয্য আরক্তিম, অত্যন্ত দুর্বলতা, নাড়ী ক্ষীণ, পাংশুবর্ণের মল, মলিন পীতবর্ণের জিহ্বা, সর্বদা ব্যাধা ইত্যাদি দেখা যায়। ডাঃ ফেরিংটন বলেন—মাইরিকা রোগীর যকৃত বিকৃত হইবার জন্য যথারীতি পিত্ত উৎপত্তি না হইয়াই যকৃতের পীড়া হয়।

হৃদযন্ত্রের উপরও ইহার ক্রিয়া আছে, রোগীর হৃদযন্ত্রের ভিতর তীক্ষ্ণ বেদনা এবং উহার গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়। তাহাব হৃদযন্ত্রের ভিতর এত বেশী দ্রুতপানি হয় যে রোগী নিজে এমন কি অন্যও শুনিতে পায় কিন্তু তাহার মাতীর গতি অত্যন্ত শীঘ্র। বামদিকে রোগী শয়ন করিলে তাহার হৃদযন্ত্রের বেদনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহ অর্থাৎ ডিপথিরিয়া রোগে বাহ্য কুল্লি করিবার পক্ষে মাইরিকা অশ্রান্ত ঔষধ হইতে কম কার্যকরী নহে। ডিপথিরিয়া রোগীর তালুম্বে গাঢ় আঠার স্তায় স্লেমা জন্মিয়া থাকে ইহাঘারা কুল্লি করিলে সেইগুলি চলিয়া যায়। ইহার প্রস্রাব অত্যন্ত ঘোলা পীতভাভ ফেনাময়, তাহাতে সামান্য তলানি পড়ে, প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং ইহার বর্ণ বিবাব নামক মদেব স্তায়।

জীলোকদিগের প্রদর স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, গাঢ় পীতভাভ এবং স্বক ক্ষয়কারী। তাহার বামদিকে শয়ন করিলে, বিছানার গরমে (মার্কারী) প্রাতে এবং বেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—এই ঔষধ যকৃতের রোগে চেলিডোনিয়াম তুল্য, স্রাবা রোগে ডিজিটেলিস, শ্বেতপ্রদরে হাইড্র্যাসটিস তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিট, ৩x, ৬x ক্রম।

মাইরিস্টিকা-সেবিকেরা (Myristica Sebifera.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের পচনশীলতা নিবারণেব অত্যন্ত ক্ষমতা আছে। চন্দ্র-প্রদাহ, অস্থি আবরক ও কোষিক ঝিল্লী (Cellular tissue) প্রদাহে ইহার ক্রিয়া অধিক। হাতের আঙ্গুলে ব্যাধা, সেই সঙ্গে আঙ্গুল-অস্থি প্রদাহ। শ্বেতবর্ণের জিহ্বা এবং উহা ফাটা ফাটা। এই ঔষধ পুঞ্জ উৎপত্তি করাইয়া দ্রুত ফোড়া ফাটাইয়া দেয়। প্রায়ই অস্ত্র করিবার প্রয়োজন হয় না। ফোড়া ফাটাইতে মাইরিস্টিকা অনেক ক্ষেত্রে হিপার ও সাইলিসিয়া হইতে ক্ষমতাশালী। কাণের ভিতর প্রদাহ বিশেষতঃ পূর্ণ লগিলে আরও কার্যকরী।

শক্তি :—নিরশক্তিই ব্যবহৃত হয়।

মাইমোসা (Mimosa)

ব্যবহারস্থল :—বাল হইয়া ইটু শক্ত হইয়া যায়, আক্রান্ত অংশ, কোমর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছুরিকাবিন্দবৎ বেদনা, গুহ্মসন্ধির ফুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। চক্ষুর আমবাভিক প্রদাহ।

মার্টাস-কমিউনিস (Myrtus Communis.) ।

পরিচয় :—অন্য নাম—মার্টাস, আমাদের দেশের দাড়িঘের ত্রায় গাছ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ক্ষয়কাসি, টিউবারকুলসিস, সর্দিজরে বক্ষ মধ্যে স্থচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইলে ও কাসি রোগে উপযোগী।

যক্ষ্মা—রোগে বাম দিকের ফুসফুসের উর্দ্ধাংশে ইহার ক্রিয়া দেখা যায়। রাজবক্ষা, রক্ত-কাসি, ফুসফুসের যক্ষতাব প্রাপ্তি প্রভৃতি যে কোন ফুসফুসের রোগে ডাণ্ডিকের ফুসফুসের উপর দিক হইতে বক্ষস্থল ভেদ করিয়া পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। যদি এই লক্ষণ উপবোক্ত কোন প্রকার কাসি রোগে পাওয়া যায় তবে “মার্টাস” উপযোগী। এই লক্ষণ অ্যানাইসাম স্টেল, (Anisum stellatum) পিস্তা লিকুইড, মাইগ্রিকা সেরিফেরায আছে। যদি ঐরূপ তীব্র বেদনা বাম পৃষ্ঠফলকের কোন স্থান হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তবে চিনোপোডিয়াম গ্লোকাই, আর বক্ষের বামদিকের নিম্নাংশে ঐরূপ বেদনা থাকিলে নেট্রাম-সালফ উপযোগী ঔষধ।

মার্টাস কমিউনিসের বেদনা সাধারণতঃ স্থচীবিদ্ধবৎ হয় কোন কোন বোগীর নপ্পনকারী অধবা জ্বালাবৎ বেদনাও অল্পতব হইয়া থাকে। ইহার বেদনা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে, ঢোক গিলিলে, কাসিলে বেশী হয়। ইহার কাসি অত্যন্ত শুষ্ক ও শূন্যগর্ভ। ফুসফুসের উপরাংশের সম্মুখে চুলকানি হইতে থাকে।

সর্দিিকাসি :—ইহার সর্দি-কাসি প্রতি নীতকালে বা গ্রীষ্মের হ্রাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বা আবির্ভূত হয়। কঠনালী ও বৃকের ভিতরে বেদনা এবং কাসিতে কাসিতে রক্তের ছিট গয়্যারে দেখা যায়।

শক্তি :—৩x ও ৬x, ক্রম।

মারকিউরিয়াস-অ্যাসেটিকাম (Mercurius Aceticum) ।

ব্যবহারস্থল :—অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত উপদংশের ক্ষত। উপদংশ জনিত ক্ষয় (টেবিস) রোগে যদি আক্রান্ত অংশে খোঁচানির ত্রায় বেদনা থাকে, প্রস্রাব করিবার সময় ও তৎপরে মূত্রাধারে যদি জ্বালাবোধ থাকে তবে এই ঔষধ ফলপ্রসূ।

মারকিউরিয়াস-অুরেটাস (Mercurius Auratus.) ।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশজনিত সাংঘাতিক চর্মরোগ, কর্ণতল ও পদতলের একজিন্দা, অস্থির প্রদাহ ও পুঞ্জোৎপত্তি এবং নাসিকা ও গলকোষের দীর্ঘকাল স্থায়ী উপদংশজাত প্রতিশ্রাব রোগে উত্তম কার্য করে।

মার্কিউরিয়াস-করোসাইভাস (Mercurius Corrosivus) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম করোসিভ-সাবলিমেট। দেশীয় নাম রস-কপূর্ব। ইহাব ভিতর এক ভাগ পারদ, দুই ভাগ ক্রোমিক সহ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী করিতে হয়। হানেমান নিজে এই ঔষধ পরীক্ষা (প্রতিং) করেন।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশ, উপক্ষত, উপাক্ষ প্রদাহ, চন্দ্র নিয়ন্তলস্থ হাড়ের মধ্যে পীড়া, পচনশীল মুখের ঘা, মাটীতে ক্ষত ও মাটী ফুলা, অশ্রুব ভিতব প্রদাহ, পাকশয় ক্ষত ও রক্তামাশয়, সান্নিপাতিক অব, চক্ষুর পীড়া, চক্ষুতারকাব প্রদাহ, যকৃতের প্রদাহ, কামলা বা জ্বাৰা, মূত্রযন্ত্রের পীড়া, বহুমূত্র, উটামুলা, লিঙ্কমুণ্ডে ফোঙ্কার জ্বাঘ উদ্ভেদ উঠা, পোড়া-নাবান্ধা, গলার ভিতব প্রদাহ, জিহ্বার পীড়া, আলজিহ্বা বড় হওয়া, চক্ষু গোলকের উপব-পাতায় বেদনা, জ্বাঘুব বাহ্য আবরণ প্রদাহ, পক্ষাঘাত, স্রুতিকা অব, হাম, বসন্ত, গর্ভপাত, কর্ণমূল প্রদাহ, অস্থি-শূল্যেব পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—এট ঔষধের ক্রিয়া অনেকটা মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস তুল্য, তবে উহা অপেক্ষা ইহার কার্যকরী ক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষত। এই জাতীয় পারদ অতিশয় বিষাক্ত ও উপদাহক বিষাক্ত পদার্থ। তরুণ প্রদাহে বিশেষতঃ শৈল্পিক স্নায়ী প্রদাহ এবং প্রদাহের অতিশয় প্রবলতা থাকিলে মার্ক-কর উপযোগী। ইহা প্রদাহেব একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, আক্রান্ত অংশ বিগলিত হইয়া উঠে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালীন বক্তামাশয় বোগে এই ঔষধ যেমন ফলপ্রসূ গ্রীষ্মকালীন উদরামবে ও অশ্রাশয়েব বোগেও সেইরূপ ফলপ্রসূ। কুস্থন ইহার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। গলক্ষত, উপদংশ ও প্রমেহ বোগের উপরও ইহার ক্রিয়া অত্যধিক। কুস্থনেব সর্ব ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের স্থান উচে। ইহার কুস্থন বহুক্ষণ স্থায়ী।

মন :—মার্ক-করের রোগীর মানসিক বিকৃতি বড় বেশী দেখা যায় না, তবে সময় সময় মানসিক উদ্বেগাদির জন্ত তাহার ঘুমর ব্যাঘাত জন্মে, বুদ্ধিব জড়তাও কোন কোন বোগীর দেখা যায়। কেহ বোগীর সহিত কথা বলিলে সে ডড়ভবতেব জ্বাঘ তাহার নিকে তাকাইয়া থাকে, সে কি বলিতেছে যেন তাহাই বুঝিতে পারিতেছে না (নাইটি-স্পিরিটাস-ডাল্‌সিস)।

রক্তামাশয় রোগে মার্ক-করকে শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা চলে। সাংঘাতিক জাতীয় রোগী মার্ক-কর ৩০ শক্তির দুই একমাত্রাঘ চমৎকারভাবে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার ক্রিয়া এত তড়িৎ যে রোগী ও আত্মীয়স্বজন রোগের পরিবর্তন দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। রক্ত মিশ্রিত মল বা কাল রক্ত, আমবক্ত বা আমের অংশগুলি রক্তের ভিতর থাকে। তথায়ক কুস্থন, এত কুস্থন যে রোগী ইহার ভয়ে কাতর হইয়া পড়ে। বাহ্যের বেগ হইলে, পর কুস্থন আরম্ভ হইয়া সেই কুস্থন বাহ্যে হইয়া যাইবার পর পর্য্যন্তও থাকে। ইহাতে যেমন মলদ্বারে বেদনা আছে, সেই সঙ্গে তাহার মূত্রদ্বারেও বেদনা হয় ও প্রস্রাব করিতে কুস্থন দিতে হয়। গ্রীষ্মকালীন আমাশয় অর্থাৎ মে মাস হইতে নোভেম্বর মাসের আমাশয়ে মার্ক-কর বিশেষ ফলপ্রসূ।

অতিরিক্ত রক্তবাহ্যে হইবার ফলে বোগীর হাত ও পা ঠাণ্ডা সেই সঙ্গে মাড়ী দুর্বল হইয়া যাওয়া, জিহ্বা লাল ও মুখে বা সেইজন্ত মুখ হইতে অনবরত লালা পড়ে তৎসহ ভয়ানক

পিপাসা, সবুজ তিক্তাস্বাদযুক্ত বমন, তলপেটে অতিশয় বেদনা। কেহ স্পর্শ করিলে চীৎকার করিয়া উঠে, রোগীর নাভিকুণ্ডের চতুর্দিকে বেদনা। বাহ্যে করিতে যেমন তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়, সেইরূপ প্রস্রাব করিতে, কুহন ও প্রস্রাবনালীর ভিতর জ্বালা, প্রস্রাবের পরিমাণ খুব কম ও প্রস্রাব অত্যন্ত গবম। রোগীর নিশ্বেজতা বৃদ্ধি বন্ধে তাহাব্যপায়ের ডিমে খালধরে, হাত পা কাঁপিতে থাকে। ব্যাসিলারি ডিসেটি বোগে মার্ক-কর একটি উত্তম ঔষধ। অ্যাকোনাইটের পর মার্ক-কব অধিক কার্য করে। নাক্স-ভম্বিকা বক্তামাশয় রোগের একটি উত্তম ঔষধ, কিন্তু বাহ্যের পর ইহার যন্ত্রণার উপশম; বাহ্যের পূর্বে ও সময় বোগীর কোথ দেওয়া থাকে, মার্ক-করের কুহন বাহ্যের পূর্বে, সন্ধ্যা ও পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত থাকে, সেইজন্য রোগী পায়খানা হইতে আর উঠিতে চায় না, কারণ সে মনে কবে আরও বাহ্যে হইবে। ক্র্যাপসিকামও রক্তামাশয়ের একটি ভাল ঔষধ। বক্ত মিশ্রিত মল ও আমরক্ত মিশ্রিত মল আছে, তরল দ্রব্য পানের পবই বাহ্যে বৃদ্ধ এবং বাহ্যের পর কুহনের বৃদ্ধি, বাহ্যের পর জল পিপাসা খুব, কিন্তু জরপান কবিলে সকাঙ্গ সিঁসিড় কবিয়া বাহ্যে বেগ হয়, মার্ক-করের আমাশয়ের সহিত ইরিজিরণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, ইহাব বক্তের পরিমাণ মলের পরিমাণেব চেয়ে বেশী।

প্রমেহ রোগে পারদ ঘটত ঔষধেব ব্যবহাব আছে। প্রমেহ হইয়া উন্টামুদা জন্মিলে মার্ক-কব ও সল উভয় ঔষধই উপযোগী। ইহাদেব প্রমেহেব শ্রাব ক্রমশঃ সবুজবর্ণেব হইয়া পূজের মত হয় ও রাত্রিতে সমস্ত যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। মার্ক-কবের বোগীর জ্বালা, কোথানি ও ক্ষুধা মার্ক-সল হইতে বেশী, কোন কোন বোগীব ক্যাস্টারিসের শ্রাব জ্বালা থাকে। পেট্রোসেলিনামও গণোরিয়া বা প্রমেহ চিকিৎসায় মার্ক-সল, মার্ক-কব ও ক্যাস্টারিস সমতুল্য ঔষধ।

পেট্রোসেলিনাম বোগীর মূত্রধাবণ ক্ষমতা অতি কম।

উপদংশ রোগ ও উপদংশজনিত নাসিকা ও চক্ষুরোগে মার্ক-কব উপযোগী। ইহার প্রদাহ লক্ষণ অত্যন্ত ও যন্ত্রণাদায়ক, এত অধিক যন্ত্রণা হইতে থাকে যে রোগী কাতবাইতে থাকে। উপদংশজনিত নাসিকার পাতলা ব্যবধায়ক মধ্যস্থিখানি (সেপ্টম) ক্ষত হইয়া ছিদ্র হইয়া যায় ও তথায় ভয়ানক জ্বালা হইতে থাকে, নাকের শ্রাব যেখানে লাগে সেই স্থান যদি হাজিয়া যায়, প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা ইত্যাদি থাকে, তবে মার্ক-করই ঔষধ। চক্ষুরোগে মার্ক-করের অত্যধিক ক্ষমতা। উপদংশজনিত চক্ষুরোগে ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চক্ষুতারকা প্রদাহ যদি উপদংশজনিত হয় তবে মার্ক-করকে শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিলে ভুল হইবে না। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের স্বরণ রাখা কর্তব্য যে, আইবাইটিস রোগে একমাত্র হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে প্যারারফিন জাতীয় কোন ঔষধ চোখের ন্তির দেওয়া ভাল। উপদংশজাত আইবাইটিস বোগে রোগীর চক্ষু ব চতুর্দিকের হাড়ের ভিতর অসহ্য বেদনা, সামান্য স্পর্শও সে সহ্য কবিতে পারে না। ইহা ব্যতিরেকে এলবুমেনুরিয়া ও রেটিনাইটিস রোগেও ইহা ফলপ্রসূ। মার্ক-কর প্রয়োগ করিবার পূর্বে ইহার রোগীব প্রস্রাব করিবার সময় যন্ত্রণা ও কুহন দেখিবে। পারদেব অপব্যবহারজনিত, আইবাইটিস রোগে কেলি-হাইড্রো ও নাইট্রিক-অ্যাসিড ব্যবহার্য।

শিওদিগের পূজযুক্ত চক্ষুউঠায় যেমন পালসেটিলা উপযোগী ঔষধ, সেইরূপ সপুজ

চক্ষুউদ্যায় বিশেষতঃ শিশুদিগের কর্ণিয়ায় ক্ষত হইয়া কর্ণিয়ায় ছিদ্র হইবার উপক্রম হয় তবে প্রথম আর্জেন্টাম-প্রয়োগ করিয়া শেষে মার্ক-কর প্রয়োগে উপকার হয়।

প্রস্রাব :—ইহাব প্রস্রাব অত্যন্ত অল্প পরিমাণে হয়, প্রস্রাব কণিশবর্ণের ও ইহাতে ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানি থাকে। প্রস্রাব করিতে রোগী অত্যন্ত কুস্থন দিতে হয়, তাহার মূত্রথলীর মধ্যে তীব্র জ্বালা, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নির্গত হয় বটে কিন্তু প্রস্রাব কবিলার সময় তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা। প্রস্রাবে, অণ্ডলাল (এলবুমেন) নির্গত হয় ও ইটের শুঁড়ার স্থায় তলানি পড়ে। গর্তবতী রমণীদিগেব প্রস্রাবে অ্যালবুমেন থাকিলে ও প্রস্রাব করিতে অসহ্য যন্ত্রণা ও কুস্থন থাকিলে মার্ক-কব ঔষধ।

সম্বন্ধ :—চক্ষুতাবকা প্রদাহে—ফেবাম, কেলি-আয়োড তুল্য; আলজিব প্রদাহে—হায়োসা তুল্য; শীতল জলের পিপাসায়—আস', ক্যান্সাব তুল্য; রক্তামাশয় বোগে—নাক্স-ডমিকা তুল্য; অন্ত্রमध्ये অন্ত্রের প্রবেশে—থুজা তুল্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্ধ্ব শক্তি।

মারকিউরিয়াস-কাম-কেলি (Mercurious-Cum-Kali.) ।

ব্যবহারস্থল :—দীর্ঘকালস্থায়ী সর্দিরোগ ও তখন মুখের পক্ষাঘাত বোগে ইহা ফলপ্রসূ।

মারকিউরিয়াস-ডাল্‌সিস (Mercurius Dulcis.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সাব-ক্লোরাইড্-অফ্-মার্ক্যাবি। সাধারণ নাম ক্যালোমেগ। ইহার মধ্যে দুই ভাগ পারদ ও এক ভাগ ক্লোবিন মিশ্রিত থাকে। ইহার কোন স্বাদ বা কোন গন্ধ নাই। প্রথম বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয় তারপর ষষ্ঠ দশমিক ক্রম হইতে তরল ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—চক্ষু প্রদাহ, সর্দি, পাকাশয়ের বিকৃতি, অজ্ঞাববণ প্রদাহ, উদরাময়, কর্ণ-নলীর পীড়া, বধিরতা, মস্তিষ্কববণ প্রদাহ, গলক্ষত, মূত্রাধার মুখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহ রোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—এই ঔষধ নৈস্মিক ঝিল্লীর বিশেষতঃ চক্ষু ও কাণের ভিতরকার ঝিল্লীর সর্দি রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ। শিশুদিগের উদরাময়, লসিকা-গ্রন্থি (Lymphatic) র স্ফীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

চক্ষুরোগে :—বিশেষতঃ রক্ত-শূল গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের চক্ষুরোগে ইহা কার্যকরী ঔষধ। তাহার চোখের পাতায় আঠার স্থায় স্লেমা জমিয়া থাকে। চক্ষু লাল বর্ণের হয় ও আলো সহ্য করিতে পারে না।

কর্ণরোগে :—যে সকল গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগেব কাণ হইতে বহুদিন ধবিয়া পুঁজ পড়ে বা পুঁজ পড়িয়া পড়িয়া বধিরতা হইবার উপক্রম হয় সেইস্থলে মার্ক ডাল্‌সিস ফলপ্রসূ। শিশুদিগের বধিরতা রোগে বা বধিরতাব উপক্রমেও ইহা ফলপ্রসূ। রোগীর বামদিকের কাণের মধ্যে হঠাৎ কিছু ফড় ফড় করিতেছে এরূপ অনুভব করে।

উদ্ভাৱনময় :—যদি গণ্ডমালা ধাতুগ্ৰস্ত শিত্তদিগেব হয়, বাহে যদি শালা কখনও অনেকবার আবার কখনও দুই-তিন বারের অধিক না হয় কুহন না থাকে তবে উপযোগী। রক্তমাশযে বিশেষে ফলপ্রসূ।

শক্তি :—৩x, ৬x চূর্ণ, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ডাঃ বোরিক বলেন, নিম্নশক্তির ১x চূর্ণে পেট খালি করিয়া দেয়।

মার্কিউরিয়াম-ট্যানিকাস (Mercurious Tannicus.)

ব্যবহারস্থল :—উপদংশজাত চর্মরোগে বোগীর অস্ত্ৰেব কোন বোগ থাকিলে অথবা তাহার কোনরূপ পারদ বা পারদেব সংমিশ্রণ সহ না হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

মার্কিউরিয়াম-নাইট্রোসাস (Mercurious nitrosus)

ব্যবহারস্থল :—সপুঞ্জ চক্ষুর প্রদাহ ও ক্যাণাটাইসিস বোগে, প্রমেহ, একজিমা ইত্যাদিতে কার্যকরী।

মার্কিউরিয়েলিস-পেরেন্নিস (Mercurialis Perennis.)

অণুনাং :—ডগ্ মার্ক্যারি।

পরিচয় :—এই জাতীয় গাছ ইউরোপথণ্ডে পাওয়া যায়।

ব্যবহারস্থল :—অত্যন্ত পরিপ্রাস্ত এবং ঘুম ঘুম ভাবাপন্ন, অ্যাপেনডিক্স স্থানে টিউমার; এই স্থানে হাত ছোঁষান যায় না এত ব্যথা। অত্যন্ত মাথা ঘুরান, সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে মাথা ঘুরায়, রোগী মনে করে যেন কোন একটা ভারী পদার্থ তাহার মাথাব উপর চাপান আছে। রক্তলোপ, সামান্য রক্তস্রাব সেই সঙ্গে তাহার অত্যধিক বতি ইচ্ছা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য। বৃকে ব্যথা ও মাই ফুলিয়া উঠা। রক্তক্ষুতা রোগে ইহা কার্যকরী।

শক্তি :—৩, ৬।

মার্কিউরিয়াম-প্রিসিপিটেটাস-রক্তবার।

(Mercurius Præcipitatus Rubber.)

ব্যবহারস্থল :—ঘুমাইবা পড়িবার উপক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। সেজন্য সে হঠাৎ লাফাইবা উঠে, লাফ দিয়া উঠিলে আরাম বোধ। প্রমেহ রোগে মূত্রনলীকে একথানা শক্ত ছলের দ্বায মনে হয়, বাধী ও গলিত (Phagedenic) ক্ষতে এই ঔষধ কার্যকরী। পোড়ানারাজা, হাজা জাতীয় একজিমা, ক্ষৌরকার্যের মন্দফলের জন্ত নানা জাতীয় উদ্বেদাদির ক্ষেত্রে কার্যকরী ঔষধ।

পরিচয় :—ইহা আয়োডিন সংমিশ্রিত হলুদবর্ণের পারদ । অপর নাম মার্ক-আয়োড-ফ্রেভাস বা ইয়েলো আয়োডাইড-অভ. মার্ক্যারি ।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশজাত চক্ষুপীড়া ; শ্বনের অর্কুদ, সন্ধি, গলনালীব উপঝিল্লী প্রদাহ, কেরাণ্ডিগের হাতে বা হাতের আঙ্গুলে খিলধরা ; দস্তশূল ; ফোড়া ও উদ্ভেদাদি ক্ষেত্রে উপযোগী ।

ক্রিয়াস্থল :—সাধারণতঃ এই ঔষধেব ক্রিয়া ডাণদিকেই বেশী দেখা যায় । উপঝিল্লী-প্রদাহ তালুমুলের ডাণদিকের কৃত্রিম, ঝিল্লী-প্রদাহ আরম্ভ হইয়া ডাণদিকেই আবদ্ধ থাকে ।

ডিক্‌থিরিয়া :—গ্রীবাব ও কর্ণমূলেব গ্রন্থির অত্যধিক ক্ষতি সংযুক্ত উপঝিল্লী-প্রদাহ ও অস্ত্রান্ত কঠোরগে এই ঔষধ কার্যকরী । যখন গলার ভিতর ডাণদিকে প্রথম ঝিল্লী জন্মিতে আরম্ভ হইয়া ঘাড়ের গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে, গলায় আঠাব ত্রায় ক্ষেত্র জন্মিয়া থাকে, জিহ্বা লেপাবৃত, লাল গিলিবার সময় গলার ভিতর জ্বালা বোধ । তাহার গলা পরিষ্কার করিবার সময় শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে এরূপ অসুস্থ হইবে ।

শিরুপীড়া :—বোগীব মাথা ঘুরায় । কিছু পড়িবার সময় বা কোন আসন হইতে উঠিবার সময় মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যায় (আগি, পালসে) । তাহাব ক্রব উপর অসহ যন্ত্রণা, ঐ বেদনা নাসামূল পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে । মাথার যন্ত্রণায় সমস্ত মাথাবাথা করিতে থাকে, বোগী মনে করে যেন তাহার মাথার ভিতর রক্তের ঢেউ খেলিয়া বেড়াইতেছে । সে অসম্মনস্ত থাকিলে তাহাব মাথার যন্ত্রণা ভাল থাকে ।

চক্ষুরোগ :—কর্ণিয়াব ক্ষত দেখিলে মনে হইবে যেন কেহ নখ দিয়া ধামচাইয়া কতকটা তুলিয়া নিয়া গিয়াছে, চক্ষু-বোগে রোগী নানা জাতীয় পদার্থ উড়িতে দেখে, বিশেষতঃ কাল বিন্দু বিন্দু পদার্থই বেশী উড়িতে দেখে । কর্ণিয়া বা স্বচ্ছাবরকের ক্ষতে মার্ক-প্রোটো ও মার্ক-বিনা-আয়োড উভয় ঔষধই কার্যকরী ।

যকৃতের পীড়ায় :—যকৃত-প্রদেশে হু'চফোটান বেদনা, কেহ হাত দিয়া মালিশ করিয়া দিলে বা ঘষিয়া দিলে উপশম বোধ । বোগীব যকৃতে যেমন বেদনা সেইকপ তাহার ডাণদিকের বৃকে ও পিঠের ডাণদিকে বেদনা, তাহার ডাণদিকের অংশলকেব নীচে অত্যন্ত বেদনা, নড়াচড়ায় ও রাত্রে বেশী হয় । তাহার নাভিপ্রদেশে উত্তাপ ও জ্বালাবোধ, মনে হয় যেন জলন্ত অঙ্গার ওখানে রাখা হইয়াছে । যকৃতের বেদনা লাইকোর ত্রায় ডাণদিক হইতে বামদিকে চলিয়া যায় । বোগীব মল এন্টেল মাটির ত্রায় ; পুনঃ পুনঃ বেগ না দিলে মল নির্গত হয় না, ইহার মল কখনও রক্তমিশ্রিত কখনও বা রক্তশূন্য থাকে ।

উপদংশ রোগে বিশেষতঃ কঠিন ক্ষতে এই ঔষধের প্রয়োগ আছে । গ্রন্থির অধিক ফুলা ফুলা ভাব বেশী থাকিলে অপর পারদ ঘটিত ঔষধ অপেক্ষা ইহাই বেশী ফলপ্রদ । বেদনাশূন্য উপদংশজাত রোগে বক্ষণগ্রন্থি ফুলা থাকিলে ও উহাতে পুঞ্জোৎপত্তির প্রবণতা না থাকিলে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ ।

জিহ্বা :—গাঢ় লেপাবৃত, উহার ভূমিদেশ হলুদবর্ণের ।

ক্লাস-বৃদ্ধি :—রাত্রে, ঘুম ভাঙ্গিলে, বামদিকে শুইলে, লিখিলে, গরম ঘবে, গরম পানীয় পানে, বসন্তকালে রোগের বৃদ্ধি ; ডাণদিকে শুইলে, মুক্তবায়ুতে বেড়াইলে, এবং কোন বিশেষ কার্যে লিপ্ত থাকিলে উপশম ।

শক্তি :—১x, ২x, ৩x, ৬x চূর্ণ ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্ধ্ব ।

মার্কিউরিয়াস-ফস্ফোরিকাস (Mercurious Phosphoricus.)

ব্যবহারস্থল :—উপদংশ রোগ হইতে ন্যায়িক বোণ দ্বির ক্ষেত্রে ও অস্থি-অৰ্কুদ বোগে কলপ্রদ।

মার্কিউরিয়াস-বিন-আয়োডেটাস।

(Mercurious-Bin-Iodatus.)

পরিচয় :—অপর নাম মার্কিউরিয়াস আয়োডেটাস ক্রবার বা রেড-আয়োডাইড-অভ-মার্কিউরি। একভাগ রেড আয়োডাইড অভ মার্কিউরি এবং দুইভাগ আয়োডাইড অভ পটাস সংযোগে প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—ডিপথিরিয়া, গলক্ষত, গ্রন্থি-ক্ষীতিতে শরীরেব বামপার্শ্ব আক্রান্ত হইলে, সর্দি; মুখের পক্ষাঘাত; নাসিকার অৰ্কুদ; ইঁপানি ও বহুব্যাপক সর্দি (ইনফ্লুয়েঞ্জা) রোগে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—এই জাতীয় মার্কিউরির ক্রিয়া গ্রন্থির উপর ও গলার শৈল্পিক-কিল্লীর উপরই বেশী, ইহাব ক্রিয়াও অপরাপব পাবনের ত্রায় কিন্তু ইহাব ভিতর আয়োডিন থাকাব জন্ত আয়োডিনের ক্রিয়াও দৃষ্ট হয়। শবীরেব বাম অংশ এই ঔষধের ক্রিয়াস্থল এবং মার্ক প্রোটো-আয়োডেব ক্রিয়াস্থল শরীরের ডাণপার্শ্ব।

ডিপথিরিয়া জাত গলক্ষতে মার্কিউরি দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না বটে কিন্তু মার্ক-বিন-আয়োড বা প্রোটো-আয়োড দ্বাবা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। উভয়ের ভিতর পার্থক্য এই বিন-আয়োডাইডের আধিক্য বামদিকে বেশী অথবা বামপার্শ্ব হইতে বোঁগের আবিস্ত হয়, গ্রন্থি-ক্ষীতি, অর ও শিব:পীড়া বিচ্যমান থাকে প্রোটো-আয়োডেও এই সকল লক্ষণ আছে কিন্তু বিন-আয়োডের ত্রায় অত অধিক নহে। প্রোটো-আয়োডেব আক্রমণ ডাণপার্শ্ব হইতেই আরম্ভ হয়। বিন-আয়োড রোগীব পর্দা (মেমব্রেন) বামদিকে উৎপাদিত হয়, টনসিলের উপর হলুদবর্ণের প্ৰবদা পড়ে, ঝাড়েব গ্রন্থি:ফুলিয়া উঠে, রোগীর মুখে অনবরত ঘন লাল চটচটে প্রেয়াব ত্রায় পদার্থ জমে, রোগীব ঢোক গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট কিন্তু অপর কিছু গিলিতে ততটা কষ্ট হয় না। ডিপথিরিয়া রোগে মার্ক-সায়ানাাইডকে শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা চলে ইহার রোগী রোগের প্রারম্ভ হইতেই অত্যন্ত তুর্কল হইয়া পড়ে। পরদা বোগীর তালু ও টনসিল এমন কি জিহবা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত গ্রন্থিগুলি ফুলিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ সাংঘাতিক জাতীয় ডিপথিরিয়া ক্ষেত্রে এই ঔষধ চমৎকার কার্য করিয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে ফাইটোলাক্সা, ল্যাকেসিস, কেলি-বাই প্রভৃতি ঔষধও কার্যকরী; অ অধ্যাব জষ্টব্য।

সর্দি :—মার্ক-বিন-আয়োড রোগীর সর্দির ধাত, একটুতেই নর্দি লাগে। সর্দির সহিত তাহার প্রবণশক্তির ত্রাস হয়। তাহার নাসিকার ডাণদিকটা উত্তপ্ত এবং ফুলা। সে পুন: পুন:

হাঁচে ও নাসিকা হইতে জলের স্রাব স্বেদাস্রাব হইতে থাকে, রোগীর গলার স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনে হয়। কোম কোন রোগীর নাসিকা হইতে স্বেতাভ হলুদবর্ণের স্রাব নিঃসৃত হয়। ইহাতে পশ্চাত্তাসার রোগ আছে ঐ রোগ হইয়া নাসাহি পথাস্ত স্রাক্রান্ত হয় এবং শব্দাকার অস্থি ফুলিয়া উঠে।

ইহা ব্যতিরেকে মার্ক-বিন-কায়োড উপদংশেব কঠিন আকারে উদ্ভব কাষ্য করে। উপদংশদুই রোগীর ঝাম অণুকোষের রক্তিঃ য়ে বাধী হইতে বহুদিন যাৎ পূজস্রাব হইতে থাকে সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধ ফলপ্রসূ।

শক্তি :—২x, ৩x, চূর্ণ ৩, ৬, ৩০, ২০০ বা তদুর্ধ্ব।

মারকিউরিয়াস-ব্রোমেটাস (Mercurius Bromatus)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উপদংশের দ্বিতীয় পর্যায়ের চর্মরোগে কাষ্যকারী।

মারকিউরিয়াস-সলিউবিলিস-হানেমানি।

(Mercurious-Solubilis Hahnemanni.)

পরিচয় :—ইহা পাবদ, এমোনিয়া নাইট্রেট-অভ্-মার্করি বা ব্লাক-অক্সাইড্-অভ্-মার্কবি এবং কুইক সিল্ভাব। এই জাতীয় পাবদ হানেমানের নিজেব উদ্ভাবনী শক্তি দ্বাবা প্রস্তুত হইয়াছে। এট ঔষধ, বিভক্ত পাবদ, এমোনিয়া এবং নাইট্রিক-অ্যাসিডেব বাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে। এই জাতীয় পাবদ দেখিতে কাল বা কাল্চে। স্বয়ং হানেমান এট অভিনব মার্করির সৃজন করিয়ু চিকিৎসা জগতেব কত উপকাব করিয়াছেন তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ী ভালরূপ জানেন।

ব্যবহারস্থল :—মার্ক-সল ও মার্ক-ভাঃভাস একট জাতীয় ঔষধ ইহানের ক্রিয়াব ভিতর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, সুতরাং আমরা যে লক্ষণাবলী ও ব্যবহাবলী লিপিবদ্ধ করিব তাহা উভয় ঔষধেরই।

ইহা উপদংশ ও প্রমেহ রোগেব নানাবিধ বিরুতির জন্ত ফোড়া, নানাবিধ ক্ষত, উপক্ষত, উপাঙ্গপ্রদাহ, মুখের পচনশীল ক্ষত, মাতীর ফোড়া, আমাশয়, বস্তামশয়, অজীর্ণ, উদবাময়, রক্তাম্রতা, অক হাজিয়া যাওয়া, চক্ষুর বিবিধ পীড়া, কামলা বা হ্রাবা, যকৃত্তেব নানাবিধ পীড়া, কর্ণমূল প্রদাহ, মস্তিষ্ক ঝিল্লী প্রদাহ, বিষাদবায়ু, উন্মাদ, গর্ভাবস্থায় পীড়া, ডিম্বাধারেব পীড়া, প্রদর, রক্তোবোধ, যোনিভ্রংশ, শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, ঘর্ম হইতে দুর্গন্ধ বাহিব হওয়া; অতিরিক্ত লালাস্রাব, মুদা, উন্টামুদা, জিহবার ক্ষত, গলাব ভিতর ক্ষত, দণ্ডমূল প্রদাহ ও দন্ত পীড়া, কটিবাত, জিহবার উপর অর্কদ হওয়া, গোবীজের ঢাকার কুফল, সর্দি, হৃদপিণ্ডের পীড়া, ডিপথিরিয়া ও তালুমূল প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—সমগ্র শরীরের উপর মার্কবির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ইহাহারা শরীরস্থ সকল যন্ত্র, স্নায়ু ও নির্মাণ উপাদানের ক্রিয়া বিধান আক্রান্ত হয়। পারদেব প্রধান-ক্রিয়া পরিপোষণ

যন্ত্রেই বেশী। পারদের অপব্যবহারে শরীরস্থ রক্তেব লোহিত কণিকা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অণুলালা ও তক্ত বিনষ্ট হয় সুতরাং রক্তের সংযত হইবার শক্তি আপনা হইতে কমিয়া যায়। পারদের অপব্যবহার প্রথম এই বিধানের উদ্বেজনা, ক্ষীণতা ও প্রদাহ জন্মিয়া তৎপর উহাতে পূজ্বৎ পদার্থ জন্মে। উপদংশের ক্রিয়ার সৃষ্টিত পারদের অনেক সাদৃশ্য আছে সুতরাং উপদংশে এই ঔষধ বিশেষ ক্রিয়াশীল। যকৃতের উপর এবং নাস্ত্রমণ্ডলীর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া।

মার্ক-সল—পারদ হইতে তৈরী অতএব অনেকে মনে ভাবিতে পারেন মার্কিয়ারি বা মার্ক-সল দ্বারা পারদের অপব্যবহার চলিয়া যাইবে কিন্তু তাহা মোটেই নহে পারদের অপব্যবহারের জন্য অ্যাসিড-নাইট্রিক, হিপার-সালফ প্রভৃতি ঔষধ শ্রেষ্ঠ। তবে মার্কিয়ারি উপদংশ রোগক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

মন :—মার্ক-সল রোগী সকল কার্যেই ভয়ানক ব্যস্ততা দেখায়, যে হিপার-সালফ বোগীর ন্যায় কথাবার্তা ও কার্য্য অতিবিক্ত তাড়াতাড়ি করে। তাহার স্থিতিশক্তির অভাব, অত্যন্ত দুঃখবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। তাহার উদ্বিগ্ন ও অস্থিরতা খুব, একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না। তাহার কাল্পনিক ভয় ও পাগল হইবার ভয় খুব। সন্ধ্যা বেলা ও রাত্রিকালেই তাহার রোগের বৃদ্ধি। মার্ক-সল রোগী বাড়ী হইতে বিদেশে যাইতে চাহে, এরাম্, বেল, ব্রাইওনিয়া রোগী বাড়ীর জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। মার্ক-সল রোগী কখনও কখনও বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া অন্ত্র যাইবার চেষ্টা করে, এমন কি পলায়ন পর্যন্ত করিয়া থাকে, বোগীকে কোন প্রশ্ন করিলে সে অতি ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর দেয়, অধিকদূর চিন্তা করিয়া উত্তর দেয়—ককিউলাস। মার্কিয়ারি প্রসবাস্তিক উদ্ভাদ রোগে পোয়াতি তাহার শিশুকে আশ্বিনের ভিতর নিষ্কপ করিতে চায়, সে অত্যন্ত কলহ-প্রিয়, সন্দেহচিত্ত এবং কাহাকেও বিশ্বাস করে না। মার্ক-সল রোগী ঘৃণাকর কার্য্য করিতেও পক্ষাৎপন্ন হয় না। রোগী সর্বদাই উ আ শব্দ করে।

মুখের ঘা বা ক্ষত—বোগে মার্ক-সল অতি উত্তম ঔষধ। মুখে ক্ষত হইয়া তাহার মুখ হইতে প্রচুব লালাস্রাব হয় সেই সঙ্গে তাহার আমাশয়েব ন্যায় বাহ্যে হয়। সাধাবণতঃ মার্ক-সল মুখের ও মুবতীদিগের মুখের ক্ষতে বেশী ফলপ্রদ এবং বোরাক্স কার্য্যকরী শিশুদিগের মুখের ক্ষতরোগে। মুখের ভিতর উপদংশ জনিত কোন ক্ষত হইলে মার্কিয়ারি ও নাইট্রিক-অ্যাসিড উভয়ই বিশেষ ফলপ্রদ। উভয় ঔষধে মুখ হইতে প্রচুব লাল নিঃসৃত হয় কিন্তু নাইট্রিক-অ্যাসিডেব লাল যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায় এবং মনে হয়, ক্ষতের ভিতর কেহ যেন কাঠিয়ারা খুঁটিতেছে, কিন্তু মার্ক-সলে সেইরূপ কিছু হয় না, মার্ক-সল রোগী ব জিহ্বার উপর দাঁতের লাগ বসে। মুখ হইতে ও লাল হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়। মুখক্ষত (ক্যাক্সামরিস) রোগে মার্কিয়ারি বা পারদ দিয়া বসিও না।

দন্তশুলের রোগে—মার্ক-সল দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। দন্তক্ষয় জনিত দন্তশূলে মার্ক-সল ও ক্রিয়োজোট বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। দন্তশূলের বেদনায় রোগীর সমস্ত মুখমণ্ডল ব্যাধাশ্রিত হয়, এমন কি কর্ণ পর্যন্ত ঐ বেদনা বিস্তৃত হয়। দন্তবেদনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে প্রচুর লালাস্রাব নিঃসৃত হয়, বাত্রে ও বিছানার উত্তাপে রোগেব বৃদ্ধি। গর্তবতীর দন্তশূলেও ইহা উপযোগী। দাঁতের গোড়া বা মাড়ীতে ফোঁড়া হইলেও এই ঔষ উপকারী।

চক্ষুরোগে—মার্ক-সলের ব্যবহার অনেকটা ইউফ্রেসিয়ার ন্যায়। এই দুই ঔষধেই ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুপ্রদাহ হয়। ইহার চক্ষুর স্রাব ইউফ্রেসিয়ার ন্যায়। এই দুই ঔষধেই ঠাণ্ডা লাগিয়া

চক্ষু প্রদাহ হয়। ইহাও চক্ষুর শ্রাব ইউফ্রাসিয়াব চক্ষু শ্রাব হইতে তরল কিন্তু উত্তাপে বৃদ্ধি মার্কেই লক্ষণ। গণ্ডমালাধাতু গ্রন্থ বোগীদিগের চক্ষুবোগে বিশেষতঃ রায়ে ও আঙনের উত্তাপে যদি উহা বেশী হয়, রোগীৰ উপদংশের ইতিহাস যদি বিদ্যমান থাকে, মুখে অনববত লাল থাকে অথচ জল পিপাসা খুব, সেই ক্ষেত্রে মার্ক-সল উত্তম ঔষধ। চোখের পীড়ায় রোগী রায়ে আঙনের উত্তাপকে এমন-কি আঙনের নিকট আসিতে ভয় পায়; উজ্জ্বল দ্রব্যের দিকে তাকাইলে রোগের বৃদ্ধি, রোগীর চোখের পাতাব ভিতবভাগ মোটা হয়, সেই স্থান হইতে স্লেয়ামিশ্রিত পুঞ্জ নির্গত হয়, এই পুঞ্জ গলায় বা অন্য কোথাও লাগিলে তথায় ঘা ও ফুসুডি বাহিব হয়। অগভীর কর্ণিয়ার ক্ষতও এই ঔষধ দ্বারা আবোগ্য লাভ করে।

আমাশয় ও রক্তমাশয় রোগে—মার্ক-সল নির্ভা প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহার আমাশয়ের বৃদ্ধি সন্ধ্যাবেলা ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় হয়। তবে গ্রীষ্মকালে, বর্ষা বা শ্রীংস্রীতে ঋতুতে যে বোগেব আক্রমণ হইবে না ভাঙ্গা নহে। আমাশয়ের বেগ হঠাৎ আসে এবং উচ্চ যন্ত্রণাদায়ক। বোগীৰ পেটের ভিতব খামচানি ও কেটে ফেলার ভায বেদনা। মলদ্বারে জ্বালা ভয়ানক কুহন ও শূল। শূলের জন্ত সে চীৎকাব করে। বাহ্যেব পবও তাহাব কুহন ও শূল থাকে। বাহ্যে করিয়া আসিবার পব মুহূর্তেই আবাব বাহ্যের বেগ। যেমন তাহাব কুহন ও শূল বাহ্যেব সময় ও পরে থাকে সেইরূপ তাহাব পেটে থাকে অত্যধিক বেদনা। নাক্স-ভূমিকার সহিত পার্থক্য এই, নাক্সের বাহ্যের বেগ ও কুহন বাহ্যের পব অনেকটা কম থাকে কিন্তু মার্ক-সলেব বাহ্যেব পবও বাহ্যেব বেগ ও কুহন থাকে, পাখথানায় গেলে পর বোগী আব পাখথানা ছাড়িয়া উঠিতে চায না, অ্যালোজে বাহ্যের আগে পেটে খামচানি ও কামড়ানি থাকে, বাহ্যের ভিতব থলো থলো আম ও বক্ত মিশ্রিত থাকে। মার্ক-সলের আমাশয়েব প্রধান লক্ষণ, বাহ্যের পবও বহুক্ষণ কুহন ও শূল বিদ্যমান থাকে, বাহ্যে পাইলে বোগী কুহন ও শূল বেদনাব ভয়ে কাদিয়া উঠে। অ্যালোয মলবেগ সাধারণতঃ সাল্ফারের ভায সকালের দিকেই বেশী, মার্ক-সলে রাজিকালেই বৃদ্ধি দেখা যায়।

ফোড়া :—জন্ত মার্ক-সল একটা উত্তম ঔষধ। ইহার ফোড়া শক্ত ভাবাপন্ন হয়। গরম সেকে কোন উপশম পাওয়া যায় না। পুঞ্জ হইলেই সাধাবণতঃ ফোড়াব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। ফোড়ায় যখন মার্ক-সল প্রয়োগ করিতে হইবে তখন ইহাব ঘর্ষ ও পিপাসার কথা অবগ রাখিতে হইবে। মার্ক-সলের কোন লক্ষণই ঘর্ষ হইয়া নিবৃত্তি হয় না বরং ঘর্ষের পর বোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি। মুখ হইতে অনববত লাল নিঃসৃত হইবার জন্ত তাহার মুখ ভিজা থাকে তবুও তাহার পিপাসা খুব, জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে, এই সুমুগ লক্ষণ পাইলে মার্ক-সল ব্যবহারে উপকার হয়, (ফোড়া ফাটিয়া, পুঞ্জ বাহির হইবে নচেৎ আন্তে আন্তে বসিয়া যাইবে)। মার্ক-সলের শক্তি নিযা অনেকে অনেকরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, শক্তি যাহাই হউক না কেন ঔষধ নির্ণিত হইলে শক্তির তারতম্যে কিছুই আসে যায় না। হিপার, বেলোডোনা, সাইলিসিয়া ও ক্যালকুলেরিয়া সাল্ফ ফোড়াদির জন্ত উত্তম ঔষধ। আমরা প্রত্যেক ঔষধের অধ্যায়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছি।

অস্থিসীড়া।—যদি উপদংশ হেতু হয় তবে মার্ক-সল কিন্তু উপদংশ ও পাবদ উভয়ের সংমিশ্রণে যদি অস্থিকত ও অস্থিবেদনা হয় তবে কেলি-আর্থোড কার্যকরী ঔষধ।

প্রমেহ।—রোগে বোগীর প্রস্রাব করিবার সময় যন্ত্রণা ও মূত্রদ্বারে চুলকানি। প্রমেহের প্রস্রাব প্রথমে পাতলা জলের ত্রায় পরে গাঢ় হলুদবর্ণের রক্তমিশ্রিত এবং শেষাবস্থায় কেবল মূত্রদ্বারে সামান্য লাগিয়া থাকে।

ডাঃ কাউপার-থোয়েট বলেন হলুদবর্ণের প্রস্রাবযুক্ত যাতনামূত্র, রাত্রিতে প্রস্রাবের বৃদ্ধি লক্ষণে মার্কাবি ফলপ্রদ। ইহা প্রমেহযুক্ত ফাইমোসিস ও প্যারাইফাইমোসিস অর্থাৎ মুদ্রা ও উন্টামুদ্রা বোগে উপযুক্ত। ডাঃ বেয়ার বলেন প্রমেহ বোগে মার্কাবি প্রায় সর্বাবস্থায় প্রয়োগ করা চলে। নাসিকা হইতে রক্তপ্রস্রাবে ইহা উপযোগী। রক্ত বাহির হইতে না হইতেই ইহা জমিয়া যায় এবং উহা নাসিকা হইতে রক্তপ্রস্রাবের তাবাব ত্রায় ঝুগিতে থাকে (ক্রোফস, ফেবাম-মিউর, পালসে) এই লক্ষণে মার্ক-সল বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ অবশ্য যদি মার্কাবির লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। মার্কাবি প্রয়োগে রক্তপড়া বন্ধ হইয়া ত ঘাইবেই অমিকন্ত পুনরায় ঐরূপ রক্তপাত হইবে না। রোগীর নাসিকা হইতে যেমন রক্তপ্রস্রাব হয়, সেইরূপ নাসিকা হইতে তবল শ্লেষ্মাশ্রাব হইয়া অনবরত ইঁচিও হইয়া থাকে। নাসিকা হইতে সামান্য হলুদবর্ণের ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজপ্রস্রাব হয়, নাসিকার অস্থি ফুলিয়া উঠে এবং সে মোটেই স্পর্শ সহ্য কবিতে পারে না। যে সকল শিশুর নাসিকা হইতে অশ্রুবরত শিকুনি বাহির হয় ও মুখ হইতে লাল পড়ে তাহাদের পক্ষে মার্ক-সল বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা কেবল নাসিকা হইতে বস্ত্রপ্রস্রাবেই যে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে বস্ত্রপ্রদর ও জরায়ুর বস্ত্রপ্রস্রাবেও উপকারী যখন রক্তপ্রস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বস্ত্র জমিয়া যায়।

উপদংশ।—রোগে মার্কাবি একটি ফলপ্রদ ঔষধ তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি; রোগীর জননেদ্রিয়ে ক্ষত হইয়া পুঁজ জন্মে। বাবী হইয়া তাহাতে পুঁজ জন্মিলেও মার্ক-সল ব্যবহার করা চলে। মার্ক-সল কোমল ও কঠিন উভয়বিধ স্রাবের বা ক্ষতে কার্যকরী। পুরাতন পীড়ায় অস্থি বেদনা এবং ঐ বেদনা রাত্রিতে বেশী হইলে মার্ক-সল ফলপ্রদ।

বিছানার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি মার্কসলের নির্ণায়ক লক্ষণ। রাত্রি রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি অনেক ঔষধেই আছে—কিন্তু রাত্রি বিছানার উত্তাপে বোগ লক্ষণের বৃদ্ধি মার্কাবিতে আছে এবং বিছানা ঠাণ্ডা হইলে এবং আবাসজনক বিছানা হইলে মার্ক রোগীর রোগ লক্ষণের উপশমও আছে। আর্সেনিকেও আমরা দেখিতে পাই রাত্রি বিছানায় শুইলে রোগের বৃদ্ধি, মার্কাবিতেও আছে বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি, আর্সেনিক রোগীর রোগ-লক্ষণ বিছানা উত্তপ্ত হইলে উপশম হয় আর মার্ক-সলের রোগীর রোগ লক্ষণ বিছানা উত্তপ্ত হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

জিহ্বা:—মার্কাবির জিহ্বার লক্ষণও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। রোগীর জিহ্বা মোটা, ফালা থলথলে, জিহ্বাব উপর দাঁতের দাগ পড়ে।

কাণ পাকা বা কাণ হইতে পুঁজ পড়া মার্কাবিতে আছে। কাণ হইতে হলুদবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত বা পাতলা রসের ত্রায় পুঁজ নির্গত হয়। কাণের গ্রন্থিগুলি বড় হয় রোগী মনে করে তাহার কাণে ভিতর বরফ রহিয়াছে সেইজন্য ঘেন কাণের ভিতর হইতে বরফজল বাহির হইতেছে (মিনিয়াস, প্র্যাট)। রোগীর কাণ হইতে রক্তও নিঃসৃত হয়। সমস্ত লক্ষণ তাহার রাত্রি বেশী হয়। নাইট্রিক-অ্যাসিডও কাণের পুঁজের জন্য উপযোগী ইহা বা কাণের পুঁজ পারদের অপব্যবহার জন্য হয়।

গলরোগ :—গলা বেদনা হইয়া যদি গলায় ক্ষত হয় তবেই যে মার্ক-সল ব্যবহৃত হইবে তাহা নহে । মার্ক-সল রোগীর গলার ভিতর ক্ষত হইয়া গলার গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে, মুখ হইতে লালানিঃস্রুত হয়, গলার মধ্যে পিণ্ডবৎ অস্তিত্ব এবং ডিপথিরিয়া, কর্ণমূল, তালুমূল-প্রদাহ প্রভৃতি রোগে প্রচুর দুর্গন্ধ লালাশ্রাব, ম্যাপের ন্যায় চিত্রিত জিহ্বা, ক্রমাগত গিলিতে ইচ্ছা, আলজিহ্বা ফুলা ও আলজিহ্বা বেদনা রাত্রি বৃদ্ধি । মুখ, মাটী চোখাল, জিহ্বা, গলা প্রভৃতিতে ঘা বা ক্ষত এবং প্রত্যেকটা ক্ষতই অসমান ; রোগীর মুখে দুর্গন্ধ, শবীর ও ঘাম হইতেও দুর্গন্ধ বাহির হওয়া ইহার লক্ষণ ।

যকৃতের স্ফিডায় :—তাহার যকৃতে সর্বদা ব্যাধাশ্রুত, এত ব্যাধা যে স্পর্শ করিলে ব্যাধা বোধ সেইজন্য বোগী যকৃতের স্থান স্পর্শ করিতে দেয় না, সে ডাণদিক ফিরিয়া শুইতে পাবে না, যকৃত বড় হইয়া শক্ত হয়, সর্বশবীর হলুদবর্ণ ধারণ করে । ইহা “কামলা রোগে” উপযোগী । যখনই মার্ক-সল ব্যবস্থা কবিলে ইহার জিহ্বার অবস্থা দেখিলে, জিহ্বা ম্যাপের ন্যায় চিত্রিত, ময়লা বী হলুদে লেপযুক্ত তাহাতে দাঁতের দাগ পড়ে, মুখ হইতে ভয়ানক গন্ধ বাহির হয় চক্ষুও হলুদে বর্ণের হয় । যকৃতেব পীড়াব জন্য তাহাব বাহ্যে হলুদ ও সবুজ । বাহ্যে করিবার সময় অত্যন্ত কুঁহন বিদ্যমান থাকে বাহ্যের সেই কুঁহনের শেষ হয় না । ম্যাসেসিয়া মিউরও শিউদিগেব যকৃত রোগে উপযোগী । ইহার শিশুর শরীরস্থ গ্রন্থিগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না । শিশু শীর্ণ ক্ষুদ্রকায়, তাহার চুলের গোড়ায় ও চোখের পাতায় উদ্বেদ বাহির হয়, নাকে ঘা, মুখে ফুছুড়ি এবং সাইলিসিয়ার ন্যায় পায়ে বর্ষ হওয়া ইহার লক্ষণ ।

পেরিটোনাইটিস ও টিস্সাইটিস (অ্যাপেন্ডিসাইটিস) রোগে মার্ক-সলের ব্যবহার আছে মার্ক-সলের বাহ্যেব লক্ষণ, জিহ্বা, বর্ষ ও বোগ বৃদ্ধ দেখিয়া লইতে হইবে ।

জ্বর :—প্রদাহজনিত, স বিরাম অথবা টাইফয়েড জ্বরে যখন আমাশয় বা রক্তামাশয় লক্ষণ সহ উপস্থিত হয় এবং মার্ক-সলের বিশেষ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তখন ব্যবহার্য্য ।

হাঁপানি :—আসেনিকের ধূম যদি নাসিকা পথে বা গলাব ভিতর প্রবেশ করিয়া শ্বাসরোগ বা হাঁপানি হয় এবং উহা যদি আবার তামাকের ধূম ও ঠাণ্ডায় উপশমিত হয় তবে মার্কসল উত্তম কার্য্য করে । ইহার কাসি বাত্রে অত্যন্ত হয় কাসিবার সময় বোগী মনে করে তাহাব মাথা, বুক যেন ফাটিয়া যাইবে, কাসিতে কাসিতে সময় সময় উঁকি উঠে । তাহার বকের ভিতর যেন শুয়াইয়া যাইতেছে বোধ, সামান্য নড়াচড়ায় মনে করে যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে ।

ক্ষয়কাসি রোগীর রক্ত মিশ্রিত গথার, তাহার বকের ভিতর হইতে কর্ণনালী পর্য্যন্ত আল করিতে থাকে, ডাণদিকের ফুস্ফুসের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত কেহ শলাবিন্দু করিতেছে বোধ (চেলি, কেলি-কার্ক) বাম ফুস্ফুসের উপবাংশ হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বেদনা—মর্টাস, পিক্স-লিকিউ, থিরি, সান্কে; ডাণদিকের ফুস্ফুসের উর্দ্ধাংশ ভেদকারী বেদনা—অর্স, ক্যাল্কে; বাম ফুস্ফুসের নিম্নাংশ ভেদকারী বেদনা—নেট্রাম-সাল্ফ । রোগীর ফুস্ফুস হইতে রক্তশ্রাব হইবার পর উহার মধ্যে পূঁজ জন্মিলে ‘মার্ক-সল’ কেলি-কার্ক তুল্য কার্য্য করিতে সক্ষম অবস্থা লক্ষণের সাদৃশ্য থাকা চাই । রোগী শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ, হাঁচি বা কাসিবার সময় তাহার বকে ও বকের পাশে ছুরিক বিন্দবৎ বেদনামুত্তব করে ।

নিদ্রা:—মার্ক-সল বোগীর নিদ্রালুতা খুব, সে বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাইতে পারে। আবার স্নায়বিক উদ্বেজনা বশত: তাহার অনিদ্রাও খুব, সে রাত্রে ছটফট করে, অশান্তি অশ্রুভব করে। তাহার সর্স লক্ষণের বৃদ্ধি রাত্রে বিশেষত: বিছানার উত্তাপে বেশী। রোগী ঘুমন্ত অবস্থায় নানা প্রকার বস্তু দেখে, চীৎকার করে, কথা কহে, গৌ গৌ কবে। ঘুম ভাঙিলে পর অত্যন্ত ঘাম হইতে থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—রাত্রে, বিছানার উত্তাপে, জলীয় বায়ুতে, জলে ভিজিলে, হেমহৃকালে যখন দিনে গরম রাত্রে ঠাণ্ডা, গায়ের কাপড় খুলিলে (ব্যারাই, হিপ) ডাণমিকে শুইলে, ঘাম হইলে পর, সদি হইলে, দীপালোকে, মলত্যাগের পূর্বে ও পরে, প্রস্রাব করিবার সময় ও পরে এবং আহাৰান্তে রোগের বৃদ্ধি; বিশ্রামে, সন্ধ্যার পর ও কার্যের ভিতর ডুবিয়া থাকিলে উপশম।

সম্বন্ধ:—মার্ক-সল—ফোড়াহি; কিছু গিলিবার সময়, সহসা বেদনাদিতে বেল তুল্য; শীতকালে বৃদ্ধিতে—হিপার; হলুদবর্ণের ঘন স্লেয়াস্রাবে—পালসে; সদি, রক্তামাশয়, আমাশয় প্রভৃতিতে—নাস্ত; জিহ্বায় লেপ লক্ষণে—অ্যান্টিম-ফ্রুড নেট্র-মি তুল্য; মুখের ক্ষত—বোরাক্স, অ্যাসি-নাই তুল্য; পৈত্তিক দোষযুক্ত ফুসফুস প্রদাহে—চেলিডো তুল্য; বরুত বেদনায়—ম্যাট্গ-মিউর তুল্য; প্রদাহে—লাইকো, চেলি তুল্য।

শক্তি:—১x, ৩x ক্রম উপদংশাদিতে ব্যবহৃত হয় সাধারণত: ৩, ৬, ৩০, ২০০, ৫০০, ১০০০ বা তদুর্ধ্ব শক্তি ব্যবহৃত হয়।

মারকিউরিয়াস সাল্ফিউরিকাস (Mercurius Sulphuricus.)

পরিচয়:—ইহা সাল্ফেট অন্ মার্ক্যারি। ইথোলো বা হোয়াইট প্রিসিপিটেট মার্ক্যারি। প্রথমে চূর্ণীকৃত ভাবে তারপব তরল ভাবে তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল:—অতি ভোরেই উদরাময়েব আরম্ভ; বাহ্যে গবম স্রোতের স্রাব নিঃসৃত হয় মল হলুদবর্ণের। হুড়হুড় করিয়া চাউল ধোয়া জলের স্রাব মল নির্গত হইতে থাকে। রোগীর অত্যধিক শ্বাসকষ্ট সেইজন্য উঠিয়া বসিতে হয়। কখন শ্বাস আন্তে আন্তে বহিতে থাকে কখনও বা দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে। বক্ষদেশে জ্বালা বোধ, বক্ষস্থলের শোথ রোগে মার্ক-সাল্ফ, আর্সেনের স্রাব কার্য্য করে। বক্ষস্থলের শোথে রোগীর অত্যধিক শ্বাসকষ্টতা বিদ্যমান থাকে সেইজন্য সে বসিয়া থা কুইতে পারে না, শুইলে পর শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি। ডাঃ লিপি বলেন যদি মার্ক-সাল্ফ দ্বারা কোন রোগীর উপকাৰ হয় তবে তাহার ভয়ানক উদরাময় হইয়া আরোগ্য লাভ করিবে। উদরাময়ে প্রচুর পরিমাণে জলের স্রাব তরল মল নিঃসৃত হওয়া ইহার বিশেষত্ব।

শক্তি:—১x, ২x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০।

মারকিউরিয়াস-সায়ানেটাস (Mercurius Cyanatus.)

পরিচয়:—ইহার অপর নাম সাইওনাইড অন্ মার্ক্যারি। ইহা কেরোসাইনাইড-অন্-পটাশিয়াম ও পৌরদসহ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সংমিশ্রিত পদার্থ। ইহা একটা তীব্র বিষ যদিও ইহার তীব্রতা সায়ানাইড-অন্-পটাশিয়ামের স্রাব অত উগ্র নহে।

ব্যবহারস্থল :—ডিপ্‌থিরিয়া, গলকত, রক্তামাশয়, সান্নিপাতিক জ্বর, উপদংশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী।

ডিপ্‌থিরিয়া :—বোগেই ইহা অদ্ভুত কার্যকরী ; ডাঃ হেল বলেন সাংঘাতিক জাতীয় ডিপ্‌থিরিয়া বোগীর যে যে লক্ষণ বিদ্যমান থাকে এই মার্ক-সাযানেটাসে সেই সেই লক্ষণ পাওয়া যায়। কেমনও শিশু আকস্মিক ডিপ্‌থিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অবস্থা যদি সঙ্গে সঙ্গে সাংঘাতিক আকার ধারণ করে তবে ইহাই ঔষধ। ডিপ্‌থিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইবার পরই রোগীর নাড়ী ১৩০-১৪০ হয় অথচ নাড়ী বলশূন্য। ডিপ্‌থিরিয়ার পদাধানি প্রথমে শাদা স্ফর্নন হয় ক্রমশঃ তালু ও টনসিল উহা দ্বারা আবৃত হইতে থাকে সেই সঙ্গে গিলার গ্রন্থিগুলি ফুলিতে আরম্ভ করে। ফুলিতে আরম্ভ করিলেই শাদা পর্দা মথলাটে বর্ণেব হয় ও গ্যাংগ্রীন হইবার ভয় থাকে। বোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, ক্ষুধা মোটেই থাকে না, কিছু খাইতেও চায় না ; জিহ্বার বর্ণ কাল হয় অনেক রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—স্বায়েনাইড-অভ-মার্কবি ডিপ্‌থিরিয়া বোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিশয় দুর্বলতা ও সাংঘাতিকতাই ইহার বিশেষত্ব। ডাঃ অ্যালেন বলেন যে পচা গ্যাংগ্রীন বিশিষ্ট ডিপ্‌থিরিয়া তৎসহ বিগলিত কৃত, অতিশয় দুর্বলতা এই ঔষধেব নিদিষ্ট লক্ষণ, যখন ব্যাপক আকারে ডিপ্‌থিরিয়া বোগ প্রকাশিত হইতে থাকে তখন এই ঔষধ প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডিপ্‌থিরিক জুপ বোগে ইহা কেলি-বাই সমতুল্য ঔষধ। এই ঔষধ ফাইটোলেক্স, ব্যাপ্‌টিসিবি, এপিস-মেল আর্সেনিক সমতুল্য।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—কয়েক দিন পর্যন্ত প্রত্যহ বোগীব নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

উদরাময় :—দুর্গন্ধযুক্ত সবুজ, চক্চকে মল। মলত্যাগের পূর্বে ও পবে অত্যন্ত কুশ্ণন। অতিশয় মলত্যাগের, আকাঙ্ক্ষা কিন্তু সে মলত্যাগ কবে অল্প কাল বক্ত। কাপড়ে লাগিলে বড় বড় দাগ লাগে। বোগীব গলার ভিতর যেক্রপ পরদা পড়ে সেইক্রপ মলদ্বারেব চাবিদিকেও ধূসর বর্ণের পরদার স্তায় দেখা যায়। ডিপ্‌থিরিয়ার সহিত বা অপর সাংঘাতিক রক্তাতিসার রোগে ইহা কার্যকরী।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্ধ্ব, ডাঃ বোরিক বলেন ৬ষ্ঠ শক্তির নিয়ে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগলক্ষণেব বৃদ্ধি সম্ভব।

মাডার।

ক্যালোট্রোপিস জাইগ্যাটিয়া ও মাডার একই ঔষধ ক্যালোট্রোপিস অধ্যায় ভ্রষ্টব্য।

মিউরেক্স-পারপিউরা (Murex Purpura.) ।

পরিচয় :—ইহা সমুদ্রজাত পার্পল ফিস নামক একজাতীয় মাছ। ইহার শরীর হইতে একপ্রকার লাল বর্ণের রস নির্গত হয় ; সেই রস হইতেই ইহা বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—জীজননেন্দ্রিয়ের নানাবিধ পীড়া, গর্ভশ্রাব, জরায়ুগ্রীবাব পীড়া, জরায়ু হইতে প্রচুব রক্তশ্রাব, গর্ভাবস্থাব পীড়া, জরায়ুর স্থানচ্যুতি; কামোদ্ভাদ; স্তনের বেদনা; বাধক; বয়োসন্ধিকালের পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়ামূল :—মিউরেক্স সিপিযাব দ্বায জীজননেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশিত কবে। কামেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা, তাহার রমণালিনের তীব্র আকাজ্ঞা। জরায়ুর নিম্নগতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

মন :—বোগিণীর মনোভাবের বিশৃঙ্খলা, তাহার সন্ধ্যাবেলায় চিন্তমানিষ্ট উপস্থিত হয় সেইজন্য সে কাহারও সহিত কথাবার্তা পর্যন্ত বলিতে চাহেনা কিন্তু তাহার প্রদরের শ্রাব যদি বেশী হইতে থাকে তাহা হইলে সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

জীজননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—বোগিণীর কাম প্রবৃত্তি অত্যধিক, কাম প্রবৃত্তিব উত্তেজনাব জন্য সে বড়ই অস্থির হইয়া পড়ে এমন কি তাহার যোনিতে কাপড়ের স্পর্শ লাগিলেও তাহাব কাম প্রবৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়; ওরিগেনোম রোগিণীরও কাম প্রবৃত্তি অত্যধিক, উত্তেজনাব জন্য সে অস্বাভাবিক উপায়ে কাম প্রবৃত্তিব সমাধান কবিত্তে পশ্চাৎপদ হয় না, প্ল্যাটিনাম রোগিণীরও কাম প্রবৃত্তি অত্যধিক। এই ঔষধে যেমন কামেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা আছে; ইহাতে জরায়ু-চ্যুতি জরায়ুব প্রবল নিম্নগতি বোগিণী মনে করে যেন তাহার জরায়ু আদি সমস্তই বাহির হইয়া পড়িবে সেইজন্য সে উরুর উপর উরু রাখিয়া যোনির মুখ চাপিয়া রাখে, সেই সঙ্গে তাহার কামোদ্ভাদনা বর্তমান থাকে। সিপিয়া বোগিণীরও জরায়ুর নিম্নগামী ভাব ও জরায়ু-চ্যুতি আছে কিন্তু তাহাব কামোদ্ভাদনা নাই। লিলিয়াম রোগিণীরও জরায়ু-চ্যুতি আছে বোগিণী হাত দিয়া যোনিমুখ চাপিয়া রাখিলে উপশম; লিলিয়াম বোগিণীরও কাম ভাব খুব। মিউরেক্স বোগিণীর নিজের জরায়ুব অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা (হেলোনি), জরায়ুর মুখে অত্যধিক বেদনা যেন কেহ তথায় অস্ত্রাঘাত করিতেছে এক্রপ বোধ। জরায়ুর বামদিকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা সে মনে করে যেন জরায়ুর এবটা অংশ কেহ পেশন করিতেছে, জরায়ুর ডাণদিক হইতে বাম স্তন পর্যন্ত একটা বেদনা চালিত হয়। জরায়ুব যে কোন পীড়ায় উপরোক্ত লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকিলে মিউরেক্স ঔষধ।

প্রদরাদি বোগেও মিউরেক্স ব্যবহার্য কিন্তু তাহার কামোদ্ভাদনা কথায় স্বরণ রাখিতে হইবে। ইহার প্রদবশ্রাব হরিস্রাব রসেব দ্বায গাঢ়। উহা ক্রমে লালবর্ণের হয়। বাহ্যে করিবাব সময় রক্তের দ্বায প্রদবশ্রাব নিঃসৃত হয়। গর্ভবতীদের প্রদবশ্রাবকালে পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। ইহার একটা উল্লেখযোগ্য লক্ষণ আছে প্রদবশ্রাবের সময় সে বিমর্ষ হইয়া পড়ে কিন্তু যত বেশী প্রদবশ্রাব হইতে থাকিবে ততই বেশী সে প্রফুল্লভাব ধারণ কবিবে।

ঋতুশ্রাব নিয়মিত সময় অপেক্ষা কিছু বিলম্বে হয়, কয়েকদিন শ্রাবের পর তাহার ঋতু বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু ১২ ঘণ্টা বাদ পুনরায় প্রকাশিত হয় এই লক্ষণ আমরা ক্রিয়োজোট ও সিপিয়ার দেখিতে পাই। ক্রিয়োজোট রোগিণীর ঋতুশ্রাবের সময় একপ্রকার বিবাহী শ্রাব নিঃসৃত হইয়া তাহাব স্ত্রী সঙ্গে ও উরুতে ধাবের সৃষ্টি করে ঐ স্থান ফুলিয়া যায়, চুলকায় ও জ্বালা করে।

নিজ্রা :—তাহার সন্ধ্যাবেলা ঘুমের ভাব আসে সেই সময় নানাপ্রকার বিরক্তিজ্ঞক স্বপ্ন দেখে। ঘুমের বোরে প্রবল প্রস্রাবের বেগ হয় প্রস্রাবের বেগ আসিলেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, প্রস্রাবে শাদা তলানি পড়ে।

শক্তি :—৩৫, ৬৫, ৬, ৩০, ২০০ গ্রাম।

মিউকোটক্সিন (Mucotoxin.) ।

ব্যবহারস্থল :—শিশু ও বৃদ্ধদিগের তরুণ স্নেহায়ুক্ত সন্ধিরোগে উপযোগী ।

• মিরবেনু (Mirbane..) ।

ব্যবহারস্থল :—রক্ত কাল ও গাঢ় অতি কষ্টে উহা জমাট বাধে । মস্তিষ্ক হইতে অতিরিক্ত রক্তশাষ হয় । রোগীর মুখে আলাভনক স্বাদ । তাহার ঠোঁট, জিহ্বা, চামড়া এবং নখ একত্রিত অবস্থায় থাকে ।

মিফাইটিস-পিউটোরিয়াস (Mephitis Putorius.) ।

পরিচয় :—ইহাব অপর নাম স্বক্ক । আমেরিকাব স্থানে স্থানে স্বক্ক নামক একপ্রকার হিংস্র জন্তু আছে ইহাকে পোলক্যাটএ বলা হয় । ইহাব মলদ্বাবের নিকট একটা থলিয়া আছে, উহা হইতে তীব্র গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় এই তরল পদার্থ দেখিতে পূঁজের তায় ও হলুদবর্ণের । ইহাব একান শত্রু নিকটে থাকিলে ইহার ক্রোহাদিগের গায়ে উগ্রগন্ধযুক্ত রসগুলি পিচ্কারীর তায় ছাড়িতে থাকে । কোন প্রকারে ঐ রসগুলি যদি তাহাদেব চক্ষে লাগে তবে সে শত্রু চিরদিনেব জন্তুই অন্ধ হইয়া যায় । সুরাসাবে ঐ রস মিশাইয়া মাদার টিংচার তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—অন্ধত্ব, নানাবিধ চক্ষুবোগ, হাঁপানি ; হাঁপানি হইয়া সহজে দম বন্ধ হইয়া যাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উত্তম ঔষধ ।

ক্রিয়াস্থল :—ইহা হৃপিং কাসির একটা খুব ভাল ঔষধ । হৃপ শব্দ হইয়া ইহার কাসি আরম্ভ হয় ।

চক্ষুরোগে ইহার রোগী ছোট অক্ষরের লেখা পড়িতে পারে না । সে মনে করে সমস্ত অক্ষর পরস্পর ছড়াইয়া গেল । তাহাব মাথায় বেদনা ও চক্ষুর মধ্যে বেদনার জন্ত সে ভাল দেখিতে শায় না (মৌনি, ফস্, ফাইসো) । রোগীব চক্ষুর ভিতর অত্যন্ত বেদনা, সে কোনদিকে চাহিলে পর তাহার চক্ষুর ভিতর কি একটা আবদ্ধ আছে এরূপ বোধ । চক্ষুব সামান্য পরিশ্রম করিলে সে মনে ভাবে তাহার দৃষ্টিশক্তির লোপ হইবে, অন্ধ বোগীব পক্ষেও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ ।

• হৃপিং-কাসি রোগে মিফাইটিস একটা উত্তম ঔষধ । ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন,—যে সকল কাসিতে হৃপ শব্দ বেশী থাকে সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রসূ । রাত্রি ও শয়নের পর কাসির বৃদ্ধি । কাসির সময় মনে হয় যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, শ্বাসান্ত্যাগ করিতে অত্যন্ত কষ্ট । কাসিতে খাদ্যদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়, সময় সময় খাওয়ার অন্তক পরেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া বমন হয় । সময় সময় কাসি এত স্বাভাবিক হয় যে রোগীর ধনুষ্কারাদি আক্ষেপ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । প্রতিবার কাসির সময় শিশুর শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হইবে এরূপ বোধ এবং কাসিবার সময় তাহার মুখ নীল হইয়া যায় । কেহ সেই সময় উঠাইয়া না বসাইলে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার শ্রাণ অবস্থা হয়, ইহার কাসি রাত্রিই বেশী হয় । ইহার শিশু

ঠাণ্ডা বেশ সহ্য করিতে পারে। ঠাণ্ডায় তাহাব কোন অনিষ্ট হয় না। বরং খুব ঠাণ্ডা জলে নান করিলে তাহাব বেশ আশ্বাস বোধ (কলি-সালফ)।

অুরাপায়ীদিগের ক্ষয়রোগে ও হাঁপানি কাসিতে রোগী অভিযোগ করে যেন তাহার গলার ভিতর গন্ধকের ধূম প্রবেশ করিতেছে। যখন ডুসেরা প্রয়োগেও কোন উপকার পাওয়া যায় না তখন এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায়। ইহার হাঁপানি রোগী অত্যধিক ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে, যত ঠাণ্ডাই লাগুক না কেন তাহার কোন অপকার হয় না, সে শান্তিই পায়। সর্কসাধারণ যখন শীতের তাড়নায় কাতর হইয়া পড়ে তখন মিফাইটিসের বোগী ঠাণ্ডা জলে আশ্বাস করিয়া নান করে। যক্ষ্মাবোগীও হাঁপানিতে রিউমেস্ম বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

নিদ্রা:—পুনঃ পুনঃ তাহার চক্ষু হইতে জল পড়ে। দিনেব বেলা তাহার অত্যন্ত ঘুম পায়, এমন কি সে তাহার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের সহিত কথাবাগ্গী বলিতে পর্য্যস্ত চায় না। সে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটায়, বাত্রে সামান্তক্ষণ নিদ্রাব পবও যদি সে অতি ভাবে ঘুম হইতে উঠে তত্রাচ সে অনেকটা স্নহবোধ কবে কিন্তু রায়ে তাহার ঘুম কিছুতেই আসে না, নিদ্রা আসিলেই তাহার শ্বাসরোধের হুচনা হয়, ঘুম ভাঙ্গিবার পবও তাহাব সেই ভাব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। মিফাইটিসের রোগী রাত্রেব নিদ্রাটিকে ভয়েব চোখে দেখে, ল্যাকেসিস রোগী রাত্র বা দিন সর্কক্ষণের নিদ্রাকেই ভয়ের চোখে দেখে, কাবণ নিদ্রাভঙ্গের পরই তাহাব সর্ক উপদ্রবের বৃদ্ধি।

স্বাযবিক দুর্বলতার জন্ত ইহার প্রয়োগ আছে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে, প্রায়ুবিধানের উপর ইহা প্রভাব বিস্তাব কবে, যখন রোগীর দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে বিশেষতঃ যখন তাহার পাথের কোথায়ও অসাড়তাব আসিয়া পড়ে তখন ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—রাত্রে শয়ন কবিবার পব, বিশ্রামকালে, সকালবেলা ও কেঁহ স্পর্শ করিলে রোগের বৃদ্ধি; অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলে নান করিলে, সামান্ত নিদ্রার পব, সোজা হইয়া বসিলে এবং দেহ সঞ্চালনে রোগের উপশম।

সম্বন্ধ:—মিফাইটিস—ক্ষয়কাসিতে ডুসেরা তুল্য; হুপিং কাসিতে কোর্যালিয়াথ তুল্য; রাত্রিকালের কাসিতে রিউমেস্ম তুল্য; রাত্রিকালীন অন্ধত্বে বেলেডোনা তুল্য; তামাকে ঘৃণা জন্মিলে ইমেসিথা তুল্য; স্বাযবিক দুর্বলতায় মস্কাস, জিঙ্কাম তুল্য।

শক্তি:—নিম্নক্রমের ঔষধই বেগী ব্যবহৃত হয়, তবে ৬, ৩০, ২০০ শক্তিও ব্যবহার করা চলে।

মিকানিয়া (Mikania) }

মিকানিয়া ও গুয়াকো একই ঔষধ, সুতরাং গুয়াকো অধ্যায় দ্রষ্টব্য

(*Mitchella Repens.*) }

পরিচয় —ইহা একপ্রকার মটর বিশেষ, সাধারণতঃ পাখীরা ইহা খায়।

ব্যবহারস্থল:—এই ঔষধ জরায়ু প্রদাহ; স্রাবাধারের উত্তেজনা, স্রবৃদ্ধতা; ও স্রবৃদ্ধির বেদনায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ মিচেল্লা প্রস্রাব ও স্রবৃদ্ধনেত্রের উপরই বেশী কার্যকরী ঔষধ।

প্রস্তাব :—মৃতদেহের উত্তাপাধিক্য, উহার গ্রীবা দেশে উত্তেজনা বশতঃ রোগীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, জ্বীলোকদিগেব মৃতদেহ গ্রীবা ফুলিয়া গিয়া প্রস্তাব অত্যন্ত লাল বর্ণের হয় এবং তাহাতে শাদা শাদা তলানি পড়ে (ক্যান্সা, জিন্বে, ম্যাগ কার্ক, সার্সাপে, সিপিয়া) জ্বীলোকদিগের জরায়ুর দৌষের সহিত মৃতকঙ্কুরোগেও ইহা ব্যবহার্য্য (এপিস) ।

• **জরায়ুর পীড়া :**—জরায়ুর মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা, এবং তীব্র বেদনা হয় জরায়ুপীড়ায় । রক্ত সঞ্চিত হইয়া ঘোর লালবর্ণ ধারণ করে, ফুলিয়া উঠে সেইসঙ্গে মৃতদেহের উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হইলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ । উপরোক্ত যন্ত্রণাদি সহিত জরায়ু হইতে প্রচুর উজ্জল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইলেও ইহা ট্রিলিয়াম, হ্যামামেলিস প্রভৃতি ঔষধের তুল্য ঔষধ । প্রসব বৈদ্যের তিন মাস পূর্ব হইতে এক জাতীয় ব্যথা হয় উহাকে কৃত্রিম প্রসব বেদনা বলে, সেই সকল বেদনায় যেমন আক্টিয়া-বের্সিমোসা, জেলিস, নাক্স-মস, পালস, ভাইবার্ণ প্রভৃতি উত্তম ঔষধ, মিচেলোও সেই অবস্থায় ব্যবহার্য্য ঔষধ । দীর্ঘকাল ব্যাপী ক্ষীণ প্রসব বেদনায় কফিয়া, কোল-কা, ওপি, তুল্য ঔষধ ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ও ১x ক্রম ।

মিলিফোলিয়াম (Millefolium.) ।

পরিচয় :—ইহাব অপর নাম ‘আরো’ ।

ব্যবহারস্থল :—রক্তস্রাবের জন্য মিলিফোলিয়ামকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও ভুল হইবে না, শ্রেষ্ঠ বলায় কেহ অস্বাভাবিক মনে না করেন অধিতীয় বা সঙ্গশ্রেষ্ঠ । মিলিফোলিয়াম বোগীর সর্কদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে । আঘাত বা পতনাদির জন্য রক্তস্রাবে ইউবোপ খণ্ডে এই আরো বা মিলিফোলিয়াম বহু যুগ হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, ইহার রক্তস্রাব ফুসফুস, বায়ুনলী, স্ববনলী, পাকস্থলী, নাসিকা মৃতদেহ, মনাস্র ও জরায়ু প্রভৃতি স্থান হইতে পারে । হ্যামামেলিস, ট্রিলিয়াম ও মিলিফোলিয়াম এই তিনটি ঔষধই রক্তস্রাবের উৎকৃষ্ট ঔষধ । মিলিফোলিয়াম বেদনাশুলক উজ্জল লালবর্ণের রক্তস্রাবের জন্য বিখ্যাত । অস্ত্রাঘাত বা আঘাতাদি পর প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে ইহাদ্বারা বন্ধ হইয়া যায় । প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমাদির পর প্রচুর বেদনাশুলক উজ্জল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইলে মিলিফোলিয়ামই ঔষধ । অর্শ রোগীর যদি উজ্জল লাল রক্তপড়ে সেখানে এই ঔষধ অতি চমৎকার ভাবে কার্য্য করে । যক্ষ্মা রোগীর মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে টুকটেকে লালবর্ণের রক্ত যদি উঠে আব যক্ষ্মা যক্ষ্মা না থাকে তখন এই ঔষধ দ্বারা সেই রক্ত খুব শীঘ্র শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায় । ঋতু কোন কারণে বন্ধ হইয়া পাকস্থলী হইতে রক্ত নির্গত হইলে (যদি ঐ রক্ত পূর্ববর্ণিত রূপ হয়) ইহাই ঔষধ । নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইলে ইহা প্রয়োগ বিধি । শিশু খেলা করিতেছে, খেলিতে খেলিতে নাকে হয়তো সানাত্ত একটু চোট লাগিল, তখন তাহাব কোন যন্ত্রণা বা কিছুই হইল না, কিন্তু কিছু পরে যখন প্রচুর পরিমাণে আহত হান হইতে বেদনাশুলক রক্তস্রাব হইতে থাকে তখন অল্প ঔষধের চিন্তা না করিয়া মিলিফোলিয়াম প্রয়োগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ রক্ত কমিয়া যাইবে ।

আমরা এইরূপ, বহু রক্তস্রাব-মিলিফোলিয়াম দ্বারা আবোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি ।

ইহার রোগীর আর একটা বিশেষত্ব আছে সে ধীরে ধীরে চলাফেরা করিলে মাথা ঘুরায় কিন্তু খুব জোরে চলিলে মাথা ঘুরাইবে না।

রোগের বৃদ্ধি মাথা নোবাইলে, সন্ধ্যা ও রাত্রে, অতিরিক্ত পশ্চিম করিলে, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গেলে, কাফি পানে।

উপশম দিনের বেলা, সুরাপান করিলে।

মিলিফোলিয়াম আর্গিকা ও অ্যাকোনাইটের পর (বিশেষতঃ বস্ত্রশ্রাব) ব্যবহৃত হয়। রক্ত বমনে ইহা ত্রায়োনিয়া ও অষ্টলেগো তুল্য।

শক্তি :- মূল অরিষ্ট, ১৫, ৩, ৬ ও ৩০ কোন কোন ক্ষেত্রে ২০০ ক্রম।

মিলিপেডিস (Millepedes.) ।

ব্যবহারস্থল :-শোথ, হাঁপানি তৎসহ স্নৈয়িক ব্রঙ্কাইটিস রোগে, মাথার যন্ত্রণা যদি ডাণ্ডিকের কাণের উপর হয় তবে এই ঔষধ উপযোগী।

শক্তি :- ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার্য।

মিনিয়্যাথ্বেস-ট্রাইফোলিয়েটা (Menyanthes Trifoliata.) ।

পরিচয় :-ইহার অপব নাম বার্কবিন। এই জাতীয় গাছ উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার থানা, ডোবা প্রভৃতি পচা জলযুক্ত স্থানে জন্মায়। মহাত্মা হানেম্যান নিজে এই ঔষধ পবীক ও প্রভিৎ করেন। এই জাতীয় গাছের যখন ফুল ফুটিবাব সময় উপস্থিত হয় তখন এই গাছের সমুদয় অংশ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে মূল অবিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :-ম্যালেরিয়া অব, মাথাধরা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাচিয়া উঠা, অন্ধত্ব, বৃকের নানাবিধ পীড়া, শিলধরা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি পীড়ায় কার্যকরী।

শিরঃপীড়ার সময় যখন তাহার মস্তিষ্কে ভিতব কেহ নিশ্চেষ্ট কবিতোছে এরূপ বোধ এবং সেই সময় দুই হাত দ্বাৰা জোবে মস্তক ধমিলে যদি আরাম বোধ হয় তবে এই ঔষধ উপযোগী। রোগী মনে করে যেন একটা ভয়ঙ্কর ভারী পদার্থ তাহার মাথার উপর চাপান আছে, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় সে মনে কবে যেন মাথার দুইদিক হইতে কেহ তাহার মাথা চাপিয়া ধরিয়াছে। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিবার সময় মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি (ক্যালকে, ম্যান, সালফ)।

ম্যালেরিয়া বা সবিরাম জরের শীতাবস্থা যদি অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং শিপাসার অভাব থাকে, জ্বরের সময় হাত, পায়ের আঙ্গুল ও উদর মধ্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ কিন্তু সমস্ত শবীর গরম। আঙনের উত্তাপে বা উত্তনের পাশে বসিলে কিছুক্ষণের জন্ত উপশম। রোগীর মেরুদণ্ড মধ্যে অত্যন্ত শীত বোধ ও কম্পন অন্তর্ভব এবং তাহাব পা হইতে জাহ্ন পর্যন্ত অত্যন্ত ঠাণ্ডা, হাত দিলে মনে হইবে যেন পা দুইখানি খুব ঠাণ্ডা জলে ডুবান ছিল। মিনিয়েথাস চাতুর্ধিক জরে যে জ্বর (প্রত্যেক চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুইদিন অন্তর আসে) বিশেষ ফলপ্রদ। ডাক্তার ক্যারিংটন

বলেন যে চাতুর্থিক অব্বে জাহুব নিম্নাংশ পর্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে মিনিথেমাস কার্যকরী ঔষধ। ইহার বোগীর উত্তাপাবস্থাও জলপিপাসা থাকে না, মুখমণ্ডল অত্যন্ত গরম হয়, থাকিরা থাকিয়া উত্তাপাবস্থার আবির্ভাব, সেই সঙ্গে প্রলাপ বকা, শয়নের অনতিকাল পর হইতেই তাহার সমস্ত শব্দে ভয়ানক ঘাম হইতে থাকে। ঐ ঘাম সমস্ত রাত্রি পর্যন্ত বিত্তমান থাকে। মিনিথেমাস রোগীর রাক্ষসী-সুখা (আঘোড়), মাংস খাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সিন্‌কোনা বা কুইনাইনেব অপব্যবহারের পর নানাবিধ উপসর্গে ইহা কার্যকরী ঔষধ।

উদ্ভব মধ্যে ভার বোধ, বোগী মনে ভাবে যেন সমস্ত দিন তাহার পেট ভারী হইয়া রহিয়াছে, অথচ ক্ষুধার ক্রমটি মোটেই হয় না, যত পায় ততই খাইবার আকাঙ্ক্ষা। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার অস্ত্র বায়ু দ্বারা ভর্তি হইয়া বহিয়াছে, সেইজন্য সে পুনঃ পুনঃ বায়ুনিঃসরণ করিতে চেষ্টা করে, অথচ বায়ু নিঃসারিত হয় না। তাহার পাকস্থলী হইতে অন্ননালী পর্যন্ত পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে বোধ, সেই সঙ্গে গা-বমি-বমির ভাধ। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার সময়ও হাত দ্বারা পেট ঘুসিলে পেটে শীত বোধ। তাহার কোন সময়ই জল-পিপাসা থাকে না, জল-পিপাসার অভাব।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০।

মেজেরিয়াম (Mezerium.) ।

পরিচয় :—ক্যামিলিয়া বা চামেলিয়া-জাবমেনিকা বা ডাফনি-মেজেরিয়াম গুল্ম জাতীয়। ইহা প্রায় সমগ্র ইউরোপে ও কৃষিয়ার পার্শ্বত্যা প্রদেশে পাওয়া যায়। ফুল জন্মিবার পূর্বে বৃক্ষের ছালগুলি তুলিয়া সেই সব তরঙ্গা ছাল হইতে মাদার টিংচার তৈরী হয়। এই ঔষধ স্বয়ং চানেনমান পরীক্ষা বা প্রভিঃ করিয়া গিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল :—উপলংঘ, পারদ সেবনজনিত গ্রন্থি ও অস্থিবেষ্টনির বোগ, অস্থিক্রান্ত, অস্থিবেষ্টজ দস্তশূল, মুখমণ্ডলের শায়শূল, একজিমা, নানাবিধ চর্মরোগ, দাঁদ, বক্ত্রস্রাবী ক্ষত, ছুধে-মামড়ী, মলম্বারের চ্যুতি, বন্ধা বমগীদিগেব বোনিদেশে চুলকানি, গোবীজ দ্বারা টিকা দিবার মন্দফল; কর্ণপটহেব স্থলস্রোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়ামূল্য :—চর্ম ও অস্থিবেষ্টনিব নানাবিধ পীড়ায় ও শায়শূলাদি রোগে উপযোগী। মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রেব লৈঙ্গিক ঝিল্লীর উপরও ইহার ক্রিয়া বিত্তমান।

মন :—মেজেরিয়াম রোগিণীর অবসন্নতা, মানসিক অস্বাস্থ্য, সকল কার্যে ও সকল বিষয়ে উদাসীনতা, তুচ্ছ কামনে (হয়ত তাহার বাগ হইবার কোন কারণ নাই), সে বাগিয়া অস্থির, এমন কি সে বিনা কারণে রাগের মাধ্যম চীৎকার করিয়া অস্থির করিয়া তুলে, কিন্তু অল্প পরেই নিজের ভুল বুঝিয়া ছুঃখপ্রকাশ করে। মেজেরিয়াম রোগী সদ্ধা-সর্কদা যেন খারাপ সংবাদ জ্ঞাসিবে এই আশঙ্কায় সশঙ্কিতভাবে থাকে, আরও বিশেষতঃ একা একা থাকিলে তাহার অস্থিরতা বা চাকল্যের বুদ্ধি হয়, সেইজন্য সে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ চায় (বিস্মাধ, ক্যাডমি-সালফ, ক্যাম্ফো, লাইকো, কস, সিপি), রোগীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত ক্যাকাসে, মুখে দ্বায়ে ভর্তি বা পুরাতন দ্বায়েব দাগে অথবা কোড়ায় পূর্ণ। ক্রম ক্যাকাসে মুখখানা কখনও হয়তো একটু রক্তাভাপূর্ণ হইয়া উঠিল কিন্তু পুনরায় পূর্ববৎ ক্যাকাসে ও বিশ্রীভাব ধারণ করিবে।

শিরঃপীড়া :—মেজেরিয়াম রোগীর মাথার ভয়ানক যন্ত্রণা ও মস্তিষ্কের পীড়া, মাথায় ব্যথা যেন ছিঁড়ে ফেলার মত বা ভেঙ্গে যাইবাব স্তায়, মাথায় সামান্য স্পর্শতেই মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। উপদংশগ্রস্ত রোগীর মাথার যন্ত্রণা, মাথার দুই পার্শ্ব হইতে মাথার যন্ত্রণা, মাথার খুলি হইতে ভাগ হইয়া যাইবে সেইরূপ ভাব। কখনও তাহার মাথার যন্ত্রণা এত অধিক হইতে থাকে যেন বহুসংখ্যক পিপীলিকা মস্তিষ্কের মধ্যে দংশন করিতেছে।

মস্তকে একজিমা বা দুহ্ম-চিপটিকা বোগে মেজেরিয়াম একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর সমস্ত মাথাটি ঘন চিপটিকা দ্বারা আবৃত, উহা ভিতর গাট শাদাবর্ণের পূজ্জ জন্মে, বোগীর বা শিশুর মাথার সমস্ত চুল জটাব স্তায় হইয়া যায় (সোবি)। শিশুর মাথার উপর জালাযুক্ত চুলকানি, এক স্থানে চুলকাইলে অপর স্থানে চুলকাইবার আকাঙ্ক্ষা। মাথার উপর ছোট ছোট কোড়া উঠিয়া থাকে। ঘাঘের জালা যন্ত্রণা ঠাণ্ডা ও সন্ধ্যাবেলাই বেশী হয়। বোগীর সমস্ত মাথায় মরামায়ে পূর্ণ, চুলকাইলে মাছের আঁসেব স্তায় মরামাস যেমন উঠে সেইরূপ উঠিয়া যায়—থোকা থোকা চুল। মাথায় এমন চুলকানি উঠে যে শিশু অনবরত চুলকাইয়া চুলকাইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলে। মাথার একজিমা বা দুহ্ম-চিপটিকা ক্র ও ঘাড় পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ডাঃ কেন্ট বলেন যে, মেজেরিয়াম বোগীর গবম হাওয়া বা গবম ঘরে সমস্ত রোগ-লক্ষণেব বৃদ্ধি, তবে ঘাহাদের কোড়া বা চর্মরোগ আছে তাহাদের বৃদ্ধি গুণে হয় ইহা ব্যতিবেক অপর ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা ও স্নাত্তান্তে স্থান তাহার রোগেব বৃদ্ধি। মেজেরিয়াম যেমন মাথার ঘাঘে ও একজিমায় বিশেষ ফলপ্রদ সেইরূপ ইহা মুখমণ্ডলের নানাবিধ চর্মরোগে কার্য্যকরী। রোগীর মুখের উপর রসপূর্ণ উদ্বেদ বাহির হয়, উহা অনবরত চুলকাই, এক্রপভাবে সে চুলকাইতে থাকে যেন উদ্বেদগুলি তুলিয়া ফেলিবে, ইহার ফলে ছোট ছোট উদ্বেদগুলি বড় উদ্বেদে যেমন পরিণত হয় তদ্রূপ ঐ রস যেখানে লাগে সেইখানে বা হয়।

চর্মরোগ : নানাবিধ দক্ষরোগে, চর্মরোগে এবং অসহ্য চুলকানিযুক্ত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ উদ্বেদাদি রোগে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। ডাঃ ক্যার্লিংটন বলেন যে গণ্ডমালা-গ্রন্থদ্বিগের একজিমা রোগে ও কঠিন চিপটিকা রোগে ইহা ফলপ্রদ। ঐ সকল উদ্বেদ হইতে অধিক পূজ্জ নির্গত হয়, রাত্রে উষ্ণগৃহে বা উষ্ণ বস্ত্রধাৰা ঢাকিলে অত্যন্ত চুলকানি বৃদ্ধি। যেস্থান হইতে মূল ক্ষত বা অন্তান্ত উদ্বেদাদি প্রথম বাহির হয় তাহার চতুর্দিকে অপচ্যমান বহু উদ্বেদ বাহির হওয়া মেজেরিয়ামের একটা লক্ষণ।

ডাঃ ডানহাম বলেন—পারদ ও উপদংশের সম্মিলিত ফলস্বরূপ যে সকল চর্মরোগের সৃষ্টি হয় বিশেষতঃ উহা যদি নিম্নোক্তেই বেশী হয় তবে এই ঔষধের ২০০ শক্তি ফলপ্রদ।

অস্থিবেদনা :—পারদেব অপব্যবহারের পরে অস্থি আক্রান্ত হইলে বা করোটি, হৃদয় ও উরুদেশের অস্থিবেদনায় এবং বাতজনিত বা সামান্য অস্থিবেষ্টের প্রদাহে ও নিরহর অস্থিবেষ্ট প্রদাহে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

দন্তশূল :—পোকায় খাওয়া দাঁতে ভয়ানক যন্ত্রণা (ক্রিয়ো, ট্র্যাফি) শিশু তাহার আক্রান্ত দাঁত অনেক বড় হইয়াছে বলিয়া মনে করে, সে ঐ দাঁত দিয়া কোন জিনিষ কামড়াইলে বা জিহ্বা দ্বারা ঐ দাঁত স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ। দাঁতের ও মুখমণ্ডলের উভয় বিধ দাঁতশূলে ইহা কার্য্যকরী যদি ঐ বেদনা মুখের বামদিকের হাতের মধ্যে বেশী হয় ; রাত্রে দন্তশূলের বৃদ্ধি। মুখে অত্যধিক

লালা সঞ্চয় (মার্ক-সল) মেজেরিয়াম শিশুর প্রস্রাবের উপর দুধের সুরেব ভাষ পদার্থ ভাসিয়া বেড়াই। ন্নায়ুশুলের বেদনা রাতে বিছানায় শুইলে বেশী হয় এবং গরম-সেকে উপশম কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যন্ত্রণার আবির্ভাব ; মুক্ত হাওয়ায় হাস (কেট)। প্রদাহাঙ্কিত বাত রোগও রাতে বিছানায় উত্তাপে বৃদ্ধি লাভ করে; সামান্য স্পর্শে বেদনাব বৃদ্ধি। বেদনা ক্রমে ক্রমে হাড়ের ভিতর চালিত হয় এবং হাড় যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ বেদনা হইতে থাকে। বোগী মনে করে যেন হাড়গুলি বড় হইয়া যাইতেছে, পেরিস্টিমিয়ার (অস্থি আবরণের) ভিতর ছিঁড়ে গেল এরূপ বেদনা ; হাড় পচিয়া যাওয়া বা হাড়ে ঘুণ পরা (Necrosis), অস্থিকৃত (Caries), ভগ্নব্রণের বা হইতে যখন শালা শালা পদার্থ বাহির হইতে থাকে এবং ক্ষতের চতুর্দিকে যখন বহুসংখ্যক রসপূর্ণ উদ্ভেদ দ্বারা বেষ্টিত থাকে তখন এই ঔষধ ফলপ্রসূ।

সম্বন্ধ :—মেজেরিয়াম চক্ষুর দাঁতের ও অপরাপব ন্নায়ুশুলে স্পাইজি তুল্য ; পামারোগে রাস, আনাকা, অঙ্গুলিব ক্ষতে বোবান্ন ; অস্তির বেদনায় আঙ্গাস ; দাঁতে পোকা লণ্ণায় ক্রিয়োজোট, ষ্ট্যাফি ; বাত বোগে রাস, ব্রাই তুল্য ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—ঠাণ্ডায়, শ্রীতশ্রীতে স্থানে বা (রাস, নেট্রাম-সা) ঠাণ্ডা হাওয়ায়, হাওয়ায় পরিবর্তন, উত্তাপ, শয়ন কবিলে ও বিছানায় উত্তাপে (মার্ক-সল) নড়াচড়ায় বোগেব বৃদ্ধি ; মুখের ভিতর গীতল বায়ু টানিয়া লইলে, মাথা নোয়াইলে, আক্রান্ত অংশ দৃঢ়ভাবে থাকিলে উপশম।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০ বা তদুর্ধ্ব শক্তি।

Menthol) }

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নাকের তরুণ সর্দি, কাণেব তরুণ পীড়া, কাণপাকা, ফ্যাব্রিজাইটিস, লেরিজাইটিস, ন্নায়ুশূল ও গুণ্ণদ্বাবের চুলকানি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

শক্তি :—৬, কিন্তু বাহ্য ব্যবহারের জন্ত (চুলকানি ক্ষেত্রে) ইহার লোশন বা মলম ব্যবহার্য্য।

মেম্বা-পিপারেটা (Mentha Pipereta)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম পিপারমেন্ট। ইউরোপ এবং আমেরিকায় শ্রীতশ্রীতে স্থানে এই জাতীয় গাছ অনেক পাওয়া যায়। ইহার সমস্ত টাটকা গাছ হইতেই মাদারটিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—শুষ্ককাসি, সর্দি, গলক্ষত, শিরঃপীড়া, অরেক পব অত্যন্ত কণ্ণদ্বাব উদ্বাগ্নান সহ শিশুশূল, যোনিদেশের চুলকানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

খাসযন্ত্রের উপরই ইহাব ক্রিয়া বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শ্বকৃৎকে কাসিতে হাইওসাবেমাস, রিউমেস ও মেম্বা পিপারেটা অতিশয় কার্য্যকরী ঔষধ। বোগীর আলজিহ্বা বাড়িয়া কাসি। আলজিহ্বা এমন ভাবে বাড়ি যে উহা নড় নড় করিয়া আসিয়া রোগীর জিহ্বায় ঠেকে। কিছু গিলিবার সময় গলার ভিতর শুষ্কভাব ও ব্যথা রোগী মনে করে যেন তালুসুলে একটা পীন বাড়ভাবে

আবদ্ধ হইয়া আছে। খুকখুকে কাসিতে যদিও এই ঔষধ ফলপ্রসূ কিন্তু রিউমেকসের তুল্য বা সমকক্ষ কোন ঔষধ নহে। স্বরভঙ্গ হইলেও ইহার প্রয়োগ আছে—উচ্চৈঃস্বরে পড়াশুনায় ফলে যাহাদের গলা ভাঙ্গে তাহাদের পক্ষে ইহা সেনেগা ও ক্যালকে-ফ্লু তুল্য ঔষধ। কেহ কেহ বলেন যে গায়কলিগকে গান "গাহিবার কক্ষিঃ পূর্বে মেছা-পিপারেটা সেবন করিতে দিলে গায়ক" বহুক্ষণ গান গাওতে পারেন। ইহার বোগীর গলার ভিতর তামাকের ধোঁয়া, কদলার ধোঁয়া বা ঠাণ্ডা হাওয়া, কোয়াসা প্রভৃতি প্রবেশ করিলেই ভীষণ বেগে শুদ্ধকাসি আরম্ভ হইবে। ক্ষয়কাসির বোগীর শুদ্ধ কাসিতে এই ঔষধ প্রয়োগ করা চলে।

শক্তি :—৩১, ৬, ৩০।

মেছা-পুলিজিয়াম (Mentha Puligium.) ।

ব্যবহারস্থল :—কপালের হাড়ে এবং হাতে পারে অত্যন্ত বেদনা।

মেডিকাগো (Medicago.) ।

অ্যালফা অ্যালফা ও মেডিকাগো একই ঔষধ অ্যালফা অ্যালফা অধায দ্রষ্টব্য।

মেডোরিণাম (Medorrhinum.) ।

পরিচয় :—ইহা একটা নোসোড জাতীয় (রোগ-বিষজ) ঔষধ। প্রমেহ-বিষ হইতে এই ঔষধ তৈরী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—সাইকোসিস বিষজ বা বিষদ্রষ্ট গেন্টেবাত, আমবাত, ন্যাযুশুল, পক্ষাঘাত ও নারীদিগের পুরাতন ডিম্বাশয় প্রদাহ, ফ্যালোফ্যান টিউবের প্রদাহ, তন্তুময় অর্কুদু, কোষময় অর্কুদু ও জরায়ু-অস্ত্রাঙ্গ পীড়ায় এবং সাইকোসিস দ্রষ্ট শিবঃপীড়া, ইপানি, বাধক, মৃগী, চক্ষুপ্রদাহ, যকৃতের ফোড়া, চর্মরোগ বিশেষতঃ হাতের চর্মরোগ, আঁচিল, মূত্রপথের অবরোধ ; স্কন্ধ বেদনা ; কাসিনোমা বা ক্যানসার (যদি প্রমেহ বোগের ইতিহাস বিদ্যমান থাকে তবে), সর্কশ্রীরের কম্পাচ্ছতাব, তীব্র নায়াবক ঘোঁরলা ও অবসন্নতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ কার্য্যকরী।

ক্রিয়াস্থল :—কুর্চিকংসিত প্রমেহ বা প্রমেহ রোগের অব প্রতিরোধ জন্ত রোগীর স্বাস্থ্য বিকৃত হইলে বা নাশাবিধ ছুরারোগ্য রোগে ভুগিতে থাকিলে ইহা প্রয়োগে কার্য্য গুণাওরা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে যখন ব্যবস্থিত ঔষধ সন্মান্য কার্য্য করিণা আর কোন কার্য্য করে না তখন ইহা দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

মন :—স্মৃতিশক্তির অভাব ; নাম বা শব্দের প্রথম অক্ষর তুলিয়া যাওয়া। বিশেষ পরিচিত বহুব নাম পর্য্যন্ত তুলিয়া যাওয়া, তাহাদের কি নাম তাহা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এমন কি সময় সময় নিজের নাম পর্য্যন্ত তুলিয়া যায় (কেলি-ব্রোম, অ্যালিউ, ভ্যালি)। শুদ্ধভাবে উচ্চারণ

করিতে পারে না; চিরপরিচিত বাগগার নাম, বন্ধুর নাম বা কোন দ্রব্যের নাম বানান করিতে পারে না। গল্প বলিতে বলিতে গল্পের স্বত্র হারাহা ফেলে। রোগী মনে করে যেন কেহ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে (আনাকা), কে যেন ফুসফুস কবিতা কথা বলিতেছে ইহা পর্য্যন্ত সে শুনিতে পারে। কেহ যেন আলমারির পিছন হইতে তাহাকে মুখ ভাঙ্গ করিতেছে অথবা তাহার বিহানায় শুইয়া তাহাকে ভয় দেখা তেছে। মেডোবিগাম রোগিণী বোগ লক্ষণ ঠিকমত বলিতে পারে না, বলিবার সময় হতবুদ্ধি হইয়া যায় ও সব গোলমাল কবিতা ফেলে, তখন যেন তাহার একটা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে এরূপ মনে হয়, পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলে তবে রীতিমতভাবে উত্তর দেয়। বোগী বা রোগিণী না কাঁদিয়া তাহার রোগলক্ষণ অথবা অপরাপর কথা বলতে পারে না (পালসে); কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলেই সে কাঁদিয়া আকুল হয়। আকোনাটের রোগীর শ্রাস-সে কবে, কোন সময় তাহার নিজের মৃত্যু হইবে তাহা পূর্বে হইতে বলিয়া রাখে। সর্ব বিষয়ে সে ভাবশূন্য বলিয়া দেয়, রোগিণী মনে করে সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাগ বলে তাহার সত্য। সামান্য বিষয়ে সে রাগিয়া উঠে ও খিটখিট করে। মেডোরিগাম রোগীব একটি মজাব লক্ষণ আছে সমস্ত দিন সে সকলের সঙ্গে খিটখিট করবে বা অসন্তুষ্ট অবস্থায় থাকিবে কিন্তু সন্ধ্যায় সে মহা আনন্দে থাকে। সকল বিষয়েই সে ব্যস্ত, অধৈর্য্য ও উদ্বিগ্ন; কোন কার্য্য করিবার সময় রোগিণী এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে অল্পতেই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। চিপাব, নেট্র-মি, লিলিয়াম, সালফ)। নিজের লক্ষণাবলি বিষয় চিন্তা করিলে বোগের বৃদ্ধি। বেশনার বিষয় ভাবিবার্ত্তা তাহার বৃদ্ধি বা উত্তাপ প্রত্যাঘর্ষন হইয়া থাকে (অ্যামিড-অকজালিক)।

শিরঃপীড়া:—মস্তিষ্কের ভিতর অত্যধিক জ্বালাজনক বেদনা, মস্তকেব পশ্চাৎদিকেই বেশী যন্ত্রণা হয়, উগা মেরুদেশেব দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বোগী মনে করে তাহার মাথা ভারী ও পশ্চাৎদিকে ঝাঁকুট হইতেছে অর্থাৎ হেলিয়া পড়িতেছে। গাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় তাহার মাথার যন্ত্রণা ও উদ্ভাবনযেব বৃদ্ধি। কাসিলে ও চক্ষুতে আলো লাগিলে মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি। তাহার মাথার ভিতর আড়ষ্ট ভাব এত বৃদ্ধি হয় যে বোগিণী মনে ভাবে বৃষ্টি সে পাগল হইয়া যাইবে (বেল, ক্যালকে, ট্যারেটু)। মস্তিষ্কের ভ্রমণশীল স্নায়ুশূল, ভিজা স্নাতস্নাতে ঝুতুতে বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের ভিতর তীক্ষ্ণ বেদনা উগা হঠাৎ আসে ও হঠাৎ চলিয়া যায় (বেল)। মাথার এমন কোন স্থান নাই যেখানে মেডোরিগাম বোগীব যন্ত্রণা হইতে পারে না। রোগীর কপালে যেন একটা দৃঢ়বন্ধনী রহিয়াছে বোধ। মাথায় অসম্ভব চুলকানি, মাথায় নানাপ্রকার উদ্বেদ বাতির হয়, নাদের মত চর্ম্মবোগও মাথায় হইয়া থাকে। মাথায় প্রচুর মরায়াস পড়ে। রোগিণীর চুল ওঙ্ক ও সহজে উঠিয়া আসে। তাহার মাথার চুল এত শুকনা যে আঁচড়াইলে পট-পট করিয়া শব্দ হয়।

ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা:—মেডোরিগাম রোগীর রাক্সে ক্ষুধা (অ্যাগো); এই খাইয়া উঠিয়াছে পেটে আর জায়গা নাই কিন্তু খাবার দেখিলেই অমনি প্লাবাব জন্ত বায়না, তাহার দৃষ্টিমণীয় ক্ষুধা (সিনা, অ্যাগো, লাইকো, সোরি)। যেমন রোগীর অত্যধিক ক্ষুধা সেইরূপ তাহার অত্যধিক জল-পিপাসা, এমন কি সে যেন স্থল্লেব ভিতর পর্য্যন্ত জল পান করে, জল পান না করিয়া থাকিতেই পারে না। ক্ষুধা ও জল-পিপাসা যেমন তাহার অসম্ভব সেইরূপ মত্তপান করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাহার অসম্ভব অথচ সে পূর্বে এই মনকে ঘুগার চোখে দেখিত। মত্তপানে

আকাজ্জা (অ্যা-সাল্ফ, অ্যাসেরাম ও সিফিলিনাম) রোগীর দেখা যায়। মেডোরিণাম রোগীর লবণ, মদ, মিষ্ট ও গরম দ্রব্য ভক্ষণে ইচ্ছা, কমলালেবু ও কাঁচাফল ফলাদি খাইবার জ্ঞান ও তাহার ইচ্ছা খুব। আবার সাল্ফার বোগীর শ্রায় মিষ্টদ্রব্যও খাইতে চায়। তামাক, ববক প্রভৃতি দ্রব্যও তাহার অত্যধিক আকাজ্জা, যদিও তাহার এই সকল দ্রব্যে ভয়ানক লোভ, খাইতে যেমন চায় খাটতে সেইরূপ পারেও কিন্তু খাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বমি করিয়া ফেলে। জল পান করিবার পর ও কিছু খাইবার পর গা বমি-বমি ভাব, ঐ বমন টক স্বাদযুক্ত আবার কখনও তিক্ত। কখন তাহার বমনই হয় বিবমিষা আর হয় না।

পেটের বেদনা তীব্র; পেটে কামড়ান বেদনা, উহা খাইবার পর বা জলপান করিবার পরে কমে না। পেটের ভিতর কম্পন ও ছিঁড়ে ফেলায় শ্রায় বেদনা, ঐ বেদনা জাহ্নু টানিলে পর বেগী হয়। রোগীর যকৃত্তে ও প্লীহায় অত্যন্ত বেদনা, পেটে ভর দিয়া উপড় হইয়া শুইলে কতকটা উপশম। মেডোরিণাম দ্বারা উদরাও আবোগ্য হইয়া থাকে। তাহার উদরের ভিতর এমনভাবে স্পন্দন হয় যে, হাত দিয়া তাহা অনুভব করা যায়। কুঁচকীর গ্রন্থিগুলি সমস্ত ফুলিয়া উঠে। তাহার যকৃত মধ্যে অসম্ভব যন্ত্রণা হইতে থাকে, রোগী সেই সময় মনে করে আর বুঝি সে বাঁচিবে না। তাহার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়, অত্যন্ত চোঁথা টেকুর উঠিতে থাকে। তাহার মলান্ত্র হইতে অত্যধিক রক্তের শ্রায় জিনিস নিঃসৃত হইতে থাকে। মেডোবিণাম রোগীর যেমন তরল বাহ্যে হয়, সেইরূপ কখন কখনও আবাব শক্ত বাহ্যে হইয়া থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের বোগী মলত্যাগ করিবার সময় পিছনেব দিকে হেলিয়া না বসিলে বাহ্যে করিতে পারে না। মলত্যাগের সময় তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, বোগী মনে করে যেন মলদ্বাবে একটা গুটলে বদ্ধ হইয়া আছে, সে কিছুতেই উহাকে বাহ্যে করিতে পারে না, গুটলেটি বাতির করিতে তাহার চেঁপে জল আসিয়া পড়ে। নবজাত শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যেও এই ঔষধ কার্যকরী। মলদ্বার দিয়া দুর্গন্ধ আব; মলদ্বার অত্যন্ত চুলকায।

জ্বারোগ :—কিছুদিন পূর্বে যে বমণী ব বিবাহ হইয়াছে তাহার হৃদয় জননী হইতে খুব চোঁচ্ছা। বিবাহের সময় ও বিবাহের পূর্বে সে খুব স্বাস্থ্যবতী ছিল। কিন্তু এখন তাহার ডিম্বকোষে বেদনা, শ্রাতুর গণ্ডগোল অত্যধিক, তাহার রক্তশক্তি লুপ্তপ্রায় অর্থাৎ কামোদ্দীপনা মোটে নাই, মুখমণ্ডল ঘোমের শ্রায় শাদা রক্তহীন হইয়া যায়—এই সকল কারণে এখন সে খিটখিটে হইতেছে ও শ্রায় বক দৌর্জল্য অত্যধিক। স্বাস্থ্যবতী জীব এমন স্বাস্থ্য হইল কেন? অল্পসম্মানে জানাগেল তাহার স্বামীর পূর্বে একাদিকবার গণোরিয়া হইয়াছিল, এবং উহা ইন্জেক্সন দ্বারা ভাল করিয়াছে। একরূপ ক্ষেত্রে মেডোরিণাম সেই নষ্ট-স্বাস্থ্য জীব স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবে। আর তাহার স্বামী এখনও সেই সাইকোসিস্ বিব জর্জবিত উচ্ছ্বল ববক, স্বাস্থ্যহীন, ফ্যাকাসে চেহারা, মত্ত ও ধূম পানে তাহার তীব্র আকাজ্জা; সামান্য ঠাণ্ডা তাহার সহ্য হয় না, সামান্য পবিত্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত হইয়া যায়, সে সামান্য পবিত্রমে অত্যধিক ঘামে, সামান্য ঠাণ্ডায় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, তাহার শরীরের প্রত্যেক অংশে বাতের ব্যথা; কতকগুলি লক্ষণের বৃদ্ধি দিনের বেলায়, সিফিলিনামের সচিতি পার্থক্য এই যে, সিফিলিনামেব বোগ লক্ষণ রাত্রিকালে বেগী হ. মেডোরিণামের সর্বলক্ষণ দিনে বেগী হয়, তবে কতকগুলি সাইকোটিক লক্ষণ আবার দিবারাত্রি সব সময়েই সমভাবে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। ইহাও সত্য যে, মেডোরিণামের অপর লক্ষণগুলি দিনের বেলা বেগী হয়, কিন্তু মানসিক লক্ষণ বেগী

হয় রাত্রিকালে। যাহা হউক এই সকল হতভাগ্য স্বামী ও স্ত্রী মেডোরিগামের উচ্চশক্তির কয়েক মাত্রায় কিছুদিনের ভিতর আরোগ্য লাভ করিয়া পূর্বস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।

মেডোবিগাম রোগিণীর ঋতুশ্রাব ঋতু, কাল্‌চ বর্ণে ও চাপ চাপ; কাপড়ে লাগিলে উক্ত রক্তের দাগ উঠা কঠিন। ম্যাগ্নেটিক বোগিণীর কাল ঋতুশ্রাব ন্যায় ঋতুশ্রাব হয় ধূইলে পর কিছুতেই উঠিতে চায় না। বামদিকের ডিম্বকোষে ভয়ানক বেদনা, রোগিণী মনে কবে যেন ভিতরে একটি খলি বড় হইতেছে ইহাতে চাপ লাগিলেই উহা ফাটিয়া যাইবে। মেডোরিগাম বাধক বেদনার একটি উত্তম ঔষধ—রোগিণীর এত যত্নগ্ৰাহ্য হইতে থাকে যে সে পা গুটাইয়া রাতিতে বাধ্য হয়—যেন জরায়ু ইত্যাদি প্রবল বেগে নীচেব দিক্কে নামিয়া আসিতেছে (বেল, ক্রিটো, ল্যাক-ক্যান, লিনিয়াম, নেট-কার্ক, সিপিয়া)। যোনির ভিতর ও যোনিদ্বারে ভয়ানক চুলকানি। ঋতুশ্রাবের সময় রোগিণীর স্তন দুইটি বিশেষতঃ স্তনের বোঁটা দুইটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং শরীরের অপর অংশ রীতিমত গরম থাকে।

শিশুদিগের শীর্ণতা (marasmus) রোগে মেডোরিগাম দ্বারা ফল পাওয়া যায়, যদি শিশু—সাইকোটিক-বিষ, জনক জননী হইতে অর্জন করিয়া থাকে একপ ইতিহাস পাওয়া যায়—সোজা কথায় বলা চলে প্রমেহ-বিষদুষ্ট পিতামাতার পুঁয়ে পাওয়া স্বীয়মাণ-শিশু মেডোবিগাম প্রয়োগে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাইকোটিক পিতৃদ্বারা ঔষধ রোগী বিশেষ স্নেহ লাভ না, সামান্য একটু উপকাব পাইয়া থাকে; এই সকল ক্ষেত্রে মেডোবিগাম উচ্চশক্তি আশ্রিতবিক্রম ভাবে রোগীকে নিরাময় করিয়া থাকে। শিশুর মলদ্বারের ক্রিয়ায় অভাব, পিছনে সামান্য হেলিয়া পড়িলে বাহ্যে হয়, তাহা হইলে ভয়ানক শক্ত বলেব ত্রায় গোল। শিশুর মলদ্বার হইতে রস নিঃসৃত হয়, উহা নোনা মাছের জলের ত্রায় দুর্গন্ধপূর্ণ (কষ্টি, হিপাব)।

শ্বাসকষ্টতা রোগে ও প্রমেহ-বিষ-জর্জরিত পিতামাতার শিশুদিগের হাঁপানি রোগে মেডোরিগাম উত্তম কার্য্যকরী ঔষধ। সাইকোটিক দোষদুষ্ট-শিশুর হাঁপানি রোগে নেট্রাম-সালফও একটি উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-সালফ শিশু কাসিবার সময় তাহার বুক চাপিয়া ধরিয়া কাসিতে থাকে। সামান্য নড়াচড়াতেও বোগীর শ্বাসকষ্টতা ও শ্বাসবোধ হইবার উপক্রম হয়। আল্‌জিভের দুর্বলতা বা আক্ষেপের জন্ত শ্বাসবোধ হয়। শ্বাসযন্ত্রের একপ অবরুদ্ধতা যে শ্বাসপ্রসারণ করিতে বোগীর সীমণ কষ্ট হয় কিন্তু শ্বাস গ্রাণ অনায়াসে করিতে পারে। ডাঃ কেণ্ট বলেন, একপ হাঁপানি রোগী মেডোরিগাম দ্বারা আবোগ্য লাভ করিয়াছে।

শিশুর প্রস্রাব এত গরম যে মাতা বলিবেন ঐ প্রস্রাব শিশুর যেখানে লাগে সেই স্থান ঝলসিয়া যাইবে। সে প্রত্যেক রাত্রে বিছনায় প্রচুর পবিমাণ ঝাঁঝাল ও ঘোর লালবর্ণের প্রস্রাব করেন প্রস্রাব কবির সময় শিশুর মুত্রেণ্ড ও তলপেটে ভয়ানকভাবে সাঁটিয়া ধবে, তাহা কিডনী, স্থানে ও কোমরে অত্যন্ত বেদনা হইতে থাকে, খুব কতকটা প্রস্রাব হইবার পর আরাম বোধ (লাইক্লো)।

ধাতুদৌর্বল্য ও ধ্বংসজন্তু :—যে সকল যুবক গণোরিয়া দ্বারা বহুবাব আক্রান্ত হইয়াছে বিশেষতঃ তাহারা যদি গণোরিয়ার চিকিৎসা, ইন্‌জেক্সনাদির দ্বারা করাষ্টয়া স্বপ্নদোষ ও ধ্বংসজন্তু দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে তাহাদের পক্ষে মেডো ফলপ্রসূ ঔষধ। তাহাদের পুরাতন প্রমেহ-শ্রাব বহুদিন পর্য্যন্ত হইতে থাকে তাহাদের বাতরোগে ও স্বাস্থ্যহীনতায় ইহা ব্যবহার্য্য। রোগীর নিদ্রিত অবস্থায় রক্তপাত হয়, রক্তে জলের ত্রায় পাতলা, উহা কাপড়ে লাগিয়া গুকাইলে পর

কাঁপড় কড়মড় করে না (নেট্রাম-সালফ) । ইহাতে যেমন পাতলা রেতঃশ্রাব আছে, সেইরূপ ঘন রেতঃশ্রাবও আছে, শ্রাবের সতিত শাদা স্ফটিক পদার্থ বাহিব হয় । দ্বিবারাত্রি যখন তখন প্রবলভাবে লিঙ্কোচ্ছ্বাস হয় ।

কটিবাত বা বাতের পীড়া :—কোমরের বেদনা অর্থাৎ হাম্বেগো (lumbago) মেডোরিণামেব একটা প্রিয় কৰ্ম্মক্ষেত্র । গণোরিয়াধাত কটিবেদনা ও কটিশূল মেডোরিণাম উত্তম ঔষধ । সাইটিক নার্ভের বেদনায়ও ইহা কার্যকরী । পুরাতন বাতরোগে মেডোরিণাম ব্যবহার আছে । রোগী বেদনায় ভয়ানক কষ্ট পায়, রোগীর সমস্ত শরীরে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্ফটিকোৎপাদন বেদনা । বাতের কতকগুলি বেদনা নড়াচড়ায় উপশম হয়, আবার কতকগুলি নড়াচড়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । রোগীব হাতে পায়ে জ্বালা । গণোরিয়ার বাতের জন্ত মেডোরিণাম একটা উচ্চাঙ্গের ঔষধ । ইহা যেমন বাতের বেদনা ও বাতরোগ আণেগ্য করে, সেইরূপ গণোরিয়ার অবরুদ্ধ শ্রাব পুনর্বাধনেও বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে । তাহাব বামদিকের রেতঃবজ্জুতে (spermatie cord) বামদিকের সায়েটিক ন্নায়ুতে এবং কটিদেশে ভীষণ বেদনা, উহা সামান্য ঠাণ্ডায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাহারা গণোরিয়া দ্বাবা আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন ভুগিয়াছে তাহাদের পক্ষে মেডোরিণাম ১০০০ বা তদুর্দ্ধ শক্তি উত্তম ঔষধ ।

টমাস ওয়ালস কি বলেন :—শিশুদিগের মাথায় দুর্গন্ধগন্ধ চিপটিকা রোম, দাদ, মবামাস প্রভৃতি এই ঔষধ দ্বারা নিরাকৃত হয় । যে সমস্ত রোগীর পুনঃ পুনঃ ফুস্ফুসের প্রদাহ হয়, ফুস্ফুসাবরণীর প্রদাহ, অস্ত্রাবলীর প্রদাহ ও পুরাতন বাতের আক্রমণ পুনঃ পুনঃ আসিতে থাকে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ কার্যকরী । জবায়ুব বহিরাবরণী ও অন্তরাবরণী প্রদাহ, ডিপ্লোরী প্রদাহ এবং জরায়ু প্রদাহ ইত্যাদি রোগের ৯৯% ভাগ প্রতিরুদ্ধ প্রমেহ বিষের জন্ত ইহা থাকে ; সুতরাং এই সকল বোগে যখন নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও ফল পাওয়া যায় না তখন মেডোরিণামেব উচ্চ বা উচ্চতর শক্তির একমাত্রা—(প্রয়োজন হইলে) প্রতি সপ্তাহে এক মাত্রা ব্যবহার্য্য । ফুস্ফুস প্রদাহ, ফুস্ফুসাবরণী প্রদাহ বোগে যখন দেখিবে এই সকল বোগ পুনঃ পুনঃ ভল হইয়াও পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে তখন মেডোরিণাম একমাত্র ঔষধ । কিন্তু তরুণ অবস্থায় যখন রোগীর যন্ত্রণা প্রতিরাতে অত্যধিক হয় তখন সোরিণামের হাজার শক্তির এক মাত্রায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায় ।

শিশুদিগের শীর্ণতা বোগে সিকিলিনাম প্রয়োগ করিয়াও যখন ফল পাওয়া যায় না তখন মেডোরিণাম উচ্চতম শক্তিতে ফল পাওয়া যায় ।

কোন রোগের তরুণ অবস্থায় মেডোরিণাম প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে ।

হাস-বৃদ্ধি :—রোগ লক্ষণের কথা চিন্তা করিলে, উত্তাপ, ঝড় বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ সহযুক্ত ঝড় বৃষ্টিতে, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত, (সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্য্যন্ত সিকিলি) প্রভাতে রোগের বৃদ্ধি ; সমুদ্রতীরে বসবাস করিলে, উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলে, জলীয় বায়ুর সংস্পর্শে মলত্যাগের সময় পিছনব দিকে হেলিলে উপশম ।

শক্তি :—২০০ শক্তি হইতে উর্দ্ধ এবং উর্দ্ধতম শক্তি ।

মেডুসা (Medusa.)

পরিচয় :—ইহাকে জেলিফিস বলে।

ব্যবহারস্থল :—রোগীর সমস্ত মুখমণ্ডল ফুলিয়া যায়, ফোঁস্কার জ্বাষ উদ্বেদগুলি রোগীর মুখে, বাহুতে, ষাড়ে ও বুকে নির্গত হয়, ঐগুলি জ্বালা করে। ইহা দ্বারা ঘামাচিও আরোগ্য লাভ করে। জ্বালোকদিগের দুষ্কগ্রস্থির উপর এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হয়। এই ঔষধ দ্বারা দুষ্কবতীর দুষ্ক যখন হ্রাস হইয়া যায় তখন আবার পরিপূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ যাহাদেব দুষ্কদুষ্ক শুকাইয়া যায় তাহাদেব পক্ষে এই ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ। স্তন্যশ্রাবী গ্রন্থির উপর এই ঔষধের ক্রিয়া অত্যধিক সেইজন্য এই ঔষধ সেবনে বিলুপ্ত স্তনদুষ্ক পুনরানীত হয়।

শক্তি :—নিয়ন্ত্রকই বিশেষ ফলপ্রদ।

মেনিসপারমাম (Menispermum.)

ব্যবহারস্থল :—অর্দ্ধশিবপীড়ার রোগীর অস্থিরতা এবং বিরক্তিজনক স্বপ্ন দেখা, মেরুদণ্ডে বেদনা, সমস্ত শরীরে শুষ্ক চুলকানি, মুখ ও গলা শুষ্ক, তাহাব কোমবে, উরুতে, কনুইতে ও ষাড়ে অত্যন্ত বেদনা। এই ঔষধটি মণ্ডার যন্ত্রণাব জন্ত উত্তম ঔষধ মাথার যন্ত্রণা ভিতব হইতে বাহ্যিকের দিকে প্রচাপনবৎ—উঃ শরীর মর্দনে ও তাই উঠায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শরীরের বেদনা ও শিবঃপীড়া অনেকটা ব্রাইওনিয়া ও ককুলাসের দ্বায়—

শক্তি : নিয়ন্ত্রকই ব্যবহার্য।

মেলিলোটাস (Melilotus.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সুইটক্লোভার। মেলিলোটাস দুই জাতীয়, শাদা ও পীতবর্ণের। আমাদের এইটী শাদাবর্ণের। এই জাতীয় বৃক্ষ ইউরোপের প্রায় সমস্ত বড় বাস্তার ধাবে দেখা যায়। টাটকা গাছ হইতে ইহার অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মুখমণ্ডলের আবক্তিমতা ও রক্তাধিক্য এবং রক্তশ্রাব ও জ্বর এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়াস্থল। সাংঘাতিক জাতীয় মাথাধরা ও দ্রাবিক মাথাধরা, শিশুদিগেব খেঁচুনি রোগ; মাথায় কোনরূপ আঘাতাদি লাগিবার পর মৃগী বোগ; নাক দিয়া রক্তশ্রাব; রক্তোৎকাস; উন্মাদ রোগ, খেতপ্রদর; ফুসফুস প্রদাহ; ডিম্বকোষের স্রাবশূল প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ কার্যকরী।

মন :—রোগীর ধরা পড়িবার ভয়ানক ভয়, হয়ত সে কোন অগ্রায় কার্য্য কবে নাই তজ্জাত ধরা পড়িবার ভয় (জিক); াঘোসি বোগীর ভয় কেহ হয়ত তাহাকে ধরাইয়া দিবে। মেলিলোটাস রোগী পালায়ন করিবার চেষ্টা কবে কেননা তাহার বিশ্বাস সকলে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। ইহাব রোগীর আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা অরামের দ্বায়। ব্রাইওনিয়া বোগীর দ্বায় ইহার রোগীও বগুহে বাইবার জন্ত ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সে নিজের ঘরে আত্মীয় স্বজন

পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছে তথাপি মনে করে সে অপবিচিত্র লোকের মধ্যে বিদেশে অসহায় অবস্থায় আছে। মেলিলোটােস উন্মাদ রোগীর ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী—ইহার রোগী ভয়ানক উন্মত্ত। এত উন্মত্ততা বৃদ্ধি পায় যে তাকে ঘরের ভিতর চাৰিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। 'বোগীর পড়াপুনা কবিত্তে মোটেই ইচ্ছা হয় না, অত্যন্ত অলস, কোন বিষয়ে একাগ্রভাবে কবিত্তে পারে না।

শিরঃপীড়া:—ইহা মস্তিষ্ক সংক্রান্ত নানাবিধ পীড়ার উত্তম ঔষধ। ইহার রোগীর এত প্রচণ্ডভাবে মাথার যন্ত্রণা ও মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চাধিক্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে সে উন্মত্তের স্তায় হইয়া পড়ে। বোগী মনে করে তাহার কপাল ফাটিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া যাইবে। ইহার মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বেলাডোনা ও স্ট্রোম্যান অপেক্ষা কম নহে। ডাঃ স্ট্রাশ বলেন মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যের জন্ত মুখের উজ্জল লালবর্ণ বেলাডোনা ও স্ট্রোম্যান বোগীর মুখের দ্রাব কখন কখনও ফ্যাকাসে হয় কিন্তু মেলিলোটােসে বোগীর কখনও ফ্যাকাসে হয় না। মেলিলোটােস বোগীর নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া গেলে মাথার যন্ত্রণাব উপশম। যন্ত্রণা যেমন নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম হয় সেইরূপ ঘন ঘন প্রচুর পরিমাণে স্রাব হইলেও মাথার যন্ত্রণাব উপশম।

কাসি:—আক্সেপিক, শুষ্ক, কর্কশ ও ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক এবং উদ্বেগজনক কাসি রোগে এই ঔষধ কার্য্যকরী। ক্রমে ক্রমে রাহিতে এত কাসি বৃদ্ধি হইতে থাকে যে বোগী কোন ভাবেই শুইতে পারে না। কাসিবার সময় সে মনে কবে বাহিরের হাওয়া বুঝি আর পাইয়া যাইবে না। বুকের উপর চাপ বোধ, যেন তাহার গলা বদ্ধ হইয়া যাইতেছে আর শ্বাস গ্রহণ কবিত্তে পারিবে না একরূপ বোধ। ফুসফুস মধ্যে রক্ত সঞ্চাধিক্য। রোগীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া যায়, তাহার গ্রীবার ধমণী দপ্পদপ্প কবিয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া যাইবার পর সৰ্ব্ব লক্ষণের উপশম। ইহার রক্ত উজ্জল লালবর্ণের। যে কোন স্থান হইতেই রক্তস্রাব হউক না মেলিলোটােস বোগীর মুখমণ্ডল উজ্জল লালবর্ণের হইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য:—এই ঔষধে দেখা যায়, বোগীর মলান্ত্রের ভিতর প্রচুর পরিমাণে মল সঞ্চয় না হইলে তাহার বাহ্যে বেগ আসিবে না। ইহার রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য এইরূপ—একাধিক্রমে ৩৪ দিন হয়, আবার কিছুদিন বাহ্যে হইবে না তারপর কয়েক দিন রীতিমত বাহ্য হইয়া আবার কয়েক দিন মোটেই বাহ্যে হইবে না। মলদ্রাবের সঙ্কোচন বশতঃ অতিকষ্টে মল নিঃসৃত হইবে। অন্তর্বলি অর্শ রোগে যদি মলদ্রারে দপ্পদপ্প করে ও তথায় পূর্ণতা অনুভব করে তবে ইহা সালফারের তুল্য ঔষধ।

:—নিম্নশক্তিই কার্য্যকরী; মূল্য আবক, ১, ৩, ৬।

মোমরডিকা-বালসেমিনা (Momordica Balsamina.)

ব্যবহারস্থল:—ভলপেট কামড়ানি ও উদবে শূলবেদনা, কোমবে বেদনা, তৎসহ অত্যধিক ঋতুস্রাব। বৃন্দ্যস্ত্রের সহিত স্রীহার সংযোগ স্থলে বায়ুসঞ্চয়। জীলোকদিগের অত্যধিক বেদনাবৃত্ত 'ঝড়, ঋতুস্রাব প্রচুর। ঋতুব সময় প্রসব বেদনাবৎ বেদনা, সেই সঙ্গে বেগে প্রবল রক্তস্রাব।

শক্তি:—মাদার টিংচার।

মোমর্ডিকা-ক্যারেনটিকা (Momordica Charantica) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ভাব্যতীয়। ইহাৰ লক্ষণাবলী অত্যন্ত সাংঘাতিক জলবৎ হলুদবর্ণের শাব তৎসহ খালধরা, জল, পিপাসা ও দৌর্বল্য বিद्यমান থাকে বক্তৃতাৰ লক্ষণাবলীৰ অল্প ইহা বৈশী ফলপ্রদ।

শক্তি :—৩৫ ।

ম্যাক্রোটিন (Macrotin.) ।

পরিচয় :—ইহা সিমিসিফিউগার উপক্ষার বা তীব্র বীৰ্য।

ব্যবহারস্থল :—কটিবেদনা অর্থাৎ লাম্বেগোর উত্তম ঔষধ।

ম্যাক্রোটিস্-রেসিমোসা (Macrotys Recemosa.) ।

এই ঔষধ ও সিমিসিফিউগা একই ঔষধ, স্ততবাং সিমিসিফিউগা বা অ্যাকটিয়া-রেসিমোসা অখ্যায় স্বষ্টব্য।

ম্যাক্রোজামিয়া-স্পিরেলিস্ (Macrozania Spiralis.) ।

ব্যবহারস্থল :—কোন সাংঘাতিক পীড়াৰ পর অত্যধিক দুর্বলতায় এই ঔষধ অতি সুন্দর কার্য করে। কোন রোগের পতনাবস্থায় কার্কো-ভেজের হ্রাস কার্য হবে। মস্তক চূড়ায় (vertex) বিদ্ধ করায় বেদনা, সমস্ত রাত্রি বমন করা ও বমনোদ্বেক, মাথা ঘুবান ও শৈতাবোধের জন্ত রোগী চক্ষু মেলিতে পারে না।

শক্তি :—নিয়ন্ত্রিতই ব্যবহার্য।

ম্যাকুনা (Macuna Puren.) ।

ব্যবহারস্থল :—অর্শ, আলায়ুক্ত অর্শ, বহির্কলি হওয়ার প্রবণতা ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

ম্যাঞ্জেনিটা (Manzanita.) ।

ব্যবহারস্থল :—কিডনী ও উৎপাদক যন্ত্রের (Reproductive organ) উপর ক্রিয়াধিক্য। প্রমেহ, প্রদর, মূত্রাশয়ী গ্রন্থি, বহুমূত্র ও অত্যধিক রক্তশাব উদরাময়, স্লেয়াপ্রবণতা ক্ষেত্রে কার্যকরী ঔষধ।

শক্তি :—মান্দার টিংচার।

ম্যারাবিয়াম (Marraubium.) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি মিউকাস কিল্লীর, নানাবিধ পীড়ায় উত্তম ঔষধ, বিশেষতঃ বায়ুনলী ও শ্বাসনলীর মিউকাস কিল্লীর উপর ক্রিয়াশীল। প্রাচীন ব্রুকাইটিস, ডিসপেন্সিয়া বা অজীর্ণ ও যকৃতের পীড়ায় ফলপ্রসূ। সন্দি কাসির ক্ষেত্রেও কার্যকরী।

শক্তি :—নিম্ন শক্তিই ব্যবহার্য।

ম্যাগনেসিয়া-কার্বনিকা (Magnesia Carbonica.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম কার্বনেট অফ্ ম্যাগনেসিয়া ; কার্বনেট অফ্ সোডার সহিত সালফেট অফ্ ম্যাগনেসিয়াম রাসায়নিক সংমিশ্রণে এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে বিচূর্ণ পরে টিংচার হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—পাকযন্ত্র ও অন্ত্রের পীড়া :—যথা অজীর্ণ, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য, কৃমি, দুর্বলতা, চক্ষুর নানাবিধ পীড়া, অস্ত্র বৃদ্ধি, হস্তব নিম্ন প্রদেশে বেদনা, গর্ভাবস্থায় দম্বশূল, বমনেচ্ছা, পীড়ায় বেদনা, সন্দি, কাসি, বনিরতা, ঋতুশ্রাব, ঋতুবিলাসে প্রকাশিত হওয়া, জ্বাযু হইতে রক্তশ্রাব প্রভৃতি রোগে কার্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—জীর্ণ-শীর্ণ ব্যক্তিদিগের উদরীয় ও অন্ত্রের পীড়া ক্ষেত্রে, শিশুদিগের উদরাময়, রমণীদিগের ঋতুর নানাবিধ গোলযোগে এবং যাহাদের লক্ষণাদি প্রতি তৃতীযু সূত্রে পুনরাগমন করে তাহাদের পীড়ায় ক্রিয়াশীল।

গঠন :—শিশুর মুখ ফ্যাকাসে কখনও পর্যায়ক্রমে ফ্যাকাসে ও রক্তাভ হয়। তাহার মুখ এত ফ্যাকাসে হইয়া যায় যেন ডিমের শাদা অংশ কেহ তাহার মুখে লেপিয়া দিয়াছে। শিশু রাজিকালে তাহার হস্তদ্বয় খোঁটে। হস্তব নিম্ন প্রদেশে বেদনাক্রান্ত হইয়া প্রদাহিত হয়। শিশু যতক্ষণ না ঘুমায় ততক্ষণ সে স্নহ থাকে না একস্থান হইতে অপরস্থানে যায়, এপাশ ওপাশ করে।
ডাঃ কেণ্ট বলেন—যে সকল শিশু অবৈধ উপায়ে জন্ম লাভ কবে; যে সকল যুবক যুবতী গোপন ভাবে রতিক্রিয়া সম্পন্ন কবির পর শিশু উৎপাদন করে সেই সকল শিশুর মাথার পিছনদিকটা ছোট হইয়া যায় এবং সন্মুখের মাথার অংশ গর্ত হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়। সেই সকল শিশু জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায়।
ডাঃ কেণ্ট একটি শিশু প্রতিষ্ঠানের বহু শিশুকে ম্যাগ-কার্বনিকা প্রয়োগে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সকল শিশু অবৈধ উপায়ে জন্ম লাভ করিয়াছিল।
ম্যাগ-কার্ব শিশুর গাত্র হইতে, ভ্রানক, টক গন্ধ বাহির হয়—শিশুকে যতই কেন স্নান করান হউক না তাহার শরীর হইতে টক গন্ধ বাহির হইবেই (হিপার, রিউম, ক্যালকেরিয়া, সলফিউরিক অ্যাসিড; স্ব স্ব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। শিশুর বাম-হইতে টক গন্ধ বাহির হয়—এমন কি তাহার সর্ব অঙ্গ হইতেই টক গন্ধ বাহির হইতে থাকে।
ডাঃ অ্যালেন বলেন অন্ত্র কান্তর, কোথন-স্রাব প্রভৃতি এবং সর্ব অঙ্গে টক গন্ধ বিশিষ্ট শিশুদিগের গন্ধে ম্যাগ-কার্ব উপযোগী ঔষধ।
ডাঃ কুপার বলেন যে সকল রমণী সংসারের নানা চিন্তায় ও শোকে সম্ভ্রমে দীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ম্যাগ-কার্ব তাহাদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও বন্ধু।

উদরাময়ঃ—শিশুদিগের সবুজ বর্ণের ফেনা বিশিষ্ট মলে এবং মলত্যাগ করিবার পূর্বে পেট বেদনায় রোগী জড়সড় হইয়া পড়িলে এই ঔষধ কার্যকরী। ইহাব বেরনা অনেকটা কলোসিষ্টের বেদনার ন্যায়। ইহার মল হইতে ও শরীর হইতে ভয়ানক টক গন্ধ বাহির হয়; রিফ্রম শিশুর বাহ্যে হইতেও অত্যন্ত টক গন্ধ বাহির হয় কিন্তু বিয়ুমের টক গন্ধ এত যে শিশুকে সানান দ্বারা স্নান করাইলেও তাহার টক গন্ধ চলিয়া যায় না, ম্যাগ-কার্বের শিশুই উদরাময় প্রাপ্তি তিন সপ্তাহ অন্তর ঘুরিয়া আসিবে—মল পচা পুকুরের শেওলা যেরূপ ভাসে সেইরূপ। ক্যামোমিলা শিশুও সবুজ বর্ণের বাহ্যে করে কিন্তু ক্যামোমিলা শিশুর মানসিক লক্ষণগুলি সর্বদা অবশ্য রাখিতে হইবে। শুভ্রপায়ী শিশু যে দুধ পান কবে তাহাই অক্লীর্ণ জ্ববহ্মায় মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায় (গ্যাস্ট্রো, অ্যাস্ট্রো, ক্যালকে) ক্যালকেরিয়া-কার্ব ও ম্যাগ-কার্ব এই দুই ঔষধেই টক গন্ধযুক্ত মল আছে উভয় ঔষধেই দুধ স্ফা হইয়া যায় বা অক্লীর্ণ দুধ মলদ্বার হইতে বাহির হইয়া আসে পার্থক্য এই যে ক্যালকেরিয়ার শিশুর মাথায়, কপালে ও মুখে প্রচুর ঘাম হয়, শরীরটি থলথলে, পেটটা বড়, পা ঠাণ্ডা।

কোষ্ঠকাঠিন্যঃ—রোগীর সরল ও মলদ্বারের আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ ইহাদের স্ব স্ব ক্রিয়ার অভাব। মল শক্ত ও বড়, নিঃসৃত কবিত্তে ভয়ানক বেগ দিতে হয়। শক্ত মল বহুগণ্ডে বিভক্ত হইয়া অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া বাহির হইবে; ম্যাগ-মিউব রোগিনীও মল শক্ত ও বড় বড় গুঁড়ার ন্যায় উগ্ৰ অতি কষ্টে নিঃসৃত হয়, ইহার মলও মলদ্বার হইতে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে তিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোক ও গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের সাংঘাতিক কোষ্ঠকাঠিন্যেই এই ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হয়।

গণ্ডমালা বা ক্ষুফুলা ধাতু বিশিষ্ট শিশু দেখিতে অত্যন্ত দীর্ণ, দুগ্ধ যাহাদের মোটেই স্ফা হইয়া যায় না, বাহাদের মল সবুজবর্ণের এঁদো পুকুরের ভিতর ব্যাঙ্গাচি ভাসিতে থাকিলে যেরূপ দেখা যায় সেইরূপ মল, শিশুর শরীর কিছুতেই মোটা হয় না, ক্রমেই দীর্ণ-শীর্ণ হইতে থাকে, মাংসপেশীগুলি থলথলে হইতে থাকে। যে সকল শিশুর পুষ্টির খুব অভাব, যে সকল শিশুর মুখে বা দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেই সকল শিশুদিগের পক্ষে এই ঔষধ ফলপ্রসূ। যে সকল শিশু যক্ষ্মাবোগগ্রস্ত-জনক জননীর সন্তান তাহাদের শীর্ণতা বা পুঁয়ে পাওয়া (ম্যারাসমাস) রোগে ইহা কার্যকরী ঔষধ। এই সকল শিশুর দুধ, মংস্ত ও পশুপক্ষীর মাংস ও ঝোল খাইবার তীব্র আঁকাঙ্ক্ষা কিন্তু দুঃখের বিষয় উহাদের কিছুই স্ফা হয় না, উদরাময় হইয়া তাহাকে আরও কষ্ট দেয়।

শূলবেদনাঃ—অত্যন্ত ম্যাগ্নেসিয়ার ন্যায় ইহাবও ভয়ানক প্রায়িক শূল আছে, অত্যন্ত শূলবেদনা এমন কি কখনও সাংঘাতিক রকমের হয়। বেদনায় সে স্থির থাকিতে পাবে না, অনবরত পাঁচচারি করিয়া বেড়ায়, এইরূপ বেড়াইয়া বেড়াইলে শূলবেদনার উপশম; ম্যাগ-কসের শূলবেদনা, গরম সেক দিলে ও সমুদ্রের নিকে ঝুকিয়া পড়িলে উপশম। ম্যাগ-কার্ব যাহারা পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে ইহাব শায়শূল কেবল মাথায় ও মুখে আছে কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার আমরা দেখিতে পাই, শায়শূলের বেদনা, শরীরের সর্বত্রই বিদ্যমান। রাত্রিতে ইহার শূলবেদনাব বৃদ্ধি হয়, বেদনার সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানা হইতে ছুটিয়া বাহিরে ঘাইবে, যতক্ষণ সে বাহিরে চলাফেরা করিবে ততক্ষণ তাহার শায়শূলের বেদনা কম থাকিবে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে পুনরায় শয়্যি গ্রহণ করিবে, তৎক্ষণাৎ বেদনা ভীষণ ভাবে আবির্ভূত হইবে সুতরাং তাহাকে অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

জ্বররোগ :—ঋতু বিলম্বে প্রকাশিত হয় ও ঋতুশ্রাব খুবই কম হয়। 'অকালে ঋতু' হয়, ঋতুশ্রাব কেবলমাত্র রাত্রি বা শয়নাবস্থায় হয়, চলাফেরা করিলে ঋতুশ্রাব বন্ধ হইয়া যায় (অ্যামন-মিউর), কেবল মাত্র দিবাভাগে শ্রাব হয় এবং শয়ন করিলেই কমিয়া যায়। ক্যাঠাস ও লিলিথাম। ম্যাগ-কার্ক রোগিণী ঋতুশ্রাব আবস্ত হইবার পূর্বে তাহার সর্দির আবির্ভাব হয় (গ্র্যাফা), সময়ের পূর্বেই বেগে ঋতুশ্রাবের আবির্ভাব হয় (বোভিষ্টা, অ্যামন-কার্ক)। ঋতুর সময় গলায় বেদনা, প্রসব বেদনার গায় বেদনা, অত্যন্ত শূলের বেদনা; কোমরের বেদনা, দুর্বলতা ও শীত বোধ ইত্যাদি ম্যাগ-কার্কের লক্ষণ। ম্যাগনেসিয়াব মাসিক ঋতুর বক্ত আল্কাভাব ত্রায় কাল। গর্ভবতীদিগের দন্তশূলে এই ঔষধ উপযোগী কিন্তু যদি দন্তশূলের বেদনা বাত্রে বেশী হয় এবং ঘুরিয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম হয়।

কাসি :—টিউবারকুলাব বোগীদিগের শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি। সন্ধ্যার পূর্বে শুষ্ক কাসি এবং রাসটক্সেব ত্রায় শীত শীত ভাব। এমন অনেক লোককে দেখা যায় যে বৎসরের পূর্ব বৎসর সামান্য শুষ্ক কাসিতে ভুগিতে থাকে তাহা বা এই জাতীয় কাসিকে বিশেষ ভাবে নজরের মধ্যে আনে না কিন্তু এমন একটা সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে—এই সামান্য কাসি যোগ পূর্বে সে অবস্থান কবিতা আসিয়াছে তাহাষ্ট অসামান্য রূপ ধারণ কবিতা টিউবারকুলাব কাসিতে পরিণত হইয়াছে। সেই জাতীয় কাসিব কৃত্ত আসেনিক, ক্যালকেরিয়া-কার্ক, লাইকোপে, ম্যাগনেসিয়া কার্ক ও টিউবারকুলিনাম ঔষধ। এই জাতীয় যন্ত্রাব রোগগুলি বড়ই সাংঘাতিক এক ইহাদেব জন্ত ঔষধ নির্ণয় করাও শক্ত, কারণ এদেব লক্ষণগুলি পবিষ্কার ভাবে পাওয়া যায় না—হানেম্যান ইহাদিগকে one sided বোগ বলিয়া আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। "বাত্রে আক্ষেপিক, আকারের কাসি হয় তৎসহ শ্বাসনালীর মধ্যে সড়সড় কবা বিদ্যমান থাকে। বোগী সমস্ত লিন ঘুমাইয়া কাটায বা তাহার ঘুমঘুম ভাব থাকে কিন্তু সমস্ত বাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করে। গয়াব অত্যন্ত দুর্বলময়, মটরাকৃতি শ্লেষ্মাশুট গয়াবেব সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ম্যাগ-কার্কের ক্ষয়কাসি-বোগীর মাংস খাইবার অত্যধিক লালসা।"

নিজ্রা :—বোগীব তলপেটে চাপবোধ হইবার জন্য রাত্রি নিদ্রার অভাব। অতৃপ্ত নিজ্রা, শয়নের সময়ে অপেক্ষা ঘুম ভাঙ্গিবার সময় তাহার অবসানবোধ বেশী। বোগী বলিবে ডাক্তার বাবু সকাল বেলা আমি এত বেশী দুর্বল, অবসন্ন হইয়া পড়ি যেন মনে হয় আমার বাত্রে মোটেই নিজ্রা হয় নাই। রাত্রি ২৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া আব ঘুম হয় না—চোর ডাকাত, আগুন, বজ্র, প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইয়া বা ক্রন্দন করিয়া উঠি।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর বোগের বৃদ্ধি, শীত বা উত্তাপের পরিবর্তনে, স্থির হইয়া থাকিলে, দুধপান করিলে, শয়নাবস্থায়, বাত্রিকালে, জাহ্নু পাতিয়া বসিলে, গরম ত্রব্যাদি আহার করিলে রোগের বৃদ্ধি; চলাফেরা করিলে, গরম প্রয়োগে, বিছানার গরমে, এবং জলীয় বায়ুর সংস্পর্শে রোগের উপশম।

সম্বন্ধ :—ম্যাগ-কার্ক টক গন্ধযুক্ত মলে - বিষম, ক্যালকে তুল্য; অম্লাক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে—নাঙ্ক-ভমিকা তুল্য; পেটের শূলবেদনায় - ম্যাগ-ফস ও কলোসিস্ তুল্য; নাস্থূলে—ক্যামৌমিলা ও ম্যাগ-ফস তুল্য; কোষ্ঠকাঠিন্বে—ম্যাগ-মিউব, প্রাধাম তুল্য; ঋতুশ্রাবে—অ্যামন-মিউর তুল্য।

শক্তি :—৩, ৬, ১০, ২০০ বা তদুর্ধ্ব শক্তি।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফসফোরিক (Magnesia Phosphorica) ।

পরিচয় :—সাল্ফেট অন্ড ম্যাগ্নেসিয়া ও ফস্ফেট অন্ড সোডা একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ তৈরী হইয়া থাকে, জলে এই ঔষধের কিছু অংশ দ্রব হয় কিন্তু গরম জলে ফেলিলে উহা বা আবার জমাট বাধে। প্রথমে বিচূর্ণ তৎপর তবল ক্রম তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—শূলের বেদনা; নায়ুশূল, আক্সেপিক কাসি; খিলধরা; বাধক; শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় নানাবিধ বোগ, মাথাব যন্ত্রণা, হুপিং-কাসি; চক্ষুর পীড়া; “তাণ্ডব রোগ” (কোরিয়া); অজীর্ণ; উদরাময়; আমাশয়, হিক্কা; জ্বর; মৃত্তনালী মধ্যে ক্যাথিটার বা শলাকা প্রবেশ করাইবার মন্দফল প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—এই ঔষধটি স্নায়ুসংলগ্ন আবিষ্কৃত দ্বাদশটি ঔষধের অন্ততম ঔষধ। তিনি বলেন মানবদেহে লৌহকণিকার অভাব ঘটিলে যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বৈশিষ্ট্য ঘটে সেইরূপ ম্যাগ-ফস কণিকার অভাব ঘটিলে খালধরার ন্যায় বেদনা, সঙ্কোচন (মাংসপেশীর), নায়ুশূল প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হয়।

মন :—বোগী সর্বদা অসুস্থ এইরূপ ভাব প্রকাশ করে, নিজের রোগের জন্ত সর্বদা সে দুঃখিত। অধ্যয়নাদি কবিতার ইচ্ছা তাহার কম কাৰণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার ঘুম পায় সুতরাং অধ্যয়ন বা মানসিক পরিশ্রমাদি কার্য্যে অনিচ্ছা; ডাঃ ক্লার্ক বলেন এই সকল ক্ষেত্রে দুই-এক মাত্রা ম্যাগ-ফস সেবন করিলে ধারণাশক্তির জড়তা ও অধ্যয়নে আলস্ত দূর হয়। বোগীর মানসিক গোলযোগের জন্ত সর্বকার্য্যে বিভ্রম। বোগী সর্বদা ক্রন্দন করে ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

শিরঃপীড়া :—যদি নায়বিক হয় ও তৎসহ যদি দৃষ্টিবিভ্রম থাকে তবে ম্যাগ-ফস ফলপ্রসূ। রোগী মাথাব পেছন দিকে তীব্র বেদনা, ক্রমে ক্রমে ঐ বেদনা মাথাব চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মাথাব যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে রোগী চক্ষু সম্মুখে বিদ্যুৎ চমকানবৎ দেখে। ম্যাগ-ফসের সকল জাতীয় মাথাব যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি দেখা যায়, ইহার যন্ত্রণা (উহা যে স্থানেরই হউক না কেন) বিদ্যুৎবেগে আসে এবং বিদ্যুৎবেগে চলিয়া যায় (বেল)। বেদনা বিদ্যুৎবেগে আসিয়া ক্রমে সমগ্র মাথাব ছড়াইয়া পড়ে; ক্ষণে ক্ষণে চিড়িকমারা বেদনা মাথাব মধ্যে প্রবাহিত হয় তখন কেহ মাথা সবলে ঘষিয়া দিলে, বিশ্রাম কবিলে এবং অন্ধকাবের ভিতর থাকিলে উহার উপশম। বিভ্রালয়ের বালকবালিকাদিগের মাথাব যন্ত্রণা বেশী হয় ১০টা হইতে ১১টা বা ৪টা হইতে ৫টা ভিতর। উচ্চশ্রম পাঠকারীদিগের শিরোবেদনায় ক্যাল্কে-ফস, অ্যাক্টিয়া, সিপি ও সাল্ফ উপযোগী।

চক্ষুরোগে :—চোখের পাতায আক্সেপিক স্পন্দন ও নায়বিক বেদনা—উত্তাপে উপশম; রোগীর চক্ষুর পাতার পতন অর্থাৎ সে চক্ষু মেলিতে পারে না, আক্সেপের ভ্রম চক্ষু বুজিয়া আসে, চক্ষুতারকা সঙ্কচিত হইয়া যায় সেইজন্ত আলো একেবারেই সহ হয় না। চক্ষুর নায়ু (অপটিক নার্ভ) দুর্বলতার জন্ত চোখের সম্মুখে রামধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণের চিত্র দৃষ্টিপথে পড়ে, সেইজন্ত রোগী পড়াশুনা করিতে পারে না। কখনও কোন একটা পদার্থকে দুইটা পদার্থ দেখে। চক্ষুর নায়ুশূল ডাণ্ডমিকেই বেশী; আক্রান্ত অংশে হাত ছোঁয়ান যায় না গরম সেক দিলে উপশম। অক্ষিপুটের স্পন্দন, লিখিতে বা পড়িতে “আরম্ভ করিলেই বৃদ্ধিতে (কোডিইন) উপযোগী।” ট্যারা দৃষ্টিতেও ম্যাগ-ফস—সিনা, সাইকিউটা ও স্পাইজিলিয়ার ন্যায় কার্য্য করে।

ভড়কা, আক্ষেপ, ধনুষ্ঠেকার ইত্যাদি নানাপ্রকার আক্ষেপ, ফিট, টানিয়া ধবার ভাব, আক্ষেপিক ভোৎসলামি, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়কার ভড়কা, সর্কাসে খালধরা ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ম্যাগ-ফসেব ক্রিয়া অসীম। ধনুষ্ঠেকাবে যখন শিশু চোখাল বন্ধ হইয়া যায় তখন স্নস্কার বলেন ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ই প্রয়োগ করা চলে।

লেখকদিগের আঙ্গুলের আক্ষেপ ও পিনানো বাদকদিগের আঙ্গুলের আক্ষেপ ও খালধবা এই ঔষধে আবোগ্য লাভ কবে।

কোরিয়া বা ভাণ্ডব যোগে নানাপ্রকার আক্ষেপ, হস্তপদাদিব অনিচ্ছাকৃত স্পন্দন, কাঁচার ও সহিত বাক্যলাপ, কবিবাব সময় কথা জড়াইয়া যাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ম্যাগ-ফস শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দন্তোদগমকালীন শিশুদিগের আক্ষেপ ও ভড়কা হঠাৎ মৎকার ঔষধ। প্রথম এই ঔষধ প্রয়োগ কবিয়া যদি উপকার না পাওয়া যায় তবে বেলাডোনা কার্যকরী। দন্তশুলের বেদনা যখন তীব্রবিন্দবৎ, আক্ষেপিক ও যন্ত্রণাদায়ক হয়, গবম ফলদ্বারা কুলকুচা কবিলে ক্ষণিক উপশম বোধ হয় তখন ম্যাগ-ফস ফলপ্রদ।

শূলবেদনার শ্রেষ্ঠ ঔষধ ম্যাগ-ফসকে বলিলে কোনরূপ অত্যাঘ হইবে না। ম্যাগ-ফসের শূলবেদনা উত্তাপে, উল্গাব উঠিলে, চাপ দিলে ও সামনের দিকে ঝুঁকিলে উপশম, কলোসিস বোগাব শূলবেদনাও সম্মুখেব দিকে ঝুঁকিলে উপশম, ম্যাগ-ফসে-য়েমন গবম সেক দিলে উপশম কলোসিসে সেইরূপ নাই। ম্যাগ-ফসেব শূলবেদনা হৃৎফোটানবৎ, তীব্র আক্ষেপিক। যে কোন প্রকারের শূলবেদনা হউক না কেন যদি কোন গরমে উপশম হয় তাহা হইলে এই ঔষধেব নিম্নশক্তি দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। পাণ্ডুর শূলবেদনা যখন অত্যধিক বেগেব সহিত আবন্ত হয় এবং গরম সেকে ফল পাওয়া যায় তখন ইচ্ছাধারা ফল দর্শে।

বাধক বেদনা :—ঝিল্লীসম্বিত বাধক বেদনা (Membranous dysmenorrhœa) যদি উত্তাপে হ্রাস হয় ও বেদনা আক্ষেপিক প্রকৃতিব হয়, তবে এই ঔষধ দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে। যতক্ষণ ঋতুশ্রাব না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যধিক বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

আমায়শ বোগে যখন পেটে ত্র্যাক কামড়ানি থাকে, বারংবার মলত্যাগের ইচ্ছা অথচ সামান্য মল নির্গত হয় তৎসহ ভয়ানক কুহন, মলত্যাগেব সহিত বারংবার প্রস্রাব করিবার বেগ, আমায়শ বা রক্তামায়শ বোগে কুহন প্রভৃতি বা পেটে অতিরিক্ত শূলদি ম্যাগ-ফসের নির্দিষ্ট লক্ষণ।

কলেরার হিকা নিবারণ করিতে ম্যাগ-ফসের অসাধারণ ক্ষমতা আছে বলিয়া স্নস্কার বলেন। তিনি আবও বলেন এই ঔষধের ৩x বা ৬x শক্তিব চূর্ণ কিছু গরম জলে গুলিয়া বেটীকে ১৭।২০ মি: অন্তর সেবন করিতে দিলে অতি শীঘ্র শীঘ্র হিকা বন্ধ হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

পূষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ :—বোগীর পিঠে ও সমস্ত শরীবে স্নায়ুশুলের স্রাব বেদনা, ঐ বেদনা তড়িতাঘাতের স্রাব হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কখনও তীব্রবিন্দবৎ ও কর্তনবৎ বেদনাও ইহাতে দেখা যায়। ঐ সকল বেদনা স্থান পরিবর্তন করিয়া বেড়ায় এবং সেকে ঐ বেদনার উপশম হয়। তরুণ সার্বোটিক বেদনা, আমবাতেব বেদনা প্রভৃতি যদি পূর্বোক্তরূপ হয় তবে ইহা ব্যবহার্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—উষ্ণ হাওয়ায়, ঠাণ্ডা স্থানে বাস, আক্রান্ত স্থানে হাত দিলে, চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলে রোগের বৃদ্ধি ; গবম সেক দিলে, আক্রান্তস্থান চাপিয়া ধরিলে মর্দন বা ঘষিয়া দিলে বা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে রোগের উপশম।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x, ১২x, ৩০, ২০০ বা তদুর্ধ্ব। ১০০০ শক্তি অনেক ক্ষেত্রে উত্তম ফল দেয়। ইন্সলার বা অ্যালেন প্রভৃতি বিস্তৃত চিকিৎসকগণ উষ্ণ জলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন— তাহারা বলেন আক্সেসিক বেদনা, বাধক বেদনা, তীব্র শূলবেদনা, হুপিং-কাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধের নিয়ন্ত্রণ উষ্ণ জলে সেবনে উত্তম ফল পাওয়া যায়। আমবাও অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি যে শায়ুল, উদরশূল, তীব্র মাথার যন্ত্রণা, কলেবাব হিকা, হুপিং-কাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গরম জলে ৬x ক্রম মিশাইয়া অল্পক্ষণ অন্তর সেবন করিতে দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরিয়েটিকাম (Magnesia Muriaticum) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম মিউরিয়েট অল্ ম্যাগ্নেসিয়া। বিচূর্ণ হইতে তবল ক্রম করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, উদরাময়, পাকশযেব শূল; পৈত্তিক লক্ষণ; মূত্রাধারের পক্ষাঘাত, পাকস্থলীর পীড়া, বাধক; শ্বेतপ্রদব; জ্বাযুব বেদনা, জ্বাযুব কাস্তিক-বোগ; মুখ দিয়া জল উঠা, গর্ভাদহায় বমন, হৃদপিণ্ডেব পীড়া; হৃদযন্ত্রেব স্পন্দন; মূচ্ছাবায়ু; কষ্টবজ্র; প্রদব; মাথার যন্ত্রণা; পুতিনস্রা; যকৃতের পীড়া; শব্দিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—স্রীলোকদিগেব নানাবিধ পীড়ায় এই ঔষধেব ক্রিয়া অসীম। ডাঃ অ্যালেন বলেন ‘জ্বাযু-বিকৃতি-বিশিষ্ট-বাগিনী যদি আক্সেসিক ও গুল্মাযু সযুত পীড়াদিতে ভুগিতে থাকে এবং যে সকল বমণী পিত্তাধিক্য ও অজীর্ণ বোগে বহুদিন পর্যন্ত ভুগিতেছে তাহাদের পীড়ায় এই ঔষধ উপযোগী’। ডাঃ কেট বলেন ‘ম্যাগ-কার্ক ও ম্যাগ-মিউব দুইটা ঔষধই হানমান নজে স্তম্ভনৈহিক পরীক্ষা বা প্রুং কবিলী এবং নিজে বোগী ক্ষেত্রে ব্যবহাব কবিয়া গিয়াছেন কিন্তু দুঃখেব বিষয় এই যে এই ঔষধটীর ব্যবহাব বোগী ক্ষেত্রে সেইরূপ নাই’। এং দুই ঔষধ যকৃতের বোগ ক্ষেত্রে অতি উত্তম কার্যকবে, ঠিকমত প্রয়োগ কবিতে পারলে আব কোন ঔষধের প্রয়োজন যে না। ম্যাগ-মিউব শায়বিক দৌর্বল্য ও গুল্মাযুগ্রস্তদিগকে অতি সহজে আবোগ্য কবিতে সমর্থ কিন্তু ঔষধেব অপব্যবহার কবিলার ফলে সেই সকল বোগিনী চিবকাল রুগ্ন অস্বস্থ্য জীবন কাটান। এই ঔষধ দুইটা ব্যবহার্য্য ক্ষেত্রে অব্যবহৃত বা উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তৎপরিবর্তে সেই সকল ক্ষেত্রে ফস্ফোরাস ও সাল্ফার বেলী ব্যবহৃত হয়।

মন :—ইহার মানসিক পরিবর্তন বিশেষ কিছুই পরিলক্ষিত হয় না তবে বাক্যালাপে বিরক্ত হওয়া, নির্জন শ্রিয়তা, পাল্‌সেটিলার ক্রান্ত সর্বদা অশ্রুপূর্ণ লোচন ও বোদন-প্রবণ স্বভাব। গৃহমধ্যে থাকিলার সময় তাহার মানসিক উদ্বিগ্ন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু নির্মল মুক্ত-বায়ুর ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইলে মানসিক উদ্বিগ্নের শাস্তি। মানসিক পরিশ্রম কবিলে নানাবিধ পীড়ার সৃষ্টি হয়। রোগিনী কোন পুস্তকাদি পাঠ করিলার সময় মনে ভাবে যেন কেহ তাহার সহিত একত্রে পাঠ করিতেছে সেইজন্য সে তাড়াতাড়ি পাঠ সমাপ্ত করে। রোগিনী সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটায় কারণ যখনই চক্ষু বুজে তখনই সে এত অস্থির ও চিন্তিত হইয়া পড়ে এবং অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় যে তাহার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় না। কোন কোন ঔষধ আছে যে চক্ষু বুজিলে মাথা ঘুবায়, কাঁটারও চক্ষু বুজিলে উৎকর্ষায়

বৃদ্ধি হয় কিংবা কোনাযামের রোগী চক্ষু বুজিলেই তাহার অসম্ভব ঘর্ষের আবির্ভাব হয়। সেইরূপ ইহার মানসিক লক্ষণাদি চক্ষু বুজিলেই বেশী হয় মুক্ত হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইলে উপশম।

যকৃতের রোগে যখন যকৃত কঠিনাকার ধারণ করে, যকৃতের বিশৃঙ্খলা, বিবিধ যন্ত্র হইতে রক্তপাতেব ইতিহাসের সহিত যকৃতের রোগ; যকৃতের কাঠিন্য ও ক্ষুদ্রত্ব (সিরোসিস) ও যকৃতের নানাবিধ পীড়ার জন্য উদরী প্রভৃতি, যকৃতের ডানদিকেব অংশ ব্যাধাধিত অম্লভূত হয়, বিশেষতঃ ব্যাধাযুক্ত অংশে শয়ন করিলে ব্যথা আরও বেশী অম্লভূত হয়, জিহ্বা ময়লা, নাড়ী দুর্বল, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখমণ্ডল পীতবর্ণের, শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, মার্কারিব জ্বায জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায় তখন ম্যাগ্ন-মিউর ব্যবহার্য। ইহারু রোগীব মুখ হইতে শ্বেতবর্ণের ফেনা বাহির হয়; উল্কার হইতে পেঁয়াজের গন্ধ বা পচা ডিমের গন্ধ বাহির হয়।

শিরঃপীড়া:—রোগীর অত্যন্ত মাথা দুঃখ, ঘুম হহুতে উঠিবার সময় মাথা ধরাব বৃদ্ধি, মুক্ত হাওয়ার ভিতর বেড়াইলে আরাম বোধ। তাহার মাথার যন্ত্রণা প্রতি ছয় সপ্তাহ অন্তর আবির্ভূত হয়। তাহার মাথার ভিতর রক্ত সঞ্চাযাধিক্য বশতঃ সে যে পাশে মাথা রাখাে সেইদিকে যেন গরম জল ফুটিতেছে এরূপ বোধ। কপাল ও চক্ষুর চতুর্দিক যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ মাথার যন্ত্রণা, দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি (ব্রাই, বেল) মুক্ত হাওয়ার ভিতর বসিলে বা বেড়াইলে উপশম।

শিশুদিগের যকৃতের পীড়া: হইয়া যদি কামলা বা ভ্রাবা হয়, যকৃত যদি শক্ততাব ধারণ করে তাহা হইলে এই ঔষধ কার্য্যকরী। যে সকল শিশুর শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ, জীর্ণ ও পাতলা, যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনও পুষ্ট হয় নাই অর্থাৎ বালান্ধি-বিকৃত (rachitic) তাহাদের পক্ষে উপযোগী। ইহা ব্যতিরেকে যে সকল শিশুর মাথায় চুলের গোড়ায় ও চক্ষু পশ্চাত্য বা হয়, তাহাদের পীড়ায় ইহা আরও কার্য্যকরী। কোষ্ঠকাঠিন্য সঙ্গে থাকিলেই। কোষ্ঠকাঠিন্যে বাছে অতি কষ্টে নিঃসৃত হইবে, মল শক্ত ও বৃহৎ বা লম্বা; মল এত শক্ত যে বাহির হইবার সময় থণ্ডাকাবে ভাঙ্গিয়া চূর্ণাকারে বাহির হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত যদি পায়ে বা হওয়া থাকে তাহা হইলে এই ঔষধ আরও উপযোগী। যকৃত রোগে মার্কারি ও টিলিয়ার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। মার্কারি রোগীর কুশন খুব আছে, তবে রোগীর হয় উদরাময় না হয় আমাশয় থাকিবে, ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরএর কোষ্ঠকাঠিন্য অতিরিক্ত। টিলিয়ার রোগীরও যকৃতের প্রদাহ ও বিবৃদ্ধি বা ক্ষীতি অত্যধিক। পার্শ্বক্য এই, টিলিয়া রোগী ডানদিক চাপিয়া শুইলে ব্যথার উপশম কিন্তু ম্যাগ্ন-মিউর বোগী ডানদিক চাপিয়া শুইলে বেদনা বৃদ্ধি।

কোষ্ঠকাঠিন্য:—মল কঠিন লম্বা, উহা অতি কষ্টে নির্গত হয়, ঐ কঠিন লম্বা মল মলম্বাবের মুখ পর্যন্ত আসিয়া চূর্ণ হইয়া বা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া নিঃসৃত হয় (অ্যামন-মিউ, নেট্রাম-মি), সাইলিসিয়া রোগীর মল মলম্বার পর্যন্ত আসিয়া পুনঃ উপরে উঠিয়া যায়। মল প্রথমটা শক্ত পরে নরম বা পাতলা; অনেক সময় স্লেয়া বা আম জড়িত। মল অনেকটা ভেড়ার নাদির ন্যায়, গাঁট বাঁধা মত মল্লাজ্জব নিষ্ক্রিয়তার জন্য রোগী পূর্ণ বেগ দিয়াও মল বাহির করিতে পারে না বা আদৌ তাহার বাছের বেগ থাকে না। শিশুদিগের দন্তোদগমের সময় মলকাঠিন্য, তাহার মলের বেগ মোটেই থাকে না (নেট্রাম-মি, লাইকো, ওপি), অনেক মল একত্র না হইলে মল নির্গতই হয় না (অ্যালিউমিনা)।

প্রস্রাব:—যদিও তাহার মূত্রথলি প্রস্রাবে পরিপূর্ণ তথাপি পেটে চাপ না দিলে প্রস্রাব হইবে না, পেটে চাপ দিলে সামান্য প্রস্রাব হয়। তাহার মূত্রথলীর ভিতর মূত্র পরিপূর্ণ থাকিলেও

বুঝিবার শক্তি রহিত হইয়া যায়, স্তন্যরাং যখন মূত্রথলির ভিতর প্রস্রাব পরিপূর্ণ হয়, তখন সে প্লেটে আস্তে আস্তে চাপ দেব ও সামান্য প্রস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। ম্যাগ-মিউর রোগীর মূত্রথলীর নিজস্বতার জন্য তাহার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় এবং প্রতিবার প্রস্রাবের পর তাহার মূত্রথলির ভিতর প্রস্রাব রহিয়া গেল বোধ হয় (কিউবে)।

জ্বরোণ :—ঋতুশ্রাবের সময় রোগিণীর শাশুবিধান অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে, ঋতুশ্রাব চাকা চাকা কাল বক্ত জমা অবস্থায় বাহির হয়, ঋতুশ্রাবের বৃদ্ধি বসিয়া থাকিলে বেশী হইবে, কিন্তু চলা-ফেরা করিলে তাঁত বেশী হইবে না। ঋতুশ্রাব সময় তাহার মুখমণ্ডল রক্তহীন ও পাণ্ডুরণ হয়। কোমরে বেদনা, চলিয়া বেড়াইলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি এবং বসিলে পর বেদনা উৎপন্ন সঞ্চারিত হয়। রক্তশ্রাব রাত্রি ডাণ পাশ চাপিয়া শুইয়া থাকিলে বেশী হয়, জ্বরায় শক্ত সেই সঙ্গে তাহার মুচ্ছাবায়ু পর্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রদরের শ্রাবও আছে, দৈহিক পবিত্রতার পর ও বাহ্যের সময় প্রদরের শ্রাব হয়, প্রদর শ্রাবের সময় জ্বরায়র আকুঞ্চন ও প্রস্রাব হইতে থাকে এবং প্রদর শ্রাবের পব পুনরায় রক্তশ্রাবের বৃদ্ধি হয়। ঋতুশ্রাবের ছুট সপ্তাহ পরে প্রদর শ্রাব আরম্ভ হইয়া, তিন বা চাবিদিন থাকে (বোভি, কোনা, সিনামোমাম)। জ্বরায় বা জ্বরোগাদিতে যখনই ম্যাগ-মিউর ব্যবস্থা করিবে স্মরণ রাখিবে ইহা বোষ্টকাঠি, হিষ্টিরিয়ার ফিট ও অন্যান্য আক্ষেপিক রোগের কথা। যে সকল জ্বরোণ মুচ্ছাবায়ুপ্রবণ, যাহাদের উদবে বায়ুসঞ্চয় আদি উদরসম্বন্ধীয় গোলযোগ আছে, যকৃতের, ক্রিয়া যাহাদের সুসম্পাদিত হয় না, যাহারা যকৃত বিকৃতিবিশিষ্ট নানা উপসর্গে কষ্ট পায়, যাহারা সময়ে সময়ে গলায় একটি বর্তুল বা গোলা উঠিতেছে মনে করে, ম্যাগ-মিউর তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জ্বরায়র ক্যান্সার রোগেও ইহা ব্যবহার্য।

জ্বাণ ও বৃদ্ধি :—স্পর্শ করিলে, গরম গৃহে, সমুদ্রে স্নান করিলে (রক্তাক্ত কক্ষ নিঃসৃত হয়), স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, ডানদিক ফিবিয়া শুইলে, রমণাস্ত্রে (কটিদেশে জ্বাণ বোধ) ও মানসিক পরিভ্রমে বোগের বৃদ্ধি। জ্বোরে টিপিলে, কোমরে জ্বোবে জ্বোবে হাত বুলাইলে, গবম কাপড় ঘাবা খুব জ্বোরে বাধিলে, মুক্ত বায়ুতে বেড়াইলে, উদগাবাস্ত্রে রোগের উপশম।

শক্তি :—৩৫, ৬৫, ৬, ৩০, ৩০০ শক্তি।

ম্যাগ্নেসিয়া-সালফিউরিক (Magnesia Sulphurica)।

পরিচয় :—অপর নাম এপসম সল্ট। এই জিনিস প্রচুর পবিত্রাণে সংমিশ্রিত অবস্থায় খনির ভিতর পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের এপসম নামক স্থানে খনিয়ার জলে এই জাতীয় সল্ট পাওয়া যায়, সেই জন্য ইহার নাম এপসম সল্ট হইয়াছে।

ব্যবহারস্থল :—প্রদর, বাধক, ঋতুশ্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তশ্রাব, বহুমূত্র, উদরাময়, রক্তামাশ্র, অসাড়ে মূত্রহ্যাগ, চক্ষুর ভিতর বেদনা, শাশুশূল, দন্তশূল, আঁচিল, কাসি, অজ্ঞানতা, কোমলের বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী।

বহুমূত্র রোগে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী। অতিরিক্ত প্রস্রাব হওয়া, সেই সঙ্গে অত্যন্ত জলতৃষ্ণা, জলপান অধিক পরিমাণে করে। জল পিপাসা অত্যধিক, পিপাসায় জলপান করেও প্রচুর তৃষ্ণাধিক। এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। রোগীর প্রাতে যে প্রস্রাব হয় তাহা পরিমাণে অধিক,

প্রশ্রাবের বর্ষ উজ্জল পীতবর্ণের, প্রশ্রাব অতি শীঘ্র যোলা ছইয়া যায় ও তলায় প্রচুর পবিমাণে লালবর্ণের তলানি পড়ে। কোন কোন রোগীর কোনাযাম রোগীর ত্রায় প্রশ্রাব হইতে হইতে মাঝে মাঝে থামিয়া যায় ও পবে ফোঁটা ফোঁটা প্রশ্রাব হইতে থাকে।

স্বীয়োগ :—ঋতুশ্রাব প্রতি ১১ দিন অন্তর হয়। ইংগেসিয়া রোগিণীর ঋতুশ্রাব ১০ দিন হইতে ১৪ দিনের মধ্যে হইবে। ম্যাগসাল্ফ রোগিণীর ঋতুশ্রাব গাঢ় বালবর্ণের এবং প্রচুর পরিমাণে হয়। অকাল ঋতু এবং যে সকল ঋতু মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া পুনঃ প্রকাশ পায় সেই সকল ক্ষেত্রেও ইহা উপযোগী। রোগিণী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবার সময় তাহার কোমরে ও উকতে বেদনা হইয়া ঋতুশ্রাবের ত্রায় প্রচুর স্বৈতবর্ণের আব হয়। প্রদর শ্রাব গাঢ় এবং পবিমাণে প্রচুর।

ম্যাগ-সাল্ফ বোগিণীর আত্মাবে ভয়ানক অকচি এবং সকল বস্তুতেই এমন কি খাবার কথ্য মনে হইলেই তাহার ঘৃণান উদয় হয়। বোগিণীর মুখে কটুস্বাদযুক্ত জল উঠিতে থাকে। অত্যন্ত জল পিপাসার সহিত উদ্যময় এবং গ্রীষ্মকালীন উদ্যমযেও ইহা উপযোগী।

অর :—(ম্যালেরিয়া) প্রাতঃকালে ৯টা হইতে ১০টার ভিতর শীত করিয়া আনন্ত হয় (ইউপে, নেট্রা), তাহার শরীরের এক অংশে উত্তাপ ও অপব অংশে শীতানুভব, সেই সঙ্গে অত্যন্ত জল পিপাসা, বাড়ি ৯টার সময়ও কম্প করিয়া অর হওয়া ইহাতে আছে। বিছানার উত্তাপে শীত দব হইয়া যায় এবং ভয়ানক জল পিপাসা পায়।

চর্মরোগে :—বোগীর সমস্ত শরীরে ছোট ছোট ফুজুড়ি বাহির হয়, উহা ভয়ানক চুলকায। পাঁচড়া প্রভৃতি বসিয়া গেলে এই ঔষধ সাল্ফার, সোবিগাম প্রভৃতি ঔষধের ত্রায় কার্য্য কবে, বা-হাতেব আঙ্গুলের মাথায় সড়সড়ি অন্তর্ভব, কেহ আঙ্গুলগুলি ঘষিয়া দিলে আবাম পায়। ম্যাগ-সাল্ফ জলে মিশাইয়া বা গুলিয়া আক্রান্ত স্থানে পটি দিলে প্রদাহ কমে, বেদনা নষ্ট হয় এবং চুলকানিও থাকে না।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০।

ম্যাগ্না-গ্র্যান্ডিফ্লোরা (Magnolia Grandiflora) ।

ব্যবহারস্থল :—হৃদপিণ্ডের পাঁড়া ; হৃদশূল ; হৃদনীর অর্কদ ; মাথাঘোরা ; বাত প্রভৃতি বোগে উপযোগী। হৃদপিণ্ডের পাঁড়ায় ইহা প্রয়োগে অনেক সময় ফল পাওয়া যায়। হৃদপিণ্ডের নানাবিধ পাঁড়ায়, যথা—হৃদপিণ্ড মন্যে খিলধরাবৎ বেদনা, পর্গায়ক্রমে বামদিকের কাঁধে, প্রাণপ্রদেশে ও হৃদপিণ্ডে বেদনার আবির্ভাব। ইহাদ্বারা হৃদপিণ্ডের অন্তর্বেষ্ট-প্রদাহ এবং বহির্বেষ্টপ্রদাহে যেন হৃদপিণ্ডের গতি স্থিৎ হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ। ক্ষত স্থান পরিবর্তনশীল বাতের বেদনা (পলিস, কেলি-সা, ল্যাক-ক্যা) মণিবন্ধের বাত, বাম বাহুব পৈশিকবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। ইহা ব্যতিবেকে গলাব আকুঞ্জন সহ হৃদবেষ্টনীর প্রদাহ, হৃদপিণ্ডের বিরুদ্ধি, হৃদশূল প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

শক্তি :—২x, ৩x, ৬ শক্তি।

ম্যাগ্নাস-আর্টিফিসিয়ালিস (Magnus Artificialis) ।

ব্যবহারস্থল :—বৈকাল বেলা অত্যধিক ক্ষুধার উদ্রেক ; সমস্ত গাঁটে গাঁটে খ্যাঁতলান ব্যথা ; মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘর্ষ ; ব্যাছে হইয়া যাইবার পর গুহ্বারের সন্ধান।

ম্যাগ্নেটিস-পোলাস্-আরক্টিকাস্ (Magnetis Polus Arcticus.) ।

ব্যবহারস্থল:—চক্ষুর শৈত্য ভাবি রোগী মনে করে যেন তাহার চক্ষু উপর একখণ্ড ববধ রহিয়াছে, লালাস্রাব অতিবিক্রম, হৃৎ, কোষ্ঠকাঠিন্য, গাঢ় নিদ্রা—সহজে ভাবান যাব না, কল্পন, পেট ফাঁপা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ম্যাগ্নেটিস্-পোলাস্-অষ্ট্রেলিস্ (Magnetis Polus Australis.) ।

ব্যবহারস্থল:—চোখের পাতার শুষ্কতা, অতি সহজেই পায়ের নীচের গাঁটের হাড় স্থানচ্যুত হয় অথবা সহজেই হাড় সবিয়া যায়, পায়ের নখ ভিতরদিকে বাড়িতে থাকে বা ভিতরদিকে বসিয়া যায়, জালুপাত্ৰাশ্চিব (patella) বেদন, পায়ের তলায় গুল্মবদ্ধবৎ বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

ম্যাগ্নেটিস-পোল-অ্যাম্বো. (Magnetis Poli Ambo.) ।

ব্যবহারস্থল:—জ্বালা ও ছুঁবিকাবিক্রম বেদনা সমস্ত শরীরে অল্পভূত হয়, যেন সমস্ত সন্ধিস্থল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এক্রূপ বেদনা, মাথার যন্ত্রণা মনে হয় যেন কেহ মাথার ভিতর নখবিক্রম কবিতোছে, পুৰাতন ক্ষত হইতে টাটকা রক্তস্রাব।

ম্যাহোনিয়া-অ্যাকুইফোলিয়াম (Mahonia Aquifolium.) ।

ব্যবহারস্থল:—পুৰাতন উপশম বোগ, কাউব; বয়োব্রণ; মলমাস; মাথার যন্ত্রণা মনে হয় যেন লোঠাব বাঁধন বহিয়াছে, কফি সেবনে উপশম; পার্শ্বতা অববোগে এই ঔষধ ক্রিয়াশীল।

ম্যান্সিনেলা (Mancinella.) ।

পরিচয়:—ইউফেবিয়েসি জাতীয় হিপোমেন ম্যান্সিনেলা অতীব বিষাক্ত। এই জাতীয় গাছের পাতা হইতে জল বিন্দু পতিত হইয়া যদি মানুষের গায়ে লাগে সেই স্থানে ফোঁকা জন্মিবে। ফোঁকার সঙ্গে সঙ্গে যে আরক্তত্ব হয় তাহা 'ক্যান্থারিস লাগা হইতেও বেশী। এই ঔষধ ডাঃ মুর পৰীক্ষা করেন। এই গাছের ফল, পাতা ও ছাল হইতে টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল:—হাঁপানি; অক্লান্ত; শিশু বিষটিকা; শূল; চক্ষুপ্রদাহ, মাথাধরা; মাসিক পীড়া; অস্থনালীর সঙ্কোচন, গলকত; পাকাস্রাব প্রদাহ; টাইফয়েড জ্বর, ফোঁকাযুক্ত চর্মপীড়া।

ক্রিয়ামূল:—সাধারণতঃ স্নায়ুশুলেব উপর; শ্বাসযন্ত্র, পৰিপাকযন্ত্র ও গাত্রচর্মেব উপর (ইহা) ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

মন:—রোগিণীর স্থিতিবিভ্রম অত্যধিক, এই বাহ্য সে বলিল পরমুহুর্তেই সে তাহা ভুলিয়া গেল। সকল কার্য্যেই সে বিরক্ত হয়, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিলে মহা বিরক্তির সহিত বা অনিচ্ছায়

সহিত কথার উত্তর দেয়। ঋতুশ্রাবের পূর্বে তাহার উদ্বেগের সূচনা হয় এবং সে রীতিমত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। ডাঃ হেরিং বলেন, যে সমস্ত যুবতীদিগের অত্যধিক ইন্দ্ৰিয়ের উত্তেজনাসংযুক্ত চিন্তাবিষাদ এবং বহোঃসন্ধিকালে যে সমস্ত স্ত্রীলোকদিগের অত্যধিক ইন্দ্ৰিয় লালসা জাগ্রিত হয় তাহাদের পক্ষে ইহা ফলপ্রসূ ঔষধ। বোগীগীব স্থির বিশ্বাস সে পাগল হইয়া যাইবে।

শিরঃপীড়া :—মাথা অত্যন্ত ঘুরায়, সে ঘরের বাহিরে গেলেই মাথা ঘুরায় বা বিড়ানা হইতে উঠিবার পব বা কোন জিনিষের প্রতি অনেক সময় তাকাইয়া থাকিলে মাথাঘোরার বৃদ্ধি। আলোর নিকট থাকিলে তাহার মাথাধবড়ের বৃদ্ধি, অথবা নিকট বসিয়া থাকিলে অধিক মাথার যন্ত্রণা। টাইফয়েড অব বা আত্মিক জ্বরাদির পর অথবা স্নায়বীয় কঠিন সীড়াদির পব মাথায শূন্যতাবোধ। রোগীব মাথার চামড়া ভয়ানক চুলকায়, কঠিন বোগাদির পব মাথান চুল উঠিয়া যায়। ল্যাকেসিসে স্ত্রীলোকেব গর্ভাবস্থায় চুল উঠিয়া যায় ও ক্যালকেবিয়াব চুল উঠিয়া যায় প্রসবের পরে। ঋতুশ্রাব হইবার পূর্বে তাহার মাথার যন্ত্রণা ও বক্তসঞ্চয়াদিক।

উদ্ভ্রান্ত :—রোগীব ক্ষেত্রেও এই ঔষধেব প্রয়োগ আছে; রোগী সন্ধ্যা সন্ধ্যাই বিবাদাশ্রিত; নিদ্রের ঘরে বা দেশে যাইবাব প্রবল আকাঙ্ক্ষা যদিও সে নিদ্রের ঘরের ভিতর আত্মীয়স্বজন পবিবেষ্টিত অবস্থায় আছে। ভূত প্রেতেব ভয়, ভূতগ্রস্ত হইবাব আশঙ্কা প্রায় বারি দুই প্রহবেব পর হয়, ভয়েব সহিত কম্পের আবির্ভাব। নিদ্রাহীনত্ব অত্যন্ত অধিক, নিদ্রাহীনতার জন্য তাহার হৃদযন্ত্রে কঠিন স্পন্দন।

অগ্নিমান্দ্য :—রোগীর মুখে অত্যন্ত তিক্তাশ্বাদ, তাহার সমস্ত মুখ ও জিহ্বায় জ্বালা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁকা নির্গত হয়, তাহার খাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, তাহার মুখে ফোঁকা ও ঘা, সেইজন্য সে কেবল পাতলা খাদ্যদ্রব্যই খাইতে পারে। বোগীর জল পিপাসা আছে কিন্তু জলপান করিলেই তাহার পাকস্থলী অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, বৃথা টেকুব তুলিবাব চেষ্টা। পাকস্থলীর ভিতর হইতে যেন আগুনের শিখা উঠিতেছে এরূপ বোধ (ইউফরী), এই জন্য তাহার সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হয়।

পুরাতন খাস-কাসি রোগে রোগী নাকিস্থরে কথা বলে (আঘো, কোল-বাই, রিউমেক্স), সাঁই সাঁই শব্দকারী খাস-প্রশ্বাস, কাসি রাত্রে ও জলপানের পব বেশী হয়।

চর্মরোগে :—রোগীব শরীরে ছোট ছোট রসপীড়িকা উপাত হইয়া ভয়ানক জ্বালা কবে, আন্তে আন্তে উহা শুক হইয়া যায়, তারপর ঐ স্থান হইতে ছাল উঠিতে থাকে। পোড়া-নারান্দার ফোঁকাগুলি অত্যন্ত লালবর্ণের হয়, ঐগুলি দেখিলে মনে হয় যেন আগুনে পুড়িয়া ফোঁকা উঠিয়াছে।

ম্যানসিনেলা বোগীর আঙ্গুলেব সন্ধি সকল আড়ষ্ট ও ব্যথাশ্রিত হয়। সে উগা অতি দৃষ্টে দোকাইতে পারে। হাত দুইখানির জড়তা ও হাত দুইখানি বরফের স্যায় ঠাণ্ডা।

শক্তি :—৬২, ১২, ৩০।

ম্যাটিকো (Matico)।

ব্যবহারস্থল :—ডাঃ কাককা প্রাচীন প্রমেহ রোগে অর্থাৎ গ্রীট রোগে ইহার প্রথম ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন। ফুসফুস হইতে রক্তশ্রাব, শীতকালীন কষ্টকর শুষ্ক কাসি। ম্যাটিকো রক্ত ধারক—ইহা ব্যবহারে কোনও কোনও যন্ত্রের রক্তশ্রাব বন্ধ হয়।

ম্যালেরিয়া-অফিসিনালিস (Malaria Officinalis). ১-

পরিচয়:—জলের ভিতর যে সকল অল্প-পচা গাছের পাতা পাওয়া যায় সেই সকল পাতা হইতে এই ঔষধ তৈরী হয়। জলাভূমির লতা ও শুষ্ক ঘাসের চাপড়ার স্তায় পদার্থ জলপূর্ণ বদ্ধ বোতলের ভিতর এক হইতে তিন সপ্তাহ (৫০ to ১০০ ফারেনহাইট ডিগ্রী) ভিজাইয়া রাখিতে হয়, যত বেশী দিন ভিজিবে তত বেশী দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। ডাঃ বোয়েন দ্বারা এই ঔষধ আবিষ্কৃত হয়।

ব্যবহারস্থল:—সবিরাম জ্বর, পৈত্তিক জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, যকৃতের পীড়া কোষ্ঠবদ্ধতা, মায়াশূল, যক্ষ্মা প্রভৃতি পীড়ায় ফলপ্রসূ।

এই ঔষধে ম্যালেরিয়া জ্বর বা সবিরাম জ্বাতীয় জ্বরে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ডাঃ ইমিং ১৯০০ সালে কয়েকটি বোগী এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রোগী একজন সৈনিক, বয়স ২৮ বৎসর শীতকালে এক সপ্তাহ কাল বৃষ্টির সময় তাঁবুতে থাকিয়া পীড়িত হন। শীতের পর অব্যব উত্তাপ, সর্কশরীরে বেদনা, বিবিষা, পিত্তবমন, ঠাণ্ডা জল পানের আকাজ্জিকা, খাড়ে অকচি, ঘাছাখায তাহাই বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে, অল্প জ্বাখ খাইতে চায়; তাহার জিহ্বায় পুরু শাদা লেপ, ওষ্ঠের শুষ্কতা, উহা খলসিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ, উগ্র চায়ে জলেব স্তায় প্রস্রাব, মুখমণ্ডল, চক্ষু ও চামড়া বিবর্ণ, চর্ম্ম অতিরিক্ত ভাবে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বোধ, মুখের ভিতর ভিজা অথচ বোগীব নিকট শুষ্ক বোধ; অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা প্রভৃতি সন্নিধান থাকায় ম্যালেরিয়া অফিসিনালিস দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হন।

রোগীগণি:—বয়স ৬৫ বৎসর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ইনি পীড়িত অবস্থায় আছেন, উঠিলেই মাথা ঘুবায়, মাথা ভাল বোধ হইত না।, মুখে স্বাদ তিক্ত; মুখের ভিতরটা ঝলসানবৎ, জিহ্বা শুষ্ক। লেমনেড পানের ইচ্ছা কিন্তু জলপান করিবার ইচ্ছা ছিল না, পূর্বে ক্ষুধা ছিল কিন্তু এখন মোটেই ক্ষুধা নাই। সমস্ত শরীরে সঞ্চরণশীল বেদনা ও অস্থি বেদনা; রাত্রে খুব বেশী জ্বর হইত, অস্থিবতায় এপাশ ওপাশ কবিত, বাহু দুইটির জন্তাই অস্থিবতা আবও বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত, বেদনাশূল উদ্বাসন, প্রাতঃকালে ৫।৬ বায় মলত্যাগ করিত, উহা জ্বলের স্তায় সামান্য হলুদবর্ণের ও দুর্গন্ধযুক্ত, ইলিয়াক-রিজনে হাত ছোঁয়ান যায় না; চামড়ার উত্তপ্ততা ও শুষ্কতা বিচলমান ছিল। “ম্যালেরিয়া” সেবনে রোগমুক্ত হন।

রোগীর বয়স ১৬ বৎসর। এক বৎসর পর্য্যন্ত সে সামান্য শীতোত্তাপ ও ঘর্ম্মশূন্য ঘুঘুবে জ্বরে ভুগিতেছিল। কপাল ও শঙ্খস্থলের ভিতর অত্যন্ত বেদনা। ক্ষুধার অল্পতা কিন্তু পিপাসা সকল সময়ই অত্যধিক ছিল। একদিন অস্তব তরল বাছে। প্রাতে উঠিবার সময় আরাম বোধ অথচ বাহিরে কিছুক্ষণ থাকিলেই অসুখ বেশী হয়, সন্ধ্যার সময় অনেকটা উপশম বোধ। কোমরের বেদনা, উহা উপরের দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রথম শয়নের সময় বেদনার বৃদ্ধি তারপর হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হাঁটিবার পর ও পেটের উপর ভর দিয়া শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি। বিগত চারিদিন রোগীর আশ্রিত ও স্নান ছিল, তৎসহ হাই উঠিত এবং ম্যালেরিয়া দ্বারা বিবাক্রবৎ লক্ষণ ছিল। এই রোগী ম্যালেরিয়া অফিসিন দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে পুষ্টি-বান্ধ ও সকল প্রকল্প রোগই এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

যাহারা ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে থাকে বা যাহারা দূষিত-বান্ধজনিত পীড়াদি ভোগ করিয়া থাকে তাহাদের কখনও যক্ষ্মা (বিষ) রোগ হইতে পারে না। ডাঃ ক্যান্সামোবা বলেন যে দক্ষিণ

আমেরিকা, আফ্রিকা ও স্পেনের কতগুলি এমন যায়গা আছে যেখানে ম্যালেরিয়া জ্বর খুব এবং সেই ম্যালেরিয়া দ্বারা কুসকূসের যক্ষ্মা বোগ আরোগ্য লাভ করে। তাহাদের অন্ত কোন নিয়ম বা পথ্যাদির প্রয়োজন হয় না। ডাঃ হেরিং ক্যাসানোবার উক্তি সমর্থন করেন এবং তিনি বলেন যে আমি পূর্বে টিউবারকুলার রোগে ভুগিতে ছিলাম কিন্তু পানামা যোদ্ধকে নয় দিন জাহাজে ছিলাম অত্যন্ত সকলের জ্বর হয় আমার জ্বর হয় নাই। যদি যক্ষ্মা রোগীদিগের শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ প্রবেশ করাইতে পারা যায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ যক্ষ্মা বিষ চলিয়া যাইবে। সুতরাং যক্ষ্মা রোগীদিগকে এই ঔষধের নিম্নক্রম সেবন করাইতে পারিলে তাহাদের কৃত্রিম ম্যালেরিয়া জ্বরের সৃষ্টি হয়—ঐ ম্যালেরিয়া ভাল হইলে যক্ষ্মাও ভাল হইয়া যাইবে।

তুলনীয় :—ম্যালেরিয়া অফি প্রীহা ক্ষেত্রে—সিথানোথাস তুল্য ; যকৃত ক্ষেত্রে—ব্রাই, লাইকো, চেলিডো তুল্য ; শ্রীতশ্রীতে স্থানে বসবাস জন্ত রোগে—ডালকামারা তুল্য ; সবিরাম বা ম্যালেরিয়া জ্বরে—ইমে, সিড্রন, নেট্রাম, মিনিযেছাস তুল্য ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ১২, ৩০, ২০০, ১০০০ ক্রম।

ম্যাঙ্গেনাম-অকসাইডেট (Manganum Oxydat.) ।

ব্যবহারস্থল :—টিবিয়া অস্থিতে ব্যথা, বাধক, শূলবেদনা ও উদরাময় ক্ষেত্রে উপযোগী ।

ম্যাঙ্গেনাম-অ্যাসেটিকাম (Manganum Aceticum.) ।

পরিচয় :—ইহার নাম অ্যাসিটেট অভ্ ম্যাঙ্গেনাম। বিচূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—রক্তাক্রান্ততা ; পক্ষাঘাত ; ভ্রমণশীল বাতেব বেদনা ; হাঁপানি ; কাসি ; সর্দি , স্বরভঙ্গ ; ক্ষীণদৃষ্টি ; বধিরতা ; কর্ণের বিবিধ পীড়ায় ; যকৃতের মেদাপকর্ষতা ; অস্থিবেষ্টের প্রদাহ , নিকট বা অদূরদৃষ্টি ; বাধক ; জিহ্বার বিবিধ পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

উপদংশ জনিত রক্তাক্রান্ততা এবং পক্ষাঘাতে ইহা একটি উত্তম ঔষধ। সন্ধিস্থানের প্রামাণ্য বেদনাও এই ঔষধ পালসেটিলা, কেলিবাই, ল্যাক-ক্যানাই সদৃশ ঔষধ। সেলুলাইটিসের দ্বিতীয় অবস্থায় এই ঔষধ দ্বারা পূঁজ সঞ্চয় হয় এবং ক্ষত অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। গুল্ফসন্ধির ক্ষীণতাবশতঃ শিশু ভাবরূপ হাঁটিতে পারে না। পক্ষাঘাত জনিত রোগী চলিতে গেলে সম্মুখের নিকে ঠিকরাইয়া পড়ে,—উর্দ্ধগামী পক্ষাঘাত, ঐ পক্ষাঘাত নিম্নাঙ্গ হইতে উপর অঙ্গে চালিত হয়। এই ঔষধ আবার অর্ধাঙ্গিক পক্ষাঘাত রোগেও ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গেনামের কাসির একটা বিশেষ লক্ষণ আছে—রোগীর বর্ষাকালে বা আর্দ্র বায়ুতে এবং বিছানায় শয়ন করিলে কাসির উপশম হয়। শয়নান্তে কাসির উপশম—অ্যাকোন, অ্যামন-মিউর, রিউমেজ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। রোগী উঠিলেই তাহার দৈনিক পাঠ পড়িলে কাসি হয় ও স্বরনালী মধ্যে ব্যথাভব করে।

রায়ে তাহার সন্ধি ও অস্থি বেদনা বেশী হয়, শরীরের কোনও অঙ্গে সামান্য স্পর্শও সহ্য হয় না। রোগীর সর্ক ইজিই অড় ভাবাধিত। সে কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইলে বা কাহারও উপর ক্রোধাধিত

হইলে সেই ক্রোধ বহুদিন পর্যন্ত তাহার অন্তরে থাকে। ম্যাঙ্গেনাম রোগীর শরীরে অত্যন্ত ক্ষত হয় ; সামান্য আচড় লাগিলেও উহা ক্ষতে পরিণত হয়।

শক্তি :—৬, ১২, ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ম্যাঙ্গেনাম-মিউর (Manganum Mur.) ।

ব্যবহারস্থল :—গোড়ালিতে ব্যথা ও শরীরস্থ অস্থিতে বেদনা।

ম্যাঙ্গেনাম-সালফ (Manganum Sulph.) ।

ব্যবহারস্থল :—যকৃতের নানাবিধ পীড়া ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ও পিত্তাধিক্য ইত্যাদি পীড়াতেও ব্যবহার্য্য।

ম্যান্গিফেরা ইণ্ডিকা (Mangifera Indica.) ।

পরিচয় :—ভারতীয় আম গাছ।

ব্যবহারস্থল :—ম্যান্গিফেরা জরায়ু, কিডনী, পেট, ফুসফুস এবং অন্ত্রেব অগ্রবল রক্তস্রাবের একটা অতি উত্তম ঔষধ। নাসিকা প্রদাহ ও অপরাপর তকণ গলার প্রদাহ রোগে ইহা ফলপ্রসূ ঔষধ।

শক্তি :—টিংচার ব্যবহার্য্য।

রডোডেণ্ড্রন (সাইবিরিয়ান রোজ) (Rhododendron.) ।

পরিচয় :—ইহার সাধারণ নাম বোজ বে বা দ্রো রোজ ; পুরা নাম রডোডেণ্ড্রন ক্রাই-অ্যান্থিমাম্। এই জাতীয় বৃক্ষ সাইবেরিয়ার পাহাড়ে জন্মে। আমাদের দেশের দার্জিলিং ও ময়ূরী পর্বতেও রডোডেণ্ড্রন বৃক্ষ পাওয়া যায়। এই জাতীয় বৃক্ষের শুষ্ক পাতা ও শুষ্ক ফুল চূর্ণ করিয়া মাদার টিংচার তৈরী কবিত্তে হয়।

ব্যবহারস্থল :—অস্থি মধ্যে বেদনা ; কটিবাত ; গ্রীবার আড়ষ্টতা ; অণুকোষেব পীড়া ; একশিয়া বা অণুকোষে জল সঞ্চয় ; মণিবন্ধ বা হাড়ের কজীতে বেদনা ; ডিম্বাধারের অর্ধবৃদ্ধ ; অপত্য পথে অর্ধবৃদ্ধ ; কর্ণপটাহ-প্রদাহ ; গ্রীহাতে বেদনা ; কোন স্থান মচ্কাইবা যাওয়া ; মেনিঞ্জাইটিসের পর পক্ষাঘাত ; সন্ধি ; বাবী ; চক্ষুপীড়া ; নাক দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—রডোডেণ্ড্রন বাত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকেব পীড়ার উপযোগী। যে কোন পীড়া হউক না কেন যদি রোগ-লক্ষণ বর্ষাকালে বা ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাতাদিগ্নির পূর্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তবে এই ঔষধকে প্রথম স্বরণ করা কর্তব্য। রাস, অ্যারেনিয়া, নেট্রাম-সাল্ক, ডাল্ফ-মারা, সোরিগাম, কস্কেরাস প্রভৃতি ঔষধেও ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্বে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি দেখা যায় কিন্তু রডো ইহাদের শীর্ষস্থানীয় অর্থাৎ রডোতে সকল ঔষধ হইতে রোগলক্ষণের বেশী বৃদ্ধি দেখা যায়।

ভরুণ বাত রোগে সাধারণতঃ হাত, জ্ঞাণ্ডা ও পদ আক্রান্ত হয়; ঐ বেদনা অস্থি ও অস্থিবেষ্টনীতে আছে মনে হয়। রডোতে শরীরের অঙ্গাংশ শত্রু একভাবে আক্রান্ত হয়। গ্রীবা ও বক্ষঃস্থলের পেশীর বাত এবং হাত পাথের বাতজনিত শ্রায়ুশূলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রসূ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি ও তাতাদের বন্ধনীর পুৰাতন বাত বোগেও, ইহা ব্যবহৃত হয়। বিশ্রামে ও ঝড়বৃষ্টির আগমনে বেদনার বৃদ্ধি এবং মুখমণ্ডলের আমবাতিক বেদনা খাইবার সময় ও খাইবার পর উপশম। বাত বোগ বিশ্রাম ও ভিজা স্থানে বৃদ্ধি, চলা-ফেরায় উপশম লক্ষণে—রাস-টক্সের সহিত সাদৃশ্য আছে। রাস-টক্সের বেদনা পেশীতেই অধিক। আর রডোর বেদনা অস্থিতে অধিক। রাসের বেদনা সমস্ত বর্ষাকালে দেখা যায়, আর রডোর বেদনা ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্বে দেখা যায় এবং ঝড়বৃষ্টি চলিয়া গেলে বেদনা কমিয়া যায়; রাসের বেদনা প্রথম সঞ্চালনে বেশী হইয়া, রডোতে ঐরূপ দেখা যায় না।

অণ্ডকোষের প্রদাহ হইয়া তণায পিসিয়া ফেলিতেছে বা ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এরূপ বেদনা। অণ্ডকোষের (বিশেষতঃ বামদিকেব) বেদনায় স্পর্শকাতরতা লক্ষণে রডো বেশী কার্য্যকরী। অণ্ডকোষ-প্রদাহ ও বৃদ্ধি প্রভৃতি অণ্ডকোষের নানাবিধ পীড়ায় রডোব প্রয়োগ আছে। প্রাচীন অণ্ডের প্রদাহে এখন অণ্ডকোষ কঠিন হয় এবং উচ্চাতে পেষণব্যং বেদনা থাকে তখন ইহা ফলপ্রসূ। অণ্ডকোষের পীড়ায় রডো; পাল্‌সেটিলা, অরাম ও স্পঞ্জিয়া প্রায়ফাইটিস সমতুল্য। রডো রোগী পায়ের উপর পা না রাখিয়া শুইতে পারেন না।

চক্ষুরোগ :—ডাঃ অ্যালেন বলেন যে মুকোমা রোগে এই ঔষধের ব্যবহার আছে। যদি রোগের বৃদ্ধি অর্থাৎ চোখে ধোয়া দৃষ্টি ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রের পূর্বে আরম্ভ হয় ও ঝড়ের পর আরাম বোধ করে তবে ইহা দ্বারা আরোগ্য করা যায়। আমবাতগ্রস্ত বোগীদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বেশী প্রযোজ্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্বে, বর্ষাকালে, রাত্রি ও শেষবাঞ্চে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, লিখিবার সময়, জলে ভিজিয়া গেলে বোগেব বৃদ্ধি; গরম কাপড় দ্বারা মাথা আবৃত করিলে, শুষ্ক উত্তাপে, শারীরিক ব্যায়ামের পর, আহাবের সময় ও কিছুক্ষণ পর্যন্ত, আহাবের পর বায়ু নিঃসরণ হইলে এবং সর্কশরীরে ঘর্ষ নির্গত হইলে উপশম।

সম্বন্ধ :—রডোডেণ্ড্রন বর্ষাকালে রোগেব বৃদ্ধিতে—রাস, নেট্রাম, অ্যারেনিয়া তুল্য; অণ্ডকোষ প্রদাহে—ক্লিমে, পাল্‌স, গ্র্যাফা তুল্য; ভ্রমণশীল বাতের বেদনা—পাল্‌স, কেলি-সালফ, ল্যাক-ক্যা তুল্য; ঝড়বৃষ্টির দিনে রোগের বৃদ্ধি—ডাল্‌কা, নেট্রাম-সালফ তুল্য; কল খাইয়া ভেদ হইলে—চায়না, রিউম তুল্য।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

রাস-অ্যারোমেটিকা (Rhus Aromatica.) ।

ব্যবহারস্থল :—বহুমূত্র হইয়া রোগী শীর্ণ হইতে থাকিলে, মূত্রাধার হইতে রক্তস্রাব; পুৰাতন রক্তামশয়; অসাড়ে প্রস্রাব হওয়া; মূত্রপিণ্ড হইতে রক্তস্রাব; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য। রাস-অ্যারোমেটিকা বহুমূত্র রোগের একটা উত্তম ঔষধ, বহুমূত্র রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, কোমরে বেদনা, প্রবল জল পিপাসা, পরিবর্তনশীল রুচি ও ক্ষুধা। আজ সে রাঙ্গের দ্বার

আহার কুরিবে আহার পরের দিন হয় তো তাগাব মোটেই খাইবার ইচ্ছা থাকিবে না। প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা, কি দিনে কি রাত্রে সকল সময়ই অসাড়ে প্রস্রাব হইতে থাকে। বহুমূত্র রোগীর গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে ও লাল হইয়া যায়। বহুমূত্র, প্রচুব পরিমাণে প্রস্রাব; প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়।

শিশুদিগের গ্রীষ্মাতিশয রোগে শিশু যখন অত্যন্ত কণ্ঠ হইয়া পড়ে জ্বিহ্বা যখন ফ্যাকাসে হয় তখন উপযোগী। শিশুদিগের মূত্রাশয় প্রদাহ রোগেও এই ঔষধ ফলপ্রসূ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট একটু বেশী মাত্রায় সেব্য।

গ্লাব্রা (Rhus Glabra.)

ব্যবহারস্থল :—নাসিকা হইতে বক্তপ্রাব এবং পশ্চাৎ মস্তকের বেদনা, দুর্বলতা, মুখের ক্ষত; বিরতিজ্বনক স্বপ্ন দেখা, মনে হয় যেন সে হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। দৌর্ভাগ্য বশতঃ অত্যধিক ঘর্ম্মপ্রাব, এই ঔষধ অস্ত্রাশয়ের পচনশীলতা দূর করিয়া মল ও বায়ু নিঃসরণের দুর্গন্ধ দূর করিয়া দেয়। ডাঃ পেইন বলেন রক্তে ও পবিপাক যন্ত্রে এই ঔষধ বিশেষ ক্রিয়াশীল এবং তিনি ক্ষতে ও অর্শবসিতে রাস-গ্লাব বাহ্য প্রয়োগ করিতে বলেন।

দ্রষ্টব্য :—এই ঔষধের ১০ গ্রাণ এক আউন্স গ্লিসারিনের সহিত মর্দন করিয়া মুখেব ক্ষতে; ডিপথিরিয়ার পর্বর্তী ক্ষতে এবং উপদংশের ক্ষতে লাগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধের কাথ সেবন করিলে দুর্বলতা বিশিষ্ট অতি-ঘর্ম্ম দূর হয়। ইহা ব্যতিবেকে রক্তামশয, মুখের উপক্ষত, পারদ অপব্যবহার জনিত মুখক্ষত, বহুমূত্র, শ্বেতপ্রদর, প্রমেহ, গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ কার্যকরী।

শক্তি :—টিংচার, সাধারণতঃ কোমল স্পঞ্জের জ্বা মাড়ী (Spongy gums), মুখের ক্ষত, গলকোষ প্রদাহ প্রভৃতি স্থানে বাহ্যিক প্রয়োগ। আত্যন্তরীক ১ম শক্তি।

টক্সিকোডেন্ড্রন (Rhus toxicodendron.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম পয়জন ওক। এই জাতীয় বৃক্ষ উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়। ইহা ১ ফুট হইতে ৩ ফিট উচ্চ, এই গাছ অত্যন্ত বিষাক্ত, যখনই এই গাছ নাড়াচাড়া করিতে হয় তখনই সাধনাতা অবলম্বন করিতে হয়। বাসটক্স বৃক্ষ দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের ভেলা গাছের জ্বা। স্বয়ং হানেমান ইহার প্রথম প্রভিৎ করেন।

বৃক্ষে ফুল ফুটিবার পূর্বে, স্বযোদ্য হইলে, মেঘাচ্ছন্ন শুষ্কমোট দিনে ছায়াযুক্ত স্থানের তাজা পাতা সংগ্রহ করিয়া সুরাসার যোগে মাদার-টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—বর্ষাকালীন জ্বর; ইনফ্লুয়েঞ্জা; ডেঙ্গুজ্বর, টাইফয়েড জ্বর; বেরিবেরি; বাত; সন্ধিবাত; আমাশয়; বিসর্প; পোড়ানারাক; বযোত্রণ; কর্ণের পাম্ম রোগ, একজিমা, বা কাউর; ক্ষত; রক্তপ্রাব; অর্শ; চক্ষুর প্রদাহ; যকৃভের স্ফোটক; জরায়ু হইতে রক্তপ্রাব; গর্ভপ্রাণ, ভ্যাঁদাল ব্যথা; ঋতুর স্বল্পতা; অস্থিবেষ্ট প্রদাহ; থ্রুবোসিস; ব্রকাইটিস; নিউমোনিয়া;

মেনিঞ্জাইটিস্; আঘাতাদি লাগিয়া নানাবিধ পীড়া; পাকাশর ও অস্ত্রের প্রদাহ; পক্ষাঘাত; অরুদ, উন্টামুদা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী।

ক্রিয়াশীল :—বাত রোগগ্রস্তদিগের পীড়া এবং বাহার শ্রীত-শ্রীতে স্থানে বা ভিজা স্থানে বসবাস করে তাহাদের নানাবিধ পীড়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া রোগাদি হইলে, শরীরের কোন অংশ মচকাইলে, কোন ভারীজব্য তুলিয়া বা কোন প্রকারে শ্বাসরু অবসাদ ঘটিলে; নিসর্প এবং নানাবিধ চর্মরোগ প্রবণতা অস্ত্রাশয়ের পীড়া প্রভৃতি। সাধারণতঃ শরীরস্থ সকল যন্ত্র ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। রাসটক্সের অল্পপূর্বক টাইওনিয়া। দেহের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বই বেশী আক্রান্ত হয়। বিশ্রামে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, নড়াচড়ায় রোগের উপশম কিন্তু পক্ষাঘাত ও অবসন্নতা—বিশ্রামে উপশমিত হয় ও অধিকক্ষণ সঞ্চালনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মন :—টাইকয়েড বোগী নানাবিধ অসংলগ্ন কথা বলে এবং প্রস্নেব উত্তর অতি তাড়াতাড়ি দেয়; রোগী ভয়ানক উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ কবে (অ্যাকো, আস'), রাত্রে তাহার ভয়ানক ভয়, কারণ ইহা ব সর্ব লক্ষণ রাত্রেব দিকেই বেশী হয় এমন কি মানসিক লক্ষণাবলীও রাত্রে বেশী হয়; সেইজন্য বোগী রাত্রেব নাম ভয়ে অস্থির হয়। রোগী তাহার বিছানায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না বা শুইতে পারে না, আরাম পাইবার জন্য অনবরত পাখ' পরিবর্তন কবে (পাইবোজেন), যত নরম বিছানাই, হটক না কেন সে অনবরত এপাশ ওপাশ করিতে থাকিবে তবু তাহা ব বিছানা পক্ষ মনে হইবে (আর্গিকা)। মানসিক অস্থিরতার জন্য অনবরত ছট ফটানি (আসেনিক)।
ভাঃ শ্রাশ—রাস, অ্যাকো ও আস'কে টাইও অব্ বেষ্টলেস্ 'Trio of Restless বলেন; বস্তুতঃ এই তিনটি ঔষধেই ছটফটানি অত্যধিক।

রাসটক্সের ব্যথা ও কামড়ানির জন্য তাহার ছটফটানি, সে মনে করে অনবরত ছটফট করিলে ব্যথাব উপশম হইবে; এপাশ ওপাশ করিলে রোগীর সামান্য একটু উপশম হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার ছটফটানি শারীরিক কিন্তু অ্যাকোনাইটের উদ্বেগ ও অস্থিরতা মানসিক, আসেনিক রোগীর উদ্বেগ ও অস্থিরতা মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ কারণেব লক্ষ্য। অ্যাকোনাইটের অস্থিরতার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই হঠাৎ ঝড়ের স্তায় রোগ উপস্থিত হয় তৎসহ অস্থিরতা ছটফটানি সাধারণতঃ বৈকালেব পর বাত্রেই বেশী হয়—অস্থিরতা ছটফটানির জন্য রোগী বড় বেশী দুর্বল বা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ইহার অস্থিরতা রাত্রি ১২-২টার ভিতর ও দুপুর ১২টার ভিতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আসে'ব সর্ব লক্ষণই ঐ সময় বেশী হয়। অস্থিরতায় সে স্থান পরিবর্তন করিতে চায়। কিন্তু স্থান পরিবর্তনে তাহার রোগের কোনরূপ শান্তি মোটেই হয় না অধিকন্তু অবসন্ন হইয়া পড়ে। মৃত্যু ভয় তিনটি ঔষধেই আছে—অ্যাকোনাইটের মৃত্যু ভয় অত্যন্ত, এমন কি—সে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত বলিয়া দেয়, আসেনিকের মৃত্যু ভয় খুব, সে মনে করে ব্যথা ঔষধপ্রদাদি সেবন, মৃত্যু ত নিশ্চিত সুতরাং ঔষধ সেবন ব্যথা। রাস রোগী জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিতে চায়—জলে ডুবিয়া মবিতে চায়—কিন্তু তাহার মরণে অত্যন্ত ভয়—অরাম রোগী আত্মহত্যা করিয়া বসে। রাস-টক্স রোগী জানেনা কেন তাহার এরূপ মতিগতি হয়, কেন সে কাঁদে। তরুণ ও পুরাতন পীড়ায় তাহার অত্যধিক অস্থিরতা, বিষণ্ণতা, শ্বাসরু দুর্বলতা, 'খিটখিটে' ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিজের সম্মান সম্মতি, বিষয় কার্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মহা ভাবনা করে (ব্রাই, ক্যাল, কস)। রাস রোগীর স্বভি-বিভ্রমও দেখা যায়,—অতি অল্প দিনের ঘটনাও

সে শ্রমণ রাখিতে পারে না, ল্যাকেসিল রোগী গত ৬ বৎসরে যাহা ঘটয়াছে তাহা ফুলিয়া যায়। ওলিয়াগার রোগীর স্বভাব ক্রীণ, তাহার বড় কিছুই মনে থাকে না, সে অমনোযোগী—কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, সহজে কোনও বিষয় বৃদ্ধিতে পারে না; সে কোনও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, প্রতিবাদে চটয়া উঠে। কোনায়াম রোগী যাহা পাঠ করে তাহা বৃদ্ধিতে দেয়। রোগীকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কারণ ভাবিয়া উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে শক্ত সেইজন্য খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়।

— শিরঃপীড়া :—মাথা নাড়িলে বা জোবে চলাফেরা করিলে রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার ভিতরটা ছলিতেছে—মাথার যন্ত্রণায় যেন মাথা ফাটিয়া যাইতেছে এক্রপ অমুভব, কোনরূপ মানসিক অশান্তি হইলেই তাহার বেদনাব পুনরাবির্ভাব হয়। চলিবার সময় কপালের উপর আলাহুভব; নান্নভমিকার রোগী আহােরের পর ৩ যুম ভানিয়া গেলে আলাহুভব করে। রাস রোগীর কপালের একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত একখণ্ড কাঠের খণ্ড বাধা আছে অমুভূতি। এই ভাবটা সাধারণতঃ টাইফয়েড রোগীর বেশী হয়, (কার্কো-অ্যানি)। মাথাব ভিতর পিপীলিকা চলিয়া-বেড়ানবৎ সড়সড়ি, মাথার যন্ত্রণায় তাহার মুখমণ্ডল চাকচিক্যভাব ধারণ কবে ও অরক্তিম হয়। মাথার যন্ত্রণার জন্য রোগী ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়ে পুস একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। জলে ভিজিয়া-বা স্নাত্যস্নাত্যে স্থানে বসবাসানির জন্য তাহাদের প্রবণ অবস্থায় মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হয়, এবং ছটফট করিতে থাকে, বর্ষত্রি দিকে যাহাদের বোগের বৃদ্ধি তাহাদের পক্ষে উপযোগী। উদ্ভেদাদি উঠিয়া যাহাদের মস্তিষ্কাবরণীর প্রদাহ হয়—অথবা যাহাদের মস্তকে বিসর্প হইয়া আক্রান্ত অংশে রসগুটী বাহির হয় ও তৎসহ তাহার অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকে তাহাদের পীড়ায়ও ইহা উপযোগী। মাথার যন্ত্রণায় রোগীর মস্তকের মাংসপেশী ব্যথায়ুক্ত হয়—মস্তকের হাড়ের আববক ব্যথায়িত হয় এমন কি তথায় হাত ছোঁয়ান যায় না। তাহার মাথার পশ্চাৎ দিকে বেদনা—মাথা পিছনের দিকে হেলাইয়া রাখিলে—ধরিয়া রাখিল বেদনার উপশম। প্রবল জরের সহিত মেনিঞ্জাইটিস হইয়া যাহাদের অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা হয় তাহাদের পক্ষে উপযোগী। যে কোন ঠাণ্ডায়, ঋতু পরিবর্তনে, বর্ষা ঋতুতে অথবা মাথায় ঘর্ষ রুদ্ধ হইয়া বাতজ মাথা ধবা রোগে কলগ্রন। মাথার চুল ভিজাইয়া যাহাদের মাথার যন্ত্রণা হয় তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহা কার্যকরী।

চক্ষুরোগ :—বাতগ্রস্ত রোগী যদি ঠাণ্ডা বাতাসে বা বর্ষাকালীন বায়ুতে চলাফেরা করে তাহাদের চক্ষুর প্রদাহে, ঘর্মাদি অবরুদ্ধ হইয়া যদি চক্ষু প্রদাহ হয় এবং অত্যন্ত ছটফটানি থাকে তবে রাস-টক্স ফলপ্রদ। কর্ণিয়ার উপর পূজবতী সন্ধ্যায়; আলোকাতঙ্ক ও পূজোৎপত্তিতে ইহা কার্যকরী। আলোক অসহনীয়তা; সে প্রাতে নির্মল বায়ুর ভিতর গেলে তাহার চক্ষু হইতে কষায় বা স্বকন্দর-কারক স্রাব হইতে থাকে। চক্ষুজল লাগিয়া রোগীর গণ্ডদেশে অসংখ্য লালবর্ণের উদ্ভেদ বাহির হয় এবং চোখের পাতা থাকিয়া থাকিয়া বন্ধ হইয়া যায়। বোগীর চোখের পাতা প্রদাহায়িত হইয়া অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, দেখিলে মনে হয় যেন চোখে পাতায় বিসর্পের স্রাব কোন রোগ হইয়াছে। জলে ভিজিয়া চক্ষুর গুরুমণ্ডল বা স্বেতাংশ প্রদাহ (কন্জাংটিলাইটিস) রোগে যখন চক্ষুতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্কের স্রাব পিচুটি পড়ে তখন ইহা উপযোগী। ইউক্রেসিয়ায় চোখে পিচুটি পড়ে এবং প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়; পার্থক্য এই—রাস-টক্সের পিচুটি অপেক্ষাকৃত পাতলা, ইউক্রেসিয়ার ঘন। রাস-টক্স মকোমা, আইরাইটিস রোগেও

টপযোগী। যেতো রোগীদিগের টোসিস বা চক্ষু পেশীর পক্ষাঘাত রোগে উত্তম কার্য করে, উহা যদি জলে ভিজিয়া হয় তবে আরও ফলপ্রসূ।

টাইফয়েড জ্বরে রাসটক্স একটা অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রায় সকল টাইফয়েড রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বরে রোগীর হাত পা কামড়ায়, অস্থিরতা, মাথার যন্ত্রণা; চূপ করিয়া থাকিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, নড়াচড়া করিলে যন্ত্রণার উপশম রাস-টক্সের নিদিষ্ট লক্ষণ। রোগীর জিহ্বার অগ্রভাগে লালবর্ণের ত্রিভুজাকার লেপ পড়ে। জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা ফাটা। তাহার মুখে কখনও লালা প্রচুর পরিমাণে হয় আবার কখনও জিহ্বা ক্লেদযুক্ত থাকে এবং জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে; মার্ক-সলের সহিত এই লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু সাবধান টাইফয়েড জ্বরে মার্কানি ব্যবস্থেয় নহে। রাস-টক্স রোগীব পেটের দোষ, প্রায় অধিকদূশ ক্ষেত্রেই বাহ্যে দুর্গন্ধযুক্ত, উহা অসাদে নিঃসৃত হয়। রাস-টক্স রোগীব প্রলাপবৎ তত প্রচণ্ড নহে, মূহূর্ত্তাবের প্রলাপই দেখা যায় তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবলাকারেব প্রলাপ দেখা যায়। রোগী প্রলাপের সহিত অনবরত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। প্রথম যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে একটু পরেই সেই পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া অপর পার্শ্ব গ্রহণ করে। এক্রপ অনবরত পার্শ্ব ত্যাগ করিলে সে আরাম অনুভব করে। টাইফয়েড রোগী কখনও কখনও রোগের ভিতর খেয়াল দেখে যেন কেহ তাহাকে বিধ খাওয়াতে চাহে সেইজন্য সে পথ্যাদি কিছুই খাইতে চাহে না। টাইফয়েড রোগী মাথার যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, সে মর্মে করে যেন কেহ তাহার মাথার চামড়া টানিয়া রাখিয়াছে, সেই সঙ্গে তাহার মাথার রক্ত সঞ্চালিত হয়। মাথায় রক্ত সঞ্চালিত হইবার জন্য রোগীর মুখ আরক্তিম হয়। কোন কোন রোগীব নাক দিয়া রক্ত ঝড়ে, রক্ত পড়িলে তাহার মাথার যন্ত্রণার কিছু উপশম হয়। টাইফয়েড বিধ ফুসফুসে ঢুকিয়া নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নিউমোনিয়ায় কষ্টকব শুষ্ক কাসি, উহা সন্ধ্যার দিকে বেশী হয়। ইহা ব্যতিরেকে তাহার পেট প্রায় ফাপিয়া থাকে, প্রীহ স্থানে বেদনা হয়। নিউমোনিয়া বোঁগার কাসি প্রথম শুষ্ক, ক্রমশঃ উহা তরল হইয়া কাসি ঘন ঘন হইতে থাকে এবং স্লেয়া উঠে; ক্রমশঃ উহা তরল হইয়া কাসি ঘন ঘন হইতে থাকে এবং স্লেয়া উঠে, গযারে রক্তের ছিট দেখা যায়। সাধারণতঃ রাস-টক্সে নিউমোনিয়া আরোগ্য লাভ করে না, সামান্য উপকার হইবাব পর ফস্ফোরাস ব্যবহার্য। রাসটক্সের ছটফটানির প্রধান লক্ষণ—যখন এই ঔষধ সেবন করিয়া ছটফটানি চলিয়া যায় এবং রোগী নিশ্চেষ্ট, অবসাদগ্রস্ত ও সর্ববিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়ে তখন ফস্ফোরিক অ্যাসিড ব্যবহার্য।

টাইফয়েড জ্বরে রাস-টক্সের সহিত ব্যাপটিসিয়া ও আর্গিকার সাদৃশ্য দেখা যায়, রাস-টক্সের ছটফটানি বাত জনিত এবং জলে ভিজিয়া স্নাতস্নাত্তে স্থানে দসবাস জন্ম হয়, ব্যাপটিসিয়ার ছটফটানি পেশীর টাটানির জন্ম, আর্গিকার ছটফটানি সর্ব অর্ধে ব্যাংলান বেদনার জন্ম হয়। রাস রোগী বিভিড় করিয়া প্রলাপ বকে, ব্যাপটি রোগী মনে করে তাহাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চতুর্দিকে ছড়ান অবস্থায় আছে উহারিগকে বিছুতেই যথাস্থানে আনিতে পারিতেছে না; আর্গিকার—মস্তিষ্কের কন্জেন্সন জন্ম বোঁগাকে ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না, বাহ্যে প্রস্রাব অসাদে হয় ও রোগীব গায়ে কালশিবার দাগ পড়ে। রাস-টক্সের বাহ্যে দুর্গন্ধযুক্ত, ব্যাপটির সমস্ত প্রাবই দুর্গন্ধযুক্ত, আর্গিকারও মল হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। রাস-টক্সের জিহ্বার অগ্রভাগ লাল। ব্যাপটিসিয়া কঠিন দ্রব্য গিলিতে পারে না, কেবল তরল দ্রব্য গিলিতে পারে, আবার কোন

কোন সময় তরল জ্বা মুখে লইয়া খুঁখু করিয়া ফেলিয়া দেয়, আর্গিকার রোগী খাও বা পানীয় খাইতে বা গিলিতে গেলে ষড়ষড় করিয়া শব্দ হয়। রাস-টক্স রোগীর জল পিপাসা খুব, কিন্তু গলায় ভিত্তর প্রদাহ জন্ত গিলিতে ভয়ানক কষ্ট।

ম্যালেরিয়া জ্বরেও :—রাস-টক্সের ব্যবহার আছে যদি জ্বর জলে ভিজিবার জন্ত, জলকানার ভিতর কাঁথাদি করিবার পর, স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বসবাসাদিবে ফলে (ম্যালেরিয়া জ্বর) হয় তবে ব্যবহার্য। রোগীর সর্বাঙ্গে ব্যথা থাকে, ঐ বেদনা চূপচাপ থাকিলে বেশী হয় এবং অনবরত ছটফট করিতে থাকিলে বেদনাব উপশম। রাস-টক্সের অব সাধাবণতঃ দৈকালের পর হইতে রাত্রি ১৩টার ভিতর আসে অর্থাৎ সন্ধ্যাব সময়ই প্রায় অব হয়। বোগীর জিহ্বা খেঁত লেপাবৃত, জিহ্বার ডগাব দিকটা লাল। রোগীর ঠাণ্ডা দুধ পান করিবার ইচ্ছা খুব। রোগীর উত্তাপাবহায তাহাব শবীবে আমবাতের ন্যায় এক প্রকার উদ্বেদ বাহিব হয়, উহাতে ভয়ানক চুলকায এবং রোগী ঐ সকল পীড়কার জন্ত অত্যন্ত ছটফট করে।

ফোঙ্কায়ুক্ত বিসর্প রোগে সর্বপ্রথম রাস-টক্সের নাম মনে হয়। যে সকল ফোঙ্কা পড়ে উহা বড় বড় এবং শীঘ্রই উহাতে পুঁজ জন্মে। সাধারণতঃ মুখে যে সকল বিসর্প জন্মে, উহা বামদিক হইতে ডানদিকে ছড়াইয়া পড়ে। উহাতে অত্যন্ত জ্বালা, চুলকানি, যন্ত্রণা অধিক হয় তৎসহ অত্যন্ত গাত্রোতাপ বৃদ্ধি ও প্রলাপ হয়। আক্রান্ত স্থান ঘোর লালবর্ণের দেখা যায় প্রদাহ বামদিক হইতে ডানদিকে যায়, আর এপিসে প্রদাহ ডানদিক হইতে বামদিকে যায়, এপিসে জ্বালা খুব, পিপাসাব অভাব, আর বাস-টক্সে জ্বালা আছে তবে এপিসের ন্যায় অত বেশী নহে কিন্তু পিপাসা থাকিলে।

বিষফোড়া বা কার্কাঙ্কল হইয়া যখন আক্রান্ত স্থানে ভয়ানক বেদনা ও যন্ত্রণা হয় এবং আক্রান্ত স্থান ঘোর লালবর্ণের দেখা যায় তখন ইহা ব্যবহৃত কার্কাঙ্কলের প্রথম অবস্থায় বাসটক্স প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকায হয় নচেৎ অপর ঔষধ ব্যবহার কবিয়া পবে প্রয়োগ করা হয়।

কোমরের বেদনায় রাস-টক্স অতি উত্তম। বাস-টক্সের বেদনা বাত্রে বেশী হয়, বেদনার জন্ত রোগী অনবরত ছটফট কবে; এপাশ ওপাশ কবিলে বেদনাব উপশম। ব্রাইওনিয়ার বেদনা সঞ্চালনে বৃদ্ধি, বিশ্রামে উপশম। বিশ্রামের পর কোমরের বেদনা, প্রথম সঞ্চালনে বৃদ্ধি, বিশ্রামে উপশম। বিশ্রামের পব কোমরের বেদনা, প্রথম সঞ্চালনে বেশী হয় কিন্তু কিছু কিছু সময় চলিয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম। যতই অধিক সঞ্চালন কবা যায় ততই বেদনার হ্রাস, (কেলি-আঁথোড)। কোমরের বেদনা প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার পূর্বে বৃদ্ধি পাইলে পেট্রোলিয়াম ও রুটো উপযোগী। কটিদেশের তীব্র বেদনা, রাত্রি, তিনটাব সময় যদি বেশী হয় এবং বেদনার জন্ত যদি সে হাঁটিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় ও বেদনা নিতলের নিয়মভাগ পর্য্যন্ত চলাচল করে তবে কেলি-কার্ল ঔষধ।

পক্ষাঘাত রোগে সন্ধিলে যদি বেদনা থাকে ও সময় সময় অবসন্নতা অনুভব করে তবে ইহা উপযোগী। যে সকল শিশু বা অপর লোক ঠাণ্ডা পাঁথরের উপর বসিয়া, ঠাণ্ডা জলে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়া নিম্নোক্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় তাহাদের পাক্ষ এই ঔষধ কার্যকরী।

উঠিবার সময় পড়িয়া গিয়া যাহাদের পক্ষাঘাত হয়, সন্ধি হইয়া চক্ষুর পেণীর পক্ষাঘাত, টাইফয়েড জ্বরের পর পক্ষাঘাত হইলে ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়। রাস-টক্সে পক্ষাঘাত রোগীর আক্রান্ত অংশের শক্তভাব ও অবশভাব থাকে। **ডাঃ ডানহাম** বলেন যে সকল বালকদিগের নিম্নোক্ত

পক্ষাঘাত হয় তাহাদের পক্ষে বাস্-টক্স বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা সাপেক্ষে প্রয়োগ করিলে রোগ অতি সহজে উপশম হয়।

চর্মরোগ :—নানাজাতীয় চর্মরোগে বাস্-টক্স ফলপ্রদ ঔষধ। একজিমার চতুর্দিকে লালবর্ণের মণ্ডল, তথায় ব্যতিশয় চুলকানি, চুলকানি জ্ঞপ্ত অস্থিরতা ; এই সকল লক্ষণ থাকিলে তরুণ একজিমা বোগে বাস্-টক্স দ্বারা বিশেষ ফললাভ করা যায়। ডাঃ হিউজেস বলেন যে, রাস্-টক্স ১x—৩০ শক্তি ব্যবহার করিয়া আমি শতকরা ৭৫ জন বালকে একজিমা রোগ আরোগ্য করিয়াছি। জলে ভিজিয়া বা স্নাত স্নাতে স্থানে বসবাস করিয়া যাহাদের শীতপিত্ত বা আমবাত বাহির হয় তাহাদের পক্ষে রাস উত্তম ঔষধ। পোড়া নারস্কা, ফোড়া, বিষব্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাস্-টক্স ফলপ্রদ ঔষধ।

বসন্ত :—জল বসন্ত রোগে রাস্-টক্স একটি অমূল্য ঔষধ। মসুরিকা রোগে গুটিগুলি উঠিয়া যদি বসিয়া যায় এবং ইহার যদি নীলবর্ণ ধারণ করে বা কালবর্ণে হয়, বোগীর যদি বিকারাবস্থা উপস্থিত হয় এবং রাতে ছটফটানি বেশী দেখা যায় তবে বাস ফলপ্রদ ঔষধ।

কর্ণমূল-প্রদাহ রোগে বা কর্ণশূলে রাস্-টক্সের প্রয়োগ আছে, রাতে কাণের ভিতর লপ্পপ্প করে, রোগী মনে করে যেন কেহ তাহার কাণে ফু দিতেছে বা শীস দিতেছে, শুইলে এই সকল লক্ষণের আরও বৃদ্ধি, শুইলে কাণের পর্দা ফাটিয়া যাইবে বোধ।

আমাশয় রোগে রাস্-টক্স ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ যাহারা জলের ভিতর কাজ করে, জল-কাদা ঘাটে, মাঠে চাষবাস করে, শাকসব্জীর ব্যবসা করে, তাহাদের আমাশয় বোগে ও বর্ষাকালীন আমাশয় ও রক্তমাশয় রোগে ইহা ফলপ্রদ।

আঘাতজনিত বা কোন ভাবী দ্রব্য উত্তোলনজনিত কোন পীড়া ও তৎসহ গাত্রবেদনা থাকিলে, গা টিপিয়া দিলে বা ছটখট কবিলে গাত্রবেদনার উপশম লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য। আঘাত লাগিবার পর প্রথম আর্গিকা ব্যবহৃত, তাহাতে উপকার না হইলে বাস্-টক্স ব্যবহৃত।

বেরি-বেরি বা শোথরোগ :—যদি নদী, পুকুরাদিতে অত্যধিক স্নানাদি কবিবাব পব হয় বা বর্ষাকালে, অথবা জলে ভিজিয়া স্নাত স্নাতে স্থানে বসবাস করিবার পব যদি হয় তবে রাস্-টক্স ব্যবহার্য। ইহার শোথ বসিয়া থাকিলে বা রাতে বেশী হয়, হাঁটিয়া বেড়াইলে বা চলাফেরার উপব থাকিলে কম দেখা যায়।

ক্ষত :—পায়ের ঘা, ঘা হইতে প্রচুর রস পড়ে, শোথযুক্ত পায়ের ঘা, ঘা হইতে পাতলা আঠার স্থায় রস নিঃসৃত হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া :—যদি কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন বশতঃ হয় বা উৎকট শারীরিক ব্যায়াম বা পরিশ্রম জনিত হয় তাহা হইলে আর্গিকা ও ব্রোমিয়াম তুল্য রাস্-টক্সও কার্যকরী।

হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রগত বোগেও ইহা প্রয়োগ আছে। ইহাতে হৃৎযন্ত্রে কেহ স্থল শলা বিদ্ধ করিতেছে একরূপ বেদনা, রোগীর বাম বাহু অসাড় ও অবশ হয়, ঐ হাতের আঙ্গুল চিন্ চিন্ করে, চলাফেরা করিবার পর রোগীর হৃৎপিণ্ড ক্ষীণ ও দ্বিস্তোজ হইয়া পড়ে ও ইহা ভিতর বাঁপিতে থাকে। প্রাতে বেড়াইলে অনেকটা উপশম। রোগীর হৃৎযন্ত্রের ভিতর এত স্পন্দন হইতে থাকে, রোগী মনে ভাবে তাহার সমস্ত দেহ যেন সেই সঙ্গে স্পন্দিত হইতেছে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বৃষ্টির দিনে, বর্ষাকালে, জলবসা আর্দ্র স্থানে বসবাস করিলে, রাতে, বিশ্রামে, অস্বাভাবিক, ভারোত্তোলনে, বিশ্রাম করিবার পর প্রথম সঞ্চালনে, অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রমাদি

করিলে, ঠাণ্ডা জলপান করিলে, দেহ অনাবৃত করিলে বোগের বৃদ্ধি ; দেহ বা আক্রান্ত অংশ সকালনে, শরীর ঢাকিয়া রাখিলে, উত্তাপ প্রয়োগে এবং ব্যায়াম করিবার পর উপশম ।

• **তুলনীয় :**—রাস-টক্স—টাইফয়েড অরে—ব্যাণ্টি, আণিকা, ব্রাই, অ্যাসি-ফস্, ফস তুল্য ; বাতের বেদনারিতে—আণি, কুটা, ছ্যাফা, কেলি-কার্ক, লেডাম, লাই, রডো তুল্য ; একজিমা রোগে—মেজেরি, সিপিয়া তুল্য ; হৃদপিণ্ডের রোগে—আণিকা, ব্রোমিয়াম, ক্যালমিয়া, পাল্‌সে, ফাইটো তুল্য ; ঝুলাঘাতে—কষ্টিকাম তুল্য ; জলে কার্য্য করিয়া রোগ হইলে—আস', লাইকো ; বিসর্প সহ আরম্ভ অরে—এপিস তুল্য , হাতের জল পানে ইচ্ছা কিন্তু পানাস্থে বমন—আস', জলের মত মল হইলে—কলচিকাম তুল্য ঔষধ ।

ব্রাইওনিয়া—রাসটক্সের তত্ত্বপূর্বক অর্থাৎ একের পর অন্য চমৎকার কার্য্য করে ।

এপিস—রাসটক্সের প্রাতিফল অর্থাৎ বাস-টক্সের পূর্বে বা পরে এপিস ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, কিন্তু ডাঃ স্যাম বলেন “উপযুক্ত লক্ষণ পাইয়া আমি এপিসের পর বাসটক্স ব্যবহার করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছি” ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদ্বৎ ক্রম পর্য্যন্ত ।

রাস-ডাইভারসিলোবা (Rhus Diversiloba) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বাস-টক্সের বিষক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয় ; সাংঘাতিক জাতীয় চর্মরোগ তৎসহ ভাব্য চুলকানি, মুখ, হাত পা ও জননেন্দ্রিয়ের শোধ ; একজিমা এবং বিসর্প, ভয়ানক স্নায়বিক দুর্বলতা, সামান্য পরিমাণে দুর্বলতা অল্পভব প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

১. রাস-ভেনেনেটা (Rhus Venenata) ।

ব্যবহারস্থল :—বিসর্প, ফোড়া, কলেরা, অর্শ, নানা প্রকার রসপূর্ণ উদ্ভেদ ; ওষ্ঠের ক্ষতি ; হাম ; অর্শের পক্ষাঘাত ; আমবাত প্রভৃতি বোগে ব্যবহার্য্য । রাস-ভেনেনেটা নানাবিধ চর্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । দেহের নানা স্থানে চুলকানি ও জ্বালা ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে ; গরম জলে চুলকানির উপশম । একজিমা রোগে ইহার বাহ্যিক ও আত্যন্তরিক উভয়বিধ প্রয়োগ করা চলে । চর্মরোগে রাস-টক্স প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া না গেলে রাস-ভেনেনেটা দ্বারা সুন্দর ফল পাওয়া যায় । ডাঃ স্যাম বলেন যে বিসর্প বোগে রাস-ভেনেনেটার ৩x শক্তি দ্বারা জ্বালা যন্ত্রণার শাস্তি হয় । বিসর্প বোগে আক্রান্ত অংশ ঘোব লালবর্ণের হয় । রৌগীর জিহ্বা যেন লজ্জ হইয়া গিয়াছে এরূপ অল্পভব, আবার কখনও কখনও মনে হয় যেন, জিহ্বা ও ওষ্ঠ দুইটা ফাটিয়া গিয়াছে, লাল গাঢ় আঠার মত, চুলকানির গবেমে উপশম লাভ । উদ্বাময ভোর ৪টার সময় আরম্ভ হয়, শূলবৎ বেদনাসহ প্রচুর জলের মত খেতাব মল অন্তান্ত জোরের সহিত নির্গত হয় (জ্যাট্রোকা, পডো, ক্রোটন-টি), এবং বাহ্যের পূর্বে তলপেট অন্তান্ত বাধা কবিত্তে থাকে, প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া কয়েকবার তরল বাহ্যে করিবার পর পেটের ব্যথার উপশম ।

• **শক্তি :**—৩x, ৬x, ৩০ ; বাহ্য প্রযোগের জন্য মূল অরিষ্ট ।

রাস-র্যাডিক্যান্স (Rhus Radicans) ।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম পয়জন ভাইন বা পয়জন আইভি। ইহার তাজা পাতা হইতে মূল অরিষ্ট তৈরী হয়। রাস-টক্স ও রাস-র্যাডিক্যান্সের ক্রিয়া-প্রায় একই রকম, কেবল দুই এক স্থানে লক্ষণের তারতম্য দেখা যায় সুতরাং আমবা সবিস্তার আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

শিরঃপীড়া :—রোগীর মাথার পশ্চাৎদিকে বাধা তৎসহ বাত-জনিত ঘাড় শক্ত ও আরষ্ট ভাব হওয়া, শিরঃবেদনার সময় দেহ সঞ্চালন করিলে বা হেঁট হইয়া বসিলে বেদনার বৃদ্ধি, মাথার মধ্যে দপ্পদপ্প করে, শয়ন করিলে যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি। গা-বমি-বমিযুক্ত মাথাব যন্ত্রণা, আবার মাথার যন্ত্রণা কমিয়া গেলে পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয় মধ্যে মোচড় দেওয়াব ভাণ যন্ত্রণা অমুভব।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া :—বোগীর খুঁকখুঁক কাসি, যাহাদেব গলকৃত আছে প্রাতে তাহাদের শুষ্ক কাসি, কাসিবার সময় বকের মধ্যে কণ্ঠযন বোধ জনিত অত্যন্ত কাসি হইতে থাকে, বকের মধ্যে বেদনা, কাসিলে বকের মধ্যে বেশী বেদনা অমুভব। রোগী গলা ও বকের মধ্যে জ্বালা বোধ করে; সে অমুভব করে তাহার অন্তরালীর মধ্যে জ্বালা করিতেছে। সন্ধ্যার সময় ও সন্ধ্যার পর রোগীর বকের ভিতর দপ্পদপ্প করিতে থাকে। আবার মধ্যরাত্রে যখন সে শুইয়া থাকে তখনও জ্বদপিণ্ডের ভয়ানক স্পন্দন সেই সঙ্গে নাড়ী হস্ত ও ক্রান্ত। ইহা ব্যতিবেকে এই ঔষধ টাইফয়েড জ্বরের ক্ষেত্রে, ম্যালেরিয়া জ্বর, নানা প্রকারেব চর্মরোগ, বাতের প্রকোপ ক্ষেত্রে উপযোগী। সাধারণতঃ রাস-টক্স যে সকল রোগী ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধের প্রয়োজন হয়।

শক্তি :—নিম্ন শক্তিই ব্যবহৃত হয়।

রিসিনাস-কমিউনিস (Ricinus Communis) ।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম রিসিনাস-লিভিডস। আমাদের দেশের এরও গাছ। ইহার বীজ হইতে মাধাব টিংচার তৈরী হয়। ইহার ফল হইতে যখন মাধাব টিংচার তৈরী করিতে হয় তখন ইহার পাকা বীজের শাঁস সুরাসারে ভিজাইয়া তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—কলেরা; শিশু কলেরা; সাংঘাতিক উদরাময়; রক্তামাশয়; পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ; পচনশীল ক্ষত; মুখের ক্ষত; কামলা বা ছাবা প্রভৃতি বোগে এই ঔষধ ফলপ্রসূ।

কলেরা রোগে রিসিনাস একটা উত্তম ঔষধ। এই ঔষধটি ডাঃ সাল্জার দ্বারা বহু রকমে পরীক্ষিত হয়, তিনিই প্রথম ভারতীয় হোমিওপ্যাথদের দেখান যে এই ঔষধটি কলেরায় চমৎকার কার্য করে যদিও বহুপূর্বে ডাঃ হেল প্রভৃতি চিকিৎসকগণ বলিয়া গিয়াছেন, রিসিনাস উদরাময় ক্ষেত্রে কার্যকরী। ফলতঃ কলেরায় রিসিনাস কার্যকরী ঔষধ তাহা ডাঃ সাল্জারের কৃপায় আমরা জানিতে পারি। ডাঃ বিহারীলাল ভাট্টা মহাশয় বলেন বেদনাবিহীন কলেরা রোগের প্রথমে ভেবেটাম ব্যবহার করিয়া যদি ফল না পাওয়া যায় তবে তখন রিসিনাস দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে। সত্যই বেদনাবিহীন কলেরা ক্ষেত্রে রিসিনাস একটা অমূল্য ঔষধ। পুরাতন উদরাময়জাত কলেরা রোগে অর্থাৎ অজীর্ণযুক্ত উদরাময় ও যখন দীর্ঘ সময় থাকিয়া যে সকল রোগ

কলেরায় পরিণত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে বিসিনাস আরও ফলপ্রসূ। রোগীর অত্যধিক জলপিপাসা, মুখে জল উঠা, অত্যন্ত বমন, বমনের ভিতর পিত্ত ও স্রাব জাতীয় স্লেমা মিশ্রিত পদার্থ বাহির হওয়া, ভেদবমি হইয়া কঠিন বসিলে ও নাড়ী সোপ পাইলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। ডাঃ সাল্জাব বলেন যে কলেরার হিমাক্ত অবস্থায় যে কেবল কার্কো-ভেজ, আর্সেনিক প্রভৃতিই ঔষধ, তাহা নহে, কলেরার হিমাক্ত অবস্থায় বা নাড়ীলুপ্ত হইয়া যদি ঘন ঘন ভেদবমি হইতে থাকে তবে রিসিনাসই বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ। কলেরার বোগীর যদি স্রাবের জাত লক্ষণ দেখা যায় তাহা হইলে রিসিনাসই একমাত্র ঔষধ।

কলেরা চিকিৎসায় বিসিনাস শু ভেরেট্রোমের ভিতর, পার্থক্য অতি সামান্য। রিসিনাসের বোগে ধীরে ধীরে আসে অর্থাৎ ২৪ দিন পূর্বে পেটের অসুখ হইয়াছে তাহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া, চাউলখোয়ানি জলের জাত ভেদ হইতে থাকিলে ও কলেবার ভেদবমি দেখা দিয়া নাড়ী লুপ্ত হইলে, হইলে ইহা ফলপ্রসূ, আর ভেরেট্রোমের লক্ষণ সত্ত্বে উপস্থিত হইয়া ভীষণ অবস্থা ধারণ কবে। বাহ্যে ও বমন প্রচুর হইয়া অতি শীঘ্রই বোগ কঠিনাকার ধারণ কবে। কলেবায় পতনাবস্থায় যেমন কার্কো-ভেজ ফলপ্রসূ সেইরূপ বিসিনাসও কার্যকরী। কার্কো-ভেজ রোগীর বাহ্যে-প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেট ফুলিয়া উঠে ও পতনাবস্থা উপস্থিত হয়; তাহাব হাত পা এবং শবীরের প্রায় সমস্ত অংশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, আর বিসিনাস বোগীর পতনাবস্থায় বাহ্যে বমি বন্ধ হইয়া তাহাব পতনাবস্থা আরম্ভ হয় না। কলেরাব পতনাবস্থায় যখন বোগী প্রচুর পরিমাণে ভেদ হইয়াও বমন করিয়া পতনাবস্থায় উপস্থিত হয় তখন কেহ কেহ বিসিনাস ও কার্কো-ভেজ পর্য্যায় ক্রমে ব্যবস্থা করিতে বলেন। তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছেন যে একপ ভাবে পর্য্যায়ক্রমে বিসিনাস ও কার্কো-ভেজ ব্যবহাবে বোগী অতি শীঘ্র আবোগ্য লাভ কবে, আমবা একপ পর্য্যায় ক্রমে ঔষধ প্রয়োগের পক্ষপাতী নহি। তবে বিসিনাস পাঠকবন্দ এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ কবিয়া শুভ ফল পাইতে সমর্থ হইবেন আমাদের কিছু বলিবার নাই।

স্ক্রোরোগেও রিসিনাসের প্রয়োগ আছে, বোগীর অকালে মৃত্যুশ্রাব হয়, সেই শ্রাব প্রচুর। প্রায় অন্যান্য শ্রাবও প্রচুর পরিমাণে হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর মাতার স্তনে দুগ্ধের অভাব হইলে এই ঔষধ দ্বারা পুনর্বার সেই অভাবের পূরণ হয় (আসাকি)। যে সকল জননীদেব স্তন হইতে জলের ন্যায় তরল পদার্থ নিঃসৃত হইতে থাকে তাহাদেব স্তন্যে ক্ষীবহ আনয়ন কবে বিসিনাস। যে সকল বমণীব স্তনে বহু দিন হইতে দুধ নাই শিশু বহুদিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত বিসিনাস সেবনে তাহাদেব দুগ্ধহীন স্তনে দুগ্ধ সঞ্চিত হয়।

শক্তি :—৩x, ৮x, ৬, ১২, ৩ শক্তি পর্য্যন্ত।

রিউম (Rheum.)।

পরিচয় :—অপব নাম রুবার্ক বা রেওচিনি। চীন দেশে ইহাব আদি জন্মস্থান। ইহার শুষ্ক মূল সকল পরিমাণে বস্তা বস্তা বাণিজ্যের জন্য বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহার চূর্ণ লালভ পীত বর্ণের, লালভ পীত বর্ণের, গন্ধ আমাদের দেশেব হলুদেব জাত। বেওচিনি মূলের চূর্ণ স্ফরাসার যোগে মাধার টিংচাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বিচূর্ণ ও টিংচার উভয়বিধই হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—শিশুদিগের দন্তোদগম সময়ে নানাবিধ রোগ, উদরাময়, রক্তামশয়, পাকাশয়ের বিরূতি ; স্তন্যপায়ী শিশুদিগের পীড়া ; শিশুদিগের চীৎকার ; শিশুদিগের প্রস্রাবে কষ্ট হওয়া ; প্রস্রাব হইতে উগ্রগন্ধ বাহির হওয়া ; নিশ্বাস হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া ; কাণে ক্রম হ্রাস ; মুখে স্লেয়া জমা ; মাতৃস্তন্যে বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ ফলপ্রসূ।

বিউম শিশুদিগের পক্ষে বিশেষতঃ শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় উপযোগী ঔষধ। বিউমের শিশু বড়ই অস্থির চিত্তেব, অধীরভাবে নানাবিধ দ্রব্যাদি চায় এবং উহা পাইবাব জন্য অত্যন্ত চীৎকার কবিত্তে থাকে। তাহার অতি প্রিয় খেলনা তাহাকে দিলেও সে চীৎকার করে (সিনা), শিশু সমস্ত রাত্রি চীৎকার করে জ্বালাপা) ও ছটফট কবিত্তে থাকে। দন্তোদগমকালে শিশু অত্যন্ত ছটফট করিতে থাকে। শিশুর মল হইতে, বর্ষ হইতে এবং সমস্ত শরীর হইতে টকগন্ধ বাহির হয়। শিশুর মস্তকে সর্বদা বর্ষ হয়, শিশুর কি নিদ্রিত কি জাগ্রত সর্বাবস্থায়ই মাথার চুল ঘাম দ্বারা ভিজিয়া থাকে, বর্ষ হইতে অগ্নগন্ধ বাহির হয়। “অগ্নগন্ধী শ্রাব” অনেক স্থানে বিউম নির্দেশক।

বিউমেব শিশু খাইবার জন্য এটা ওটা চ্যু বটে কিন্তু কোন জিনিস খাইতে পারে না, খাবার জিনিস দেখিলেই খাইবাব বায়না কবে কিন্তু সামান্য একটু খাইবাই খাবার উপর ঘুণার উদ্রেক হয়। আহারের পরই তবল ধাঁছে হয়, মল টকগন্ধযুক্ত জমান দধিব ন্যায়, উহা কিছুক্ষণ দধিযা রাখিলে হলুদ বর্ণধারণ করে। বিউম শিশুর উদরাময় দন্তোদগমের সময়, স্তিকা গৃহে বসিয়া আহারের পর হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রীষ্মকালেও উদরাময় দেখা যায়। মলত্যাগের পর শিশুর পেটে বেদনা ও বুখা কুহন, নড়াচড়ায় বেশী হয়, শিশুর মল ও গাত্র হইতে অত্যন্ত টক গন্ধ বাহির হয়। শিশুকে যত ধোয়ান হউক না কেন তাহার গায়েব টকগন্ধ ‘কিছুতেই’ যাইবে না। সাল্ফিউবিক-অ্যাসিড, ম্যাগকার্ক, হিপাব ও ক্যালকে বোগীর গাত্র হইতেও অত্যন্ত টকগন্ধ বাহির হয়। বিউম ও ম্যাগ-কার্কের টকগন্ধ অত্যধিক সোরিগাম শিশুর গাত্র হইতে অত্যন্ত বিলী গন্ধ বাহির হয় তাহাকে যতই ধোয়ান হউক না কেন দুর্গন্ধ কিছুতেই যাইবে না। শিশুদিগের জ্বরেও ইহা ব্যবহৃত হয়। জ্বরের সময় শিশুর হাত পা গরম, মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা, জল পিপাসাব অভাব। শিশুর কপালে ও মাথায় ভয়ানক ঘাম, সে ঘুমাইয়া থাকুক বা জাগিয়া থাকুক তাহার মাথার চুল ভিজিয়া জ্বজ্ববে হইবে। শিশুর ঘাম বিছানায় ও কাপড়ে লাগিলে হলুদ বর্ণের দাগ পরে, (অ্যামন-কার্ক, গ্র্যাফা, ল্যাকে, ম্যাগ-কার্ক)।

ক্রাস-বৃদ্ধি :—রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিবার পর, শরীরের কোন অংশ খুলিয়া দিলে, শীত ও গ্রীষ্মকালে নড়াচড়ায়, দাঁড়াইলে, আহারের পর, বাজের সময়ে ও পরে রোগের বৃদ্ধি ; দেহ আবৃত করিলেও দেহ কুঞ্চিত করিয়া, শুইলে উপশম।

তুলনীয় :—বিউম—অগ্নগন্ধযুক্ত মলে—ম্যাগ-কার্ক, ক্যালকে, হিপার, সাল্ফ-অ্যাসিড তুলা ; মাথায় বর্ষে ক্যালকে, সাইনি তুলা ; দন্তোদগমে ক্রেশ—ক্রিমো, ক্যামো, ক্যালকে তুলা ; অধৈর্যতা—সিনা, ব্রাইও তুলা ; শিশুর ক্রন্দন ও অধীরতা—সেইরাইনাম তুলা।

‘শক্তি :—৩x, ৬x, ৩০ শক্তি।

রিউমেস-অব্‌টিউসিকোলয়্যাস্ (Rumex obtusifolius.) ।

ব্যবহারস্থল :—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব তৎসহ মাথার যন্ত্রণা ; কিডনিতে বেদনা ; শ্বেত প্রদর প্রভৃতি রোগে কার্য্যকরী ।

নিম্ন শক্তিই ব্যবহার্য্য ।

রিউমেস-অ্যাসিটোসা (Rumex acetosa.) ।

ব্যবহারস্থল :—গুরু কাসি, উহা অবিবাম হইতে থাকে, পেটে ভয়ানক বেদনা ; আলজিহ্বার বৃদ্ধি ; অন্ত্রনালীৰ প্রদাহ, এবং ক্যান্সার বোগে ব্যবহার্য্য ঔষধ ।

নিম্নশক্তি ব্যবহার্য্য ।

রিউমেস-ক্রিস্পাস (Rumex Crispus) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ইয়োলোডক । এই জাতীয় বৃক্ষ ইউরোপে জন্মে, আমেরিকায়ও পাওয়া যায় । তাজামুলের রস হইতে মাদার টিংচার তৈরী করিতে হয় ।

ব্যবহারস্থল :—সর্দি, কাসি, শ্বাসনলী প্রদাহ, শ্ববন্ধ ; ইপানি ; যক্ষ্মারোগের কাসি ; গলনলীর পীড়া ; উদরাময় ; অজীর্ণ, নাক দিয়া রক্ত পড়া ; পাকযন্ত্রের শূল ; মুখের ক্ষত ; হৃদপিণ্ডের বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ।

কাসি—যদি গুরু হয় তাহা হইলে রিউমেস একটা অমূল্য ঔষধ । গলার ভিতর অনবরত স্ফুড়স্ফুড় কবিয়া গুরু কাসি হইতে থাকে । গুরু কাসি হইতে থাকে । গুরু কাসিব জন্য বোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, শ্বাসক্লান্ততা উপস্থিত হইয়া সে মনে করে এইবাব বুঝি আমার শেষ অবস্থা উপস্থিত । তাহার এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যে যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ কবে । প্রতি রাত্রে ১১ টাব সময় ও শিশুদিগের রাত্রি ২-৩ টার সময় কাসিব আবির্ভাব হয় । ক্ষয় কাসিব রোগীর রাত্রিকালীন কাসি, সময় সময় ভীষণভাবে শ্বাসবোধক কাসির উদ্ভেক হয় । ক্ষয়বোগীর শ্বাসক্লান্ততা ইহা ফলপ্রদ । ক্ষয়রোগীর ভোরের নিকে উদরাময় ও সন্ধ্যাবেলা গুরু কাসি । গলনলীর শ্লেষ্মিক ঝিল্লীৰ প্রদাহে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ । রোগী সর্বদা গলা মুখ চাকিয়া বাথিতে চায় পাছে তাহার ঠাণ্ডা লাগিয়া পুনরায় কাসির বৃদ্ধি হয়, ফসফোরাস রোগীতে এই লক্ষণ আছে তবে রিউমেসে যত বেশী তত বেশী ইহাতে নাই । রিউমেস রোগীর কাসি গরম হইতে ঠাণ্ডা ঘরে গেলে বেশী হয় । এই কাসির সহিত গলার স্ফুড়স্ফুড় ক'র, ছিঁড়ে যাওয়ার ন্যায় ব্যথা কষ্টিকামের ন্যায় রিউমেসেও আছে ; আবার বামদিকের ফুসফুসের বিশেষতঃ স্তনের নিম্ন ভাগ খোঁচামোরা-ব্যথার সহিত কাসি থাকিলে রিউমেস উপযোগী । এই লক্ষণ সামান্য কাসি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া বা যক্ষ্মাকাসির সহিত থাকিলে ও বোগীর গলা স্ফুড়স্ফুড় করিয়া গুরু কাসি হইতে থাকিলে রিউমেসই ঔষধ । রিউমেসের রোগী শীতল ও মুক্ত হাওয়া সহ

করিতে পারে না এমন কি সামান্য ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণ করিলেই কাসির বৃদ্ধি হয় সেই জন্ত সে আগাগোড়া ঢাকিয়া ঘুমায়ে।

উদরাময়ে—রিউমেস্জ, পডো, অ্যালোজ, নেট্রাম-সাল্ফ ও সালফার তুল্য ঔষধ। শয্যাভাগ করিয়া অতি ভোরেই সে মলত্যাগের জন্ত পাখানায় ছোটে (সাল্ফার, অ্যালো)। সাধারণতঃ সকাল ৪ টায় তাহার পাখানার বেগ পূর্ণ-মাত্রায় আসে সেই জন্ত সে অতিশীঘ্র পাখানায় দৌড়াইয়া যায় (সাল্ফার), রিউমেস্জের মন প্রচুব দুর্গন্ধযুক্ত হয় কিম্বা বেদনা হইন। **পডোফাইলাম** রোগীর জ্বায় তাহার উদরাময় সকাল ৬টা হইতে বেলা ১০টা পর্যন্ত থাকে কিন্তু বৈকালে বাহ্যের পরিবর্তে শুষ্ক কাসিত আবির্ভাব হয়। অবিরাম শুষ্ক কাসি, অথচ একটুও গয়ার হয় না, কাসিতে কাসিতে রোগীর অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া বায়, অতিরিক্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। **সাধারণতঃ** রিউমেস্জ যক্ষ্মারোগীর প্রাতঃকালীন উদরাময় ও বৈকালিক শুষ্ক কাসির ক্ষেত্রে অমূল্য তুল্য ঔষধ।

চর্মরোগেও রিউমেস্জের ব্যবহার আছে। শীতপিত্ত, চর্ম্মে ফোন্সাব জ্বায় উদ্ভেদ নির্গত হয়। উদ্ভেদগুলি অত্যন্ত চুলকায। চুলকানি গায়েব ঢাকা খুলিলেই বেশী হয়; নেট্রাম-সাল্ফ ও ওলিয়াগারেও এই রূপ চুলকানি আছে তবে নেট্রাম-সাল্ফে কামলা বা ম্যালেলিয়াব সহিত এইরূপ চুলকানি থাকে। বিছানায় শুইলে পদ বিছানাব উত্তাপে চুলকানির বৃদ্ধি মার্ক-সল ও মার্ক-প্রোটো-আবড। আর বিছানায় শুইয়া গায়ের ঢাকাগুলি সবাইয়া দিলে বা জামা খুলিয়া রাখিলে চুলকানির বৃদ্ধি রিউমেস্জের লক্ষণ।

রিউমেস্জ—শুষ্ক কাসিতে সিনা তুল্য; যক্ষ্মাবোগীব হাঁপানি লক্ষণে—মিফাইটস ও ষ্টিকটা তুল্য; প্রাতঃকালীন—উদরাময়ে সাল্ফ, পডো, অ্যালোজ তুল্য; শুইবার সময় গল্লু স্ফুস্ফু করিয়া কাসিতে—হাথোস, কোনাযাম তুল্য; চর্ম্মরোগে—হিপার ও নেট্রাম সাল্ফ তুল্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ বা তদুর্ধ্ব শক্তি।

রুটা (Ruta Graveolens) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম রুটা লেটিফোলিয়া। এই জাতীয় গাছ তিক্ত। রুটা সর্বপ্রথম হানেমান প্রভিঃ করেন। পুস্পোক্ত্যমেব পূর্বে সমস্ত গাছড়া হইতে মূল অবিষ্ট তৈবী হয়।

ব্যবহারস্থল :—হাড়ের ভিত্তব আঘাত লাগা, কালশিবা পড়া; জাহ্নসন্ধি বা কোন সন্ধি-প্রদাহ, উষ্ণাস্থি মধ্যে আঘাত পাইয়াছে এইরূপ বেদনা; হাড়ভাঙ্গা; অস্থিচ্যুতি, চক্ষুর নানাবিধ পীড়া, অস্থি-বেষ্ট প্রদাহ। মুখের পেশীর পক্ষাঘাত; পক্ষাঘাত; শিরাস্থীতি; কোষ্ঠকাঠিন্য; মলজ্বের নির্গমন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। রুটা অস্থিবেষ্টনী ও অস্থিতে আঘাত বা প্যাংলাইয়া বাওয়ার সর্ষিষ্টে ঔষধ। মাছুহেব হাত, পা, পাজব প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষাকৃত মাংস কম স্ততরাং ঐ সমস্ত স্থানে আঘাত লাগিলে বা আঘাত লাগিয়া আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠিলে রুটা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। বাতাদির জ্ঞাত অস্থির বিবর্জন, আঘাত ও পতনাদির জন্ত অস্থি ও অস্থিবেষ্টনীর ব্যথা; প্রদাহ, অস্থিভগ্ন হইয়া যাওয়া; গুল্ফ বা গোঁড়ালিতে ব্যথা; সন্ধিমধ্যে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ জমা; সিনপ প্রভৃতি পীড়ায় রুটা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। বক্ষোপবি আঘাত বা পড়িয়া গিয়া রোগ, বৃকে চোট লাগিবার পর যদি ক্ষয়কাসির মত হয় তাহা হইলে ইহা ফলপ্রদ। হাড় মচুকে যাওয়া, সর্ষাজে

খ্যাংলাইয়া যাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। সায়েটিকা, বা ঝিনঝিনে বাতে এবং বাতেও অনেক সময় রুটা দ্বারা ফল পাওয়া যায়। রোগীর সর্বোচ্চ বিশেষতঃ হাতে পায়ে ও সন্ধি মধ্যে আঘাত বা পতনাদির জন্ত বেদনা হয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে—রোগী তাহার শরীরেব বেদিকই চাপিয়া শয়ন করুকনা কেন সেই দিকই আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে সে অনুভব করে, আশিঁকা রোগীর পতনাদির জন্ত আঘাত পাইয়া শরীরে খ্যাংলান ব্যথা অনুভব কবে, সে বিছানায শুইতে পারে না ; বিছানা যতই নরম হউক না কেন উহা শক্ত অনুভব হইবে এবং সে অনবরত এপাশ ওপাশ করিবে কিন্তু তাহাতেও ব্যথার উপশম হইবে না (থাইবো, ব্যাপ্টি), রাসটক্স বোগী যত এপাশ ওপাশ করিবে ততই সে আরাম পাইবে। রোগীব মণিবন্ধ ও গুল্ফ মচ্কাইয়া যাওয়ার পরে সে যদি অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং ঠাণ্ডা জলীয় হাওয়ায় যদি বোগ লক্ষণেব বৃদ্ধি হয় তবে কটা ব্যবহার্য। **ট্রেনশিয়ানা**।—বহুকাল পূর্বে যদি গুল্ফ মচ্কাইয়া গিয়া অবশ হইয়া পড়ে তবে ফলপ্রদ। **রিউম**—মচ্কাইয়া যাওয়ার জন্ত মণিবন্ধেব অবসন্নতায় কার্য্যকরী।

কটা—কৃষক, ছুতাং মিস্ত্রী, মিকানিক বা বলকল্লাব মিস্ত্রী, যাহারা হাতুড়ী ও লৌহ নিশ্চিত যন্ত্রাদি দ্বারা কার্য্য করে, যাহাবা লৌহদণ্ডাদি নিক্ষেপ কবা কার্য্য করে তাহাদের কোন স্থানের তন্তু ফুলিয়া একটা থলিৰ ন্যায় হইলে কটা ফলপ্রদ। সাধাবণতঃ কল্লির হাড় সন্ধিচ্যুত হইলে এবং তথাকার তন্তু ফুলিয়া থলির ন্যায় হইলে কটা ব্যবহার্য্য। ফস্ফোবাস রোগীর ণায় কটাব বোগীব জল পিপাসা অত্যধিক, এবং শ্রম জল পান করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

চক্ষুরোগে কটা একটা অমূল্য ঔষধ, কিন্তু এই ঔষধটী সকল চিকিৎসক দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। চক্ষুরোগে কটা—অ্যাকো, ইউফ্রে, বেলাডো ও অার্জেণ্টাম-নাইটি তুল্য ঔষধ। চোখের ভিতর একটা আঙনের গোলা আছে এইরূপ অনুভব। ইউফ্রে, অ্যাকো, বেলাডোনা সাধাবণ চোখের প্রদাহ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আর যদি পুরাতন চোখের প্রদাহ হয় তবে কোন অ্যাক্টিসোবিক্সেব ব্যবস্থা কবা হয়। ছোট লেখা পড়া বা শূন্য সেলাই করাব জন্ত চক্ষু লাল, উত্তপ্ত এবং যন্ত্রণাবৃত্ত ; পড়িতে গেলে চোখ ব্যথা কবে, চোখে অস্বস্তি বোধ হয়। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া যদি চোখের প্রদাহ হয় এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে তবে অ্যাকোনাইট। রুটা রোগীর চক্ষু জালা কবে, ব্যথা কবে, অনুভূত হয় যেন চক্ষু কতরূপেই না চালনা করা হইতেছে, অস্পষ্ট দৃষ্টি, সন্ধ্যাবেলা রোগেব বৃদ্ধি প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহার্য্য। যাহারা অল্প আলোকের ভিতব পুস্তকেব কশিগুলি পাঠ করে তাহাদের মাথার যন্ত্রণায় কটা ব্যবহার্য্য। যাহারা এইরূপ ভাবে চক্ষুর ব্যবহার করেন তাহারা যদি ঠাণ্ডা হাওয়ার ভিতব ঘোড়ায় চড়েন তবে তাহাদের চক্ষুর পক্ষাব্যুত হইতে পারে। চক্ষুর দুর্ব্বলতা, চক্ষুর প্রত্যেকটি তন্তু চক্ষু ব্যবহারের পব উত্তেজিত হয় ; চক্ষুর ভিতরে ও বাহিবে ব্যথা, রাত্রিকালে রোগী মনে করে তাহান চোখেব ভিতর একটি লোহার বল বহিয়াছে। রুটা বোগীর দৃষ্টি অস্পষ্টতা অত্যধিক ; সকল দ্রব্যই সে যেন ছাওয়ার ভিতর দিয়া দেখে এবং দূরের দ্রব্য সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না, অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবে দেখে। যাহারা ঘড়ি মেরামতের কার্য্য করে ; মুদ্রাকরের কার্য্য করে অর্থাৎ কম্পোজিটার, যাহারা হুটীকার্য্য করিবা দৃষ্টিশক্তির অতি চালনা করে তাহাদের চক্ষুর নানাবিধ রোগে রুটা অমূল্য ঔষধ।

কোষ্ঠকাঠিন্বে রোগীব মলাশ্চের চ্যুতি এই ঔষধে দেখা যায়। কোনরূপ আঘাত পাইয়া বা পড়িয়া গিয়া অথবা সন্তান প্রসবাদির পর যাহাদের মলাশ্চেব স্থানচ্যুতি ঘটে, ঐ সকল কারণের জন্ত

গ্রাহাদের মলাঞ্জের সন্ধান শক্তিব বিলোপ ঘটে তাহাদের পক্ষে রুটা কার্যকরী ঔষধ। বসিবার সময় তাহাব মলদ্বাবে ব্যাথাভব, মনে হয় যেন তাহাব মলদ্বারে দ্বন্দ্ব হইয়াছে। রোগী সামান্য হেঁট হইলে পরও তাহার মলদ্বার ভ্রংশ হয়।

প্রশ্রাব যেন সর্বদাষ্ট মূত্রাশয়ে পবিপূর্ণ রহিয়াছে এক্ষণ বোধ, প্রশ্রাবের পর চলিবার সমর্থ মনে হয় যেন প্রশ্রাব পবিপূর্ণ রহিয়াছে ও উঠা নড়িয়া বেড়াইতেছে। অনববত প্রশ্রাবের বেগ হইবার জন্য সে প্রশ্রাব-বেগ ধারণ করিতে পাবে না। যদি কখনওবা একপ জোব করিয়া প্রশ্রাবের বেগ ধারণ করিবার চেষ্টা কবে তাহা হইলে আব প্রশ্রাব হইবেই না, যদিবা প্রশ্রাব হয় তবে ভয়ানক যন্ত্রণা হইবে থাকে। দিনে ও বাত্মিতে বেড়াইবার সময় অসাড়ে মূত্র নিঃসরণ।

তুলনীয় :—কটা—অস্থি পাড়ায়—অ্যাস্টিউবা তুল্য, অস্থিরতায়—হাস, অ্যাকো তুল্য; চক্ষুর অতিবিক্রম ক্রিয়াধিক্য বশঃ—নেট্রাম, চায়না, অ্যাসমোডায়াম, ফস, সেনেগা, প্যারিস, লিথিয়া-কার্ব তুল্য; মলাঞ্জ নির্গমনে—অ্যাসিড-মি, পডো, অ্যাসি-নাই তুল্য; সর্বাঙ্গে টাটান ব্যাথায়—ব্যাপটি, পাঠরো, আর্গিকা তুল্য, কোষ্ঠকাঠিন্যে—অ্যানিউ, পি, সাইলি, প্রাথম তুল্য।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট ১x, ৩x, ৬, ৩০, ২০০ বা তদুর্দ্ধ শক্তি।

রুবিয়া টিংক্টোরিয়া (Rubia Tinctoria.) ।

ব্যবহারস্থল :—রক্তশূন্যতা; খাতাদির অভাবের জন্য দুর্বলতা, প্রীতা, হরিৎ পীড়া, অবকল্প রক্তঃ, যক্ষ্মা। প্রীতা বোগাধিক্যে বক্তশূন্য হইয়া রোগী জীর্ণশীর্ণ হইলে এই ঔষধের ১০ ফোটা মান্দার টংচার সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়। প্রীতারোগে সময়ে সময়ে কুনিয়া সিধানোথাসেব পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রিসরসিন (Resorcin) ।

ব্যবহারস্থল :—গ্রীষ্মকালীন পীড়ার সহিত অত্যন্ত বমনে ইহা ফলপ্রদ। ইহা ক্রবণাবে শরীরমধ্যস্থ যান্ত্রিক পচন ও ক্ষয় নিবাবিত হয়।

সলিউশন (Rademacher's Solution.) ।

ব্যবহারস্থল :—যাহাদিগকে রাত্রিকালে স্বল্প নিদ্রাশ্রম বা বিনিদ্র অবস্থায় কাজকর্ম করিবার বাধ্য হইতে হয় তাহাদিগের জন্য 'এই, ঔষধের ৫ ফোটা মাত্রা বোজ ৩ বার সেবন করিবার ব্যবস্থা করা ভাল।

রেডিয়াম-ব্রোমাইড (Radium Bromide) ।

ব্যবহারস্থল :—আমাদেব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিদানের ভিত্তর এই ঔষধের স্থান ওয়ায়, বিশ্ব এক মহা কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ক্যান্সার ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক ও প্রায়ই রুরোগ্য ব্যাধি। রেডিয়াম, ব্রাজা, কার্সিনোসিন, স্কিরিনাম, ল্যাকেসিস প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ

দ্বারা রোগীর সাংঘাতিক যন্ত্রণার লাঘব করা যায়। বেডিয়াম বাত ও গ্রন্থিবাত, নানাবিধ চর্মরোগ যথা গোলাপী বর্ণের ব্যোত্রণ, জটুল, তিল বা অঁচিল, সর্কাদিক ভয়ানক যন্ত্রণা, নড়িলে চড়িলে উপশম, অত্যন্ত অস্থিরতা, অত্যধিক দুর্বলতা, ক্ষত এবং ক্যানসার বোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। রক্তের চাপের অল্পতা (Lowered blood pressure); সমগ্র শরীরে একটা তীব্র বেদনা সেই সঙ্গে অস্থিরতা বিদ্যমান থাকে, অস্থিরতা ও বেদনা, রোদে বেড়াইলে উপশমপ্রাপ্ত হয় (রাস-টম্ব)। রক্তের পলিমবফে নিউক্লিয়াস বৃদ্ধি প্রাপ্তের জন্য বোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। ক্ষত হইতে জল গড়ান বা পুজ্রশাব হইতে থাকে।

রেডিয়াম ব্রোমাইড বোগীর সমস্ত প্রত্যঙ্গে ও সন্ধিতে বিশেষতঃ জাহ্নসন্ধিও পায়ের গোড়াসিতে অত্যধিক বেদনা; তাহার সন্ধে; বাহতে, হাতে ও হাতের আঙ্গুলে অতিশয় বেদনা। পাশে, বাহতে ও বাড়ে কাঠিন্য বোধ, মনে হয় যেন নড়াচড়ায় ভাঙ্গিয়া যাইবে। সন্ধি-প্রদাহে অনববর্ত বেদনা, রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি। তাহার শরীরে ছোট ছোট ব্রণের জ্বালা উদ্ভব বাহিব হয় তাহাতে অত্যধিক চুলকায ও জ্বালা করে। অস্থি বক্ষত। ক্যানসার হইয়া আক্রান্ত স্থানে আগুনের জ্বালা জ্বালি ইহা ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—১২x, ৩০, ২০০ বা তদূর্ধ্ব।

রোজা-ডেমাসিনা (Rosa Damascena)।

ব্যবহারস্থল :—শসা-বেগুজ-সদ্বিষ (Hay fever), তৎসহ কর্ণালী, যাহারা কাণে কম শুনে তাহাদের ক্ষেত্র ও কাণের ভিতর টুনটুন শব্দ হওয়া ও কর্ণালীর সন্ধিতে ইহা ফলপ্রদ।

শক্তি :—নিম্ন শক্তিই ফলপ্রদ।

রোডিয়াম (Rhodium)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটির ২০০ শক্তি দ্বারা ম্যাকফারলেন প্রতি কবিয়াছেন।

বোগী অত্যন্ত স্নায়বিক, সহজেই চক্ষু হইতে জল পড়ে। সমুখ মস্তকের পীড়া, মনে হয় যেন মস্তকের ভিতর ধাক্কা দিতেছে; তাহার মস্তকের স্নায়ু-শূল—বেদনা চক্ষুর উপর দিয়া কাণে ও নাকের দুইদিকে ও দাঁতে চালিত হয়। তাহার ঠোঁট অত্যন্ত শুষ্ক বোধ। বিবিম্বা, মিষ্ট দ্রব্য ভোজন গা বমি-বমির বৃদ্ধি। তাহার বাহ, হাতের তলা ও মুখমণ্ডল অত্যন্ত চুলকায। উদবাসনে পেটের ভিতর কামড়ান বেদনা, বাহে হইয়া যাইবার পর অত্যন্ত কৌণ দেখ। কাসি, স্লেথ যেন চাঁচিয়া ফেলার জ্বালা বাহিব হয় বোগী কাসিব পরে অত্যন্ত হাঁসপাস করে। গর্ষাব গাট হালু বর্ণের জ্বালা। বোগী

রোবিনিয়া (Robinia.) ।

পরিচয় :—আমেরিকাজাত বৃক্ষ বিশেষের তাজা মূল হইতে অবিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ব্যবহারস্থল :—অগ্নরোগ ; অজীর্ণ ; পাকশযের পীড়া ; মুখ দিয়া জল উঠা ; মাথার যন্ত্রণা, নায়ুশূল ও সবিবাম জাতীয় জ্বর বোগে ব্যবহার্য্য ।

অজীর্ণ : শিশুর অগ্নিবোগ ; মল, ঘাম প্রভৃতি সকল শাবই অগ্ন্যধর্ম্মী ও অগ্ন্যগ্নী । অগ্ন্যরোগে রোবিনিয়া অতি চমৎকার ঔষধ । অগ্ন্যবোগের বৃদ্ধি রাত্রিই বেশী দেখা যায়, পাকস্থলীর অগ্ন্যজনন-প্রবণতা খুব বেশী, রোগী যাহা বমি করে তাহা অত্যন্ত টক, এমন কি দাঁতে লাগিলে দাঁত পর্য্যন্ত টকিয়া যায় (অ্যাসিড-সালফ) । রোগী টেক্‌ব তুলিলে গলা ও মুখ টক হইয়া যায় । মার্জী বলেন অগ্ন্যব, বৃক জ্বালা প্রফুল্লতাব অভাব, চোখা টেকুরযুক্ত অগ্ন্যমান্দ্যে ইহা ৩x ক্রম ফলপ্রদ । রোগীর পাকযন্ত্রে দ্বিবারাত্র বেদনা, তার বোধ । রোবিনিয়া রোগীর পাকস্থলীর মধ্যে যাহাই প্রবেশ করে তাহাই অগ্ন্যে পরিণত হয় । রাত্রি শয়ন করিবার পূর্বে তাহাব বৃক জ্বালা কবে এবং অন্ত্রাঙ্গ অগ্ন্যরোগ লক্ষণ আসিয়া রোগীকে বিনিত্র বজ্রনী ভোগ করায় ।

শিশুদিগেব মল হইতে অগ্ন্যগন্ধ বাহির হয়, তাহাব শবীব হইতে অত্যন্ত টক গন্ধ বাহির হয় এবং সে খে বমি করে তাহাও অগ্ন্যাক্ত ।

নায়ুশূলেও রোবিনিয়াব প্রয়োগ আছে, মুখের নায়ুশূল, এই নায়ুশূলেব বেদনা, চক্ষু, কপাল, কাণ ও দাঁত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে । তাহার বাম দিকের বগে প্রচণ্ড নায়ুশূলের বেদনা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এত হয় যে রোগী ঘুমাইতে পারে না ।

শক্তি :—৩x, ৬x । এই ঔষধ দীর্ঘ দিন প্রয়োগ কবিত্তে হয় ।

র্যানান্‌কিউলাস-আক্‌রিস (Ranunculus Acris.) ।

ব্যবহারস্থল :—লাম্বার বা কটিপ্রদেশের মাংসপেশী ও কটিদেশীয় সন্ধিব বেদনা, নড়িলে চড়িলে ও শরীর বাঁকাইলে বেদনাব বৃদ্ধি ।

র্যানান্‌কিউলাস-ফ্লেমুলা (Ranunculus Flammula.) ।

ব্যবহারস্থল :—ক্ষত, বাহুব পচনশীল ক্ষতে উপযোগী ।

র্যানান্‌কিউলাস-গ্লেসিয়ালিস (Ranunculus Glacialis.) ।

ব্যবহারস্থল :—রোগীব মাথা অত্যধিক ভারী বোধ তৎসহ শিরোধ্বনি ; রোগী মনে করে এই বৃদ্ধি তাহার সংক্রান্ত রোগের আবির্ভাব হইল । ফুস্‌ফুসের যে কোনও প্রকার রোগ, ব্রঙ্ক-নিউমোনিয়া সহ ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা, নৈশবর্শের (উরুদেশেই বেশী) জ্বরও ইহা উপযোগী ।

রানান্‌কিউলাস-রিপেন্স (Ranunculus Repens.) ।

ব্যবহারস্থল :—যেন বোগীর মাথাব সমুখ দিকে ও সমস্ত মাথায কিছু চলিয়া বেড়াইতেছে ;
এই অবস্থাটা সক্ষ্যাব্লেয়ায় বিজানায় শাযিত অবস্থাতেই বেশী হয় ।

রানান্‌কিউলাস-বাল্‌বোসাস (Ranunculus Bulbosus.) ।

পরিচয় :—ইহাব অপর নাম রানানকিউলাস-টিউবাবোসাস ।

সাদারণ নাম :—বাটাবকাপ্ ; ক্রুটট । জন মাসে ফুল ও কলি বাহিব হইবাব সময় তাজা
গাছটি হইতে বস নিষ্কাশণ করিয়া যথাবীতি সুরাসার যোগে ঔষধেব মাথাব-টিংচাব তৈরী কবিলে ।

ব্যবহারস্থল :—প্লুরিসি ; শ্বাসকষ্ট ; স্তনের নীচে বেদনা ; বক্ষদেশে বেদনা ; ফুসফুসবেষ্ট-
প্রদাহ হইবাব পববর্তী উপসর্গচয় ; শোথ ; উদবাময় ; এক্‌জিমা ; পায়ে বেদনা ; পাকাশথেব শূল ,
তিকা , কোবণ্ড ; যক্লভেব পীড়া ও বেদনা ; কামলা ; ডিম্বাধাবেব স্নায়ুশূল ; পৌডানাবাঙ্গা ,
সন্ধিবাত ; পার্শ্বশূল ; মেরুদেশে উবেজনা ; কেবাণী বা যাহাবা অতিরিক্ত লেংখনী চালনা কবেন
তাহাদের হস্তকম্পনেব জন্য উপযোগী ঔষধ ।

অত্যন্ত গরমেব পব হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া (ব্রাইয়ো) অথবা অত্যন্ত ঠাণ্ডাব পব হঠাৎ গরম
লাগিয়া (অ্যাকো , আস) বা ঋতুব পরিবর্তনে যদি ফুসফুস-আবরণ-প্রদাহ বা নিউমোনিয়া ও
প্লুরিসি হইয়া বৃক্ক-তীক্ল স্‌চবিদ্ধবৎ বেদনা হয় , অথবা থাকিয়া থাকিয়া স্নায়ুশূল ও বাতেব বেদনা হয়
তবে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ । কখনও স্তনেব নীচে টাটানিবৎ বেদনা হয় , বেদনায বোগী মনে কবে
যেন বেক-ই-স্থান পিষিয়া ফেলিতে/ছ ; এই ব্যথা যদি ঋতু পরিবর্তনেব পব বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তবে
'রানান্‌কিউলাস-বাল্‌বো কার্য্যকরী ঔষধ ।

বক্ষঃপাঁজরের স্নায়ুশূলে বোগী মনে করে তাহাব বৃক্কেব ভিতর ক্ষত হইয়াছে এবং তণায
ণাংলানবৎ বেদনা হইতেছে । বেদনা ঋতু পরিবর্তনে , বর্ষাকালে (রাস) , কেহ ঐ স্থান স্পর্শ কবিলে ,
এক পাশ হইতে অন্য পাশে ফিবিলে এবং নড়াচড়ায বুদ্ধি (ব্রাইয়ো) । নিউমোনিয়া আরোগ্যা
হইবাব পব বক্ষঃদেশেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বেদনা , যেন সেই সেই স্থানের চামবাব ভিতর ঘা হইয়াছে
এক্‌রূপ বোধ । প্লুরিসিব পব বোগী মনে কবে তাহাব বক্ষের নিম্নাংশ যেন আড়ষ্ট হইয়া বহিয়াছে ।
বৃক্কেব নীচের দিকটা এবং পেটেব উপবেব দিক স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ । কেহ স্পর্শ কবিলে এবং
নড়াচড়ায বেদনা বুদ্ধি হয় , যবেক্ত বাতিবে গেলে পব সে মনে কবে যেন তাহাব বৃক্কেব স্থানে স্থানে ভিজ্জা
কাপড় দ্বারা ঢাকা রহিয়াছে কিন্তু ভিতবে প্রবেশ কবিলে আর ঐ ভাব থাকে না ।

রানানকিউলাস বাল্‌বোসাস চক্ষুর নানাবিধ পীড়ায় উপযোগী , দিবাক্রতা অর্থাৎ দিনের
কোলা কন্‌ম দেখে , রাত্রাক্রতা বা বাতকানা , তিমির দৃষ্টি এবং চোখের ভিতর যেন কেহ পিষিয়া দিতেছে
কথবা কঙ্কব করিতেছে এক্‌রূপ অসুভব । চোখে ধোঁয়া লাগিলে যেক্‌রূপ বোধ হয় সেইরূপ কখন কখন
হইয়া থাকে । যে সকল রমণী টাইপ করে , মেসিনে সেলাই করে , স্‌টী কার্য্য করে , পিধানো
বাজায় তাহাদের পিঠেব পার্শ্বের পেণীর বেদনা এবং পিঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের আলায় রানানকুলাস
ব্যবজ্ঞার্থ্য । গর্ভবতী রমণীদের অর্দ্ধ দৃষ্টি (hemiopia) রোগে এই ঔষধ কার্য্যকরী ।

যাহারা দীর্ঘ দিন মত্তপান কবিশা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহা ফলপ্রসূ ঔষধ। দীর্ঘকাল মত্তপানীয়দিগেব আংশেপিক হিকা, অপস্মারিক আক্ষেপ ও ঘন ঘন টেকুর তোলার ক্ষেত্রে র্যানানকিউলাস-বাল্বো উপযোগী।

শরীরের কোন স্থানে কড়া পড়িয়া তথায় অত্যন্ত বেদনা হইলে ও তাহার ভিতর জ্বালা ও উত্তেজনা থাকিলে র্যানানকিউলাস উপযুক্ত ঔষধ। পোড়ানারস্কা, হাতেব তালুত ফোস্কার ত্রায় উত্তেজ, শীত-স্ফোটক বা পাকুই প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহাব ব্যবহার আছে। র্যানানকিউলাস-বাল্বোব জ্বর-বৈকলে ও সন্ধ্যার পবই আবস্ত হয়।

মুক্ত হাওয়ায়, স্পর্শ কবিলে, নড়াচড়ায়, ঋতু পরিবর্তনে, বর্ষা-ঋতুতে, বৈকালে, শ্বাস গ্রহণে, ঝড়বৃষ্টিব দিনে ও আহাবেব পর বোগেব বৃদ্ধি।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি, কিন্তু কাহাবও মত্তপান দোষ বা অভ্যাস নিবারণ কবিতে ইহাব মূল অবিলম্বে ১০ ফোটা হইতে ৩০ ফোটা ব্যবহার্য।

র্যানানকিউলাস-সিলিবেটাস (Ranunculus Sceleratus.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চর্মবোগ যথা শরীরে জলবৎ পীতবর্ণ কষায় রসপূর্ণ ফোস্কাব ত্রায় উত্তেজ বাহিব হয় ; এই সকল ফোস্কা ফাটিয়া যে ক্ষত হয় তাহা হইতে একপ্রকার কষায় রস নিঃসৃত হইতে থাকে, ঐ রস যেখানে লাগে হাজিয়া যায় ও ক্ষত উৎপন্ন হয় ; মুখেবক্ষত ; সময় সময় ডিপথিরিয়া বোগে, জিহ্বাব স্থানে স্থানে বা এবং অপর অংশে লেপ কোন কোন সময় মানচিত্রেব ত্রায় দেখা যায় (নেট্রাস, রাস, ল্যাকে, টাবাক্সেব ত্রায়) ; কিন্তু র্যানান-সিলিবেটাস বোগীব জিহ্বায় যেরূপ ক্ষত ও জ্বালা থাকে অপব কোন ঔষধে সেইরূপ নাই। ইতিবৃক্ত সন্ধি ; মস্তিষ্ক বেদনা ; বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত বেদনা এবং বক্ষঃস্থলেব অবসন্নতা বোধ, বোগীর বুক সঁটিয়া থাকে সেই জন্ত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট। হস্তপদের অঙ্গুলিব সন্ধিবাত, হাতেব অঙ্গুলিতে কটকট বন্ধন কবা ও স্চফোটাটন বেদনা, ডানদিকের বড়া আঙ্গুলের মধ্যে মনে হয় যেন কেহ জোবে একটা শলা ঢুকাইয়া দিয়াছে ; উদরাময়ে বারংবার তবল বাছে কবে ; মল দুর্গন্ধযুক্ত। যখন তখন উদরাময় প্রকাশিত হইবে বোধ। অর্কুদ ; গুহদ্বারে চুলকানি ; বৃকে বেদনা, অর্শ, বক্রতের বেদনা, শ্বাসশূল, নাসিকার ক্ষত, পাকুশবেব প্রস্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x শক্তি।

র্যাটানহিয়া (Ratanhia.)

ব্যবহারস্থল :—সরলাজের উণবেই ইহার ক্রিয়া বেশী পরিলক্ষিত হয় ; কোষ্ঠবদ্ধে অতিশয়, কুস্থনের পর কঠিন মল বাহিব হয়। অত্যন্ত কুস্থনের পর মল বাহিব হইবার পব অনেককাল পর্যন্ত জ্বালা, মলত্যাগের পব মলদ্বারে ও সরলাজে যেন কাঁচের কুঁচি ফুটিয়া আছে এরূপ বোধ, মলদ্বারে জ্বালা ও বেদনা এত বেশী যে মলত্যাগের পর রোগী প্রায় দুই ঘণ্টা অস্থিরভাবে চলিয়া চোড়াব। কখন

কখনও মনে হয় যেন কেহ তীক্ষ্ণ ধার ছুরি দ্বারা মলদ্বারে আঘাত করিতেছে এক্রপ বেদনা। মলদ্বারের বিদারণারোগে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে মলদ্বার বিদারণে রোগী অনেকক্ষণ চেষ্টার পর যদি মলত্যাগ করিতে সমর্থ হয় এবং বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পৃথক্ মলদ্বাবে বেদনা ও জ্বালা থাকে তবে র‍্যাটানথিয়া ফলপ্রসূ। গর্ভাবস্থার প্রথম অবস্থায় গর্ভিনীদের ভয়ঙ্কর দন্ত বেদনায় ইহা কার্য্যকরী ঔষধ, দন্ত বেদনায় দাঁতগুলি বড় হইয়া গিয়াছে বোধ, শয়ন করিলে দাঁতের বেদনা বেশী হয় সেই জন্ত সে বাধ্য হইয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেডায়। ডাঃ লিপি এক্রপ বেদনায় স্যাটাগফস দ্বারা উপকাব না পাইলে র‍্যাটানথিয়া প্রয়োগে বোগী আবোগ্য করিতেন। হিকাতেও কখন কখন ইহা প্রয়োগ করা চলে।

চক্ষু নানাবিধ পীড়ায় যথা—টেরিজিয়াম অর্থাৎ চক্ষুর খেতাংশের প্রদাহ হইয়া যেন একটা ঝিল্লী চক্ষুকে কেন্দ্র পর্য্যন্ত ছড়াইয় পড়িতেছে, তাহাতে জ্বালা কবে, কর্কষ কবে, অতিবিক্ত চোখের পাতার স্পন্দনের জন্ত চোখের দৃষ্টিব ব্যাঘাত। স্তন্যদায়িনী মাতাদিগের বিদারিত স্তন্যস্থব গগ্নেও ইহা ফলপ্রসূ।

শক্তি :—মল অধিষ্ট হইতে ৩, ৬, ৩০ শক্তি।

র‍্যাফেনাস-স্যাটািভাস (Raphanus Sativus.)

ব্যবহারস্থল :—অন্ধ্র রোগে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রসূ। বোগী চক্ষু দুইটীভ ভিতর রক্ত পূর্ণ হইয়া দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, বমন হইবার পর মুহূর্ত্তেই তাহাব দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি লোপ হয়। বিবক্তিজ্ঞানক চোখের পাতার স্পন্দন হইবার জন্ত দৃষ্টিশক্তিব ব্যাঘাত। র‍্যাফেনাস রোগিণীব কামোদ্ভটপুং প্রথম তাহাব গুরুত্ব এমন কি বালক প্রীতি অত্যধিক হয়, মেয়েদের সে স্নান চোখে দেখে, সেই পুরুষ-প্রীতি শেষে কামোদ্ভাদে পাবণত হয়। পেটে বায়ু জমিয়া পেট শক্ত ও বায়ুদ্বারা পূর্ণ আছে মনে হয়; উপরের দিকে বা নীচের দিকে কোন দিকেই বায়ু নিঃসবিত হয় না, পেট টিপিলে অত্যন্ত শক্ত বোধ, পাকস্থলীর উপর কোনরূপ চাপ সহ হয় না, বোগী মনে কবে পেটে অত্যধিক বায়ু জমিবার ফলে তাহাব শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে, তাহাব পেটের ভিতর একটা গোলাকাব পদার্থ রহিয়াছে বোধ। যকৃত মধ্যে ফোড়াদি হইলে যেক্রপ বেদনা সেইক্রপ বেদনা, কোন জব্য খাইবার সময় তাহার জ্বদ্যস্ত্রের মধ্যে বেদনা ও পিঠে বেদনা অনুভব। দন্তশুলেব বেদনায় দাঁতের ভিতর থক থক কবিত থাকে, দাঁতের মাটিতে বন্ বন্ কবে, দাঁতগুলি পোষ্টকার্ড বা শক্ত মলাট দ্বারা তৈবী বোধ, জিহ্বাথে যখন তখন জ্বালা বোধ। বোগিণীব মনে হয় যেন তাহার জব্যস্থ হইতে একটা গোলাকাব পদার্থ উঠিয়া গলার কাছে গিয়া গলা বন্ধ করিয়া দিল। প্রাতঃকাল হইতে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত অত্যধিক কামোদ্ভটতা। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে মূলাব গন্ধ বাহিব হয় এমন কি তাহার সর্বদ্য হইতেও মূলাব গন্ধ বাহিব হইতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ কবিবার সময় রোগিণী তাহার স্তনের নীচে ও পৃষ্ঠে ভয়ানক বেদনা অনুভব করে। তাহাব ঘাড়ের নিকটের হাড়গুলি মটমট কবে। মুচ্ছা বায়ু রোগ ও ইহার দ্বারা আরোগ্য হয়।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

লারোসিরেসস্ (Laurocerasus.) ।

পরিচয় :—ইহাৰ অপব নাম চেবী লোবেল। এই জাতীয় বৃক্ষ চিব হরিৎবর্ণের, দেখিতে অতি সুন্দর। এই জাতীয় বৃক্ষ রাশিয়ার ককাসাস পর্বতে, উত্তর-পশ্চিম এশিয়া মাইনর এবং পারস্যে প্রাপ্য। ইউরোপের বাগান সাজাইবার জন্য এই সকল দেশে ইহাতে তাহার নিষা থাকেন। তাছা পাতা হইতে অবিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মৃগী, সংক্রাস, ধমুটকাবাদি আক্ষেপিক বোগ, শ্বাসবোগ ও কাসি, হৃৎপিংকাসি প্রভৃতি রোগে এবং হৃদয়ের পীড়ায় ইহা একটা উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতিরেকে যে কোন বোগে জীর্ণশক্তিৰ নিস্তেজতা প্রকাশ পাব এবং সুনির্দোষিত ঔষধাদি হৃদবোগে প্রয়োগ করিয়াও উপকার পাওয়া যায় না সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা একটা উত্তম ঔষধ। হৃৎপিংকের পীড়ায় লারোসিরেসস্ একটা উত্তম ঔষধ। উষ্ণিগা বসিলে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শুইয়া থাকিলে উপশম বোধ। রোগী সামান্য কারণে হাঁপাইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ নিজেব বৃক্কেব উপব হাত দেয়, সামান্য চলাফেরায়, সিঁড়ি দিয়া উপবে উঠিলে এরূপ শ্বাসবন্ধ হইবার উপক্রম হয়—যেন তাহাৰ হাঁপানিব টান উঠিয়াছে। হৃদবোগ সহ শুক কাসি, কাসিব জন্ত বোগী ঘুমাইতে পাবে না এমন কি শুইতে পর্যাস্ত পারে না ; শুইলেই কাসিব বৃদ্ধি। হৃৎপিংকাসির ক্ষেত্রেও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ ; শুক সাঁই সাঁই শব্দ করিয়া কাসি হয় কিন্তু গলাব মোটেই উঠে না, এত শুক কাসি হইতে থাকে যেন ফুসফুসেব পক্ষাঘাত উপস্থিত হইতেছে। হৃৎপিং কাসিব শেষ অবস্থায় কাসি, হৃৎপিং কাসিব শেষ অবস্থায় যখন রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ ও উত্থানশক্তি বহিত হইয়া পড়ে তখন ইহা ফলপ্রদ। নবজাত শিশুদিগের নীলিমা রোগে, শিশুকলেরা, তাণ্ডব, থিলধবা, বাধক, যকৃতের পীড়া, জ্বায্য হইতে রক্তশ্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট, ৩, ৬, ১০ বা তদুর্দ্ধ।

লাইকোপার্সিকাম (Lycopersicum Esculentum.) ।

পরিচয় :—বিলাতী বেগুন (tomato টোমাটো) এব পুষ্ণিত তাজা গাছ হইতে অবিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—বাত, সন্ধিবাত, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়িক্য, সন্ধি প্রভৃতি ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল ; কিন্তু বহুমূত্র, উদবাময়, মাথাব ব্যস্তা, প্রদব, স্থলতা, গলকৃত প্রভৃতি রোগেও ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

লাইকোপাস-ভার্জিনিকাস (Lycopus Virginicus.) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ডিজিটেলিস, অ্যাড্রিনেলিন, ক্যাকটাস, নেট্রাম প্রভৃতি ঔষধের সহ্য হৃৎপিংকের পীড়ায় ক্রিয়াশীল। ডিজিটেলিস যেমন হৃৎপিংকের পীড়ার একটা উন্নতগীল ঔষধ ইহাও সেইরূপ কার্য্যকরী। ডিজিটেলিস হৃদয়রোগে দীর্ঘ দিন প্রয়োগ কবা বিপজ্জনক, লাইকোপাস-

ভার্জি দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা চলে, রোগীর বিশেষ কোন হানি হয় না। হৃদপিণ্ডের পীড়াসহ স্বাসামন্ত্রা; রোগী কোন কাজকর্ম করিতে পারে না। ডাঃ ক্লার্ক বলেন ইহার যন্ত্রণাদি একস্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া বেড়ার ধর্ম মলাত্ৰ হইতে হৃদপিণ্ডে, হৃদপিণ্ড হইতে চক্ষুতে, মস্তক হইতে হৃদপিণ্ডে, হৃদপিণ্ড হইতে বাম মনিবন্ধে, জন্ম ডিম্ব পেলীতে এবং ঐ স্থান হইতে পুনঃ মনিবন্ধে ও হৃদযন্ত্রে যন্ত্রণা ধাবিত হয়, তিনি আবও বলেন ইহার লক্ষণাদি কখনও একত্রাকী আসে না একটা না একটা উপসর্গ ইহার সহিত বিঘ্নমান থাকিবেই। ক্য কাসির রোগীব হৃদযন্ত্রের ক্ষতস্পন্দন ও ফুসফুস হইতে রক্ত পড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহা কার্যকরী।

শক্তি :—১৮, ৩৫, ৬৫ ও ৩০, ২০০।

লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium.) ।

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম ক্লাব-মস বা লাইকো ক্ল্যাভেটাম। ইহা পার্শ্বভীঃ একপ্রকার শেওলা জাতীয় গুল্ম। লাইকোপোডিয়াম মস দার্জিলিং পাহাড়েও পাওয়া যায়। লাইকোপোডিয়াম লতার যে সকল শাখা বাহির হয় সেই শাখার গায়ে ধানের খোসার স্থায় ছোট ছোট আগার জন্মে তাহার নাম স্পাইক, এই সকল স্পাইকে-র ভিতর স্পরিউলস বা জীবগু জন্মে, উহাব মধ্যে হলুদবর্ণের অতি কোমল অতি সূক্ষ্ম চূর্ণবৎ রেণু থাকে। ঐ রেণুগুলি শুকাইয়া নিয়া খসে মর্দন করিবে, তারপর আশ্বে বাস্তে কিছু স্থবাসার উহাতে দিয়া মর্দন করিয়া উহাকে ময়না মাখার স্থায় করিবে। ঐ-পেষ্টের ভিতর ৫ গুণ স্থবাসার মিশ্রিত করিয়া মাদার-টিংচার তৈরী করিবে। লাইকোপোডিয়াম হানেমান বহু সতর্কতার সহিত প্রভিঃ করিয়া গিয়াছেন।

ব্যবহার-রূপ :—লাইকোপোডিয়াম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি স্তম্ভ। লাইকো অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টিসাইকোটিক ও অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ। লাইকোপোডিয়াম যে কত বড় ঔষধ এবং কত বোগ যে এই অমৃততুল্য ঔষধের রূপায় আরোগ্য লাভ করে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যে দিন হইতে এই ঔষধ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর ভিতর স্থান পাইল সেইদিন হইতেই চিকিৎসকগণ লাইকোর কার্যকরী ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বারংবার সেই খ্রেষ্ঠ মানবকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। বস্তুতঃ লাইকো একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। মৃতকল্প ব্যক্তিও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহা—পেটফাঁপা, পেটডাকা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, বক্রামাশয়, নিউমোনিয়া, হাঁপানী, ক্যকাসি, ফুসফুস প্রদাহ, পাণরী, মূত্রাশয় মুখগ্রন্থি প্রদাহ, পিত্তশলা, পিত্তশূল, হৃদশূল, ক্যান্সার, খিলখরা, ডিপথিরিয়া, শোথ, নাক দিয়া রক্তপাত, বাধক, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, জরায়ু হইতে বায়ু নির্গমন, গলগণ্ড, মূচ্ছাবায়ু, ধ্বজভঙ্গ, কামোদ্দাহ, সান্নিপাতিক জ্বর, ম্যালেরিয়া-জ্বর, পক্ষাবাত, আঙ্গুলহাড়া, অস্ত্রপ্রদাহ, কর্ণশূল, তোতলামি, ইনফ্লুয়েন্স, গলকত, কুসি, হৃদযন্ত্রের পীড়া, অর্শ, রক্তমূত্র, বৃকজালা, চক্ষুর বিবিধ পীড়া, মুখ দ্বিবা জল উঠা, হপিংকাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়ামূল :—পরিপাক-বস্ত্র, জনন-বস্ত্র ও মূত্রবস্ত্র এবং স্বাসযন্ত্রের জৈবিক খিল্লীর উপর ইহার ক্রিয়া দেখা যায়। চন্দ্র ও জৈবিক খিল্লীর উপর ইহার ক্রিয়াধিক্য সন্দেহ নাই কিন্তু যকৃত ও

পরিপাক পথেই ইহার ক্রিয়া বেশী, ইহার ফলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত, যকৃতের রক্তসঞ্চয় ও কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি হয়। মূত্রে লিথিক-এসিড জন্মিয়া কিডনী ও মূত্রাশয়াদিতে বেদনা জন্মে; শ্বাসযন্ত্রের মৈথিল্য বিলীল বিকার জন্মিয়া প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা এবং পূৰ্ণময় গ্যাসের প্রভৃতি জন্মে। বৃক্ক ও শিশুদিগের পেটফাঁপা, অজীর্ণ ও নিউমোনিয়া বোগে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

স্বভাব ও গঠন :—যাহাদেব দেহ শীর্ণ ও ক্ষীণ, যাহাদের শরীরের উপবের দিক শীর্ণ এবং নীচেব দিকটা মোটা, দেখিলে মনে হয় যেন শোথ হইয়াছে; (নেট্রাম-মিউরে প্রথমতঃ শিশুর গলা শীর্ণ হয় তারপর অপরাপব স্থান)। যে সকল শিশুর মাথাটির আকাব ঠিকমত আছে অথচ দেহ রুগ্ন, শীর্ণ এবং যাহাদেব পেটে প্রায়ই বায়ু জমে ও অজীর্ণ রোগে ভোগে, কিন্তু বুদ্ধির বিকাশ উত্তমরূপে হয় তাহাদেব পক্ষে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। শিশুর যে কোন বোগেই তাহাব নাকেব পাখা ছুইটা উঠানামা কবে। বোগলক্ষণ বৈকাল ৪টা হইতে বাত্রি ৮টাৰ ভিতর বৃদ্ধি হয়। লাইকো শিশুর মুখ চুপসে যায়, মুখের চামড়া শিথিল হয় ও ভাঁজ পড়ে তাহাকে তাহার বয়স হইতে বেশী বুড়া দেখা যায়, সে একাকী থাকিতে ভয় পায়। লাইকো শিশু সমস্ত দিন ক্রন্দন করে কিন্তু সমস্ত রাত্রি ঘুমায, জেলেপা ও সোরাইনাম শিশু সমস্ত বাত্রি কাঁদে ও সমস্ত দিন ঘুমায। ইহার যে কোনও বোগ হটক না কেন ডাণদিক আক্রান্ত হইবে (মার্ক-প্রোটো-আষোড), প্রথম ডাণদিক আক্রান্ত হইয়া পবে উহা বামদিকে প্রসারিত হয়। শিশুর অত্যধিক ক্ষুধা এবং ক্ষুধামান্দ্য উভয়ই আছে। শিশু সৰ্বদাই খাই খাই কবে ও সৰ্বদাই যেন তাহার ক্ষুধা পাইয়াই আছে, আহাব না করিলেই মাথা ধবে, আহাব করিবাব পূর্বে বেশ ক্ষুধা থাকে কিন্তু কয়েক স খাইবাব পব আর ক্ষুধা থাকে না, সে মনে করে যেন গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া গেল।

মন :—লাইকোপোডিভাম শিশু অত্যন্ত ক্রোধী, সামান্য কাবণে থিট্‌থিট্‌ কবে, রাগিয়া যায়, লাথি ছোড়ে ও চীৎকাব কবিতে থাকে, সে প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না (অবাম, ব্রাই, নান্স) ; শিশু সৰ্বদাই কাহাব সহিত ঝগড়া কবিলে তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, বাগ হইলে তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। রোগী একাকী থাকিতে ভয় পায়, স্মৃতিশক্তিৰ অভাব। লোকালয়ে আসিতেও তাহার ভয় কবে, কিন্তু একাকী থাকিতেও চায় না। ডাক্তাব, মন্ত্র, উকিল, যাহাদের জনসাধারণেব ভিতর কাজকর্ম ও বক্তৃতাদি করিতে হয়, যদি বক্তৃতা কবিতে বা এজলাসে উঠিয়া মামলাদির কথা বলিতে তিনি ভয় পান, কিন্তু কোন প্রকারে যদি তাহাকে কাজে লাগাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তিনি রীতিমত বক্তৃতাদি কবিতে থাকিবেন, তাহা হইলে লাইকো বিশেষ উপযোগী; এই লক্ষণ সাইলিসিয়া রোগীতেও দেখা যায়। লাইকো বোগী খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু স্মৃতিশক্তিৰ অভাব, অথচ একবাব তাহাকে নিজেব কার্যের ভিতর ঢুকাইয়া দিলে সে পূর্ণ উত্তমে আপন কার্য্য করিয়া যাযবে। লাইকো রোগীৰ ধর্ম প্রকট হইতে হইতে সে ধর্মপাগল হইয়া দাঁড়ায়। লাইকো রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল (পাল্‌স), কোন বস্তুবান্ধবেব সহিত দেখা হইলে সে কাঁদিয়া ফেলে। সামান্য একটুকু সংবাদ পাইলে কাঁদিয়া অস্থির হয়, সামান্য আনন্দসংবাদেও সে কাঁদিয়া ফেলে, লাইকো রোগীকে কেহ ধন্যবাদ দিলেও সে কাঁদে, বোগী ভয়ানক ভীতু-মনোবৃত্তিসম্পন্ন সামান্যতেই কাঁদিয়া ফেলে ও হাসিয়া ফেলে, নিজকে কিছুতেই শাস্ত রাখিতে পারে না; লাইকো শিশু দিনের বেলা ভয়ানক কাঁদে এবং সমস্ত বাত্রি ঘুমায; 'জেলাপা'য় শিশু রাত্রিতে খুব কাঁদে, দিনের বেলায় বেশ খেলাধুলা করে, বেশ হাসিখুসি। লাইকো বোগী লোভী, ক্রুপণ, পরাধীন এবং নীচমনা।

শিবঃপীড়া:—রোগীর সময় সময় শিবঃপীড়া দেখা দেয়, এই মাথার যন্ত্রণা অজীর্ণ রোগের জন্ম হইয়া থাকে। যদি তাহার খাইবার সময় পার হইয়া যায় তাহা হইলে মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হইবে, (সালফ) ১০; হয় রোগী ঠিক সময় তাহাব খাবার খাইবে, না হয় সে মাথার যন্ত্রণায় ভুগিবে। লাইকোর মাথার যন্ত্রণা ক্যাক্টাসের তায়, ক্যাক্টাস রোগীর মাথার যন্ত্রণা (প্রদাহযুক্ত), ঠিক সময় না খাইলে উপস্থিত হয়, উভয়ের ভিতর পার্থক্য এই, লাইকো রোগী কিছু আহার করিলে মাথার যন্ত্রণা কমিয়া যায়। কিন্তু ক্যাক্টাসে আহার করিলে যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। লাইকো, ফস্ ও সোবিগাম রোগীর মাথার যন্ত্রণার সহিত অত্যন্ত ক্ষুধা বিগ্ৰহমান থাকে। লাইকোব মাথার যন্ত্রণা বাহিরেব গবুমে বৃদ্ধি, বিছানাব গবমে এবং শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং সমস্ত জান্নালা খুলিয়া রাগিলে উপশম। দুর্বল ও ক্ষীণ শিশুদিগেব বহুদিনের মাথার বেদনা ইহা দ্বারা আরোগ্যলাভ করে। এই জাতীয় শিশুবোগীর একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে, মাথার পীড়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া শিশু জীর্ণ-জীর্ণ হয়, বিশেষতঃ তাহাব গলাব দিক বেশী শুকাইয়া যায়। মাথার যন্ত্রণা বৈকুল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতর তীব্রভাবে আবিস্ত হওয়া তাবপব ক্রমাঘ্যে কমিতে থাকে।

লাইকোপোডিয়াম বোগীব যেমন মাথার যন্ত্রণা এবং নানাবিধ শিবঃপীড়া বিগ্ৰহমান থাকে সেইরূপ রোগীর মাথার পশ্চাদ্ধিকে নানারকম উদ্বেদ বাহির হইয়া চুল উঠিয়া যায়। মাথায় উদ্বেদ উঠিয়া উহা মুগমণ্ডল ও কর্ণের পিছনে পথ্যস্ত জুড়াইয়া পড়ে, উহা হইতে সামান্যতেই বক্ত নির্গত হয় এবং আঠা আঠা দ্রব্য পড়িতে থাকে। কাণেব পশ্চাৎ হইতে কাউর (একজিমা) মাথা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। শিশুদিগেব একজিমায জন্ম লাইকো অতি উত্তম ঔষধ। যে সকল শিশু মুহুমুহু ক্ষুধায় কাতক হয়, যাহাবা দেখিতে অত্যন্ত ক্লম, যাহাদেব প্রাণই মাথার যন্ত্রণা থাকে বা যাহাবা সাধাবণতঃ শিবঃপীড়ায় ভুগিতে থাকে, যাহাদেব প্রশ্রাবে ইটেব শুঁড়াব তায় লালবর্ণেব পদার্থ ওলানি পড়ে, যাহাদেব মুগমণ্ডল চুপ্-সাইয়া গিয়া বুড়াব মুখেব তায় দেখায় সেই সমস্ত শিশুর মাথার একজিমা বোগে লাইকো একটা অমূল্য ঔষধ।

চুল উঠাও এই ঔষধে দেখা যায়, পেটের নানাবিধ পীড়া ও প্রসবেব পব যাহাদেব চুল উঠে, মাথার চামড়ার ভিতর জালা ও তথায় অত্যন্ত চুলকানি ও চুলেব অকাল-পক্কতা ও টাকের জন্ম লাইকো একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ (ক্যান্ফ, গ্র্যাফা, আসিড-ফস্)।

অজীর্ণ রোগে লাইকো একটা উচ্চস্তরের ঔষধ। সামান্য খাইবাব পরই পেট ভার হয়, দুই এক গ্রাস খাইবার পরই পেট ভরিয়া গিয়াছে এরূপ অল্পভব, বোগীর জিহ্বায় কোনরূপ লেপ থাকে না, ইহার উপবের পেট বেশী ফুলিয়া থাকে। টক ঢেঁকুব দেয়, বক ও গলা জালা করে, মুখে টক আশ্বাদ, পেটে যেন কি ফুটিতেছে এরূপ বোধ, খাইবার পর অত্যন্ত তন্দ্রাব ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রশ্রাবেব সহিত লালবর্ণের শুঁড়া শুঁড়া নিঃসবণ, প্রশ্রাবে কোনরূপ গন্ধ না ধাকা লাইকোর লক্ষণ।

• **পেটকাঁপায়** লাইকো যেমন ভাল ঔষধ **কার্কো-ভেজ**, **চায়নাও** সেইরূপ। লাইকোব রোগীর খেট যেন সৰা সৰুদা বুজ্-বুজ্ কবিত্তেই থাকে, পেটের ভিতর শব্দ হয় ও কোঁ কোঁ করিতে থাকে। লাইকো রোগীর উপব পেটই ফোলে, **কার্কো-ভেজ** রোগীর ফোলে নোচের পেট, আর চায়নী রোগীর ফোলে সমস্ত পেট। লাইকো রোগীর ক্ষুধা খুব—যাহাকে বলা যায় রাক্‌সে ক্ষুধা, কিন্তু ২১ মুষ্টি খাইলেই পেট ভরিয়া যায়। লাইকো রোগীব বায়ু নিঃসরণে পেটকাঁপা কিছু উপশম হয়, চায়নার কোনরূপ উপশম হয় না, কার্কো-ভেজ রোগীর ঢেঁকুর ও বায়ু নিঃসরণে পেটকাঁপার কিছু

উপশম, তবে ঢেঁকুর ও বায়ু নিঃসরণ হইতে অত্যন্ত পচা গন্ধ বাহির হয়। কেলি-কার্ক অনেকটা লাইকোর স্তায় লক্ষণবিশিষ্ট। রোগীর জল পিপাসা আছে অথচ পানীয় দ্রব্য তাহার অরুচি, সে পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে জল পান করে। রোগ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বেশী হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য-রোগ যখন মলদ্বারের আকৃষ্টনবশতঃ হয় তখন লাইকো উপযোগী। তাহার মলের বেগ হয় কিন্তু মল নির্গত হয় না, কিন্তু নাক্স-ভমিকার রোগী প্রায় সর্বাক্ষণই মলবেগ কিন্তু অতৃপ্ত মলত্যাগ—বেশ খোলাসা বাছে হয় না। ট্রাইলোনিয়াম মোটেই মূলপ্রবৃত্তি থাকে না, যদি বহু চেষ্টা বাছে হয়, বাছে শুষ্ক, শক্ত, পোড়া পোড়া, লম্বা হাড় বা গুটলে গুটলে, ওপিয়াম, অ্যালুমিনা ও প্রাথম প্রভৃতি কোষ্ঠকাঠিন্যে অবস্থাভেদে বা লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (স্ব স্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া রোগে লাইকোপোডিয়াম একটা উত্তম ঔষধ। ইহা সাধারণতঃ শিশু ও বৃদ্ধদিগের রোগেই বেশী প্রযোজ্য। লাইকোর নিউমোনিয়া ডানদিকে হইতে আশ্রয় হইয়া বামদিকে চলিয়া যায়, আব ল্যাকেসিস রোগীর বামদিকে হইতে আরম্ভ হইয়া ডানদিকে চলিয়া যায়। রোগীর বুকের ডানদিক বা অক্রান্ত অংশ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে উচ্চশব্দবিশিষ্ট ঘড়ঘড়ানি শুনা যায়। নিউমোনিয়া রোগী মুখ-ভেঁস্তি মরিচা বড়ের গযার তুলে, গযার বা স্লেয়া কতকটা পৃথক মত। বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতর রোগের বৃদ্ধি, ব্রঙ্কাইটিসের সহিত জর থাকে এবং শিশুর নাকের পাতা উঠা নামা করে। লাইকো যেমন ব্রঙ্কাইটিসের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহৃত হয় সেইরূপ নিউমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায়ও খুব কার্য্যকরী ঔষধ। যে সকল নিউমোনিয়া রোগী প্রথম হইতে উত্তমরূপে চিকিৎসিত হয় না বা নিজের অসাধনতার জন্য রোগ কঠিন আকার ধারণ কবে সেই সকল ক্ষেত্রে লাইকো উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন ফুস্ফুস বক্রভাবাপন্ন হয় (hepatization) তখনও লাইকো চমৎকার কার্য্য করে, টাইফয়েডযুক্ত নিউমোনিয়ার রোগ লক্ষণ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টায় বৃদ্ধি হয়, ডান ফুস্ফুস আক্রান্ত হয়, রোগীর পেট ফাঁপিয়া উঠে, সেই সকল ক্ষেত্রে লাইকো কার্য্যকরী।

সাধারণ কাসি বোগেও ইহার ব্যবহার আছে, দিনরাত শুষ্ক কাসি, গযার মোটেই উঠিতে চায় না। গযার নোনা, ঘন, হলদে পুঞ্জের স্তায়। বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতর বৃদ্ধি। কখনও একদিন অন্তর কাসির বৃদ্ধি হয়, পরিশ্রমে, ঠাণ্ডা জিনিষ পানাহার করিলে ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাসির বৃদ্ধি। পাকযন্ত্রের উত্তেজনা হেতু হাঁপানি কাসিতে বিশেষতঃ তৎসহ পেটফাঁপা থাকিলে ইহা ফলপ্রসূ। জিজিবার ও পাকস্থলীর উত্তেজনাজনক হাঁপানির ঔষধ।

যকৃতের পীড়ায় লাইকো ও চেলিডোনিয়াম অতি চমৎকার ঔষধ। উভয়ের ভিতর সাদৃশ্য অনেক পাওয়া যায়। লাইকো রোগীর পেটে বায়ু ভূঁটভাট করে, মুখে টক আশ্বাদ, ঘুম ভাঙ্গিলে মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, টক বমন, সামান্য খাইবার পর পেট পরিপূর্ণ হইয়াছে বোধ কিন্তু তাহার অনবরতই ক্ষুধা পায়, খাইবার পরই পেটে ভারবোধ সেইজন্য কাপড় আলগা করিয়া দেয় (নাক্স-ভমিকা), আহারের কিছুক্ষণ পর পেটে ব্যথা আরম্ভ হয় সেইজন্য পেটের কাপড় খুলিয়া দিতে হয়। পুরাতন যকৃতের পীড়ার সহিত পেটে টাটান ব্যথা, ঐ লক্ষণের সহিত যকৃতের কোড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে, কোড়া হইলেও লাইকো ঔষধ। চেলিডোনিয়াম রোগীর পেটে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা, সময় সময় পেটে ঘোঁচা মারে, রোগী অত্যন্ত গরম জিনিষ খাইতে চায়, তাহার গিঠের

ডানদিকের কাঁধের নীচে বেদনা থাকে। চেলিডোনিয়ামের শরীর, প্রস্রাব ও মল অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণের হয়। লাইকোর বোগ লক্ষণ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

• **মুক্তগ্রন্থির শূল** বেদনায় লাইকোপোডিয়াম একটি অমূল্য ঔষধ। ডানদিকের কিডনি হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া উহা লিঙ্গপ্রদেশ, কখন কখন পায়ে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রস্রাবে লাল ইষ্টকচূর্ণের ন্যায় তলানি পড়ে, কোন পাত্রে প্রস্রাব ধরিলে লালবর্ণের তলানি পড়ে। মুক্তগ্রন্থিশূল, ক্রোমোগে লাইকো, বার্কেরবিস ও ক্যাফ্রাবিস এই কয়টা ঔষধই উত্তম। মুক্তশূলের অত্যধিক যত্নগা হ্রাস করিতে বার্কেরবিস উপযোগী ঔষধ।

ক্ষয়কাসি :—যদি অশ্বেব কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ও মলবোধাদির দ্রুত ক্ষয়কাসি হয় তবে এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। ফুসফুসপ্রদাহ (নিউমোনিয়া) বা বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস) এর পরবর্তী ফলস্বরূপ ক্রমে যখন রোগীর যক্ষ্মাবোগ হয়, তখন (প্রথম অবস্থায়) এই ঔষধ ফলপ্রসূ। ডাঃ হিউজেস বলেন যে সকল যুবকদেব যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহাদিগকে এই ঔষধ দিলে উপকার দর্শে, গয়েবে লবণাক্ত স্বাদ, গন্ধকের ধোয়া গলায় প্রবেশ করিলে যেক্রপ শুষ্ক কাসি হয় সেইরূপ শুষ্ক কাসি, গম্ভাবে রক্তের ছিট থাকিলে লাইকো ব্যবহার্য্য। ডাঃ হ্রাস বলেন, যে সমস্ত নিউমোনিয়া রোগী কুচিকিৎসিত হ'ল বা উপেক্ষিত হয় তাহাদের যক্ষ্মাবোগ হইলে, পেটকাঁপা থাকিলে ও রোগের আক্রমণ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টায় হইলে ইহাই ঔষধ।

কৃমি রোগ :—ডাঃ টেপ্পি বলেন যে—লাইকো ৩০, দুই দিন; ভেরেট্রিম-ডি ১২, চারি দিন এবং ইপিকাক ৬, সাত দিন ক্রমবিধে সেবন করিলে কৃমি রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

ডিপথিরিয়া ও তালুস প্রদাহ বোগে লাইকো, ল্যাকেসিস, ল্যাক-ক্যানাই ও ফাইটোর ন্যায় উত্তম ঔষধ। লাইকোর আক্রমণ প্রথমতঃ ডানদিকে ১১ তারপব উহা বামদিকে ছড়াইয়া পড়ে, ল্যাকেসিসে স্তিক হ্রাস বিপবীত অর্থাৎ প্রথম বামদিকে আক্রান্ত হইয়া ডানদিকে প্রসারিত হয়, তারপর নিম্নদিকে চালিত হয় (ব্রোমিয়াম রোগীর নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে), ঠাণ্ডা দ্রব্য সেবনে রোগের বৃদ্ধি। **ল্যাক-ক্যানাই** এব বেদনা বারম্বার স্থান পবিবর্তন করে কিন্তু ইহাব আক্রমণের স্থান বামদিক। **ফাইটোলাক্সার** তীব্র বেদনা, জ্বালা ও শুষ্কতাব সহিত রোগী মনে কবে তাহাব গলনলী বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যাইবে, সে উষ্ণ পানীয় সেবন করিতে পারে না।

• **জননেত্রিয়ের পীড়ায়** ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া বিঘ্নমান। যুবকগণ অতিরিক্ত হস্তমৈথুনা দি করিয়া যখন ক্রীবেষে পৌঁছায় অর্থাৎ যখন তাহাদের ধ্বজভঙ্গ হয় তখন লাইকো উপযোগী ঔষধ। স্বাভাবিক উপায়ে যাহারা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া ধ্বজভঙ্গ রোগের সৃষ্টি করে, যাহাদের জননেত্রিয় ক্ষুদ্র, শিথিল ও উত্তাপহীন হয় তাহাদের পক্ষে ইহা ব্যবহার্য্য। বৃদ্ধদিগের ধ্বজভঙ্গ রোগে যখন তাহার কামপ্রবৃত্তি অত্যধিক কিন্তু লিঙ্গোত্থান মোটেই হয় না, বমণকালে সে ঘুমাইয়া পড়ে এবং অতিরিক্ত মৈথুন ও স্ত্রীসঙ্গমাদির পব ধ্বজভঙ্গ রোগে লাইকো (অ্যাসিড-ফস, অ্যাগ্‌নাস, সলিনিয়াম তুলা) উৎকৃষ্ট ঔষধ।

• **রক্তরোধ :**—যদি ভয় পাইয়া বৎসরাধিককাল বজ্র বন্ধ থাকে, অথবা কোনরূপ মানসিক উচ্ছ্বাস হেতু রক্তরোধ হয় তবে লাইকো অ্যাকোনাইট তুলা ঔষধ। অ্যাকোর বিশেষ লক্ষণ স্বরণ রাখা কর্তব্য। লাইকো রোগিণীর কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ ও অগ্নের ভাবের সহিত লাইকোর অপরাপর লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহাই ঔষধ। গ্লোনরেন, অ্যাকটিয়া-স্পাইকেটা রক্তরোধ ক্ষেত্রে উপযোগী;

‘অ্যাক্টিয়া-স্পাইকেটায়’ বাতরোগ ও তৎসহ হাতের ও পায়ের কজ্জি ও ছোট ছোট গ্রন্থিতে বেদনা থাকে।

প্রদরশ্রাব : চর্চাৎ, অনিয়মিত ; শাদা শ্রাব জলজ্বলনেক্রিয় অত্যন্ত জ্বালা করে। পূর্ণিমার সময় অত্যন্ত বেশী হয়, ইহা স্বকক্ষয়কাবক, যেখানে লাগে হাজিয়া যায় ; লাইকোতে যেমন স্বৈতপ্রদব আছে সেইরূপ বক্তপ্রদবও আছে। বৌগিগীর প্রত্যেক বাছের পর (উহা কঠিনই হউক কি তরলই হউক) বক্তশ্রাব হইবেই। লাইকো বৌগিগীর যোনিব ভিতব অত্যন্ত শুষ্ক, সঙ্গম করিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট পায় এবং সঙ্গমেব পব ভিতরে জ্বালা কবে। যোনির ভিতব নীরস ও ব্যথারহিত শ্লেয়া শুষ্কীকল থাকে। তাহাব কামোদ্ভূতা অত্যধিক, সেই সঙ্গ যোনিব ভিতব অত্যন্ত চুলকানি। ওভারিব প্রদাহ বা ওভারিব বিকৃতি, ডিম্বাধারের অক্ষুদ, শোথ, প্রথমতঃ ডাণদিকের ওভারিব আক্রান্ত হয় তৎপর বোগ বামদিকে চালিত হয়।

হৃদপিণ্ডের পীড়া :—যদি পরিপাক-ক্রিয়ার বিকৃতিব জন্ত, পরিপাক-ক্রিয়ার সময় কিম্বা সন্ধ্যার পব শাযিতাবস্থায় হৃদযন্ত্রের স্পন্দন হয়, বৌগীর নাড়ী দ্রুত, মুখমণ্ডল ও পা শীতল হয় তবে লাইকো উত্তম ঔষধ। হৃদযন্ত্রেব পীড়াব সহিত বৌগিব নাকের পাথাদ্বয় উঠানামা করে। হৃদ্রোগীবা স্বাসকৃচ্ছতা, সর্বাঙ্গ নীল হইয়া যাওয়া, ও অবস্থিত পানিহাব লাইকোব লক্ষণ।

শোথ হইয়া বৌগীব শরীরের নীচের অংশ ফুলিয়া যায়, উপবেব অংশ হাত ও বুকের পেশী সকল শুঁকাইয়া যায় ; পেটফুলা, পা ফুলা ও পা ক্ষতে পূর্ণ। ঐ সকল ক্ষত হইতে অনবরত বস পড়িতে থাকিলে লাইকো উত্তম ঔষধ। শোথেব সহিত পা ফুলা ও পাগে যা হইলে লাইকো, রাস ও আস উপযোগী। লাইকোর শোথ যত আক্রান্ত হইলেই বেশী হয়।

হাণিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি বোগে যখন ডাণদিক আক্রান্ত হয় তখন ইহা ফলপ্রদ। ডাঃ ব্রাশ বলেন ডাণদিকের হাণিয়া রোগে ট্রাস ব্যবহাব প্রযোজন হয় না, লাইকো দ্বাবাই বোগপ্রাণ্য হয়। বামদিকের হাণিয়ায় নাক্স-ভমিকা ফলপ্রদ।

ক্রোফিউলাস বা গণ্ডমালা হাতের শিশুদিগের পক্ষে ক্যালকেরিয়া, সাইলিসিয়া যেমন ঔষধ সেইরূপ লাইকোপোডিগামও ফলপ্রদ ঔষধ। লাইকোপোডিগাম শিশুব কথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

নিদ্রা :—রোগীব দিনেব বেনাই বেশী হয়, রাত্রে অনিদ্রা ; রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিবার পর নানারূপ চিন্তার উদয় হয়। ঘুমেব ভিতব সে কিছুতেই শান্তি পায় না, অনবরত হাত পা ছুড়িতে থাকে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাদিয়া উঠে (ক্যামো, চাযো), চম্কাইয়া উঠে, নানাবিধ দৃঃস্বপ্ন দর্শন করে, ঘুমাইয়া সে কিছুতেই আরাম পায় না, পুনঃ পুনঃ তাহাব ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং রাত্রি ষটায় সে সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় আর তাহাব ঘুম হয় না। নাক্স রোগীব রাত্রি ৩টা ৪টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় তখন নানাবিধ চিন্তা করিয়া পুনর্বাঘ ঘুমাইয়া পড়ে—সেই ঘুম অনেক বেলায় ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে অত্যন্ত ক্রোধাধিত ভাব প্রকাশ পায়, পা ছুড়িতে থাকে ও অত্যন্ত ক্ষুধা পায়। ঘুম ভাঙ্গিবার পর ক্ষুধা—চাযনা, সোরিনাম ও সিন্যু রোগীরও পায় এবং শিশু সমস্ত রাত্রি কাদে ও সমস্ত দিন পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। (বাক্সেব হায ক্ষুধা পায়—আসিড-ফস)।

জ্বর :—ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড উভয়বিধ জ্বরের ক্ষত্রেই লাইকোর প্রযোজন আছে। ইহার শীত বা জ্বব বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৬টার ভিতরই আসে। জ্বরের সময় বৌগীর হাত পা বরফের স্তায়

ঠাণ্ডা হইয়া যায়। শীত বা-দিকে সাধারণতঃ আরম্ভ হইয়া ক্রমে সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। শীত এত বেশী হয় যে ২৩ ঘণ্টা পর্যন্ত শুইয়া থাকিলেও শীতের হ্রাস হয় না, আশ্রনের তাপেও শীত কমে না। পিঠের দিকে শীত সর্বাঙ্গোক্তা বেশী, যেন সে ববফের উপর শুইয়া আছে। শীত ও উত্তাপবাহার মধ্যবর্তী সময়ে অল্প বমন (তিক্ত বমন করে—ইপিকাক)। পিপাসা প্রায় ঘর্মের পব হয়, পিপাসাব সময় সে গরম জলপান কবিতো চাহে। পায়েব নিম্নাংশ ব্যতীত সর্বত্রবীরে অল্পগন্ধযুক্ত ঘর্ম; কখন কখন পেঁয়াজের গন্ধযুক্ত। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য প্রসাধে নাও রেণু বিজ্ঞমান থাকে, রোগী একাকী থাকিতে চাহে না, পেটকাঁপা থাকে।

প্রথম বৃদ্ধিসম্পন্ন, দুর্বল, শীর্ণকায় ও বাহ্যদের শরীরেব উপর্যুক্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে নিম্নাঙ্ক ফুলা যেন শোথ হইয়াছে এবং বাহ্যদের যকৃতের পীড়া বিজ্ঞমান বা বাহ্যদের ফুসফুস বিকৃত, বাহ্যদের বহুদিন স্থায়ী মজ্জাগত অর বাহ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহাদের পক্ষে উপযোগী। টাইফয়েড জ্বরের দ্বিতীয়াধস্তায় ইহার প্রয়োজন আছে, টাইফয়েডযুক্ত নিউমোনিয়া বোগে যখন পেটকাঁপা, ডাণ্ডিকের ফুসফুস আক্রান্ত হওয়া, নাকের পাখা উঠা-নামা করা ও কোষ্ঠকাঠিন্য বিজ্ঞমান থাকে তখন ইহা ফলপ্রদ।

তুলনীয় :—লাইকো—বৈকালে উত্তাপের বৃদ্ধিতে—সাল্ফার তুলা, মুখে ও কপালে পিত্ত চিহ্ন—খুজা তুলা; বাফসে ক্ষুধা—চায়না, সোরি, আয়ো তুলা; নাসাপুটের আকৃকন প্রসাধন—অ্যান্টি-ট্রাট, চেলি, ফস, কেলি-ব্রোম তুলা; একাকী থাকিতে ভয়—কেলি-কা, আর্জে-নাই তুলা; অন্ধকাবে ভীতি—ক্যালকে, ট্র্যামো তুলা; পর্যায়ক্রমে হাসা ও কাঁদা—পালস, অবাম, ইগ্নে, সিপি তুলা; মুচ্ছাবায়ু—ইগ্নে, পালস তুলা, গলকতে—ল্যাকেসিস তুলা; শাণিয়া বোগে—নাক্স-ভন তুলা; পাঠাণ্ডায়—ক্যালকে তুলা, প্রসাধ কবিবার পক্ষে শিশু ক্রন্দন কবায়—সার্সা তুলা; বিপ্লোক-দিগের-রিপুহুবিবর্ত না হওয়ার জন্য রোগে—কোনা, অ্যাসি-পিক, ক্যালকে তুলা; সঙ্গমকালে অপত্যপথে জালা ক্রিয়ো, সাল্ফার তুল, অল্পত ও অজীর্ণতায়—ম্যাগ-কার, বোবোনিয়া তুলা, নিউমোনিয়ায় কুচিকিৎসার ফলে—সাল্ফার তুলা; প্রসব-বেদনায়—সিমিসি তুলা, পেটকাঁপা—কার্বো-ভেজ, চায়না তুলা, 'আগারাস্তে পেট ভাব—চায়না তুলা।

হাস-বৃদ্ধি :—অপবাহ ৪-৮টার ভিতর, টুপি পরিধান কবিলে, ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিলে, জলীয় বায়ুতে, জল ঝড়েব দিনে, বিশ্রামে, যকৃতের পীড়ায় ডাণ্ডিকে ফিরিয়া শুইলে, একদৃষ্টে এক জিনিষের প্রতি তাকাইয়া থাকিলে, শাক, কপি, ডাল, রুটী প্রভৃতি আহাব কবিলে দুগ্ধপানে বোগের বৃদ্ধি; মুক্ত হওয়াব মধ্যে বেড়াইলে, উষ্ণ দ্রব্যাদি পান ও ভোজন কবিলে, চিং হইয়া শুইলে মাথা ও দেহেব কাপড় অনাবৃত কবিলে, কোমরের কাপড় ঢিলা করিয়া দিলে উপশম।

লাইকো—পেঁয়াজ, রুটী, সুরাফি মাদক দ্রব্য, ধূমপান ও তাম্বকুট চক্ষণের দোষ নষ্ট করে।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০, ১০০০, ১০,০০০ বা তদুর্দ্ধ শক্তি ব্যবহার্য।

লাইসিডিন (Lysidin) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রথলীর উপদাহিত অবস্থা, অনিয়মিত হৃদযন্ত্র এবং ন্নাবিক হৃদযন্ত্রতায় এই ঔষধের ১০ ফোটা ৫০% সলিউশনে তৈরী করিয়া রোজ তিনবার ব্যবহার্য।

লাইসিন (Lysin) ।

লাইসিন ও হাইড্রোক্সিফেনাম একই ঔষধ, হাইড্রোক্সিফেনাম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

লিউয়েটিকাম (Lueticum) ।

লিউয়েটিকাম ও সিকিলিনাম একই ঔষধ, সিকিলিনাম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

লিউপিউলাম (Lupulus) ।

ব্যবহারস্থল :—শিথিল শ্রায়ু, তৎসহ নিবমিষা, মাথাঘোরা, মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী । সাধারণতঃ এই সকল পীড়া মত্তপায়ী ও রাত্রে যাহা বা কুস্থানে বাতায়াত করে তাহাদেব বেশী হয় । শিশুদিগেব কামলা বা জ্বাৰা, প্রস্রাবনলীর ভিতব জ্বালা কবা, প্রায় সকল মাংসপেশী আকুঞ্চিত ও সঙ্কুচিত হয় । শ্বাসবীয় কম্পন ; মত্তপায়ীদিগেব নৈশ প্রলাপ, মত্তব নাড়ী ; প্রচুব ঘৰ্ম, উহা চটুচটে । রাত্রিতে স্বপ্নদোষ ; প্রমেহ বোগে যন্ত্রণাবৃত্ত লিউপুথান প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট হইতে তৃতীয় শক্তি ।

লিউপুলিন (Lupulin) ।

ব্যবহারস্থল :—উক্সাবে এই ঔষধের ১২ বিচূর্ণ অতি চমৎকাব ঔষধ ।

লেডাম-প্যালাষ্টার (Ledum Palustre) ।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম মাস্টি, সমস্ত তাজা-গাছড়া ও শুষ্ক পাতা হইতে টিংচার তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—পুৰাতন বাত, সন্ধিবাত, কোন কিছুর দংশন, কালশিবা পড়া ; ভীক্ষুধার কোন দ্রব্য বা শলাকাদি বিদ্ধ হওয়া, শলাকাদি বিদ্ধ হইয়া ধনুষ্ঠকার, নানাবিধ চর্ম্মরোগ, আঙ্গুলহাড়া, নানাবিধ ক্ষত, পানিবসন্ত, কাসির সঙ্কিত রক্ত উঠা, ক্ষয়কাসি, হাঁপানি, একজিমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য ।

বাত রোগেব পক্ষে লেডাম একটী ফলপ্রদ ঔষধ । ইহার বাত প্রথমতঃ পায়ে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে থাকে । ক্যালকিউলায় ঠিক ইহাব বিপরীত অর্থাৎ উপর হইতে নিম্নে প্রসারিত হয় । বাত-রোগের তরুণ অবস্থায় রোগীব সন্ধি ফুলিয়া উত্তপ্ত হয়, অথচ তত লাল হয় না—মার্ক্যারির জ্বায় রাত্রে বা বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়, রোগী তাহার শাখে কোন ঢাকা রাখিতে পারে না । পায়ের ফুলা, পায়ের গাঁটফুলা, তৎসহ তাহাব শবীব বরফের জ্বায় ঠাণ্ডা কিন্তু রোগী নিজে কিছু বুঝিতে পারে না । বাহার্য্য বহুদিন পর্য্যন্ত মত্তপান করে তাহাদেব বাত-রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ।

আঘাতজনিত পীড়ার ক্ষেত্রে আণিকাব পবেই ইহার স্থান। আণিকা প্রযোগে বেদনাদি কিছু কমিয়া আর না কমিলে তখন লেডাম আণিকার অসম্পূর্ণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ করিয়া দেয়। ঘৃষি বা আঘাতাদির পর ঐ স্থানে কালশিরা পড়িলে লেডাম সর্কশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কাহারও চোখে ঘৃষি লাগিয়া কালশিরা পড়িলে লেডাম ব্যবহার্য। বহুকাল পূর্বে আঘাত লাগিয়া যদি কাহারও শরীরের অংশবিশেষে বর্ণ বিকৃত হয়, বা কালশিরা সকল সবুজবর্ণেব হইয়া যায় তখন লেডাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কোন স্থানে কাঁটা, পেরেক বা হুচাল কোন জিনিষ ফুটিয়া আঁহত হইলে তাহাতে হাইপারিকাম যেমন ঔষধ লেডামও সেধরূপ উত্তম ঔষধ। সন্মাত্র বস্ত্রব আঘাতাদি দ্বারা স্নায়ু যদি বিদ্ধ হয় বা স্নায়ুতে যদি আঘাত লাগে তাহাতে হাইপারিকাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ, আবার অস্থির বহিরাবরণ বিদ্ধ হইলে বা তথায় আঘাত লাগিলে ক্রটা, সিম্ফাইটাম ও ক্যালকে-ফস উপযোগী। কেহ কাঁচাকেও নখাঘাত করিলে, হুঁচ ফুটিলে, মশক কামড়াইলে, বিছা, ইন্দুবাди কামড়াইলে বা কীটাদির দংশনে লেডাম ব্যবহার্য।

রক্তোৎকাস যদি মাতালদিগেব বা বাতগ্রস্ত বোগীদিগেব হয় এবং ঐ রক্ত উজ্জল ও ফেনাযুক্ত হইলে ইহা ফলপ্রদ। ডাঃ ড্রবি ও জোসেট ফুসফুস হইতে রক্ত নিঃসরণে এই ঔষধ সেবন করিতে বলেন। ডাঃ ডানহাম বলেন—আমবাতেব বেদনা সহ অথবা পর্যায়ক্রমে আমবাতেব আক্রমণ সহ ফুসফুস হইতে লাগ টকটকে ফেনা মিশ্রিত রক্তস্রাবে লেডাম উপযোগী।

যদি ত্রণ কোনকিছু বিধিয়া হয় তবে লেডাম কার্যকরী। দুইত্রণে আণিকা, ছিন্নত্রণে ক্যালেলুলা, এবং ক্ষতত্রণে হাইপারিকাম ফলপ্রদ। ডাঃ টেষ্টি বলেন—ত্রণ হইয়া আঁহত স্থান যদি শীতল হয় তাহা হইলে লেডাম আবও কার্যকরী। স্বয়ং হানেমান বলেন যে গাত্রের শীতলতা ও আক্রান্ত স্থানের স্বাভাবিক উত্তাপেব হ্রাস লেডামেব একটা নির্ণায়ক লক্ষণ।

চন্দ্ররোগে লেডামেব ব্যবহার আছে। মশকাদি দংশনের পর যদি কোনরূপ চুলকানি হয় তাহা হইলে লেডাম ফলপ্রদ। পুবাভন দাদ, শীতপিত্ত ও পুবাভন গাত্র পীড়কার এবং মগপাষীদিগেব নানাধি চন্দ্ররোগে ইহা ফলপ্রদ। ডাঃ টেষ্টি হাতেব ও পায়ের আঙ্গুলেব নানাধি চন্দ্ররোগে এই ঔষধ প্রযোগ করিতে বিধান দেন। তিনি আরও বলেন যে কণ্ঠ্যন বিশিষ্ট একজিমা সন্মশরীরে ছড়াইয়া যদি মুখের ভিতর এবং সম্ভবতঃ বায়ুপথে প্রবিষ্ট হইয়া এক প্রকাব আক্ষেপিক কাসিব সৃষ্টি কবে তবে লেডাম ব্যবহার্য। গাউট অর্থাৎ সন্ধিবাত রোগীদিগেব কখন কখনও আপনা হইতে এক্রপ পীড়কা জন্মে স্ততরাং তাহাদের পক্ষে লেডাল ফলপ্রদ ঔষধ।

চক্ষুরোগে যদি বাতগ্রস্ত বোগীব ও মগপাষীদেব হয় তাহা হইলে লেডাম ফলপ্রদ। চক্ষুর ভিতর রক্তস্রাব; চক্ষুতে কোনরূপ আঘাতাদি লাগিয়া কালশিরা দাগ পড়িলে; চক্ষুর অস্ত্রোপচারের পর বা চক্ষুর উপধারকার অস্ত্রোপচার করিবার পর চক্ষুর সম্মুখ প্রকোষ্ঠ মধ্যে রক্তস্রাব হইলে, কোন কারণে চক্ষু পাকিয়া উঠা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হইলে লেডাম ব্যবহার্য।

জ্বর হইয়া যখন রোগীর শীতাবস্থা উপস্থিত হয় তখন মনে হয় যেন তাহাব শরীরেব কোন অংশে কেহ ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিতেছে। শরীর মোটেই গরম হইতে চায় না—সর্কদাই যেন ঠাণ্ডা হইয়া আছে। রোগীর শরীর যে এত ঠাণ্ডা তাহা সে বুঝিতে পারে না।

তুলনীয় :—লেডাম আঘাতাদি ক্ষেত্রে—আণিকা, ক্রটা, হ্যামা, সিম্ফাই তুল্য; চন্দ্ররোগে—ক্রোটন তুল্য; কীটাদি দংশনে—এপিস তুল্য; পেরেক, শলাকা ও হুচাল দ্বারা বিদ্ধ হওনে—

হাইপারি তুল্য; পুরাতন বাত রোগীর ক্ষেত্রে—সাইলি তুল্য, গোড়ালিতে ফোঁস্কার ভাব—নেট্রাম-কার্ব তুল্য।

ছাস ও বৃদ্ধি :—দেহ সঞ্চালনে, সন্ধ্যাবেলায়, রাত্রে, মজপানে, উত্তাপে, মাথার চুল কাটার পর (বেল, ম্লান, ফস), দেহ চাকিয়া বাধিলে রোগের বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা জলে পা ডুগাইয়া রাখিলে, মাথা না চাকিলে, বিশ্রামে ও স্থিতি বহুলা থাকিলে উপশম।

শক্তি :—৩৫, ৬৫, ৩০০, ২০০ বা তদুর্দ্ধ শক্তি।

লিনাম (Linum Usitatissimum) ।

ব্যবহারস্থল :—হাঁপানি, শস্ত আচরণ কালীন জ্বর, আমবাত, ধনুষ্কান এবং মূত্রাশয়-প্রদাহ, শত্রুচ্ছতা, হস্তস্তম্ব বা দাঁতকপাটী, জিহ্বাব পক্ষাঘাত, অস্ত্রাশয়ের বিবিধ বোগ।

লিনারিয়া (Linaria) ।

ব্যবহারস্থল :—ফুসফুস ও পাকশয়িক প্রদাহের উপব ইহা বক্রিগা অত্যন্ত, উদ্ভাব উঠা, গা-বমি-বমি, লাল নিঃসরণ, পাকশয়ের উপব চাপবোধ, টাইফয়েড লক্ষণ এবং অত্যন্ত ঘুম-ঘুমভাব বিद्यমান, হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য জন্ত মূর্ছাভাব, অসাড়ে প্রস্রাব ওয়া, জিহ্বা কক্শ, শুষ্ক, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী ঔষধ। মূত্র হাওয়ায় বিচরণ করিলে বোগ লক্ষণের বৃদ্ধি।

শক্তি :—৩য় শততমিক ক্রম।

লিথিয়াম-কার্বনিকাম (Lithium Carbonicum) ।

পরিচয় :—ইহা অপর নাম কার্বনেট অব লিথিয়া। প্রথম বিচূর্ণন পদ্ধতিতে তৈরী করিয়া পরে তরল ক্রম তৈরী করিতে হয়। ইহা খনিজ পদার্থ, ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন উৎসে পাওয়া যায়।

ব্যবহারস্থল :—চক্ষুবোগ, হৃদযন্ত্রের পীড়া, হৃদশূল, অগ্নিমান্দ্য, পাকশয়ের শূল, গ্রন্থিবাত, বাত, গ্রন্থিফীতি, অস্ত্র বৃদ্ধি, নাসিকা, বোগ, মেদাধিক্য, 'দ্রুত' বোগ, বাঘী, উপদংশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

চক্ষুরোগে বোগী দেখিতে পায় তাহার চোখে সম্মুখে স্থল্ল ধূলিকণার তায় পদার্থ উড়িতে থাকে। ঋতুর দ্বিতীয় দিবসে জিনিষের দক্ষিণার্দ্ধ মোটেই দেখিতে পায় না। **সাইক্লোমেন** বোগিগী পশ্চাদ্ধার্দ্ধ মাত্র দেখিতে পায়, বামার্দ্ধ দেখিতে পায় না। **হাইকো** বোগী; নিম্ন ও উর্দ্ধাংশ দেখিতে পায় না। **অ্যাসিড-মিউর** বোগী। **হেলিবোরাস ও ফস্ফোরাস** বোগী দিনে দেখিতে পায় না। পড়াশুনা করিবার পব চক্ষু অত্যন্ত শুষ্ক ও বেদনা বোধ।

চোখের প্রদাহে—চক্ষুর খেতাংশ রক্তবর্ণ হয়, চক্ষু হইতে পুঞ্জযুক্ত শ্রাব নির্গত হয়।

নাসিকা রোগে নাসিকা শুষ্ক বোধ। রোগী বাড়ীৰ ভিতর থাকিলে নাসিকার ভিতর শুষ্ক, অমুভব হইবে, কিন্তু বাড়ীর বাহিরে গেলে পর অথবা মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইলে নাসিকার শুষ্কভাব চলিয়া যায়।

বাতরোগে ও সন্ধিবাতে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। বাতের সহিত রোগীর অত্যধিক দুর্বলতা বিদ্যমান থাকিবে। বাতের সহিত বোগীর প্রস্রাবে স্লেথাবৎ পদার্থ, ইউরিক-অ্যাসিড ও পুঁজ নিঃসৃত হয়। বেনজয়িক-অ্যাসিডের বাতের রোগীর প্রস্রাব হইতে ঘোড়ার প্রস্রাবের ন্যায় উগ্র গন্ধ বাহির হয়।

হৃদযন্ত্রের পীড়া :—যখন বাতের ন্যায় টাটান ব্যথা হৃদপিণ্ডে দেখা যায়, সামান্য উত্তেজনায হৃদপিণ্ডের ভিতর ধড়কড়ানি, এমন কি সে যদি তাহার ঘাড় নোয়ায় অমনি তীব্রভাবে হৃদপিণ্ডের ভিতর স্পন্দন আবৃত্তি হইবে ও যন্ত্রণা হইতে থাকিবে। সময় সময় তাহাব বৃক্কে ধাক্কা লাগিতেছে এরূপ অনুভব করে। সে উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলেও হৃদপিণ্ডে বেদনা অনুভব করে। মূত্রত্যাগ করিবার সময় ও শ্বাসপ্রবাহকালে তাহাব হৃদযন্ত্রে বেদনা অনুভব করে। হৃদপিণ্ডের সকল বেদনা প্রস্রাব করিবার পব হ্রাস পায়।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০ বা তদূর্ধ্ব শক্তি।

লিথিয়াম-ক্লোরিকাম (Lithium Chloricum.)

ব্যবহারস্থল :—কুইনাইনের অপব্যবহারের পব যে সকল লক্ষণ পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে মাথা ঘোবাণ, কাণেব ভিতর টুং টাং করা, কম্পন, দুর্বলতা, শবীব ও মাংসপেশী শুষ্ক হইয়া যাওয়া, নাকের ঘা, বুক জালা, দাঁতে বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

লিথিয়াম-বেনজয়িকাম (Lithium Benzoicum.)

ব্যবহারস্থল :—কটিদেশের আভ্যন্তরীণ স্থানে বেদনা, ক্ষুদ্রাংশে বেদনা, মূত্রথলির ভিতর অস্বস্তি, অনববৃত্ত প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, প্রস্রাবের ভিতর ইউরিক-অ্যাসিড থাকিলে এই ঔষধ দ্বারা কমান যায়।

লিথিয়াম-ল্যাকটিকাম (Lithium Lacticum.)

ব্যবহারস্থল :—ঘাড়ের ও ছোট ছোট সন্ধিস্থানের বাত বেদনা, যদি চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয় এবং চুপচাপ থাকিলে বেদনাব বৃদ্ধি দেখা যায় (রাইস-টক্সের ন্যায়) তবে ইহা ফলপ্রসূ।

লিগ্নাম-ভাইটা (Lignum Vita.)

লিগ্নাম-ভাইটা ও শুযেকাম একই ঔষধ। শুযেকাম অধ্যায় ত্রিষ্টব্য।

লিয়াটি স-স্পাইকেটা (*Liatris Spicata.*)

ব্যবহারস্থল :—যকৃত ও প্লীহা রোগের জন্য যদি শোথ হয়, যদি কিডনী স্থানে শোথ হয় তাহা হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ। হৃদপিণ্ড এবং কিডনীর পীড়ার জন্য যদি সর্বাঙ্গীন শোথ হয় তাহাতেও এই ঔষধ ব্যবহার্য। উদরাময়ের রোগীর ভয়ানক বেগ এবং বেদনা। এই ঔষধ ঘা, পচা ক্ষতে লাগান যায়। লিয়াটিস সেবনে অতি শীঘ্র প্রস্রাব হয়।

লিলিয়াম-টিগ্রিনাম (*Lilium Tigrinum.*)

পরিচয় :—অপব নাম টাইগাব লিলি। এই জাতীয় উদ্ভিদ চীন ও জাপান দেশে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। পুষ্পিত অবস্থায় সমগ্র তাজা গাছটা হইতে মূল অরিষ্ট ভৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এইটি জ্বরোলের একটি উত্তম ঔষধ। ডিম্ব ধাব প্রদাহ; জরায়ব স্থানচ্যুতি, জরায়ুর নানাবিধ পীড়া; যোনিদেশে চুলকানি; উদরাময়; হৃদশূল; হৃদকম্প প্রভৃতি রোগে কলপ্রদ।

মন :—রোগীর সর্বদাই কাঁদিবার ইচ্ছা, সে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না। ক্রমাগত লোককে গালাগাঝি দেয় ও অশ্লীল কথা বলে বা অশ্লীল ও ঘৃণিত বিষয়ে চিন্তা করে। তাহার রিপুচরিতার্থ করিবার চিন্তা অহুঙ্কণ কিন্তু স্বীয় রিপু ও কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা দমনের জন্য সে সর্বদা কোন না কোন কার্যে লিপ্ত থাকে।

জ্বরোণ :—জরায়ু-চ্যুতি ও জরায়ুর বিবিধ পীড়ায় সিপিয়ার সমভূল্য। দুইটি ঔষধেই আছে—যোনিদ্বার দিয়া যেন জরায়ু নীচেব দিকে নামিয়া আসিতেছে। সিপিয়া পুরাতন পীড়ায় ব্যবহৃত হয় এবং বোগিণী তাহার পায়ের উপর পা দিয়া বসিলে উপশম পায়। লিলিয়ামও পুরাতন জরায়ু প্রদাহে ব্যবহৃত হয়, আর বোগিণী তাহার জ্বজননাস্থের উপর চাপিয়া ধরিলে আরাম পায়। লিলিয়াম বোগিণী মনে করে তাহার জরায়ু, অস্ত্রাদি এমন কি হৃদযন্ত্র বৃষি যোনিদ্বার দিয়া নীচেব দিকে বাহিৰ হইয়া আসিবে। যোনিদ্বারে ভার বোধ—যেন কি একটা চাপান আছে, মনোস্ত্রেও ঐক্লপ ভারবোধ। লিলিয়ামে জরায়ুর পীড়ার সহিত ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা ও ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হয়। জরায়ু পীড়ার সহিত হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হইলে লিলিয়াম অমোঘ ঔষধ। ডিম্বকোষের পীড়ায়—এপিস, পডো ও প্যালাডিয়াম সহ সাদৃশ্য দেখা যায়।

হাস-বৃদ্ধি :—কেহ তাহাকে সাস্থ্য দিলে ও গরম ঘরে রোগের বৃদ্ধি; মুহু হাওয়ায় উপশম।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্ধ্ব।

লেপটেণ্ড্রা (*Leptandra or Veronica.*)

পরিচয় :—গ্নাককট। তাজা মূল হইতে মূল অরিষ্ট ভৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—কামলা; যকৃতের পীড়া; অজীর্ণ; কোষ্ঠকাঠিন্য; পৈত্তিকজ্বর; পৈত্তিকতা; পীতজ্বর প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী। যকৃতের পীড়ার ক্ষেত্রে ও পিত্তাক্ত বা পীতবিক্তভিনিত পীড়ায়

যখন আল্কাডরার জায় কাল মল নির্গত হইতে থাকে তখন হইতে অতি চমৎকার ঔষধ। এই সন্দেশ-
রোগীর জিহ্বা হলুদবর্ণের লেপাবৃত থাকে ও যকৃত মধ্যে অনবরত বেদনা ও ভারবোধ, তৎসহ
পিত্তবৎ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল বা কাল পিচের জায় মল থাকিলে ইহা একমাত্র ঔষধ। কামলা বা
জ্বা রোগে যদি এই লক্ষণ পাওয়া যায় তবে ব্যবহার্য্য।

• শক্তি :—মূল অবিষ্ট হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক।

লেমনা-মাইনর (Lemna Minor.) ।

ব্যবহারস্থল :—নাসিকা-ভিত্তিক অর্কবৃদ্ধ ; নাসিকা-পীড়া ; হাঁপানি ও পুতিনস্ত প্রভৃতি
ক্ষেত্রে ফলপ্রদ। নাসিকা সম্বন্ধে পীড়ায় ইহা বেশী প্রযোজ্য, যথা নাসিকা রোধ, নাসিকা হইতে
সন্দেশ, ভোরের দিকে নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব নিঃসরণ প্রভৃতি।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০।

লোবেলিয়া-ইন্ফ্ল্যাটা (Lobelia Inflata.) ।

পরিচয় :—ইহা ভারতীয় তামাক। ইহা-ব গাছ হইতে মাদার-টিংচাব তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—হৃৎশূল ; হৃৎকম্প ; হাঁপানি ; ঘুড়িকাসি ; মগপানেব মন্দফল ; অতি-
ফেনের বদভ্যাস, বমন ; অজীর্ণ ; প্রাতঃকালীন বিবমিষা, পাকশয় শূল ; মুচ্ছাভাব ; বাধক ;
জ্বায়ু মুখের কাঠি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ইহা নানা জাতীয় বমন ও বিবমিষার প্রধান ঔষধ, যথা অত্যন্ত বমন, বিবমিষা, প্রাতঃকালীন
বমন, বমনকালে মুখে শীতল ঘন, গর্ভকালীন বমন, প্রচুব প্ল্যাগা বমন, পুণাতন বমন রোগ, বমনান্তে
অত্যধিক অবসাদ, শিরঃপীড়া সহ বমন, বিবমিষা, ভ্রামকু সেবনে বা উহার গন্ধে রোগের বৃদ্ধি।
প্রত্যেকবার প্রসব বেদনার সঙ্গে বৃকে বন্ধভাবে হাঁপ ধরিলে এবং হাঁপানির সঙ্গে সঙ্গে বেদনা জুড়াইয়া
গেলে উপযোগী। অতিবিক্ত মগপায়োদিগেব নানাবিধ পীড়ায় ইহা নাস্ত-ভমিকার জায় ফলপ্রদ।

• শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬, ২০ শক্তি।

লোবেলিয়া-ইরিনাস (Lobelia Erinus.) ।

ব্যবহারস্থল :—সাংঘাতিক জাতীয় বৃদ্ধি (malignant growths)। অস্ত্রান্নাবকেন্দ্র
(পাকস্থলীর ঝিল্লীবিশেষ) বা শিশিলা জাতীয় পদার্থস্রাবী ককটিয়া ক্ত (Colloid Cancer of the
Omentum), মুখের সাংঘাতিক জাতীয় পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

লোবেলিয়া-কর্ডিনেলিস (Lobelia Cardinalis.) ।

ব্যবহারস্থল :—অত্যধিক দুর্বলতা বিশেষতঃ নিরাসের, গ্লুসিস হইয়া যষ্টি বৃকে স্ট্রফোটান
ব্যথা থাকে তবে ব্যবহার্য্য।

লোবেলিয়া-পারপিউরেসেন্স (Lobelia Purpurascens.) ।

ব্যবহারস্থল :—বোগীর জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, সমস্ত শ্বাসমণ্ডলী সাংঘাতিক দুর্বল, বোগী এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে সে মোটেই তাকাইতে পারে না ।

লোবেলিয়া-সেরুলিয়া (Lobelia Cerulia.) ।

ব্যবহারস্থল :—‘অত্যন্ত’ হাঁচি হইয়া ইন্ফ্লুয়েঞ্জা, তৎসহ কপালে চোখে ব্যথা, পেটে ব্যথা ও বায়ুসঞ্চয় ।

লোবেলিয়া-টিমিউলেন্টাম (Lobelia Temulentum.) ।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কশূল, সাপেটিকা, পক্ষাঘাত ; দুর্বলতা ও অস্থিরতা ক্ষেত্রে উৎকর্ষযোগী ।

ল্যাক্-ক্যানাইনাম (Lac Caninum.) ।

পরিচয় :—ইহা কুকুণের দুধ । শুষ্ক দুধ হইতে প্রথম বিচূর্ণন, পবে তবল ক্রমে তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—ডিপথিরিয়া ; ঘুংড়ী ; জ্বাযুব নানাবিধ পীড়া, ডিম্বকোষ প্রদাহ ; বাধক, বাত ; শ্বাসশূল, গলক্ষত ; ক্ষত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য ।

ইহা ডিপথিরিয়া রোগের একটি উত্তম ঔষধ । গলক্ষত ও তালুস্থল গ্রন্থি-প্রদাহ, ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী । ইহার আক্রমণ একদিন বামদিকে অপর দিন ডানদিকে চালিয়া বেড়ায়, আড়াআড়ি ভাবে একবার এই পার্শ্বে অপর দিন অপর পার্শ্বে চালিত হওয়াই ইহার বিশেষত্ব । ডিপথিরিয়ার পর্দাগুলি রূপাঘ চক্চক করে, কিছু গিলিবাব সময় গলায় কাঁটা কুঁটিয়া আছে বোধ । ডিপথিরিয়া বোগে ল্যাকেসিসের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে । বাতের বেদনা যদি আড়াআড়ি ভাবে এক দিক হইতে অত্র দিকে চালিত হয় অর্থাৎ আজ ডানদিকের উপবে, কাল বামদিকের নিম্নদিকে, পবদিন ডানদিকের নিম্ন হইতে আরম্ভ হইয়া বামদিকের উপরের দিকে চালিত হয় । পালসে, কেলি-সালফ রোগীর বেদনাও এক স্থান হইতে অত্র স্থানে চালিত হয় তবে আড়াআড়ি ভাবে (Cross Wise) চালিত হয় না ।

অতিরিক্ত শুষ্ক দুধ ক্রমাইতে ইহার ক্ষমতা অসম্ভব ; শিশু মূবিয়া গেলে ‘পোষ্য’তির অতিরিক্ত শুষ্ক বৃদ্ধিগোপ্ত হইলে ল্যাক-ক্যানাই ফলপ্রদ (এসারি) ।

ল্যাক-ক্যানাই বোগিগীর মানসিক বিশৃঙ্খলাও বহু দেখা যায় । নিদ্রার ভিতর সর্প দর্শন করে ।

মাত্রি :—৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্ধ্ব ।

ল্যাক-ডিফ্লোরেরটাম (Lac Defloratum Vaccinum) ।

পরিচয় :—ইহাৰ অপৰ নাম স্কিমড-মিঙ্ক । গৰুব দুহু ঘাৱা প্ৰস্তুত বোল হইতে এই ঔষধ তৈৰী হয় ।

ব্যৱহাৰস্থল :—সাংঘাতিক জাতীয় কোষ্ঠকাঠিন্য় ; বহুমূত্ৰ , রক্তাৱতা ; আপেণ্ডিসাইটিস ; মূত্ৰগ্ৰন্থি বোগ , শোথ , হাঁপানি , হৃদপিণ্ডৰ পীড়া , মাতৃস্তন্যেৰ অৱতা , শ্বেত-প্ৰসব , ঋতুবন্ধ প্ৰভৃতি ক্ষেত্ৰে ফলপ্ৰসূ ।

বহুমূত্ৰ বোগীদিগকে বোল সেৱন কৰিতে দিলে বহুমূত্ৰ কমি যায বা উপশম হয় দেখিয়া ডাঃ সোৱান ইহা শক্তিকৃত কৰিয়া স্নেহ শবীৰে পৰীক্ষা কৰেন । বহুমূত্ৰ ও মূত্ৰগ্ৰন্থি পীড়ায় ইহা একটা ফলপ্ৰসূ ঔষধ । বোগী বাবংবাৰ বহুল পৰিমাণে জলপান কৰে, অত্যন্ত বিষাদ ও ৰোদন-পৰাণত সহ্য নকৰিবলৈ, বিবৰিমা ও বমন । **দুৰাৱেণ্য কোষ্ঠকাঠিন্য়** বোগে যদি মাথাৰ ঘৰ্ণণা, অনিয়মিত শ্বাসৰাৱ, জবাযু প্ৰদেশে তীব্ৰ বেদনা, প্ৰতি আট দিবস অন্তৰ লক্ষণাদিব আবিৰ্ভাব, যে সকল স্ত্ৰীলোকদিগেৰ বিলম্বে বজঃশ্ৰাব হয়, ঠাণ্ডা জলে হাত দিলে বা দুহু পান কৰিলে শ্ৰাব বন্ধ হইয়া যায তাহাদেৰ পক্ষে এবাৰ যাহাদেৰ স্তন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে স্তন্য দুহু হ'ব না তাহাদিগকে ২১০ মাত্ৰা এই ঔষধ সেৱন কৰিতে দিলে ৮মংকাৰ ফল পাওয়া যায় ।

সাংঘাতিক কোষ্ঠকাঠিন্য় সহ জবাযু-চ্যুতি ক্ষেত্ৰেও ইহা ফলপ্ৰসূ ।

শক্তি :— ১, ৩০, ২০০ ।

ল্যাক-ফেলিনাম (Lac Felinum) ।

পরিচয় :—ইহা বিড়ালেৰ দুহু ।

ব্যৱহাৰস্থল :—ইহা চক্ষুৰ প্ৰদাহ, মাথাৰাখা, গলায় সন্দি, বাধক ও আঁচল প্ৰভৃতি ক্ষেত্ৰে কাৰ্য্যকৰী ।

শক্তি : নিম্নশক্তিই ব্যৱহাৰ্য্য ।

ল্যাকটিউকা-ভাইরোসা (Lactuea Virosa) ।

পরিচয় :—অপৰ নাম পথেজনাৰ লেট্‌সি । ল্যাকটি-ভাইবোসা ও আটাইভাব সন্নিগনে ইহাৰ লক্ষণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে । এই জাতীয় বৃক্ষ ইউৰোপ অঞ্চলে পাওয়া যায় ।

ব্যৱহাৰস্থল :—মস্তিস্কৰ দুৰ্বলতা , হৃদগ্ৰন্থি ; উদৰী , অৰ্শ , কোষ্ঠকাঠিন্য় ; মূৰ্ছাভাব ; যকৃতৰ পীড়া ; প্ৰীহাৰ বোগ ; প্ৰমেহ প্ৰভৃতি ক্ষেত্ৰে কাৰ্য্যকৰী ।

এই ঔষধেৰ নিজালুতা অত্যধিক, এমন কি ৰোগী কাজ কৰিতে কৰিতে ঘুৰাইখা পড়ে (নাস্তম) । দিনেৰ বেলায় অত্যন্ত ঘুম পায় তৎসহ ক্লান্তি ও আলস্য বোধ । যেমন তাহাৰ নিজালুতা সেইৰূপ তাহাৰ কোষ্ঠবদ্ধতা ; ল্যাক্‌সিসেৰ ৰোগীৰ ন্যায তাহাৰ গলায় গলাবন্ধ বা অল্প কোনও জিনিস (যত লঘু বা হালকা হ'ক না কেন) এৰ সংস্পৰ্শ ই সহ্য হয় না ।

শক্তি :—মূল অৱিষ্ট, ৩x, ৬x ।

ল্যাকেসিস (Lachesis) ।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া :—ইহার অপব নাম ল্যাকেসিস টিগোনকেফালাস, বা লেজ হেডেড ভাইপার। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণপ্রধান স্থানেব স্করকুকু নামক সর্পের বিষ হইতে বিচূর্ণ ও পরে বিচূর্ণ হইতে তরল ক্রম তৈরী হইয়া থাকে ; সর্পবিষ বিচূর্ণ করিয়া অথবা গ্লিসিরিণে দ্রব করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ষষ্ঠ দশমিক চূর্ণের নীচে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না।

পরিচয় :—১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই মহামাত্র হেরিং ঐ স্করকুকু সর্পের বিষ সংগ্রহ করিয়া নিজে প্রথম পরীক্ষা করেন। ল্যাকেসিস সর্প দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট এবং বিষদাঁতি প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। হেরিং যখন এই ঔষধটী পরীক্ষা করেন তখন তিনি একটা জীবিত সর্প ধরিয়া আনিয়া উহাকে একটা আঘাত দিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। তারপর সর্পের বিষকোষ খুব জোরে চাপিয়া বিষ বাহির করিয়া দুই শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া, বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে ৩৫ ক্রম পর্য্যন্ত তৈরী করিয়া ঐক্ৰান্ত্র জাতীয় বিষ নিজ শরীরে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাব বিষক্রিয়ার ফলে হেরিং তাহার গলার বোতাম পরার সখ জন্মের মত হারা হইয়াছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, জামার বোতাম আঁটিতে পারিতেন না।

ব্যবহারস্থল :—পারদেব দোষজনিত উপসর্গ, স্ত্রীলোকদিগেব বয়ঃসন্ধিকালে রজোনিবৃত্তি বশতঃ যে সকল রোগ জন্মে, স্নায়ুশুল্লী অবসাদ, ডিপথিবিয়া, স্ত্রীলোকদিগের পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, ধমনী বর্ধন, জরায়ু ও ডিম্বকোষের অর্ধন, ক্ষীণদৃষ্টি বাধা, বিসর্প, দুঃখ, ক্যান্সার, হপিং কাসি, টন্সিল প্রদাহ, শ্বাসকাসি, পৃষ্ঠাঘাত, শয্যাক্রান্ত, শোথ, জ্বাযু-হইতে রক্তস্রাব, ডিম্বাশয়ের কাঠিন্য ও তথায় পুঞ্জীভব, অর্শ, কর্ণ ও নাসিকার ভিতর পলিপাস বা বৃদ্ধি, মাটী হইতে রক্তস্রাব, গ্যাংগ্রিন, যকৃতের পীড়া, সাংঘাতিক জাতীয় সান্নিপাতিক জ্বর, অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত বা অর্দ্ধ শরীরের পক্ষাঘাত, অস্থিচ্যুতি, মুখকৃত, কুষ্ঠ, গর্ভাবস্থায় নানাবিধ পীড়া, প্রেগ, বসন্ত, ফুসফুস-প্রদাহ, হৃদিকাশ্বেপ, আঙ্গুলপীড়া, আবদ্ধ জ্বর প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতিরেকে মানসিক বিকৃতি, আঁচিল, সজ্জাত সাংঘাতিক কৃত, সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বর, সাংঘাতিক জাতীয় হাম প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ। ডাঃ হেরিং এই ল্যাকেসিস বা সর্পবিষের আবিষ্কার করিয়া জগতের কত কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি আজ জীবিত নাই কিন্তু যতদিন তাহার ল্যাকেসিস থাকিবে ততদিন তিনি এই পৃথিবীতে অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকিবেন। ল্যাকেসিস দ্বারা কত মৃতকল্প এবং সাংঘাতিক জাতীয় রোগ যে নিরাময় হইতেছে, তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমাত্রেই অবগত হইছেন।

ক্রিয়াস্থল :—পৃথিবীয়া স্নায়ুশুল্ল, গলমধ্য, স্বরযন্ত্র, বায়ুনলী, হৃৎপিণ্ড, রক্তসঞ্চালন বিধান, বায়ু পার্শ্ব প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াস্থল।

মন :—ইহার রোগাদি নিদ্রার পর হইবেশী হয়। দীর্ঘকাল স্থায়ী শোক, দুঃখ, ভয়, বিরক্ত, সতীত্বে ও সন্তোষ সন্দেশ, প্রণয়জনিত পীড়াদি ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার্য। (দীর্ঘকালস্থায়ী শোক, দুঃখ, ভয়, প্রণয়াদি বসন্ত রোগাদিতে অ্যাসিড-ফস্, ইমেসিয়া, অবাম প্রভৃতি ঔষধ)। ল্যাকেসিস রোগীর স্বতিশক্তির ক্ষীণতাও যথেষ্ট, কোন কথা সে স্মরণ রাখিতে পারে না, তাহার বানান করিতে ভুল হয় (অ্যানাকাডি, অবাম, অ্যাসি-ফস্)। ল্যাকেসিস রোগী অনবরত

কথা বলিতে ভালবাসে, এক কথা বলিতে বলিতে অল্প কথা বলে, এক গল্প শেষ না হইতেই আর একটা গল্প বলিতে থাকে। **ষ্ট্র্যামোনিয়াম** বোগী কোন কথা বলিতে বলিতেই সেই কথাব খেই বা স্তম্ভ হাবুইয়া ফেলে, এইজন্য সে কাঁদিতে থাকে। ল্যাকেসিস বোগী কথা বলিতে বলিতে কাঁপিতে থাকে, জড়াইয়া জড়াইয়া কথা বলে, যেন সে মত্তপান করিয়াছে; সে একটা কথা বলিয়া সেই কথাটা শেষ না করিয়াও অল্প কথাব অবতারণা করে। ইহাব বোগী অত্যন্ত হিংস্রটে, হযত হিংসার কোন কাবণ নাই তথাপি সে সকলের প্রতিই হিংসা বরে। এই ঔষধে যেমন হিংসা আছে আবার সেইরূপ **সন্দেহও** অত্যন্ত আছে; বিশেষতঃ একজন ভবনী তাহাব বান্ধবী-তরুণীদিগকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে। সে সদা সৰ্বদা মনে কবে যেন বান্ধবীবা তাহার বিপক্ষে নানা কথা বলিতেছে, আবার কখন সে মনে কবে, তাহাব স্বামী পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ভাণ্ডাকে বিষ পান কবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে, কখন ভাবে তাহাব আত্মীয় বন্ধুগণ তাহার খাণ্ডের ভিতর বিষ মিশাইয়া দিতেছে, সেইজন্য রোগিণী কোন খাইবাব জিনিষ খাইতে চায় না। ল্যাকেসিস বোগিণী সকল বিষয়েই মন্দভাব গ্রহণ কবে, তাহাব আত্মীয়বা ভাণ্ডাকে ঘৃণা কবে, তাহার বিপক্ষে নানা কথা বলে, তাহার প্রতি শত্রুতা কবে, ইহা তাহাব বিশ্বাস। তাহাব বোগ সন্ধ্যা বড়ই দুর্ভাবনা। **ডাঃ** কেণ্ট বলেন, বোগী মনে কবে সে মৃত; অথবা সে স্বপ্ন দেখে সে মৃত বা তাহার মৃত্যব সময় উপস্থিত। তিনি আবও বলেন, ল্যাকেসিস বোগিণী মনে করে সে স্বপ্ন অপর কেহ হইবে এবং সে কোন শক্তিশালী ক্ষমতাব অধীনে আছে এবং সেই অলৌকিক শক্তি দ্বারা পবিচালিত হইতেছে, ঘুমের ভিতর সে শুনিতে পায় যেন কেহ তাহাকে নইয়া যাইবাব জন্য আদেশ দিতেছেন, কখনও এই অলৌকিক ক্ষমতা যেন চূর্ণ করিতে তাহাকে আদেশ দিতেছে, মানুষ খুন করিতে অথবা যে কোন কাৰ্য্য সে জ্বীয়ে করে নাই সেই কাৰ্য্য কবিবাব জন্য আদিষ্ট হইতেছে। আবার কখনও সে এই মনে করে যেন সে কিছু চুরি কবিয়া আসিতেছে সেইজন্য সে আইনকে ভয় কবে। ইহাব রোগিণীব ঘুম অত্যন্ত ভয়, কাবণ ঘুমের ভিতরই তাহার যত অবাস্তব লক্ষণগুলি জাগরিত হয়, রাত্রে ঘুমের পবিবর্তে সে অত্যন্ত কাঁচা করিতে পাবে এবং পবিব্রমের কাৰ্য্য কবিলে ভাল থাকে।

ইহাব যেমন অলৌকিক শক্তির প্রতি ভয় আছে এবং নানারূপ অপকাৰ্য্য করিবার ইচ্ছা দেখা যায় সেইরূপ বোগিণীব ধর্মকাৰ্য্যও বেশ অল্পবাগ দেখা যায়, তথাকথিত এই ধর্মকাৰ্য্যে অল্পবাগ ধর্মোদ্ভাবনাব নামান্তর মাত্র; এই ধর্মাল্পরাগ সন্ধ্যা সে অবিবত কথা বলে তজ্জন্য সে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবদের সহিত কথাবার্তা বলিতে চায় না। ইহাব বোগিণী যেমন খুব বেশী কথা বলিতে ভালবাসে সেইরূপ সৰ্ব কাৰ্য্যই খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়া থাকে। **অরামের** রোগীও সৰ্বকাৰ্য্য অতি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন কবে কিন্তু ইহার সহিত আত্মহত্যার ইচ্ছা বিচ্যমান থাকিবেই। **আর্জেন্টাম নাইটি কামের** রোগী সৰ্বকাৰ্য্য তাড়াতাড়ি কবে, ইহাব রোগী অত্যন্ত ভীত স্বভাবেব, জনবহুল স্থানে যাইতে অত্যন্ত ভয় পায় এবং মিষ্টপ্রিয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে নৈরাশ্রজনক প্রেমের ফলে অস্থখ হইলে ল্যাকেসিস উপযোগী, বিশেষতঃ যুবতী ও বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারী যদি হতাশ প্রেমের ফলে হৃদযন্ত্রের পীড়ায় ভুগিতে থাকে এবং সমস্ত বাড়ি অনির্দ্রাঘ কাটায তাহা হইলে "ল্যাকেসিস"কেই মনে করা উচিত। মুচ্ছা বায়ু, কান্না, লীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি যদি দেখা যায়, শ্বাসগ্রন্থাস ফেলিতে কষ্ট হয়, এইজন্য আত্মহত্যা কবিবার বাসনা জন্মে, তবে ল্যাকেসিসই একমাত্র ঔষধ।

গঠন ও স্বভাব :—বিষন্ন, উত্তমশীন, অলস ও শীর্ণকায়, চঞ্চল ও অনববত বহুতাপ্রিয় ও বাক্যবাগীশ ব্যক্তিদ্বিগের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। নিদ্রাব পবে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি এবং বামদিকে রোগের আক্রমণ ল্যাকসিসের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

গলনলীর পীড়া :—গলনলীর পীড়ার জন্য ল্যাকসিস একটা উত্তম ঔষধ। ইহাব পীড়া বাম দিকে আবস্ত হইয়া ডানদিকে চলিয়া যায়, লাইকোপোডিয়ামের পীড়া ডানদিকে আবস্ত হইয়া বামদিকে চলিয়া যায় এবং ল্যাক-ক্যানাইনামের পীড়া বামদিক হইতে আবস্ত হইয়া তাবপব ডানদিকে যায় আবাব ডানদিক হইতে বামদিকে ঘুরিয়া যায়—এইরূপে বোগলক্ষণ পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া বেড়ায়। ল্যাকসিসের বোগীব গলনলীর পীড়া হইয়া আলজিদ্দা বড় হয়, তালুমুল-পাংশস্থিত-গহবর দুইটা ঈষৎ বেগুনী বর্ণের হইয়া ফুলিয়া উঠে, সেইজন্ত বোগী সর্বদাই বলে যেন তাহাব গলা বন্ধ হইয়া আছে, যেন তাহাব শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবাব উপক্রম হইয়াছে, যেন তাহাব গলাব ভিতর একটা পুটলী উঠিতেছে, নামিতেছে, সেইজন্ত সে চোক গিলিতে বাধ্য হয়, চোক গিলিলে ক্ষণকালের জন্য পুটলীটি নামিয়া যায়, পুনরায় গলাটিকে বন্ধ করিয়া রাখে। ল্যাকসিস বোগী জলপান করিবাব সময় জল নাকের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়। রোগী লাল গিলিলে অত্যন্ত গলাব লাগে, জল গিলিলে সামান্য লাগে, কিন্তু কঠিন দ্রব্য গিলিতে তাহার কোন কষ্ট হয় না বনং তাহাব আরাম বোধ হয়; এই লক্ষণ আমবা বেল, ব্রাই ও ইথেলিয়ায় দেখিতে পাই (অ অ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। ল্যাকসিস প্রদাহযুক্ত টনসিলের পক্ষে যেমন উপযোগী আবাব টনসিল পাকিয়া পূঁজ জন্মিলেও সেইরূপ কার্যকরী ঔষধ। টনসিল পাকিয়া ক্ষতযুক্ত হয় এবং ঐ ক্ষত গলনলী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া গলনলী বন্ধ করিবাব উপক্রম করে, এই সময় রোগীব পক্ষে কোন জিনিষ গলা ক্লেণকব হইয়া উঠে, গিলিবাব বা খাইবার চেষ্টা করিলে তুচ্ছ অথবা পানীয় দ্রব্য নাক দিয়া বাহির হইয়া যায়। ল্যাকসিস তকণ ও পুরাতন টনসিল বোগের উত্তম ঔষধ (ব্যারাইটা আয়োড ও ব্যাবাইটা কার্ক উভয় ঔষধও পুরাতন টনসিল প্রদাহের উত্তম ঔষধ)।

ডিপথিরিয়া :—বামদিকে আবস্ত হইয়া ডানদিকে চলিয়া যায়। রোগের যন্ত্রণা নিদ্রাভঙ্গে বা নিদ্রাব উপক্রমে বেশী হয়, সেইজন্ত শিশু ভয়ে নিদ্রা যাঠিতে চাহে না। শিশুর গলা পবীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় গলাব ভিতর যে কৃত্রিম ঝিল্লী উঠিয়াছে উহা বেগুনী বর্ণের। শিশু কোন গরম দ্রব্য খাইতে চায় না, উহাতে রোগ যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, তবল পদার্থ পানে এবং কর্ণনলীর উপর চাপ দিলে যন্ত্রণার আধিক্য। ইহাব ক্ষত সকল উপরের দিকে উঠিয়া নাসিকার পশ্চাত্তনলীর ভিতর প্রবেশ কবে, ঐ জন্ত রোগীব গলা এত শুষ্ক হইয়া যায় যে নিদ্রাব উপক্রমে শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ল্যাকসিসের বোগী এই দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে যে তাহার উঠিবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, আঠার দ্রব্য ঘাম বাহির হয়, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণ পাইলে ল্যাকসিস ব্যবহার্য। (ডিপথিবিবাব জন্ত মার্ক-বিন-আয়োড, মার্ক-সায়েনাইড, ফাইটোলক প্রভৃতি ঔষধও উপযোগী)।

কাসি :—ইহাতে নানা জাতীয় কাসি আছে; হৃদরোগ জনিত কাসি, গলার পীড়া হেতু কাসি, সামান্য কাসি হইতে ব্রকাইটস্, নিউমোনিয়া, ইম্পানি ইত্যাদি কাসিতে ল্যাকসিস উপযোগী। শুষ্ক কাসিব জন্য রোগীর গলা ভাস্কিয়া যায় অর্থাৎ স্বরভঙ্গ হয়। স্বরনলীতে অত্যন্ত ব্যথা হয়।

ঘুংড়িকাসি :—ঘুম ভাঙ্গিবার পর অত্যধিক হয়। ল্যাকেসিসের ঘুংড়িকাসি সাধারণতঃ ডিপ্‌থিরিয়া রোগের সহিত বা তাহার পর অধিক হইতে থাকে। ঘুংড়িকাসির রোগী নিদ্রিত হইবার পৰ, তাহার শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় সেইজন্য আর সে ঘুমাইতে চায় না বা নিদ্রার নামে সে আতঙ্কে শিরিষা উঠে।

ইঁপানি কাসির রোগী হত ঘুমাইয়া আছে হঠাৎ তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং সে ঘন ঘন কাসিতে থাকে। কাসিয়া কাসিয়া যখন সে সামান্য একটু জেয়া কোন রকমে উঠাইয়া ফেলে তখন তাহার ইঁপানি বক্তকটা উপশম হয়। ইঁপানির টানের সময় রোগী গায়ে কেশন কাপড় বাঁধিতে পাবে না; তখন তাহার গায়ে হাওয়া করিতে বলে কিন্তু একটু দূব হইতে; **কার্কেবা-ভেজু** বোগী খুব জোবে জোবে হাওয়া কবিত্তে বলে, জোবে জোবে হাওয়া করিলে তাহার ইঁপানি উপশম হয়। **চাম্বনা** বোগী খুব জোবে জোবে হাওয়া করিতে বলে বটে কিন্তু জোবে হাওয়া কবিলে তাহার শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়; **আর্জেণ্টাম নাইটি** কাম রোগীর ঘরে বহলোক থাকিলে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ইঁপানির বৃদ্ধি—শরনলী স্পর্শ কবিলে, ঘুম ভাঙ্গিলে, আত্মবুদ্ধি পৰ, কথা বলিলে, (কথা বলিলে ইঁপানি বৃদ্ধি স্পঞ্জিয়া, ডোসেরা, কষ্টিকাম প্রভৃতি ঔষধে আছে—ইহাদের স্ব স্ব লক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

শ্বাসকষ্টের উপশম সমুখের দিকে ঝুঁকিয়া বসিলে; **কেলিকার্ক** বোগী ইঁপানি জন্ত হাঁটু উপর মাথা রাখিয়া বসিতে বাধ্য হয়।

ত্রকাইটিস :—অত্যন্ত ক্ষুধা থকথকে কাসি, কাসিতে কাসিতে সে তাহার গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়। রোগীর মুখ বা নাসিকার নিকটে কোন জিনিস লইয়া গেলেই কাসির বৃদ্ধি হয় এবং শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়, তাহার ঘাড়ের উপর বা গলনলীর উপর কোন কাপড় থাকিলে উহার তারসে দ্বন্দ্ব কবিত্তে পাবে না। অত্যাঁত ইঁপানি লক্ষণের ন্যায়।

মাথার যন্ত্রণা :—ল্যাকেসিস বোগীর মাথার যন্ত্রণা **নেট্রামের** ন্যায় বোজের উত্তাপে বেশী হয় এবং সে বোজের উত্তাপে ও মাথার যন্ত্রণায় অত্যন্ত অবসন্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বোজের ভিতবে যে কেবল তাহার মাথার যন্ত্রণাই বেশী হয় তাহা নহে, বোগীর সমস্ত শরীর অবসন্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এইরূপ মাথার যন্ত্রণা ও অবসন্নতা আমরা ম্যোনন, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-মিউব, অ্যান্টিম-কুড প্রভৃতি ঔষধে দেখিতে পাই, ইহাতে যেমন মাথার যন্ত্রণা আছে তদ্রূপ মাথার ঘূর্ণনও আছে; ল্যাকেসিসের মাথা ঘুরাণি সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে, বায়ু সেবন কবিবার জন্য বাহিরে গমন কবিলে হয় এবং হাত তুলিলে মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। তাহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া যায়, গা বমি বমি করে, নাকের ভিতর রক্ত সঞ্চয়জনিত নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে, শরীর শিথিল হইয়া যায়। মতপার্থীদিগের বক্তসঞ্চয়াদিকাবশতঃ মাথার তীব্র যন্ত্রণা, সেইসঙ্গে বিসর্প উঠিলে ও সন্ধ্যাস বোগের উপক্রমে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

সন্ধ্যাস রোগ :—মাতালদিগের সন্ধ্যাস রোগে ল্যাকেসিস উত্তম ঔষধ; ঐ জন্য **ব্যারাইট্রাও** কার্য্যকরী ঔষধ। সন্ধ্যাস বোগেই **আক্রমণে** রোগীর মুখমণ্ডল মলিন হইয়া যায়, সে হাত প ছুঁড়িতে থাকে ও মাথার ভিতর বক্তের শোত বহির্ভূত এইরূপ অশুভব করে। ইহার সন্ধ্যাস-রোগ মাতালদের যেমন হয় সেইরূপ। যাহাদের মাসিক অবসন্নকারী ও অনিয়মিত বা রুদ্ধ ঋতু, সেই সকল স্ত্রীলোকদিগের রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ। ইহার রোগী ও রোগীমনে ভাবে তাহার, মাথার ভিতর যেন সীসক পূর্ণ আছে। বামদিগের সন্ধ্যাসের আক্রমণে ইহা উত্তম ঔষধ।

ওপিয়ামও মাতালদিগের সম্যাস রোগে উত্তম ঔষধ, তবে ল্যাকেসিসেব সহিত পার্থক্য এই—ওপিয়ামেব মুখমণ্ডল লাল ও আবক্ষিত হয়, ল্যাকেসিসেব হয় মলিন। রোগী জোবে নিশ্বাস ফেলে ও শরীর শক্ত আড়ল হয় ওপিয়ামে কিন্তু ল্যাকেসিসেব শবীর শিথিল হইয়া যায়।

মেনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্কাবরণী-প্রদাহ :—ল্যাকেসিসেব মেনিঞ্জাইটিস সাধারণতঃ কোন প্রকার উদ্বেগ ইত্যাদি বসিয়া গিয়া হইয়া থাকে—বোগীর মাথার ভিত্তব তীক্ষ্ণ বেদনা হইবার জন্য অত্যন্ত চীৎকার করিয়া উঠে (এপিস) সেই সঙ্গে তাহার জিহ্বা ফাটা বোধ করে, সে অনববৃত মস্তক চালে ও বালিসেব ভিত্তব মাথা শুষ্কিয়া দেয়; **হেলিবোরাস** বোগীও তাহার মাথা একপভাবে বালিসেব উপর চালিতে থাকে কিন্তু সেই সঙ্গে সে মুখেব ভিতর কোন কিছু ঘেন চিবাইতেছে একপ লক্ষণ থাকে, একবার চীৎকার করিয়া উঠা ও একবার হাত নাড়াও ইহার একটা বিশেষত্ব। ল্যাকেসিস রোগীর একপ লক্ষণ থাকে না—সে মধ্যে মধ্যে চীৎকার কবে ও বালিসে মাথা ঘসে। **এপিসের** বোগীব মেনিঞ্জাইটিসও উদ্বেগাদি বসিয়া গিয়া হয় (ল্যাকে); তবে উভয়েব ভিত্তব পার্থক্য এই—এপিসের বোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে চীৎকার করিয়া উঠে—গরম সহ কবিত্তে পাবে না, তৃষ্ণাশীন—ঠাণ্ডা চায়, প্রস্রাব একেবাবে বন্ধ থাকে বা ফোটা ফোটা হয়, চোখের নিচু পাতা ফুলিয়া একটা থলেব স্তায় হয়। ল্যাকেসিসের প্রথম অবস্থায় নিদ্রানু ভাব থাকে অথচ ঘুম হয় না, রোগীর দেহ ও হৃদয়ত্র কাপিতে থাকে, তাগাব চক্ষু শুষ্ক মন্থভব করে, চোখের স্ফুপে আগুনের ফুলকি সঁকল দেখিতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে এবং বোগেব আক্রমণ বামদিকে দিয়া আবস্ত হইলে, ঘূমের পর রোগের বৃদ্ধি হইলে ল্যাকেসিসই একমাত্র ঔষধ।

নিউমোনিয়া :—রোগের প্রথম অবস্থায় আমরা ল্যাকেসিসেব কথা চিন্তাও কবিত্তে পাবি না, তবে ইহার শেষ অবস্থায় ল্যাকেসিস একটা অমূল্য ঔষধ। সাধারণতঃ জন বিকাবের সহিত যদি নিউমোনিয়া হয় এবং বিকারের ভিতর নানাপ্রকার খেদাল দেখে, নিউমোনিয়ার আক্রমণ বামদিকে আরম্ভ হইয়া ডানদিকে চালিত হয়, গয়াব পূজের স্তায়, থুথুব স্তায় বুজবুজে, বা রক্ত মিশ্রিত হয়, বন্ধে ভাব বোধ কবে, কাসি অত্যন্ত শুষ্ক ও থকথকে, সে গলায় ও ঘাড়ে ফোন কাপড় রাখিতে যদি না পারে—তাহা হইলে ইহা উপযোগী। বাত্রে নিদ্রাব পব বা নিদ্রা যাইতে যাইতে রোগলক্ষণেব বৃদ্ধি, রোগের বৃদ্ধিব সময় হাওয়া কবিত্তে বলে কিন্তু একটু দূর হইতে—ইত্যাদি লক্ষণ পাইলে—ল্যাকেসিস প্রযোগে আশাতিবিক্ত ফল পাওয়া যায়।

ক্ষয়রোগ :—নিউমোনিয়ায় একাদিকবান ভুগিবার পর যদি উহা ক্ষয়বোগে পরিণত হয় তবে ল্যাকেসিস কার্যকরী ঔষধ। ক্ষয়বোগের বৃদ্ধি অবস্থায় ভয়ঙ্কর শুষ্ক কাসিতে বিশেষতঃ ঘুম ভাঙ্গিলেই যখন কাসি অত্যন্ত বেগী হয় বা ঘুম ভাঙ্গিবার পর কাসির সহিত খুব গাঢ় শক্ত গয়াব উঠে অথবা গয়াব শক্ত এবং স্লেয়া ও পূজ মিশ্রিত থাকে কিম্বা স্বেদবর্ণের গয়াব নির্গত হইতে থাকে তাহা হইলে ইহাই ফলপ্রদ ঔষধ। ল্যাকেসিস রোগীর ঘুম আসিলেই ঘর্ম, ঐ ঘর্ম তাহার ঘাড়ে, কাঁধে ও বুকে ধেনী হয় এবং ঘর্ম হইবার পর্বেই বোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ও নাড়ী অত্যধিক ক্ষীণ হইলে ইহা উপযোগী। নিউমোনিয়ার কুচিকিৎসাব ফলে যদি রোগীর ক্ষয় হইবার উপক্রম হয় তবে সালফারের নিদিষ্ট লক্ষণ যদি পাওয়াও যায় তাহা হইলেও সালফার প্রযোগ করা কর্তব্য নহে; **লাইকো** অচিকিৎসিত বা কুচিকিৎসিত নিউমোনিয়া যখন ক্ষয়রোগে পরিণত হয় এবং কাসিব সহিত প্রচুর পরিমাণে পূজের স্তায় গয়াব বাহির হয়,

গযারের স্বাদ যদি নোনতাস্বাদযুক্ত হয় এবং যন্মাবোগীব মুহু অর বেলা ৬টা হইতে ৮টার ভিত্তর আরম্ভ হয় তাহা হইলে লাইকো উপযোগী। ইহার ভিতর পার্থক্য এই লাইলোর আক্রমণ ডাণ্ডিক হইতে আরম্ভ হয় এবং বামদিকে চলিয়া যায় এবং ল্যাকেসিসের আক্রমণ বামদিকে আরম্ভ হইয়া ডাণ্ডিকে চলিয়া যায়, নিদ্রাব পর রোগের বৃদ্ধি।

হৃদযন্ত্রের পীড়া:—ল্যাকেসিস বোগীব অত্যন্ত বৃক ধড়ফড়ানি হইতে থাকে। বৃক ধড়ফড়ানির সময় বা হৃদযন্ত্রের পীড়ার সময় বোগী তাহার কণ্ঠের উপর ও বৃকের উপর কোনরূপ চাপ সহ্য কবিতো পাবে না; ল্যাকেসিস রোগী সোজা হইয়া বসিলে ও ডাণ্ডিক চাপিয়া শুইলে একটু ভাল অনুভব করে। সাধারণতঃ শোথ বা উদবীর সহিত যদি হৃদযন্ত্রের পীড়া হয় সেই ক্ষেত্রে ইহা অতি উপযোগী। হৃদপিণ্ডের পীড়ায় তাহাব বাম বাহু অসাড় হইয়া যায়, বৃক ধড়ফড়ানি হইয়া গুচ্ছা হইবার উপক্রম হইতে থাকে। হৃদপিণ্ডের বাত হইয়া হৃদপিণ্ডপ্রদেশে অত্যধিক বেদনা হইয়া বোগী অস্থির হইয়া পড়ে, তাহাব সর্কশবীর কাঁপিতে থাকে তাহাব হৃদযন্ত্রের কি অবস্থা হইল এই ভাবিয়াই সে অস্থির হয়। হৃদপ্রদেশে চাপ বোধ, নিদ্রিত অবস্থায় ই চাপ বোধ এত বেশী হয় যে সে ঘুমাইতে পাবে না।

শোথ ও বেরিবেরি:—শোথের সহিত হৃদপিণ্ডের পীড়ায় ল্যাকেসিস খুব উপযোগী ঔষধ। সে তাহার বৃকের ভিতর অত্যন্ত যত্ন ও চাপবোধ কবে, বোগী মনে কবে তাহার হৃদপিণ্ডের ভিতর ঋযুপূর্ণ বহিগাছে। নিদ্রাব পব বা নিদ্রাব উপক্রমেই স্বাসকৃষ্ণতাব বৃদ্ধি, সে মনে কবে যেন কেহ তাহাব হৃদযন্ত্রটী চাপিয়া ধরিয়াছে, বোগী হৃদয় নিদ্রিত অবস্থাতেই মনে করে যেন তাহার স্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং এখনই তাহাব মৃত্যু হইবে, এই ভয়ে সে বিছানা হইতে উঠিয়া খোলা বাতাসে আসিয়া বসে, খোলা বাতাসে তাহাব যত্নবাব উপশম। ল্যাকেসিসের শোথের বঃ নীলাভ-বেগুনে, শোথের সহিত পিপাসা ও অস্থিরতা বিগতমান থাকে, তাহাব প্রস্রাব কাল, দুর্গন্ধযুক্ত ও অল্প পরিমাণে হয়। বৃকদিগের এবং মগপায়ীদিগের দমনীর আবরণে মেদসঞ্চয় হইলে ইহা দ্বাৰা উপকার দশে। হৃদযন্ত্রের শোথেও ইহা কায্যকরী। ইহাব বোগীব প্রস্রাবে এলবুমেন প্রচুর পরিমাণে থাকিবার জন্য শোথ ও উদবীর হয়, সাধারণতঃ মাতানদিগের উদবীরে প্রস্রাবে প্রচুর এলবুমেন পাওয়া যায়। ইহার প্রস্রাব কাল্‌চ ও ঘোলাটে।

কার্কস্কল:—ল্যাকেসিস দুইজাতীয় কার্কস্কল বোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বোগীব আক্রান্ত স্থান লালবর্ণের বা বেগুনেবর্ণের মত দেখা যায়। ইহাব পীড়ার গতি ধীর, সহজে পূজ জন্মে না, যদিবা কখন পূজ হয় তাহা অল্প এবং বক্তমিশ্রিত। ইহার কার্কস্কলে অত্যন্ত জ্বালা আছে। কার্কস্কল যখন গ্যাংগ্রিণে পবিণত হইবার উপক্রম হয় বা কার্কস্কলের বা গ্যাংগ্রিণে পবিণত হয় তখন ল্যাকেসিস হৃদবভাবে ব্যাধ আবোগ্য করিয়া থাকে। ইহাব, কার্কস্কল প্রায়ই দেহের বামদিকেই বেশী হয়। কার্কো-ভেজ ও দুর্গন্ধ পূজ ও বসত্রাবী কার্কস্কলের উত্তম ঔষধ। বোগীব আক্রান্ত স্থানে ভয়ানক জ্বালা, সেই জ্বালা ঠাণ্ডা ও অনবত হাওয়া উপশমিত হয়। কার্কস্কল যদি গ্যাংগ্রিণে পবিণত হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা থাকে এবং অতিবিক্ত হাওয়া দিলে উপশম বোধ করে তবে ইহা অমূল্য ঔষধ। জ্বালা আমরা কার্কো-ভেজ, ল্যাকেসিস, আর্সেনিক, ট্যাবেটুলা এবং আন্থ্রাসিমামে দেখিতে পাই। কার্কো-ভেজের জ্বালা খুব দ্রোবে জ্বেরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিলে উপশম হয়, আর্সেনিকের জ্বালা গরমে উপশম, সেই সঙ্গে ছটফানি ও জ্বল-পিপাসা

থুকা চাই; ল্যাকেসিসেব আলায় হাওয়া চায় তবে দুব হইতে। আসেনিকের পর অ্যান্থ্রাসিনাম ব্যবহার্য। অ্যান্থ্রাসিনামের আলা খুব বেশী, আলা স্থানে অনবরত তুষার-শীতল জল বা বরফ জল ঢালিলে কতকটা উপশম। ট্যারেণ্টুলার আলা অসহনীয়; এই আলাই সর্বপ্রধান কষ্টকর উপসর্গ।

বিসর্প:—ল্যাকেসিস যেমন কার্ককল, দুষ্টজাতীয় ফোড়া ইত্যাদির ঔষধ সেইরূপ বিসর্পেরও উত্তম ঔষধ। ইহার বিসর্পের আক্রমণ বামদিকের মুখমণ্ডলে আরম্ভ হয়, আক্রান্ত স্থান প্রথম লালবর্ণের হইয়া থাকে। বিসর্প রোগে ইহার লক্ষণ অনেকটা বেলেডোনার জায়; মাথা গরম, জিহ্বা শুষ্ক, প্রলাপ বকা প্রভৃতি দেখিলে প্রথমে বেলেডোনা প্রয়োগ কবাই ভাল। ইহাতে ভাল হইয়া যায় ত উত্তম, না হইলে ল্যাকেসিস ব্যবহার্য। ল্যাকেসিস রোগীর সেলুলার টিস্যু মধ্যে পুঁজ হইয়া আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠে; নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয়; পা দুইখানি শীতল হইয়া রোগীর অঘোবভাব উপস্থিত হয় এবং বিড়বিড় কবিতা প্রলাপ বকে। নিদ্রাব উপক্রমে বা নিদ্রাভঙ্গে পীড়ার বৃদ্ধি এবং বামদিকে (বামদিক হইতে দক্ষিণ বা ডানদিকে প্রসারিত হয়) রোগ ইত্যাদি ল্যাকেসিসের বিশেষ লক্ষণ। ডানদিকের বিসর্পে বেলেডোনা ও লাইকে। গ্যাংগ্রিগণ্ডক বিসর্প বোম্বৈ ল্যাকেসিস, অতি উত্তম ঔষধ।

অপর্যাপ্য চর্মরোগ:—ইহার চর্মরোগের প্রদাহও অনেকটা বিসর্পের জায় এবং তাহাব প্রদাহ অনেক ক্ষেত্রে ঘায়ে পরিণত হয়। ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা, আক্রান্ত স্থান কালচে হইয়া ঘৃণ্য ইহার বিশেষত্ব। এই ঔষধের চর্মরোগে প্রায় দূষিত পুঁজ হইতে দেখা যায়। তাহাব ঘুম ভাঙ্গিবার পবই যন্ত্রণা ও চুলকানি বৃদ্ধি। পাচড়া হইয়া রোগীর অত্যন্ত চুলকানি হইয়া থাকে, চুলকানি অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাব হাঁপানির টান আরম্ভ হয়। ইহার ক্ষতে কোনরূপ স্পর্শ সহ্য হয় না, উহা হইতে খুব দুর্গন্ধযুক্ত রস নির্গত হয়। ক্ষতের চতুর্দিকে ছোট ছোট উদ্ভেদ বাহির হয়, উহারা বেগুনীবর্ণবিশিষ্ট, ক্ষতের উপর গবম লাগাইলে উপশম। ইহার বোগীর পুৰাতন ক্ষতচিহ্নসকল লাল হইয়া উঠিয়া ব্যাধিত হয়, বাটিয়া উঠে এবং উহা হইতে বক্ত বাহির হইতে থাকে।

বসন্ত:—বোগের প্রথম অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না। সাংঘাতিক জাতীয় বসন্ত হইয়া রক্তদূষিত হইয়া যাইবার পব বোগীর অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া থাকে অথবা যখন বসন্ত বোগীর টাইফয়েড অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন ইহা ভাল ঔষধ। ইহাব বোগলক্ষণ ঘুম ভাঙ্গিবার পরই বেশী হয়। বিকাব অবস্থায় রোগী অজ্ঞান হইয়া ভুল বকে, তাহাব চোখাল ঝুলিয়া পড়ে, চোখ মুখ বাসিয়া যায়, জিহ্বা বাহির করিবার সময় অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে এবং নীচের মাদীতে জিহ্বা আটকাইয়া যায়, রোগী গলায় ও কোমরে কাপড় রাখিতে পারে না, সে শক্ত পদার্থ খাইতে পাবে কিন্তু তবল পদার্থ খাইতে অত্যন্ত কষ্ট, তখন ল্যাকেসিস ব্যবহৃত। তাহাব জিহ্বা শুষ্ক, ফাটা ফটা ও কালবর্ণের হয়। বসন্তের গুটিগুলি যখন পাকিতে আরম্ভ করে তখনই এই বিকাব লক্ষণ আরম্ভ হইয়া রোগীর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া থাকে। আসেনিকেও বসন্তের শেষাবস্থায় টাইফয়েড ও বিকার লক্ষণের সহিত দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়, শ্বাসকষ্ট সহ পাওয়া যায়।

হাম:—রোগীর পীড়কগুলি যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় বা হামের উদ্ভেদগুলি কাল অথবা নীলবর্ণের হয়; তখন ল্যাকেসিস উত্তম ঔষধ। দুষ্ট জাতীয় হাম রোগে যখন রোগীর

অত্যন্ত সর্দি, চক্ষু হইতে জল পড়া, গলার ভিতর ক্ষতবৎ বেদনা, সামান্য চাপে গলায় অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ, কিছু খাইবার সময় বাম কর্ণে ব্যথা এবং সমস্ত উপসর্গ ঘুমের পব রুদ্ধ লক্ষণে ল্যাকেসিস উত্তম কার্য করে।

ক্যান্সার :—পূর্বে আমরা বলিয়াছি নানাজাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং যন্ত্রণায়ুক্ত ক্ষত ইহা দ্বারা আবোগ্য লাভ করে। ইহা'ব ক্যান্সার বা কর্কটিকা ক্ষত হইতেও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, ডাঃ ডানহামও বলেন ক্যান্সার বা অস্ত্রাক্ষ ক্ষত হইতে যখন অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় তখন ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা'ব যন্ত্রণা নিদ্রাব পব বা নিদ্রাব উপক্রমে বোধ হয়। আক্রান্ত স্থানে, গুণায়, ঘাড়ে ও পেটে কোন প্রকার ভাব সহ্য কবিতে পারে না। রোগীর গায়ে কেহ হাত দিলে সে বিবর্ত্ত হয়।

উপদংশ ও পারদ অপব্যবহার জনিত পীড়া :—উপদংশেব ক্ষত যখন গ্যাংগ্রিণে পরিণত হয়, ক্ষতের চতুর্দিকে নীলাভ দাগ পড়ে তখন ইহা ব্যবহার্য্য ; অস্ত্রাক্ষ লক্ষণ পূর্ববর্ণিত রূপ। পারদেব অপব্যবহার বা উপদংশ জনিত পায়ের চাডেব ক্ষতের চারিদিক নীলবর্ণ, গলায় ক্ষত ও এবং ক্ষত স্থানে এত ব্যথা যে, কোনরূপ ভাব সহ্য কবিতে পারে না বা হাত ছোঁয়ান সহ্য কবিতে পারে না, বাক্ত্রে যন্ত্রণাব বুদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে ল্যাকেসিস ব্যবহার্য্য ঔষধ। পারদ অপব্যবহার বশতঃ বোগীর দাঁতে পোকা লাগিলে, মুখে ক্ষত হইলে বা দাঁতের মাটিতে ঘা হইলে ইহা উপযোগী। ক্ষতপ্রাপ্ত দাঁতের চটা উন্নিয় দাঁত নষ্ট হওয়া গেলে, দাঁতের ও মাটীর চতুর্দিকে নীল রেখা পড়িলে ল্যাকেসিস প্রয়োগ কবিলে।

টাইফয়েড জ্বর :—টাইফয়েড জ্বরের বিকারাবস্থায় যখন বোগীর অবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়ায়-তখন ল্যাকেসিস দ্বারা ফল পাওয়া যায়। ইহার প্রলাপ প্রচণ্ডভাবে আসে না ; বোগী' বিড়বিড় কবিয়া কথা বলে আর যখন তাহাব প্রলাপ না থাকে তখন তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায় যে ভিতরে ভিতরে সে অত্যন্ত কাহিল হইয়া যাইতেছে, তাহাব চক্ষু কোটবে বসিয়া যায়, নীচের দিকেব চোখাল ঝুলিয়া পড়ে, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে এবং অস্ত্রাক্ষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে, জিহ্বা শুষ্ক এবং কালবর্ণেব, জিহ্বা দেখাইতে বলিলে সাপেব ত্রাণ বারবার জিহ্বা বাহিব করে কিন্তু জিহ্বা কাঁপিতে থাকে, জিহ্বাব ডগায় ছোট ছোট ফোঁস্কা বাহিব হয়, জিহ্বা ফাটা ফাটা দেখায়, জিহ্বার ঐ ফাটা হইতে কালবর্ণেব বক্ত বাহির হয়। যখনই রোগীর জিহ্বায় পূর্নকথিতরূপ কালচে লেপ দেখিতে পাইবে তখনই মনে কবিলে বোগী'ব শরীরে অত্যধিক টাইফয়েড-বিষ বিস্তারন আছে। টাইফয়েডের শেষ অবস্থায়ই ল্যাকেসিস বোগীর ভাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কেবল টাইফয়েড বলি কেন, ল্যাকেসিস সকল পীড়ারই শেষ অবস্থায় যখন রোগ সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় তখন ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সময় রোগীর মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইয়া থাকে বলিয়া সে অধোর অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, আবার চুপ করিয়া থাকে; তাহাব চোখাল ঝুলিয়া পড়ে, ওপিয়ার্ম রোগীও অজ্ঞান অচেতন হইয়া থাকে। ল্যাকেসিস রোগী মাঝে মাঝে বিড় বিড় করিয়া কথা বলে কিন্তু ওপিয়ার্ম রোগী' কোন জ্ঞানই থাকে না, অধোরে পড়িয়া থাকে, ল্যাকেসিসের প্রলাপ ও বিকারভাব, মস্তিষ্কে টাইফয়েড-বিষ প্রচুর সঞ্চিত থাকে বলিয়া। **হাইওসায়ামাস** রোগীরও বিকারের ভিতর চোখাল ঝুলিয়া পড়ে, শরীরের মাংসপেশীসমূহ কাঁপে, হাত পা অত্যন্ত কাঁপে; এই লক্ষণ ল্যাকেসিসেও আছে, পার্থক্য এই—হাইওসায়ামাসে

হাতে কাঁপুনি ও দুর্বলতা অত্যধিক দেখা যায়, মাংসপেশীর হঠাৎ স্পন্দন হাইওসার্বামাসে অধিক। ল্যাকেসিসেব উপসর্গ নিদ্রাব ভিত্তব বা নিদ্রাব উপক্রমে, বেশীভ ভাগ নিদ্রা ভঙ্গে উপসর্গচর্গ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এই লক্ষণ অল্প কোন ঔষধে এরূপ নাহি।

টাইফয়েড জ্বর যখন মস্তিষ্কেব পক্ষাঘাত আসিগা উপস্থিত হয়, তখন ল্যাকেসিস ও হাইওসার্বামাস শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ল্যাকেসিসের মল, মূত্র, ঘন্থাদি অত্য দুর্গন্ধযুক্ত। আমরা দুর্গন্ধযুক্ত মল মূত্রাদি ব্যাপ্টিসিয়াতেও পাই, তবে ব্যাপ্টিসিয়া বোগেব প্রথম অবস্থায় এবং ল্যাকেসিস রোগেব শেষ অবস্থায় অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে বেশী প্রযোজ্য। ল্যাকেসিস বোগীর মলদ্বাব হইতে বক্ত্রাব হয়, ঐ বক্ত্র কাল এবং বক্ত্রেব ভিত্তব তলানি থাকে। 'টাইফয়েড বোগীর জিহ্বা কাঁপা এবং জিহ্বা বাহিব কবিত্তে কষ্ট, এই লক্ষণ আমবা জেলুমিসিমিয়ামেও দোপিতে পাই, ল্যাকেসিসেব জিহ্বা ফাটা ফাটা শুষ্ক, জেলসেব জিহ্বা ঐকপ নহে, জেলসের জিহ্বাব অবস্থা রোগের তরুণ অবস্থায় বেশী হয়, আব ল্যাকেসিসেব জিহ্বাব অবস্থা বোগেব শেষ অবস্থায় দেখা যায়। লাইকোপোডিয়াম ল্যাকেসিসেব পরে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ, লাইকোব বোগ ক্রমশঃ ডানদিকে হঠতে আবস্ত হইয়া বামদিকে যায় এবং ল্যাকেসিসেব বোগ বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া ডানদিকে যায়, ল্যাকেসিস বোগী অচৈতন্তভাবে পড়িয়া থাকে, নৌচেব চোখান ঝুলিয়া পড়ে, জিহ্বা বাব বাব বাহিব করে, চুলকাগ ও কাঁপে, চোখ হইতে জল পড়া আছে, লাইকোর বোগীব নাকেব পাতা স্বাস-প্রশ্বাসেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে নামে, জিহ্বাও একবার বাহিব কবে ও মুখেব পুনবায় ভিত্তব ঢুকায়, কিন্তু ল্যাকেসিসেব জিহ্বা যেমন কাল ফাটা ফাটা শুষ্ক, লাইকোর সেইরূপ নহে। লাইকোব রোগেব বুদ্ধি বৈকাল ৪টা হইতে বাত্রি ৮টাভ ভিত্তব আর ল্যাকেসিসেব বোগেব বুদ্ধি নিদ্রাব পব ও নিদ্রার উপক্রমে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে :—ল্যাকেসিস যে ম্যালেরিয়া জ্বব খুব বেশী ব্যবহৃত হয় এরূপ মনে হয় না, তবে পুবাভন জাতীয় সর্বিবাম জ্বব এবং যে সমস্ত জ্বব কুইনাইন সেবনে চাপা থাকে সেই সকল জ্ববে লক্ষণানুসাবে প্রয়োগ কবিত্তে পাবিলে ফল পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বব যদি বসন্তকালে আসে এবং উগা যদি কুইনাইন চাপাব ফলে হয় এবং ল্যাকেসিসেব লক্ষণ পাওয়া যায় তখন ইহা ব্যবহায্য। ল্যাকেসিস বোগীব জ্বব আসিবার সময়ে ভয়ানক শীত করে, তখন সে আগুনেব ঘাবে বাসিতে চায় এবং ২৩ থানা লেপ চাপা দিলে শীতেব কতকটা উপশম হয়, কেবল লেপ চাপা দিলেই তাহার শান্তি হয় না, ঐ সঙ্গে কেহ তাহাকে চাপিয়া ধবে, ইহা সে চায়। খুব লেপ চাপা না দিলে বা তাহাকে কেহ চাপিয়া না ধবিলে সে কাঁপিতে থাকে। ইহার আব একটা প্রধান লক্ষণ বোগীব জিহ্বা অত্যন্ত কাঁপে, জেলুমিসিয়াম বোগীবও জিহ্বা বাহিব কবিলে কাঁপ। পার্থক্য এই—জেলস তরুণ জাতীয় জ্ববে ব্যবহায্য, ল্যাকেসিস পুবাভন জ্ববে ব্যবহায্য, সেই সঙ্গে ল্যাকেসিসের জিহ্বা ফাটা ফাটা শুষ্ক।

যকৃত্তের পীড়া :—মতপাযীদিগেব যকৃত্তেব নানাবিধ পীড়ায় ল্যাকেসিস ব্যবহায্য। যকৃত্তের বিকৃতিব জন্ত যদি স্থাবা, যকৃত্তেব ফেটক প্রদাহ প্রভৃতি হয়, যকৃত্তের দিকে অধাৎ পেটেব ডানদিকে অত্যধিক বেদনা থাকিবার জন্ত যদি বোগী পেটে কাপড় না রাখিতে পারে, রাতে নিদ্রাব উপক্রমে বা নিদ্রাভঙ্গেব পব যন্ত্রণা অত্যধিক হয় তবে ল্যাকেসিস উত্তম ঔষধ। যকৃত্তের পীড়ায় ল্যাকেসিস লাইকোর সমতুল্য ঔষধ।

জ্যৌরোগ :—জ্যৌলোকদিগের নানাজাতীয় পীড়ায় ল্যাকেসিস্ একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; বিশেষতঃ বাম ডিম্বকোষের পীড়া হইয়া যখন ডানদিকেব ডিম্বকোষ আক্রান্ত হয় তখন ল্যাকেসিস্ উত্তম ঔষধ, এমন কি ডিম্বকোষের অর্ধদ্ব বা ক্যান্সাস প্রভৃতির জন্যও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ ।

ঋতুশ্রাব :—ইহার ঋতুশ্রাব নিষমিতভাবে হয় কিন্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী, শ্রাব পরিমাণে যেমন কম হয়, সেইরূপ শ্রাব হইবাব পৰ সকল যন্ত্রণার শাস্তি হওয়াও ইহাব একটা প্রধান লক্ষণ (জিক্স, সিল্ভিয়াম-অক্স্যাল) ; ঋতুশ্রাবের সময় প্ল্যাটিনাম ও ওরিয়েনাম রোগিণীর শ্রাব ইহার ভয়ানক কামপ্রভৃতি দেখা দেয় । বয়োসন্ধিকালে (সাধারণতঃ জ্যৌলোকদিগের ৫৫ বৎসর বয়সের সময় মাসিক ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, কাহাবও ৪২, ৪৩ বৎসরেও ঋতুশ্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তাহাকে বয়োসন্ধিকাল বলে), যদি তাহারিগের ঋতুশ্রাব বা অর্শ হইতে রক্তশ্রাব থাকিয়া থাকিবা হয়, ঐ রক্ত যদি গবম হয় এবং যদি গবম দ্বন্দ্ব নির্গত হয় তবে হহাই একমাত্র ঔষধ । যদি রক্তশ্রাবের সময় রোগিণীর শবীবে অত্যন্ত জ্বালা, সর্ব্বশরীবে গবমভাব, মাথাগ অত্যন্ত বেদনা ও গবমভাব থাকে তবে ল্যাকেসিস্ই একমাত্র ঔষধ ।

বয়োসন্ধিকালে রক্তপ্রদর বা অতিবিক্ত রক্তশ্রাব, সেই সঙ্গে মাথার তালুতে জ্বালা, জরাযুপ্রদেণে বেদনা, কখন কখন ঐ বেদনা সাংঘাতিক হয় এবং একটু রক্তশ্রাব হইলেই সাংঘাতিক বেদনা কমিয়া যায় ; অত্যধিক বেদনা জন্য বোগিণী জরাযুপ্রদেণে কোন প্রকার কাপড়ের ঘসা বা কাপড়ের ভার সহ্য করিতে পাবে না, সেইজন্য রোগিণী ঢিলা করিয়া কাপড় পরিয়া থাকে । বয়োসন্ধিকালে কেবল যে অতিবিক্ত রক্তশ্রাব হয় তাগ নহে, ঋতুলোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যৌলোকদিগের নানাপ্রকার উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় ; তাহাব শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়, নাড়ী ক্ষীণ, মাথার যন্ত্রণা, মানসিক অবসাদ, বেশী কথা কলা, সন্দেহ, হিংসা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, রোগিণী মনে ভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে । কেহ তাহাকে কিছুক্ষণহইতে দিলে লায় না, মনে কবে বিব দিতেছে, রাত্রে অনববত কথা বলার জন্য ঘুম হয় না, কেহ জোরে কথা বলিলে বা গায়ে হাত দিলে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে পৰ তাহার সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি হয় । ল্যাকেসিস্ বোগিণীদেব বয়োসন্ধিকালের পর হইতেই একটা না একটা পীড়া লাগিয়াই থাকে, একদিনেব জন্যও সে সুস্থ থাকিতে পাবে না, আজ এটা কাল ওটা একপতাবৈ ভুগিতেই থাকে, সেই সকল বমণীদের অসুস্থতায় ২১ মাত্রা উচ্চশক্তি ল্যাকেসিসে প্রাশান্তিরিক্ত ফল পাওয়া যায় ।

ডিম্বকোষের পীড়ায়, জরাযুব বেদনায় এবং প্রসবের পৰ অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব নির্গত হইলে অথবা প্রসবাস্তিক শ্রাব বন্ধ হইয়া স্থিতিকা জর হইলে এবং ল্যাকেসিসের পূর্ববর্ণিতরূপ লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে ল্যাকেসিস দ্বারা চমৎকৃত ফল পাওয়া যায়, রক্তশ্রাবপ্রবণ অর্ধদ্ব ও উপমাস ইত্যাদিও ল্যাকেসিস দ্বারা আযোগ্য হয় ।

প্রশ্রাব ও প্রশ্রাবের থলির প্রদাহ :—ইহার প্রশ্রাব প্রায়ই কালবর্ণের হয়, প্রশ্রাব করিবার অন্ত পুনঃ পুনঃ বেগ দিতে হয়, প্রশ্রাব হইলে পর মূত্রনালীর ভিতর জ্বালাবোধ ; প্রশ্রাবে অণুলালা মিশ্রিত থাকে, প্রশ্রাব হইতে ও প্রশ্রাবের দ্বাব হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, যদি কিড্‌নি বা মূত্রগ্রন্থি হইতে সারা মূত্রপথে তীব্র বেদনা হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্ণিতরূপ প্রশ্রাব হয় তবে ল্যাকেসিস্ই ঔষধ । ল্যাকেসিস প্রয়োগ করিবার পূর্বে ইহাব ষাটুগত লক্ষণ এবং প্রকৃতিগত লক্ষণ উত্তমরূপে দেখিয়া তবে ব্যবহার করিবে । ইহার প্রশ্রাব কালচে, অণুলালা মিশ্রিত এবং দুর্গন্ধযুক্ত ;

সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় ঘোনিষাব হইতে কালবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত রক্তশ্রাব হয় ; তবে ইহা স্বৰ্ণ বাখিবে যে, ল্যাকেসিসেব বক্তে কিছু তলানি পড়ে। অরবিকার ইত্যাদি পীড়ায় যখন যকৃতের বক্ত পচিয়া প্রস্রাবদ্বার দিয়া নির্গত হয়, প্রস্রাব ও রক্ত কালবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত এবং প্রস্রাবে যেখানে তলানি পড়ে সে স্থানেই ল্যাকেসিস ফলপ্রদ ঔষধ।

কোষ্ঠকাঠিগ্ন, উদরাময় ও মলান্ত্রের পীড়া :—ল্যাকেসিসে মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তাবশতঃ বোগীর মলান্ত্র মধ্যে মল জমিয়া থাকে অথচ মোটেই বেগ থাকে না, বাহ্যে অত্যন্ত শক্ত, বাহ্যে কবিবাব সময় তাহাব মলদ্বারে কেহ যেন ছোট ছোট হাতুনী দ্বারা আঘাত কবিতোছে এক্রূপ বোধ। তাহার মল শক্ত বা পাতলা হউক অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ; এবং মলদ্বাবেব ভিতর যেন ধক ধক করিতেছে এক্রূপ যন্ত্রণা। ঋতুর সময় বাহ্যে কবিতো এক্রূপ হইতে থাকিলে লাইসিন। বোগীব বাহ্যের পব সমস্ত দিন মলদ্বার দপ্ দপ্ করিলে সালফার ; মলত্যাগেব পব অত্যন্ত দপ্ দপ্ কবিলে মানিসিনেলা কার্য্যকবী ঔষধ। সাধাবণতঃ ল্যাকেসিসেব শক্ত বাহ্যেই হইয়া থাকে, কখনও কখনও পর্যায়ক্রমে শক্ত ও তবল বাহ্যে হয়। যখন তাহাব উদরাময় বা তবল বাহ্যে হয় তখন তাহার মল জ্বলন্ত কায় পাতলা, ফিকা হলুদবর্ণের বা ঘোব পিঙ্গলবর্ণের অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, কখনও অত্যন্ত কাল বিকৃত বক্তময় থাকে, আবার কখনও বা রক্ত ও বক্তেব কলতানিযুক্ত বাহ্যে হয়। ল্যাকেসিসেব এক্রূপ বক্ত মিশ্রিত কাল কাল বাহ্যে বা দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যে অরবিকাব, টাইফয়েড বা সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া অরেই বেশী দেখা যায়।

কোষ্ঠকাঠিগ্নে তাহাব বৃথা বেগ দিতে হয়, বোগিগী মনে ভাবে তাহাব মলদ্বাবে যেন কিছু দ্বাব বক্ত হইয়া আছে ; মলত্যাগের সময় ও পবে অত্যন্ত যন্ত্রণা, সেইজন্য বোগিগী পায়থানায় গিয়া মলত্যাগ না কবিয়াই ফিরিয়া আসিয়া থাকে। ইহা অর্শ বোগেও ব্যবহৃত হয়, অর্শেব বলি বাখিব হইয়া পড়ে ; সে কাসিলে, হাঁচিলে বা কোঁথ দিলে অর্শ-বলিব স্থান হইতে তীক্ষ্ণ শলাকাবিদ্ধবৎ বেদনা উপবদিকে চলিয়া যায়।

অজীর্ণ :—মত্তপায়ী, নেশাখোর ও অতিরিক্ত কুটনাইন সেবীদিগেব অথবা যাহাদেব শবীব পারদ-বিষ-দুষ্ট তাহাদেব অজীর্ণ রোগে ল্যাকেসিস কার্য্যকবী ঔষধ। যদি থাইবাব পবই তাহাব পেট ফুলিয়া উঠে, পেটের ব্যথা কিছু থাইবাব পরই কিছুক্ষণেব জ্ঞান কমিয়া যায় (অ্যানাকা) আবার কিছুক্ষণ পবে পুনরায় বেদনা আবিভূত হয় এবং তাহার টক জ্বাব সহ না হয় তবে ইহা ব্যবহার্য্য। এই লক্ষণেব সহিত ল্যাকেসিসেব অন্ত্রান প্রধান প্রধান লক্ষণ থাকা চাই।

ইহা ব্যতিবেকে ল্যাকেসিস অস্ত্রপ্রদাহ, আমাশয়, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, প্রসবেব পব উন্নততা প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী।

কম্প-প্রলাপ (Delirium tremens) :—ল্যাকেসিস কম্প প্রলাপের উত্তম ঔষধ। অতিরিক্ত নেশার পরিণাম ফল “কম্প-প্রলাপ”। রোগী প্রলাপের ভিতর (নিদ্রিত অবস্থায় কি জাগ্রত অবস্থায়ই হউক না কেন) সাপ দেখিতে পায়, কেবল সাপ নহে অন্তান্ত কাল্পনিক পদার্থও দেখে, ওপিয়ামও এই অবস্থায় ব্যবহার্য্য ঔষধ। ওপিয়াম রোগীব সর্বদাই ভীতব্রন্তভাবে, সে দেখিতে পায় যেন ঘরের প্রত্যেক দিক হইতে নানাপ্রকার জন্তসকল উঠিয়া আসিতেছে, কখনও কখনও সে ঘরের ভিতর ভূত দেখিতে পায়। এক্রূপ লক্ষণ অতিরিক্ত মত্তপায়ীদিগের ভিতর দেখা

যায়। **ট্র্যামোনিয়াম**ও এই সকল বোগের উত্তম ঔষধ, ইহাব রোগীর বিকারের প্রচণ্ডতা অত্যধিক। রোগী দেখিতে পায় যেন বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি জন্তু ঘরের মধ্যে ভেদ করিয়া উঠিতেছে এবং লাফাইয়া তাহার উপর পড়িতেছে, এই সকল ভীতিপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া সে ভয়ে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। **হায়োসায়ান্নামাস** রোগী বিকারের ভিতর দেখিতে পায় যেন অসংখ্য ককট বাহির হইতে তাহাকে তাড়া দিতেছে। **ক্যালকে-কার্ব**—যেন বহু কুকুর তাহার চতুর্দিকে আসিয়া একত্রিত হইতেছে। **ভ্যালেরিয়ানা** বোগী বিকারের ভিতর দেখিতে পায় যেন জীব জন্তুসকল তাহাব নিকট শুইয়া বহিয়াছে, সে ভয়ে পাশ ফিরিয়া শয়ন কবে না, পাছে তাহাদের গায়ে গা লাগিয়া যায়। **ল্যাক-ক্যানাইনাম** রোগী বিকারের ভিতর দেখিতে পায় যেন অসংখ্য সর্প তাহাব গায়ে এবং তাহাব বিজানাব উপর উঠিতেছে। **ল্যাকেসিস** রোগী কেবল ২১টা সর্প দেখে না, সে দেখিতে পায় যেন অসংখ্য সর্প তাহাব নিকট আসিতেছে। এই সঙ্গ ল্যাকেসিসেব অস্বাভাব লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, বোগী সর্বদাই মনে কবে যেন তাহার মৃত্যু নিকটবর্তী।

মোট কথা :- কলেরা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, ক্যান্সান প্রভৃতি রোগে যখন বোগীর গাত্রচর্ম নীল ও ফ্যাকাসে হইয়া যায় এবং মৃত্যু যখন অনিবার্য বলিয়া মনে হয় তখন ল্যাকোসিস বোগীকে মৃত্যুর দ্বাব হইতে কিবাইয়া আনে। ল্যাকেসিসেব রোগের আক্রমণ দেহের বামদিক হইতে আবস্ত হইয়া ডাণদিকে চলিয়া যায়। নিজাব পূব বা নিজার উপক্রমে রোগের বৃদ্ধি। টাইফয়েড অব বোগী মনে কবে তাহাব মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং অহেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হইতেছে। পাগলব মত হওয়া, বন্ধু ও আত্মীয়দিগকে সন্দেহের চোখে দেখা, যেন তাহারা তাহাকে বিষ দিতেছে বোধ। জীলোকমিপেব যোয়াসন্ধিকালের নানাবিধ পীড়ায় ও রক্তশ্রাবে উপযোগী। মৃত্যুপায়ীদিগের পীড়ায় বিশেষতঃ অশ বোগে অত্যন্ত বেদনা হইলে। বোগী তাহার ঘাড়, পেটে, বুকে কোনওরূপ ভার সহ করিতে পারে না এমন কি ভান্স কবিয়া কাপড় পরা বা গলায় গলাবন্ধ রাখাও তাহাব অসহ্য। ইহাব প্রস্রাব ও রক্ত কালবর্ণের, বক্তশ্রাবের বক্তে তলানি পবে। সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর বক্তশ্রাব হয়। কার্বক্ল, স্ফোটক, ক্ষত যখন বেগুনেবর্ণের হয়, বিসর্প যখন বামদিক হইতে আবস্ত হইয়া ডাণদিকে যায়, রোগে ভুগিয়া যাহাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে, তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক উপযোগী।

হ্রাস-বৃদ্ধি :- বায়ু উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, মুক্ত হাওয়ার ভিতর বেড়াইলে, দূর হইতে গাওয়া দিলে, শয়ন করিয়া সম্মুখেব দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে এবং নিঃশব্দভাবে শ্রাবের পর রোগেব উপশম। নিজার পব বা নিজার উপক্রমে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে, শীত বা উত্তাপেব আধিক্য, সুরাদি পান করিলে, কুইনাইন বা পাল্লা দেবনেব পব, টিপিলে, রৌদ্রের ভিতর, বসন্তকালে, বাজে, পাড়াইলে বা হেঁট হইলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :- ল্যাকেসিস ফুস্ফুস প্রদাহে—সীলফার তুল্য, হৃদপিণ্ডের দৌর্জাল্যের প্রমাণ হইলে—লহবাসি, ডিজিটে তুল্য ; আক্ষেপের প্রমাণ প্রসঙ্গতায়—স্ট্রিকিউটা তুল্য ; বিসর্প রোগে—এপিসি, বাস-টক্স, আসেনিক তুল্য ; অজীর্ণ রোগে—নাক্স-ভমিকা, লাইকো তুল্য ; ডিম্বাধারের প্রদাহে—এপিসি, লাইকো, ক্যালেলু গ্র্যাফাই তুল্য ; ফুস্ফুসের পক্ষাঘাতে—অ্যান্টিম-টার্ট তুল্য ; স্ফিরাম বা ম্যালেরিয়া অরে—চাবনা তুল্য ; অত্যন্ত দুর্গন্ধজনক শ্রাবে—ব্যপ্টিসিয়া, সোরিগাম

পাইয়ো তুল্য, ক্ষতুর সময় কাসি হইলে—পালসেটিলা তুল্য; জ্বরের লক্ষণে—কেলি-বাই, টেরিবি, থেরিডিয়ন তুল্য, উপাঙ্গ প্রদাহে—আইরিস তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—১২, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি। সাধারণতঃ ৩০ শক্তির নীচে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কষ্টব্য নহে, কিন্তু ডাঃ হিউজেস ১২শ ক্রমের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

ল্যাক্‌ন্যান্টিস-টিংটোরিয়া (Lachnantes Tintoria)

পরিচয় :—ইহাব উপব নাম বেডকট বা বস্তুমূল। এই গুল্ম স্রোতস্থেতে জায়গাধ জন্মে। নিউজারসিতেই এই গুল্ম বেশী জন্মে। সমস্ত গাছড়া হইতেই অবিষ্ট তৈবী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—ডাণদিকেব মাথায প্রচণ্ড যন্ত্রণা, আন্ত্রিক-জ্বর, কুস্ফুস-প্রদাহ, পিঠে ও ঘাড়ে বেদনাব সহিত ঘাড়ের আবদ্ধতা, বিকাবের ভিতর অত্যন্ত প্রলাপ বকা, ক্ষয়কাসি, হৃদপিণ্ডের বেদনা, সবিরাম জ্বাদিতে উপযোগী।

শিরঃসীড়া :—রোগীর মাথায ডাণদিকেব প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে মনে করে কেহ যেন তাহাব মাথায ভিতব একটা খিল ঢুকাইয়া দিয়াছে সেইজন্য বোগী যন্ত্রণায় চীৎকার কবে, মাথায যন্ত্রণার সময় তাহাব শবীর বরফের স্রাব ঠাণ্ডা হয়, শরীর হইতে চট্‌চটে বাষ্প বাহির হইতে থাকে, মুখমণ্ডল হলুদবর্ণের হইয়া যায়, তাহাব অত্যন্ত শীত কবিত্তে থাকে, যখন খুব শীত কবিত্তে থাকে তখন লেপেও তাহার শীতের লাঘব হয় না।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠের আড়ষ্টতার—জন্ত ল্যাক্‌ন্যান্টিস একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাব আড়ষ্টতা ও বেদনা বিশেষতঃ বেদনা মাথায উপব দিয়া নাসিকায় যায়, তখন বোগী মনে কবে তাহাব নাসাপুট যেন চিম্‌টাইয়া বহিয়াছে। ষাড় ফিবাঁইবাব সময় বাঁ পিড়নের দিক্‌ মাথা ফেলাইলে পর রোগী মনে কবে যেন তাহাব গ্রীবা পৃষ্ঠের হাড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ডিপ্‌থিবিয়া রোগে এবং আবদ্ধ জ্বরে গ্রীবা-পৃষ্ঠ হইয়া যায় এবং ষাড় একদিকে বাঁকিয়া থাকে, ঐ সময় বোগীব, পৃষ্ঠ ফলক মধ্যে যেন বরফ থণ্ড বহিয়াছে এরূপ অনুভব। ডিপ্‌থিবিয়া রোগে ষাড়ের আড়ষ্টতায সহিত দুই দিকেব পৃষ্ঠ ফলকের ভিতব বরফ রহিয়াছে এরূপ লক্ষণে ল্যাক্‌ন্যান্টিস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পালসেটিলায়—যেন পিঠের উপব কেহ অশ্লব্ধ ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিতেছে এরূপ বোধ। সিপিয়ান যেন পৃষ্ঠফলক দুইটীর মধ্যস্থলে কাহাব বরফের স্রাব ঠাণ্ডা হাত পৃষ্ঠ হইতেছে বোধ। লরোসিরেসাসে—যেন পৃষ্ঠফলকেব ভিতব একথণ্ড বরফ বহিয়াছে। অ্যাগারিকাসে—যেন পৃষ্ঠফলকে বরফ দিয়া কেহ লিখিতেছে এরূপ বোধ।

সবিরাম জ্বর :—ইহার জ্ববেব আক্রমণ বৈকাল ৬টা হইতে রাত্র ১২টার ভিতর; তখন রোগীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়। শীতাবস্থায় পিপাসা, শবীর বরফের স্রাব ঠাণ্ডা হওয়া, গরম জলেব শেক দিলে আরাম বোধ করে, কিন্তু গরম বস্তাদিব দ্বাৰা শবীর ঢাকিলে আরাম পায় না; ক্যাপসিকামেও এই লক্ষণ আছে কিন্তু মাথা আগুনের স্রাব গরম যেন জলিয়া যায় (আগিকা, বেল্); উত্তাপাবস্থায় তাহাব সমস্ত শরীর শুষ্ক ও থল্‌থল্‌, পায়ে অত্যধিক জ্বালা সেইজন্য রোগী

অত্যন্ত ছট্‌ফট্‌কবে ও এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, আরেব সহিত প্রলাপ বকে, চক্ষু দুইটী চকচকে হয়, মস্তক শূন্য বোধ এবং পেটের ভিতব ভুটভাট করিতে থাকে। বোগীর শরীর এত উত্তপ্ত হয় যে গায়ে হাত দিলে মনে হয় যেন হাত পুড়িয়া যাইবে, উত্তপ্ত ভাব বোগীর ডাণদিকেই বেশী।

ক্ষয়কাসি :—যদিও এই ঔষধটী ক্ষয়কাসিব সেইরূপ উপযোগী ঔষধ বলিয়া মনে হয় না তথাপি যদি বোগীর সদাসক্ষয় জীব, শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাওয়া, অত্যন্ত ক্লেশদায়ক শুষ্ক কাসি, রোগী মনে করে যেন স্ববনলীল মধ্য হইতে কাসি আসিতেছে, কাসিব প্রকোপ শয়নকালে বেশী হয়, তখন এত কাসি হইতে থাকে যে বোগী মোটেই ঘুমাইতে পারে না, অনেক সময় ফুসফুসে অত্যন্ত প্রদাহের ফলে বোগীর বিকটর ভাবও আসিয়া উপস্থিত হয়। বোগী ডাণদিকেব ফুসফুসের নীচে হ'চফোটানবৎ বেদনাই অত্যন্ত (কেলি-কার্ক, চেলিডো) করে তখন ব্যবহার্য।

ল্যাথাইরাস-স্যাটাইভাস. (Lathyrus Sativus)।

***পরিচয় :**—ইহাব অপব নাম খেসারির ডাল। কলাই (পঙ্ক বীজ) হইতে ইহার মূল আবক তৈরী হয়। খেসারি ডালের বিষয় বেশী বল্য নিষ্পয়োজন, কাবণ ইহা আমাদেব দেশেব নিত্য প্রয়োজনীয় ডাল, কিন্তু এই ডাল যে আবার ঔষধের রূপ ধারণ কবিতে পারে ইহা ত অনেকের জানেন না। আমাদেব নিত্য আহার্যেব ভিতব যে ক'ন্ত মূল্যবান ঔষধ আছে তাহার হিসাব আমবা কতটুকুই বা বাখি? আয়ুর্বেদী ঔষধেব উপাদান অনেক ক্ষেত্রে আমাদেব নিত্য আহার্য দ্রব্য হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং নিত্য আহার্য দ্রব্য যখন ঔষধাকাবে প্রস্তুত হয় তখন ইহাব কার্যকরী ক্ষমতা প্রবল হয়।

***ব্যবহারস্থল :**—বো'ববৈলি, পক্ষাঘাত, কটীদেশেব বাত, শোণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি বোগের উত্তম ঔষধ।

***কটিবাত :**—কোমবে অত্যন্ত বেদনায় প্রকৃত বোগী নাড়িতে পারে না, কেহ যদি তাহাব কোমব স্পর্শ কবে তাহা হইলে বেদনাব বৃদ্ধি হয়, সে যদি কোন দ্রব্য তুলিতে বাখ তাহার উপরের দিবেব অঙ্গ বিশেষতঃ বাহু দুইটী কাঁপিতে থাকে।

পক্ষাঘাত :—আমাদেব দেশে একটি চলিত কথা বা ধারণা আছে যে, বেশী বা বোজ খেসারি ডাল খাইলে পক্ষাঘাত হয়। পূর্বে হহার কাবণ ব্যক্তিতাম না, কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ কবিবাব পর ইহাব সত্যতা উপলব্ধি কবিতে পারিয়াছি। ল্যাথাইরাস বা খেসারি ডাল পক্ষাঘাতের উত্তম ঔষধ। যুবক বা শ্রোত ব্যক্তিদিগেব হঠাৎ অর্দ্ধাঙ্গেব পক্ষাঘাতের আবির্ভাবে হঠাৎ ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। পক্ষাঘাতের আক্রমণে বোগীর নিত্যবিশেষ বা নিম্নাঙ্গের মাংসপেশীসকল শীর্ণ হইয়া যায়। রোগী শুইয়া শুইয়া তাহার হাত পা চালিতে পারে অর্থাৎ তাহাব ইচ্ছামত ফিরাইতে ঘুমাতে পারে, কিন্তু হাত বাঁকাইতে বা তুলিতে পারে না। তাহার বামদিকের পদ হইতে ডাণদিকের পদে জোর বেশী। হাঁটিবার সময় সে সখুগেব দিকে বুক এবং পশ্চাত্মদিকের নিত্য হেলাইয়া চলে, এইরূপ চলিবার ফলে তাহার গতিটী দেখিতে ঠিক হংসগতিবৎ দেখায়। চলিবার সময় তাহার শরীর টলমল করিতে থাকে, পায়ে পায়ে আটকাইয়া যায়, হেঁচট খায়। রোগী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে বা দাঁড়াইয়া থাকিয়া চক্ষু বুলিলে তাহার শরীর টলমল কবিয়া কাঁপিতে থাকে।

রোগী বসিবার সময় সোজা হইয়া বসিতে পারে না, তাহাকে বসিতে হয় সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া কুঁজো হইয়া।

বেরিবেরি ও শোথ :- ল্যাথাইবাস বেরিবেরি ও শোথ রোগের একটী উত্তম ঔষধ। রোগী বেশীক্ষণ পা ঝুলাইয়া এসিয়া থাকিলে তাহার পা ছুইখানি ফুলিয়া নীল হইয়া যায় এবং চলিতে গেলে আঙ্গুলগুলি নীচে দিকে মুড়িয়া যায়, দিনের বেলা তাহার পা ছুইখানি অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে, কিন্তু বাত্রে উষ্ণ অত্যন্ত গরম হয় এবং জ্বালা করে। শোথ বা বেরিবেরি অথবা আসামদেশীয় শোথ রোগ যদি জনীয় চাওষাষ বা স্রাতস্ত্রেতে স্থানে বসবাসের জন্য হয়, তবে ইহা ব্যবহার্য (ডাল্কা, রাস-টঙ্গ, নেট্রাম-সাল্ফ)।

সম্বন্ধ :- ল্যাথাইবাস রোগী সোজা হইয়া দাঁড়াইতে অক্ষম অবস্থায়—অ্যাগ্রষ্টোমা-গিথ্যাগো তুল্য, পক্ষাঘাতে—জেলস, নান্স, অ্যাসিড-পিক্রিক, রাস, ডাল্কা তুল্য ঔষধ।

শক্তি :- ৩x, ৬x ইত্যাদি।

ষ্ট্যানাম (Stanum) ।

পরিচয় :- ইহা বিপ্লব “টিন” নামক ধাতু; ষ্ট্যানাম মেটালিকাম। এই টিন ধাতুকে সাধারণ ভাষায় রাং বলা হয়, ইহা ‘আয়ুর্বেদীর নাম ‘বঙ্গ’, ‘আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ কসতম্ব বহুরোণে ব্যবহার করেন। এই টিন ব্যবহার করিতে হইলে টিনকে আগুনে পুড়াইয়া পরে নানাবিধ উপায়ে উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইংলণ্ড, বেল্জা ও মালাকা দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে টিন-ষ্টোন বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। বিচূর্ণন পদ্ধতি প্রথম তৈবী কবিয়া শেষে আঁবকে পরিণত করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :- পূর্বে টিন বা ষ্ট্যানাম কৃমি-দোষনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হইত পরে, চানম্যান বলেন ইহা কৃমিব নাশ কবে না তবে কৃমিব মাদকতা আনয়ন কবে অর্থাৎ ইহা ৩x চূর্ণ দ্বারা কৃমিগুলি অচেতন হইয়া পড়ে। ফুসফুসে নানাবিধ পীড়া যথা—ক্ষয়কাসি, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, প্লেগমা প্রদান-যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস, বক্ষের শোথ, ন্নাশূল পক্ষাঘাত, বিলেপী জ্বর, মূর্ছাবায়, মৃগী, নাক দিয়া রক্তপাত, চক্ষু পাতাব পক্ষাঘাত, জ্বায়ুচ্যুতি প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল :- মন, ন্নাশ্বিধান, কৃমি, ও শ্বাসযন্ত্রে উপর ইহা বিশেষ ক্রিয়া।

মন :- রোগী সর্বদাই বিমর্ষ ও দুঃখিত ভাবে সময় কাটায়, তাহার সর্বদাই যেন কান্না পায় কিন্তু কাঁদিলে তাহার অশ্রু বেরী হয়। **পালসেটিলা** রোগীগ্রীব সর্বদাই অশ্রুপূর্ণ লোচন থাকে যাহাকে বলা যায় ছিস্কাহুনে। **নেট্রাম-মিউর** বোগীগীও কথার কথায় কাঁদে, সেই সময় কেহ তাহাকে সাহস দিলে তাহার কান্না আবও বেশী পায় এবং রাগিয়া যায়। **অ্যানাক্যাডিয়াম** বোগীগীরও কান্না আছে তবে কাঁদিলে পর তাহার ক্রোধের শাস্তি হয়, ক্যামোমিলার শিত্তর কথায় কথায় কান্না ও বাগ, তাহাকে বুঝাইলে কান্না ও বাগ ছুই বাড়ে (নেট্রাম-মিউর, সিসিবা, সাইলে)। কোন বিষয়ে যদি তাহা একবার বিশ্বাস জন্মে বা কোন ব্যক্তিকে যদি সে বিশ্বাস করিয়া ফেলে তাহা হইলে সেই বিশ্বাস কখনও দূর হয় না, কোন কার্য কবিত্তে তাহার সাহসে কুলায় না; **আর্জেন্টাম** রোগীর বিশ্বাস সে যে কোন কার্যে হাত দিলে উহা পও হইয়া যাইবে; **ষ্ট্যানাম** রোগীর পুরুষদের

উপর অত্যন্ত বিধেয (পালসে), তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কথা বলিতে চায় না, যদিও বা বলে অনিচ্ছাপূর্বক বা অতি সংক্ষেপে দুই এক কথায় প্রশ্নের উত্তর দেয়। সামান্য পরিশ্রমে তাহাব হৃদস্পন্দন উপস্থিত হয় এমন কি ঝি চাওবকে সংসাবেব কাৰ্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গেলেও তাহার হৃদস্পন্দন হয় (আইবেবিস)। সে সৰ্বদা অনর্থক কাৰ্য্যে ব্যস্ত থাকে। লোক সমাজে যাইতেও তাহার অত্যন্ত ভয়, জেলসিমিয়াম রোগীর লোক সমাজে যাইতে হইলেই উদ্ভ্রামযের উল্লেখ হয়।

শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ পীড়া:—যে সকল পুৰাতন কাস্মিত এবং কোন কোন স্থলে তরুণ কাস্মিতে অত্যধিক কফ বা গযাব নিগত হয়, কণ্ঠনালী ও বক্ষের ভিতর অত্যধিক অবসাদ থাকে, সেখানে ষ্ট্যানাম অত্যন্ত ফলপ্রদ ঔষধ। ইহাব বোগীর যে কোন কাসিই হউক না কেন শ্লেষ্মা প্রচুব পরিমাণে নিগত হওয়া ইহাব বিশেষত্ব। গযাবেব স্বাদ মিষ্টি কখনও বা লবণ স্বাদযুক্ত গযাবও নিঃসৃত হইয়া থাকে। গযারগুলি দেখিতে ডিমের সাদা অংশের তায়। বোগী কাসিব সময় বৃক্কে খালি খালি অনুভব কবে।

ব্রকাইটিস রোগে:—বোগীব বায়ুনলীর ভিতর প্রচুব পরিমাণে শ্লেষ্মাজমিয়া থাকে এবং সামান্য একটু কাস্মিতেই গযাব নিগত হইয়া থাকে, অ্যাণ্টিম-টার্ট বোগীবও বায়ুনলীর ভিতর প্রচুব শ্লেষ্মা জমে কিন্তু কাসিবার পব সে মোটেই তুলিতে পারে শু, গলাব ভিতর ঘড় ঘড় কবিত্তে থাকে। ষ্ট্যানাম বোগী শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার পব বৃক্কেব ভিতর ক্ষত হইয়াছে এরূপ অনুভব এবং তথায় কেহ হৃৎচক্ক কবিত্ত দিতেছে এই প্রকার বেদনা অনুভব। রোগী এত ক্ষণ হইয়া যায় যে কথা বলিতে পাবে না। সে কথ্য বলিতে, গান গাহিতে বা জোবে পড়াশুনা করিতে পারে না তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। শেষ বাত্রে ৪৫টাৰ সময় কাসি হইয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়।

ইপানি:—সামান্য সর্দি হইতে বোগীর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যাবেলা তাহার ইপ ধরে, ইপেব ৩৩ তাহার শ্বাসকষ্টের উদ্ভব হয় সেইজন্য বোগী তাহাব বস্ত্রাদি আনুগা করিয়া দিতে বাধ্য হয়। হাপের সময় তাহাব বৃক্কেব ভিতর ঘড় ঘড়, সেঁ সেঁ শব্দ হইতে থাকে, শবীবের চালনায় তাহাব শ্বাসকষ্টেব বৃদ্ধি, ব্রাইওনিয়ার কাসি বা টানও নড়াচড়াব বোধ হয় তবে ইহার কাসিবসহিত বোগীব জল পিপাসা প্রচুর থাকে, জিহ্বা ও সন্দেশীর শুষ্ক দেখা যায়। ষ্ট্যানামের কাসি শুইয়া থাকিলেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কাসি: শুষ্ক কাসিব জন্তও ষ্ট্যানাম উপযোগী ঔষধ। ইহাব কাসি গভীর, কর্শ ও শুষ্ক। এতশুষ্ক কাসি যে কাসিলে পর তাহার মাথার মধ্যে বন্ বন্ কবিত্তে থাকে। সে উপস্থাপি তিনবার কাসে, মার্কারি দুইবার উপস্থাপি কাসি দেয়, একসঙ্গে তিন বা চাবিবার কাসি বেলেডোনা পরিচায়ক। ইহাব রোগীব কাসি অত্যন্ত শুষ্ক হয়, সন্ধ্যাবেলা শয়ন করিবার সময়কার কাসি। রোগী কথা কহিলে (হাযো, বিউমেন্স), গান করিলে (ড্রোসে, হাযো, স্পঞ্জিয়া) হাস্ত করিলে (চায়না) ডানদিকে শুইলে (ফস্) এবং গরম দ্রব্যাদি পান কবিলে (ক্যাপ্‌সি, ইয়ে) কাসি বেশী হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ষ্ট্যানামের গযার মিষ্টি স্বাদযুক্ত, কখনও বা লোনতা স্বাদযুক্তও হইয়া থাকে, কিন্তু লবণ স্বাদযুক্ত গযারের জন্ত সিমিয়া ও কেলি-আয়ড সর্কাপেক্সা উত্তম ঔষধ; ইহাদের গযাব ঘন, সূক্ষ্ম আর ষ্ট্যানামের গযার শাদা ও প্রচুর, পূজের দ্বায় দুর্গন্ধযুক্ত। উপরোক্ত লক্ষণ ব্রকাইটিস, নিউমোনিয়া, ইপানি বা বস্ত্রা কাসি—বাহাতেই পাওয়া যাউক না কেন ষ্ট্যানামই ঔষধ।

ক্ষয়কাসির প্রথমাবস্থায় যখন প্রচুব পরিমাণে গযার উঠে, কাসি অত্যন্ত বিবক্তিজনক ; কাসিব সঙ্গিত গাঢ় সবুজ বা অগ্ন্যস্ত শাদা, মিষ্টাস্বাদযুক্ত গযাব উঠে এবং গযাব উঠিবাব পর ও কথাব বলিবাব পব বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ কবে, ঐ দুর্বলতা এতট বেগী যে রোগী মনে কবে ভাণাব বৃকেব ভিতর কিছুট নাট, তৎসহ অত্যন্ত নৈশঘণ্টা, মুদ বা বিলেপী জর থাকিলে ইহাই ঔষধ। ষ্ট্যানাম আয়োড ও যক্ষ্মা-বোগীব উত্তম ঔষধ, এই ঔষধ—যে সকল বোগীব চেষ্টাবা শ্রদ্ধাব এবং বর্ণ পরিষ্কার, চক্ষুব দ্রুত সকল দীর্ঘ, তাহাদেব ক্ষয় যদি অতি ক্রতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কুসকূসে পূঁজ হইয়া তৃতীয় অবস্থায় পরিণত হইয়া থুকথুকে কাসি, গলাভাব ও জিহবার মূলদেশ শুষ্ক এবং প্রচুব পরিমাণে পাংশু হরিদ্রাভ গযার নির্গত হইতে থাকে তাহা হইলে ইহা চমৎকাব ঔষধ। ষ্ট্যানামেব বোগীব মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চক্ষু দুইটি কোটবাগত, জিহবা পীত নেপারিত, মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় এবং মুখের স্বাদ মিষ্ট বা তিক্ত। জল ব্যতিবেকে সকল দ্রব্যের স্বাদ তিক্ত বোধ।

রক্তোৎকাস :—প্রচুব গযাবগত ক্ষয়-বোগীব রক্তোৎকাসিও ইহা দ্বাবা আবোগা লাভ কবে। কাসি অল্পক্ষণ স্থায়ী তৎসহ দুর্বলতা অত্যধিক। **মায়োসেটিস** বোগীবও এই লক্ষণ বিদ্যমান। রোগীব রাত্রে খুব ঘন ও কানিলে প্রচুব পূঁজবৎ শ্লেষ্মা শ্রাব হয়। বোগীব শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ কবিবাব সময় এবং বামপার্শ্বে শয়ন কবিলে বৃকেব ভিতর স্ফটিকোটান ব্যথা অনুভব।

শারীরিক দুর্বলতা ও অবসন্নতা :—বোগীগী এত দুর্বল ও শীর্ণ যে প্রতি মুহূর্তে মনে কবে যে এই বৃক্ষ সে মুচ্ছিত হইয়া পড়িবে, সে তাহাব বক্ষেব দুর্বলতা ও শূন্যতা অনুভব কবে। বক্ষঃস্থলের এত দুর্বলতা অনুভব কবে যে রোগী কথাব পর্য্যন্ত বলিতে পাবে না, এমন কি সকালবেলা কাপড় পড়িবার সময় সে নীতিমতভাবে কাপড় পড়িতে পাবে না, দুর্বলতাব জগ্না বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। উপর হইতে নীচে নামিতে অত্যন্ত দুর্বলতা অনুভব করে এমন কি মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায় কিন্তু নীচেব তলা হইতে উপরে উঠিতে তাহাব কোন কষ্ট হয় না। (বোণাস্ত্র)। **কালকেকিরি**। বোগী নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব কবে অথচ উচ্চ হইতে নিম্নদিকে নামিতে তাহাব কোন কষ্ট হয় না। ষ্ট্যানাম বোগীব শ্রাব একটা অতি মজাব লক্ষণ আছে—বোগী যখন গান কবে ও বক্তৃতা দিয তখন তাহাব ত্রিকোণ পেশা বা ডেন্টেড পেগী ও বাহুর দুর্বলতা বোধ।

স্নায়ুশূল :—ষ্ট্যানাম মুখমণ্ডল ও উদরেব শূলে উপযোগী ঔষধ। ইহাব স্নায়ুশূলেব বেদনা ধীবে ধীরে আবস্ত হইয়া ধীরে ধীবে কমিতে থাকে। বেদনা আসিতেও ১২ ঘণ্টা লাগে এবং চলিয়া বাইতেও ১০ ঘণ্টা লাগে। ইহার বেদনাব স্থল **টিপিয়া ধরিলে** অথবা বেদনায়ুক্ত স্থান ও পেট **জোরে চাপিয়া ধরিলে** বেদনার উপশম দেবা যায়, ‘চাপে শূল-বেদনার উপশম’ কলোসিঙ্গেও আছে, তবে কলোসিঙ্গেব বেদনা তরুণ, ঐ বেদনা বহুদিন স্থায়ী হইলে ষ্ট্যানাম উপযোগী। **অ্যাসিড-সালফেট** বেদনা ষ্ট্যানাম রোগীব শ্রায়ই ধীরে ধীবে আসে কিন্তু চলিয়া যায় ইষ্ঠাৎ, বেলেডোনাব শ্রায়, তবে ষ্ট্যানামেব স্নায়ুশূলেব সঙ্গিত রোগীর মানসিক বিষন্নতা, ক্রন্দনশীলতা ও আশাশূন্য ভাব থাকে।

পক্ষাঘাত :—অতিরিক্ত দুর্বলতাব জন্তই পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আংশিকভাবে ষ্ট্যানাম রোগীর বাম-অঙ্গেব পক্ষাঘাতই বেগী হয়। তাহার আক্রান্ত দিকেব বাহু এবং ঐ দিকের বক্ষের উপর বোধ হয় যেন একটা অত্যন্ত ভারী দ্রব্য চাপান আছে। পক্ষাঘাতিক দুর্বলতাব জন্ত তাহার হাতেব দ্রব্যাদি পড়িয়া যায়, তাহাব সম্মুখের দিকের বাহু ও হাতেব আক্ষেপিক কম্পন ইত্যাদির জন্ত ষ্ট্যানাম উত্তম ঔষধ। এই সকল আক্ষেপিক কম্পন যদি হস্তমৈথুন ও অশ্রাবিক,

উপায়ে ইন্ডিয় চরিতার্থের জন্য হয় তাহা হইলে ষ্ট্যানাম, ক্যাল্কেরিয়া ও চায়না সমতুল্য ঔষধ। অতিরিক্ত ইন্ডিয়-সেবাজনিত যদি ঐরূপ হয় তবে কেলি-ব্রোমোটাম, নেট্রাম-মিউব উপযোগী। ষ্ট্যানাম লেখকদের আঙ্গুলের খিলখিলার বা রাইটাস ক্র্যাম্পের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহারা টাইপ রাইটার মেশিন চালায় বা সেলাইএব কাজ কবে তাহাদের আঙ্গুলের পক্ষাঘাতে ইহা উত্তম ঔষধ।

কুমির জন্ম ডাঃ টেষ্টি বলেন ষ্ট্যানাম সেবন কবির পৰ বহু দীর্ঘ কুমি ও স্ত্রীকুমি নির্গত হয় কিন্তু **হানেমান** বলেন ষ্ট্যানাম বা টিনেব ১২ চূর্ণ সেবনে কুমিগুলি অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং **ডাঃ গারেল্লি** বলেন যে অল্প বয়স্ক বালকদিগেব কুমিজনিত বা অন্য কোন কারণেব জন্ম উদবগুল হইলে এবং শূলেব বেদনা আস্তে আস্তে বেনী হইয়া আস্তে আস্তে কুমিতে থাকিলে পেটেব বেদনা খুব জোবে চাপ দিলে বা শিশু যদি মাতা বা খাদ্যের কাঁদেব উপব মাথা বাগে বা পেট চাপিয়া ধরে তবে ইহা উপযোগী ঔষধ।

জ্বরোগ :—ইহাব মাসিক ঋতুশ্রাব অকার্যে আরম্ভ হইয়া পরিমাণে প্রচুর হয়, ঋতুশ্রাবেব পূর্বে বোগিণী অত্যন্ত বিষাদে দিন কাটায় এবং ঋতুশ্রাবেব সময় গণ্ডাস্থিব মধ্যে বেদনা অনুভব কবে। বোগিণী অত্যধিক দুর্গলতার জন্য মনন কবে তাহাব জ্বাযু প্রভৃতি যেন বাঁধিব হইয়া পড়িতেছে। জ্বাযু-চ্যুতি লক্ষণে ও প্রদব বোগে যদি তাহার অত্যধিক দুর্গলতা থাকে তাহা হইলে **ষ্ট্যানাম**, **সিপিয়া** হইতেও, বেনী উপযোগী ঔষধ। ইহাব প্রসব বেদনা থাকিয়া থাকিয়া প্রবল বেগে আসে, বেদনাব তীব্রতায় বোগিণী অবসর ও কষ্ট শ্বাস হইয়া পড়ে।

প্রস্রাব :—অত্যধিক এবং, ফিকা, পবে অতি অল্প, কপিণবর্ণ, কোন কোন সময় দুবের জায় শাদা প্রস্রাব হইয়া নাহিবার পবও তাহাব ঘন ঘন মূত্রবেগ আসে, আঁচাব কখন কখনও তাহার প্রস্রাবেব বেগেব অভাব হয়; তাহাব মূত্রাশয় পরিপূর্ণ আছে অথচ প্রস্রাব অতি অল্প অল্প নির্গত হইতে থাকে। **ষ্ট্যানোমিনিয়াম** বোগীব, মূত্রাশয় মধ্যে নোটাই মূত্র সঞ্চিত হয় না। **ওপিয়াম** বোগীব মূত্রাশয় দ্রাবপূর্ণ থাকে এবং মূত্রবেগ বা মূত্রপ্তস্ত -আদৌ মত্র হয় না।

এই সকল পীড়া ব্যতিরেকে ষ্ট্যানাম সেবনে উদরাময়, শিশুদিগেব নানাবিধ পীড়া, আক্ষেপ কুইনিচ চাপা জ্বাব আরোগ্যলাভ করে। ষ্ট্যানাম বোগীব প্রত্যহ ব্যক্তি ১২টার পব ঘর্ম্ম হয়, বিশেষতঃ ঐ ঘর্ম্ম কপালে ও ষাড়়েই বেনী হয়, ঘাম হইবার পব বোগী অত্যন্ত দুর্গল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে (চায়না), ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

মোট কথা :—স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যেব উপব ইহার ক্রিয়া অত্যধিক। সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ বক্ষঃদেশে অত্যধিক দুর্গলতা অনুভব, সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় দুর্গলতা অনুভব করে, ইহার বেদনা ধীরে ধীরে আবস্ত, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও ধীরে ধীরে উপশম। পেটে চাপ দিলে বা কোন জিনিষেব উপর পেট চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম। কাসি রোগে তাহার বৃকে খালি থাণি বোধ। সর্কদাই কাতনেভাব অথচ কানিলে রোগের বৃদ্ধি। উদর শূলে “শূল এর” গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া ষ্ট্যানাম ব্যবস্থা করিলে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয় না।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—আক্রান্ত স্থান জোরে টিপিয়া দিলে, কোন কঠিন ত্রিকোণ বস্তুর উপর বা শিশু যদি হয় তবে খাদ্যের কাঁদেব উপব পেট চাপিয়া শুইলে, দেহ দ্বিগুণ করিলে, চিৎ হইয়া শুইলে, কোমরের ও বৃকের কাপড় আলগা করিয়া দিলে রোগেব উপশম; দেহ সঞ্চালন

করিলে, বামদিকে গুইলে, গান করিলে, বজ্রতা ও হাশ্ব করিলে, সিড়ি দিয়া নীচে নামিতে গেলে, স্থিৰ হইয়া গুইয়া থাকিলে ও কঠিন মলত্যাগকালে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—ষ্ট্যানাম--সমস্ত দিনই ক্রন্দন করে, বিস্তৃত চিৎকার করিয়া কাদিলে রেগের বৃদ্ধি লক্ষণে পালসে ও সিপিযা তুল্য ; সিড়ি দিয়া নীচে নামিলে রোগের বৃদ্ধিতে—বোবাক্স তুল্য ; ঘোঁবে ঘোঁরে বেদনা আবন্ত ও ঘোঁবে ঘোঁরে বেদনাব হ্রাস—প্র্যাটি তুল্য, বক্ষঃদেশেব দুৰ্বলতা—আজ্জেন্ট, নেট্রাম তুল্য ; কথা কহিলে দুৰ্বলতার বৃদ্ধি—ককিউলাস, সালফার তুল্য ; জোঁবে টিপিলে শূল বেদনার উপশম—কলোসিস্থ, প্রাশাম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি ব্যবহাৰ্য্য।

ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া (Staphysagria) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ডেলকিনিয়ম-ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া। ইহা এক জাতীয় গাছড়া, ইহাটা কোথাও বাৎসরিক এবং কোথায়ও বা দ্বিবাৎসরিক জন্মে। এই বৃক্ষের শুষ্ক বীজ ইহাতে ইহার মূল অবিষ্ট তৈবী হয়। স্বয়ং হানেমান এই ঔষধ পৰীক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল :—“সোবা,” “সাইকোসিস” ও “সিফিলিস” প্রভৃতি বিষেব ফলে নানা জাতীয় পীড়া ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ অস্থিকায়, দন্তকায়, শিবঃপীড়া, অগ্ননী, চক্ষুঃপ্রদাহ, দন্তশূল, পাঁকাণ্ডেব শূল, অস্বাভাবিক মৈথুনজনিত পীড়া, তীক্ষ্ণ অঙ্গে ক্ষত, মূত্রাশয়-মুগ্ধশাণী-গ্রন্থি প্রদাহ, একজিমা, অস্ত্রোপচাবেব পৰ নানাবিধ উপসর্গ, মাট্রিতে ক্ষত, জিহ্বাব নিম্নে অর্ধদুর্দ, তামাক সেবনেব মন্দ ফল, রোগীকে কেহ অপমানযুক্তক কথা বলিলে তাহার প্রতিবাদ না কবিতে পারাব ফলে নানাবিধ মানসিক বোগে ইহা উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—হৃৎমৈথুন, অতিমৈথুন, মনোমধ্যে সর্ষদা ইল্লিয় পবিচলনাব চিন্তা, হৃদয়ে পোষিত ক্রোধ ও অপমান জনিত পীড়া, সোবা, সিফিলিস ও সাইকোসিস এই তিন প্রকাব ধাতুতেই ইহা ফলপ্রদ। মন, জননাস্র, চক্ষু, দাঁত ও চর্ম ইত্যাদি ইহাব প্রধান ক্রিয়াস্থল।

মন :—মনেব উপব ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়ার বিশেষ ক্রিয়া আছে। ইল্লিয়ের অপব্যবহারজনিত চিন্তের নানাবিধ বিকাব ভাব, স্মৃতিশক্তির হীনতা, নিলিপ্ত, বিমর্ষ, সামান্য কথায় বিমর্ষ হইয়া যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। রোগী কোন স্থানে অপমানিত হইলে সেখানে প্রতিবাদ কবিতে পাবেনা—সহিয়া যায়, অথচ বাড়ী আসিয়া সেই অপমানেব কথা চিন্তা করিয়া অস্থস্থ হইয়া পড়ে। বিমর্ষতাব দ্রুত ইগ্নেসিয়াও একটা উত্তম ঔষধ। ইগ্নেসিয়া ও ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়ার ভিতব পার্থক্য ইগ্নেসিয়াব বিমর্ষতা শোক দুঃখ ইত্যাদির দ্রুত বেগী হয় এবং বোগী বাবাব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তাহার মানসিক লক্ষণেব কোন স্থিরতা নাই, এই হাংসে, এই কাদে। ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া বোগী ইল্লিয়েব অপব্যবহার করিবর ফলে ও অপমান কবিলে তাহার প্রতিশোধ নিতে না পাবিবাব ফলে তাহার নানাপ্রকাব মানসিক বিকৃতি উপস্থিত হয়, ইল্লিয়ের অপব্যবহারেব ফলে সকল বিষয়ে উদ্বাব্ভাব, মুহমান অবস্থা, স্মৃতিশক্তিব অভাব ইত্যাদি ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়াতে যেরূপ আছে সেইরূপ অ্যাসিড-ফস্, অ্যানাকা, নেট্রাম-মিউর প্রভৃতি ঔষধেও দেখা যায়।

ইহার শিশু অত্যন্ত বাঘনাপ্রিয়, অত্যন্ত অশান্ত, তাহাকে কোন জিনিষ দিলে অথবা সে বেঁ জিনিষ চায় তাহা দিলে সেটাই মুহূর্ত্তে বাগিয়া, তাহা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; এই সকল লক্ষণ ব্রাইম্যানিয়া, ক্যামোমিলা, সিনা, শিশুব্যাধি। ব্রাইম্যানিয়া-রোগী চুপচাপ পড়িয়া থাকিতে চায়, শুইয়া শুইয়া শিশু এটা চায়, ওটা চায়, দেওয়া মাত্র ফেলিয়া দেয়। ক্যামোমিলা শিশুও এটা চায়, ওটা চায়, না দিলে ভীষণ বাগিয়া বায়, অথচ প্রার্থিত দ্রব্য দিলে পব অমনি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং অনবরত কোলে কোলে বেড়াইতে চায়। সিনার শিশুও এটা ওটা চায়, তাহাকে কেহ স্পর্শ করে ইহা সে চায় না, কোলে বেড়াইতে চায় বটে, কিন্তু তাহাতেও কান্না বা বাঘনা থাকে না। ষ্ট্যাফিস্তাগ্রিয়ার রোগী অত্যন্ত অভিমানী, কেহ যদি তাহাকে অপমান করে এমন কি প্রকাশ্যে জাগিয়া তাহাকে অপমানসূচক কথা বলে তাহা হইলেও সে অপমানকারীকে কিছু না বলিয়া বাড়ী ফিরাইয়া আসে। একপ কবিবাব কাবণ—লোকের সম্মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিলে পাছে তাহাব নীচতা প্রকাশিত হয়, কাবণ ক্রোধ হইলে বোগীর কোন দ্বিতাহিত জ্ঞান থাকে না—যাহা সম্মুখে পায় তাহাও প্রাত্যহিককারী উপর নিক্ষেপ কবিয়া বসে। অতিবিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা করিবাব ফলে ষ্ট্যাফিস্তাগ্রিয়ার বোগী অবসাদ-বাগ্নস্ত, উদাস, স্মৃতিশক্তিহীন হয় এবং ভবিষ্যতে তাহাব কি হইবে এই চিন্তায় সে মুহূর্ত্তান হইয়া পড়ে। স্মৃতিশক্তি এত ক্ষীণ হইয়া যায় যে, কিছু পড়িবার পর সে তাহা কিছুতেই স্মরণ রাখিতে পারে না, এমন কি অনেকক্ষণ সেই বিষয় চিন্তা করিয়াও তাহা মনে আনিতে পারে না (আগামাস, অ্যাসিড-ফস্)। রোগী হাঁটিবার সময় পুনঃ পুনঃ পিছনের দিকে তাকাইয়া। অ্যানাকার্ভিয়াম রোগী পুনঃ পুনঃ পিছনের দিকে তাকায়, কারণ সে মনে কবে কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। কেলি-ব্রোমেটাম বোগীগীও হাঁটিবার সময় বাব বার পিছনের দিকে তাকায়, কাবণ তাহাব বিশ্বাস কেহ তাহাকে বিষপান কবাইবার চেষ্টা করিতেছে।

চক্ষুরোগ;—এই ঔষধ উপদংশ-দোষযুক্ত উপত্যরা প্রদাহে অ্যাসি-নাই, আর্জেন্ট-নাই, কেলি আগোড প্রভৃতি ঔষধ তুল্য। বোগীব অক্ষিগোলক, বগ এবং মুখমণ্ডলের সমস্ত দিক যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধাইতেছে এইরূপ বেদনা, ব্যস্ত ও পাঠা কিছু পড়িলে যন্ত্রণাব বৃদ্ধি। বাতের জন্ত চোখের প্রদাহ ইত্যাদিতেও ইহা ব্যবহার্য। ইহাব বাতজ চক্ষুবেদনা দন্ত পর্যন্ত চালিত হয়, কোন প্রকার চোখের কার্যাদি করিলে পব চোখ জ্বালা কবে, যেন তাহাব চক্ষু কতই না শুষ্ক, সেই সঙ্গে তাহার পাতায় অঙ্গনী হইলে ষ্ট্যাফিস্তাগ্রিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ হেরিং বলেন, চোখের পাতায় অঙ্গনী অথবা অরুদেব তায় শক্ত তিলী যদি ব্যবহৃত হয় বা অঙ্গনী হইয়া যদি চোখের পাতার ক্ষতি হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ অমোঘ। চোখের পাতায় যদি একজিমা হইয়া উঠা হইতে রস পড়িতে থাকে, চোখের পাতার ধাবগুলি বৃদ্ধি ফাটা ফাটা হয়, মেডামডী পড়ে তবে সাধারণতঃ আমবা, গ্র্যাফাইটিস প্রয়োগ কবিয়া থাকি, কিন্তু ঐ সঙ্গে যদি রোগীব উপদংশদোষের ইতিহাস পাওয়া যায়, দাঁতে, পোকা ধরে ও দাঁতগুলি কালচেবর্ণের হয় তবে তথায় ষ্ট্যাফিস্তাগ্রিয়া একমাত্র ঔষধ। ইহার অঙ্গনী বা তিলীসকল চক্ষুর উপর পাতায় হয়। অঙ্গনীর জন্ত প্যালেসেটিলাও উত্তম ঔষধ। ইহার অঙ্গনী চোখের নীচের পাতায় হয় এবং চক্ষুতে প্রদাহ থাকিলে এবং খোলা হাওয়ায় রোগী উপশম পায়। ষ্ট্যাফিস্তাগ্রিয়া রোগীব বারংবাব অঙ্গনী উঠে, অঙ্গনী উঠিয়া উঠিয়া রোগীর চক্ষু দুইটি কোটরাগত হয়, উগীর চতুর্দিকে নীলাভা পড়ে, উহার সহিত দূর্য্যবোধ্য চোখের রোগ হইয়া চক্ষু হইতে স্লেমা নির্গত হয়।

দন্তশূল :—রমণীদিগের ঋতুর সময় (দন্তশূল) হইলে ইহা সিগিয়া তুল্য ঔষধ । দন্তশূলের সময় তাহার স্বস্থ এবং অস্থস্থ সকল দাঁতগুলিই ব্যাধাযুক্ত হয় । দন্তশূলের ব্যাধা তরল খাদ্য বা পানীয় পানে বেশী বোধ হয় (বেল, টেম্পে, নাস্ত-ভম), কিন্তু কিছু কামড়াইয়া খাইবার সময় বা শক্ত কিছু চর্বণ করিয়া খাইলে ব্যাধা অল্পভূত হয় না । দাঁতে পোকা লাগিবার জন্য রোগীর দাঁতগুলি কাল হইয়া যায়, দাঁতের গোড়া ফোলে ও তণায ব্যাধা হয় । সাধারণতঃ যে সকল শিশু তাহাদের পিতা মাতা হইতে উপদংশ-বিষ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের নানাবিধ দাঁতের রোগে ইহা উত্তম ঔষধ । দুই-তিনবার দাঁত মাজিলেও দাঁত পরিষ্কার হয় না । দাঁতসকল ক্ষত হইতে হইতে ভাঙ্গিয়া যায়, বিশেষতঃ দাঁতের অগ্রভাগ ও নীচের ভাগ বেশী নষ্ট হইয়া যায় । ক্রিয়োজোট শিশুর মধ্যে দাঁতে পোকা লাগিয়া যদি ক্ষয় হয় এবং ভাঙ্গিয়া যায় তবে ইহা ব্যবহার্য্য । মেজেরিয়াম শিশুর দাঁতের মূল ক্ষয় হইয়া যায় । দন্তনালী রোগে এবং দাঁতের মূলে নালীক্ষতে যখন মাটী শাদাবর্ণের হয়, ফুলিয়া উঠে ও সামান্য খোঁচায় অথবা দাঁত মাজিবার সময় দাঁত হইতে রক্ত পড়ে তখন ইহা ক্রিয়োজোট, ল্যাকে, মার্কারি, অ্যাসিড নাইট্রিক ও অ্যাসিড ফ্লুয়োরিক সমতুল্য ঔষধ ।

উদরাময় বোগে শিশুর পেটটি সৰ্বদা চিন্ চিন্ করে, তাহার ক্ষুধা অত্যধিক, পেটভরা থাকিলেও আবার খাইতে চায় (আইওডিয়াম) । শিশু এটা চায়, ওটা চায় ; কাদে, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে । সে যাহা চায় তাহা দেওয়া হয় অথচ তৎক্ষণাৎ সে উহা বিরক্তির সহিত ফেলিয়া দেয়, ক্যান্ট্রোমিলায়ও এইরূপ লক্ষণ আছে, শিশুর দাঁতগুলি অতি শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত ও কাল হইয়া যায়, এই সকল শিশুর অভীর, উদরাময় প্রভৃতি বোগে ষ্ট্র্যাক্সাগ্রিয়া উত্তম ঔষধ । শিশু কিছু পান বা আঁঠাব কবিলেই অঙ্গের ভিতর মুচড়াইতে থাকে এবং আময় মলতাগ্ন কবিতে থাকে । উদরাময়ের সহিত তাহাব কোমবে ও বস্তিগহবর মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা ও মূত্রনালী ভিতর অসহ্য জ্বালা হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য, মূত্রনালী ভিতর জ্বালা, প্রস্রাবের সময় নষ্ট, বাঁছেব সময় ।

অন্তশূল :—বোগ যদি জীর্ণশীর্ণ ও উপদংশ-বিষদুষ্ট শিশুদিগেব হয়, শূলের বেদনা যদি ঘন ঘন হইতে থাকে, সমগ্র উদবেব স্থানে স্থানে ঘেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা, “ঘেন তাহাব পেটেব বন্ধনী সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং তাহাব পেটটি শবীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে সেইজন্ত বোগী নিজেব হাতে তাহাব পেটটি ধরিয়া রাখে, বামদিকেব যন্ত্রাঙ্গিব মধ্যে ঘেন নথ বন্ধ হইতেছে এইরূপ অবস্থায় এই ঔষধ উপযোগী । পেটে অস্ত্রোপচার করিবার পব যদি অন্ত বা উদবশূল হয় এবং উপরোক্ত লক্ষণ বিগ্ৰহমান থাকে তবে ষ্ট্র্যাক্সাগ্রিয়াই ঔষধ ।

চর্ম্মরোগ :—এক্জিমা বা পামাঞ্চু, বোগীর সৰ্ব্বস্থানে হইতে পারে, তবে মাথাব ও মুখেব পামাঞ্চু বোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী । ইহার উদ্ভেদগুলি শুষ্ক, উঠাব উপব পুচ্ চটা পড়ে, উহা অত্যন্ত চুলকায, চুলকাইবার পর ঐ চটাব নীচ হইতে হলুদবর্ণেব ‘বস নিঃসৃত হয়, ঐ বস যেখানে লাগে সেই স্থানেই নতুন উদ্ভেদ সকল বাহির হয় । ইহার চুলকানি এক স্থানে আরম্ভ হইবার পব ঐ স্থানেব চুলকানি কমিয়া পুনরায় অপব স্থানে চুলকানি আরম্ভ হয় । চুলকানির পর জ্বালা করিতে থাকে ।

আঁচিল বা ডুস্‌রবৎ অর্কবুদ বা কন্ডাইলোমেটা-গুলি ফুলকপির আকৃতিবিশিষ্ট । এইরূপ কন্ডাইলোমেটা সাধারণতঃ পারদেব অপব্যবহারেই বেশী হইয়া থাকে । একটা রমণীর মলদ্বার ও জননেত্রিযের মধ্যবর্তী স্থানে এক ইঞ্চি পরিমিত একটা কন্ডাইলোমেটা হইয়াছিল, ডাঃ জ্যাস ষ্ট্র্যাক্সাগ্রিয়া প্রয়োগ করিয়া এক মাসের ভিতর তাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

কন্ডাইলোমেটার সহিত যদি দাঁতের লক্ষণ থাকে তবে ইহা অধিকতর উপযোগী ঔষধ। আঁচিল ইত্যাদির জন্য খুঁজা, নাইটিউক-অ্যাসিড, অরাম উপকারী।

• **উপদংশ ও পারদেহ** অপব্যবহার জনিত ক্ষত হইতে যদি রস পড়ে, উহা যেখানে লাগে সেই স্থান চাঁড়িয়া বায় এবং আক্রান্ত অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে (বিশেষতঃ শলা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া) যদি দেখা যায় যে ঐ স্থানের চাঁড় পর্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছে তাহা হইলে ইহা ঔষধ।

• **আঘাত জনিত পীড়া** :—ছুরিতে বা তীক্ষ্ণদণ্ড যন্ত্রে কাটিয়া যাঁইবার পূর্ব অথবা অস্ত্রোপচার কবিবার পর ষ্ট্যাফিস্তাগ্রিয়া দ্বারা চমৎকাব ফল পাওয়া যায়। অস্ত্রোপচার করিবার পূর্ব যদি ক্ষত না শুকায় তবে এই ঔষধ বাহ্য প্রয়োগে, এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে (সেবনে) বেশ ফল পাওয়া যায়। পেটে অস্ত্রোপচার কবিবার পূর্ব যদি উন্নয়নশীল হয় তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য। তীক্ষ্ণদণ্ড অস্ত্রে কোন স্থান কাটিয়া গেলে পূর্ব ঐ আক্রান্ত স্থানে ফেরাম-ফসের ১x চূর্ণ চড়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ রক্তপাঁড়া বন্ধ হইয়া যায়। ক্যালেক্সুলা কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া কাটিয়া ছিঁড়িয়া ও ফাটিয়া গেলে নাক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার্য। আমরা এই ক্ষেত্রেও ফেরাম-ফসেব ১x চূর্ণ আক্রান্ত স্থানে চড়াইয়া দিয়া চমৎকাব ফল পাইয়া থাকি। **লেডাম-প্যালস্টার** কোন স্থানে কাটা, পেরেক, গজাল ফুটিয়া আহত হইলে বা ইন্দুর, বিড়াল, মশা ইত্যাদি কামড়াইলে **লেডামই** প্রথম ও প্রধান ঔষধ। যদি ঐকপ আক্রমণেব ফলে প্রায়শ্চৈ কিছু ফুটিয়া যায় বা প্রায়শ্চৈ আঘাত লাগে তবে **হাইপারিকাম** উত্তম ঔষধ।

হাড়ের ব্যথা :—ইহাব বোগীব সমস্ত শরীরে ব্যথা বিশেষতঃ চলাফেরা করিবার সময় হাঁটু দুইটি মতান্ত্র ক্ষীণ মনে হয়, সে মনে কবে যেন উঠাব ভিতর আঘাত লাগিয়াছে, তাহাব সমস্ত হাড়ই অত্যধিক বেদনা তৎসহ সর্কণবীরে অথবা শরীরেব স্থানে স্থানে চুলকানি হইতে থাকে। সকলবোনা বিছানায় শুইয়া থাকিতে থাকিতে অত্যন্ত ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ এবং তাহার প্রভাবান্বিত অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে এরূপ বেদনা অল্পভব, এমন কি অস্থিবেষ্টনীর ভিতরও বেদনা, ফুঁলিয়া উঠা ও পূঁজ হওয়া ইত্যাদি আবেগা লাভ কবে। বর্ষাকালে ও রাত্রেব বেলা বেদনাব বৃদ্ধি। উপদংশজনিত নার্সিকা ক্ষত ইত্যাদি ভাব হয়। (অবাম, কেলি বাই)। চলাফেরা করিবার সময় তাহাব শরীরের প্রায় ষোল সন্ধিই আড়ষ্ট ও ক্ষীণ বোধ।

• **পুংজননেস্রিয়ের পীড়া** :—অত্যধিক ইন্ড্রিয়সেবার ফলোৎপাদন ও চক্ষুদ্বয় গোষ্ঠিঃশোন ও গণ্ড দুইটি স্তান হয় ও তুবড়াইয়া যায় এবং জননেস্রিয় শিথিল হয়। রক্তঃপাত্রেব পূর্ব রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে (অ্যাসিড-ফস, চায়না, কেলি-কার্ল)। চলাফেরা করিবার সময় এবং স্ত্রীসঙ্গমের পূর্ব বাম অণ্ডকোষের ভিতর পুঁথিয়া ফেলিবার দ্বারা বেদনা এবং তাহাব ডাণ্ডিকের অণ্ডকোষ ধরিয়া যেন কেহ টিপিতেছে এরূপ ভাবে টন্ টন্ করিতে থাকে। বোগীব লিঙ্গমুণ্ডের উপর রসাল গুটিসকল উদ্গত হইয়া থাকে। ষ্ট্যাফিস্তাগ্রিয়া বোগী অনবধত অল্লী চিন্তা করিয়া শরীর ও মনকে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলে, সর্কক্ষণই ইন্ড্রিয়সেবা করিতে তাহার আকাঙ্ক্ষা। অতিরিক্ত ইন্ড্রিয়সেবা ও অবৈধ মৈথুনাদি করিয়া রোগীব চোখ মুখ রসিয়া যায়, তাহার চালচলন অপরাধীর দ্বায় হয়, সে লজ্জায় কাহারও সহিত দেখা পর্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়।

• **বিবর্মিষা** :—সমুজ্জ্বলিত্বের বিবর্মিষার সহিত বমন আবন্তের পূর্বে তখন মাথা ঘুরায় ও অত্যন্ত গা-বমি-বমি করে, তখন এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে (ককিউলাস)। ডাঃ টেট্রি

উপরোক্ত লক্ষণের সহিত গর্ভাবস্থায় বমি-বমিতেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন, (সিম্ফোরিকার্পাস)। রোগিণীর পেটটা যেন ঝুলিয়া পড়িয়া আছে, যেন উহা অত্যন্ত দুর্বল বোধ হইতেছে, ঐ সঙ্গে তাহার মাদকদ্রব্য ও তামাক সেবনে অতিশয় আকাঙ্ক্ষা। বমি-বমির সহিত আহার, ও পানে পেটেব বেদনা বৃদ্ধি ইত্যাদি স্ট্র্যাক্সাগ্রিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ।

ডিম্বকোষ-প্রদাহ ও স্ত্রীরোগঃ—বোগিণীর ডিম্বকোষ ও ডিম্বাধার মধ্যে অত্যধিক বেদনা, টিপিলে অত্যন্ত বেদনা বোধ এবং ঐ বেদনা তাহার উদ্বেগে পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়। মাধাবণতঃ যে সকল বমণী স্বামীসহবাসে বঞ্চিত হইয়া একরূপ পীড়ায় ভুগিতে থাকে তাহাদের পক্ষে স্ট্র্যাক্সাগ্রিয়া উত্তম ঔষধ। ইহাৰ ক্ষতুপ্রসাব অনিষ্মিত। প্রসাব বিলম্বে প্রকাশিত হয়, উহা পরিমাণে প্রচুর আবার কোন কোন সময় মোটেই প্রকাশিত হয় না। রোগিণী প্রসাব করিবার সময় অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে বিশেষতঃ সঙ্গের পব প্রস্রাবের জন্য অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। বমণান্তে প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ।

কাসি কেবলমাত্র দিনেব বেলা আশস্ত হয় (ইউফ্রে, অ্যামন-কার্ব), আবার বাত্রে আহারাদির পর বিশেষতঃ মাংস খাইবার পর, রাগ বা অপমান চাপিয়া রাখিলে এবং দীর্ঘ মাজিবার সময় কাসির উদ্বেক।

মোট কথাঃ—অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা বা অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিক জন্ম নানাবিধ পীড়া হইয়া ওদাস্ত, সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য। মাথার যন্ত্রণায় মনে হয় যেন কপালের উপর একটা গোলক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দস্তরোগে তাহাৰ দাঁতগুলি কাল হইয়া যায়, উহা কিছুতেই পবিকার হয় না এবং খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পাকাশয় পূর্ণ থাকিলেও অত্যন্ত ক্ষুধা-বোধ।

ধূমপানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। দিবাবাত্রি ইন্দ্রিয়শূন্য লিপ্সা বা লালসা। চক্ষু উপবে অঙ্গনী এবং অঙ্গনী হইয়া নেত্রনালী বোগ; কাসি কেবলমাত্র দিনের বেলা ঐ মাংসাদি আহার করিলে। একজিমা মুখে ও মাথায় বেনী হয়, উহাৰ উপর চটা পড়ে, চুলকাণ ও কস্মির্গত হয়। শিশু অতিবিক্ত বায়না-প্রিয়, যাহা চায় তাহা দিলেও ছুড়িয়া ফেলে। এই ঔষধ; অর পচা গন্ধাবিশিষ্ট নৈশঘন্ম, বাত বিশেষতঃ হাতের আঙ্গুলের সন্ধিমধ্যে বাতগুটি উৎপন্ন হয় এবং উহাৰ ভিতর পূজ জন্মে। সামান্য শব্দে, সামান্য পরিশ্রমে এমন কি সঙ্গীতের শব্দেও হৃদস্পন্দন হইলে ব্যবহার্য।

হ্রাস-বৃদ্ধিঃ—প্রথম উপবাসভঞ্জেব অর্থাৎ প্রাতঃভোজনেব পর, চুপচাপ বসিয়া থাকিলে দস্তশূলের ব্যাধায় আক্রান্ত দাঁতের গোড়া টিপিলে উপশম; স্পর্শ কবিলে, চলাফেরায়; ঢোক গিলিবার সময়, ঠাণ্ডা জলপান কবিলে, রাগ হইলে, আবেগ উপস্থিত হইলে, নির্মল বায়ু সেবনে, শীতকালে, রাত্রিকালে, অমাবস্তায়, প্রত্যয়ে, অতিরিক্ত সঙ্গমাদি করিলে, পারদের অপব্যবহারে, অপবাহে এবং প্রতি মাসে পূর্ণিমার পূর্বে বোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধঃ—স্ট্র্যাক্সাগ্রিয়া—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচালনার ফলে রোগ হইলে—প্রস্টিটাম তুল্য; শিশুগুণ অত্যন্ত শিথিল—কেলি-ব্রোম তুল্য; মানসিক রোগের জন্ম শূলরোগে—কসমো, কলোসি তুল্য; দস্তরোগে—ক্রিমোজোট তুল্য; আঁচিল হইলে—গ্র্যাফাইটিস, ক্যালকে-ফ্রোর তুল্য; ফুলকপির মত বিবর্জনে—থুজা, ফসফোরাস, অরাম-মিউর-স্ট্রাক্টো তুল্য; মানসিক আবেগ বশতঃ

পক্ষাঘাতে—ষ্ট্যানাম, নেট্রাম তুল্য ; পেটভর্তি অথচ রাক্সসী ক্কাষ—সিনা, আযোড, সাইলি, ক্যাল্‌কে-ফস তুল্য ; পাকস্থলীর নিম্নভাগের শিথিলতায়—সিনা তুল্য ; তামাকের ধোঁয়ায় কাসির বৃদ্ধিতে—স্পঞ্জিয়া তুল্য ; পানবদের অপব্যবহার দূর করণে—মেজেরিয়াম তুল্য ঔষধ।

শক্তি : ৩০, ২০০, ১০০০ ও তদধিক।

ষ্ট্যাফাইলোসিয়া (Staphylocia) ।

ব্যবহারস্থল :—যে সকল রোগে ষ্ট্যাফাইলোকক্কাই বিদ্যমান থাকে যথা মুণ্ডবর্ণ, ফোড়া, আঙ্গুলচাড়া, বক্ষমধ্যে পূঁজসঞ্চয়, হৃদযন্ত্রবোঁধের প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০।

ষ্টিক্টা-পাল্‌মোনারিয়া (Sticta Pulmonaria) ।

পরিচয় :—ইহাৰ অপর নাম লোবেলিয়া-পাল্‌মোনেবিয়া। ইহা এক জাতীয় গাছড়া, ইংল্যান্ডের পাঠাড়ে এক প্রকাব খুব বড় গাছ জন্মে, তাহার গুড়িতে যে শ্রাওনা বা পরগাছা জন্মে, উগাছারা এই ঔষধের অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—শ্বাসপথের প্রতিশ্রায় জনিত বোণ, বহুব্যাপি সর্দি, ওপিং কাসি, ব্রঙ্কাইটিস বা বায়ুনলীভূজ প্রদাহ, কাসি, শ্ববনলী প্রদাহ, শ্বাশুণ, পুতিনশ্র, যক্ষ্মাকাসি, গুরুক্ষ্ম, আমবাত, হাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—ভ্রমণশীল বাতের বেদনা, যকং প্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা, সর্দি কাসি, আমবাত, কাউর (একজিমা) প্রভাত পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর সন্ধিতে ষ্টিক্টার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়।

তরুণ সর্দি :—তরুণ সন্ধিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকাৰী। সর্দির সহিত হাঁচি, অত্যধিক মাথাব্য বস্ত্রণা, চক্ষুর শালা অংশেব প্রদাহ। সর্দির পূর্বে কোন কোন সময়ে বা পবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দির বাতের বেদনা হইয়া এই সকল স্থান ফুলিয়া উঠে। নাসিকা হইতে প্রচুব জলের আয় শ্লেষ্মাশ্রাব হইতে আবৃত্ত কবিলেই বেদনার উপশম। বোগী বাবংবাব নাক পবিকাব করিতে চেষ্টা করে কিন্তু নাক এত শুকাইয়া যায় যে রোগী নাক ঝাড়িয়া ঝাড়িয়াও শ্লেষ্মা বাহির করিতে পারে না। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে সর্দি হইয়া নাসিকাব শ্রাব অতি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যাইবার ফলে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইতে না পারিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ত হয়ই উপবন্ত শুষ্ক বস্ত্রণে কাসি উৎপন্ন হইতে থাকে এইরূপ অবস্থায় ষ্টিক্টা কার্য্যকরী ঔষধ তবে সর্দির প্রথম অবস্থায়ই ইহা বেশী উপযোগী।

ষ্টিক্টা-সর্দির বিশেষত্ব এই যতই সর্দিশ্রাব হইবে ততই বেদনাব উপশম হইবে। কেলি-বাইক্রমেও ঐরূপ সর্দি রোগে নাসিকার মূলে ও কপালে বেদনা হইতে দেপা যায়, ইহাদের শ্রাব যদি বন্ধ হয় তবে বেদনার বৃদ্ধি হয়, নাসিকায় শক্ত মামুড়ি পড়ে কিন্তু ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই যে কেলি-বাইক্রমের রোগীৰ নাসিকায় ক্ষত হয় ষ্টিক্টায় তাহা হয় না বা কেলি বাইক্রমের রোগীর

যেমন শ্লেষ্মা দড়ির স্তায় ও চট্টটে নির্গত হয় ষ্টিক্টার সেইরূপ হয় না। ক্রমাগত হাঁচি হওয়া সঙ্গেও নাসিকা সম্পূর্ণরূপ বন্ধ হইয়া যাওয়া ষ্টিক্টার বিশিষ্ট লক্ষণ।

কাসি অত্যন্ত শুষ্ক, কাসির আক্রমণ দিনের বেলায় ততটা চাকে না, যেমনি সন্ধ্যা হইল অমনি প্রচণ্ডভাবে কাসি আবিস্ত হইবে অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা ও রাত্রেই কাসি অত্যধিক হইতে থাকে, কাসির সময় বোঁগা না পাবে শুইতে না পাবে বসিতে। কাসির সময় শুইতে পারে না, শুইলেই কাসি বৃদ্ধি—আস', বেল, ড্রোসে, গায়োস, রাস-টম্ব, বোঁগা কাসি বৃদ্ধি ঘুমাতে পারে না—লাইকো, পালসে। ষ্টিক্টা বোঁগা কাসির সময় ঠাণ্ডা স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। গামের পব শুষ্ক এবং ক্লেদায়ক কাসিতে এই ঔষধই বিশেষ ফলপ্রসূ।

হুপিং কাসিতেও ইহা ব্যবহৃত হয় যদি কাসি শুষ্ক, উচ্চশব্দকারী ও হুপ শব্দবিশিষ্ট হয় এবং হুপিং কাসির পূর্বে যদি তরুণ জাতীয় সর্দির ইতিহাস থাকে তাহা হইলে ষ্টিক্টাই ব্যবহার্য।

ক্ষয় কাসিতেও ইহা ব্যবহৃত কবা চলে যদি তাহাব থকথকে কাসি অবিশ্রান্ত হইতে থাকে, তাহাব ক্ষয় ভিত্তব অনবরত চাপ বোধ করে এবং সে যদি মনে কবে বুকেব ভিত্তব কি একটা জমাট পদার্থ আবদ্ধ হইয়া আছে তাহা হইলে ষ্টিক্টা উপযোগী।

শির-পীড়া :—তরুণ সর্দির সহিত অত্যন্ত মাথাব যন্ত্রণা হইতে থাকিলে কপালে, নাসামূলে বন্ধন ও চাপ বোধ থাকিলে ইহা উত্তম ঔষধ। সর্দিয়াব ভাবরূপ হইলে মাথাব যন্ত্রণাব উপশম বোধ। 'যদি শ্লেষ্মা নিঃসৃত না হয় তবে তাহার প্রত্যহনীয় যন্ত্রণা হইতে থাকে যাহার ফলে বোঁগা শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। মাথাব যন্ত্রণার সহিত তাহার অত্যন্ত বমি-বমিব ভাব ও বমন হইতে থাকে যাহাব ফলে বোঁগা অবসর হইয়া পড়ে। ডাঃ লিলিয়েম্বাল একটা বমনযুক্ত শির-পীড়া বোঁগা, এই ঔষধ দ্বারা আবোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাব কপালেব মধ্যদেশে এবং নাসামূলে অত্যধিক বেদনা যতই বেলা হয় ততই বেদনাব বৃদ্ধি হইতে থাকে।

অনুভূতি : ষ্টিক্টা বোঁগিণী রাত্রি হইলেই তাহাব পা দুইখানিকে স্থিৰ বাঁধিতে চেষ্টা কবে কেননা সে এইরূপ অনুভব কবে যেন তাহাব পা দুইখানি স্পন্দিত হহতেছে এবং উহা চতুর্দিকে ছড়ান অবস্থায় আছে সেইজন্য তাহাব দৃষ্টি সঙ্গদাই পায়ের উপর বেগী বন্ধিত হয়। তাহার এইরূপ অনুভব হয় যেন সে শূন্যে উড়িতেছে, সে তাহাব বিছানা স্পর্শ করিয়া নাই—সে আছে শূন্যে। তাহার শরীর সোলাব স্তায় হাল্কা হইয়া গিয়াছে এই লক্ষণ আমবা ভ্যালিরিয়ানায়ও দেখিতে পাই।

বাত রোগীব হাত পা ফুলিয়া বায় ও আড়ষ্ট হয়। বোঁগীব জাহ্নুদেশে, সন্ধিতে স্ঠাৎ এদাহ্যকৃত বাত হইলে যদি ষ্টিক্টা প্রয়োগ কবা যায় তাহা হইলে বাত পুৰাতন অবস্থায় পরিণত হইতে পাবে না। ইহাব বাতের বেদনায় ভয়ানক যন্ত্রণা এমন কি বাতের যন্ত্রণাব রোগিণী প্রলাপ পর্যন্ত বর্ণিতে থাকে। ইহার বাতের বেদনা বাহু, হস্তাঙ্গুলি, প্রত্যেক সন্ধিস্থল, উক, পায়ের আঙ্গুল প্রভৃতিতে হইতে পাবে। পায়ের সন্ধির বাতে সে মনে করে তাহার পা দুইখানি শূন্যে ঝলিতেছে। পূর্ন-বর্ণিতরূপ সর্দি হইবা বাতরোগ হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী।

এই ঔষধ অ্যাসিড-ফস, সিমিসিফিউগা, ব্যাসিলি, ক্যানাভিস-ইণ্ডিকা, ড্রোসেরা, ডাল্কা, কেলি-বাই, নাস্ক-ম, জেলস, রিউমেজ সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট হইতে ৩, ৬, ৩০ শক্তি।

টিলিজিয়া-সিলভাটিকা (*Stillingia Sylvatica.*)

প্রস্তুত প্রক্রিয়া:—ইহার অপর নাম স্ত্রাপিয়াম-সিলভাটিকাম। ইহা এক প্রকার বৃক্ষ। এই বৃক্ষের তাজা মূল হইতে আবেক তৈরী করা হয়।

ব্যবহারস্থল:—পারদ, বা উপদংশ-বিষ জর্জরিত ও গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির নানাবিধ পীড়া, অস্থিপীড়া, অস্থিতে গুটি হওয়া, গলকৃত, একজ্রিমা, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ, সন্ধি, মাথা ব্যথা, গ্রীবাগ্রহির ক্ষীতি, যকৃতের পীড়া, গোম প্রভৃতি বোগে টিলিজিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতিরেকে মূত্রমার্গ প্রদাহ, প্রমেহ, খেতপ্রদর, উপদংশজাত ক্ষত ও উচ্ছেদ ইত্যাদি ইহা দ্বারা আরোগ্যলাভ করে।

ক্রিয়াস্থল:—অস্থি প্রদাহ, অস্থিবেষ্ট, অস্থিগুন্ম এবং উপদংশ-দোষজনিত পীড়ায় ইহার ক্রিয়া দেখা যায়।

অস্থিরোগ:—উপদংশজনিত বা গণ্ডমালাজনিত দীর্ঘ অস্থিসকলের পীড়ায়—যথা কোমর, টিবিয়া, হিউমবাস প্রভৃতি অস্থি ও অস্থিবেষ্টের প্রদাহে ইহা উত্তম কার্য্য কবে। টিলিজিয়ার বেদনা রাত্রে ও বর্ষাঋতুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঐ সকল অস্থি ও অস্থিআবরণীর পীড়ার সহিত যদি নাসিকায় ক্ষত থাকে তবে ইহা আরও বেশী কার্য্যকরী ঔষধ। উপদংশ দোষ হেতু শরীরের নানাস্থানে যদি টিবলীর জ্বাষ উত্তেজকল নির্গত হয় ও তৎসহ বাঁত, হাড়ের ভিতর বেদনাদি থাকে তাহা হইলেও ইহা কার্য্যকরী। প্লাবদ বা উপদংশ-বিষে জর্জরিত দেহের পক্ষে ইহা একটা অমূল্য বস্তু।

বাত:—উপদংশজনিত অস্থিবেষ্টনীর বাতে এই ঔষধ অতি চমৎকার কার্য্য কবে। ডাঃ হেল বলেন, তিনি পুৰাতন বাতবোগেও ইহা বথেষ্ট কার্য্যকাৰিতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, 'যে সকল রাতবোগে রাস্-টক্স প্রয়োগ কবিয়া কোন উপকার পাইতেন না অথচ রাস্-টক্সের লক্ষণ বিগ্ৰহমান আছে সেই সকল ক্ষেত্রেও টিলিজিয়া উচ্চশক্তির কয়েক মাত্রায় আশাহরূপ ফলপাইয়াছেন।

স্বরস্বের পীড়া:—উপদংশ-বিষে যাহার দেহ ছুট হইয়াছে, তাহাদের স্বরনলী প্রদাহের সহিত যদি স্বরভঙ্গ ও শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি বিগ্ৰহমান থাকে এবং সময় সময় যদি তরল গব্যের উঠে তবে ইহা উপযোগী। বক্তাদিগের স্বরভঙ্গে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যাহাদের স্বরভঙ্গ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে তাহাদের পক্ষেও ব্যবহৃত হয়। তাহা স্বরনলী খেন আঁটিয়া রহিয়াছে এরূপ অগুভৃতি এবং তালুমলের উভয় পার্শ্বস্থিত গহবরের মধ্যে ফ্লকোঁটানবৎ ব্যথা।

প্রমেহ রোগীর সমস্ত মূত্রনালীর মধ্যে ভয়ঙ্কর উত্তেজনা ও জ্বালা, ঐ জ্বালা ও উত্তেজনা প্রস্ত্রবের সময় অত্যন্ত বেশী হয়, সেইজন্য প্রস্ত্রাব করিতে অতিশয় কষ্টবোধ। মূত্রনলী মধ্যে এত জ্বালা হয় যে, রোগীর সমস্ত শরীর ধামে তিজিয়া যায়। ডাঃ লিলিয়েনহাল বলেন যে, যন্ত্রণাপূর্ণ লিঙ্কোথান, প্রস্ত্রাব কবিলার সময় জ্বালা, মূত্রনালীর ভিতর স্ফুড় স্ফুড় করা এবং মূত্রাশয় প্রদাহে ও প্রমেহরোগে টিলিজিয়া ব্যবহার্য্য। ইহার প্রস্ত্রাব পরিকার জলেব স্রাব। প্রস্ত্রাবে শালা শাল্য তলানিও পড়ে, দুগ্ধনং ঘন প্রস্ত্রাব।

প্রত্যঙ্গাদির পীড়া:—সন্ধ্যাবেলা ডাণ্ডিকের কছই বা ডাণ্ডিকে ধক্ধক ও দপ্পদপ্পকারী বেদনা হইতে থাকে, রোগী তাহার সমস্ত বাহু হইতে আঙ্গুল পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভব করে। উকর উপর, পা, পায়ের তলা ব্যথা করিতে থাকে, তাহার কাঁধে বঁদ বড় অস্থিময় গুটি

নিৰ্গত হয়, পায়ের উপর দ্বারোগ্য উপদংশজাত ক্ষত, উপদংশ বা প্রমেহদুষ্কৃত অস্থিস্থ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

উদরাময় :—ইহাও প্রস্রাব যেমন শাদা দুধের ন্যায়, ইহার বাহ্যেও সেইরূপ দুধের ন্যায় শ্বেতবর্ণের। ইহার উদরাময়ে মল অনিয়মিতভাবে—কখন কষায়, কখন ফেনা ফেনা, কখন পিত্তমিশ্রিত আবার কখনও দুধ বা দধি ন্যায় শাদা হইয়া থাকে। বাহ্যে কবিরাব সময় মলোদ্র ও মলধাব আববক পেশী মধ্য অত্যধিক যন্ত্রণা, এই যন্ত্রণা প্রায় আধ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—আক্রান্ত অংশ টিপিলে ও গরম সেক দিলে উপশম, অপবাহ্যে, আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে, চলা-ফেরায়, ঠাণ্ডা ও ফলীয় বায়ু লাগলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—ষ্ট্রিলিজিয়া উপদংশ বোগে সিকেলি, মেজে, মাকারি, তেলি-আগোড তুল্য, পুরাতন বাতরোগে—গুয়েকাম ও ফাইটোল্যাকা তুল্য, বাত ও সর্দিবোগে—নেট্রাম-সালফ তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩, ৬ শক্তি।

ষ্ট্রীক্‌নিয়াম (Strychninum.) ।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম ষ্ট্রীক্‌নিয়া বা ষ্ট্রীক্‌নিম। ইহা নাক্স-ভমিকা বীজের উপশাব। বহুবিধ প্রক্রিয়া কবিয়া এই ঔষধ বাতির করা হয়, ইহাও বর্ণ শাদা। ষ্ট্রীক্‌নিয়া মাবাস্ত্রক বিষাক্ত পদার্থ এবং ইহার স্বাদ তিক্ত।

ব্যবহারস্থল :—স্নায়বিক উত্তেজনা, অন্ধত্ব, হাঁপানী, ধূতপ্ৰস্রাব, আক্ষেপ, মৃত্যুশয্যেব পীড়া ও পক্ষাঘাত, উন্নর বিনোদক (ডায়েফ্রাম) পর্দায় আক্ষেপ, অসাড়ে প্রস্রাব, অর্দ্রাঙ্গের পক্ষাঘাত, বাত্রিকালে উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত প্রভৃতি। মেরুদণ্ডের উপর “ষ্ট্রীক্‌নিয়া”ব ক্রিয়া সুস্পষ্ট। ইহাও যন্ত্রণাদি হঠাৎ আসে; কতকক্ষণ অন্তর এইরূপ উপসর্গাদি পুনরাব্রমণ হইতে থাকে।

ক্রিয়াস্থল :—ধূতপ্ৰস্রাব ও সাবরাম আক্ষেপ বিশেষতঃ আক্ষেপ মেরুদণ্ডে বেশী হইলে ষ্ট্রীক্‌নিয়াম ক্রিয়া কবিয়া থাকে।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া ধূতপ্ৰস্রাব ও আক্ষেপেব একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাও আক্রমণ সবিরাম, যখন আক্রমণ থাকে না তখন তাহাও মাংসপেশী সকল শিথিল হইয়া যায় কিন্তু কেহ জোবে দবজা বন্ধ করিলে, কেহ তাহার ঘবে প্রবেশ করিলে অথবা কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাতঃ আক্ষেপ আব্রমণ হয় আক্ষেপের সময় মাংসপেশী সমূহ কাঠের ন্যায় শক্ত হইয়া যায়, আক্ষেপের সময় কিন্তু জ্ঞানলোপ হয় না। ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াই আক্ষেপাক্রান্ত হইয়া থাকে তখন তাহার মুখ হইতে ফেনা পড়িতে থাকে, তাহাও দেহ পিছনেব দিকে ধুক্কেব ন্যায় বাঁকিয়া যায়। ইহার আক্ষেপের আক্রমণ মেরুদণ্ডেই বেশী হয়। শরীর ধুক্কেব মতন হইয়া যায় মাথাও পশ্চাতঃ অংশ ও পায়ের গোড়ালি বিছানায় লাগিয়া থাকে, ট্যাবেকাম রোগীও মেরুদণ্ড আক্রান্ত হইয়া কাহার কাহারও তড়কা, খেঁচনি এবং ঘাড় পিঠ শক্ত হইয়া যায়। নাক্স-ভমিকার আক্ষেপও

দীর্ঘস্থায়ী, পেশীৰ আক্ষেপই বেগী হইয়া থাকে ; ষ্ট্রীকনিম-আসৰ বোগীৰ আক্ষেপেৰ সময় চক্ষুৰ পেশীৰ নিবন্তৰ আকৃষ্টন ও প্রসাৰণ হইছে থাকে, চোখেৰ পাভা সকল অনবরত কাঁপিতে থাকে এবং চোখেৰ তায়ার ভিতৰ কেহ স্বচ কুঁটাইতেছে একপ বাধা অনুভব করে। ভীত হইলে লোকেৰ মুখমণ্ডল ঘেৰুপ হয় বোগীৰ মুখেৰ অবস্থাও সেক্ষিপে ভীত-দ্ৰষ্ট ভাব ধারণ করে। মুখমণ্ডল ফুলিয়া উঠে, আঙুলেৰ হাথ গরম হয় এবং চক্ষু অৰ্দ্ধ নিম্নীলিত, তাহাব চক্ষু দেখিলে মনে হইবে যেন মধু মক্ষিকায দংশন কৰিয়াছে। তাহাব বাক্য অস্পষ্ট—মুখেৰ কথা মুখেই মিলাইয়া যায়।

ষ্ট্রীকনিম রোগীৰ মানসিক লক্ষণও কিছু কিছু দেখা যায়—আক্রমণেৰ সময় সে প্রচণ্ড প্রলাপ বকে 'ঐ আমাকে ধ্বংস' বলিয়া চীৎকার কৰিয়া উঠে। কখনও সে বিড় বিড় কৰিয়া কথা বলে, আবার কখনও সে চীৎকার কৰিয়া উঠে আবার কখনও সে গোৰে অট্টহাস্য কৰে। তাহাব মাথা অত্যন্ত হালকা বোধ এবং তাহাব মাথাটা জলে ভাসিতেছে একপ বিশ্বাস। ষ্ট্রীকনিম রোগীৰ ক্ষুধা খুব, সে বেশ রুচিৰ সহিতই আহাব কৰে।

পাঁকযন্ত্ৰেৰ পীড়া :—তাহাব সৰুদাই টুকি উঠে এবং সেই সঙ্গে বমনও থাকে ; বোগী জলেৰ হাথ পাভালা বমি কৰে। তাহাব ক্ষুধা বেশ থাকে এবং খাইতেও পারে বেশ। তৃষ্ণা অত্যন্ত, মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক। গৰ্ভবতীদিগেৰ গা বমি বমিতেও ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ (সিম্ফোৰি-কাপ্চাস)। বোগী বাত্রে খাইবাব সময় হঠাৎ তাহাব উপবেৰ পেট ভয়ানক সাঁটিয়া ধবে ও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যেন মনে হয় তাহাব খাস বন্ধ হইয়া যাইবে, সেই সময় সে তাহাব কোমবেৰ কাপড় ও অন্তৰ স্থানেৰ কাপড় আল্গা কৰিয়া দেয়।

জ্বর :—বোগীৰ সমগ্র মেকদণ্ডেৰ উভয় দিকে শীত বোধ হইয়া বোগীৰ শবীর অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তাহাব মেকদণ্ডেৰ উপৰ হঠাৎ নীচ পর্য্যন্ত যেন বরফ ঢালিয়া দিতেছে এইরূপ অনুভূতি। শবীবোৰ নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা হইয়া যায়, মাথায় ও বুক অত্যধিক ঘন হইতে থাকে কখন কখনও সৰ্ব্বাঙ্গে জ্বালা কবিবার সহিত তাপবৃদ্ধি পায় এবং গরম ঘন হইতে থাকে।

দোষায় ঔষধ :—প্যাৰিফ্ৰোবা, হায়োসা, ট্যাবাকাম্, ক্যাম্ফর, অ্যাকো।

ষ্ট্রীক-বুদ্ধি :—চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে উপশম ; প্রাতে, কেহ তাহাকে স্পর্শ কৰিলে, শব্দ শুনিলে, পরিশ্রম কৰিলে, অচোরেৰ পৰ, নড়াচড়া কৰিলে বোগেৰ বৃদ্ধি।

শক্তি :—২৫, ৩৫, ৬৫ চুণ, ও ৩০ শক্তি।

ষ্ট্রীকনিম-আস (Strychninum Ars.)

প্রস্তুত প্রক্রিয়া :—এই ঔষধ ষ্ট্রীকনিম ও আসেনিকের সংমিশ্রণে তৈরী হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক মতে ৬৫ পর্য্যন্ত বিচূর্ণ, তদুৎকৃষ্ট অরিষ্ট।

ব্যবহারস্থল :—পক্ষাঘাতের লক্ষণেৰ সহিত প্ৰবাতন উদরাময় রোগে ; মেদাপকৰ্ষ বোগেৰ প্রথম অৰ্থাৎ হৃদযন্ত্ৰেৰ বিবৃদ্ধি হইবার পূৰ্বে হৃদযন্ত্ৰেৰ অপকৰ্ষ হইয়া থাকে। শুইয়া থাকিলে অত্যধিক খাসকষ্ট অনুভব, নিশ্বাসেৰ শোথ রোগে প্রস্রাব কমিয়া যায়, প্রস্রাবেৰ আক্ষেপিক গুরু অধিক হয়,

প্রসাধে গ্লুকোজের মাত্রা অত্যধিক দেখা যায়। বহুমূত্র ও রক্তহীনতায় এই ঔষধ ব্যবহার অনেকে অসম্মোদন করেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় বেশী ব্যবহৃত হয়। বেরিবেরি রোগে কার্য্যকরী।

শক্তি :—৬x বিচূর্ণ বেশী কার্য্যকরী।

ষ্ট্রীকনি-এট-ফেরি-সাইট্রেট (Strychninum et Ferr: Cit.) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ পিত্তসংক্রান্ত পীড়ায় সহিত পক্ষাঘাতে এবং শ্রীণ রোগীর অত্যন্ত বমনে যাহা খায় তাহাই বমি করে এই লক্ষণে উপযোগী।

শক্তি :—২x এবং ৩x বিচূর্ণ কার্য্যকরী।

ষ্ট্রীকনি-কস্ফোরিকাম (Strychninum Phos.) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটিও রক্তহীনতার জন্য একটা উপযোগী ঔষধ। রক্তহীনতার জন্য পক্ষাঘাত হইয়া রোগীর পৃষ্ঠবংশীয় শ্বাসের রক্তস্রাবতা ও দুর্বলতা থাকিলে এই ঔষধ চমৎকার কার্য্য করিয়া থাকে। পৃষ্ঠের বেদনা বন্ধস্থলেব সম্মুখদিক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগ চাপিলে বা স্পর্শ করিলে বেদনাবৃদ্ধি।

এই ঔষধে মাংসপেশীর আড়ষ্টতা, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা আছে তৎসহ অনিষমিত নাড়ী ; সংযমশক্তির অভাব, অনবরত হাসির ইচ্ছা, তাণ্ডব (কোরিয়া) ও মূর্ছাবায়ু রোগে এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

শক্তি :—৩x, ৬x দশমিক ক্রম।

ষ্ট্রীকনি-পিউরম (Strychninum Purum.) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হস্তশূল বা চোয়াল লাগিয়া যাওয়া ; মূর্ছাবায়ু রোগে রোগীর হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুল অনবরত কাঁপিতে থাকে, উচ্চ শব্দযুক্ত কাসি, হাঁপানি। মূর্ছাগ্রস্ত রোগিণী পৃষ্ঠে নিম্নভাগে যেন বরফ ত্রিহাচ্ছে অসুস্থ করে এইরূপ শীতলতা অসুভূতি, সে সামান্য শব্দে, স্পর্শে, গন্ধে ও গোলমালে অস্থির হইয়া যায় অর্থাৎ রোগ বেশী হয় এবং রোগিণীর শরীর যদি কেহ টিপিযা দেয় তবে উপশম বোধ করে। রমণীদিগের সঙ্গের প্রবৃত্তি খুব কিন্তু সঙ্গমকালে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে, তাহার শরীরের যে কোন স্থানেই হউক না কেন স্পর্শ করিলে, স্পর্শ স্থানের অসুস্থত্ব জন্মে ও ইন্দ্রিয়লিপ্সা উত্তেজিত হয়।

শক্তি :—৩x, ৬x বিচূর্ণই বেশী ব্যবহৃত হয়।

ষ্ট্রীক্‌নিয়াম-ভ্যালেরিণ (Strychninum Valerin) ।

এই ঔষধ মস্তিষ্কের অবসন্নতা, রক্তবীজের ন্যায়বিক দোষের পক্ষে কার্যকরী — ২x বিচূর্ণ ব্যবহার্য ।

ষ্টেলারিয়া-মিডিয়া (Stellaria Media.) ।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া :— ইহার অপর নাম আলসাইন-মিডিয়া বা চিক্‌-উড্‌ । ইহা এক প্রকার গুল্ম । এই গুল্ম মুকুলিত অবস্থায় সংগৃহীত হইয়া সুবাসার বোলে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ব্যবহারস্থল :— ইহার প্রধান লক্ষণ বা ক্রিয়া দেখা যায়, ভ্রমণশীল বাতের বেদনায় অর্থাৎ যে বেদনা এক সন্ধি হইতে অপব সন্ধিতে ঘুরিয়া বেড়ায় (পালসে, কেলি-সাল্‌ফ, ল্যাক্‌-ক্যানাহ), বোগী ঈশ্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে । রোগীব উরুপ্রদেশে, জাহ্ন ও গুল্‌ফ মধ্যে তীক্ষ্ণ স্ফটিকবৎ বেদনা, ঐ বেদনা নড়াচড়ায় ভাল থাকে । ইহাব বোগীর বাম হাতের আঙ্গুলে সন্ধিতে ঠাতেব বেদনা, ডাণদিকেব কাঁধ এবং বাহুতে বেদনা, বিছানায় শুইলে বেদনার বৃদ্ধি তাহার পৃষ্ঠফলকেব বেদনা, উহা সঞ্চালনে বেশী হয় । ষ্টেলারিয়া রোগী সর্বদাই আলস্য বোধ করে, তাক্সর কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহার সদা সর্বদাই যেন ঘুম পায় (নাক্স-মন্ড), ঘুম ভাঙ্গিবার পব রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে ও তাহার মাথা ঘুরায়, হাত ছইখানি গবম হয় ও পদদ্বয় শীতল হইয়া যায় । বামদিকেব চক্ষে অত্যন্ত বেদনা হইতে থাকে ও বুকের ভিতব থাকিয়া থাকিয়া হৃৎফোড়ান ব্যথা অনুভব করে ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :— সন্ধ্যাব সময় ; চলাফেরা করিলে, পবিত্তার হাওয়ায় বেড়াইলে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টিপিয়া দিলে ও বস্ম পার্শ্বে শুইলে উপশম বোধ ; সকাল বেলা, উত্তাপে, তামাক সেবন করিলে, সঞ্চালনে, বিশ্রামে ও বামদিকে শুইলে লক্ষণের বৃদ্ধি ।

শক্তি :— মূল অবিষ্ট, ১x, ২x, ৩x ক্রম ।

ষ্ট্রেপটোকক্কিন (Streptococin.) ।

ব্যবহারস্থল :— সংক্রামক ব্যাধি হইয়া যদি দূষিত ও ছরারোগ্য বা সেপটিক ক্ষত হয় তবে ইহা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য ।

ষ্ট্রনসিয়ানা-কার্বনিকা (Strontiana Carbonica.) ।

পান্নচয় :— ইহা এক প্রকার ধাতব পদার্থ । এই ধাতু মিশ্রিত অবস্থায় পুনিতে পাওয়া যায়, তারপর ইহাকে নানাবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া ঔষধ আকারে পরিণত করিতে হয় । ইহা স্বেথিতে শাদা, কার্বনেট-অক্স-ম্যাগ্নেসিয়ার স্তায় । এই ঔষধ বিচূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—অস্থিগদাহ, অস্থিক্ত বিশেষতঃ ফিমার অস্থির ক্ষতে বেশী ব্যবহৃত হয়, নৈশ উদরাময়, বাতের বেদনা, পূর্বাতন মচ্কান বেদনা, পায়ের তলায় ও পায়ের ডিমে অত্যন্ত খালধরা বেদনা, অসাড়ে প্রস্রাব করা, হিকা, আঘাতাদি লাগা, সন্ধ্যাস রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

সন্ধ্যাস রোগ :—বোগীৰ মাথাৰ ভিতৰ অতিরিক্ত রক্তসঞ্চিত হইবার জন্ত রোগী যতবার পদচারণ করে ততবার তাহার মুখ আবাক্তিম ও উত্তাপযুক্ত হইবার ফলে তাহার সন্ধ্যাস রোগেব লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয় তখন গরম কাপড় দ্বারা মাথা ঢাকিয়া রাখিলে বা গরম ঘরের ভিতর থাকিলে উপশম বোধ (ম্যাগ-মিউর, সাইলি)। সন্ধ্যাস বোগী মনে কবে যেন তাহার মস্তকের চৰ্ম্ম এক্ষতালুব দিকে টানিতেছে যেন তাহার মাথাৰ ভিতৰেব পদার্থ সকল ঠেলিয়া বাহিৰ হইয়া পড়িতেছে। ঘাড় হইতে উঠা সমস্ত মস্তকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাব যন্ত্রণা **ষ্ট্যানামের** ত্রায় দীবে দীবে আসে এবং দীবে দীবে চলিয়া যায়। যন্ত্রণা, উত্তাপ বিশেষতঃ সূর্য্যেব উত্তাপে (ম্যাগ-মি, ম্যাগ-ফস, বাস্, সাইলি), কেহ মাথা টিপিয়া দিলে ও গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দিলে উপশম। ইহার ঔষগীর মুখমণ্ডলে প্রমেহ বিষ-দুষ্ট উদ্ভেদেব মত উদ্ভেদ সকল বাহিৰ হয়, উঠা জ্বালা করে এবং উঠা হইতে বস পড়ে।

উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা :—ইহাব উদরাময় প্রথম বাত্রে অত্যন্ত বেশী হয়। উদরাময়ের বেগ এত বেশী হয় যে তাহাব হাতের জল শুকাইয়া না অর্থাৎ তাহাকে অনববত পায়খানায় যাইতে হয়। শেষবাত্রে এটার পব উদরাময়েব প্রচণ্ডতা কমিতে থাকে। তবল মলত্যাগেব পবও অনেকক্ষণ তাহাব মলদাব জ্বালা কবিতে থাকে। উদরাময়েব সহিত অস্থি-ক্কত বিশেষতঃ উকতেব অস্থির ক্ষয় ও ফুলা থাকে। এই ঔষধ উদরাময়েব জন্ত যেমন উপযোগী **কোষ্ঠকাঠিভের** জন্তও সেইরূপ উপযোগী। ইহাব বোগীৰ মল মেঘের মলেব ঋায় বড়ি বড়ি, কিন্তু নির্গত হইবার সময় এত যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং এত কষ্টেব সহিত নির্গত হয় যে, সে মনে করে এখনই বুদ্ধি মূচ্ছিত হইয়া পড়িবে, মলত্যাগের পব তাহার মলদাবে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালা করে। **রুয়াকেনাস** বোগীৰও এইরূপ জ্বালা আছে, কিন্তু ট্রুন্সিয়ানা বোগীৰ উদরাময়ের বাহের পরও অত্যন্ত জ্বালা থাকে। মলত্যাগের পব রোগী এত অবসন্ন ও দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে যে, আব বসিতে পাবে না, শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

প্রত্যঙ্গাদির পীড়া :—বহুকালেব মচ্কান ব্যথা বা আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাইবার ফলে যে ব্যথা হয় তাহাব জন্ত অপবাপর ঔষধ সেবনেও যখন ব্যথাদি ভাল হয় না তখন ইচ্ছা দ্বারা আশাতিবিক্ত ফল পাওয়া যায়। বহুকালেব গুল্ফস্কির মচ্কানজনিত পীড়া আণিকা, রুটা, রাস্-টল্ল, ক্যালকেশোর, বেলিস্ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিয়াও যখন ভাল না হয় তখন ট্রুন্সিয়ানা ৩২ বা ৬২ বিচূৰ্ণ সেবনে উঠা আবোগ্যালাভ করে। তাহার পৃষ্ঠদেশে ও নিত্য যেন আঘাত লাগিয়াছে একরূপ ব্যথা, ঐ স্থানে হাত ছোঁয়াইলে বা হেঁট হইলে ব্যথার বৃদ্ধি। ইহার বাতের বেদনা সাধারণতঃ রেংগীর ডাংগদিকেই বেশী হয় এবং সন্ধ্যাবেলা আক্রান্ত অংশ নাড়িতে পারে না, যেন সেই অংশে পক্ষাঘাত হইয়াছে এইরূপ বোধ। ইহার ব্যাংশিক বেদনা যেন মজ্জাগতভাবে থাকিয়া দেহকে বেগে স্পন্দিত কবিতে থাকে।

জ্বর বোগীর নাসিকা ও মুখ দিয়া যেন অগ্নিবৎ উত্তাপ বাহির হইতে থাকে, সেই সঙ্গে ভয়ানক তৃষ্ণা। রাত্রে তাহার প্রবল জ্বর উঠে, তাহার শরীর একেবারে শুকনা মনে হয়, একটুও শাম.

নির্গত হয় না। আবার যখন তাহার বর্ষ হইতে আরম্ভ করে তখন প্রচুর পবিমাণে বর্ষ হয়; এবং শরীরের যে অংশ ঢাকার বাহিরে পড়ে সেই অনাবৃত অংশ ব্যথা করিতে থাকে।

চর্মরোগ:—রোগীকে মুখে ও দেহের অন্যান্য অংশে প্রমোহজনিত উদ্ভেদ উঠিয়া থাকে, ঐ উদ্ভেদসকল অন্তস্ত চুলকায ও তাগ হইতে রস পড়ে।

হাস-বৃদ্ধি:—উত্তাপ লক্ষণগুলি বিশেষতঃ সূর্য্যোব উত্তাপে, শেষ বার্ত্তি ৩৪ টার সময় এবং খাইবামাত্র বোগেব উপশম; আক্রান্ত স্থানে হাত ছোঁয়াইলে, দলিয়া দিলে, মাথা নীচু করিয়া চলকেরা কবিলে, হেঁট হইলে, শাবীবিক পরিশ্রমে, সন্ধ্যাবেলা, বায়ে জনীয় বায়ু লগায়াইলে এবং খাইবাব কিছু পরে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ:—অগ্নিকা, কালকেবিয়া, কষ্টি, কেলি-কার্ক, মার্কাবি, পাল্লে, বাস্টক্স, কটা, সিপিয়া।

শক্তি:—৩৪, ৬৪ বিচূর্ণ।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম (Stramonium.)

পরিচয়:—ইহার মপব নাম ডেটুবা-ষ্ট্র্যামোনিয়াম। আমাদের দেশে ইহাকে ধুতুবা বলে। ইহার প্লাকা বীজ চূর্ণ করিয়া এই ঔষধেব মূল অবিষ্ট তৈবী কবে। ধুতুবা বীজ আমাদের দেশেব আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণও বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাহাবা কেবা ধুতুবাব বীজ ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ঔষধার্থ তাহাবা ধুতুরা পাতার বসও ব্যবহার করিয়া থাকেন। অ্যাকোনাইট অধ্যায়ে আমবা বলিয়াছি, অ্যাকোনাইট মাত্রমেব পক্ষে বিধ কিছু ইহা গাধার খাত্ত। আবার ষ্ট্র্যামোনিয়ামের ব্যাপার দেখুন, ধুতুবা পাতা ছাগলে বেশ তৃপ্তব সতিত থায, খুটিলে গরুরও সহজে কোন অসুখ কবে না, তবে উহাব দুধ বিষাক্ত হওয়া শিশুদিগেব অনিষ্ট করিয়া দেয়, আঁব আমবা (অর্থ্যাৎ মাত্রব) যদি ধুতুবাব বীজ খাও তবে পাগল হইয়া যাউ, এই ঔষবটী হানেমান পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

ব্যবহারস্থল:—মস্তক ও শ্বাসমণ্ডলেব ক্রিয়ায ইগ বেলেডোনার স্তায় কার্য্য কবে, ইগ ব্যতিরেকে সন্ধ্যাসরোগ, তাণ্ডব, প্রলাপ, জ্বাভক, শিরঃপীড়া, আলৌকাতক, মূর্গারোগ, পক্ষাঘাত, ভয়জনিত আক্ষেপ, বক্রদৃষ্টি, তোতলামি, ধনুষ্টক্যাব, বাকবোধ, উন্মাদ, সাম্প্রিপাতিক জ্বব, চোখাল আটুতান পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল:—মুন ও মস্তিষ্কেব উত্তেজনা জন্মিয়া বোগী অনিদ্রায় ভোগে, উন্মাদেব ভাব, বিকার হওয়া ইত্যাদি দেখা যায়, গলশোষ, চর্ম্মের উপব ক্রিয়াধিক্য, চক্ষু কৈণীকিকার উপব ক্রিয়া, স্পন্দিত্তির হাস; ইন্দ্রিয়েব উত্তেজনা, শ্বাসমণ্ডলের ও মূত্রগ্রন্থির উপব ক্রিয়া প্রকাশ করে।

মল:—উদ্রততা ইহাব প্রধান লক্ষণ, রোগী হাসে, গান গায, কবিতা আবৃত্তি কবে, দাত বাহির করিয়া ঠাট্টা কবে, শীষ দেখ, চীৎকার করে, করণ ভাবে প্রার্থনা করে, অহুঁদ বকমেব প্রতিজ্ঞা কবে এবং হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসে ও ভবে চীৎকার করিয়া উঠে। বোগী নানা ভাবে কল্পনা করে; সে মনে করে যেন সে অন্তস্ত দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে, যেন তাহাব শরীর একটা শরীর

নহে, দুইটা শরীর, এই লক্ষণ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগেরই বেশী হয়, এইরূপ লক্ষণ পুরুষদিগের হইলে অ্যানাকার্ডিয়াম উপযোগী। পেট্রোলিয়াম রোগী মনে করে তাহার প্রত্যক্ষ সকল সংখ্যা বিগুণ হইয়াছে। আবার ট্র্যামোনিয়াম রোগী মনে করে তাহার অঙ্গাঙ্গ-শুটাইয়া ফেলান হইয়াছে। সে আবার তাহার আত্মীয়স্বজনদের বলে, সে প্রেতাঙ্গাদিগের সহিত কথা বলে। কখনও আবার ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা করে বা ভক্তি গদ্যদ্বিচ্ছে প্রার্থনা করে, আবার বিকারের ভিতরও সে নামা প্রকার বিভীষিকাজনক পদার্থ দেখিতে পায়, নানা প্রকার কাল্পনিক ছায়া মূর্তি দেখিতে পায়, যেন কেহ তাহার কাণের কাছে কথা বলিতেছে এরূপ শুনিতে পায়, ইঁদুব, ঘিড়াল, কুকুব প্রভৃতি জন্তর ছায়ামূর্তি দেখিয়া পালাইবার চেষ্টা করে। বেলেডোনার্য বিকারের ভিতর নানা প্রকার মূর্তি দেখিয়া পালাইবার চেষ্টা করে, এমন কি জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া পড়ে; বেলেডোনা রোগীর মাথায অত্যধিক রক্তসঞ্চয়ের জন্ত মাথা অত্যন্ত গবম হয়, চক্ষু মুখ রঙে বস্ত্রায় লাল হয়, দুইদিকের রঙের ভিতর দপ্‌দপ্‌ কবে; বিকারে উচ্চহাস্য কবে, চীৎকার করে, দাঁত কড়মড় করে, অন্তকে প্রহার করে, কামড়ায়; বেলেডোনায যেরূপ সাংঘাতিক আত্মীয় বিকাব এরূপ সাংঘাতিক বিকার আবার ট্র্যামোনিয়ামে নাই কেবল ট্র্যামোনিয়াম কেন অল্প কোন ঔষধে এরূপ নাই, ট্র্যামোনিয়ামের বিকারের লক্ষণের সতিত হায়োসায়ামাস ও বেলেডোনার্য সাদৃশ্য আছে তবে হায়োসায়ামাসের প্রলাপকে বেল ও ট্র্যামোনিয়ামের মধ্যবর্তী প্রলাপ বলা চলে। হায়োসায়ামাসের প্রলাপ বেলেডোনার্য মত অত প্রচণ্ড নহে বা ট্র্যামোনিয়ামের মত অত উদ্ভ্রান্ত নাই; হায়োসি রোগী বিড়ি গিড়ি করিয়া বকে, হাতের আঙ্গুল দ্বারা বিছানার চারদর খোঁটে, আচ্ছন্নভাবে থাকে, অলীল গান গায়, গায়েব ঢাকা ফেলিয়া দেয়। বেলেডোনা বোগী কামড়ায়, মাঝে, থুথু দেয়, চীৎকার করিয়া উঠে, আবার ট্র্যামোনিয়াম রোগী অনর্গল কথা কহে, হাসে, গান গায়, কবিতা আবৃত্তি কবে বা পাঠ কবে, চক্ষুকাইয়া উঠে, একাকী থাকিতে ভয় পায়, আলোকাতঙ্ক থাকিলেও আলোকের ভিতর ও অনেক লোকের ভিতর থাকিতে চায়, কেবল আলোর ভিতর থাকিতে ভালবাসে—বেল্‌ জেল্‌স, অ্যাকা, বহুলোকের ভিতর থাকিতে ভালবাসে—বিস্মাথ কেলি-কার্ব, লাইকো, সিপিথা প্রভৃতি ঔষধ।

বিকারের ভিতর ট্র্যামোনিয়াম বোগী কাহাকেও চিনিতে পারে না, সে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে স্তবধাঃ নিজের আত্মীয়দের চিনিতে পারে না, হায়োসায়ামাস রোগী নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকেও চিনিতে পারে না। রোগীর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। ক্ষীণ-স্মৃতির ঔষধের কথা ডাঃ ফ্রাঙ্ক ফ্র্যাংকট বলেন যে, নিম্নেব এই ঔষধগুলিকে সর্বদা মনে রাখিবে—অ্যাকোনাইট, ক্রিফো, ল্যাকেসিস, নেট্রাম-মিউর এবং ট্র্যামোনিয়াম। ট্র্যামোনিয়াম রোগী দুই চারি কথা বলিতে না বলিতে কি বলিতেছে ভুলিয়া যায়, নিজের ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির জন্ত কাদিতে থাকে। স্বর্ঘ্যাবাতের পব স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গেলে ট্র্যামোনিয়াম ব্যবহার্য্য-ঔষধ।

জলাতঙ্ক রোগে বোগী কোন প্রকাব চাকচিক্য বিশিষ্ট জিনিষ দেখিলে বা জলের ভিতর নিজেব ছায়া দেখিলে চীৎকার করিয়া উঠে বা কুকুরের স্ত্রায় ডাকিতে থাকে বা কুকুরের স্ত্রায় কামড়াইতে চায়; এই সময় তাহার মুখ শুষ্ক হয়, চক্ষুতারকা প্রসাবিত হয়, সে অনবরত কথা বলিতে থাকে, এমন কি বৈদেশিক ভাষায় কথা পর্য্যন্ত বলিয়া থাকে।

উন্মাদ রোগীর জন্ত ট্র্যামোনিয়াম ভাল ঔষধ। যদি ধূতুরার বীজ খাইয়া উন্মাদ হইয়া যায়, তবে সে নানাবিধ কাল্পনিক দৃশ্য দর্শন করে; অস্বাভাবিক নৃত্য করে, গান গায়, অতিরিক্ত কথা

বলে, হাতের নানাবিধ ভঙ্গি করে, আবার কখনও ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অত্যধিক চীৎকার করে, 'কামড়ায, আঁচড়াইয়া দেয; তাহার চোখের তারা বড় বড় হয়, উজ্জ্বল হয়, তখন তাহার আকৃতি দেখিলে ভয় হয়। আবার রোগী কখনও ভয় পাইয়া পালাইবার চেষ্টা করে, অত্যন্ত ভীষণ আকৃতির লোক দেখিয়া ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হইয়া ক্রমাগত চীৎকার করিতে থাকে। আবার কখন তাহার ভক্তিতাব জাগরিত হয় তখন সে যুক্তকরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কবে। যোগী সর্বদাই গুইয়া থাকিতে ভালবাসে; চলিতে গেলে তাহার দেহ টলমল করে, অপবের বিনা সাহায্যে সে এক পদও চলিতে পাবে না। তরুণ উন্মাদ রোগে যাহারা বার বার উলঙ্গ হইবার চেষ্টা করে, হায়োসায়ামাস তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মত্ততার জন্য ইহা একটা উপযোগী ঔষধ। যে সকল রমণী স্তন্যবহায় সত্যসাক্ষী থাকে, কিন্তু এই অবস্থায় তাহাদের কামপিপাসা যে কিরূপ বদ্ধিত হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। রোগিনী অনবরত অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেয় এবং ভীষণ ভাবে কামেব ভাব জ্ঞাপন করে; তাহার শরীর হইতেও বেতের গন্ধ পাওয়া যায় অর্থাৎ কুকুরাদি জন্তুগণ কখন জোড় খায় তখন তাহাদেব শরীর হইতে যেরূপ বিশ্রী গন্ধ আসে, এই সকল স্ত্রীলোকের শরীর হইতেও সেইরূপ গন্ধ বাহির হয়। ঋতু হইবার পূর্বেই তাহার কামভাব আরও বেশী হয়।

ওরিগেনোমের রমণীগণেব কামোন্মাদ ও প্রেমোন্মাদ হইয়া থাকে। ইহার রোগিনীদিগের হৃদয়বদ্ধ কৃত্রিম মৈথুনের আকাঙ্ক্ষা, রোগিনী একদিন মৈথুন না করিয়া থাকিতে পারে না, কোন স্তন্যব পুংস তাহার চোখে পড়িলে তখনই সে ইন্দ্রিয়লালসা তৃপ্তিব জন্য কৃত্রিম মৈথুন করিয়া থাকে, পুংসদিগেব এইরূপ ভাব হইলে অর্থাৎ কোন রমণী চলিয়া যাইতেছে দেখিলেই কামভাব জাগরিত হইলে সে সামনে কোন নির্জন স্থান পাইলে সেইখানে বসিয়া হস্তমৈথুন কবে—বিউফো, ক্যালোডিয়াম, ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগিনী ওরিগেনোমের হায ভীষণ কামতুরা, ইহাদের ভিত্তর পার্থক্য এই ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগিনী উন্মাদ ভাবাপন্ন হইয়া যায়, ওরিগেনোমে সেইরূপ হয় না।

শিশুদিগের তড়কার জন্য ষ্ট্র্যামোনিয়াম ও বেলেডোনা দুই ঔষধই উপযোগী, তবে ষ্ট্র্যামোনিয়াম বেশী উপযোগী। যে স্থানে হাম, বসন্ত বা অন্য কোন উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া তড়কা হইয়াছে বা হাম, বসন্ত বা অন্য কোন গুটীকায়ুক্ত পীড়ার সহিত তড়কা হয় সেইখানে ষ্ট্র্যামোনিয়াম উপযোগী ঔষধ। এই সকল ক্ষেত্রে কুপ্রামও চমৎকার ঔষধ; তবে কুপ্রামে খিলখরাব ভাবটা বেশী এবং রোগীর শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়,—ষ্ট্র্যামোনিয়াম শিশুর শরীর তড়কার সময় লালবর্ণের হয়, সেই সন্ধে তাহার সমস্ত শরীর গরম, সে অত্যন্ত ছটফট করে, ঘুমাইতে ভয় পায় ও কাঁদিয়া উঠে এবং নিকটে যাহাকে পায তাহাকে জড়াইয়া ধরে, 'ঘুম ভাঙ্গিবার পর ভয় পাওয়া' কুপ্রাম এবং ষ্ট্র্যামোনিয়াম দুই ঔষধই আছে; ইহাদের ভিত্তর পার্থক্য এই ষ্ট্র্যামোনিয়াম-শিশু মধ্যে মধ্যে আবার কল্পনা পূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, কুপ্রাম কেবল হাম বসন্ত বসিয়া গিয়া বা একবার ভালরূপ বাহির হইয়া পরে হঠাৎ বসিয়া গিয়া তড়কা হইলে উপযোগী। তড়কায বেলেডোনা ও ষ্ট্র্যামোনিয়াম উভয় ঔষধই বিশেষ ফলপ্রদ।

• • সান্নিপাতিক-জ্বর-বিকার বা টাইফয়েড জ্বরে ষ্ট্র্যামোনিয়াম একটা চমৎকার ঔষধ। ডাঃ ল্যান্স যেমন "টাইফ ও রেইলেস" ঔষধ—অ্যাকোনাইট, রাস-টক্স ও আসেন্নিককে বর্ণনাছেন, সেইরূপ "টাইফ ডিলিরিয়াস" আখ্যা দিবাছেন বেলেডোনা, হায়োসায়ামাস ও ষ্ট্র্যামোনিয়ামকে।

বিফারে বেলেডোনা—প্রচণ্ডভাবে ধারণ করে অর্থাৎ কামড়ায়, থুথু দেয়, লাকাইয়া পড়ে, চোখ মুখ লাল হইয়া যায় ; হায়োস্যাম্মাস বিকারের ভিত্তি প্রফুল্ল থাকে, বিড় বিড় করিয়া বকে, সমস্ত শরীরের ঢাকা ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া থাকে ; ট্র্যামোনিয়াম—প্রলাপেব ভিত্তি রোগীকে দেখিলে মনে হয় যেন সে পাগলের রূপ ধরিয়াছে ।

ট্র্যামোনিয়াম টাইফয়েডেব প্রথম অবস্থায় বড় একটা ব্যবহৃত হয় না । টাইফয়েডেব যে অবস্থায় ট্র্যামোনিয়াম ব্যবহৃত হয় সেই অবস্থা চিন্তা করা যায় না—রোগীকে দেখিতে ঠিক একটা পাগলেব স্থায় দেখা যায়—সেই সঙ্গে তাহার মুখ লাল হইয়া যায় । অনেক ভুল কবিয়া হয়ত এই অবস্থায় বেলেডোনার চিন্তা করিয়া বসেন ; বস্তুতঃ বেলেডোনা টাইফয়েডে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না । এই সময় রোগীর চোখের ভাব পাগলের মত হয় ও ছলছল কবে, সে নিজের কল্পনায় নানাবিধ জিনিষ দেখিতে পায় তাহাতে ভয়ে আতকে উঠে । বোগী দেখিতে পায় যেন ঘরের কোণ হইতে জন্তু জানোয়ার তাহাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে ; অশান্ত মানসিক লক্ষণ জন্ত “ন্যাকেসিস অধ্যায়” দ্রষ্টব্য । জ্বর বিকাবে বেলের ‘প্রচণ্ডতা ও হঠাৎ রোগের আগমন,’ ট্র্যামোনিয়ামের ‘দুর্দান্ত বিকাবের অবস্থা’ এবং হাইওসাম্মাসে ‘অসাড় ভাব’ মনে রাখিতে হইবে ।

ম্যালেরিয়া জ্বর সাধারণতঃ মোটাসোটা নোকদিগেব বেশী হয়, জ্ববেব আক্রমণ বেলা ১১টার সময় আবম্ভ হইয়া বাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত থাকে, প্রথম তাহার মুখ ও মাথা গরম হয় পবে সর্বশরীর গরম হইতে থাকে—শরীর ভগ্নানিক ভাবে উত্তপ্ত হয় সেই সঙ্গে অন্তর্গতনা ও উদ্বেগ থুব দেখা যায় । প্রচণ্ড জ্ববেব সময় তাহার মাথা বোবে, ভুল বকে ; তড়কা হয় । জ্ববেব সময় বোগী অন্ধকারে একলা থাকিতে ভয় পায়, উজ্জল চক্চকে জিনিষেব দিকে তাকাইলে অথবা কেহ তাহার গায়ে হাত দিলে চমকিয়া উঠে ; বোগীর জ্ববেব পুর্বে শীত কবিত্তে থাকে । কিন্তু তাহার মুখ লাল, মাথা গরম ও হাত পা কাঁপিতে থাকে । শীতেব সহিত প্রচুব ঘর্ম্ম হয়,—হাত পা চুঁপ’সে যায় । ঘর্ম্ম তাহার প্রচুব পরিমাণে হইয়া থাকে—সেহ সঙ্গে পিপাসা ও উদ্বাসময়, পেট কাঁপা এবং পেটে বেদনা থাকে । এই অবস্থায় তাহার থুব ক্ষুধা পায় । জিহ্বা ফোলা ফোলা ও শুষ্ক, এই জন্ত বসাল দ্রব্যও শুষ্ক-বাদ মনে কবে ।

শিশুদিগের জ্বরেও ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ । জ্ববেব ভিত্তি শিশু হঠাৎ চীৎকার কানিয়া কাঁদিয়া উঠে, চমকিয়া উঠে, হাত পায়েব পেশী সকল কাঁপিতে থাকে, চক্ষু আধ বোজা অবস্থায় থাকে, চক্ষু তারা বড় হয় ; অশান্ত লক্ষণ উপবে দ্রষ্টব্য ।

ট্র্যামোনিয়াম—টাইফয়েড জ্বব, হৃতিকা জ্বব, ম্যালেরিয়া জ্বর, উদ্বেগাদি বসিয়া গিয়া বিকারযুক্ত জ্ববেব জন্ত উপযোগী ।

জলাতক রোগ :—পাংগ্লা শৃগাল ও কুকুবাদি পশুব দংশনের পর হইলে ইহা উত্তম ঔষধ । রোগী জল, আসি বা কোন চক্চাক পদার্থেব দিকে তাকাইলে তাহার প্রলাপ, গলনলীর স্পন্দন এবং তড়কা ইত্যাদি হয় । জলাতক বোগে যখন গলদেশের আক্ষেপিক আকুঞ্চনাদি হইয়া থাকে তখন ট্র্যামোনিয়াম একমাত্র ঔষধ । রোগীর তবল দেব্যে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা । প্রত্যেকটা দ্রব্যকে সে দুইটা দেখে ; অশান্ত লক্ষণ ‘উদ্বাস্ততা অধ্যায়’ দ্রষ্টব্য ।

উর্দ্রাময় :—টাইফয়েড ও হৃতিকা জ্বরেই বেশী দেখা যায় অনেক প্রস্থতিরই উদ্রাময় হইয়া থাকে । ইহার মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা ও কালবর্ণেব কখন কখন সামান্য হরিদ্রাবর্ণের মলও

ইহাতে পাওয়া যায়—বাছের সময় পেটে বেদনা ও প্রচুর ঘর্ম এবং বাছে হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হওয়াই ইহার বিশেষত্ব। উদবাসনের সতিত ভগানক তৃষ্ণা, অল্পবস পানের জন্য অত্যন্ত আকাংক্ষা (ক্যামো, তিপাব, ম্যাগ-কার), মুখ প্রচুর লালারাব সম্বন্ধে অত্যন্ত তৃষ্ণা; হিকা, অত্যন্ত ছটফটানি এবং ঘুমের ভিতর চীৎকার কবিতা উঠা ও পেট ফাঁপা প্রভৃতিতে ইহা কার্যকরী। শিশুদিগের অব্যবস্থিত উপবোধকর উপরামগ থাকিলে ষ্ট্র্যামোনিয়াম আরও কার্যকরী ঔষধ।

প্রশ্রাব :—প্রসবের পূর্বে প্রশ্রাব বন্ধ হইয়া প্রসবিত বানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইলে বা টাইফয়েড অবস্থায় প্রশ্রাব বন্ধ হইয়া বিকাবের লক্ষণ আরও বেশী হইলে ইহা দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগীর প্রশ্রাব দীর্ঘ দীর্ঘ, বিন্দু বিন্দু অথবা ক্ষীণ শ্রোতে নিঃসৃত হয়—রোগী নতুন কেবল বেগ দিক্কা স্বাভাবিক শ্রোতে তাহার প্রশ্রাব বাহির হইবে না; ইহার রোগীর অসাধারণ তীব্র গন্ধযুক্ত প্রশ্রাবও হয়—প্রশ্রাবের পরই পুনরায় তাহার প্রশ্রাবের বেগ আসে, যেন তাহার ‘খলিতে আরও প্রশ্রাব জমা’ আছে—এইরূপ ‘অনুভব’।

তোতলামির জন্য ষ্ট্র্যামোনিয়াম একটা উত্তম ঔষধ। বোগীর জিহবা ফুলা ফুলা, আড়ষ্ট এবং শুষ্ক। সে সংজ্ঞে তাহার দৃষ্টি নারিত্তে পাবে না (ক্র্যাটে, হেলিও, ল্যাক), অনেক চেষ্টা এবং অনেক বকমের মুখ ভঙ্গি করিবার পর সে তাহার কথা উচ্চারণ করে (বোভিষ্টা, স্পাই)। বোগী কি বলিতেছে বুঝা যায় না। কোন কোন তোতলা বোগী মোটেই কথা ব্যক্ত করিতে পারে না। ‘এই সকল বোগীদের মুখ ও গলায় ভিতর অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, দেখিলে মনে হয় উহা সন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে অত্যন্ত জল পিপাসা থাকিলে ইহাই ঔষধ।

শিরঃস্পীড়া :—রোগীর মাথা অত্যন্ত ঘুরায়, সে অন্ধকারে মোটেই চলিতে পারে না চলিবার সময় সে টলিতে থাকে এবং সম্মুখে অন্ধকারময় পদার্থ দেখিতে পায়; রোগী এরূপ ভাবে টলিতে থাকে যে তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন সে অত্যধিক মত্তপান করিয়াছে। ইহাতে যেমন মাথার ঘূর্ণানু আছে সেইরূপ তীব্র যন্ত্রণাও ইহাতে দেখা যায়। প্রাতে তাহার মাথায় রক্ত-সঞ্চাযিক্য বশতঃ মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং দুপুর বেলা অত্যন্ত বেশী হইয়া বৈকালের দিক দিয়া কমিতে থাকে (নেট্রাম-মিউর, স্পাই, ম্লোন)। দুপুর বেলা এত সাংঘাতিক যন্ত্রণা হইতে আরম্ভ হয় যে সে কান করে ‘সে বৃষ্টি পাতল হইয়া বাহবে’; যন্ত্রণার সময় মাথা দেয়ালে ঠুকিতে ও ঘষিতে আরম্ভ করে।

বিসর্প হইয়া বিকাবের লক্ষণ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ আমরা সেখানে বেলেডোনার কথা চিন্তা করি কিন্তু যদি ঐ স্থানে পচন আবদ্ধ হইয়া বোগীর জ্বর হয় ও বিকাবের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয় তখন বেলেডোনার কথা চিন্তা না করিয়া ষ্ট্র্যামোনিয়াম প্রয়োগ করিতে হয়। রাস-টক্স ও বিসর্প রোগের উত্তম ঔষধ; বিসর্প হইয়া বোগী ছটফট করে, আক্রান্ত স্থান লালচে হইয়া ফোকা ফোকা হয়। ষ্ট্র্যামোনে ছটফটানি, বিকারভাব, ভয় পাইয়া চীৎকার করা বেশী। রাস-টক্সের জিহবার অগ্রভাগ লাল ত্রিকোণাকার; ষ্ট্র্যামোর জিহবা কখন লাল হয় আবার কখনও শাদা দেখা যায়; শিহ্বার উপর ছোট লাল গোল গোল দাগ দ্বারা আবৃত দেখা যায়। ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগীর সমস্ত দেহের উপর গাঢ় লালবর্ণের উদ্বেগ বাহির হয়।

শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি :—আমাদের দেশীয় একটা প্রথা আছে যে শ্বাসকাস রোগী যন্ত্র ধ্বংসের ধূমপান করে তবে শ্বাসকাসি সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায় কিন্তু এমন ভাবে ধূমপান করিবে যে ধূম

হুসকুসে প্রবিষ্ট হয়। ইহাতে শ্বাসকাসি আরোগ্য হয় কিনা জানি না তবে প্রথা আছে, ইহা হইতেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে ট্র্যামোনিয়াম সাধারণ শ্বাসকাসির পক্ষে উপযোগী এবং সুরাপাবীদিগের হাঁপানি কাসিব ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। হাঁপানির টানের সহিত যখন রোগীর শ্বাসকৃচ্ছতা হয় তখন সে নিশ্বাস বায়ু সেবনের জন্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে—কাসি নির্দিষ্ট সময় অন্তর আবিভূত হয়। ইহার কাসি প্রাতে, কর্ণদেশে হাত দিলে (ল্যাকে), খুব হাওয়াযুক্ত স্থানে বেড়াইলে, কোন উজ্জল পদার্থের দিকে তাকাইলে এবং জলপানের পর বেশী হয়।

হুপিংকাসি :—যেও যেও ঘুংড়ী কাসির স্তায় হইয়া যদি তীব্রভাবে রোগীর বুক সাঁটিয়া ধরে এবং তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় তবে ইহা ঘাঁচা কাজ পাওয়া যায়।

হৃদযন্ত্রের পীড়া প্রায় অস্তিত্ত রোগের সহিত আবিভূত হয়। কোনরূপ ভয় পাইলে বা একটু নড়িলে চড়িলে তাহার হৃদপিণ্ড এরূপ ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে যে বোগী ছু' এক ঘণ্টা পর্যন্ত কথা কহিতে পারে না। প্রত্যেক দিন ঘুম ভাঙ্গিবার পরই তাহার শ্বাসকৃচ্ছতা বেশী হয় ও শীতল বায়ুর ভিতরও শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়া থাকে।

হাম ও বসন্ত :—হাম ও বসন্তের উদ্ভেদ উঠিতে উঠিতে বসিয়া গিয়া যদি রোগীর বিকাশ হয়, বিকারের ভিতর চীৎকার করে, উন্নততার ভাব দেখা দেয় তবে ইহা ব্যবহার্য্য।

মোট কথা :—ট্র্যামোনিয়াম লম্ববর্ণ মুখমণ্ডল, প্রচণ্ড প্রলাপ, বহু ভাষায় প্রলাপের ভিতর কথা বলা, অঙ্গকারের ভিতর একা থাকিতে ভয়; নিদ্রা ভাঙ্গিবার পব ভয়ে অস্থির, নানাবিধ জন্ত জানোয়ারের ভয়; এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত ও অপর পার্শ্বের আক্ষেপ। চক্ষুর তারা অত্যন্ত বড় হইয়া যাওয়া; টাইফয়েড জ্বরের বিকার, উন্মাদ অবস্থায় নানাপ্রকার চীৎকার করা, শিব দেওয়া, করুণ ভাবে প্রার্থনা করা, অনবরত কথা বলা, জ্বলাতন রোগে জল ও চকচকে পদার্থ রেখিলে ভয়, তরল দ্রব্যে ঘৃণা, ভোঁৎলামিতে অত্যন্ত অস্পষ্ট কথা বলা, কামোন্মাদ, স্মৃতিক্ষীণতা প্রভৃতি ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ।

সম্বন্ধ :—জরায়ুর মধ্যে ফুল আটকাইয়া যাইবার জন্ত অত্যন্ত বক্তব্যের ফলে প্রলাপাদিতে—সিকেলি, পাটেরোজেন তুল্য; প্রলাপে—বেলেডো, ল্যাকে, হাথোসি, কুগ্রাম তুল্য; অলৌক মর্শনে—ব্যান্টে, থুজা তুল্য; উজ্জল আলোকে আক্ষেপের বৃদ্ধিতে—কেলি-ব্রোম তুল্য; অতিরিক্ত বাচালতায়—কুগ্রাম, হাথো, ল্যাকে তুল্য; জননেজ্রিয়ে হাত দেওয়ায়—জিকাম, হায়োসা তুল্য; পলায়নের চেষ্টা—বেলেডো, ব্রাইও তুল্য ঔষধ।

দোষ :—বেল, ক্যান্ফর, হাথো, নক্স-ডমিকা।

হুাস-বৃদ্ধি :—লোকমধ্যে থাকিলে, আলোকের ভিতর ও গরমে উপশম; অঙ্গকারের ভিতর একা থাকিলে, উজ্জল আলোকের দিকে তাকাইলে ও ঘুম ভাঙ্গিবার পর রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ষ্ট্রোক্যানথাস-হিস্পিডাস (Strophanthus Hispidus.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ওনাই বা অ্যাবো পযজন। ইহা এক প্রকার পাকা ফলের বীজ ; উহাদের শুক বীজের দ্বারা মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হৃদযন্ত্রের নানাবিধ কঠিন রোগের পরম বন্ধু—অর্থাৎ এই ঔষধ দ্বারা বহুবিধ হৃদপিণ্ডের পীড়া আরোগ্যলাভ কবে। যে সকল ব্যক্তি জীবনের কোন না কোন সময় দৈহিক কঠিন পরিশ্রম বা ব্যায়ামাদি করিয়া শ্বাসরুদ্ধতা ও হৃদযন্ত্র প্রদেশেব গ্লীড়ায় ভুগিতে থাকে তাহাদের জন্য ইহা মূল্যবান ঔষধ। রোগীৰ হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্ষুণ্ণ তবু নাজী স্বাভাবিক কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল, সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, ধমনীৰ অনমনীয় স্থলতা, যকৃতের সঙ্কোচনের জন্য হৃদযন্ত্রের মেদাপকর্ষতা। তরুণ জরোব ভিতর হৃদপিণ্ডেব ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। মূর্ছায় ও নায়বিক দৌর্ভাগ্যে স্ত্রীলোকদিগের বুকেব অত্যন্ত ঘড়ফড়ানিব জন্ম ইহা উপযোগী ঔষধ। তাহার হৃদযন্ত্রের ভিতর স্ফোটান ব্যথা অসুভব। মগপান, চা এবং অতিরিক্ত তামাক সেবন কবিবাব ফলে যাহাদের হৃদপিণ্ডেব অবসাদ ও উত্তেজনা জন্মে তাহাদের পক্ষে ইহা ফলপ্রসূ ঔষধ। নায়বিক দৌর্ভাগ্য, মূর্ছা-বায়ু, স্ত্রীলোকদিগের হাত পায়েব ফুলা ও শোথবোগে এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। যখন সর্কশরীৰ শোথে ফুলিয়া থাকে তখন রোগিণীৰ প্রশ্রাব অত্যন্ত অল্প হইয়া যায়। যকৃতের পীড়ায়ও ইহাব ক্রিয়া দেখা যায়। তাহার যকৃতপ্রদেশে চাপ বোধ, ডাণদিকে যেন 'শূলবিদ্ধ হইতেছে' এরূপ বেদনা (বেলডোনা) এবং ডাণদিকেব মূত্রগ্রহি ও যকৃতের ভিতরেও বেদনা (লাইকো)। তাহার পেটের ভিতর ছড় ছড় শব্দ হয় যেন কেহ তাহার পেটের ভিতর নখের আঘাত করিতেছে। পেটে অত্যন্ত বেদনা হইয়া তাহার পুনঃ পুনঃ বাহ্যেব বেগ হয় অথচ ক্ষুধার কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না ; পুনঃ পুনঃ উল্লাব উঠে ও হিকা হয় ; গা বমি বমি করিতে থাকে অথচ বমি হয় নু।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x দশমিক ক্রম।

সাইকিউটা-ভাইরোসা (Cicuta Virosa.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ওয়াটার হেমলক। ইহা এক প্রকার জলজ গুল্ম। এই জাতীয় গুল্ম উত্তর ক্রান্ত ও জার্মানির থানা ডোবা, হুদ ইত্যাদি জলাশয়ে জন্মে। এই ঔষধটীও হানেমান স্বয়ং পরীক্ষা করেন। মুকুলোন্মুখ অবস্থায় ইহাব তাজা কল বা মূল হইতে ইহার মূল-অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—আক্ষেপ, মৃগী, মূর্ছা, তাণ্ডব, উন্মাদ, মূত্রাধারের পক্ষাঘাত, যন্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা প্রদাহ, চক্ষুর পীড়া, স্তিকাক্ষেপ, ধনুর্হকার, হস্তস্তম্ভ বা চোয়াল লাগা (দাঁত কপাটী), কুমির উপসর্গ ইত্যাদি।

ক্রিয়াস্থল :—মন, মৃগী, কুমি, দাঁত উঠিবার সময় ধনুর্হকার, প্রসবের পর ধনুর্হকার ও তাণ্ডব, রোগ প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াস্থল।

অন :—সাইকিউটা বোগীর মানসিক বিকৃত ভাব খুব দেখা যায়। সে সময় সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য কবিতা থাকে কখনও গান গায়, কখন নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া ও নাচিয়া নাচিয়া চলে। সে একরূপ গায়ে চীৎকার কবে যে বাড়ীর লোক অস্থির হইয়া যায়। আবার কোন কোন সময় এমন ছেলে মানুষের মত কার্য্য কবে যে তখন হাসি সম্বরণ কবা যায় না। নিজেব অবস্থায় অত্যন্ত সুখী, যেন সে কত সুখে দিন অতিবাহিত করিতেছে এইরূপ ভাব দেখায়। 'শিশুর উদ্ভবাময়ের ভিত্তি' সে অপাচ্য দ্রব্য খাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে—সে সম্মুখে চা-খড়ি, টিকা, কয়লা বাগা পায় আনন্দের সন্নিতি প্রোজন করে।

‘মেনিঞ্জাইটিস ও আক্ষেপ’ :—সাইকিউটা তড়কা একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাব আক্ষেপ এত তীব্র ও ভাবাৎ হইতে থাকে যে চোখে দেখা যায় না—দাকণু কষ্ট হয়; সাইকিউটার আক্ষেপবিশেষত্ব এত বোগী তাহাব পশ্চাদিকে ঝাঁকিয়া যায়—তাবপব যখন তড়কা নাও থাকে তখনও তাহাব এক একটা অঙ্গ ঝাঁকিয়া উঠে মাংসপেশী নাচিতে থাকে শব্দ হইয়া যায় তাবপব পুনর্বার আক্ষেপ প্রচণ্ডভাবে আবিস্কৃত হয় এন’ সমস্ত শব্দবী পশ্চাদিকে ঝাঁকিয়া পড়ে। ইহার আক্ষেপ সর্বপ্রথম বেজ্ঞে আবিস্কৃত হইয়া তাবপব প্রাণদেশে ছড়াইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানপ্রদেশ ও পেটে আক্ষেপ আবিস্কৃত হইয়া তাবপব চক্ষু, মুখ, ঠোঁট, সমস্ত মস্তক ও হাতের আঙ্গুলে দেখা দেয়, কুশ্রায়ে ঠিক ইহার বিপরীত ইহার আক্ষেপ প্রথম প্রান্তভাগে আবিস্কৃত হইয়া তাবপব কেন্দ্রবিন্দিকে সংকীর্ণিত হয়। কেবল তড়কা কেন “মেক-মজ্জা-প্রদাহ” (সেবিরো-স্পাইনাল-মেনিঞ্জাইটিস) বোগেও যদি এইরূপ লক্ষণ বা আক্ষেপ পাওয়া যায় তবে সাইকিউটা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়।

ডাঃ বেকার এই ঔষধ দ্বারা বহু “সেবিরো-স্পাইনাল” বোগী আয়োগ্য কবিত্তে সমর্থ হইয়াছেন।

শিশুদিগব তড়কা যদি ক্রমিক ভ্রম বা দম্ব নির্গমণের সময় হয় তাহা যেভাবে তড়কাই হউক না কেন—যদি প্রচণ্ডতাই একমাত্র লক্ষণ হয় তবে সাইকিউটা উত্তম ঔষধ—বেল, হায়োসা, ইয়েসিয়া ইত্যাদিও উত্তম ঔষধ। মেনিঞ্জাইটিস, মৃগী, স্নতিকাক্ষেপ এবং টঙ্কাব প্রভৃতি যে কোন অবস্থায় ভীষণ অঙ্গভঙ্গিকর আক্ষেপ ও টঙ্কাব থাকে তাহাতেই সাইকিউটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে আক্ষেপের সময় গোলানি শব্দও বোগীব বিগ্ৰহমান থাকে।

সাইকিউটা বোগী আক্ষেপাদিব সময় একদৃষ্টে এক বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকে সে কিছুতেই তাহাব দৃষ্টি ফিরাইতে পাবে না; চোখের তড়কা বড় হয় ও সেই সঙ্গে চৈতন্য লোপ হয়। কখনও রোগী যদি দাঁড়াইতে চাহে তাহা হইলে অপবের সাহায্য ব্যতিরেকে সে দাঁড়াইতে পারে না ক্রাবণ সকল দ্রব্যই যেন একবার তাহাব নিকটে আসিতেছে আবার দূবে সবিধা যাইতেছে (অ্যাগারি)। সে সকল জিনিষই দৃষ্টিগত বড় দেখে; হায়োসা দ্রব্যাদি বড় দেখে; মজ্জাস দ্রব্যাদি ক্ষুদ্রতর হইতেছে বোধ করে; সাইকিউটা রোগীর নিকট সকল দ্রব্যই ক্রমবর্ধের মনে হয়, ল্যাক-ক্যানাইনাম রোগীব নিকট সকল দ্রব্যই গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ (লাই, পালসে)।

কর্ণরোগে রোগীকে কোন কথা জ্বরে না বলিলে শুনিতে পায না, বুদ্ধিগের কাণের ভিতর যখন দুদাম শব্দ হয় (বিশেষতঃ কিছু গিলিবার সময়) তখন ইহা উপযোগী ঔষধ। সাইকিউটা রোগীব কাণ হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলেও ইহা ব্যবহার্য্য (ক্রোটেলাস)। সোরিক্রো-স্পাইনাল-মেনিঞ্জাইটিস রোগে অথবা অন্য কোন মস্তিষ্ক রোগের পর যদি উপরোক্ত রূপ কাণ

হইতে রক্তস্রাব হয় এবং রোগী সম্পূর্ণরূপে কাল। বা বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে সাইকিউটা অতি উত্তম ঔষধ।

অজীর্ণ ও উদ্বাসন :—শিশুদিগের অজীর্ণ রোগে যখন তাহার কল্যাণ, টিকা বা খড়ি প্রভৃতি খাইবার হৃদয়মান আকাঙ্ক্ষা হয় এবং যখন সে ফাঁক পায় তখনই ঐ সকল দ্রব্য খাইতে থাকে, (অ্যালিউ, ক্যাক, সোরিগাম) সেই সঙ্গে তাহার অন্তস্থ জল পিপাসা, তিক্কা, পাকাশয়ের আকুঞ্জন প্রসারণ ও বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকে ও পাকাশয়ের ভিতর জ্বালা, চাপবোধ প্রভৃতি পাওয়া যায় তখন সাইকিউটা ব্যবহার্য। অত্যন্ত প্রশ্রবেব সহিত যদি প্রাতঃকালীন উদ্বাসন হয় ও মলদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি থাকে তাহা হইলে সাইকিউটা উপযোগী।

কলেরা রোগীকে উচ্চ শব্দ সহ তিক্কা হইবার সহিত পেটে জ্বালা, পর্যায়ক্রমে বমন ও বন্ধঃপান্থস্থ পেলীষ আকুঞ্জন, প্রসারণ, মাথা পিছনের দিকে বাকিয়া যাওয়া অথবা বাহ্যে বন্ধ হইয়া যাইবার পর যখন ক্ষান্ত ও বন্ধঃমধ্যে অতিরিক্ত রক্তসঞ্চয় হইবার ফলে তাহার চক্ষু ঘৃণিতে থাকে, চক্ষু বৃষ্টি একভাবে থাকে, কিছুতেই দৃষ্টি ফিরাইতে পাবে না, শ্বাসকষ্ট এবং অত্যন্ত আকস্মিক লক্ষণ দেখা দেয় তখন ইহা ব্যবহার্য ঔষধ।

চর্মরোগ :—শিশুদিগের সমস্ত মুখে উপর মটরেব ন্যায় ছোট ছোট উদ্বেদসকল বীহিব হয় এবং মাথার কাউরব। একজিমার। ন্যায় চর্মপীড়া হইয়া তথায় পুণ্ড্রাক ফুজ্জি ও বা হয়। সময় সময় এত বেশী সংখ্যক ঐরূপ ফুজ্জি বা বা হয় যে দেখিলে মনে হয় যেন রোগী মাথায় একটা টুপী পরিয়াছে। মুখে চর্মরোগ হইতে হৃদবর্ণের মামতি পড়ে ও তাহার হইতে সর্বা সর্বা বস পড়িয়া ইহা স্থান ত্রিভায়া বায়, এইরূপ স্থলে সাইকিউটা উত্তম ঔষধ। তাহার ডাণ্ডিকের পৃষ্ঠফলকের উপরও স্পর্শাসহঃসংগতি বাহির হয়, উঠাতে হাত ছোঁষান যায় না। চর্মরোগ বসিয়া গিয়া অথবা হাম বৃদ্ধ প্রভৃতি বসিয়া গিয়া যদি বোগীর আক্ষেপ ও মস্তিষ্কের প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহা উত্তম ঔষধ। আক্ষেপে পূর্ববর্ণিতরূপ লক্ষণ থাকা চাই।

সাইকিউটা—প্লায়ে কাটা ফুটিলে বা কোন শলা ইত্যাদি দৃঢ়তা ধনুষ্কায় বা তড়কা ইত্যাদি হইলে হাইপারিকাম ও ট্রিক্লিনের ন্যায় উপযোগী ঔষধ। দূষিত ক্ষুব্ধ দ্বারা কামাইবার পথ মনে দ্রব্বে উদ্বেদ নিগত হইলে ইহা ব্যাসিলিনাম ও সালফ-আয়োড তুল্য ঔষধ।

স্বতিশক্তির লোপ হইলে হঠাৎ ব্যবহার আছে, তবে যখনই এই সকলের জন্ম ঔষধ প্রয়োগ করিবে তখন ইহা মানসিক লক্ষণ উত্তমরূপে দেখিয়া লইবে। সাইকিউটা বোগীর দেখা যায় ২১ ঘণ্টা বা ২৫ দিনের জন্য স্বতিলোপ ঘটে, ঐ সময় তাহার জীবনের অতীতের স্মৃতি বা পূর্ন কথা কিছুই মনে থাকে না, তারপর আস্তে আস্তে বা হঠাৎ তাহার স্বতিশক্তি ফিরিয়া আসে। এইরূপ স্বতিলোপ আমরা আরও কয়েকটা ঔষধে দেখিতে পাই।

নাক্স-মস্কোটা বোগিনীর এইরূপ স্বতিলোপ আছে, স্বতিলোপের সহিত মুচ্ছার ভাব, শিপিংসাহীনতা, তন্দ্রালুতা লক্ষণ থাকা চাই।

জিঙ্কাম-মেটালিকাম বোগীর অল্প কিছুদিনের জন্য স্বতিলোপ আছে, সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে মধ্যে অপ্রত্যক্ষের স্পন্দন, পদস্থয়ের অস্থিরতা থাকে, এমন কি ঘুমের ভিতরও সে পা নাড়ায়।

নেট্রাম-মিউর বোগীর স্বতিলোপ অত্যধিক আছে, কিন্তু নেট্রাম-মিউর প্রয়োগ করিবার সময় দেখিতে হইবে তাহার লবণের উপর স্পৃহা কিরূপ, ঘর্ম অত্যধিক হয় কিনা? এবং ঘর্ম হইবার

পর লক্ষণের উপশম বোধ, বার বার স্নান করিবার ইচ্ছা, রৌদ্র অসহ্য ইহার নির্দেশক লক্ষণ। সাইকিউটার রোগীর স্থিতিশক্তির লোপ হইবার সঙ্গে আক্ষেপে দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ থাকিলে ইহা ব্যবহাৰ্য্য। ইহার রোগী যখন পড়াশুনা করে তখন অক্ষরগুলি যেন উপরে নীচে উঠিতে থাকে, কখনও কখনও অদৃশ্য পর্য্যন্ত হয়। টেরাদৃষ্টির জন্যও ইহা উপযোগী ঔষধ।

মোট কথা :—সাইকিউটা স্ট্রীলোকদিগের মৃগী, তাণ্ডব রোগ ও আক্ষেপে, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়কালীন আক্ষেপ ও কুমিরের জন্য আক্ষেপ, যখন শিশুর শরীর ভয়ানক ভাবে মোচড়াইতে থাকে, দাঁতকপাটী লাগে, আক্ষেপ কালে পশ্চাত্‌দিকে যখন টক্কর হয়, সামান্য গোলমালে, স্পর্শ বা শব্দে, আক্ষেপের বৃদ্ধি লক্ষণে উপযোগী। রসস্রাবী চর্মরোগে নিঃসৃত রস শুকাইয়া চটা বাঁধিলে বা উচ্চ মামড়া পড়িলে তীর্থ্যক বা টেরাদৃষ্টি, স্থিতিশক্তির লোপ প্রভৃতি রোগেব' উত্তম ঔষধ। শিশু নিজস্ব ভিত্তর বাহ্যিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

বৃদ্ধি :—আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে এবং তামাকেব ধূমে রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—১ দশমিক, ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

সাইলিসিয়া (Silicea or Silica) ।

পরিচয় ও প্রস্তুত প্রক্রিয়া :—সাইলিসিয়াব অপব নাম কোয়ার্টস বা অ্যাসিডাম-সিলিসিকাম। আমাদেব এই সাইলিসিয়া সাধারণ বালুকা। সাধারণ অবস্থায় ইহাব ভেদজ গুণবিশিষ্ট কোন শক্তি নাই, কিন্তু যখনই ইহা শক্তিকৃত হয় তখন ইহার কার্য্যকরী বা আরোগ্যদায়িনী শক্তি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যখনই বালুকা ঔষধে পবিত্র হয় তখন ইহা দ্বারা কত দুবারোগ্য ব্যাধি, কত শিশুবাগ, কত ফোড়া, নালী বা প্রভৃতি আরোগ্য হয় তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

সাইলিসিয়া হোমিওপ্যাথিক বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে শক্তিকৃত হইয়া থাকে। ডাঃ পি, ওয়াইল্ড সিলিকা ও কার্বনেট অভ সোডা মিশ্রিত করিয়া উভয়কে উত্তপ্ত করিয়া ভালরূপ হাকিয়া হাইড্রোক্লোবিক-অ্যাসিড দ্বারা উৎপাদিত অম্লপাতিত করিয়া যে দ্রব্য পাইতেন, তাহাকেই বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী করিয়া ঔষধার্থে প্রয়োগ করিতেন। সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অনুসারেই সাইলিসিয়া বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হানেমান স্বয়ং সাইলিসিয়া সূক্ষ্ম মনুষ্য শরীরে প্রভিঃ বা পরীক্ষা করেন। ইহাব ক্রিয়া অতি দীর্ঘ ও দীর্ঘস্থায়ী। সাইলিসিয়া অ্যাক্টিসোরিক, অ্যাক্টিসাইকোটিক এবং অ্যাক্টিটিউবারকুলার। হানেমানের আবিষ্কৃত এই ঔষধেব অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া 'ডাঃ স্বেসলাব তাঁহাব দ্বাদশটি ঔষধের তালিকার ভিতর ইহার স্থান দিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল :—ফোড়া, ব্যোত্রণ, নালী বা, রক্তাক্ততা, গুল্মদ্বার বিদারণ, স্তনের নালীকৃত, বাঘী, হৃষ্টব্রণ, অস্থিক্ষয়রোগ, ভগদর, কোষ্ঠকাঠিন্য, দুর্বলতা, দন্তোদগমনকালীন রোগ, বহুমূত্র, কর্ণপীড়া, পায়ের ঘর্ষ, হাঁচ বা কাঁটা প্রভৃতি ফুটা, চোখের নালী বা, কোরগু, স্নায়ুশূল, আব্দুলহাড়া, ফুসফুসের আবরণ-প্রদাহ, অরু সহ তালুগু-গ্রন্থি প্রদাহ ও গলকৃত, শিশুদের শীর্ণতা বা পুঁয়ে পাতলা, অরুদ, গোবীজ্জ্বীকা দেওয়ার মন্দফল, শিশু বিলম্বে হাঁটিতে শিখিলে, কেরাগীদিগের আঙ্গুলের খিলখরা, প্রজাবের বেগ বারণে অক্ষমতা প্রভৃতি রোগে সাইলিসিয়া উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

এই ঔষধ ব্যবস্থা কালে মনে রাখিতে হইবে 'সাইলিসিয়া-রোগী অত্যন্ত শীত-কাতুরে,' সামান্য 'ঠাণ্ডাও তাহার সহ্য হয় না, ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুখ' করে।

ক্রিয়ামূল :—মন ও পৰিপোষণ যন্ত্রের উপর সাইলিসিয়ার ক্রিয়া অত্যধিক ; সেইজন্য শৈথিল্য, শ্রম, পুষ্কোৎপাদন, ও ফোড়া পাকান, বালাহির বিকৃতি প্রভৃতিই ইহার প্রধান ক্রিয়াস্বল।

মন : সাইলিসিয়ার বোগীর ও শিশুদিগের মানসিক চকলতা অত্যধিক। লেখাপড়া করিতে গেলে সে অল্প সময়ের ভিতর ক্লান্ত ও অবসর হইয়া পড়ে, সে কোন কঠিন বিষয় ভাবিতে পারে না। শিশু অসন্তুষ্ট অবাধ্য, একগুঁষে, ক্যামোমিলার শিশু অবাধ্য, একগুঁষে কিন্তু তাহাকে সান্ত্বনা দিলে বা আদব করিলে রাগিয়া উঠে, সাইলিসিয়ার শিশুকে আদর করিলে কাঁদিয়া ফেলে। ইহা বোগী অত্যন্ত বোদনপরায়ণ, সামান্য কাবণে উত্তেজিত হইয়া পড়ে ও খিটখিটে স্বভাবের। কেহ তাহার কথাব প্রতিবাদ কবিলে বা তাহাব বিপক্ষে কথা বলিলে এত রাগিয়া যায় যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে মারিয়া বসে ; নাক্স-ভমিকার বোগীবও অত্যন্ত রাগ, কেহ তাহার কথাব প্রতিবাদ করিলে সেও মারিয়া বসে, নাক্স-ভমিকাব মানসিক বিকৃতি জন্মে, অতিরিক্ত রাত্রিজাগরণ, মগাদি পান, অতিবিক্ত পঠন পাঠন ইত্যাদি ব জন্ম তাহাব মানসিক উত্তেজনা ঐরূপ হইয়া থাকে।

পুষ্কন :—সিলিকা সাধারণতঃ দুর্বল, স্নায়ুপ্রধান, ভীক, শাবিক ও মানসিক বনহীন রোগীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সোরাভুটগোবকাস্তি, স্কস ও শুক গাত্রচর্শ্ব, স্নান ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল বোগীদিগের পক্ষে যেরূপ উপযোগী, সেইরূপ ক্ষীণ শবীব, শিথিল মাংসপেশী, গণ্ডমালা-দোষযুক্ত, ক্ষৌত্রি, বৃহৎ মস্তক, ব্রহ্মবজ্র পশ্চাত্তরঙ্গ এবং মস্তকেব অস্থিকলক সকল বিকৃত অর্থাৎ বধাসময়ে জোড় লাগে না এবং বাহাদেব মাধ্যম অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বস্ম হয় অথচ মাধ্যম একটা ঢাকা চাম্র, বাহাদেব পেটটা বড়, গুল্ক সন্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ সেইজন্য শিশু অত্যন্ত বিলম্বে হাঁটিতে শিক্ষা করে তাহাদের পক্ষে সাইলিসিয়া উপযোগী।

সাইলিসিয়ার শিশু :—সাইলিসিযাব শিশু দেখিতে গোববর্ণের স্কন্দর এবং মুখমণ্ডল শুক মলিন, দেখিতে অনেকটা বালবেব স্নায় অর্থাৎ মুখটা শুক ও চিম্বে। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি সাইলিসিয়া শিশু দেখিতে বৃদ্ধের স্নায় তাহাকে বতই খাইতে দেওয়া হউক না কেন তাহার পুষ্টি সীমিত হয় না, সেই সঙ্গে তাহাব খিটখিটে ও একগুঁষে স্বভাব ; ইহা আমরা সাইলিসিযাব যেমন দেখিতে পাই সেইরূপ ক্যালকে-ফস্, ক্যালকে-কার্ক, ব্যারাইটা কার্ক, নেট্রাম-মিউব, অ্যাসিড-ফস্ রোগীতেও দেখিতে পাই।

ক্যালকে-ফস্ রোগীর শীর্ণতা শরীরের সর্বত্রই দেখা যায় ; সেই সঙ্গে তাহার মেরুদণ্ডটা বাকিয়া যায়, উদর শিথিল, মাথার ব্রহ্মতালু খোলা, দাঁত উঠিবার সময় নানা প্রকার উপসর্গের স্রষ্ট হইয়া থাকে।

ক্যালকে-কার্ক রোগীর ঘাড়ের শীর্ণতা বেশী লক্ষিত হয়, তাহার দেহটা পলথলে নাছল হইয়া, তাহার শীর্ণতা নিম্নের দিকে বিস্তার লাভ করে, পেটটা কেবল বড় হয়, ষাড় ও হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গগুলি শীর্ণ হইয়া বায়, নেট্রাম-মিউব শিশুর শীর্ণতা দেহের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে চলিয়া যায়, তাহার ষাড় সরু, কণ্ঠাছি বাহির হইয়া পড়ে কিন্তু নিরাস পাছা

• প্রভৃতি বেশ গোলগাল থাকে, সাইলিসিয়ার বোগী গোববর্ণ, পেট বড় কিন্তু মুখখানা শুকাইয়া চুপসিয়া যায়, মাথাটি বড় দেখায় ও মাথায় ঘাম হয়। ব্যারাইটা-কার্ব শিশুর গঠন বেটে, বুদ্ধিবৃত্তির অভাব, তাহার সকলই (দৈহিক গঠন ও মানসিক শক্তি) খর্ব্ব তদুপরি তাহার মুখে যেন মাকড়সার জাল আটকাইয়া আছে এরূপ বোধ। অ্যাসিড-ফস্ শিশুর সাধারণতঃ মুখই শুষ্ক ও শীর্ণ হয়, সাইলিসিয়া, নেট্রাম-মিউব ও ক্যাল্কে-ফসেব বোগীব মুখে বড় মোমের মত আর গায়েব চামড়াও সেইরূপ মোমের মত ফ্যাকাসে। আইয়োডিয়াম-শিশু খাষ দাঘ বেশ কিন্তু পরিপোষণেব অভাব, দিন দিনই শুকাইতে থাকে; পার্থক্য আয়োডিয়াম (কম্ব শিশু) ঠাণ্ডা বাতাস চায়, কিন্তু সাইলিসিয়া স্ট্রোটেই ঠাণ্ডা সহিতে পাবে না।

সাইলিসিয়া শিশুর পেটটা বড় ও হাত-পা সরু সরু ও শুষ্ক দুর্বল সেইজন্য শিশু খুব দেহীতে হাঁটিতে শিখে (ক্যাল্কে-ফস)। শিশুর মাথা বড় এবং তাহার মাথায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়, ঐ ঘর্ম্ম এত বেশী হয় যে বালিশ ভিজিয়া যায়, ক্যাল্কেরিয়ার শিশুর মাথায়ও এইরূপ প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই ক্যাল্কেরিয়াব ঘর্ম্ম মাথার উপরের দিকে বেশী হয় এবং সাইলিসিয়াব ঘর্ম্ম মাথার নীচের দিকে বেশী হয়। সাইলিসিয়াব ঘর্ম্ম হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় আব ক্যাল্কেরিয়াব ঘর্ম্ম হইতে টুক গন্ধ বাহির হয়, ক্যাল্কেরিয়াব শিশুর পায়ে ঘর্ম্ম হয় না কিন্তু সাইলিসিয়াব পায়ে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। সাইলিসিয়াব শিশু তাহার মাথায় ঢাকা চায় আর ক্যাল্কেরিয়াব শিশুর মাথায় ঢাকা চায় না। উভয় ঔষধেব জিয়া শিশুদিগেব উপর সমধিক, সেইজন্য একটর পব অপরটা উত্তম কার্য্য কবিয়া থাকে।

চক্ষুরোগ :—যাহারা আলোক সহিতে পাবে না (বিশেষতঃ নিবালোক) তাহাদের পীড়ায় এবং যাহাদের পড়িবার সময় অক্ষরগুলি পরস্পরেব সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে মনে হয় তাহাদের পক্ষে সাইলিসিয়া উপযোগী। সাইলিসিয়া-রোগীব চক্ষু অতিবিক্ত দুর্বল ঐজন্য সে বার বার চোখেব পাতা ফেলে। গতবতী রমণী বা জরায়ুব নানাপ্রকার পীড়ার জন্য ডাণ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি লোপ হইলে সাইলিসিয়া উত্তম কার্য্যকরী। ইহাব বোগীব দৃষ্টিশক্তির অস্পষ্টতা অতিরিক্ত, মাদকদ্রব্য সেবনের ফলেও হইতে পাবে। চোখের অঞ্জনীর জন্য সাইলিসিয়া ব্যবহার হয়; যখন অঞ্জনী শক্ত ও বেদনাবৃত্ত হয়। যাহাদের বার বার শক্ত শক্ত অঞ্জনী হইয়া থাকে তাহাদের পক্ষেও সাইলিসিয়া উপযোগী ঔষধ (গ্র্যাফাই, ট্যারফিসাই)। ছানি রোগের যদিও ক্যাল্কে-ফসের উত্তম ঔষধ কিন্তু যদি তাহার পায়েব ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া ছানি হয় তবে সাইলিসিয়াই একমাত্র ঔষধ। নেত্রনালী ও অঙ্গশ্রাবী রোগে সাইলিসিয়া উপযুক্ত ঔষধ। চক্ষুব নানাবিধ প্রদাহে, চক্ষু ক্ষতে, চক্ষুর স্ফাববৃত্ত নালীষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাইলিসিয়া উপযুক্ত ঔষধ।

কর্ণরোগ :—সাইলিসিয়া কাণ পাকা রোগেব একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার রোগীর কাণ পাকার সহিত যদি তাহার কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথার প্রচুর ঘর্ম্ম হওয়া, শ্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও পাতলা হয় তবে ইহাই একমাত্র ঔষধ। সাইলিসিয়া তক্ষণ কাণপাকা রোগ অপেক্ষা পুরাতন কাণপাকা রোগে বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহাদের কাণপাকা কিছুতেই সারিতে চাহে না অননরত কাণ হইতে পুঁজ বরিতে থাকে বা অমাবস্তা ও পূর্ণিমায় অথবা শীতকালে কাণপাকা বেশী হয় তাহাদের পক্ষে সাইলিসিয়া অতি উত্তম ঔষধ। কাণে তালালাগা ও বধিরতা এবং কাণের ভিতর নানাবিধ উচ্চ ও অচ্চ শব্দ সাইলিসিয়া প্রযোগে নিরাকৃত হয়।

শিরঃশীড়া :—ডাঃ ডানহাম বলেন, যে সমস্ত রোগীর শিরঃশীড়া চাপ দিলে, শব্দে, সকালনে ও আলোকের ভিত্তর বৃদ্ধি হয় এবং গরম বস্ত্রাদি দ্বারা মাথা ঢাকিয়া রাখিলে উপশম হয় সেই সকল রোগী সাইলিসিয়া দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। সাধারণতঃ সাইলিসিয়া পুরাতন শিরঃশীড়ার রোগীতে বেশী কার্য্যকরী। সাইলিসিয়ার মাথার যন্ত্রণায় রোগীর মাথার পিছন, ঘাড়ের পিছন, চক্ষু দুইটা, বিশেষতঃ ডান চক্ষু বৈশিষ্ট্য আক্রান্ত হয় এবং বেদনা ঘাড়ে বা কাঁধে আরম্ভ হইয়া মাথার পিছনের দিক ও মাথার উপরেব দিক পর্য্যন্ত উঠে এবং ঐস্থান হইতে মাথার ভিত্তর দিয়া চক্ষুতে চালিত হয়। যখন মাথায় যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল হয় তখন বমি হয় বা গা বমি বমি করিতে থাকে ; ঘুমাইবার পর বেদনার উপশম। স্পাইজিলিয়ার মাথার যন্ত্রণাও সাইলিসিয়ার দ্বাৰা, পার্থক্য এই যে, সাইলিসিয়ার মাথার যন্ত্রণা গুরুতর উপশম, স্পাইজিলিয়ার সেইরূপ নহে, সাইলিসিয়ার মাথার যন্ত্রণায় ডান চক্ষু আক্রান্ত হয়, স্পাইজিলিয়ার বাম চক্ষু আক্রান্ত হয়। যৌবনে কোন কঠিন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার পর যদি শিরঃশীড়া জন্মে এবং ঐ বেদনা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া মাথার তালু পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে ইহা ফলপ্রসূ ঔষধ। সাইলিসিয়ার মাথার যন্ত্রণা প্রচুব প্রস্রাব করিলে, মাথায় চাপা দিলে ও গরম আচ্ছাদনে উপশম।

ফোড়া ও প্রদাহ :—যে সকল ফোড়া শীঘ্র আবোগ্য হয় না, যে সকল ফোড়া শক্ত হইয়া থাকে ও উহার ভিত্তর হইতে দুর্গন্ধ পাতলা জলের ন্যায় কলতানিৰ মত পুঁজ নির্গত হয় সেট সকল ফোড়ায় সাইলিসিয়া উপযোগী। কোন কোন ফোড়া বা প্রদাহ আবোগ্য হইবার পরও শক্তভাবে বহিয়া গেলে তথায় সাইলিসিয়া উত্তম কার্য্য করে। প্রদাহেব জন্ম ইহা কার্য্যকরী, প্রদাহে পুঁজ জন্মিলে আমরা ত্রিপার সালফারের কথা ভাবি কিন্তু ত্রিপার সালফার ফোড়া ফাটাইয়া পুঁজ বাহির করিয়া দেয়, সাইলিসিয়ার সেইরূপ পুঁজ শ্রাব হইতে থাকিলে পুঁজ শুকাইয়া ক্ষতাদি আরোগ্য কবিত্তে সমর্থ হয় স্ততঃ শরীরেব বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ যে কোন কোমল-বিধান, অস্থি বা গ্রন্থির প্রচুর পুঁজ নিঃসরণ সাইলিসিয়া আরোগ্য কবিত্তে সমর্থ হইয়া থাকে। ইহা সেবনে বিরক্ত ও ভঙ্গুর নথ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কাঁটা প্রভৃতি স্ফুটত্র কোনও কিছু ফুটিলে সাইলিসিয়ার সাহায্যে অন্তরবিদ্ধ কাঁটা বা অন্ত্র যা কিছু বাহির হইয়া যায়।

কার্কাস্কল বা ঘাড় মুগ্ধো (যে সকল কার্কাস্কল কাঁধে ও ঘাড়ের মাঝখানে হয়) রোগীতে এই ঔষধ উপযোগী। তাবপর প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া যদি সেলউলাব টিসু আক্রান্ত হয় ও তথায় পুঁজ হইবার উপক্রম হয় অথবা যদি কার্কাস্কলের দূষিত ঘা হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত পুঁজ নিঃসরণ হইতে থাকে তবে সাইলিসিয়া উপযোগী ঔষধ। আঙ্গুলহাড়া রোগের প্রাবল্লে ও প্রদাহিত অবস্থায় যখন আক্রান্ত স্থান শক্ত থাকে তখন যদি সাইলিসিয়া প্রয়োগ করা যায় তবে বোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ইহা যেমন প্রথম অবস্থায় উপযোগী সেইরূপ পুঁজ হইয়া নালী হইলে পরও ইহা কার্য্যকরী। বহুদিন পর্য্যন্ত পুঁজ-শ্রাবী আঙ্গুলহাড়ায় ইহা প্রয়োগ আছে। সাইলিসিয়া নখকূনী রোগে গ্র্যাফাইটিস ভুল্য ঔষধ। রোগীর নথ যদি হলুদবর্ণের ধারণ করে ও ভাঙ্গিতে থাকে সেই ক্ষেত্রেও সাইলিসিয়া উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। অস্থিশীড়ায় সাইলিসিয়া উপযোগী কিন্তু সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিবার পূর্বে ক্ষেত্রে হইবে আক্রান্ত স্থানে গরম লাগাইলে ভাল লাগে কিনা? ঠাণ্ডা জল বা অন্ত কোন ঠাণ্ডা দ্রব্য দিলে বা ঠাণ্ডা হাওঁবা লাগিলে রোগীর অসহ্য হয়; অ্যাসিড-ফ্লোর রোগীর ঠাণ্ডা উপশম। ইহার ক্ষত হইতে দুর্গন্ধযুক্ত জলের দ্বাৰা পাতলা কলতানির দ্বাৰা পুঁজ নির্গত হয় কখন

কখনও এই পুঞ্জের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। অ্যাসাকিটিভায়ও অস্থি গীড়ার ক্ষত হইতে দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব নিঃসৃত হয়; ইহার বিশেষত্ব এই ক্ষতের চারিদিকে অত্যন্ত বেদনা থাকে সামান্য হাত দিলে পরও বেদনার বৃদ্ধি এমন কি আক্রান্ত স্থানে পটি-বাঁধাও সে সহ্য করিতে পারে না। অস্থিরোগে ফস্ফোরাসের সহিত সাইলিসিয়ার অনেক স্থলে পার্থক্য ও সাদৃশ্য আছে বটে তার স্তনের (ত্রণ) শোষে সাইলিসিয়ার শ্রায় ফস্ফোরাসও উপযোগী। অস্থির ভিতরের বোগেও দুই ঔষধ সমতুল্য। পার্থক্য এই ফস্ফোরাস রোগী গরম সহ্য করিতে পারে না, জলপিপাসা খুব, হাতে পায়ে জ্বালা আছে, সাইলিসিয়া শীতকাতুরে। গাণ্ডমালা ধাতুর শিউদিগেব মেরুদণ্ডের অস্থি বক্রতার ইহা উত্তম ঔষধ। ক্যালকে-ফস্ফও উপযোগী ঔষধ। মেরুদণ্ডের বক্রভাবের জন্য সাইলিসিয়া যেমন উত্তম ঔষধ সেইরূপ মেরুদণ্ডের অস্থিবোগেও ইহা সমান ফলপ্রদ।

ক্ষত:—সাইলিসিয়া রোগীর সামান্য ক্ষত আন্তে আন্তে বড় হয় এবং তথায় পুঞ্জ জন্মে। ইহার ক্ষত শরীরের নানা অংশে হইয়া থাকে, জুজ্বাস্থির আববক চর্মের ক্ষত, জরাযুগ্রীবাব ক্ষত, স্তনের ত্রণ ও স্তনবৃন্ত বা স্তনাগ্রের সমুচিত অবস্থায় সাইলিসিয়া বিশেষ ফলপ্রদ।

ক্ষত:—সাইলিসিয়া রোগীর সামান্য ক্ষত আন্তে আন্তে বড় হয় এবং তথায় পুঞ্জ জন্মে। ইহার ক্ষত শরীরের নানা অংশে হইয়া থাকে, জুজ্বাস্থির আববক চর্মের ক্ষত, জরাযুগ্রীবাব ক্ষত, গাণ্ডমালাজনিত ক্ষত, পুরাতন ক্ষত, স্তনের ত্রণ ও স্তনবৃন্ত বা স্তনাগ্রের সমুচিত অবস্থায় সাইলিসিয়া বিশেষ ফলপ্রদ।

পুঞ্জ নিবারণের তিনটি ঔষধের ভিতর মার্কারি দ্বাবা ক্ষত বা ফোড়া ইত্যাদি পুঞ্জ জন্মান বন্ধ হয়, হিপার-সাল্ফ ফোড়া বা প্রদাহাদি ফাটাটগা পুঞ্জ বাতির করে এবং সাইলিসিয়া সেবনে ফোড়ায় পুঞ্জ জন্মে এবং ফোড়া পাকে—অনেক স্থানে ফোড়া ফাটে এবং ইহা দ্বারা অতিরিক্ত বা বহুদিনের পুঞ্জশ্রাব আরোগ্যলাভ করে।

টন্সিলের প্রদাহে যখন টন্সিল বড় হয়, ঐ ফুলা অনেক দিন থাকিয়া উঠাব ভিতর পুঞ্জ জন্মে ও টন্সিলের ভিতর ক্ষত হইয়া পুঞ্জ জন্মে, ঐ পুঞ্জ পড়া শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য না হইলে সাইলিসিয়া ব্যবহার্য। টন্সিল থাকিয়া উঠা হইতে পুঞ্জ বাহির হইতে থাকিলে এবং ঐ পুঞ্জ জন্মের শ্রায় পাতলা ও কল্ভানির শ্রায় হইলে সাইলিসিয়া উপযোগী ঔষধ।

কাসি:—সাইলিসিয়ার কাসি করুণ; কাসিতে কাসিতে তাহার গলা ভাঙ্গিয়া যায়, গলা শুড় শুড় করিয়া তাহার কাসি হয়। সে কোন কার্য তাড়াতাড়ি করিতে গেলে বা জোরে হাঁটিতে আত্মস্ত করিলে তাহার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং হাঁপাইতে থাকে। চিং হইয়া শুইলে, হেঁট হইলে, দোড়াইবার সময় বা পরে এবং কাসিলে শ্বাসকষ্ট অত্যধিক দেখা যায়; তাহার বুকে চাপবোধ, সে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, রোগী ঠাণ্ডা জলপান করিলে, কথা বলিলে এবং রাত্রিতে শুইবার সময় কাসির বৃদ্ধি। এই লক্ষণ আমবা রাস-টক্স ও ফস্ফোরাসে পাই। ফস্ফোরাস রোগী কথা কহিলে কাসির বৃদ্ধি রাস-টক্স রোগী ঠাণ্ডা জলপান করিলে কাসির বৃদ্ধি; রাত্রিকালে শুইলে কাসির বৃদ্ধি, ফস্ফোরাস, রিউমেস্ম ও হাইমোসাথেমাসে আছে। সাইলিসিয়া রোগীর রাত্রি কাসিতে কাসিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সাইলিসিয়া রোগীর গয়ার প্রচুর, হরিজাবর্ণের এবং পুঞ্জের মত; ইহার গয়ার দিনের বেলাই বেশী বাহির হইয়া থাকে।

সাইলিসিয়া হাঁপানি ও ক্ষয়রোগেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

সাইলিসিয়া ক্ষয়রোগের একটি উত্তম ঔষধ। যক্ষ্মারোগীর নৈশদর্শ দূর করিতে ইহার অকৃত্রিম ক্ষমতা। সাইলিসিয়া—ক্ষয়রোগীর গযার জলপূর্ণ পাতে ফেলিলে উহা ডুবিয়া যায়। ক্ষয়রোগের সহিত অত্যধিক দুর্বলতা থাকিলে তাহা দূর করিতে ক্যালকে-ফস্ফের স্রাব ইহা উত্তম ঔষধ। যক্ষ্মারোগে সাইলিসিয়া খুব সাবধানতা ও বিবেচনায় সহিত প্রয়োগ করা উচিত। যথেষ্ট ব্যবহারে ইহা অপেক্ষা অনিষ্টই ঘটে।

কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য ইহা একটি উত্তম ঔষধ, রোগীর যেন সরলান্তের মল নির্গত করিবার ক্ষমতা নাই সেইজন্য কতকটা মল নির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া যায়। রোগীর অভ্যন্তর বেগ দিতে হয় কারণ খুব বেগ না হিলে মল নির্গত হয় না, মল মলান্তের ভিতর আসিয়াও বাহির হইতে চাতে না, ইহার মল কঠিন, গুটিলাময় ফ্যাকাসে বর্ণের। সাইলিসিয়ায় প্রতিবার ঋতুর পূর্বে ও সময়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়।

উদরাময় বোগে সাইলিসিয়া একটি কার্যকরী ঔষধ। ইহার উদরাময় সাধারণতঃ খারাপ বীজে ঢাকা দিবাব ফলে হইয়া থাকে। মল বীভৎস দুর্গন্ধযুক্ত, ইহার সহিত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু-নিঃসরণ হইয়া থাকে, ইহার উদরাময়ের মল এত দুর্গন্ধযুক্ত যে গন্ধে অস্থির হইয়া বাইতে হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইলে এবং মল উপরোক্তরূপ হইলে ইহা উপযোগী। যেন সকল শিশুদিগের মাথা বড়, মাথায় প্রচুর ঘাম হয়, শিশুর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া যায়, ক্ষুধার অভাব, আবার কখনও হয়ত অস্বাভাবিক ক্ষুধা; পেট অত্যন্ত শক্ত—ফোলা ফোলা ভাব, পেটে যেন বায়ু জমিয়া আছে, তাহার পায়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম হইয়া পায়ে স্তত জন্মে এবং ২১ দিনের উদরাময়ে যাহারা অত্যন্ত কাতর ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, শরীর কিছুতেই গরম হয় না, এমন কি নানাবাবে গাত্রচালনা করিলেও যাহাদের শরীর গরম হয় না, তাহাদের পীড়াতে সাইলিসিয়া উত্তম ঔষধ।

শিশু-কলেরায় সাইলিসিয়া ফলপ্রসূ। শিশু-কলেবায় যে সকল শিশুর মাথা বড়, পা সৰু, পেটটা ভারী ও মাথায় ঘর্ম হয় প্রচুর, শিশু মাতৃসুত পান করে না, পান করিলেই গা-বমি-বমি করে, ক্ষুধা থাকে না, অস্বাভাবিক লক্ষণ উদরাময়বৎ, তাহাদের বোগে ব্যবহৃত হয়।

তড়কায় সাইলিসিয়া নাক্স-ভস্মিকার দ্বারা কার্য্য করে, কিন্তু ইহার শিশুদিগের তড়কা প্রায় অসম্ভব ও পুণিমার সময় হইয়া থাকে। মানসিক কষ্ট বা অতিশয় মানসিক পরিশ্রমের ফলে যদি তড়কা হয়, তবে সাইলিসিয়া উপযোগী।

ওজিনা বা পুতিনশ্রু অথবা শিশুদিগের যকৃৎ বৃদ্ধি :—গণ্ডমালা শিশুদিগের পুতিনশ্রু বা ওজিনা বোগে সাইলিসিয়া ম্যাগ-মিউরের দ্বারা ঔষধ। সাইলিসিয়া ও ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরের রোগীর পায়ে ঘর্ম হওয়া, যকৃৎের বৃদ্ধি, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, কোষ্ঠকাঠিন্যে মল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। ম্যাগ-মিউর ও সাইলিসিয়ার মল সামান্য নির্গত হইয়া বাকি মল উপরে উঠিয়া যায়, সাইলিসিয়ার রোগীর ঘর্ম মাথায় ও পায়ে অত্যধিক হয় এবং উহা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; ম্যাগ-মিউরের ঘর্ম এত দুর্গন্ধযুক্ত ও নরম বা পরিমাণে এত প্রচুরও নহে।

বাতরোগ ও পক্ষাঘাত :—সাইলিসিয়া পুরুষাঙ্কমিক বাতরোগের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ স্বকদেশের ও অন্ধিস্থানের বেদনার উহা আরও কার্যকরী। তাহা যদি অসম্ভব ও পুণিমায় বৃদ্ধি লাভ করে, অক্রান্ত স্থানের আবরণ খুলিলে ঠাণ্ডা লাগাইলে যদি বেশী হয় তবে সাইলিসিয়াই একমাত্র ঔষধ। যেক্রদেশের রোগের সহিত যদি পক্ষাঘাত থাকে, ঐ সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য,

ঠাণ্ডার রোগের বৃদ্ধি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায রোগের আক্রমণ, রোগীর মাথায অত্যধিক ঘর্ষ এবং পায়ের ঘর্ষ চঠাৎ অবরোধ হইয়া শঙ্কাবাত জন্মে, তবে সাইলিসিয়া ব্যবহার্য্য।

অর্শ ও ভগন্দর :—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অর্শরোগে যখন মলম্বা হইতে মলাস্ত্র বা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত সাঁচিয়া পরিবাহ্য ভাব থাকে বা শলা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা, মলত্যাগ কবিবার সময় বলিশুলি বাহিব চঠিয়া পড়ে এবং উহার মধ্যে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা। **ভগন্দর** রোগেরও ইহা উক্তম ঔষধ। সাইলিয়া রোগীর যখন ভগন্দরের উপক্রম হয়, তৎসহ কাসি, হাঁপানি এমন কি ক্ষয়রোগও হইতে পারে, আবার যখন কাসি ইত্যাদি আবোগ্য লাভ করে তখন তাহার ভগন্দর পুনর্বার কবিবার আসে, এই লক্ষণ বার্কাবিস, ল্যাকোসিসেও আছে। ভগন্দর বোগীর আক্রান্ত স্থান সর্বাঙ্গ রসে ভিজিয়া থাকে, উহা হইতে যে রস নির্গত হয় তাহা দুর্গন্ধযুক্ত এবং কলতানিয ত্রায়।

স্ত্রীরোগে :—রোগিণীর অত্যধিক ঋতুশ্রাব এবং অত্যন্ত ঋতুশ্রাব উভয়ই আছে, যখন অত্যধিক ঋতুশ্রাব হয় তখন তাহার থাকিয়া থাকিয়া সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়, ঋতুব সময় অত্যন্ত শীতবোধ করে এবং পা বরফের ত্রায় ঠাণ্ডা হইয়া যায়। যে সকল রমণীদিগের ঋতুশ্রাব অপ্রাপ্তকালে প্রকাশ পায়, তাহাদের শ্রাব অতি কম হইয়া থাকে। ঋতুশ্রাবের পূর্বে ও সময়ে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ। বোগিণীর প্রতি ২৩ মাস অন্তর ঋতুশ্রাব হইয়া থাকে, ইহার শ্রাব দুর্গন্ধযুক্ত এবং কষায়। কখন কখন পায়েব ঘাম বদ্ধ হইয়া বা বদ্ধ হইয়া ঋতু বদ্ধ হইয়া গেলে ইহা উপযোগী। স্তনের ফোঁড়া, স্তন ক্ষীণ হইলে, তথায় ব্যথা থাকিলে, স্তনের মধ্যে পূঁজ জন্মিলে এবং কোন কোন রোগিণীর ঋতুর সময় স্তন হইতে রক্তশ্রাব হইলে ইহা ব্যবহার্য্যোপযোগী ঔষধ। শিশুকে স্তন্যদান করিবার সময় স্তন বা জরায়ুর মধ্যে তীব্র বেদনা। শিশু যখনই স্তন্যপান করে তখনই বেদনা ঐ স্থান হইতে শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে (ফাইটোলকা) ঐ বেদনা পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িলে **ক্র্যেটন-টিগ** এবং জরায়ুতে ছড়াইয়া পড়িলে **পালসেটিলা** ঔষধ। সাইলিসিয়ার শিশু যতবার মাতৃতন্ত্র পান করে ততবারই মাতার যোনি হইতে অমিশ্র শোণিতশ্রাব হইয়া মাতা যন্ত্রণা অনুভব করেন। **পালসেটিলা**র শিশু যতবার স্তন্যপান করে প্রস্রাব যন্ত্রণায় কাঁদিতে থাকে। সাইলিসিয়া বোগিণীর দুধ শিশু পান করিতে চায় না, যদি অত্যন্ত ক্ষুধা পাইবার পব বা ভয় দেখাইবার পর পান কবে তর্হা হইলে সে হলুদবর্ণের দুধ বমন করে।

প্রস্রাব :—বোগীর অনববত প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, প্রস্রাব করিবার সময় যন্ত্রণা অনুভব। মাথার যন্ত্রণায় বোগী যদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব করে, তবে মাথার যন্ত্রণার উপশম হয়। শিশু ও বালকদিগের ক্রুর রীত্রে অসাড়ে প্রস্রাব হইলে, প্রস্রাব ফিকা কিম্বা ঘোলা হইলে এবং প্রস্রাবে হলুদবর্ণের তলানি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই।

ম্যালেরিয়া ও সবিরাম জ্বর :—ইহার সবিরাম জ্বরের সময়েব ঠিক নাই, অব প্রায় রাত্রি ১২টার পর আরম্ভ হইয়া পরদিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত থাকে, আবার কোন কোন রোগীর বেলা ১০টার সময় জ্বর হইয়া রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত থাকে। ইহার রোগীর শীতের সময় পিপাসা মোটেই থাকে না, সমস্ত দিন তাহার শীত কবে, এমন কি গরম ঘরের ভিতর থাকিলেও তাহার শীত বোধ করে। এখন গোত্রোত্তাপ বাড়িতে থাকে তখন তাহার অত্যন্ত পিপাসা পায়, আবার উত্তাপের ভিতর শীত-শীতভাবও দেখা যায়। তাহার তখন বৈকালে জ্বর আসে তখন পিপাসা ও শ্বাস কষ্টের বৃদ্ধি। রাত্রিতে তাহার জ্বরের বৃদ্ধি। রোগীর মাথার ও পাদে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ষ হয়, ঘর্ষ বৃকে ও সর্বশরীরে হইয়া থাকে,

বসন্ত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। ঘাম হইয়া তাহার পায়েব আঙ্গুলের ভিতর বা হয়, আলা কবে এবং দিনরাত পায়েব ভিতর স্পন্দন হইতে থাকে।

সাইলিসিয়া রোগী অত্যন্ত অস্থির তাহার হাত দুইটা একপভাবে কাঁপিতে থাকে যে তাহার হাতের জিনিস পড়িয়া যায়—জলের গ্লাস তুলিয়া যে জলপান করিবে একপ কঁমতা থাকে না, কিছু লিখিবাব সময় লিখিতে পারে না—হাত কাঁপে। সাইলিসিয়া রোগী অত্যন্ত দুর্গন্ধ, সামান্যতেই অবসর হইয়া পড়ে তাহার শরীর ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে এমন কি রীতিমত পরিশ্রমাদি করিলেও শরীর উত্তপ্ত হয় না। বোগী অত্যন্ত নিদ্রালু আহারবেব পব ও সন্ধ্যাবেলা তাহার অত্যন্ত ঘুম পায়, ঘুমের ভিতর পুনঃ পুনঃ হাই তোলে, উঠেবসে কঁথা বলে বা চীৎকার কারয়া উঠে। ঘুমের ভিতর এদিক ওদিক ঘুরিয়া শেষে আবার বিছানায় শুইয়া পড়ে।

মোট কথা :—সোরা-ধাতু বিশিষ্ট মানসিক ও শারীরিক অহুত্ব সম্পন্ন, দ্রাবু-প্রধান খিট-খিটে স্বভাব, বস্তুপূর্ণ দুর্গন্ধ, শবীরের আভাবিক উত্তাপের অভাব—সকল সময়ই শীতবোধ—শারীরিক পবিশ্রম কবিলেও শীত দূব হয় না, সঙ্কেই সর্দিকাসি হইয়া থাকে, সকল সময়ই তাহার শরীর ঢাকা দিয়া রাখে, প্রচুব খাওয়া দাওয়া করা সবেও শরীরেব পোষণের অভাব,—গণ্ডমার্গ ও অস্থিযিকৃতি, বৃহৎ মস্তক, ব্রঙ্করক্স ও মাথার খুলির হাড়গুলি ফাঁক, মস্তকে প্রচুব ঘর্ণ, প্রকাণ্ড বড় পেট, কোটারাগত চক্ষু, দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রবাহের পূজ বহুদিন পর্যন্ত স্থায়ী হইলে, 'নেত্রনালীর' বা হইতে-দুর্গন্ধযুক্ত কলতানি বাহির হইলে, তীব্রতব শিয়ঃপীড়া প্রচুব প্রস্রাবেব পর উপশম হইলে, টীকা দানের মন্দ ফলের জন্য উদ্ভ্রামণ; পায়ের ঘর্ণ রোধ হইয়া নানাবি রোগে ইহা উপযোগী ঔষধ।

হাস-বৃদ্ধি :—রোগীব মাথায় গরম কাপড় জড়াইয়া রাখিলে, দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিলে, ঘরের ভিতর থাকিলে, বিশ্রামকালে, শ্রমকালে, বামনিকে বা যে পাশ আক্রান্ত হয় নাই সেইদিকে শয়ন করিলে এবং গরম জলপানে উপশম; শীতেব ভিতর, ঋতুকালে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায, শয়ন করিলে, অনাবৃত অবস্থায়, মস্তক খোলা রাখিলে, স্পর্শ কবিলে, টিপিলে, আক্রান্ত স্থান ঠাণ্ডা জলে ধোত কবিলে, পীয়ে জল লাগিলে এবং লিখিবাব সময় বোগেব বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—মাথার ঘাম ও মাথার হাডেব অসংযোগ অবস্থায় ক্যালকেরিয়া তুল্য; মাথা গরম কপড়ে ঢাকিয়া রাখা—অনিকিউ, ম্যাগ-মিউর তুল্য; পাকের বস্তু অববদ্ধ হইয়া রোগ হইলে—কুপ্রাম, গ্র্যাফা তুল্য; জীবনীশক্তি বা শরীরের আভাবিক তাপেব অভাব—লেডাম, সিসিয়া তুল্য; সাইলিসিয়া—ভগন্ধর রোগের সহিত বন্ধের পীড়া পর্যায়ক্রমে—ক্যাল-ফস, বার্ক্যারিস তুল্য; কাহারও স্পর্শ ভালবাসে না—সিন্ধা, হিপার, ল্যাকেসিস তুল্য, স্তনের ফোটকে—ফস্ফোরাস, রাস্-টম্ব তুল্য; জিহ্বায় চুল আছে অহুতবে—নেট্রাম-মিউব, কেল্লি-বাই; শিশু একতবে—আবোডিয়াম, ক্যামো তুল্য; চর্মের অসুস্থতায়—হিপার, মার্ক্যারি, গ্র্যাফাই তুল্য।

ডঃ অ্যালেন বলেন সাইলিসিয়া—পালসেটিলাব ক্রমিক ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x বিচর্চ ৬, ৩০, ১০০ ও ১০০০ শক্তি।

সাইমেক্স-লেটুলোরিয়াস (Cimex Lectolarius.) ।

পরিচয় :—আকাঙ্ক্ষা-গ্র্যাভিরালেস—ছারপোকা ।

প্রস্তুতি :—জীবন্ত ছারপোকা খেঁসলাইবা সুরাসার যোগে ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সবিরাম জ্বরের অতি উত্তম ঔষধ । পালাজরের জন্য চোখা-প্রাণোগ আছে । অর আসিবার পূর্বে বোগী অত্যন্ত ক্রোধাশ্রিত হইয়া তাহার হস্তপদাদি অনবরত ছুঁড়িতে থাকে তখন পাখের অস্থিবর্ধনী যেন ছোট হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ সেইজন্য রোগী পা লম্বা করিতে পারে না, সে পা শুটাইয়া শয়ন কবে; ‘পা ছোট হইয়াছে’ অনুভূতি, ডাণ পাগেই বেশী হয় । অত্র শীতাবস্থার সময় তীব্র মাখার যন্ত্রণা ; এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যে তাহাব চিন্তাশক্তি পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়—তখন জলপান করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি । সাইমেক্স বোগীর ডাণ দিক বেশী আক্রান্ত হয়—তাহার বক্ষঃপ্রদেশ যেন মুচুড়াইয়া গিয়াছে এরূপ বেদনা অনুভব, ঐ স্থান স্পর্শ করিলে এবং কাসিলে বেদনার বৃদ্ধি । রোগীর জ্ব যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন তাহাব গলার ভিতর পিটপিট করিতে থাকে, এরূপ পিটপিট করিবার জন্য রোগীর গুল কাসি হইতে থাকে, জলপান করিলে কাসির বৃদ্ধি । তৃষ্ণ তাহার খুব অধিক কাসি এবং অন্ত্রাশ্র উপসর্গের বৃদ্ধির জন্য সে জলপান করিতে চাচে না । সাইমেক্স রোগীর জল পিপাসার একটি বিশেষত্ব আছে—বিজ্ব অবস্থায় তৃষ্ণা খুব, শীতাবস্থায় অল্প তৃষ্ণা, উত্তাপাবস্থার চাইতেও কম এবং ঘর্ষাবস্থায় মোটেই জল পিপাসা থাকে না । ইহার ঘর্ষ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ।

রোগীর অত্যধিক তন্দ্রাভাব এবং দুর্দমনীয় নিদ্রালুতা থাকে । রোগীবা মিষ্টা মথলা, শ্বেত লেপাবৃত, জিহ্বা দেখিলে বোধ হইবে যেন জিহ্বা পুড়িয়া গিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে । ইহাব রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, মল সুপাবির স্রাব শুটলে শুটলে, অতি কষ্টে যদিও কোনক্রমে একটি মল নির্গত হইয়া যায় তারপবই মলবার বন্ধ হইয়া যাইবে ।

মন্তব্য :—ছারপোকাকার নাম শুনিয়াই হয়ত কেহ কেহ বলিবেন আরে বামচন্দ্র ! ছারপোকা দ্বারা আবার ঔষধ কি হইবে? ভৈষজ্য জগতে যে কোনও পদার্থ বা জীবজন্তু-পোকা-পাকড় (শক্তিকৃত) দ্বারা নীড়ায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়, কোন রোগে যে কোন ভৈষজ্য প্রযোজ্য হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না । সাধারণ বালুকাও যখন ঔষধেব আকাব ধারণ করে তখন ইহার ক্রিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, আরসোলা বা তেলা-পোকা ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায় অধিক যখন সেই আরসোলা শক্তিকৃত করা যায় তখন ক্লেমায়ক হাঁপানির টান ইহাদ্বারা আরোগ্য লাভ করে; মাকড়সা দ্বারা যখন ঔষধ তৈরী হয় তখন ইহাদ্বারা কত সাংঘাতিক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে; কুকুরের দুধকে যখন ঔষধরূপে তৈরী করা হয় তখন তাহার আশ্রয় কার্যদায়িনী শক্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়; সেইরূপ সাইমেক্স বা ছারপোকাকে শক্তিকৃত করিলে পালাজর, রক্তজ্বাবী অর্শ আরোগ্য লাভ করিবে তাহাতে আর আশ্রয় কি ?

চেষ্টব্য :—আমাদের দেশীয়মতে জীবন্ত ছারপোকা পাকা কলার ভিতর পুরিয়া রোগীকে ৩৪ দিন সেবন করিতে দিলে পালাজর বা রক্তজ্বাবী অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া যায় । কেহ কেহ ইহার উপকারিতা পরীক্ষা করিয়াছেন আমরা এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না তবে শক্তিকৃত

ছারপোকা দ্বারা পালাজর ও রক্তশ্রাবী অর্শ আরোগ্য হইয়াছে ইহা দেখিয়াছি। কেহ কেহ বলেন 'ছারপোকাকার শক্তিকৃত অরিষ্ট কালাজর নাশক'।

• **সদৃশ :**—সাইমেক্স—অ্যামন-মি, ক্লিট, এপিস, ডাল্কা, ইউপে-পা সমতুল্য ঔষধ।

• **শক্তি :**—৩৫, ৬৫, ৩০, ২০০ ও তদূর্ধ্ব শক্তি।

সাইপ্ৰিডিয়াম-পিউবেসেন্স (*Cypripedium Pubescens.*) ।

পরিচয় :—শিবৎকালে সংগৃহীত এই বৃক্ষের তাজ্জামূল হইতে অবিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ শিশুদিগের দাঁত উঠিবাব সময়কার অনিষ্টা রোগে বেশী ফল দান কবে। তখন শিশু ষাড়ে কিছুতেই ঘুমায না, অনবরত কথা বলিতে থাকে; বিচানায় শুইয়া চট্‌ফট্‌ কবে মহানন্দে হাস্য করে ও খেলা কবিত্তে থাকে তাহাব নিদ্রা ঘাইবাব কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ঐ সকল শিশু তথ্য দিনেব বেলা বেশ থাকে, খেলা কবে, হাসে কাঁদে কিন্তু রাত্রি হইলেই চীৎকার আবস্ত কবে ও কাঁদে, নিদ্রেও ঘুমায না বাডীব স্ফাচ্চ কেহ তাহাব জ্ঞাত ঘুমাইতেও পাবে না।

ডাঃ ক্যারিংটন বলেন এই অবস্থাটা শিশুদিগের মস্তিষ্কের বিকৃতিব পূর্ব লক্ষণ। শিশু বহুদিন উদবাস্তে ভুগিয়া ভুগিয়া শেষে তাহাব যদি মস্তিষ্কোদক বা 'মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়' (হাইড্রোসেফালস) লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় সেই অবস্থায়ও ইহা ব্যবহার কবা যায়। ইহা ব্যতিবেকে এই ঔষধটা মূর্ছাবায়ু, স্নায়ুশূলেব পীড়া তাড়ব' বোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু ইহার প্রধান ক্রিয়া শিশুদিগের দাঁত উঠিবাব সময়কাব মস্তিষ্কের পীড়ায়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগেব বাত্রে ভালরূপ নিদ্রা না হইলে বা বাত্রে নানাবিধ হেয়ালী করিতে থাকিলে ইহা ব্যবহার বিধি।

ডাঃ হেল বলেন—যে সমস্ত রোগিণীর অতিরিক্ত চা পানের ফলে স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রকাশিত হয় সেই সকল রোগীদিগের পক্ষে এই ঔষধ প্রয়োজনীয়। অত্যধিক মানসিক উত্তেজনাব জ্ঞাত স্নায়বিক বিকৃতি ঘটিলে, ইনফুয়েন্স জবেব পব দুর্বলতা ও স্নায়বিক অবসাদ জন্মিলে তাহা দূব করিবাব জ্ঞাত ইহা অত্যন্ত উপযোগী ঔষধ।

ঐক্য বোগের পব মূর্ছাবায়ু, টাইফয়েড জবেব পব শরীরেব কম্পন বা স্পন্দন এবং তাত পায়ের কম্পনাদি ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে।

• **শক্তি :**—মূল অবিষ্ট, ৩, ৬ ক্রম।

সার্ভাস (*Cervus.*) ।

• **পরিচয় :**—ব্রেজিল দেশীয় এক প্রকার হরিণের চামড়া হইতে বিচূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে তৈরী।

• **ব্যবহারস্থল :**—পায়েবু ঝিনিঝিনি বাস্ত রোগে, জিহ্বার বিকৃতি ও বিশ্বাদ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

সিট্রেরিয়া-আইল্যান্ডিকা (Cetraria Islandica.)

পরিচয় :—অপর নাম আইসল্যান্ড মস্। ইহা এক প্রকার শৈবাল।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ শরীরের শীর্ণতা, সন্দি, অতিসার, যক্ষ্মা, ক্ষত প্রভৃতি রোগগ্রস্ত রোগী চিকিৎসায় উপযোগী।

এই ঔষধ ষ্টিকট। পাল্মো সদৃশ ঔষধ।

ক্রিয়া :—নিম্ন ক্রম।

সাম্বাল (Sumbul.)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম সাম্বুলাস মস্কেটাস বা মাস্ক-কট্। মধ্য-এশিয়ায় এক প্রকার মূল পাওয়া যায়, ইহার গন্ধ অনেকটা মৃগনাভী সদৃশ; এইজন্য প্রতাবকগণ প্রতারণা করিয়া মৃগনাভী অর্থাৎ কস্তুরীব সহিত উহা মিশাইয়া মৃগনাভী বলিয়া চালাইয়া দেয়। এই মূলকেই সাম্বাল বা কস্তুরীবমূল বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। জিনিষের গন্ধ একপ্রকার হইলে উহাদের কার্যকরী ক্ষমতাও প্রায় একইরূপ হয়—যেমন আবেলিয়া ও ইবিঞ্জিয়মেব গন্ধ অনেকটা একরূপ হইলে উভয় ঔষধই শ্বাসরোগে উত্তম কার্য করিয়া থাকে। মৃগনাভী বা মস্কাসেব লক্ষণের সহিত সাম্বালের অনেকটা সাদৃশ্য আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঔষধেব গন্ধেব সহিত কাষ্টরিয়াম, নাক্স-মস্কেট ও আসাফিটিডার গন্ধেব কতকটা সাদৃশ্য থাকায় গুণেধও অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই কস্তুরীমূলের চূর্ণ দ্বারা আরক তৈরী হয়।

ক্রিয়াস্থল :—শ্বসনরক্ত রমণীদিগের শ্বাসনিক অবসাদ ও মুর্ছাবায়ু বোগে ইহা ক্রিয়া দেখা যায়।

ব্যবহারস্থল :—মৃগী, মুর্ছা, হৃদকম্পন, শ্বাসশূল, হাঁপানি, তাণ্ডব, ফুসফুস-প্রদাহ, সান্নিপাতিক-জ্বর, অতিসার, ক্রমি প্রভৃতি বোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

মুর্ছাবায়ু :—মুর্ছাবায়ুবোগে শিবঃঘূর্ণনই এই ঔষধেব প্রধান ক্রিয়াস্থল। ক্রশা, তীন-রক্ত রমণীদিগের শ্বাসনিক অবসাদ ও মুর্ছাবোগে ইহা মস্কাস সমতুল্য ঔষধ। রোগিনী মাথা নোঁথাইলে, গরম জল ব্যবহার করিলে, নড়িলে চড়িলে, আসন হইতে উঠিলে মাথা ঘুরায়, সামান্য কাবণে তাহার মুর্ছার উপক্রম হয়, যখন সে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে তখন মুচ্ছিত হইয়া সমুখের দিকে পড়িলে সাম্বাল উপযোগী ঔষধ। মুর্ছাবায়ু রোগিনীর পুনঃ পুনঃ বোধ হয় যেন তাহাব গলা রোধ হইয়া আসিতেছে এবং ক্রমাগত উলঙ্গারের সহিত পাকস্থলী হইতে বাষ্প নির্গত হইতেছে, বোগিনী পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে থাকে।

হৃদযন্ত্রের পীড়া :—ইহা সাময়িক হৃদস্পন্দনের জন্ম উপযোগী। মুর্ছাবায়ু বোগগ্রস্তা ত্রীলোকদিগেব কিম্বা ত্রীলোকদিগের বয়ঃসন্ধিকালে মুর্ছারোগে যখন সামান্য মানসিক উত্তেজনাতেও হৃদস্পন্দনের আবির্ভাব হয় তখন ইহা উপযোগী। বাতাস্ত্রিত হৃদ-প্রদাহে যখন হৃদপিণ্ডের বেগ প্রবল হয়, বিশেষতঃ ঐরূপ ভাব যদি আহাবাদির পব—যখন আহাংখ্যাদ্রব্যাদি জীর্ণ হইতেছে সেই সময় আদ্রস্ত হয় এবং হৃদপিণ্ডের ভিতর যেন হাশোর টানিতেছে এইরূপ হৃদহৃদ শব্দ হইতে

ধাকে, থাকিয়া থাকিয়া পিঠের দিকে যেন কেহ আগুন ঢালিয়া দিতেছে এইরূপ গরম অনুভূত হয় এবং বৃক্কের ভিতর যেন ছুরিকাঘাত হইতেছে এরূপ ব্যাধায় সাধাল কার্য্যকরী ঔষধ। সাধাল রোগিণীর বায়ু বাহ অসাড়, অত্যন্ত ক্রীণ এবং অক্লান্তি মধ্যে যুৎ বেদনা বোধ ইহার প্রধান লক্ষণ।

ডাঃ হেল্ বলেন, হৃদপিণ্ডের পীড়ায় বধন অত্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল লাভ হয় না তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাওয়া যায়।

কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগে বোগী অনবরত তাহার মাথা ও অত্যন্ত অকপ্রত্যক নাড়ে ও জিহ্বা পুনঃ পুনঃ বাহির কবে, তাহার পুনঃ পুনঃ ক্ষুধা উত্তেজিত হয় এবং খায়। সদা সর্কদাই তাহার প্রকুলভাব; সেইজন্যে হাসি লাগিয়াই আছে। তাহার মুখাঙ্গুতি জড়বে ণ্ডায়, উন্মাদ হওয়াব আশঙ্কা খুব। বোগী তাহার ভুক্ত দ্রব্য বমন করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ।

স্নায়ুশূল :—ইহার স্নায়ুশূল কখন মুখমণ্ডলে, কখনও আবার বক্ষঃদেশে কখনও বা ডিম্বাধারে তীব্রভাবে দেখা যায়। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক স্নায়ুশূলে যখন হিন্ধীকীচিৎ ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় না, তখন সাধালেব কয়েক মাত্রা প্রয়োগ কাঁববার পর এমন চমৎকার ফল পাওয়া যায় যে বর্ণনা কবা যায় না। সাধালেব স্নায়ুশূলে যে কোন্ প্রকারেব তাহা বলা বড়ই কঠিন; তবে স্ত্রীলোকদিগেব ডিম্বাধাবেব (ovarian) স্নায়ুশূলই ইহার প্রিয় কর্ষক্ষেত্র। কোন কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক বলেন, ব্যুৎপ্রদানা-দ্রব্য-রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের ভিতর এক প্রকার স্নায়ুশূলের পীড়া দেখা যায়, যাহা দ্বারা বায়ু স্তনের নিম্ন স্থান আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই স্থানেব বেদনা এত উগ্র যে স্নায়ুশূলের সহিত ইহাব সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

কুমি :—হৃৎকমির দ্রুত সাধাল প্রয়োগ কবা যায়। এই কুমি হইয়া রোগীব পেট ঢাকের দ্রুত ফুলিয়া উঠে, সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, নাক খোঁটা এবং নাসিকাব ভিতর চুলকানি পরিলক্ষিত হয়। প্রস্তাবে তৈলেব দ্রুত সব ভাসে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬ ক্রম।

সাইক্ল্যামেন-ইউরোপীয়াম (Cyclamen Europæum.) ।

পরিচয় :—ইহার অপরা নাম আর্টানিটা সাইক্ল্যামেন, সো-ব্রেড্। বসন্তকালে এই গাছের তাঙ্গা মূল সংগ্রহ করিয়া মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। এই গাছড়া সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপে জন্মে।

ক্রিয়াশূল :—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবন্দীয় স্নায়ুশূলে ইহার ক্রিয়া দেখা যায়। ইহার কলে মস্তিষ্ক, চক্ষু, উদর এবং স্নায়ুশূলে অত্যন্ত হয়, পালসেটিলার সহিত ইহার বহু সাদৃশ্য আছে।

ব্যবহারশূল :—পরিণীক যন্ত্র, স্নায়ুশূলে, অতিব্রজ, রক্তলোপ হইবার ফল আধ-কপালে আধাধরা, মুখমণ্ডলেব পাণ্ডুরতা, গর্ভবতীর নানাবিধ রোগ, মুত্রনালী প্রদাহ, চক্ষু পীড়া, কেরানীদিগের হস্তকম্পনে বাঁহত হয়।

মূল :—রোগিণী নির্জনে একাকী বসিয়া থাকিতে ভালবাসে, অত্যন্ত হোদনপরায়ণা, সে সকল প্রকার পরিশ্রমেই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ভ্রম-জ্ঞান অত্যন্ত, তাহার মনের ধারণা—বিছানায়

তাহারা দুইজন ব্যক্তি শুইয়া আছে এবং অপর ব্যক্তির দেহ যেন তাহার শবীরের উপর রহিয়াছে। **ব্যাপটিসিয়ার** বোগী মনে-কবে, বিছানায় তাহারা তিনজন শুইয়া আছে এবং লেশে তাহাদের কুলাইতেছে না; **পালসেটিলার** রোগিণী মনে করে যেন তাহার বিছানায় একজন পুরুষ শুইয়া আছে; **সিকেলি-কর** বোগিণী মনে ভাবে যেন তাহার দুইজন অস্থূল হইয়াছিল, একজন মাঝা গিয়াছে, অপবজন আবোগ্য লাভ করিল। সাইক্লোমেন রোগিণী পালসেটিলার স্ত্রায় একটুতেই কাদিয়া ফেলে। ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই, পালসেটিল ঠাণ্ডা ও মুক্ত হাওয়া পছন্দ করে, সাইক্লোমেন চায় গরম ও আবদ্ধ ঘর।

শিরঃপীড়া:—ইহার মাথাব বোগ পাকঘন্ডের নানাপ্রকার গুণ্ডগোলির জন্ম হইয়া থাকে, তবে মাথার যন্ত্রণা সমস্ত মাথায় ছড়াইয়া না পড়িয়া সাধারণতঃ এক পাশেই হইয়া থাকে। **পালসেটিলার** ঐরূপ পেটের গুণ্ডগোলির সহিত মাথার বোগ হইলে তাহার সমস্ত মাথায়ই ব্যাধিত হয়। জ্বীলোকদিগের ঋতুর নানাবিধ গুণ্ডগোলির সহিত মাথাব বোগ হইলেও অর্থাৎ মাথাব যন্ত্রণা হইলেও সাইক্লোমেন ব্যবহার্য্য। ইহার শিরঃপীড়া ঋতুবোগের সহিত যেমন হইয়া থাকে সেই সঙ্গে চক্ষু নানাবিধ পীড়াও দেখা যায়। ইহা শিরোবেদনা বৈকালে ও সন্ধ্যাবেলা বেশী হয়, বেদনা যখন তীব্র হইতে থাকে তখন তাহার চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়; এই সময়ে যদি তাহার মাথায় ও চোখে ঠাণ্ডা লাগান যায় তবে যন্ত্রণার উপশম হয়। সাইক্লোমেন ও অর্ধশিরঃশূল বা মাথার যন্ত্রণা আছে, কিন্তু মাথার যন্ত্রণাব সহিত ইহার অক্সিগোলক আক্রান্ত হয়, আর সাইক্লোমেন রোগিণী চোখে অন্ধকার দেখে। সাইক্লোমেন রোগীর মাথার যন্ত্রণাব সহিত টেরাদৃষ্টিও হইয়া থাকে। **ডাঃ হিউজেস্** বলেন, ঋতুর নানাবিধ পীড়ার সহিত চক্ষুরোগ ও শিরঃপীড়ায় যে কেবল ইহা ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, রোগিণী তাহার বোগাক্রান্ত দিকেব চক্ষুর সম্মুখে নানাবর্ণের ও অস্বিক্স লিঙ্গবৎ পদার্থ দেখিতে পায়, সেই সঙ্গে আয়বিক বেদনা আধ-কপালেও থাকিতে পারে। চক্ষুবোগে রোগীর নানাবিধ উপসর্গ ঘটে যথা দ্বিদর্শন, অর্দ্ধ-দর্শন, টেরাদৃষ্টি প্রভৃতি। **ডাঃ অ্যালেন ও নর্টন** বলেন যে, টেরাদৃষ্টিতে সাইক্লোমেন উপযুক্ত ঔষধ।

জ্বরোগ:—বাধক বেদনার জন্ম সাইক্লোমেন একটা ভাল ঔষধ। অকালঋতু-নিয়মিত সময়েব পূর্বেই রক্তশ্রাব আরম্ভ হয়। কাল বিলম্বী-সম্বিত দানা দানা প্রচুর শ্রাব। 'কষ্টরক্ত' জন্ম রোগিণী মাথার যন্ত্রণা ও অন্ধত্ব বোধ করে। ঋতু হইবার পূর্বে রোগিণীর প্রসব বেদনার স্ত্রায় বেদনা হইতে থাকে, এবং ঋতুশ্রাব বসিলে বাড়ে ও বেড়াইলে কমে; **লিসিয়াস** রোগিণীর ঋতুশ্রাব চলাফেরা করিবার সময় বেশী হয়, কিন্তু চলাফেরা বন্ধ করিলেই শ্রাব বন্ধ হইয়া যায়। **ক্রিয়োজোট ও ম্যাগ-কস্** রোগিণী শয়ন করিলে ঋতুশ্রাব হইতে থাকে, চলাফেরা করিলে শ্রাব বন্ধ হইয়া যায়। সাইক্লোমেন রোগিণীর স্ত্রুতপক জিনিস সহ হয় না, উহা খাইলেই তাহা পेट ফোলে, অজীর্ণ হয়; **পালসেটিলার** রোগিণী স্ত্রুতপক জিনিস সহ করিতে পারে না, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। উভয় ঔষধের ভিতর পার্থক্য এই, সাইক্লোমেন ঠাণ্ডা সহ করিতে পারে না, বাহা খায় গরম গরম, মুক্ত ঠাণ্ডা হাওয়ার তাহার রোগের উপশম হয় না, ঠাণ্ডা ঘরের ভিতর থাকিলে আরাম পায় না, মাঝে মাঝে জল পিপাস পায় ও জল পান করে কিন্তু ঠাণ্ডা জলপান করিলেই রোগের বৃদ্ধি; কিন্তু পালসেটিল রোগিণী

ঠাণ্ডা বর, ঠাণ্ডা স্থান, ঠাণ্ডা হাওয়া, সমস্তই ঠাণ্ডা পছন্দ কবে, জিহ্বা শুকাইয়া যায় অর্ধট জল পান মোটেই কবে না। সাইক্ল্যামেনের রক্তশ্রাব কাল কাল। **ক্রোকাস** রোগিণীর বক্তৃতাও কাল কিন্তু উঠা চাপ চাপ এবং বক্তের ভিতর দড়ি দড়ি বক্তের ডেলা থাকে; সাইক্ল্যামেনের ঋতুর সচিত অল্পষ্ট দৃষ্টি ও আধ-কপালে মাথা বাধাব সচিত অনিয়মিত ঋতু, গর্তাঈন্যায় হিকা, প্রসবের পর রক্তশ্রাব বিচ্যমান থাকে।

• **রক্তশূন্যতা** :—সাইক্ল্যামেন স্বল্প-রক্ত রমণীদিগের পীড়াব পক্ষে উপযোগী। রক্তশূন্য বোগিণী ঘৃতপক্ষ কোন দ্রব্য খাইয়া সহ্য কবিতো পাবে না।, রক্তশূন্য রমণীগণের একরূপ লক্ষণে **পালসেটিলাও** অতি উত্তম ঔষধ। ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই, পালসেটিলার জিহ্বা শুকাইয়া যায় অর্ধট জল পান কবে না, সাইক্ল্যামেন বোগিণীর পিপাসায় জল পান কবে। পালসেটিলা রোগিণী খোলা জায়গায় থাকিতে ভালবাসে, ঠাণ্ডা জিনিস পছন্দ করে, সেই সঙ্গে সর্বদাই নাকে কাঁদে। সাইক্ল্যামেন বোগিণী খোলা জায়গা পছন্দ কবে না, এমন কি সে দবজা জানালা বন্ধ করিয়া থাকে, সে সকল দ্রব্যই গরম গরম খাইতে চায়, ইহাব শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা অত্যধিক, কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না, চোখে আঁধার-দৃষ্টি, আধ-কপালে মাথা, সচিত তাহাব দৃষ্টিভ্রম, সকালবেলা এতদূর বাহিল হইয়া পড়ে যে অল্পচালনা না করিলে কোন কাজকর্ম করিতে পারে না। ইহাব বোগিণীকে যক্ষি কোন বকমে কাজে লাগান যায় তবে সে সমস্ত দিন পবিয়া কায্য কবিলে। পালসেটিলাব নিদ্রা বিলম্বে হয় বটে কিন্তু সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে এবং সকালে অনেকক্ষণ পধ্যস্ত নিদ্রা যায়। পালসেটিলা রোগিণী যেমন না কঁাদিয়া কথা বলিতে পাবে না, নাকেন আগায় তাহাব কান্না লাগিয়াই থাকে, সাইক্ল্যামেনের ঘেঁইকপ নহে, বোগিণী কাঁদে বটে তবে মনঃকষ্টের জন্ত বেলা কাঁদে, সেই কান্না নীববেই কাঁদে, কেহ তাহাব কান্না শুনিতে না পায় সেইজন্য সে আড়ালে বসিয়া কাঁদে। সাইক্ল্যামেনের বোগিণী একা নির্জ্জন স্থান পছন্দ করে, কাহাবও সঙ্গ চায় না, রক্তশূন্যতার সচিত প্রাণই বাধক বা অনিয়মিত ঋতু, মাথাব যন্ত্রণা; মাথাবোবা, অজীর্ণ, পেট ফোলা, রাজে পেটেব যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ বিচ্যমান থাকে।

• **অজীর্ণ** রোগে সে ২১ গ্রাস ভাত খাইলেই পেট ভবিয়া যায়, তাহাব খাইবার রুচি থাকে না (লাইকো, প্রণাস), তখন যদি সে জোব কবিয়া খাইতে চায় তবে বমি হইয়া যায়। কোন ঘৃতপক্ষ জিনিস, রুটী, মাংস ও মাখন বা অগ্রান্ত খাদ্যদ্রব্য তাহাব অরুচি, তবে অনেক সময় অখাদ্য জিনিসে রুচি দেখা যায়। **সাইকিউটার** শিশু টিকা, কয়লা, চা-খড়ি প্রভৃতি খাইবার অভ্যাস আগ্রহ। তাহাব মুখের লাল লবণাক্ত সেইজন্য সে ঘাতা খায় সমস্ত লবণাক্ত মনে হয় (আঁস, কার্বো-ডে, চায়না, পালস)। রোগিণীর **লেমনেড** পান করিবার দুদ্দমনীয়, আকাঙ্ক্ষা (স্রাবাই)। অজীর্ণ বোগী বা রোগিণীর আহাব করিবার পরই নিদ্রা ঘাইবার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে; আহাবের পর পেটের মধ্যে যেন কি একটা নড়িয়া বেড়াইতেছে বোধ (ক্যানা-স্রাই, ক্রোকাস, সালুফ, থুজা)।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—গরম ঘরে, বাড়ীর ভিতর বহুঘরে, চলাফেরা করিলে উপশম; মৃত্ত হাওয়ায়, শীতল জলে স্নানাদি করিলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—সাইক্যামেন—রক্তহীনতায়—পাল্‌সেটিলা, চায়না, ফেরাম তুলা; পেটের ভিতর কি নড়িয়া বেড়াইতেছে লক্ষণে—ক্যাল্‌কে-ফস্, ক্যানা-স্ট্রাই, ক্রোফাস, সাল্‌ফ তুলা; মাথার যন্ত্রণার সহিত দৃষ্টিশক্তির বিকৃতি—আইবিস, কেলি-বাই তুলা; সামান্য আহার করিবামাত্র অকচিব উদয়—লাইকো, নাক্স, প্লেণাস, রডো তুলা ঔষধ।

শক্তি :—৩৫, ৬৫, ৬, ৩০, ২০ শক্তি, কিন্তু ডাঃ জাব'ওঃ শক্তির নিম্ন শক্তি প্রয়োগ সমর্থন করেন না।

সার্সাপ্যারিলা (Sarsaparilla) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সালসা এ সার্সা অথবা স্পাইল্যান্ড অফিসিনেলিস্। ইহা এক প্রকার লতা বিশেষ। শুষ্ক মূল হইতে এই ঔষদেব বিচূর্ণ ও আরক উভয়ই তৈরী হয়। এই জাতীয় লতা মধ্য আমেরিকায় প্রচুর জন্মে।

ব্যবহারস্থল :—সার্সাপ্যারিলা মূত্রবোধ, মূত্র-পাথুরী, ইংপানি, স্তনের উপরেব ক্যান্‌সার, নানাবিধ চর্মরোগ, পুঁতান বাত, গোটোবাত, ক্ষুদ্র সন্ধিখাত, অস্ত্রবৃদ্ধি, লিঙ্গাবরকের উপর দক্রবৎ উদ্বেদ, শিশুদিগেব অতিরিক্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব, প্রস্রাব হইয়া গেলে অতিরিক্ত যন্ত্রণা, প্রস্রাবে শাদা শাদা রেণু-নিঃসরণ, শীতপিত্ত, কৃত্রিম মৈথুনের পর বিষাদ, শুক্রবহানালীর ক্ষীতি, ক্ষত, আঁচিল, শিশুদিগের শীর্ণতা বা ম্যারাসমাস রোগে ও টীকা দিবাব কুফলেব দ্রুত চর্মরোগ হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য।

ক্রিয়াস্থল :—মন, সোরা, সাইকোসিস ও সিকিলিস-ছট ধাতু ইহাব ক্রিয়াস্থল, ইহা বাতিরেকে পারদেব অপব্যবহার, নানাবিধ চর্ম ও অস্থিরোগ, গণ্ডমালা এবং বাতবোগেও পক্ষে ইহার ক্রিয়া সমধিক।

মন :—রোগী সর্বদাই যন্ত্রণার দ্রুত বিমর্ষভাবে সময় কাটায়, যন্ত্রণার সন্নিয়, রেতঃপাত্তেব সময়, প্রস্রাব কবিবাব পর তাহাব অত্যন্ত চিন্তাচাক্ষুর সৃষ্টি হয়, তখন তাহাব কোন কাজ করিবার শক্তি থাকে না। যখন সে কোন খাবাব খায় সেই সময় খাণ্ডব্রবোব বিষয় চিন্তা করিলে তাহার রোগেব বৃদ্ধি হয়। তাহার ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব অথচ কেন যে তাহার ক্ষুধা হয় না, তাহা সে ব্যক্ত করিতে পাবে না।

গঠন :—শিশুর গ্রীবা অত্যন্ত শীর্ণ ঐ স্থানের চামড়া কুঁচকাইয়া যায় এবং তথাকার গ্রন্থিসকল ফুলিয়া উঠে; সাধারণতঃ যে সকল শিশুদিগের পারদ অপব্যবহারের ইতিহাস আছে, তাহাদের ম্যারাসমাস বোগে সার্সাপ্যারিলা কার্যকরী ঔষধ। ইহাব শিশুদিগের মুখমণ্ডল অ্যাক্রোটেইনাম, নেট্রাম-মিউর, অ্যায়োড ও স্যানিকিউলার শিশুর ত্রায় বৃদ্ধবৎ দেখায়। অ্যাক্রোটেইনাম শিশুর সমস্ত শরীর শুকাইয়া যায় কিন্তু বেশী শুকাইয়া যায় পায়ের দিকটা। সার্সাপেরিলার শিশুর গায়েব চামড়ায় বৃদ্ধ ব্যক্তির ত্রায় ভাঁজ পড়ে, ইহাব রোগীর ঘনডেব দিকটাই বেশী শুকাইয়া যায়। নেট্রাম-মিউর শিশু খায় দায় বেশী অথচ শুকাইয়া যায়; ইহার শিশুর ঘাড়ের দিকটায় বেশ শুকাইতে আরম্ভ করে, সার্সার সহিত পার্শ্বকা এই সার্সার শিশুর পিতামাতার দিক হইতে সাইকোসিস বা সিকিলিসের ইতিহাস থাকে নেট্রাম-মিউরের ঐরূপ

কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। নেট্রাম শিশু হুনের ভক্ত, শিশু অনেক ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া জীর্ণশীর্ণ হইলেও নেট্রাম-মিউর ব্যবহার্য। নেট্রাম, স্ট্রানিকিউলা ও লাইকোর শীর্ণতা প্রথমে শরীরের উপর হইতে, আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে চালিত হয়, **আয়োডিয়ামের**—সৰ্বশরীর সমভাবে শীর্ণ হইতে থাকে, সেই সঙ্গে তাহার খাট খাট ডাব অত্যন্ত আছে, সে ঘটায় ঘণ্টায় খুব খায় তবুও শিশু অধিক শুকাইয়া যায়। **আৰ্জেন্টাম-নাইট্রিকাম** ও **সাইলিসিয়া** শিশু ও এত শীর্ণ হইয়া যায় যে **আৰ্জেন্টামের** শিশুকে দেখিতে বৃদ্ধাৰ ত্রায় দেখায় এবং, **সাইলিসিয়া**র শিশুর মুখখানা বাত্বের ত্রায় দেখিতে হয়।

প্রশ্রাব-মত্ৰের পীড়া :—সার্সাপ্যাৰিলা বোগীৰ মূত্ৰাশয়ে অত্যন্ত বেদনা অহুত্বত ইয়, ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে। বোগী বসিয়া প্রশ্রাব করিলে ফোটা ফোটা প্রশ্রাব কবিলে কিন্তু দাঁড়াইয়া প্রশ্রাব করিলে বেশ খোলসা প্রশ্রাব হইবে। **জিকাম** বোগী দাঁড়াইয়া অবাধে প্রশ্রাব করে, পিছনৈব দিক বক্র কবিয়াও প্রশ্রাব কবিতে পাবে। **কষ্টিকাম** বোগী পায়ে দাঁড়াইয়া বাহে করিতে পাবে কিন্তু বসিয়া মোটেই বাহে কবিতে পাবে না। **চিমাকিলা-অ্যাথ্বেলেটা** বোগী পদদ্বয় ফাঁক করিয়া সম্মুখের দিক কুঁকিয়া না দাঁড়াইলে প্রশ্রাব কবিতে পারে না। **ক্রিয়োজোট** বোগী কেবল শুইয়া প্রশ্রাব কবিতে পাবে। **নেট্রাম-মিউর** বোগী কাঠাবও সম্মুখে প্রশ্রাব কবিতে পারে না। সার্সাপ্যাৰিলাৰ বোগীৰ প্রশ্রাব কবিবাব পৰ অত্যন্ত জ্বালা অহুত্বত। **থুজা** বোগীক যখন শেষ ফোটা প্রশ্রাব নির্গত হয় তখন অত্যধিক জ্বালা কবিতে থাকে। **মার্ক্যারি**র প্রশ্রাব হইয়া যাইবার পৰও অত্যন্ত কৌখনি থাকে। **ক্যান্থারিস** বোগীৰ প্রশ্রাবে পূৰ্বে, সময়ে ও পকে অত্যন্ত জ্বালা। জ্বীলোকগণ যখন প্রশ্রাব কবিতে থাকে তখন প্রশ্রাবদাব হইতে সোঁ সোঁ কবিয়া প্রশ্রাব নির্গত হইতে থাকে। **লাইকো** ও **ব্রোমিয়াম** বোগীগীৰ ঘোনিঘার হইতে স্ৰোৱ করিয়া স্বহুনি:সৱণ হয়। সার্সাপ্যাৰিলাৰ শিশু প্রশ্রাব কবিবাব পূৰ্বে ও সময়ে অত্যন্ত চীৎকার করে, শিশু বিছানায় প্রশ্রাব কবিলে বিছানাব উপব শাদা বালি বালিব মত পড়ে। বোগীর পুনঃপুনঃ প্রশ্রাবের পর ভয়ানক জ্বালা ও মূত্ৰাশয়ে অত্যধিক আকুঞ্চন হওয়া ইহাব বিশেষত্ব। পুৰাতন প্রমোহ বোগীর ঐবল আকুঞ্চনের ফলে প্রশ্রাবেৰ সহিত অল্প সময় কষায় পূঁজ ও শ্লেষ্মা নির্গত হয়। **“মূত্ৰ-পাথরী”**। ‘মূত্ৰাশয়ের উপব সার্সার ক্রিয়া সমধিক’ ইহা যেন মনে থাকে।

পুং-জননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—সার্সাপ্যাৰিলা বোগীৰ সামান্য উত্তেজনাতেই বেতঃপাত হয় (ক্যালিডিয়াম)। অনেক সময় কামোত্তেজনা হউক বা না হউক বক্রমিশ্রিত বেতঃপাত হইতে থাকে এবং উত্তেজনার সময় বেতোরজ্জু মধ্যে ধক্ধক্ কবিতে থাকে ঐ স্থান কেহ স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ। **জমেনেড্রিয়** প্রদেশ হইতে অত্যন্ত দুৰ্গন্ধ বাহির হওয়া ইহার বিশেষত্ব। প্রমোহের শ্রাব অবরুদ্ধ হইবাব জন্ত বাতবোগ হইলে সার্সা, কোনায়াম, থুজা, মেডুসিণম ও পাল্‌সেটিলা তুল্য ঔষধ।

জীৱোগ :—সার্সাপ্যাৰিলাৰ ঋতুশ্রাব হইবার পূৰ্বে বোগীগীৰ পুনঃ পুনঃ প্রত্যবেব বেগ হইতে থাকে এবং ঋতুশ্রাব আরম্ভ হইলে তাহাব কপালে অত্যন্ত কণ্ঠঘনবৃত্ত ব্রণ বাহির হয় (পৌলিণাম, স্ট্রাডিউ)। ইহাব ঋতুশ্রাব অত্যন্ত কাঁকাল, উরুতে লাগিলে ঐ স্থান হাড়িয়া যায়। ইহার প্রদর শ্রাব চলাক্ষেবাব সময় অধিক হয়। স্তনে ক্যান্সার হইয়া তাহার স্তনের বৃত্ত বসিয়া যায়—(কোনায়াম, সার্স-আয়োড, হাইড্রাস, কণ্ডিউর্যাদো)।

‘‘ **মুক্তপাথুরী** :—শিশুদিগের মৃত্যুশয্যে বা মৃত্যুগ্রস্থির পাথুরীবোগে ইহা উত্তম ঔষধ। মৃত-পাথুরীর শূলবেদনা ডাণদিগের মৃত্যুগ্রস্থি হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে চালিত হয়। শিশুর বারংবার প্রস্রাব পায় এবং প্রস্রাব কবিরার সময় ও পরে ভয়ানক ভাবে চীৎকার কবিশ্য। ক্রান্তিতে থাকে—শিশু বসিলে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব কবে, কিন্তু যখন দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে তখন রীতিমত প্রস্রাব হয়। প্রস্রাবে ছোট ছোট বালির গ্রায় শাদা শাদা পাথরের টুকু বা বাহির হয়। শিশু কখন কখনও রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব করিয়া থাকে, সাধারণতঃ প্রস্রাবের শেষভাগেই রক্ত বাহির হয়।

বাত :—ঠাণ্ডা আর্দ্র বায়ুপূর্ণ স্থানে বসবাস সম্বৃত বাত বা পাবদ ঘটিত কোন ঔষধ সেবন জনিত বাত, প্রমেহ রোগের শ্রাব অবরুদ্ধ হইবাব পব বাত, এতৎ অস্থি-আবরণী পবদায় বেদনা সার্সা ব্যবহারে নিরাময় হয়। সার্সাপ্যাবিলা উপদংশেব ক্ষত, পাবদেব অপব্যবহার প্রসূত সর্কশরীরে ক্ষত বা নানাজাতীয় উদ্ভেদ বাহির হইলে অথবা হাতে পায়ের চর্ম ফাটিয়া গিয়া ঐ স্থানে বেদনা, জ্বালা প্রভৃতিতে ইহা উপযোগী ঔষধ।

শিরঃপীড়া :—বোগীর প্রাতে গা বমি বমি সহ মাথাব যন্ত্রণা হইলে এবং তাহার প্রমেহ দোষ থাকিলে সার্সা কার্গাকরী ঔষধ। বেদনা মাথার পশ্চাৎ হইতে আৰম্ভ হইয়া নাসিকার মূলে আসিয়া থাকে। তাহার নাসিকা ফুলিয়া উঠে আবার বেদনা মাথার পশ্চাৎদেশ হইতে আসিয়া চক্ষু ভিতর অবস্থিত হয় যেন তাহার মাথাটা সাঁড়াশী দ্বারা কেহ নিষ্পেষিত কবিত্তেছে একপ বোধ। মাথার যন্ত্রণার সময় যেন মাথাব চতুর্দিকে একটা দৃঢ়বেষ্টনী বহিয়াছে। মাথাব অস্থিগাব জগ্ন তাহার মাথার চামড়ায় অত্যন্ত ব্যথা, তাহার মাথাব চুল উঠিয়া যায়, মাথায় প্রচুব ঘর্ম হইবাব জগ্ন তাহার মাথায় অত্যধিক মরামাস পড়ে (কাছা, নেট্রাম-মিউব, সোরিগাম, সাল্ফ, থুজা, মিডরি,) এবং চুলে জটা বাঁধিয়া যায়।

চর্মরোগ :—বোগীর শবীবের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ জননেন্দ্রিগের চামড়ার উপর একজিমার গ্রায় উদ্ভেদ বাহির হইয়া উহা হইতে বস পড়ে—ঐ বস যে স্থানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়; উদ্ভেদগুলিতে ভয়ানক চুলকানি হয়—চুলকানি বাত্রে শুইবাব সঁময় এবং প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিবার সময় বেশী হয়। উপদংশ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির যদি চর্মে নানাপ্রকার উদ্ভেদ বাহির হয়—ঐ সমস্ত উদ্ভেদ যদি শুষ্ক লালবর্ণের হয় তাহা হইলে প্রথমেই সার্সাপ্যাবিলা ব্যবস্থা কবা সর্ব্ববা। গ্রীষ্মকালে পীড়কা বা উদ্ভেদ যখন পর পর বাহির হইতে থাকে তখন আর্গিকা, যখন ছোট ছোট ত্রণ একদল উঠিয়া পুনরায় আব একদল উঠিতে থাকে তখন আর্কটিয়াম-লেপ্লা সেবনীয়; এই দুই ঔষধ সেবন করিয়াও যখন বিশেষ কোন উপকার না হয় তখন সার্সাপ্যাবিলা ব্যবস্থা।

শিশুদিগের মুখে দুখে ঘা বাহির হইলে শিশু অত্যন্ত অস্থির হইয়া যায়; ক্রমান্বয়ে কান্নাকাটি কবে, গরম ঘব হইতে বাহিরে গেলেই আবার আমবাতের গ্রায় একপ্রকার উদ্ভেদ বাহির হইতেও দেখা যায়; এই অবস্থায় সার্সা ব্যবস্থা। পাবদ অপব্যবহার জনিত ক্ষতাদিব জগ্ন ও উপদংশ-বিষ-দুষ্ট ব্যক্তিদিগের নানাবিধ চর্মবোগের ইহা উত্তম ঔষধ। সার্সাপ্যাবিলা চর্ম পীড়া প্রতি গ্রীষ্ম ও বসন্তকালেই বেশী হয়।

জ্বাস-বুদ্ধি :—স্থির হইয়া থাকিলে, দাঁড়াইলে এবং ঠাণ্ডা জ্বা আহার করিলে উপশম; কেহ স্পর্শ করিলে; খুব শক্ত কবিশ্য কাপড় পড়িলে, চুলকাইলে, চলীফেরা করিলে, বসন্তকালে, গরম পথ্য ভোজন, ঘরে অবস্থানে, আক্রান্ত স্থান জলে ধুইলে ও রক্তপাতের পর বোগের বুদ্ধি।

লক্ষণ :—সার্সাপ্যারিলা—গ্রামেহ বোগেব বিষের ক্ষেত্রে—খুজা তুল্য ; শিঙদিগের শীর্ণতা, বোগে—অ্যাস্ট্রোটেনাম, অ্যায়োড তুল্য ; চক্ষুপীড়াব সহিত শিরঃপীড়া—আইরিস, কেলি-বাই তুল্য ঔষধ ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি ব্যবহার্য্য ডাঃ হিউজেজ বলেন উচ্চশক্তি বিশেষ কার্য্যকরী ।

সাল্ফার (Sulphur.) ।

পরিচয় :—ইচ্চাব অপব নাম সালফার সল্লিমেটাম সৌটাম, ফ্লোরেস সালফিউরিস, ব্রিনষ্টোন বা গন্ধক । গন্ধক ভাবতবনীয় চিকিৎসকগণ বহুকাল হইতে ঔষধার্থে ব্যবহাৰ করিয়া আসিতেছেন । গন্ধক খোস পাঁচড়া প্রভৃতিব উত্তম ঔষধ—ইহা পল্লীবালাবাও জানেন । গন্ধক আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী এবং অস্ত্রান্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মহাত্মা হানমান নিজে এই ঔষধ পরীক্ষা করেন । সাল্ফাব কত বড় একটা আতিসৌরিক ঔষধ তাহা এক কথায় বলা যায় না । চিকিৎসাকালে অনেক স্থলে দেখা যায় বোগ স পূর্ণভাবে নিশাম হইতেছে না, লুপ্ত হু স্পৃহানে থাকিয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ ঘূরিয়া ফিবিয়া বিকাশ বা প্রকাশ পায়, একপ স্থলে সাল্ফাব অবশ্য ব্যবহেয় । সাল্ফাব নিত্য প্রয়োজন । সাল্ফাব না হইলে বোগেব আবোগ্য সম্পূর্ণরূপে সম্ভবে হইত কিনা বলা যায় না । যখন বোগ আবোগ্য হইয়াও পূর্ণভাবে আবোগ্য হইতেছে না তখন সাল্ফারেব একমাত্র সম্পূর্ণভাবে বোগ আবোগ্য করিতে সমর্থ হ । চন্দ্র এবং টিস্ত্র উপর ইচ্চাব ক্রিয়া অবর্ণনীয় । সাল্ফার বিচূর্ন ও অবিষ্ট পদ্ধতি অচসাবে প্রস্তুত কবা হয় ।

ব্যবহারস্থান :—গ্রন্থি, ক্ষীতি, ব্রণোব্রণ, শয্যাক্ত, ফোড়া, নানাত্তাতীষ-চর্মরোগ রক্তাক্ততা, বযোঃসন্ধিকালেব পীড়া, মণ্ড্রব্রণ, মস্তকেব বক্তাধিক্য, চন্দ্রবোগ বসিয়া গিয়া পীড়া, চন্দ্রবোগের সহিত পর্য্যায়ক্রমে অস্ত্র বোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উন্নততা, ম্যারাসমাস, মস্তকে জলসঞ্চয়, পুরাতন সন্ধিকাসি, ব্রনাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুবিসি, চক্ষু নানাবিধ পীড়া, অজীর্ণ, উদ্বাময, আমাশয়, জ্বর, পীড়কাবৃক্ত জ্বর, সবিরাম জ্বর, মেনিঞ্জাইটিস, নাসিকা প্রদাহ, অর্শ, গ্রামেহ প্রভৃতি পীড়াব্য ব্যবহার্য্য । সাল্ফার পুরাতন পীড়া চিকিৎসার প্রাবস্ত্রে, নানাবিধ ঔষধ সেবনেব দোষ নাশ করিতে, চিকিৎসাকালে অন্তর্কর্ত্তী ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য্য । ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ত্তোনরূপ ফল না পাইল, বন্ধমূল পুরাতন বোগে, কখনও সাল্ফাব প্রধান ঔষধরূপে আবার কখনও বা সহকারীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ক্রিয়াস্থান :—মন, গ্রন্থি ও স্নায়ুগুলেব উপর ইচ্চার ক্রিয়া অত্যধিক । সোরা, বিষ ও চন্দ্রে উপর ক্রিয়াধিক্য বশতঃ চন্দ্রেব অপচ্যমান, পচ্যমান জলপূর্ণ এবং দাঁদের ত্যার পীড়কা স্থলে, শরীরের নানাস্থানের ত্রৈয়িক বিল্লী, যক্ণৎধাবেব শিবা, ও বিধানতস্তর উপর ইচ্চার ক্রিয়া সমধিক ।

মল :—সাল্ফার রোগী ভয়ানক নোঃবা, অপরিষ্কার দ্রব্য, ও কল্যা দ্রব্য সে নাড়াচাড়া করে, রোগী সেই সকল দ্রব্যই খুব সুন্দর দেখে, তাহাব শতছিন্ন কাপড় বা অতি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন সে মনে করে ইহা সম্রাটের উপবৃক্ত পোষাক । রোগী যতই গরীবই ইউক না কেন সে

নিজেকে নিজে মহাধনী মনে করে। রোগীর স্বতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, স্থানের নাম জায়গার নাম ভুলিয়া যায় (আনাকা, মেডো, ল্যাকে), কথা বলিবার সময় কিবা লিখিবার সময় উপযুক্ত কথা বলিতে বা লিখিতে পারে না বরং অসংলগ্ন বাক্য ব্যবহার করে। সাল্ফার রোগী সময় সময় অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে থাকে সেই সময় সে কিছুই করিতে চাচে না, শোকে বিহ্বল অবস্থায় লোক যেক্রপ থাকে সেইরূপ ভাবে বসিয়া থাকে। সর্বদা ধর্ম্মালাপে সে ব্যস্ত থাকে এবং নিজের আত্মার মুক্তির জন্য তাহার বড়ই ভাবনার উদ্রেক হয় (আস', ল্যাকে, লিলিয়াম, লাইকো, মেডোরিগাম)। রোগীর অত্যন্ত ব্যস্ত স্বভাব, সে ধীরে কোন কার্য করিতে পারে না—সকল কার্যই অতি দ্রুত করে, দ্রুত সকল কার্য সম্পন্ন করে। (অরাম-মেটালিকাম, আর্জেন্ট-নাই, লিলিয়াম), অরাম-মেটালিকাম অতি দ্রুত কার্য সম্পন্ন করে কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার আত্মহত্যা প্রবল ইচ্ছা থাকে; আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম বোগীও সকল কার্য অতি দ্রুত সম্পাদন করে কিন্তু ইহাব রোগী অতিবিক্ত ভীত, জনবহুল স্থানে যাইতে ভয় পায় এবং অতিবিক্ত মিষ্ট প্রিয়; সাল্ফার রোগীও মিষ্ট প্রিয় তবে আর্জেন্টাম বোগী মিষ্ট খাইয়া হজম করিতে পারে না পেট ফুলিয়া যায় সেই সঙ্গে রোগীব সাময়িক আত্মহত্যার প্রবৃত্তি আছে, সাল্ফাবে তাহা নাই। লিলিয়ামের বোগীগীও সকল কার্য অতি দ্রুত সম্পন্ন করে সেই সঙ্গে ধর্ম্মভাবও তাহার আছে—বিষাদ ভাবও দেখা যায়, ইহাদেব ভিতর পার্থক্য এই সাল্ফাব রোগী অত্যন্ত নোংরা, শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়—‘খুব ভাল করিয়া ধুইয়া দিলেও দুর্গন্ধ দূর হয় না’; সে গা ধুইতে একেবারেই চায় না। সমস্ত শরীর পাঁচড়া ভর্তি থাকে, আব লিলিয়ামের বোগীগীর জরায়ু বদ্বা ও জবাযু ঘোনি পথে বাহির হইয়া পড়িবে এই ভাবটা অধিক থাকে, সাল্ফাবে ঐরূপ কোন লক্ষণ নাই। কেল-ক্রোমেটাম বোগীও স্থির হইয়া মুহূর্তকাল কোথাও থাকিতে পারে না, বোগীর বিশ্বাস সে সকলেব দ্বারা অত্যাচারিত হইতেছে। সর্বদাই সে তাহার হাত পা নাড়িতে থাকে সাল্ফার বোগীও একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; ট্রাম বা অন্য কোন বানবাহনাদিতে উঠিতে হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে উঠিতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত পায়চারী করিতে থাকে। সাল্ফার বোগীর স্বতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ; এইরূপ ক্ষীণ স্বতিশক্তি আমরা আয়োডিয়াম, ল্যাক-ক্যানাইনাম, মেডোরিগাম, নাক্স-ভমিকা ও অ্যাগনাসে দেখিতে পাই (আয়োডিয়াম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সাল্ফার রোগী অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাবের, সামান্য কারণে তাহার ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হয় (কফিয়া, ইমে, নাক্স-ভমিকা, ক্যামো) কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত ও অমৃতপ্ত হয় এবং সাল্ফার-বোগী পালসেটিলার রোগীগীর ন্যায় একটুতেই রোদন করে, রোগী বড়ই একগুঁয়ে স্বভাবের সে কাহাকেও তাহার নিকটে থাকিতে দেয় না।

গঠন ও স্বভাব :—রোগী অপরিষ্কার, চর্ম্মরোগ প্রবণ, পাতলা চেহালাযুক্ত, কুন্ড, অল্প বয়সে বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতি, মূদ্রা দুখমণ্ডল, চক্ষুর্দ্বয় কোটারিষ্ট, যেন সে কতকাল আগে ভুগিয়াছে, শরীর হইতে বিস্তীর্ণ গন্ধ নির্গত হয়; তাহাকে যতই কেন ভালরূপে মূদ্রা করায়ও না (তাহার) শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইবেই। চলিবার সময় সাল্ফার রোগী সোজা হইয়া চলিতে পারে না কিছু বক্র হইয়া চলে, কস্ফোরাস বোগীও বক্র হইয়া চলে, ইহাদের ভিতর প্রভেদ এই ক্ষুদ্র রোগী শীর্ণ ও দীর্ঘ শরীর বিশিষ্ট, সামান্য কেশযুক্ত, আর সাল্ফার রোগী অত্যধিক অপরিষ্কার এবং চর্ম্মরোগ প্রবণ, সে সোজা হইয়া মোটেই চলিতে, বসিতে বা হাঁটিতে পারে না, সামান্য সময় পাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিলেই অতিষ্ঠ

হইয়া পড়ে, দাঁড়াইতে সে অস্বস্তি বোধ করে, টকটকে লালবর্ণের হয় তাহার মুখ, চোখ, নাসিকা, গুহ্মাব ইত্যাদি এবং রোগীর ওষ্ঠ দুইটীতে উত্তাপবোধ ও জ্বালা। ইহার শিশু কিছুতেই নান করিয়ে চায় না, নান করিলেই তাহার বোগের বৃদ্ধি। অতি অপরিষ্কার, নখগুলি বড় বড়, চুল কাটিবার নাম নাই, শবীর হইতে অতি বিস্ত্রী গন্ধ বাহির হয়, নাক হইতে পিঁচুটি পড়িলে তাহা খুঁটিয়া ধায়, অতএব ইহার স্বভাব ঐ প্রকৃতি কিম্বা চিন্তা কবিলেই বুঝা যায়।

• • জ্বালা :—সাল্‌ফারের জ্বালা একটা বিশেষ লক্ষণ। ইহার বোগীর পায়ের তলায় অত্যন্ত জ্বালা, জ্বালার জন্য রোগী তাহার পা বিছানার বাহিরে বাখে। শীতকালেও তাহার পায়ের পাভায় জ্বালা কবে, সেই জন্য বোগী কোন ঢাকা বা ভিতর পা বাখিত পাবে না। পায়ের জ্বালা ব্যতিরেকে তাহার মাথার ব্রহ্মতালুতে জ্বালা, এই জ্বালা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক, চক্ষে যন্ত্রণাদায়ক জ্বালা, মুখমণ্ডলে জ্বালা, মলদ্বারে জ্বালা, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা, বক্ষে জ্বালা, তাহার সর্কশবীরে জ্বালা, স্বন্ধাঙ্গির মধ্যবর্তীস্থলে জ্বালা। ফস্‌ফোরাসে ঐ স্থানে জ্বালা আছে, জ্বালার সময় বোগী মনে করে তাহার স্বন্ধাঙ্গির মধ্যস্থলে একখণ্ড জলন্ত কয়লা বাহগাছে। লরোসিরেসাস রোগী মনে কবে তাহার স্বন্ধাঙ্গির মধ্যস্থলে একখণ্ড ববফের টুকরা বাহগাছে, চেলিডোনিয়াম বোগীর দুইধিকের স্বন্ধেব অস্থির ভিতর জ্বালাবোধ। সাল্‌ফার বোগীর চর্মবোগে অত্যন্ত জ্বালা হয়, আক্রান্তস্থান ভীষণ চুলকায, চুলকাইলে বেশ ঠাণ্ড লাগে কিন্তু পবে জ্বল লাগিলে বা চুলকাইনিব পদ এত জ্বালা কবিতো থাকে যে জ্বালায় বোগী অস্থির হইয়া যায়। জ্বালার জন্য আর্সেনিক, ফস্‌ফোরাস ও সিকেলি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্সেনিকের জ্বালা তখন ও পুরাতন বোগেই বেশী থাকে। আর্সেনিকের জ্বালা গরমে উপশম, সেই সঙ্গে অস্থিভাঙা ও পিপাসা থাকে, পিপাসায় অল্প অল্প জলপান কবে, সাল্‌ফারের জ্বালা, ঠাণ্ডায় উপশম, জলপান কবিলে আবাম বোধ। ফস্‌ফোরাসের জ্বালা সর্কশবীরে আছে, সেই সঙ্গে তাহার হাতে জ্বালা অধিক, হাতের তলায় ও পায়ের তলায়ও জ্বালা আছে; সিকেলির জ্বালা, ফস্‌ফোরাসের হায সর্কশবীরে আছে কিন্তু ঐ জ্বালা ভীষণ, জ্বালার জন্য রোগী তাহার পায়ের ঢাকা দুবে নিষ্কোপ করিয়া ফেলিয়া দেয়, অনবরত শবীরে ঠাণ্ড লাগাইতে বলে ও সেই সঙ্গে তাহার অসম্ভব জলপিপাসা, পিপাসায় ঠাণ্ডা ববফজল খাইবার ইচ্ছা বেশী। এপিসের জ্বালাও ঠাণ্ডায় উপশম কিন্তু জলপিপাসার অভাব। এই সকল ঔষধ ব্যতিরেকে আকোনাইট, বেলোডোনা, ক্যাছাবিস, কম্পোসিকাম, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজ প্রভৃতি ঔষধও জ্বালা আছে, য য অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

চর্মরোগ :—পূর্বেই আমরা বলিয়াছি সাল্‌ফার চর্মবোগের একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সাল্‌ফার হানেমানের প্রধান অ্যাণ্টিসোরিক ঔষধ। থোঁস, পাঁচড়া, ফোড়া প্রভৃতি এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। অনেকের ধারণা চর্মরোগের একমাত্র ঔষধ সাল্‌ফার, এমন কি সাধারণের ভিতর দেখা যায় চর্মরোগ হইলেই চিকিৎসকের বিনা অনুমতিতে তাহা বা নিজেরা সাল্‌ফার সেবন করেন বা অত্বে একরূপ সেবন করিতে উপদেশ দেন। এইরূপ ঔষধ সেবনের কুফলের জন্য অনেক রোগী বিনা কারণে অনেক দিন পর্যন্ত ভুগিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগ নীতি-বিরুদ্ধ। থোঁস-পাঁচড়া ওক, উহাতে অত্যন্ত চুলকানি, আক্রান্তস্থান এত চুলকায যে, রোগী মোটেই সস্থ করিতে পারে না, যত চুলকায তাহার তত বেশী চুলকাইতে ইচ্ছা করে, চুলকাইতে চুলকাইতে বা অত্যধিক আঁচড়াইবার ফলে রক্ত বাহির করিয়া ফেলে। শেষে ঐ স্থানে অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে, এত জ্বালা করে যে, শিশু এমন কি বয়স্ক রোগীরাও চীৎকার করিয়া উঠে। ইহার জ্বালা আর্ক-সলের

শ্রায় বিছানার উত্তাপে বেশী হয়। সাল্ফারের খোস-পাঁচড়াগুলি আঙ্গুলের ভাঁজে ভাঁজে, চামড়ার ভাঁজে, সন্ধিস্থানে, কোন অল্প পরিমিত স্থানে বেশী হয়। সেলিনিয়াম রোগীবও ঐরূপ ভাঁজে ভাঁজে চর্মরোগ বাহির হয়; তবে সেলিনিয়ামের সহিত সাল্ফারের পার্থক্য এই—সাল্ফারের চর্মরোগ মাথা, ক্রুর মধ্যে, দাড়ীর উপর এবং অন্ত্রান্ত্র লোমযুক্ত স্থানে নির্গত হইয়া ঐ সকল স্থানের চুল উঠিয়া যায় (সেলিনিয়ামেও চুল উঠা আছে) এবং চুলকাইবার পর রস পড়ে, আর সেলিনিয়ামের চুলকাইবার পর অক্রান্ত্রস্থানে ঝিলঝিলি ধবে। সাল্ফাবে এই লক্ষণ নাই, তবে জ্বালা অত্যধিক আছে। ডাঃ রিঙ্গার বলেন, ক্রোন ব্যক্তির যদি অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত খোস পাঁচড়া হয় তাহা হইলে এক ড্রাম ওজনের গন্ধক কোন পাত্রে রাখিয়া আঙ্গুরের জ্বাল দিলে যে ধোঁয়া বাহির হয় সেই ধোঁয়ার ভিতর যদি বোণীকে বসাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে রোগীর চুলকানি অতি শীঘ্র কমিয়া যায়।

ডাঃ লিলিয়াম্বাল বলেন, অত্যন্ত চুলকানি বোগে সাল্ফার ৩০ এবং মার্কারি ৩০, ৪০/৮ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে অর্থাৎ সাল্ফার ১০ শক্তিব ২ মাত্রা এখন ও ৪ ঘণ্টা পবে এবং মার্কারি এখন ও ৬ ঘণ্টা পরে তাবপর শেষ সাল্ফার ৮ ঘণ্টা পবে সেবন করিতে দিলে চুলকানি অতি শীঘ্র কমিয়া যায়। তখন একরূপভাবে বোগ যন্ত্রণা শীঘ্র কমিতে পাবে, কিন্তু একরূপ চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক নীতি বিরুদ্ধ।

সাল্ফাব যেমন খোস পাঁচড়া প্রকৃতির ঔষধ সেইরূপ গ্রীষ্মকালীন ত্রণ বা যে কোনও উদ্ভেদের জন্তও উত্তম ঔষধ। শরীরে ছোট ছোট গোটা বাহির হয়, উহাব ভিতর পুঁজ হয়, আবার কখন বা ঘায়েব আকার ধারণ কবে, রোগীব শরীর হইতে গন্ধ বাহির হয়, সে জান করিতে চায় না, যেমন এই সকল বোগ অতি অপবিদ্ধাব থাকিব জন্ত হইয়া থাকে সেইরূপ রোগীর শরীরের শ্রীও অত্যন্ত বিস্ত্রী। এই সকল রোগীর প্রায়ই বর্ষ হয় না, যদি হয় তাহা হইলে দ্রুতান্ত পচা দুর্গন্ধযুক্ত বর্ষ হয়, পিপাসা অত্যন্ত, পিপাসায় জলপান কবে পূৰ। ফোড়াদির জন্তও সাল্ফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গণ্ডমালা-পাতুর শিশুদিগেব যখন প্রায়ই ফোড়া হয় এবং ফোড়াদি হইলে যখন কিছুতেই আরোগ্য হইতে চায় না তখন সাল্ফাব ব্যবহার্য, অথবা যখন লক্ষণানুসারে ফোড়ার ঔষধ প্রয়োগ কবিয়াও ফোড়া সাবিত্তেছে না তখন সাল্ফার ঐ সকল ফোড়া আরোগ্য করিয়া দেব নচেৎ ব্যবহারোপযোগী ঔষধেব লক্ষণ সূক্ষ্ম কবে। ইহার ফোড়া একটাব পব একটা করিয়া বাহির হয় এবং সেই সকল ফোড়ার ভিতর অত্যন্ত জ্বালা কবে, ঠাণ্ডা লাগাইলে উপশম, ইহা ব্যতিরেকে রসপূর্ণ গুটি ও দাদেব শ্রায় উদ্ভেদ বাহির হয়, সেই সকলের ভিতর অত্যন্ত জ্বালা ও চুলকানি হইতে থাকে, রোগী মনে করে যেন তাহার সর্বশরীরে পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে। তাহাব শরীরের কোন স্থান ছিঁড়িয়া গেলে সেই স্থান প্রদাহযুক্ত হইয়া উহাব ভিতর পুঁজ জন্মে এবং জ্বালা করে। ইহার চর্মপিঁড়া কোটন, মার্কারি, রাস-টক্স, সোরিগাম প্রভৃতি ঔষধের তুল্য।

গণ্ডমালা পাতুর বোগীর সাল্ফার উত্তম ঔষধ। বিশেষতঃ এই রোগের প্রথমবৈস্থায় সাল্ফার উপযোগী। গণ্ডমালা হইয়া শিশুর আকৃতি অতিশয় খারাপ হয়, সে সোজা হইয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে অথবা হাঁটিতে পারে না, তাহাব মাথা ত্র্যন্ত বড় হয়, মাথায প্রচুর পরিমাণে বর্ষ হইয়া থাকে। ক্যাল্কেরিয়া শিশুর মাথাযও অত্যধিক বর্ষ হয়, ক্যাল্কেরিয়ার বর্ষ টক টক গন্ধযুক্ত, আর সাল্ফারের শিশুর বাম হইতে অত্যন্ত বিস্ত্রী গন্ধ বাহির হয়। সাল্ফার শিশুর শরীর হইতেও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং সে অত্যন্ত নোঙরা প্রকৃতির, গণ্ডমালার সহিত তাহার অস্থিপিঁড়া ষাে ৫

অত্যন্ত শিশু হইলে তাহাও মেকদও বন্ধ হইয়া যায়। শিশুর গায়েব মাংস ও চামড়া বুড়াদের মত লোল হয়, শুকাইয়া যায়। বীতিমত খাওয়া দাওয়া কবা সঙ্গেও শরীরের পোষণ হয় না, দিন দিন সে শীর্ণ হইয়া যায়, সেই জন্য শিশু অনবরত খাই খাই কবে। আয়োডিয়াম ও গুণমালা ও গলগু রোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বেগুগী শীর্ণ হইয়া যাওয়ার সহিত তাহার উদরাময় থাকে এবং সে অনবরত খাই খাই পরিত্তে থাকে, তাহাকে যত দাও ততই খায়ে, খায় দ্রাব বেশ অথচ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যাব; ঐ সঙ্গে প্রীণাশ্রু, বেদনাবৃত্ত ও বড হয়, সাল্‌ফারের সহিত পার্থক্য এই—সাল্‌ফার রোগী মান করিবার নামে কাদিয়া অস্থির, শরীর হইতে অতি বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়, শরীরের ভাঁজে ভাঁজে পচা ঘা বাহির হয় ও ভাঁজে ভাঁজে তাহাও গায়েব চামড়া ঝুলিয়া পড়ে।

ম্যারাসমাস :—সাল্‌ফার এই রোগেবও উত্তম ঔষধ। শিশু অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায়। বেনা ১০টার সময় সে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতব হইয়া পড়ে ঐ সময় খাবাব না পাচলে সে ক্ষুধায় পাগলের মত হইয়া পড়ে, খাইবাব সময় প্রতি গ্রাসে জল পান করে। ম্যারাসমাস বোগেব সহিত মাথাব চাঁদি গরম, কিন্তু হাত পা ঠাণ্ডা, শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকে, সমস্ত শরীর শুকাইয়া যুদ্ধেব মত হয়। নেট্রাম-মিউর ম্যারাসমাসেব জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাও শিশু নিয়মিত খায়-দায় অথচ শুকাইয়া যায়, বিশেষতঃ শিশুর গলাটাই বেশী শুকাইতে থাকে, অত্যন্ত কঁাদে, তখন সাবুনা দিলে বেশী কাদা হয়, খাবা খাবা ভুনা খাইতে হয়। সাল্‌ফার শিশু ভয়ানক মিষ্টপ্রিয়, মিষ্ট দেখিলেই খাইতে চায়, আক্টাম শিশুও মিষ্টপ্রিয়, ম্যারাসমাস রোগে শিশু শুকাইয়া বাদবেব মত মুখাকৃতি ভাবাপন্ন হয়, বা যুদ্ধেব মত লোলিত-চন্দ্রবিশিষ্ট ও জীর্ণ-শীর্ণ দেখায় অস্বাভাবিক বয়স অপেক্ষা তাহাকে বেশী বয়সেব দেখায়। সার্সাপিল্লার শিশুর গলা প্রথম শুকাইতে আৰম্ভ করে সেই সঙ্গে তাহাও সাইকোসিস বা সিকিলিসেব ইতিহাস থাকা চাই। আর্সেনিক ও ম্যারাসমাস বোগে উপযোগী, যদি সেই সঙ্গে উদরাময় ও অজীর্ণ থাকে, ছটফটানি, জ্বালা, অস্থিরতা, বাস্তি ১২টার পরই বোগেব বৃদ্ধি, খুব অল্প সময়ের ভিত্তব শরীরেব শীর্ণতাও পবিলম্বিত হইলে, তবে আর্সেনিক ব্যবহার্য। সাল্‌ফার রোগীরও জ্বালা আছে, ইহার জ্বালা পায়ের তলায় বেশী, আর্সেনিকেব সন্নিবশীবে, সাল্‌ফার শিশুর জ্বালা ঠাণ্ডায় উপশম, ইহার গবমে উপশম; সাল্‌ফার জল-পিপাসায় প্রচুর জল পান কবে এবং জল তাহার ভাল লাগে, আর্সেনিক অল্প অল্প জল পান কবে কিন্তু জল সহ্য হয় না। ইহা ব্যতিরেকে আর্সেনিকেব অজীর্ণ-বোগ বা গ্যাস্ট্রিক লক্ষণ বেশী থাকে।

• **বসন্ত :**—এই রোগেব প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্যন্ত সাল্‌ফারের প্রয়োগ হইতে পারে। যখন উপযুক্ত লক্ষণ পাইয়া নির্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিবার ৭৬ কোন উপকার হয় না অথবা রোগ ক্রমশঃ বক্রস্তাবাপন্ন হইয়া একটীর পর একটা খারাপ লক্ষণ উপস্থিত হয় তখন সাল্‌ফার উত্তম কার্য করিয়া থাকে। সাল্‌ফার বোগীর মাথাও, হাতের তালুতে ও পায়ের তলায় জ্বালা করে, সেইজন্য সে ঠাণ্ডা জায়গায় হাত-পা রাখিতে চায়, রোগীর সমস্ত শরীর হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে, হাতের পায়ের ভাঁজে ভাঁজে ঘে গুটি বাহির হয়, ঐগুলি গলিয়া ঐ স্থানে ঘা হয়, বসন্তের গুটিগুলির মত ভয়ানক চুলকায়, জ্বালা কবে, ঠোঁট দুইখানি লাল টুকটুক হয়। এই সকল রোগী যখন আবার শীতকাতরে হয়, গবমে থাকিড়ে ভালবাসে, সকল শ্রাবই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, তখন সোয়িগাম ব্যবহার্য। সাল্‌ফার বসন্ত রোগের

একটি প্রতিষেধক ঔষধ। যখন বসন্তের গুটীগুলি বিলম্বে উঠিতে থাকে, তখনও এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করে। খুজা, মার্ক-সল ইহার সমগুণ ঔষধ।

হাম প্রথম হঠাতেই ভালরূপ না উঠিলে বা হাম ভাল হইবার পরও শ্লেষ্মার দোষ আরোগ্য না হইলে অথবা হাম বোধী পেটের বোগ কিছুতেই না কমিলে তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। রোগীর সর্ব্বশরীরে অত্যন্ত চুলকায়, জ্বালা করে, চুলকানি ও জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য মাটিতে শুইয়া থাকিতে চায়। হাম বোগের পব শিশু ব কাণ হইতে পুঁজ পড়িয়া যখন সে বধির হইবার উপক্রম হয় তখন সাল্ফার তাহাকে বধিরতার হাত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়—তবে সাল্ফার প্রয়োগ করিবার পূর্বে ইহাব শাতৃগত লক্ষণ ভালরূপ দেখিয়া লওয়া কর্তব্য।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া :—সাল্ফার নানাজাতীয় শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহার্য্য ঔষধ—সন্দি, কাসি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, প্লুরিসি, টিউবারকিউলোসিস প্রভৃতি বোগে চমৎকার কার্য্য করে।

সন্দি :—সাল্ফাব তকণ সন্দিতে (সাধারণতঃ কোনও তকণ রোগে) মোটেই ব্যবহৃত হয় না, পুরাতন সন্দিতেই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সন্দি হইবাব পব বোগীর পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয়, হাঁচি সন্ধ্যাবেলা ও প্রাতঃকালেই বেশী হইয়া থাকে। ইহাব নাকের শিকুনি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, মনে হয় যেন কতকাল ধবিয়া শ্লেষ্মা নাকের ভিতর পচিয়া জমিয়া বহিয়াছে, শ্লেষ্মা জমিয়া জমিয়া নাসিকার ভিতর মেডমেফি পড়ে এবং সামান্য কারণে উগ্ৰ হইতে রক্ত পড়ে বা মক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয় অথবা পুঁজের ন্যায় শ্লেষ্মা বাহিব হয়। রোগী বন্ধগৃহেব ভিতর থাকিতে পাবে না আবার স্নানও সহ্য কবিতে পারে না। পাল্‌সেটিলাও এইরূপ পুরাতন সন্দি রোগে উপযোগী, ইহাব শ্রাবও সাল্ফারের ন্যায়; তবে পার্থক্য এই—সাল্ফাব বোগীর শরীর হইতে বিশী গন্ধ বাহির হয়—এবং সে স্নান করিতে চায় না, পাল্‌সে, স্নান পছন্দ করে, মুক্ত হাওয়া হইজনেই চায়।

শ্বরভঙ্গ ও কাসি :—শুষ্ক কাসির জন্য শ্বরভঙ্গ হয়, কর্ণশ্রব কর্কশ হইয়া থাকে। পুরাতন শ্বরভঙ্গ বোগে সাল্ফাব কষ্টিকাম ও ফস্ফোবাসের ন্যায় কার্য্যকরী ঔষধ। সাল্ফারের শ্বরভঙ্গ কষ্টিকামের ন্যায় ভোরের দিকেই বেশী হয় এবং ফস্ফোবাসের শ্বরভঙ্গ সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত হয়।

ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া—প্রভৃতি রোগেও সাল্ফার ব্যবহার্য্য ঔষধ। যখন অ্যান্টিম-স্ট, ইপিকাক ও অত্যন্ত প্রযোজ্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না তখন বুঝিতে হইবে রোগীর শরীরের ভিতর সোবাবিষ লুকাইত আছে সুতরাং এই বিষ বা বিষ-দোষ প্রশমনার্থ সাল্ফার প্রয়োগ কবিলে, বোগ হয় আরোগ্য হইবে, নচেৎ অন্য ঔষধেব সুনির্দিষ্ট লক্ষণ আনিবা উপস্থিত করাইবে। সাল্ফাব রোগীর কাসির সহিত অ্যান্টিম-টার্টের, (কাসির) ন্যায় ষড়্‌ষড়ানি শব্দ ও বৃকে চাপ-বোধ থাকে। ইহার শ্লেষ্মা ঘন সবুজবর্ণের এবং স্ফীতামের ন্যায় মিষ্টি স্বাদযুক্ত। নিউমোনিয়া রোগে ফুস্ফুস যত্নত-ভাবাপন্ন হইবার বা কাঠিন্দ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় (Solidification) পূর্বে সাল্ফারের পরিচায়ক বা সাল্ফার নির্দেশক লক্ষণ পাইলে সাল্ফার প্রয়োগ করিলে আর যোগ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারেনা, অথবা ফুস্ফুসের রক্তাধিক্য হইবার পূর্বে সাল্ফার প্রয়োগ কবিতে পারিলে উপকারের আশা থাকে। সাল্ফার নিউমোনিয়া শেষ অবস্থায় বেশী ব্যবহৃত হয়। বোগী ব ফুস্ফুসের অবস্থা যখন কিছুতেই আভাবিক হইতেছে না, যখন রোগ টিউবারকিউলোসিসের দিকে ধাবিত হয়—যখন আশঙ্কা করা যায় যে ফুস্ফুসের টিসু সকল ধ্বংস হইয়া

যাইবে তখন সাল্‌ফার উপযোগী। সাল্‌ফারে সাধারণতঃ বামদিকের বুকই বেশী আক্রান্ত হয় কিন্তু স্নেহায় শব্দ বৃক্কের সর্বত্রই শুনা যায়। লাইকোপোডিয়ায় রোগীর ডাণদিকের বুক আক্রান্ত বেশী হয়। দুই ঔষধই নিউমোনিয়াব দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় বেশী ব্যবহৃত হয়। লাইকোর নিউমোনিয়ার সহিত পেটফাঁপা, ডাণদিকেব নাকের পাপা 'উঠানামা' করা বিদ্যমান থাকে; বিশেষজ্ঞগণ বলেন যখন কুর্চিকিন্সার ফলে নিউমোনিয়া অত্যন্ত সাংঘাতিক আকার দাঁড়ায় তখন লাইকো উত্তমরূপে রোগ আবেগ্য কবিত্তে সমর্থ হয়। সাল্‌ফাবেব নিউমোনিয়া বা ব্রুকাইটিস্ রোগীব খুব জ্বর হয়—রোগী জ্বের তাড়সে ছটফট করিতে থাকে। হাতে পায়ে অত্যন্ত জ্বালা, সেইজন্য সে বিছানাব বাহিরে হাঁত পা বাখিত্তে চায়, মাথার ব্রুকাতালুতে জ্বালা ও গরম বোধ সেইজন্য মাথায় জল দিতে বলে, তাহার ঠোঁট লাল হয় মুখ শুকাইয়া যায়—অনবরত জ্বালা করিতে চাহে, শুষ্ক থকথকে কাসিব সহিত অরতক প্রভৃতি থাকিলে সাল্‌ফার একমাত্র ঔষধ।

ক্ষয়কাসিতে সাধারণতঃ সাল্‌ফাব প্রয়োগ কবা কর্তব্য নহে, কাবণ তাহাতে রোগেব অবস্থা কঠিন করিয়া তোলে। যদি দেখা যায়—সাল্‌ফারের পূর্ণ চিত্র বোগীতে বিগমান তখন উচ্চ শক্তির একটা মাত্রা সেবন কবা কর্তব্য। সাল্‌ফার রোগী মনে কবে তাহাব শরীর সদা স্ক্রুশাই গরম সেইজন্য শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতে বোগী তাহার দবজা জ্বালা থোলা বাখে; তাহাব মাথার ব্রুকাতালু গরম সেইজন্য অনবরত মাথা ধুইতে চায়, পা ঠাণ্ডা কিন্তু পায়ে ভীষণ জ্বালা, জ্বালাব জন্য সে তাহাব পা লেপেত বাহিবে বাখে, বুক ধড়ফড় করে। কাসি অত্যন্ত শুষ্ক, কাসিবার সময় তাহার বৃক্কের বামদিকের পৃষ্ঠফলক তলে সূচফোঁটান ব্যথা অনুভব, কাসিতে কাসিতে তাহাব গলা বসিয়া যায় কাসিবার সময় তাহার মাথার ভিতব এমন যন্ত্রণা কবে যেন তাহাব মাথায় আঘাত লাগিয়াছে বোধ, কাসিবার সময় সে মনে করে তাহার গলাব ভিতব পালকের কুঁচা রহিয়াছে, কাসিতে কাসিতে রক্ত মিশ্রিত গযাব অথবা হলুদবর্ণের গাট পূঁজের কায় গযাব নির্গত হয়। সাল্‌ফাবেব গযাব মিষ্টস্বাদযুক্ত (সচবাচর ঔষৎ স্নেহস্বাদযুক্ত), বোগীব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুচা গযাব নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ ক্ষয়বোগে যখন পাঁওয়া যাইবে শুখনই কেবল সাল্‌ফার প্রয়োগ কবিত্তে নচেৎ সাল্‌ফাব প্রয়োগ করায বিপদ আছে স্ততলাং পুষ্টিমুখ্যরূপে সাল্‌ফাবেব লক্ষণ মিলাইয়া সাল্‌ফার প্রয়োগ কবা কর্তব্য। ক্ষয়বোগে সাল্‌ফাবেব পর—ক্যালকেরিয়া ও ফস্‌ফোবাস ব্যবহার্য। এখানেও স্মরণ রাখা উচিত ক্যালকেরিয়া বোগী ষোঁটা থলথলে চেহারার, ফ্যাকাশে ও বক্রগীন আর সাল্‌ফাব বোগী কাল, রোগা, কুঁজোর মত, গায়ে খোস পাঁচড়ায় পূর্ণ এবং শবীবে বিশী গন্ধযুক্ত।

প্লুরিসি রোগে যখন ফুস্‌ফুস আববণীর ভিতরে জ্বল ভ্রমে সেই জ্বলকে শোষণ করিতে সাল্‌ফারের ক্ষমতা এপিসের কায়। যখন রোগীর সূচফোঁটান ব্যথা বাম ফুস্‌ফুসের ভিতব দিয়া পিষ্ট পর্যন্ত চালিত হয়—ঐ ব্যথা যদি নড়াচড়ায় এবং চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে বেশী হয় তাহা হইলে সাল্‌ফার উপযোগী।

উদ্ভ্রাময়ঃ—সাল্‌ফার প্রাতঃকালীন উদ্ভ্রাময়ের জন্য একটা প্রশস্ত ও স্নিগ্ধ ঔষধ (অ্যান্‌লো)। বোগী বাত্রে শুইয়া থাকিতে থাকিত্তে হঠাৎ এমন ব্যাঘেব বেগ হয় যে তখন আর তাহার কপড় বিছানা সামলান শক্ত হইয়া দাঁড়ায়, সে পাঁয়খানার উদ্দেশে দৌড়াইতে থাকে, ইহার উদ্ভ্রাময়ের বাছে রাত্রি দুপুরের পর হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত হইতে থাকে, প্রথমবারেব বাছে পরিমাণে বেশী হয়। অন্তবারে বাছে তত বেশী পরিমাণে হয় না। অসাড়ে বিছানায় বাছে হওয়া ও ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ ঘুম

ভাঁজিয়া বাহের বেগ হওয়া এবং অল্প সময়ের জন্ম ও বাহের বেগ ধরিতে অসমর্থতা সাল্ফারের প্রধান লক্ষণ। ইহাব বোগী বাহে করিবার সময় মলান্ত্র মধ্যে জ্বালা বোধ ও চাপবোধ করে এবং তথায় স্থচ্যেটান ব্যথা অনুভব কবে। তাহাব মলদ্বার আরক্তিম লালবর্ণ শিরাসুক্ত। সেইসঙ্গে পায়ে ও মাথার চামিতে অত্যন্ত জ্বালা, জলপিপাসা; মল হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হওয়া এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। গুণমালা গ্রন্থ রোগীর উদরাময় বোগে এবং শ্লেষ্মা প্রধান শিশু ও দস্তোলাসকালীন উদরাময়ে সাল্ফার কার্যকরী। সাল্ফার রোগী মনে কবে তাহাব অল্পমণ্ডলীব একপু শক্তি নাই যে সে বাহের নির্গমন রোধ করিতে পারে অনেক সময় সে অসাড়ে মলত্যাগ কবিয়া ফেলে; বোগী যেখানে যায় যেন সেইখানেই মলের গন্ধ তাহার সঙ্গে সঙ্গে বা পেছু পেছু যায় তাহার কাপড়ে যেন “গু” লাগিয়া রহিয়াছে। সাল্ফার তরুণ ও পুৰাতন নানাজাতীয় উদরাময়ে উত্তম কার্য্য কবে।

প্রাতঃকালীন উদরাময়েব জন্ম সাল্ফার যেকপ উপযোগী সেইরূপ ব্রাইয়োনিয়া, অ্যালোজ, নেট্রাম-সাল্ফ, পডোফাইলাম, রিউমেস প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী; পডোফাইলাম ও ব্রাইয়োনিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অর্শ ও কোষ্ঠকাঠিন্য : কোষ্ঠকাঠিন্যে মল অত্যন্ত শক্ত এবং গুটলাময়, গুটলাগুলি দেখিলে মনে হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে ব্রাইয়োনিয়ার মলও অত্যন্ত শক্ত ও আগুনে পুড়িয়াছে এরূপ লেখিতে কিছু ইহার মল লম্বা, ওপিয়াম রোগীব মলও শক্ত তবে ছাগলের মাদীর ন্যায় বড়ি বড়ি; সাল্ফারের মল অত্যন্ত শক্ত যন্ত্রণাক্ত সেইজন্ম শিশু ভয়ে মলত্যাগ করিতে চাহে না। অর্শ রোগে বহু চিকিৎসক সকালে সাল্ফার ও বাত্র নাক্স-ভমিকা প্রয়োগ কবিয়া থাকেন, এরূপ প্রয়োগ শাস্ত্র সম্মত নহে তবে নাকি এইরূপ প্রয়োগে অনেক স্থলেই সফল ফলে। বস্তুতঃ সাল্ফার অর্শরোগেব একটা উপযোগী ঔষধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্শেব সহিত মলদ্বারের জ্বালা, হলফোটানেব ন্যায় বেদনা থাকিলে এবং অন্ত্র সাল্ফাবেব দাতুগত লক্ষণ থাকিলে সাল্ফার প্রয়োগে অর্শ আরোগ্য হইয়া থাকে।

আমাশয় :—পুরাতন আমাশয় বোগে যেখানে মলের উপব রক্তেব ছিটা বা সূত্রাকারে রক্তের দাগ থাকে, বাহে করিতে কবিতো ঘুমাইবা পড়াব ভাব হয়, মলের সহিত কেবলমাত্র পুঁজ নিঃসৃত হয়, অত্যন্ত খাই খাই ভাব থাকার জন্ম বাহেব পরই বোগী কিছু খাইতে চায়, বাহের সময় গা বমি বমি, ভয়ানক কুস্মন, মলদ্বার জাঙ্গা যাওয়া, জ্বালা ও মলদ্বাবেব চ্যুতি রোগে সাল্ফার উপযোগী। যখন দিনে গরম অথচ বাত্রে ঠাণ্ডা তখন যদি আমাশয়েব আক্রমণ হয় তাহা হইলে সাল্ফার উপযোগী। সাল্ফাবেব উদরাময়ের বেগ যেমন হঠাৎ আসিয়া থাকে ইহার আমাশয়ের বেগও হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়।

অজীর্ণ :—সাল্ফার উদরাময় প্রভৃতিতে যেকপ কার্য্যকরী সেইরূপ অজীর্ণেরও কার্য্যকরী ঔষধ। অজীর্ণ রোগে বোগীর যখন ফল বা তরিতরকারী সহ্য হয় না, দুধ পান করিলে বমি বমি হয়—ঐ বমি টক্‌গন্ধযুক্ত এবং অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত থাকে তবে সাল্ফার ব্যবহার্য্য। রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধা পায় কিন্তু কিছু খাইলেই তাহাব পেট ভারী হয়, টক্‌ টেকুর তোলে। সাধারণতঃ সাল্ফার নাক্স-ভমিকা ও লাইকোর পূর্বেই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ অপেক্ষা পুরাতন অজীর্ণ রোগে সাল্ফার বেশী কার্য্যকরী।

শিরঃশীড়া :—রোগীর মাথা অত্যন্ত ঘুরায়, দাঁড়াইলে ও বসিলে মাথা ঘুরান বেশী পরিলক্ষিত হয় ; সুকালবেলা তাহাব নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া মাথা ঘুরিতে থাকে, রোগী বায়ু সেবনকালে নদী পার হইবার সময় এবং বিছানা হইতে উঠিবার সময় মাথা ঘুরিতে থাকে এবং তাহার মুখমণ্ডল গরম হইয়া উঠে ; মাথার যন্ত্রণার সঙ্গিতসৈ তাহাব ব্রহ্মতালুতে অনবরত অত্যন্ত গরম অনুভব করে ও জ্বালা বোধ করে। মাথার যন্ত্রণাকালে তাহার মস্তক ঘেন মাথাব খুলিব গাঁবে আঘাত করিতেছে এরূপ বেদনা। মাথার যন্ত্রণাকালে ঘেন তাহাব কপালে একখণ্ড কাঠ আবদ্ধ রহিয়াছে এরূপ বোধ।

সাল্‌ফার রোগীর প্রত্যহ মাথা ধবে, মাথা যখন ধবে তখন সে মনে কবে যেন তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে (চায়না, গ্লোন, নেট-মিউর)। মাথাব যন্ত্রণান সময় বোগীর চুলেব গোড়ায় হাত দিলে ব্যথা বোধ এবং তাহাব মাথা যেন একগাছা দড়ি দ্বারা বাঁধা আছে এরূপ মনে করে।

চক্ষুরোগ :—সাল্‌ফার চক্ষুউঠা বা চক্ষুর প্রদাহ এবং কর্ণিয়ার প্রদাহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চক্ষু কিম্বা অক্ষিপুট প্রদাহে যখন আক্রান্ত অংশ ফুলিয়া উঠে, চক্ষু লাল হয়, উহার ভিতর ভয়ানক জ্বালা হইতে থাকে, অত্যন্ত চুলকাই, কব্‌কব্‌ কবে, ঘরেব ভিতর প্রবেশ করিলে চক্ষু শুষ্ক হয় এবং মুক্ত জলওয়ার ভিতর চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে তখন এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। চক্ষু প্রদাহে প্রথম অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করিয়া উপকার না পাইলে সাল্‌ফার প্রযোগে রোগ শীঘ্র শীঘ্র আবোগ্য লাভ করে।

ইহার চক্ষু বা চিত্রপটেব প্রদাহ, অতিরিক্ত দৃষ্টিব চাঁলনা, কোন জলন্ত উহুন বা অগ্নিকুণ্ডের নিকট থাকিয়া কার্যাদি করিলে অথবা চক্ষুব ভিতর রক্ত সঞ্চয় হইয়া এইরূপ হইতে পারে ; প্রদাহ হইয়া রোগীর চক্ষু লাল হইয়া যায়, তাহার মনে হয় যেন তাহার চোখেব ভিতর কাঁচের গুঁড়া বা অল্প কোন খোঁচা রহিয়াছে, চোখেব ভিতর অত্যন্ত জ্বালা করে। চোখেব উপর ও ইহার চতুর্দিকে পুঁজ-গুঁড়া ও ক্ষত উৎপন্ন হয় ; রোদ্‌ ও গরম সহ্য করিতে পাবে না। ইহার চোখেব পীড়া গ্রীষ্মকালে বেশী হয় এবং শীতকালে কিছু কম থাকে। হঠাৎ চোখেব ভিতর কিছু পড়িয়া চক্ষু প্রদাহ হইলে অ্যাকোনাইটের পর ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

কাণপীকা :—বহুদিনের দুর্গন্ধযুক্ত কাণপাকা বোগে সাল্‌ফার ব্যবহার্য। কাণপাকা বোগে প্রথমে প্রবণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে একেবারে লোপ পাইতে পাবে, কাণের ভিতর ভৌ ভৌ শব্দ হয়। ইহার বোগীর বামদিকেব কাণেই বেশী পুঁজ জমে, প্রতি অষ্টম দিবসে কাণ হইতে পাতলা স্রাব হইতে থাকে।

বাত্তের বেদনা যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হয় তখন সাল্‌ফার, পালসে, কেলি-বাই ও ল্যাক-ক্যানাইনায় তুল্য ঔষধ। ইহাব পুঁজাতন বাত্তের বেদনা নিম্নদেশ হইতে আগন্ত করিয়া লেভামের স্রাব উর্দ্ধদিকে চালিত হয় এবং রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি থাকে (রাস)। বাত্তের স্রোতী সোজা হইয়া চলিতে পারে না। তাহার জাহ্ন ও গুল্‌ফসন্ধি হাঁটিবাব সময় আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং জাহ্নর ডাঁজের ভিতর সাঁটিয়া ধরে (কষ্টি, নাক্স)। বোগীর পায়ের তলা ঠাণ্ডা অথচ অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত, সেইজন্য সে ঠাণ্ডা স্থানে পা রাখিয়া দেখে। সাল্‌ফার হাঁটুর সাইনোভাইটিস বোগেও বিশেষ উপযোগী (যদি সাল্‌ফারের অন্যান্য মানসিক ও প্রধান লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকে)। সাইনোভাইটিস বোগে এপিস, ব্রাইবোনিয়াও মাকিউরিয়াসও উত্তম ফলপ্রসূ ঔষধ।

সাল্ফার কুলজ বা বংশগত বাতরোগের একটি অতি উত্তম ঔষধ। ইহা কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ বা শিরা-প্রসারণস্থ রোগীদের কটিবাত রোগেরও উত্তম ঔষধ। ডাঃ ব্রয়েল বলেন,— পুরাতন বাতরোগের চিকিৎসার সময় তিনি সাল্ফার বা সাল্ফারের কোন মিশ্রিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডাঃ হেম্পল বলেন,—কুদ্র কুদ্র ধমনীর জন্ত অ্যাকোনাইট যেরূপ ঔষধ, প্রধান প্রধান শিরাব ক্ষেত্রে সাল্ফার সেইরূপ উপযোগী ঔষধ।

মস্তিষ্কে-জল-সঞ্চয় :—সাল্ফার মাথার জল নিঃসরণ কবিত্তে এপিস ডুল্য ঔষধ। এই ঔষধ দুইটি প্রায় একই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এপিস প্রয়োগ করিয়া যখন বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না তখন সাল্ফার, প্রয়োগে আরোগ্য লাভ করে, বিশেষতঃ যদি রোগী গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত হয়; যখন কোন উদ্বেদ বসিয়া যাইবান ইতিহাস পাওয়া যায়, রোগের আক্রমণে শিশু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, পায়ের স্পন্দন হইতে থাকে, হাত ও পায়ের বুড়া আঙ্গুলের আক্কেপ হয়, প্রস্রাব বদ্ধ হইয়া যায়, তখন সাল্ফার একমাত্র ঔষধ। হেলিবোরাসও মস্তিষ্কে-জল-সঞ্চয় রোগে যখন রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে অথচ সর্বদা যেন সে 'মুখের ভিতর কি চিবাইতেছে'—এই ভাব থাকে তখন উহা উপযোগী। টিউবারকুলার-বিষদুষ্ট—মস্তিষ্কে-জল-সঞ্চয় রোগের প্রথম অবস্থায় যখন শিশুর অত্যধিক তড়কা হইতে থাকে, মুখ আরক্তিম, মাথা তুলিতে অক্ষম, মাথা নীচু করিয়া শুইয়া থাকিতে চায়, ঘুমন্ত অবস্থায় শিশু কাদিয়া উঠে এবং ঘুমাইয়া পড়িবার সময় তাহার পা নাচিতে থাকে তখন সাল্ফার উত্তম ঔষধ।

কুস্মি :—শীর্ণকায়, পেট টিন্টিনে শিশু, যাহারা বাত্রে অত্যন্ত অস্থির হয়, শরীর অত্যন্ত গরম, অমুভূত হয়, অত্যন্ত মলিন ও নোংরাভাবে থাকে, যাহারা স্নানের নামে ভীত হয়, শবীর কিছুতেই ধুইতে চায় না, শবীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহাদের কুস্মিরোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। সিনা, মার্ক-সল, টিউক্রিয়াম-মেরাম-ভেবাম, নেট্রাম-ফস, ষ্ট্যানাম, স্পাইজিলিয়া, প্রভৃতিও কুস্মির উত্তম ঔষধ।

পুংজনেনেন্সিয়ের পীড়া :—বোগীর অজ্ঞাতসাবে রেতঃপাত হইবার ফলে তাহার মূত্রনালীর ভিতর অত্যন্ত আলাবোধ; অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ হইবার ফলে রোগীর রমণশক্তি কমিয়া যায়। রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সর্বাঙ্গা ঘুমাইবাব ইচ্ছা। রেতঃপাত হইলে কয়েক দিন তাহার মানসিক দুর্বলতা, মাথা ব্যথা এবং কোমরের দুর্বলতা দেখা দেয়। অতিরিক্ত নিদ্রার পর, স্বপ্নদোষের পর অথবা বাহ্যে প্রস্রাবের পর্ব তাহার অসাড়ে অল্প অল্প শুষ্ক নির্গত হইবার ফলে রোগীর অণ্ডকোষ শিথিল হইয়া বুলিয়া পড়ে। তাহার জনেনেন্সিয়ের ভিতর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং ঐ স্থানে বিস্ত্রী গন্ধযুক্ত ঘাম হইতে থাকে। স্বপ্নদোষের জন্ত নাক্স-ভমিক্যা, ক্যাল্কেরিয়াম, ফসফোরিক-অ্যাসিড; লাইকো অবস্থাভেদে ব্যবহার্য। নাক্স-ভমিক্য ভোদের দিকে অনেক বার স্বপ্নদোষ হয়, সেই সঙ্গে কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকে এবং চলিতে কষ্ট হয়; সাল্ফারে রেতঃপাতের ফলে রোগী কুজ হইয়া যায়। নাক্স-ভমিক্য কেবল কোমরে ব্যথা হয়। যখন নাক্স প্রয়োগ করিয়া রোগ আরোগ্য হয় না বা সামান্য আরোগ্য হইয়া আর কোন ফল পাওয়া যায় না, তখন সাল্ফার ব্যবহার্য। সাল্ফার প্রয়োগেও যদি রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ না হয় তখন ক্যাল্কেরিয়াম উপযোগী, আরও যদি স্বপ্নদোষের পর রোগীর বাত্রে প্রচুর ঘাম হয় বা জ্বী-সহবাসের পর রোগী মানসিক অবসন্ন হইয়া পড়ে তবে ক্যাল্কেরিয়াম একমাত্র ঔষধ। লাইকোপোডিয়াম অত্যন্ত হস্তমৈথুন করিবার

পর বা প্রদ্রবোষের জন্য ধ্বজভঙ্গ হয়, কিছুতেই তাহার লিকোচ্ছাস হয় না অথচ কামপ্রবৃত্তি প্রবল ভাবে থাকিলে, তৎসহ লিঙ্গ অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকিলে উপযোগী।

প্রমেহ বোগের প্রথম অবস্থায় সাল্‌ফার প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। বোগের তৃতীয় অবস্থায় যখন শ্রাব ঘন পুঞ্জের ন্যায় বা ক্রলের ন্যায় হয় এবং প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা থাকে, তাহার পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা হয় না তখন সাল্‌ফার সেব্য। প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধপূর্ণ, প্রস্রাবে তৈলবৎ সব ভাসে (মেডো, প্যারিস, লাইকো)। পূর্বেই বলিয়াছি রোগীর প্রস্রাবদ্বারে জ্বালা আছে, সেই সূত্রে তাহার প্রস্রাবদ্বার লালবর্ণের হইলে সাল্‌ফার উপযোগী। সাল্‌ফারের প্রস্রাব অত্যন্ত কষায়, যেখানে প্রস্রাব লাগে সেই স্থানই হাজিয়া যায়। রোগী যখন প্রস্রাব করে তখন প্রস্রাব হইতে হইতে মূত্রবেগ কমিয়া আসে অথবা প্রস্রাব অতি সূক্ষ্ম ধারে নির্গত হইতে থাকে। সাল্‌ফার মুদ্রাবোগে, বিশেষতঃ প্রমেহেব সহিত মুদ্রারোগ থাকিলে এবং আক্রান্ত স্থানে প্রদাহ জন্মিলে ইহা অধিকতর উপযোগী।

ক্ষীরোগ :—সাল্‌ফার রোগিণীর ঋতু অকালে প্রকাশিত হয় এবং তাহার ঋতুব শ্রাবও ২৩ দিনের ভিতর বন্ধ হইয়া যায়, আবার কোন কোন বোগীতে শ্রাব বহুদিন পর্য্যন্ত থাকে। ইহার ঋতুশ্রাবের রক্তগাঢ় কালবর্ণের, কষায়, যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়, উরুতে লাগিলে তথায় ক্ষত হয়। ঋতুব সময় মাখার তীব্র সম্রণা, মাখায় অতিরিক্ত বক্তসঞ্চয় হেতু মাখার চাঁদিতে জ্বালা, নাসিকা হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে, ঋতুব সময় নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব ব্রাইথোনিয়া, নেট্রাম-সাল্‌ফ প্রভৃতি ঔষধেও আছে। প্রদরশ্রাবেও সাল্‌ফার ব্যবহার্য্য ঔষধ। প্রদবের শ্রাবের পূর্বে তাহার পেটে বেদনা হইতে থাকে, ইহার প্রদরশ্রাব চল্লসবর্ণের স্লেম্মাযুক্ত (আর্জে, অ্যালুমিনা, গাইড্রাস, কেলি-অক্সোড, সিপি, পালসে), বোগিণীর যোনির ভিতর এত জ্বালা করিতে থাকে যে সে স্থির থাকিতে পারে না, সেই সূত্রে ঐ স্থানে ভীষণ চুলকানিও দেখা যায় এবং উঠাব চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা সকল উঠিয়া রোগিণীকে বড়ই কষ্ট দেয়।

এই সকল পীড়া ব্যতিরেকে সাল্‌ফার মৃগী, হিপ-জয়েন্ট রোগ, টিউবারকুলার-মেনিঞ্জাইটিস, বিসর্পপ্রভৃতি রোগে উপযোগী। সকল রোগের চিকিৎসায় রোগীর ধাতুগত লক্ষণ দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য।

শিশু-কলেরায় হাইড্রোসেফেলেড অবস্থা :—এই অবস্থায় সাল্‌ফার একটা উত্তম ঔষধ। শিশুদিগের কলেরা রোগে প্রায়ই এই অবস্থা হয়। কোন কোন শিশুর স্বাভাবিক বাহ্যে প্রস্রাব হইয়াও পুনরাব ইটকট করিতে থাকে, এই ছটকটানির সহিত তাহার আগের ন্যায় বাহ্যে বমি আরম্ভ হইয়া অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তখন শিশু অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, শিশুর মুখবঁটল ক্যাকাসে, মুখে ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকে, এই অবস্থা দেখিলেই ভেরেট্রাম-ম্যালবার্গের কথা মনে পড়ে কিন্তু ভেরেট্রাম প্রয়োগ কর্তব্য নহে, কেননা অবস্থাটি হাইড্রোসেফেলেড। যখন ভেরেট্রাম প্রয়োগ করিবে তখন কপালে প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম ত থাকিলেই অধিক প্রচুর বাহ্যে বমি, জলপিপাসা ও অধিক ছটকটানি থাকিবে। হাইড্রোসেফেলেড অবস্থা হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠা (এসিস), ছটকটানি, অপ্রত্যক্ষ চক্ষু কান প্রভৃতির সহিত বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ থাকা বা অতিরিক্ত তেজ-বমন থাকিলে ডাঃ ক্যারিংটন সাল্‌ফার প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। কলেরা

রোগে সাল্ফার প্রায় অ্যাকোনাইটের পর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাইড্রোসেকেনয়েড অবস্থায় সাল্ফার, ক্যালকেরিখা-ফস, এপিস, সিনা প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার্য।

অন্ন:—সাল্ফারে নানা জাতীয় অন্ন আছে। অন্নরোগে যখন সাল্ফার প্রয়োগ করা যায় তখন রোগ অতি চমৎকার ভাবে আরোগ্য লাভ করে। সাধারণতঃ সাল্ফার অ্যাকোনাইটের পর অতি চমৎকার কার্য করে। সাল্ফারের রোগীর অন্নকালীন নাড়ী পূর্ণ কঠিন ও ক্রান্ত, কখন কখন সবিরাম দেখা যায়। রোগীর প্রায় বর্ষ হয় না, যদি কখন হয়, বর্ষ অতি অল্পকাল স্থায়ী হয়। সাল্ফার রোগী শীত, উত্তাপ ও বর্ষের সাধু খোঁজা বৃথা কারণ সময়ের নির্দিষ্ট ভাব ইহাতে থাকে না। ইহার জিহ্বা শুষ্ক এবং কথা অস্পষ্ট, মোটা। তাহার শরীরের তাপ ক্রমান্বয়ে অধিক হইবার কালে রোগ টাইফয়েডে পরিণত হইতে পারে। বোগীর অন্ন সন্ধ্যাবেলা খুব বেশী হয়, সে সমস্ত রাত্রি অন্নভোগ করে, সকালবেলা সামান্য অন্ন কমে, ঐ অন্ন সমভাবে সমস্ত দিন থাকিবার পর পুনরায় সন্ধ্যাবেলা অন্ন প্রবল হইতে থাকে; এরূপ হবে ভূগিয়া ভূগিয়া তাহার কথা বলিবার শক্তি প্রায়ই থাকে না, ক্রমশঃ অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহার জিহ্বার ধার ও ঠোঁট দুইটি লাল হয়; পিপাসা, গাত্রদাহ, হাতে তলায় পায়ের তলায় জ্বালা, হাত পা ঠাণ্ডা স্থানে রাখিবার ইচ্ছা প্রভৃতির সহিত মাথার তালুতে জ্বালা, ঠোঁট দ্বারা ঠাণ্ডা দ্রব্য লেহন কবিবার ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে সাল্ফার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার অন্নের আক্রমণ পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে। সাল্ফার রোগীর হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে। সাল্ফারের জ্বালাও একটি মূল্যবান লক্ষণ—হঠাৎ সর্বশরীরে গরম হইয়া উঠা, রোগী মনে করে যেন সমস্ত রক্ত মাথার দিকে উঠিতেছে, সেইজন্য ব্রহ্মতালু আগুনের স্রাব গরম ও তথায় ভীষণ জ্বালা, কেবল ব্রহ্মতালুতে কেন নাক, কাণ, চোখ, ঠোঁট প্রভৃতি জ্বালা করিতে থাকে, অ্যাকোনাইটেই জ্বালা, অন্তর্দাহ, ছটফটানি, পিপাসা হঠাৎ রোগের আক্রমণ আছে, সেই সঙ্গে রোগীর মূত্ৰভব্য থাকিবেই, সাল্ফারের জ্বালা ঠিক অন্তর্দাহ নহে, যথার্থ জ্বালা ইহাতে গাত্রদাহ অপেক্ষা হাতে পায়ের, ব্রহ্মতালুর জ্বালাই বেশী। জ্বালা ঠাণ্ডা স্থানে হাত রাখিলেই কমিয়া যায়, আসে নিকেও জ্বালা আছে তবে ইহার সকল জ্বালা গরমে উপশম, ইহার সর্বপ্রায় দুর্গন্ধযুক্ত, পিপাসা ধীন ঘন পান্য সত্য কিন্তু জলপান কবে সামান্য সামান্য। ম্যাটেরিয়া অন্নের পুরাতন অবস্থায় সাল্ফার ব্যবহৃত হয় অথবা যখন অন্ত্যান্ত ঔষধ সেবন করিয়াও অন্ন আবেগলাভ করিতেছে না, উত্তরোত্তর বেশী হইয়া যাইতেছে তখন সাল্ফারের লক্ষণ পাইলে ইহা ব্যবহার্য ঔষধ। ইহার অন্ন কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, ইহাতে কোনরূপ নির্দিষ্ট অন্ন নাই, সাল্ফারে সর্বপ্রকারের অন্ন দেখা যায়। অন্ন সাধারণতঃ বৈকালের দিকেই বেশী হয়। ইহার শীতাবস্থায় আভ্যন্তরীণ শীত আছে কিন্তু পিপাসা নাই—উত্তাপাবস্থায় খুব জলপিপাসা থাকে, গায়ে উত্তাপ খুব উঠে এবং দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়, গায়ে চামড়া শুষ্ক ও উত্তপ্ত অস্বস্তি হয়—যেন পুড়িয়া যাইতেছে এরূপ বোধ। পাবে ও হাতে ভীষণ জ্বালা বোধ, হাত-পা বিছানার বাহিরে রাখিতে চায়, বর্ষ শেষরাত্রে দিকে হয়। বর্ষ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, ঘুমের ভিতর ছটফট করে। বিজ্ঞাবস্থায় রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং তাহার ব্রহ্মতালু হইতে যেন আগুন ছুটিতেছে এরূপ বুল।

মোট কথা:—সাল্ফার হানেমানের প্রধান অ্যান্টিসেপ্টিক ঔষধ। মন, গ্রন্থি ও গুণ্ডালা-ধাতুর রোগীর উপর ইহা ক্রিয়াধিক্য। চর্মের নানাজাতীয় পীড়া, দেহ কৃশ, কুঁজ বৃদ্ধের স্রাব সমুদ্রে দিকে স্থিকিয়া পড়ে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বসিতে বা হাঁটিতে পারে না। শরীরে পুনঃ পুনঃ

তাপাত্বেশ, দিনের বেলা বারংবার মুর্ছা, রাতে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম, সেইজন্য দরজা জানালী খুলিয়া রাখিতে চায়, হাতে পায়ে ও ব্রহ্মতালুতে অত্যন্ত জ্বালা, ঠাণ্ডা দিলে উপশম। ওষ্ঠ দুইখানি স্বাভাবিক হইতে অধিক লাল, উদরামর্ষে বোগী অতি প্রত্যাষে দোড়াইয়া পায়খানায় যায়, একটু বিলম্বে কাপড়চোপড় নোংরা হইবার সম্ভাবনা। চর্মরোগ হইবার মনস্কলে এবং সোরাদোষযুক্ত পুরাতন পীড়ায় প্রযোজ্য। শরীরের নানা অংশ যথা ওষ্ঠ, কর্ণ, নাসারন্ধ্র, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার উজ্জল লালবর্ণের হয়। বোগী অত্যন্ত নোংরা ভাবে থাকিতে চায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মোটেই পছন্দ করে না, স্নান করা তাহার সহ্য হয় না, স্নান করিলেই নানাবিধ পীড়ার সৃষ্টি হয়। ঘূরিয়া ফিরিয়া রোগের আবির্ভাব। অবর্ণনীয় দুর্বলতা বিশেষতঃ অতিরিক্ত রেতঃপাতের ফলে দুর্বলতা হইলে। চর্মবোগে ভাযানক চুলকানি, যতক্ষণ চুলকায ততক্ষণ শাস্তি তারপর অত্যন্ত জ্বালাবোধ।

. **হ্রাস-বৃদ্ধি** :—মুক্ত হাওয়ার ভিতর বেড়াইলে, ডানদিক ফিরিয়া শুইলে, হাত পা ঠাণ্ডা স্থানে রাখিলে ও মাথা ঠাণ্ডা জল দিলে ও পদসঞ্চালনে উপশম; স্থির হইয়া থাকিলে, দাঁড়াইলে, হেঁট হইলে, জলীয় বায়ুর ভিতর, রোদ্রে, স্নান করিলে, ঠাণ্ডা দ্রব্যাদি পান করিলে, দুধ পান করিলে, ক্ষতুর পূর্বে, পব ও সময়ে, জলের শ্রোতের দিকে তাকাইলে, সন্ধ্যার সময় বা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—সাল্ফার—মস্তিষ্ক আবরণ-প্রদাহে—এগিস তুলা; প্রাতঃকালীন উদরামর্ষে—ব্রাইমো, অ্যালৌজ, পডো তুলা; যক্ষ্মাপ্রধান ধাতুতে—ব্যাসিলি, ক্যালকে-ফস্ তুলা; পাচড়া ইত্যাদিতে—মার্কাসি, সিপিযা তুলা; হস্তমৈথুনাধিতে—নাক্স, ক্যালকে-ফস্ তুলা; রেতঃপাতাধিতে—সেলেনিয়াম তুলা; বহুমূত্র রোগের সহিত ধ্বজভঞ্জে—নাক্স-মস্কেটা তুলা; তাড়াতাড়ি কাজ করা বা কথা বলায়—বেল, হিপাব, ল্যাকেসিস তুলা; কলেরার প্রতিষেধক হিসাবে—কুপ্রাম তুলা; অনাবৃত হইবার ঝুঁকায়—পালসে, লাইকো তুলা; স্নান করিতে অনিচ্ছায়—অ্যাক্টিম-জুড, হিপার, রাস্ তুলা; ঠাণ্ডা স্থান অধেষণ করে—স্ট্রানিকুল, ফস্ তুলা; মুখা রোগে—মার্কাসি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, থুজা তুলা; রাত্রিতে ক্ষুধায়—চায়না তুলা ঔষধ।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০, ১০০০ প্রয়োজনমতে তদুর্ধ্ব শক্তি।

• **সাল্ফারের পূর্বে** ক্যালকে-ফস্ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। প্রথম সাল্ফার তারপর ক্যালকে-ফস্-কার্ক সর্বশেষ লাইকো ব্যবহার্য্য, প্রয়োজনবোধে সাল্ফারের পর সার্স'প্যারিলা ও তারপর সিপিযা ব্যবহার করা যায়।

সাল্ফার-আয়োডেটাম (Sulphur Iodatum.) ।

ক্ষৌরকার্যের পর নানাবিধ উপসর্গ হইলে ও উদ্ভেদ উঠিলে দুরারোগ্য চর্মপীড়ায় এবং নানাজাতীয় চর্মপীড়ায় ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার রোগীর কাণে ও নাকের উপর এবং প্রস্রাবের দ্বারের ভিতর অত্যন্ত চুলকানি আছে দেখা যায়। ঘাড়ের স্নায়ুখের দিকে ও মুখের হাঁথের সম্মুখে কোঁড়া উঠিতে পারে। যুবক যুবতীদিগের মুখমণ্ডলে বড় বড় বেদনাত্মক বরোরণ ব্রোগে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। রোগীর চুলগুলি দাঁড়াইয়া আছে ইহা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

. **শক্তি** :—৩য় শক্তি বা বিচূর্ণ ই বেনী ব্যবহৃত হয়, ৬, ৩০, ২০০ শক্তিও ব্যবহার্য্য।

সালফোনাল (Sulphonal) ।

পরিচয় :—ইহা পাথুরিয়া কয়লার আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—মানসিক বিষণ্ণতা, চিত্তবিলম্ব, অসংলগ্ন বা অসংলগ্ন কথাবার্তা, বুদ্ধির জড়তা, অবসাদবৃত্ত মাথার যন্ত্রণা, উদাস ভাব। রোগী কখনও অত্যন্ত প্রফুল্ল ও সর্ববিধে আশাবিত্ত ও নিরাশ থাকে আবার কখনও বিষণ্ণ ভাবে সময় কাটায, অত্যন্ত দুর্বলতা, অলস ও সংজ্ঞাহীনতা ভাব, তাগব ও শোধ বোগের উত্তম ঔষধ, এই রোগে রোগী অতিশয় অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহার মাংসপেশীগুলির স্পন্দন হইতে থাকে, চলিতে গেলে বৃহৎ টলমল করিতে থাকে, বেশ সোজা হইয়া দৃঢ় পদবিক্ষেপে চলিতে অক্ষমতা, জিহবা যেন তাহার অসাড় হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ, দ্বিভ্রমণ, অক্ষিপুটের পতন, চক্ষু দুইটির চাবিনিক ভার ভার হইয়াছে এরূপ অনুভব। তাহার চক্ষু লাল এবং ঘুরিতে থাকে। দৈহিক উত্তেজনাবশতঃ নিদ্রাহীনতা—রোগী রাত্রে ঘুমাইতে পারে না কারণ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অত্যন্ত স্পন্দিত হইতে থাকে। মূত্রগ্রন্থি প্রবাহ হইয়া তাহার প্রস্রাব পরিমাণে কম হয়, প্রস্রাবে লাল এবং শব্দ মিশ্রিত থাকে, সালফোনাল সর্বদেহের পক্ষাঘাত রোগে বিশেষ উপযোগী।

সদৃশ :—ট্রায়োনিট্রাল, আর্জেন্ট-নাই, জেল'স, কেলি-ব্রোম, নাক্স-ভমিকা, ট্রিক্লিনাম।

শক্তি :—৩২ বিচূর্ণ।

সিকেলি-কর্নিউটাম (Secale Cornutum) ।

পরিচয় :—ইহাও অপর নাম অর্গট অভ'রাই। ইহা উদ্ভিদ। কাংগাস জাতীয় কোন ব্যাধি দ্বারা যবাদি শস্তের বীজের পীড়া জন্মিয়া উহা হইতে সিকেলি হয়। ইহা দেখিতে মোটা অথচ লম্বা লম্বা এবং বহুবর্ষবিশিষ্ট। এই উদ্ভিদ ককেসস পর্বতের নিকটস্থ মরুভূমিতে ও ইউরোপ খণ্ডে বেশী জন্মে। ইহার বীর্ষ্যকে অর্গটিন বলে। সিকেলির অর্গট অভ'রাই ব্যতিরেকে আরও নাম আছে—ক্লাভিসেপ্স-পার্পিওরা। ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে বিশেষতঃ পোলাণ্ডে সমস্ত শস্তক্ষেত্র দূষিত হইয়া ইহার বিষাক্ততা কখন কখন ব্যাপকভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। সিকেলির অ্যালকলয়েডকে অর্গটিন বলে। ইহার তাজা পাতা হইতে মূল আরক তৈরী হয়। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় এই ঔষধ প্রায় সকল জ্বরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ জ্বরোগ, গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, ভ্যাশাল ব্যথা, মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত, কলেরা, শিশু-কলেবা, আক্ষেপ, খিলবীর, মূগী, জ্বালা, হিকা, মূর্ছা, নায়ুশ্ল, রক্তস্রাব, তড়কা, সবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, গ্যাংগ্রিণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

ক্রিয়াস্থল :—মন, মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুলির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া দেখা যায়। ইহার ক্রিয়ার জন্ত স্নায়ু বিবর্তিত হইয়া আক্ষেপ হয়, রক্ত বিকৃত হইয়া গ্যাংগ্রিণ জন্মে। আক্ষেপ পর্যায়ক্রমিক ও শৈথিল্যজনক। রোগীর দেহের চর্ম কুঞ্চিত, শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ অতি বৃদ্ধ ও ক্রীণ

ব্যক্তিদ্বিগের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। পেশীতন্ত্রের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া আছে বলিয়া** অর্য্য অকুণ্ঠিত ও প্রসারিত হইতে থাকে তজ্জন্ত, গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা। রক্তস্রাব প্রবণতা অত্যধিক, সামান্য কারণে রক্তপাত হয়, সুতরাং শিথিলতন্ত্র বিশিষ্ট রমণীগণও সিকেলির ক্রিয়াস্থল।

* মনঃ—রোগীর চিন্তাশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। প্রলাপেব ভিতর, বোগিনী উদ্ভাৱের স্রায় ব্যৱহার করে; সে কাহক্কেও কামড়াইতে যায়, জলে ডুবিতে চাব; জ্বালা অত্যধিক, সেইজন্ত অনবরত শরীরে ঠাণ্ডা লাগাইতে চাব। আর্সেনিক জ্বালায় শরীরে গরম লাগাইতে চাব। বোগিনী মনে করে যেন ধরেন ভিতর দুই ব্যক্তি পীড়িত আছে, এক ব্যক্তি মরিতে বসিয়াছে, অপব* ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতেছে। ব্যাপ্টিসিয়া বোগী মনে করে 'সে তিনজন ব্যক্তি', সুতরাং একখানা বিছানায় কি ভাবে শুইবে? মৃত্যুভয় ও অত্যন্ত আশঙ্কা দুইই আছে। অ্যাকোনাইট বোগীর মৃত্যুভয়ে সে মৃত্যুর নিদ্রিষ্ট সন্ময় নির্ণয় করিয়া দেয়, সেই সঙ্গে ছট্‌কটানি, জল পিপাসা ও হঠাৎ বোগের আক্রমণ ইত্যাদি থাকে। সিকেলি বোগীরও জল পিপাসা খুব, ছট্‌কটানিও আছে, তবে অ্যাকোনাইটের স্রায় নহে, ইহার জ্বালা অত্যধিক, জ্বালায় সে শরীরে অনবরত হাওয়া চাব, অ্যাকোনাইটের শরীর বেশ উত্তপ্ত কিছু, সিকেলির শরীর বরফেব স্রায় ঠাণ্ডা হওয়া যায় তথাপি জ্বালা অত্যধিক। আর্সেনিক বোগীরও মৃত্যুভয় আছে, ইহার বোগী মনে ভাবে আঁমাব বোগ যখন কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে, তখন আব ঔষধ সেবন কবিয়া লাভ কি? মৃত্যুভয়ের সহিত জ্বালাও আছে, তবে জ্বালা উত্তাপে উপশম, সিকেলিব জ্বালা ঠাণ্ডায় উপশম। সিকেলির বোগীর শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে, এরূপ শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে, ষ্ট্রাক্‌নিম্ বোগীব। সিকেলি বোগিনী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও ভাবে যেন সে ভাল হইয়া বাইতেছে।

গঠন ও স্বভাবঃ—ইহার বোগিনী কৃশ, দুর্বল, দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ, মাংসপেশী শিথিল, চক্ষু কোটরগত, মুখ চুপসান অর্থাৎ অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালবিশিষ্ট, চক্ষু ও গণ্ডধ্ব কোটর-প্রবিষ্ট, রক্তস্রাব-প্রবণ, কোন্দলপ্রিয়া স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকলরমণীদিগের উদ্ভ্রান্ততা জন্মিলে সে হাসে, ক্রুরতালি দেব ও নিজকে নিজে ঠেলিয়া ডাকে, অতিবৃদ্ধ ও লোলচন্দ্রবিশিষ্ট বৃদ্ধদিগেস্ত পীড়ায় সিকেলি কার্য্যকরী। সিকেলিব চেহারা দেখিলে মনে হয় একটা বাক্স শুইয়া আছে, তাহার ক্ষুধা এবং জল-পিপাসা যেন সর্বগ্রাসী, বোগিনী অল্পদ্রব্য, বরফ ও লেমনেড খাইতে চাহে।

• কলেরাঃ সিকেলি ওলাউচা বা কলেরা বোগের একটা উত্তম ঔষধ। সাধারণতঃ ইহা বোগের বদ্ধিতাবস্থায়ই বেশী ব্যবহৃত হয়, ইহার ভেদ চাল-খোয়ানি জলের স্রায়, পরিমাণে বেশী থাকে; পরিমাণে বেশী অর্থাৎ ভেদ বমি প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতেছে দেখিলেই ভেৱেট্রাম-অ্যাকোৱামের* কথা মনে হইবে, ইহাৱেব ভিতর পার্থক্য এই—ভেৱেট্রাম বোগীর বাহ্যে বমির সহিত পেটে ব্যথা থাকে, সিকেলির ব্যথা থাকে তবে বমন বেশী হয়। ভেৱেট্রাম বোগীক ভেদ বমির পর সর্বশরীরে ঘর্ম্ম হয়; বিশেষতঃ কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়; সিকেলিব বোগী ভেদ বমির পর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুল চুপ্‌সাইয়া যায়, যেন হাতপায়ের আঙ্গুল দীর্ঘকাল জলের ভিতর ডুৱাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার সহিত বোগীর সর্বশরীরে অসম্ভব জ্বালা, জ্বালায় বোগী অস্থির হইয়া যায়, জ্বালা এত বেশী হইতে থাকে যে বোগী বা বোগিনী তাহাব গাৱের ঢাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, যেমন তাহার জ্বালা খুব বেশী জল পিপাসাও তেমনি বেশী, অসম্ভব জল পিপাসায় বোগী প্রচুর

‘জল পান করে, যতই তাহাকে জল দাও না কেন, তাহার পিপাসার শান্তি হয় না।’ আসে’নিক রোগীরও গাত্রদাহ অত্যধিক, সেই সঙ্গে জল পিপাসাও বেশ আছে। অনেক সময় গাত্রদাহ, পিপাসা এবং ছটকটানি দেখিয়া লক্ষণের বিচার না করিয়াই বহু চিকিৎসক আসে’নিক প্রয়োগ করিয়া বসেন, এক্রপ ঔষধ প্রয়োগ কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে না। গাত্রদাহ আসে’নিক, ‘সিকেলি ও ক্যান্ফর বোগীর আছে। আসে’নিকেব গাত্রদাহ সিকেলি হইতে বেশী কিন্তু আসে’নিক গাত্রদাহের জন্ত গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দেয় না, সিকেলি গাত্রদাহেব জন্ত তাহার গাত্রবস্ত্র দূরে ফেলিয়া দেয় এবং অনবরত ঠাণ্ডা স্থান ও পাখার বাতাস চায়; জল পিপাসা উভয় ঔষধে, আছে আসে’নিক বারবার জল পান করিতে চায়, তবে সামান্য সামান্য, আর সিকেলি রোগী জল পান করে প্রচুর পরিমাণে, যত ঠাণ্ডা জল দিবে ততই তাহার শান্তি হইবে, পিপাসায বরফ জল পান করিতে চাহিলে সিকেলিব কণাই সর্বপ্রথম মনে পড়ে; ক্যান্ফর রোগীর হঠাৎ ভেদ বমি হইয়া গাত্রচর্ম শীতল হইয়া যায় তবুও গায়ে কোন ঢাকা রাখিতে পারে না অনবরত ঠাণ্ডা স্থানে থাকিতে চায়, এইজন্য ক্যান্ফর রোগের পতনাবস্থায় বেশী প্রযোজ্য। সিকেলি রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয় না। গাত্রদাহের সহিত সিকেলির খিলধরা আছে, ইহার খিলধরার সহিত কুপ্রামের খিলধরার পার্থক্য নির্ণয় কবা কর্তব্য। সিকেলিব খিলধরা বা খেঁচুনীতে রোগীর হাতের ও পায়ের আঙ্গুল পশ্চাত্তিক বাকিয়া ফাঁক ফাঁক হইয়া যায়, কুপ্রামের খিলধরায হাতের আঙ্গুল মুঠা করে, সেই সঙ্গে কুপ্রামেব পেটের ও অন্ত্রান্ত মাংসপেশীর খিলধরা বেশী থাকে, সিকেলিব এত বেশী খিলধরা থাকে না। খিলধরার সহিত যখন ভেদ ও বমি অত্যধিক পরিমাণে থাকে, বোগীর গায়ের চামড়া চুপ্‌সে যায়, কপালে ঠাণ্ডা বর্ষ হইতে দেখা যায় সেখানে ভেরেট্রাম; খিলধরা দেখানে অত্যধিক এবং খিলধরায আঙ্গুল মুঠা করে সেখানে কুপ্রাম; খিলধরার সহিত যেখানে অত্যধিক জল পিপাসা, গাত্রদাহ, গাত্রদাহে শরীরে কোন আবরণ রাখিতে পারে না এবং খিলধরায রোগীর আঙ্গুল ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়ে সেখানে সিকেলি উপযোগী ঔষধ।

কলেরায় মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হেতু প্রসাব বন্ধ হইয়া গেলে বা মূত্র-উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হ যা গেলে এই ঔষধ ওপিয়াম, ক্যান্ডারিস, এপিস, টেরিবিছিনা তুল্য।

রক্তশ্রাব :—সিকেলিব রক্তশ্রাব-প্রবণতা অত্যধিক সুতরাং ইহা রক্তশ্রাবের একটি ঔষধ। সিকেলি প্রভিঃ-এর সময় দেখা গিয়াছে রোগীর মাংসপেশী ও ধমনী সকল সঙ্কুচিত হয়—সেইজন্য পুরাতন পছিয়া প্রাণ সকল প্রকার রক্তশ্রাবে বিশেষতঃ প্রসবাস্তিক রক্তশ্রাবে আর্গট বা সিকেলি অধিক ‘গাত্রায় প্রয়োগ করেন, হোমিওপ্যাথিক মতে যখন সিকেলি ব্যবহৃত হয় তখন ইহার বিশেষ লক্ষণাবলীর সাদৃশ্য অনুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হোমিওপ্যাথিতে রক্তশ্রাব দেখিলেই সিকেলি ব্যবহৃত হয় না কারণ হোমিওপ্যাথিকে রক্তশ্রাবের জন্ত বহু ঔষধ আছে। সিকেলি জরায়ুর রক্তশ্রাবে বেশী কার্যকরী তবে অন্ত্রান্ত রক্তশ্রাবেও যে ব্যবহৃত হইবেনা তাহা নহে। রক্তশ্রাব-প্রবণ রোগীর অঙ্গ সমূহ শিথিল, উহা হইতে অসাড়ে জলের স্রাব পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর রক্তশ্রাব হয়। রক্তশ্রাব অনবরত হইতে থাকে। পাললেটিলার রক্তশ্রাব থামিয়া থামিয়া হয় ইহার রক্তশ্রাব সেইরূপ থামিয়া থামিয়া হয় না—বয়ঃ সমভাবে (অবিয়াম) শ্রাব চলিতে থাকে। যখনই জরায়ু-শ্রাবে সিকেলি প্রয়োগ করিবে তখনই স্রবণ রাশিবে যে ইহার রক্তশ্রাব ঘোলাটে, পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত। সিকেলির রক্তশ্রাব যে স্থান হইতেই হইতে থাকে রোগিনী মনে করে বুঝি সেই অঙ্গ শিথিল হইয়া গেল এবং আক্রান্ত স্থানের মুখ

বুঝি খুলিয়াই আছে। পূর্বেই আমরা ব্যক্ত করিয়াছি সিকেলির রোগিনী জীর্ণ-জীর্ণ রোগা এবং দুর্বল স্ততবাৎ জমাগত রক্তশাব হইবার ফলে বোগিনী অনেক সময় মূচ্ছিত হইয়া পড়ে ও তাহার সর্বশরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। মূচ্ছিত হইবার পূর্বে হাতে পায়ে থিন ধবে ও আঙ্গুলগুলি ছড়াইয়া দা। স্ত্রাবাইনাও জরায়ুর রক্তশাবের একটি উত্তম, ঐষধ ইহার বোগিনী মোটামোটা রক্তশাবের সহিত রোগিনীর পৃষ্ঠ হইতে বিটপ দেশ (পিউবিস্) পর্যন্ত টেনেয়া ভাব ও চাপ চাপ কখন কখনও উচাব স্খিত কতক তরল উজ্জল রক্তও থাকে উহা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

রক্তশাব-প্রবণতায় ল্যাকেসিস ও ফস্ফোরাসের সহিত সিকেলি তুলনা করা যায়। সিকেলি দুর্বল শীর্ণও শিথিল-পেশী-বিশিষ্ট বম্বীদিগের পাতলা ঘোঁটাটে ও প্রচুব দুর্গন্ধযুক্ত রক্তশাব হয় এবং ইহা বহুকাল স্থায়ী থাকে, ল্যাকেসিসের রক্তশাবও কাল উগা জমাট বাধে না কিন্তু চাপ চাপ ও পরিমাণে অল্প সেই সঙ্গে মাথাব চাঁদিতে জ্বালা ও নিদ্রাব উপক্রমে রোগের বৃদ্ধি, জরায়ুর ভিত্তর বেদনা রক্তশাব হইলে উপশম হইবার নির্দিষ্ট লক্ষণ ফস্ফোরাস বোগিনীর থামিয়া থামিয়া প্রচুব উজ্জল রক্তশাব হয়। সিকেলি প্রায়শঃ করিবার পূর্বে ইহাব আকৃতি প্রকৃতি ও পিপাসা, গাত্রদাহ প্রভৃতির দিকে উদ্ভবকপে নগ্ন বাধ্য।

গর্ভপাত :—অভিজ্ঞতঃ দেখা যায় অধিকমাত্রায় সিকেলি সেবন করিতে দিলে গর্ভবতী রমণীদেব গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা পূর্ব স্ততবাৎ যখন গর্ভপাতের উপক্রম হয় তখন গর্ভবতীকে এই ঐষধ সেবন করিতে দিলে গর্ভপাত নিবানিত হয়, অবশ্য যখনই এই ঐষধ সেবন করিতে দিবে রোগিনীর ধাতুগত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিবে। সাধাবণতঃ তৃতীয় মাসেই সিকেলি গর্ভপাত উৎপাদন করে। তাবপর গর্ভপাত হইবার পর্ব যখন ফুল আটকাইয়া যায় তখনও এই ঐষধ দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। গর্ভপাত হইবার পর্ব যদি অতিরিক্ত রক্তশাব হইয়া বোগিনীর নাড়ী ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়া সর্বদা ঠাণ্ডা হইয়া যায় তাহাতেও এই ঐষধ চমৎকার কার্য্য করে। ডাঃ হিউজেন্স বলেন ঘন ঘন প্রসব বেদনাব ন্যায় বেদনা হইতে থাকিলে অগচ্চ শ্রাবের অভাব থাকিলে এবং জরায়ুর পেশীঃস্ত অধিক পরিমাণে বিকশিত হইলে সিকেলি উত্তম কার্য্য করে। নিম্নে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য গর্ভপাত নিবাবণের কয়েকটা ঐষধ দেওয়া গেল।

•• এপিস—প্রথম কয়েক মাসে গর্ভশাব ঘটিলে,

ওপিয়াম—শেষ মাসে গর্ভশাবের উপক্রম ঘটিলে,

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে গর্ভপাত হইলে—এপিস, সিমিসি, ক্রোকাস, স্ত্রাবাইনা, সিকেলি, থুজা, ট্রিলিয়াম, ;

পঞ্চম হইতে সপ্তম মাসে—সিপিয়া।

পুনঃ পুনঃ গর্ভপাত হইতে থাকিলে এই বোগ-প্রবণতা দূর করিতে জিঙ্কাম ও সিলিকা উত্তম ঐষধ, কেহ কেহ অরাম মেট ও অরাম-মিউর-নেট্রোনেটাম প্রয়োগ করিতে বলেন। ইহা ব্যতিরেকে অপরাপর ঐষধও আছে—যথা আকো, আলিটুস, এপিস, আর্গিকা, নেট্রাম-বোমাইড, বেল্লা, ক্যালকে, ক্যানাবিস, কলোফাই, চাঘনা, সিমিসি, মেরাম, ওপিয়াম, প্লাটিনা, পালমেডি, রুটা, স্ত্রাবাইনা, সিকেলি, সিপিয়া, অষ্টিলেগো, ভাইবার্নাম, ভাইবা-প্রণ, ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় মুচ্ছাভাব—বেলা, ক্যামো, ক্রোকাস, কেরাম, প্ল্যাটিনা, আর্গিকা, চায়না, সিনাবে, নাক্স, সিকেলি, সিপিথা, ইথ্রে, কলোফাই, অষ্টিলেগো।

প্রসব বেদনা :—সিকেলি, পালসেটিলা, কলোফাইলাম, ক্যামোর্মিলা প্রভৃতি ঔষধ গর্ভবতীর প্রসব বেদনার সময় উপযুক্ত ঔষধ। সিকেলি প্রসব বেদনায় যখন প্রযুক্ত হয় তখন সিকেলি রোগিণীর গঠন দেখিতে হইবে রোগিণী অত্যন্ত শীর্ণা, কোটারাগত চক্ষু প্রভৃতি দেখিয়া সিকেলি প্রয়োগ বিধি। কারণ উপযুক্ত লক্ষণানুসারে সিকেলি প্রয়োগ করিলে জরায়ু উপর জোরে জোরে ধাক্কা লাগাইয়া খুব জোরে ভ্রণ নীচের দিকে নামিয়া আসিতে পারে ইহার ফলে রোগিণীর জরায়ু চ্যুতি ঘটা আশ্চর্য্য নহে। প্রসব বেদনার সময় থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপী, অনিয়মিত ও অত্যন্ত ক্ষীণভাবে বেদনা হয় আবার অনেকক্ষণ পরে পবে বেধ আসিয়া উপস্থিত হয় যাহাকে মেয়েদের কথায় “জুরান ব্যথা” বলে সেই সকল ক্ষেত্রে সিকেলি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সিকেলি বোগিণীর সমস্ত মাংসপেশী শিথিল ও নিক্রিয়। রোগিণীর থাকিয়া থাকিয়া মুচ্ছাব ভাব হইলেও ইহা দ্বারা উপকাব দর্শে। প্রসব বেদনা জুড়াইয়া গেলে রোগিণীর ধুতুড়ারের ভাব উপস্থিত হয় যাহাকে ইক্সলামসিয়া বলা যায়; এই অবস্থার—বেল, হায়া, সাইকিউ, কেলিব্রোম উপযোগী। বেলেডোনার প্রসব বেদনা হঠাৎ অত্যন্ত আসিয়া আবার হঠাৎ চলিয়া যায় সেই সঙ্গে পেটের তিতব ও মাথায দপ্পন কবে, বোগিণীর মনে হয় যেন তাহার সমস্ত জরায়ু নীচেব দিকে নামিয়া আসিতেছে। সিকেলির ব্যথা জুড়ান এবং জুড়ান অবস্থায় তাহার ধুতুড়ারের আক্রমণে মাথা ও ঘাড় পিছনেব দিকে থাকিয়া যায়, হাইয়োসায়ামাস রোগিণীর শরীরের প্রত্যেক পেশী স্পন্দিত হব—ডাঃ গেরেল্লি বলেন তাহার চক্ষু হইতে পায়ের বড়ো আঙ্গুলের পেশী স্পন্দিত হইতে থাকে। কেলি-ব্রোমেটাম বোগিণী অনবরত হাত পা নাড়িতে থাকে ও হাতের আঙ্গুল নিয়া খেলা কবিতো থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

সিকেলির প্রসব বেদনা যেমন অনিয়মিতভাবে আসে সেইরূপ পালসেটিলার বেদনাও অনিয়মিতভাবে দেখা দেয়। পালসেব বেদনা কখন কখন একরূপভাবে উপস্থিত হয় যেন আর কিছুক্ষণের ভিতরই শিশু ভূমিষ্ট হইবে কিন্তু তৎক্ষণেই যখন বেদনা একেবারে জুড়াইয়া যায় দেখিলে মনে হয় না যে আবার বেদনা উপস্থিত হইবে; ইহার সহিত পালসেটিলার কাঁদা, জলপিপাসার অভাব প্রভৃতি থাকা চাই, বোগিণী গরম মোটেই সহ্য করিতে পাবে না, সিকেলির বোগিণীও গরম সহ্য করিতে পারে না কিন্তু তাহার জলপিপাসা অত্যধিক এবং গাত্রদাহও খুব। কলোফাইলামও প্রসব বেদনার একটি উত্তম ঔষধ ইহার বেদনাও পালসেটিলা ও সিকেলির ত্রায় সবিরাম, কিন্তু ইহার প্রসব বেদনা খিলখারায় যায়, রোগিণীর যোনি-মুখ অত্যন্ত শক্ত ও কঠিন থাকিবার জন্য প্রসব হইতে বিলম্ব লাগে; এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে শক্ত যোনি-মুখ খুলিয়া যায়। সিকেলির যেমন অতিরিক্ত জলপিপাসা গাত্রদাহ এবং শীর্ণ শরীর বিশিষ্ট লক্ষণ; পালসেটিলার নাকে-কাঁদা-অভাব ও জিহবা শুষ্ক অথচ জলপিপাসার অভাব নির্দিষ্ট লক্ষণ, কলোফাইলামের সেইরূপ যোনি-মুখের শক্তভাব, হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের গাঁটের বাত বিশিষ্ট লক্ষণ।

ডাঃ হেলিং বলেন ক্ষীণ প্রসব বেদনায় কিম্বা প্রসবের পর রক্তস্রাবে আর্গট, অর্পেকা সিনামোমাম সকল রকমে ভাল; এই ঔষধ প্রসবের বেগ বৃদ্ধি করায় এবং অত্যধিক রক্তস্রাব নিবারণ করে কিন্তু আর্গট ঠিকমতভাবে প্রয়োগ না হইলেই বিষময় ফল উৎপাদন করে। মারাত্মক কলেরা রোগে যেখানে সিকেলি দরকার সেখানে কলচিকাম উত্তম কাণ্য করে।

ভ্যাদাল ব্যাধায় :—সিকেলি বাবদত হইয়া থাকে। ভ্যাদাল ব্যাধাও সবিরাম জাতীয়। প্রসবের পব ফুলেব কিছু অংশ, রক্তের ডেলা কিম্বা অন্য কোন পদার্থ জরায়ুর ভিতর আটকে গেলে যদি সিকেলির বিশিষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায় তবে ইচ্ছাধাবা উপকার দর্শে।

গ্যাংগ্রিণ :—বৃদ্ধদিগের শুষ্ক গ্যাংগ্রিণ রোগে সিকেলি উত্তম কার্য্য করে। আর্সেনিকও এই রোগে উপযোগী। সিকেলি'ব গ্যাংগ্রিণে প্রথম ফোড়া হইয়া ঐ স্থানে অত্যধিক জ্বালা হয়, জ্বালা স্থানে গরম সেক দিলে রোগের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগাইলে উপশম। আক্রান্ত অংশ অত্যন্ত শীতল হইয়া ঐ স্থানে সুড় সুড়ির ভাব উদয় হয়—আর্সেনিক গ্যাংগ্রিণের একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত জ্বালা গরমে উপশম সেই সঙ্গে অতিবিক্ত ছটফটানি মৃত্যুভয় ইত্যাদি থাকিলে আর্সেনিক কার্য্যকরী। ডাঃ জোসেট এইরূপ গ্যাংগ্রিণ রোগী সিকেলি দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফোড়া :—সিকেলি'ব ফোড়াগুলি ধীরে ধীরে ধীল পাকে, উহার ভিতর সবুজবর্ণের পুঁজ পূর্ণ থাকে, আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত বেদনা, ইহা'ব ফোড়া ও ক্ষত ধীরে ধীরে আবোগ্য লাভ করে অত্যন্ত লক্ষণ গ্যাংগ্রিণের ন্যায়।

স্তন্য লোপ :—শীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধ লোপ হইলে বা স্তনে রিতিমত দুগ্ধ না হইলে সিকেলি প্রয়োগ করা চলে।

স্ত্রীরোগ :—অতিবিক্ত ঋতুশ্রাব হইয়া যদি দুর্গন্ধময় খণ্ড খণ্ড মলিন শ্রাব হয় ঐ সঙ্গে যদি প্রসব বেদনাবু ন্যায় বেদনা থাকে তবে ইহা উপযোগী। বোগিণী'ব জবায়ুব সঙ্কোচন শক্তির অভাব। ইহার ঋতুর শ্রাব ৭৮ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিতে পারে। অতিবিক্ত রক্তশ্রাবের ফলে রোগিণীর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হয় এবং সে অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। ঋতু নিয়ন্ত্রিত পব পুনর্বার ঋতুব আকর্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার অনববত জলের ন্যায় পাতলা রক্তশ্রাব হইতে থাকে। আঘাতাদি বা পতনাদি'ব পর অথবা কোন গৌণ কাবণ বশতঃ শোণিতশ্রাব জন্ম উগ উপযোগী আরও বিশেষিতঃ ঐ বক্ত যদি অতি দুর্গন্ধযুক্ত হয়—বা কালবর্ণের হয়।

মোট কথা :—শীর্ণ, দুর্বল, কণ্ঠ, কোটবাগত চক্ষু ও গণ্ড, বায়ু-প্রধান গিটপিটে-স্বভাব-বিশিষ্ট শিথিল-মাংসপেশীযুক্ত বমলীদিগের প্রসব বেদনা, উগা অসমু, অতি যুহু; রক্তশ্রাব প্রবণতা, শিথিল জরায়ুব জন্ত রক্তবহা নাড়ী অদৃঢ়, জবায়ু-মুখ যেন খোলা রহিয়াছে বোধ, কলেরা রোগের পতনাবস্থায় অতিরিক্ত গাত্রদাহ, পিপাসা, সর্পশবীর ঠাণ্ডা বোধ, ঠাণ্ডা স্থানে উপশম, খিলখরায় হাতের আঙ্গুল ফাঁক হইয়া যাওয়া। ঋতু অনিয়মিত, আশঙ্কিত গর্ভশ্রাব, স্তন্য লোপ, বৃদ্ধ ব্যক্তির গ্যাংগ্রিণ, ফোড়া হইতে সবুজ পুঁজশ্রাবাদিতে ইহা প্রযোজ্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—যুক্ত হাওয়ায়, ঠাণ্ডা স্থানে, জলপটি দিলে, ঠাণ্ডা লাগাইলে, গাথের ঢাকা খুলিয়া দিলে, গাথে শুড়শুড়ি দিলে উপশম, বাত্রে স্পর্শ করিলে, নড়াচড়ায়, গরমে, গরম জলপান করিলে, আহা'রে'ব পর, ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্বে, গাথে ঢাকা থাকিলে এবং ডাণদিকে ফিরিয়া শুইলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—সিকেলি—প্রসব বেদনায়—পালসে, কলোফাই, বেল, ভাইবার্ণারুল্লা; রক্তশ্রাবে—ট্রিলিয়াম হ্যামা, অষ্টলেগো, ফেরাম-কস্, চায়না ও বোভিষ্টা তুল্য; রক্তশ্রাব প্রবণতায়—ল্যাকে,

কস্কোরাস তুল্য ; কলেবা বোণে—আস', কল্চিকাম, ক্যাম্ফার ও ভেরেট্রাম তুল্য ; হাত পা
আলায়—সালফার তুল্য ; গ্যাংগ্রিণে—আসেনিক তুল্য ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি ।

শক্তিকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উপকার না পাইলে ইহার তীব্র বীৰ্য বা উপকার আর্গটিনাম
ব্যবহার্য (ক্যাফকা) ।

সিজিসিয়াম-জ্যাম্বোলিনাম (Syzygium Jambolinum.) ।

পরিচয় :—ইহা জাম বীজেব চূর্ণ হইতে বিচূর্ণ বা অরিষ্ট আকাবে তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—সিজিসিয়াম মধুম্বেহ রোগেব একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । যেখানে মূত্রেব সহিত
শর্করা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধ প্রাণোপযোগ্য কবিলে প্রস্রাবে শর্করার
পরিমাণ হ্রাস হয় । এই ঔষধ মধুম্বেহ রোগের সহিত যদি তীব্র পিপাসা, অত্যন্ত দুর্বলতা, 'দেহের
শীর্ণতা', প্রচুর পৰিমাণে প্রস্রাব, প্রস্রাবের আক্ষেপিক "গুস্ত্রের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তাহা হ্রাস
করিয়া দেয় ; বহুমূত্র রোগেব সহিত বোগীর শরীবে ক্ষতাদি উৎপন্ন হইলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে,
শরীরের উষ্ণতা ঘাটাই হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল উদ্বেদ বাহিব হইয়া তথায় অত্যন্ত চুলকানি থাকিলে
ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় ।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট, বিচূর্ণ বা নিম্নশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে উপকার দর্শে ।

সিফিলিনাম (Syphilinum) ।

পরিচয় :—ইহাব অপর নাম লিউটিকাম । সিফিলিনাম একটা নোসড জাতীয় ঔষধ ;
নোসড আবিষ্কার হইয়া চিকিৎসা জগতের কত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, যাঁহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না ।
আজ যদি নোসড সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে চিকিৎসা জগতের অঙ্গ হানি হইয়া থাকিত, কত
দুরাবোগ্য, কঠিন ও আশাশূন্য রোগী নোসড দ্বারা আবোগ্য লাভ কবিতোছে, কবিয়াছে ও
সুদূর ভবিষ্যতে করিবে ; পরিত্যক্ত রোগী বা কঠিন রোগে সুনির্কাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও যেখানে
উপকার পাওয়া যায় না সেই সকল সাংঘাতিক রোগী নোসড দ্বারা আবোগ্য লাভ কদে ও
করিতোছে । আজ পৃথিবী বক্ষে যৈ অটোভ্যাক্সিন খিওরি প্রচলিত ইহাও হোমিওপ্যাথিক
নোগোদেব একটা অংশ । সিফিলিনাম—একটি-সাইকোটিক ও একটি-সিফিলিটিক ঔষধ । উপদংশ
কতের বিষ হইতে এই ঔষধ হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশ হেতু প্রযোজ্য ঔষধ প্রয়োগেও যখন ফল হয় না অন্তর্নিহিত
উপদংশ বিষ থাকিযাট যায়, তখন এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ ; তীব্র শিরঃপীড়া ; প্তিনশ্রু ;
পলিপাস ; হৃদশূল ; দস্তশূল ; দস্তক্ষয় ; উপদংশজ চোখ উঠা ; মলাব্রের ক্ষত ; অস্থিক্ত ; বাত ;
উদ্বেদাদি ; নানাবিধ মানসিক বিকৃতি ; মৃগী ; বরভঙ্গ ; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত ; ভিছার ক্ষত ;
হাঁপানি দ্বায়শূল ; উপদংশক্ষত ; শিশুর-ক্রন্দন ; সুরাপানের আকাজাদি ।

মন :- স্মৃতিশক্তি লোপ অর্থাৎ রোগী মনে কবে কোন ব্যক্তির নাম, স্থানের নাম ও ব্যক্তির নাম স্বরণ কবিতে পারে না—মেডোরিনাম বোগীরও স্মৃতিশক্তির অত্যন্ত অভাব—বোগী বন্ধুর নাম বা কোন শব্দের প্রথম অক্ষর ভুলিয়া যায় এমন অনেক বোগী দেখা যায় যে নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়; তবে ইহার স্মৃতিশক্তি হীনতা সাধারণতঃ—সাত্বিকোটিক দোষে দুই ঘণ্টা বা তাছাদেবই বেশী ইচ্ছা—অ্যানাকার্ডিয়াম ওরির স্নায়বিক-অজীর্ণ রোগীর চর্চায় স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, তাহাব নিকট সকলই স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। সিফিলিনাম বোগী বা বোগিণী মনে বেশ ভালরূপই কাটায় কিন্তু সূর্য্যাস্তের পূর্ব হইতে তাহাব মানসিক ও শারীরিক সকল লক্ষণই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; সূর্য্যাস্ত হইতে দেখিলেই সিফিলিনাম বোগী ভীত হইয়া পড়ে কাবণ বাত্রে তাহাব সর্ক রোগের ও সর্কবিধ যক্ষণাব বৃদ্ধি আবার মেডোবিণাম বোগীর ঠিক ইহাব উল্টা ভাবটি দেখা যায়, সমস্ত দিন সে অস্থিত অন্তর কবে, লোকের সহিত গিটগিট কবে, যাবৎ প্রত্যেকের সহিত সে যগড়া কবে কিন্তু যাহাতক সূর্য্যাস্ত হইবে অমনি তাহাব সমস্ত অসম্বন্ধ ভাব চলিয়া যাইবে ও মহানন্দে রাত্র যাপন করিবে। মার্ক-সল বোগীরও সর্কযক্ষণ বাত্রে বিছানাব উত্তাপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সিফিলিনাম বোগী বান্ধব পূর্ব বাত্র নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটায় সেইজন্য সে উদ্ভাদ হইয়া যাইতেছে না তাহাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পক্ষাঘাত জন্মিবে ভয়, নিদ্রাহীনতাব জন্য মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা জন্মে বলিয়া তাহাব রাত্রের নামে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, রোগী যব মরিতে ভয় পায় না কিন্তু বাবের সেই নিদ্রাহীনতাকে সে সাংঘাতিক ভয়ের চোখে দেখিবে, ল্যাকেসিস বোগীও বাত্রে ভয়ে চোখে দেখে কাবণ তাহাব সমস্ত ক্রেশাদি নিদ্রাবস্থায় বা নিদ্রা ভঙ্গের পূর্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উপদংশ বোগের ইতিহাস না থাকিলে এইরূপ রাত্রভীতি বা সর্ক লক্ষণের বৃদ্ধি বাত্রে দেখা যায় না। সিফিলি বোগী যে কোন প্রকারেব তৈয়্যারী মদ পান করিতে চায়, বংশগত মগপানেব ইতিহাস বা পান প্রবণতা ১০ ইচ্ছা ব্যবহার্য্য।

শিব:পীড়া সন্ধ্যা হইতে আবস্ত হইয়া সমস্ত বাত্র থাকিবে এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সিফিলিনামের শিব:পীড়া যে কেবল সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিবে তাহা নহে, ইহাব যে কোন বেদনার বৃদ্ধি বাত্রে ও হ্রাস দিবালোকে, মেডোরিনের শিব:পীড়া দিনেববেলায় সাংঘাতিক হয় বাত্রে মোটেই থাকে না। সিফিলিনামের শিব:পীড়া বৈকাল ৪টার পর হইতে দীর্ঘে দীর্ঘে আরম্ভ হইয়া রাত্র ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত অত্যধিক হইবে এবং ইহার পর হইতে দীর্ঘে দীর্ঘে কমিতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয়ে উপশম হইবে। ষ্টানামের বেদনা আসিতেও ১২ ঘণ্টা লাগে এবং যাইতেও ১২ ঘণ্টা লাগে অর্থাৎ আসেও দীর্ঘে দীর্ঘে চলিয়া যায় ও দীর্ঘে দীর্ঘে তবে ইহাব আক্রান্তস্থল চাপিয়া দিলে উপশম (কলোসিহ)। এখানে একটা বোগীর কথা বলিলে ব্যাপাবটা আবণ্ড পরিষ্কার হইয়া যাইবে। কিছুদিন পূর্বে আমি সমাজের একটা তথাকথিত মহাশয় ব্যক্তিব শিব:পীড়ার চিকিৎসা করি। স্নায়বিক মাথাব যক্ষণা হিসাব কবিয়া “স্পাইজিলিয়া, স্যাম্পুইনেরিয়া, শেষে বেলোডোনা দেওয়া হয়—কিন্তু যখন কিছুতেই কমিতেছে না তখন রোগীর আগাগোড়া (সমস্ত) ইতিহাস নেওয়া হইল অর্থাৎ রেকর্ড করা হইল—তিনি বোগ বর্ণনা কবিতে করিতে যখন বলিলেন “বাত্রে আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয় বিশেষতঃ রাত্র ১০টার পর হইতেই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়; তখন এইরূপ ইচ্ছা হয় যে আত্মহত্যা করি কারণ সমস্ত বাত্র—‘বিনিদ্র’ অবস্থায় কাটাই ও ছটফট

বরি এবং ভোরের আলো চোখে পড়িলেই যন্ত্রণা কমিয়া যায়, আমি বেলা ১০টা পর্যন্ত ঘুমাই, সমস্ত দিন ব্যাথা কথা মনে থাকে না কিন্তু বেলা ৪টার পর হইতে কিছু টেব পাই, অন্ধকার যত হইতে থাকে তত যন্ত্রণার তীব্রতা বৃদ্ধি হইতে থাকে", এইরূপ লক্ষণ পাইয়া জেরা কবিত্তে আবস্ত করিলাম, রোগী কিছুতেই বলিবে না যে তাহাব সিফিলিস হইয়াছিল, আমিও কিছুতেই ছাড়িব না—বই খুলিয়া যখন দেখাইলাম—তখন তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন দোহাই আপনাব এই কথা কাহাকেও বলিবেন না, ‘আমাব সিফিলিস হইয়াছিল’ এখন ভাল আছি, যৌবনে দলে পড়িয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। উক্ত বোগীকে সিফিলিনাম ১০০০ শক্তিব ৩টি মাত্রা—৭ দিন অন্তর দেওয়া হয়—পুনঃ ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। মাথার যন্ত্রণা যেমন সূর্যাস্তের পর আরম্ভ হয় সেইরূপ বেদনা ও বেলা ৪টার সময় হইতে আরম্ভ হইয়া শিবঃপীড়ার স্তায় রাত্রি ১০—১১টা পর্যন্ত খুব বেগী হইয়া অন্তে আস্তে কমিতে থাকে, ভোবেব বেলা আর যন্ত্রণা থাকে না। সিফিলিনামের বেদনা আবার পালসেটিল, ল্যাক-ক্যা ও কেলি-বাইএব স্তায় অবিরত স্থান পরিবর্তন কবে, এইরূপ স্থান পরিবর্তনে বেদনার হ্রাস হয়, কখন কখন ল্যাকেসিসের বোগীর স্তায় ঘুম ভাঙ্গিবাব পব অসম্ভব বেদনার বৃদ্ধিও দেখা যায়। বোগের বৃদ্ধি বার্ত্তে ও ঘুম ভাঙ্গিবার পর হয় দেখিয়া বোগী রাত্রিকে যমের স্তায় ভয় কবে।

চক্ষুরোগ যদি নবজাত শিশুদিগেব হয় এবং চক্ষুব তরুণ প্রদাহ জন্ত ক্ষুদ্র রোগীটির চক্ষুব পাতা ফুলিয়া উঠে, শিশু যখন ঘুমাইয়া থাকে তখন তাহাব চক্ষুদ্বয় জুড়িয়া যায়, চক্ষু হইতে প্রচুব পুঁজ বাহির হয়, ঠাণ্ডা জলে চক্ষু ধুইলেই যন্ত্রণাব উপশম, রাত্রি সর্ববিধ যন্ত্রণাব বৃদ্ধি এবং দিনেব দিকে অনেকটা হ্রাস সিফিলিনামের লক্ষণ। উপদংশজন্ত পিতামাতা হইতেই এইরূপ চক্ষুরোগ সচরাচব দেখা যায়। আর্জেন্টাম-নাইটিকামও নবজাত শিশুদিগের চক্ষুরোগে বিশেষ কার্যকরী ঔষধ। চক্ষু উঠিয়া যখন উহাতে পিঁচুটা পড়ে তখন ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। আর্জেন্টাম-নাইটিকাম সাইকোটিক দোষযুক্ত জনকজননীব সন্তানদিগেব ক্ষেত্রে ফলপ্রদ আর সিফিলিনাম উপদংশজাতদের পক্ষে প্রযোজ্য। ডাঃ ন্যাস বলেন, চক্ষু খুলিলেই যদি পুঁজ নির্গত হইতে থাকে তবে মার্ক-সল উত্তম কার্য করে। সিফিলিনাম রোগীব চক্ষুবোগেব তীব্রতা রাত্রি ২টা হইতে ভোব ৫টা পর্যন্ত বেগী থাকে। মার্ক-সলের বোগীর স্তায় চক্ষু হইতে প্রচুব পবিমাণে পুঁজ নিঃসরণ হয়, ঠাণ্ডা জলে চক্ষু ধোত করিলে উপশম। (পালসেটিল ও কেলি-সালফ রোগীর চক্ষু যদি ঠাণ্ডা জল দ্বারা ধোত করা হয় তবে উপশম)। নাইটিক-অ্যাসিডও সন্তজাত উপদংশ-বিষজন্ত জনক-জননীজাত শিশুদিগের চক্ষুবোগে বিশেষ উপযোগী। যখন কর্ণিয়া ক্ষত হইয়া আক্রান্ত স্থানে ক্ষত হয় বা চোখের ভিতব পুঁজ জন্মে, চোখের পাতা ফোলে, চক্ষুর পাড়ার অঙ্গনি হইয়া পাকিয়া ভিতরে পুঁজ হয় তখন ইহা উপযোগী। ডাঃ ডানহাম বলেন, ঠাণ্ডা উপদংশ চাপা পড়িয়া পুঁজযুক্ত চোখউঠা বা আইরাইটিস রোগে নাইটিক-অ্যাসিড বিশেষ ফলপ্রদ। যখন নাইটিক-অ্যাসিড প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যায় না তখন অ্যাসাকিটিড ও সিফিলিনাম ব্যবহার্য। অ্যাসাকিটিডও উপদংশ বা পারদঘটিত চক্ষুপ্রদাহে নাইটিক-অ্যাসিড ও সিফিলিনাম তুল্য ঔষধ। পার্থক্য এই—সিফিলিনাম রোগীর চক্ষুর যন্ত্রণা রাত্রি ২টা হইতে ৫টার ভিতর অত্যন্ত বৃদ্ধি আব ইহার রোগীর চক্ষুর ভিতর যৌবন কিছু বিধিতেছে ও ক্ষয়ক্ষয় করিতেছে বোধ। ইহা চোখের পাতার পক্ষাঘাত (ptosis), উপরের চোখের পেনীর পাতার পক্ষাঘাত জন্ত নিদ্রিত অবস্থা না হইলেও নিদ্রিতের মত দেখা যাব অর্থাৎ

যখন রোগী সজাগ থাকে তখনও তাহাকে নিম্নিতের মত দেখা যায় (কণ্ঠ, গ্রাফা), দ্বিদর্শন (diplopia) একটা ছবির মিলে আর একটা ছবি দেখে অর্থাৎ যে কোন দ্রব্য তাহার চোখের সম্মুখে নাওনা কেন তাহাই সে ডবল দেখিবে। অরাম-মেটালি উপদংশ বোগ হইয়া বা পারদেব অপব্যবহারজনিত দৃষ্টিভ্রংশ হয়, রোগী দৃষ্টবস্তুর উপরের ভাগ স্পষ্ট দেখিতে পায় না, নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায়। ক্যালকে-কার্ক রোগী কেবল দৃষ্টবস্তুর বাম অংশ দেখিতে পায়। লিথিয়াম-কার্ক ভাণ পানের অর্দ্ধেক দেখিতে পায় না। নেট্রাম-মিউর রোগীবও দ্বিদৃষ্টি আছে এমন কি বোগীর সম্মুখ হইতে কোন চিত্র বা বস্তু সবাইয়া লইলেও কিছুক্ষণ পর্যাণ বোগী তাহা দেখিতে পায়। ল্যাক-ক্যানাইনাম বোগীব দৃষ্টবস্তু সবাইয়া দিলেও তাহার পিছনের দিকটা বহুক্ষণ পর্যাণ (বোগী) দেখিতে পায়।

দন্তরোগ হইয়া দাঁতের মূলের অগ্রভাগ ক্ষয় হইতে হইতে ভাঙ্গিয়া যায়। দাঁতের ভিতর গর্ত হওয়া ও ইহাব প্রান্তভাগ কবাতের ন্যায় কাটা কাটি হওয়া; দাঁতের আকার ক্রমশঃ ছোট হওয়া সিফিলিনামে পাওয়া যায়। ট্র্যাফিম্যাগ্রিয়া শিশুর দাঁতগুলিও প্রায় ঐরূপ, বিশেষতঃ যে সকল শিশু তাহাদের পিতামাতা হইতে উপদংশবিধ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের নানাবিধ দাঁতের পীড়া, দাঁত দুই তিনবার মাজিলেও দাঁত পবিদ্ধাব না হওয়া, দাঁতগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া বিশেষ করিয়া দাঁতের অগ্রভাগ ও নীচের ভাগ বেশী নষ্ট হইলে, ক্রিয়োজোট-শিশুর দুধের দাঁতে পোকা লাগিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেলে, মেজেরিয়াম-শিশুর দাঁতের মূল ক্ষত হইয়া গেলে উপযোগী ঔষধ।

কোষ্ঠকাঠিন্য বোগে সিফিলিনাম একটা অতি উত্তম ঔষধ। যে সকল বোগীব বহুদিন পর্যাণ কোষ্ঠ পবিদ্ধাব হইতেছে না, দুর্দমনীয় কোষ্ঠবদ্ধতায যাহারা অনেক বৎসর পর্যাণ ভুগিতেছে, তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপযোগী। বোগী মলদ্বাবে আস্বল দিয়া মল টানিয়া আনে, ইহা ব্যতিবেকে তাহাব মল নিঃসৃত হয় না। কাবণ সংলাজ অববদ্ধ বোগ, প্লাসাম-মেট বোগীরও মলদ্বারে আস্বল দিয়া মল টানিয়া না আনিলে বাছে হয় না—তবে প্লাসাম রোগী মনে কবে যেন মলদ্বারের পশ্চাত্দিগে কেহ দড়ি দিয়া বাধিয়া টানিতেছে। সিফিলিনাম বোগী কোষ্ঠবদ্ধতার জন্ত যত্ন কখনও ডুস নেয় বা পিসকাবী দেয় তাহা হইলে মল নিঃসরণ কালে কলিক যন্ত্রণা বা প্রসব যন্ত্রণার ন্যায় ক্লেশনায়ক যন্ত্রণা হয়; ল্যাক-ডি ইহাও সাংঘাতিক জাতীয় কোষ্ঠকাঠিন্যের একটা উত্তম ঔষধ,—ইহাতে মলত্যাগেচ্ছা মোটেই থাকে না, ইহার মল শক্ত ও কঠিন, মলত্যাগের সময় ভয়ানক বেগ দিতে হয়, দেখিলে মনে হইবে প্রসবকালিন বেগ বুঝি উপস্থিত হইয়াছে, চোখ মুখ লাল হইয়া যায় যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। অ্যানাকার্ডি বোগীব সহসা মলেব বেগ হয় বটে কিন্তু বাছে মোটেই হয় না, রোগী মনে করে তাহার মলদ্বারে ছিপি আঁটা রহিয়াছে, সাইলিসিয়াস রোগীব সামান্য একটু বাছে হইবার পূর্ব উহা উপরের দিকে চলিয়া যায়। অ্যামন-মিউর দিন চারি দিন অন্তর মলত্যাগ করে ও মল ভাঙ্গা ভাঙ্গা—মনে হয় যেন কেহ গুঁড়া কথিয়া দিয়াছে। নেট্রাম-মিউর রোগীর ৫৭ দিন অন্তর একবার বাছে হয়; অ্যালুমিন রোগীব ২৩ দিন এমন কি কয়েক দিন পর্যাণ মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে না। সিফিলিনাম রোগীর মলদ্বারের ফিসস অর্থাৎ বিদারণ (খুজা) হেতু সরলাজ বাহির হইয়া পড়ে (পডো) এবং সরলাজের সাংঘাতিক রোগ ইহাবা আরোগ্য লাভ করে—যদি উপদংশের ইতিহাস ও বংশাশ্রুত উপদংশের ইতিহাস পাওয়া যায়।

প্রদরশ্রাব সিফিলিনামে অত্যন্ত দেখা যায় এবং উহা গড়াইয়া পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নামে, তোথালে বা তুলা অথবা তাকড়া শুজিগা মিলেও তাহা ভিজিয়া বাহিরে গড়াইয়া পড়িবে ; অ্যান্‌লুমিনায় প্রচুর পরিমাণে প্রদরের শ্রাব হয় এবং পা বাহিয়া গোড়ালি পর্যন্ত গড়াইয়া পড়ে কিন্তু ইহার স্বেদ-প্রদর অতিশয় ঝাঁঝাল ও জালযুক্ত আব সিফিলিনামের শ্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও সাধারণতঃ সিফিলিস বিষদ্রুষ্ট বোগীদের বেশী হয়—ইহাব শ্রাব বাত্রে বেশী হয় ও দিনেব বেলা কমিতে থাকে, অনেক রোগিণীর দিনে শ্রাব থাকেও না।

সাংঘাতিক কুশতা যদি সমস্ত শরীরের দেখা যায় তাহা হইলে ইহা অ্যাব্রোটেনাম ও আযোডিনাম তুলা ঔষধ। অ্যাব্রোটেনাম শিশু অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ—দেখিতে ঠিক একটা মর্কটের মত, তাহাব পা দুইটি শরীরের তুলনায় বেশী শীর্ণ, শিশুর রাকুসে ক্ষুধা, খায়-দায় বেশ তত্রাত শরীর পুষ্ট না হইয়া শুকাইতে থাকে ; আয়োডি শিশুর সিফিলিনামের ক্রায় সর্বাঙ্গীন শীর্ণতা বেশী, শীর্ণতার সহিত গ্রস্থি সকল ক্ষীত তৎসহ অত্যন্ত খাইবাব স্পৃহা, খাইতে পাবেও বেশ কিন্তু দিন দিন শরীর শুকাইয়া যাইবে। সার্সাপেরিলাও শীর্ণ বোগেব জন্য উত্তম, শিশুটিকে দেখিলে মনে হইবে যেন একটি অল্প বয়সেব অতি বৃদ্ধ।

নাসিকার নানাবিধ পীড়া ক্ষেত্রে সিফিলিনাম উপযোগী, উপদংশিক পুতিনশ্র বা ওজিনা হইয়া নাসিকা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত চাবড়া চাবড়া পায়বাব শুণ্ণেব ক্রায় স্লেয়া নিঃসৃত হয়। নাসিকার ভিতর অনববত চুলকায়, বাত্রে তাহাব সমস্ত উপসর্গেব বৃদ্ধি ; ওজিনা বোগে অরাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ কবিয়া যখন আশঙ্করূপ ফল পাওয়া যায় না তখন সিফিলিনাম দ্বারা চমৎকাবে ফল পাওয়া যায়।

চর্ম-পীড়া :—ডাঃ অ্যালেন বলেন যখন উপদংশ বিষদ্রুষ্ট ব্যক্তিব বা যে সকল বোগী উপদংশজাত ক্ষত বাহু মলমাদি প্রয়োগ কবিয়া নিরাময় কবে, ঐ সকল রোগী কিছুদিন পবে যখন সাংঘাতিক আকারের চর্মব্যাগ ও কুষ্ঠ বোগে ভুগিতে থাকে অপব কোন ঔষধ না দিয়া সেই সকল বোগীকে উচ্চশক্তির সিফিলিনাম প্রয়োগ কবিলে বোগ শীঘ্রই উপশম লাভ কবিয়া থাকে। উপদংশ রোগ যখন স্থিরীকৃতিত ঔষধ দ্বারাও আরোগ্য লাভ করে না তখন সিফিলিনাম প্রয়োগে রোগ আবেগ্য লাভ কবে বা অপব ঔষধের পূর্ণ চিত্র দেখাইয়া দেয়।

সিফিলিনামের শ্বাসযন্ত্রের পীড়া বাত্র ১টা হইতে ৪টাভ ভিতর বেশী হয় ও শ্বাসকৃচ্ছতার আধিক্য দেখা যায় ও দিনেব বেলা কম থাকে, শ্বাসবোধক ইপিংকাসি যদি রাত্রেই সাংঘাতিক হই ও কাসির সময় প্রাণাশ্রুক বমন দেখা যায় তখন ইহা ব্যবচাৰ্য্য ; হৃদযন্ত্রের বেদনা যখন রাত্রি দিকে (হৃদপিণ্ডেব উপব হইতে নীচেব দিকে পর্যন্ত কর্তনবৎ থাকে), মেকনগুেব উপরাংশের বক্রতা, নিম্নাঙ্গের সাংঘাতিক যন্ত্রণা, উরুদ্বয়েব অসহ্য বেদনা ; বাত্রে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা জল ঢালিলে উপশম, উত্তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি। উদ্বেদাদি ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে, উহাব লাল ও তাত্রার্ণের প্রদাহ কমিয়া গেলে আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়। পুনঃ পুনঃ স্ফোটক নির্গত হওয়াও ইহাতে আছে।

সম্বন্ধ :—সিফিলিনাম—উপদংশজাত ও অস্থি-পীড়ায়—অবাম, অ্যা-নাইট্রি, কেলি-আযোড, মার্ক-ন, মার্ক-প্রোটো, ল্যাক-ক্যানাই তুলা ; শীর্ণতা—আযোড, অ্যাব্রো, সার্সা, নেই-মি তুলা ; কোষ্ঠকাঠিন্বে—অ্যান্‌লুমি, প্রাখাম, ল্যাক-ডি, নেই-মিউর তুলা ; মলদ্বাণের বিদারণে—থুজা তুলা ঔষধ।

শক্তি :—২০০, ১০০০, ১০,০০০ বা তদূর্দ্ধ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

সিনিসিও-অরিয়াস (Senecio Aureus)

পুন্নিচয় :—ইহার অপর নাম গোল্ডেন ব্যাগওয়াট বা সিনিসিও গ্রাসেলিস। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। গুল্মটিতে যখন ফুল ফোটে তখন ঐ ফুল আনিয়া স্ত্রাসারের ভিতর ভিজাইয়া রাখিয়া আবক তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক জীলোকদিগের ঋতুস্বকীয় পীড়ান্তেই বেশী ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন, যে সকল স্নায়ুপ্রধান যুবতী অল্পেতেই কাতর হয় তাহাদের জরায়ুর বক্রতা, জরায়ুভ্রংশ প্রভৃতি রোগের জন্ত যখন স্নানগ্রাহ্য হয় না তখন ইহা বিশেষ উপযোগী। যে সকল জীলোকের জলে ভিজিয়া বা পায়ে কোনরূপ ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতুশ্রাব বন্ধ হইয়া যায় (ক্যালকেরিয়া, পাল্‌সেটিলা), তাহাদের পক্ষে এবং যাহাদের অতিবিক্ত ঋতুশ্রাব হয় বা ঋতুশ্রাবের সময় অসহ্য বেদনা হয়, অথবা ঋতুর পরিবর্তে নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব, ফুসফুস হইতে রক্তশ্রাব হয় তাহাদের পক্ষে সিনিসিও উত্তম ঔষধ। ঋতুশ্রাব অবরুদ্ধ হইবার ফলে যদি ক্ষয়কাসির লক্ষণও প্রকাশিত হয় তাহা হইলেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ঋতুশ্রাব অবরোধের ফলে যেমন ক্ষয়বোগ হইতে পারে সেইরূপ এই ঔষধ দুর্বল, জীর্ণাশীর্ণ জীলোকদিগেব ঋতুশ্রাব বা শ্রাব অথবা অল্প কোনও শ্রাব বন্ধ হইয়া শোথও জন্মিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সিনিসিও সেবন করিতে দিলে বোগিণী পুনরায় শ্রাব প্রকাশিত হইয়া রোগ আবোগ্য হয়।

মূর্ছাবায়ু বোগেও এই ঔষধ ক্রিয়াশীল। মূর্ছাবায়ু রোগিণী কখন কখনও মনে করে তাহার পাকায় হইতে একটা গোলাকার পদার্থ উপরে উঠিয়া গলঃবোধ করিয়া দিতেছে, সেইজন্য সে পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে থাকে। মূর্ছাবায়ুগ্রস্তা বমণীদিগের সর্দিজ-শিরঃপীড়া থাকিলে অর্থাৎ শ্রাব ও স্নেহাশ্রাব বন্ধ হইয়া অত্যধিক মাথাব্যস্ততা হইতে থাকিলে ইহা ফলপ্রদ।

সিনিসিও মানসিক নানাবিধ গুল্মগোলের জন্তও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; বোগিণী কোনও একটা বিষয় অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে পাবে না। রোগিণীর মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া ভীত হইয়া পড়ে অথচ সে বলে আব যন্ত্রণা সহ্য হয় না, মরণ হয়ত ভালই। রাত্রি, বৈকালে, নির্মল বায়ুর ভিতর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে বা শয়ন করিলে রোগেব বৃদ্ধি এবং সম্মুখদিকে দেহ বক্র করিলে, মলত্যাগের পর, ঋতু আবর্তিত হইলে এবং অন্তমনস্ক থাকিলে রোগের উপশম।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০।

সিনা (সাইনা) (Cina)

পুন্নিচয় :—ইহার অনেকগুলি নাম আছে, ওয়ার্ল-সিড, অ্যাব্‌সিহিয়াম স্পাটোনাইকা, আটমিসিরা-সিনা, আটমিসিরা কণ্ট। সাধারণতঃ ইহার শুক পুষ্প চূর্ণ করিয়া স্ত্রাসার সহযোগে শাদচূর-টিংচার তৈরী হয়। হকনেমান স্বয়ং এই ঔষধের প্রথম পরীক্ষা (প্রভি) করেন।

ব্যবহারস্থল :—কৃমি ও কৃমিজনিত নানা প্রকার উপসর্গ ; মূত্রথলীর পীড়া, দন্তোদগমনকালীন পীড়া, তড়কা, চক্ষুঃপীড়া, সবিরাম জ্বর এবং টাইফয়েড জ্বরের (অন্তর্কর্তী ঔষধ স্বরূপ) উপযোগী ঔষধ।

... **ক্রিয়াশীল :**—মন ও অস্থপ্রণালীতে ইহার ক্রিয়া অধিক ; অস্ত্রের উপরে ক্রিয়াধিক্য বশতঃ অস্থনালীর পুরাতন উপদাহ, প্রদাহ ও কৃমির লক্ষণের জ্ঞায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। অপর পক্ষে সিনা মস্তিষ্ক ও অন্ত্রান্ত্র স্বেদেও ক্রিয়া প্রকাশ কবে তবে সেই ক্রিয়া অস্ত্রের গৌণ ফলমাত্র, উহা মুখ্য নহে।

মন :—মানসিক ও শাণীরিক অসহিষ্ণুতাই সিনার প্রধান মানসিক লক্ষণ। শিশু সামান্য কারণে অত্যন্ত রাগিয়া যায়। অত্যন্ত একগুঁয়ে স্বভাবের, সে যেমন আদর পছন্দ করে না সেইরূপ কেহ সাদৃশ্য দেখে ইহাও সে চায় না, কেহ স্পর্শ করিলে রাগিয়া যায়, এমন কি তাহার প্রতি তাকাইলেও রাগিয়া উঠে (অণ্টিম-ক্রুড)। ক্যামোমিলার শিশুও ভয়ানক একগুঁয়ে স্বভাবের, স্পর্শ করা সহ্য হয় না কিন্তু সে আদর চায় এবং কোলে কোলে বেড়াইতে ভালবাসে, সিনার শিশু আদর চায় না, সামান্য স্পর্শ কবিলেই চটিয়া উঠে; শিশু অনববত নাক ধোঁটে, মিষ্টি খাটাবা দিকে ভয়ানক ঝাঁক। অ্যাণ্টিম-ক্রুড শিশুও আদর করিলে বা তাহার দিকে তাকাইলে রাগিয়া উঠে, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই—সিনার কৃমির উপদ্রব বেশী, অ্যাণ্টিমের পেটের রোগ অত্যধিক, সিনার জিহবার উপর শাদা লেপ পড়ে না, জিহবা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ পরিষ্কার, অ্যাণ্টিম-ক্রুডের জিহবার উপর দুধের সরের জায় ঘোটা লেপ পড়ে। সিনার শিশু সন্ধ্যাবেলা বা মধ্যরাত্রিতে যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপভাবে লাফাডিয়া উঠে, শিশু সর্বদাই শঙ্কিতভাবে থাকে। শিশু কাহারও স্পর্শ সহ্য কবিতে পারে না। সে অনববত এটা চায়, ওটা চায় কিন্তু যাহা দেওয়া যায়, ছুঁ ডিয়া ফেলিয়া দেয়। এই লক্ষণ ক্যামোমিলা ও ব্রাইয়োনিয়ায় আছে ; ক্যামোমিলা শিশুর গণ্ডঘষ পর্যায়ক্রমে লাল ও স্নান হয়, সিনার গাল উত্তপ্ত ও উজ্জল। অপর লক্ষণ উপরে ব্যক্ত কবা হইয়াছে। সিনা ও ক্যামোমিলা উভয় শিশুর প্রস্রাবই ঘোলাটে, তবে সিনার প্রস্রাব কোন পাত্রে ধরিলে কিছুক্ষণ পর দুধের জায় শাদাটে হইয়া যায়।

স্বভাব ও গঠন :—শিশু অত্যন্ত রুগ্ন, কৃশ, ঘন-কৃষ্ণবর্ণ-কেশগুক্ত, পীড়াব্যাক্ত মুখমণ্ডল, তাহার চোখের নীচে কাল বেখা পড়ে, শিশুর ক্ষুধা অত্যধিক, মুখমণ্ডল স্নান, সে তাহার হস্তপদাদি অনবরত নাড়ায়, ঘুমেব ভিতর দাঁত কডমড় কবে, অনববত নাক চুলকাই ও মলমূত্র ধোঁটে, খেলিতে খেলিতে অপর শিশুদিগকে কামড়াইয়া দেয়। নাসিকা অনবরত ধোঁটে, সিনা ও এরুন্নাম। সিনার শিশু নাসিকা খুঁটিতে খুঁটিতে রক্ত বাহির কবে, এরুন্নাম শিশু টাইফয়েড অব্বে নাক ও ঠোঁট খুঁটিয়া খুঁটিয়া রক্ত বাহির করে ; শিশু নাক, ঠোঁট, মুখ খুঁটিয়া খুঁটিয়া রক্ত বাহির কর্তে তবুও তাহার ঠোঁটার বিরাম নাই, যতই ধোঁটে ততই তাহার খুঁটিতে ইচ্ছা করে। সিনার শিশু ঘুমের ভিতর চম্কাইয়া কাঁদিয়া উঠে, বালিসে নাক বসে এবং অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

চক্ষুরোগ :—সিনা টেরাদৃষ্টির জন্য একটা উত্তম ঔষধ। শিশুদিগের এইরূপ টেরাদৃষ্টি যদি কৃমির জন্য হয় তবে সিনা অধিক উপযোগী। বোগী একদৃষ্টে কোন জিনিষের দিকে বেশী সময় তাকাইয়া থাকিতে পারে না, তাহার চক্ষুতারকা বড় হয় এবং দৃষ্টির সম্মুখের দ্রব্যাদি হলুদবর্ণের দেখে (ডিজি, স্ট্রাণ্টোনাইন রোগীও সমস্ত দ্রব্য হলুদবর্ণের দেখে)। সিনা যুবকদিগের ক্ষীণদৃষ্টির জন্য উপযোগী ঔষধ—যদি উহা অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়সেবার জন্য ঘটে।

কৃমি :—কৃমি রোগেব জন্য সিনা একটা উত্তম ঔষধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অল্পেকের ধারণা কৃমির জন্য সিনাই অমোঘ ঔষধ, কিন্তু তাহা নহে। কৃমির জন্য বহু ঔষধ আছে, তাহার ভিতর সিনা একটা ঔষধ। সিনার কৃমির লক্ষণে শিশুর মুখমণ্ডল মলিন হইয়া যায়, চোখের

চতুর্দিকে নীল রেখা পড়ে। শিশু অত্যন্ত শিথিলে হয়। কথায় কথায় রাগ হয়, অনবরত নাসিকা ও শুষ্কতার খোঁটে, রাগে নিমজ্জিত অবস্থায় দাঁত কড়মড় করে। বিছানাখি অসাড়ে প্রস্রাব করে এবং তান্দ্রার ক্ষুদ্র অত্যধিক লেখা যায়, এহ লক্ষণগুলি সাধারণতঃ আমরা কুমির শিশুর ভিতর পাই, তবে অত্যন্ত রোগীক্ষেত্রে যে এই লক্ষণগুলি পাইব না তাহা নহে। কুমির উপসর্গের জন্ত সিনা সেবনে বিশেষ কোন উপকর না হইলে স্ট্র্যাণ্টোনাইন বিশেষ কার্যকরী ঔষধ। ছোট ছোট কুমির জন্ত বোঁগীব মলদ্বার যখন খুব বেশী চুলকায় তখন সিনা হইতে টিউক্রিয়াম-মেরাম অধিক কার্যকরী ঔষধ। অতিরিক্ত কুমির জন্ত যখন শিশুদেব তড়কা হয় তখন ঐ সকল ঔষধ হইতে ইণ্ডিগো বোঁগী কার্য করে। ডাঃ সুল্লার নেট্রাম-ফসকে কুমির শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। চেনোপেপ্টিয়াম কেঁচোব গ্রাস বড় বড় কুমির পক্ষে উপযোগী ঔষধ। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যক্ত করেন কুপ্রাম-অক্সাইডেটাম-নায়গ্রাম ফিতা-কুমি ও সর্বজাতীয় কুমির পক্ষে উপযোগী।

কাসি :—সিনার বোঁগীব প্রতি বসন্ত ও হেমন্তকালে কাসি আরম্ভ হয়; কাসি হইয়া তাহার কণ্ঠরোধ হইবাব উপক্রম হইতে থাকে। কাসি শুষ্ক সেই সঙ্গে হাঁচিও আছে। সে ভয়ে কাহাবও সহিত কথা কহিতে চাহে না পাছে, তাহার কাসিব প্রকোপ বেশী হয়, কাসি আসিবার পূর্বে তাহাব শরীর শক্ত ও আড়ষ্ট হয়।

হুপিংকাসিরও সিনা একটা অতি উত্তম ঔষধ—হুপিংকাসির শিশুর পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয়। প্রাতে হুপিংকাসির প্রকোপ বেশী অথচ গয়ার মোটেই উঠে না, সন্ধ্যাবেলা ও রাগে কাসি বেশী হয় তখন জলপান করিবাব সময় তাহাব গলার ভিতর গড়গড় কবিয়া শব্দ হয়। হুপিংকাসির পব শিশু ইপাইতে থাকে এবং তাহাব মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হইয়া যায়। ইহার সহিত সিনার অত্যন্ত লক্ষণ প্রাকিল্পে সিনা দ্বারা চমৎকাব ফল ফলে। হুপিংকাসি বোগে ড্রোসেরা প্রয়োগ করিবার পর রোগলক্ষণ কিছু কমিলে সিনা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়।

তড়কা :—কুমির জন্ত ও দস্তোলাসম কালে তড়কা হইলে সিনা উপযোগী। সিনার তড়কায শিশুর মুখ বক্তশূন্য হইয়া যায় এবং শিশু যত চূপ করিয়া থাকে তত তাহাব তড়কা বেশী হয়, কোলে নিয়া বেড়াইলে বা শিশুকে নাড়িলে চাড়িলে তড়কার হ্রাস এই ঔষধের বিশিষ্ট লক্ষণ। শিশুর দাঁত উঠিবার সময়কার তড়কায বেলেডোনা শ্রেষ্ঠ ঔষধ সন্দেহ নাই তবে বেলেডোনায লক্ষণ বিদ্যমান থাকা চাই। তড়কার জন্ত অত্যন্ত ঔষধ দ্রষ্টব্য। সিনাব শিশু উপুড় হইয়া শুইতে ভালবাসে, ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠে, ঘুমেব ভিতর দাঁত কড়মড় করে, এমন ভাবে দাঁত কড়মড় করে যেন সে কিছু শক্ত দ্রব্য কড়মড় কবিয়া চিবাইতেছে; এই লক্ষণ সাইকিউটা, স্পাইজি, পডো, স্ট্র্যামো, স্ট্র্যাটো প্রভৃতি ঔষধেও আছে।

ধনুষ্ঠকার :—কুমিজনিত ধনুষ্ঠকার রোগে যখন শিশুর লেহ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, শিশু হঠাৎ আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে গলাব ভিতর হইতে পেট পর্যন্ত কুলকুল শব্দ হইতে থাকে অর্থাৎ যেন তাহার গলার ভিতর বোতল করিয়া ঝল ঢালিয়া দিতেছে এরূপ শব্দ হয়, তাহা হইলে সিনা উপযোগী—এই লক্ষণ কষ্টিকাম ও কুপ্রামে আছে কিন্তু ইহাধের লক্ষণ জলপানে উপশম। ধনুষ্ঠকার রোগে মূরীর ভ্রায় আক্ৰমণ হয় এবং আক্ৰমণ কালে রোগী চীৎকাব করিয়া উঠে এস রাগে ঘুমাইতে ঘুমাইতেও চীৎকাব কবিয়া উঠে—সেই সঙ্গে রোগী তাহার হাত পা সবলৈ ছুঁড়িতে থাকে, তাহার প্রত্যঙ্গাদির মধ্যে বিদ্রাব-স্পষ্টবৎ বেদনা হঠাৎ সঞ্চারিত হয়, শিশু যেন তাহার শরীরে কত

‘যথা পাইযাছে এইজন্ত লাফাইয়া উঠে ইহা ব্যতিরেকে সিনার অপর লক্ষণগুলি বেশ ভালরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া তবে প্রয়োগ করা কর্তব্য।

টাইফয়েড (জ্বর) :—শিশুদিগের টাইফয়েডে সিনা একটা মূল্যবান ঔষধ। সিনা রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী। কেহ কেহ শিশু-টাইফয়েডে সিনা সর্বপ্রথম প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন কারণ ক্রমির লক্ষণ প্রায় সকল রোগীতেই বর্তমান থাকে। সিনা প্রয়োগ করিবার পূর্বে ইহার মানসিক লক্ষণগুলি উত্তমরূপে দেখা কর্তব্য। বোগী জ্বরের ভিতর অনবরত দাঁত কড়মড় করে, নাক খোঁটে, চীৎকার করিয়া এটা চায় ওটা চায়, দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থিত দ্রব্য ছুঁড়িয়া ফেলে। হয় শিশুর উদরাময় থাকিবে নচেৎ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিবে। তাহাব চোখের কোণে কালি পড়ে, জ্বরের ভিতর শিশু অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়ে, পেটফাঁপ থাকে; জিহ্বা শুষ্ক অথচ পরিষ্কার পিপাসা খুব, অচেতন অবস্থায়ও যদি তাহার মুখেব কাছে কিছুক বা চামচে ঠেকে তবে আগ্রহ সহকাবে জলপান করিবার জন্ত হাঁ কবে। সিনাব টাইফয়েড রোগী অজ্ঞান ভাবেও থাকে আবার জ্বরের ভিতর ছটফট করে কিন্তু যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন ইহাব মানসিক প্রবৃত্তিগুলি ভালরূপ দেখা কর্তব্য।

দ্রষ্টব্য :—শিশুর জিহ্বা পরিষ্কার, সর্বদাই নাক খোঁটে, অনবরত খাই খাই কবে, প্রস্রাব খোলাটে, গা বমি ও বমন, মিষ্টি খাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ।

ম্যালেরিয়া জ্বর :—গণ্ডমালা ও ক্রিমিকৃত শিশুদিগের সবিবাম জ্ববে সিনা উপযোগী। ইহার জ্বর অপবাহ ১টার সময় বা বৈকাল বেলা আসে কিন্তু স্তম্ভপায়ী শিশুদিগের যদি সবিবাম জ্বর হয় তবে সন্ধ্যাবেলা জ্বর আসিয়া উহা সমস্ত রাত্রি ভোগ করিবে। জ্বরের পূর্বে শিশুর অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ, গা-বমি-বমি, পিত্ত-বমন, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

সিনায় বিশেষ শীত নাই কিন্তু রোগীব শরীর শীতল; রক্তহীন ও হাতেব তলা গরমসহ শীত আরম্ভ হয়, ইহার শীতভাব বেশীভাগ সন্ধ্যাবেলাই বেশী হয়, শীতের সময় বাহ্য উত্তাপ লাগাইলে বিশেষ উপশম হয় না। বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম ইয়েসিয়াতে আছে। উত্তাপস্থায় মুখমণ্ডল ও মস্তকেই অত্যন্ত উত্তাপ, অতিরিক্ত গরমের জন্ত তাহার মুখখানা দেখিতে প্রথমতঃ দেখায়, মুখ ফ্যাকাসে রক্তহীন হইয়া যায়, জ্বরের সময় অনবরত নাক চুলকায ও দাঁত কড়মড় করে, পিপাসায় জলপান করে, শিশু ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়, অনবরত খাই-খাই করে ও আঙ্গুলের মাথা খোঁটে। বর্ষাবস্থায় তাহার অত্যন্ত শীতল বর্ষ হয়, সাধারণতঃ ইহার বর্ষ কপালে, নাসিকার চতুর্দিকে এবং হাতে বেশী হয়। জ্বরের সময় বমন ও ক্ষুধাধিক্য অত্যন্ত। তবে সিনা যখন প্রয়োগ করিতে হয় তখন শুধু ইহার বর্ষ শীত ও উত্তাপ দেখিয়া ঔষধ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না; যখনই সিনা প্রয়োগ করিলে তখনই ইহার বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া এবং মানসিক লক্ষণানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সিনার জ্বরের সহিত ইপিকাকের জ্বরের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা কেননা ইপিকাকের জিহ্বা পরিষ্কার সিনার জিহ্বাও অধাংশ স্থলেই পরিষ্কার; সিনায়ও গা-বমি-বমি ও বমন আছে ইপিকাকের প্রধান লক্ষণই হইল গা-বমি-বমি; তবে ইহাদের ভিতর পার্থক্য কেবল মানসিক লক্ষণ।

জল :—সিনাব রোগীকে ক্রান্তের রঙ শাদা, ইহাতে স্নেহা মিশ্রিত থাকে, সময় সময় শিশু লালবর্ণের স্নেহাময় বাহ্যেও করিতে পারে, শিশুর মলের সহিত স্নেহ-ক্রিমি বা কেঁচো ক্রিমি নির্গত হইয়া থাকে। ক্রিমির জন্ত শিশুর মলবার অত্যন্ত সড়সড় করে। কলেরার বিকারাবস্থায় যখন সিনার মানসিক লক্ষণ পাওয়া যাইবে তখন ইহা ব্যবহার্য্য।

মোট কথা :—কুমির খাত, মেজাজটা খিটখিটে, সর্বদাই এটা দাও, ওটা দাও বলিয়া বায়নাধরে কিস্ত দিতে গেলে নেষ না ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। শিশু অনবরত কোলে চড়িতে চায়, কিস্ত কোলে চড়িবার সময় পেটটা ধাত্তীৰু কাঁধের উপর দিয়া শুইবে। শিশু অনবরত নাক খোঁটে ; নাক বসে, রাত্রে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, ঘুমের ভিতর চীৎকাব দিয়া উঠে, দাঁত কড়মড় করে। শিশুর মুখমণ্ডল মলিন ও রুগ্ন, চোখের চতুর্দিকে নীল রেখা পড়ে। রান্ধুসে ক্ষুধা, ঘন ঘন খাইবার ইচ্ছা, মিষ্টি খাইবার তীব্র লালসা। অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করে, প্রস্রাব বোলাটে দুধের স্রায়। পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ ; জ্বরে একবার গাল লাল একবার ফ্যাকাসে হওয়াই ইহার নিদ্রিষ্ট লক্ষণ।

হাস-বৃদ্ধি :—উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলে উপশম ; বাত্রে, জলপান করিলে, একদৃষ্টিতে হৃদয় কার্য করিলে, কথা বলিলে ও হাস্য করিলে যোগেব বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—হুপিং কাসিতে ড্রোসেবা প্রয়োগ করিয়া প্রকোপ কিছু কমিলে সিনা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। সিনা প্রয়োগ করিবার পর কুমির আক্রমণ উপশমিত না হইলে স্ট্রাণ্টোনাইন প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে টিউক্রিফাম, স্পাইজে, স্ট্যানাম দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ছোট ছোট কুমির জন্ত ইণ্ডিগো, কোয়াসিয়া, ফিলিক্সমাস (পেটো বা চেপ্টা-কুমি), সিনা অপেক্ষা বেশী কার্যকরী।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি বেশী ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ৬, ২০০ দ্বারা ই বেশী কার্য হয়।

সিনাপিস্-নাইগ্রা (Sinnapis Nigra) ।

পরিচয় :—ইহা সরিষা। শাদা জাতীয় সরিষা সিনাপিস-নাইগ্রা নামে পরিচিত এবং কাল সরিষা দ্বারা যে ঔষধ তৈরী হয় তাহার নাম ব্রাসিকা-নাইগ্রা। সাধারণতঃ সিনাপিস-নাইগ্রাই ঔষধরূপে বেশী ব্যবহৃত হয়। এই খেত জাতীয় সরিষা হইতে আরক তৈরী হয়, কেহ কেহ বিচূর্ণ পদ্ধতি অনুসারেও তৈরী করিয়া থাকেন।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নানা জাতীয় সন্ধি, কাসি, তালুমূল-প্রদাহ ও জ্বর প্রভৃতি বোগে বেশী ব্যবহৃত হয়। সন্ধি হইয়া যখন রোগীর জলের স্রায় পাতলা ও ক্ষতকারী স্লেয়া ও অশ্রুশ্রাব হয়, সেই সঙ্গে হাঁচি ও কাসি থাকে, তখন ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায় (ইউফ্রেসিয়া)। সন্ধির প্রাথম অবস্থায় ইহার লক্ষণগুলি বেশী ক্রিয়মান থাকে, তাহার নাসাবন্ধ মধ্যস্থিত ঝিল্লী শুষ্ক, নীরস ও উত্তাপযুক্ত। প্রথম একটি বন্ধ আক্রান্ত হইয়া পরে অপর বন্ধ আক্রান্ত হওয়া ইহার বৈশিষ্ট্য। শুষ্ক ভাব চলিয়া বাইবার পর জলের স্রায় স্লেয়া নির্গত হইতে থাকে, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয়, চক্ষু হইতে জল ঝরিতে থাকে, উল্ল্য যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়। 'রাত্রেই এই সকল লক্ষণের বৃদ্ধি। হাঁচির সংকীর্ণ শুষ্ক কাসিও হয়, সেই কাসি রাত্রে শুইবার পর কমিয়া যায়।

সিনাপিস নাইগ্রা ক্রুরিরোগে ও পাকাশয়ের নানাবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীর মুখ হইতে শৈবাজের গন্ধ বাহির হয় (অ্যাসাকিটিডা)। তাহার পাকস্থলীর মধ্যে জ্বালা

ঔরন্ত হইয়া অন্ননালী দ্বিযা কর্ত্ত ও মুখ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া মুখে ক্ষত হয়। তাহার পাকস্থলীর মধ্যে যেন একটা ভারী দ্রব্য রহিয়াছে এরূপ বোধ। ইহার রোগীর শূল বেদনাও আছে, শূল বেদনা মুইলে পর বেশী হয় এবং সোজা হইয়া বসিলে কমিয়া যায়, কেলি-কার্ক রোগীর শূলবেদনাও সোজা হইয়া বসিলে কমিয়া যায়। সিপিয়ার বেদনা সোজা হইয়া বসিলে বেশী হয় এবং কোন শক্ত দ্রব্যের উপর ঠেস দিয়া বসিলে উপশম বোধ। হাঁপানি কাসি-বোগে যখন সন্ধ্যাবেলা প্রবল কাসির উদ্রেক হয়, সেই সঙ্গে জ্বর বসিয়া যাওয়া থাকে, সেখানে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা কাসি শুষ্ক, গয়ার তাল তাল উঠে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃদ্ধি, শযন করিলে উপশম।

ফ্রাস-বৃদ্ধি :—সোজা হইয়া বসিলে, রাত্রে শযন করিলে, চক্ষু বৃদ্ধিলে, পেট ভারিয়া আহার করিলে এবং পড়াশুনা করিলে উপশম ; টিপিলে, সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে, আর্দ্র হাওয়ায়, গরম ঘরে, বৈকালে রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০ শক্তি।

সিনেরেরিয়া (Cineraria Maritima Succus)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সিনেরেরিয়া-মেরিটিমা সাকাস। তাজা গাছড়ার রসে প্রস্তুত।

ব্যবহারস্থল :—ছানিরোগে ইহা একটা উত্তম ঔষধ। বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সের ছানিরোগে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়, ইহা ব্যতিরেকে চক্ষুর খেতক্ষেত্রে কোন প্রকার আঘাতজনিত রোগে এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। ছানিরোগে এই ঔষধ দিবসে ৩৪ বার এক ফোটা করিয়া প্রয়োগ করিলে ছানি কাটিয়া যাইবার সম্ভবনা। অল্পদিন ব্যবহারে কোন ফল পাওয়া যায় না। দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে হয়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট।

সিনামোম-জিল্যানিকাম্ (Cinnamomum Zelyanicum)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সিনামন্।

ইহা আমাদের দারুচিনি বা দারুচিনি। এই দারুচিনি লঙ্কাদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দারুচিনি আমাদের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তক স্মরণাতীত কাল হইতে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার শুষ্ক ছাল সুরাসারে ভিজাইয়া অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—শরীরের যে কোন দ্বার দিয়া রক্তপাত, যক্ষ্মারোগের গুয়ের সহিত রক্তশ্রাব, আঘাতাদির ফলে রক্তশ্রাব, মূর্ছাবায়ু, খেতপ্রদর, মাথার যন্ত্রণা, অস্থিক্ষয়, অতিরিক্ত প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থল :—রক্তশ্রাবই ইহার প্রধান লক্ষণ। মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুসমূহ অভ্যন্তরীণ দ্বিযা রক্তবহা-নাড়ীমণ্ডলীয় পেশীসমূহে সিনামোম ক্রিয়া দর্শাইয়া রক্তশ্রাব উৎপন্ন করায়। ডাঃ ই. অংগ, উইলজোন্স বলেন, অতিরিক্ত দারুচিনির কাথ (সিনেম টি) পান করায় একটা বালকের অস্ত্র হইতে উজ্জল রক্তশ্রাব হইয়াছিল, সেই সঙ্গে তাহার নাসিকা দ্বিযাও রক্তপাত হইয়াছিল।

রক্তশ্রাব ইহার প্রধান লক্ষণ। রক্তশ্রাব নিবারণে ইহার অসম্ভব ক্ষমতা। ইহার রক্তশ্রাব শরীরের যে কোন দ্বার দিয়াই হইতে পারে। রক্তশ্রাব যে কোন কারণবশতঃই হউক না কেন, যদি উহা উজ্জল লালবর্ণের হয়, তবে সিনামোমাম-মস্ত্বেব মত কাজ কবে। নাসিকা, মুখ, জরায়ু, মলান্ত্র বা যক্ষ্মারোগে গর্ষারের সহিত যদি ভাজা রক্ত পড়ে অথবা অতিবিক্ত কোঁধ হওয়া, আঘাত লাগা, পিছলে পড়া প্রভৃতির জন্য রক্তশ্রাব হয় এবং রক্তের বর্ণ উজ্জল লাল হয় তবে ইহা ব্যবহারে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

প্রসবের পর পোষ্যাতীত অত্যধিক পরিমাণে রক্তশ্রাব হইতে থাকিলে অনেক স্থলে এই ঔষধ অর্গট হইতেও ফলপ্রসূ। প্রসব বেদনার সময় ইহা কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করিলে পর যেমন প্রসব বেদনার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ অধিক পরিমাণে রক্তশ্রাবপ্রবণতাও কমিয়া যায়। **বেলেডোনা** উজ্জল লালবর্ণের উত্তপ্ত রক্তশ্রাব আছে, এই রক্ত শীঘ্র জমিয়া যায়; বেলের রক্ত উত্তপ্ত, এই উত্তপ্ততা সিনামোমামে নাই; বেলের ‘আক্রমণ আকস্মিক ও অত্যন্ত প্রবল’ সিনামোমামে এই ‘আকস্মিকতা ও অত্যন্ত প্রবলতা’ নাই। **মিলিফোলিয়াম**—ইহার রক্তশ্রাবও উজ্জল লালবর্ণের, রক্তশ্রাবের সময় কোনরূপ বেদনা অনুভূত হয় না, ইহার বোগিগীবা আঘাত লাগিয়া অনর্গল রক্তশ্রাব হইতে পারে। **হ্যামামেলিস**—ইহাও রক্তশ্রাবের একটি উত্তম ঔষধ। রক্তশ্রাব একটু কাল্রে বকমের, যখন রক্তশ্রাব হয় তখন আক্রান্ত স্থান চড়চড় কবে যেন ঐ স্থানে ষা হইয়াছে এরূপ বোধ। **ইরিজেরম**—ইহার রক্তশ্রাবও উজ্জল লালবর্ণের, একটু নড়িলে চড়িলেই রক্তশ্রাবের বৃদ্ধি। রক্তশ্রাবের সহিত বাহ্যে হওয়া বা প্রশ্রাবে কোঁধ থাকা ইবিজেরনের বৈশিষ্ট্য, সিনামোমামে এরূপ কোন ভাব নাই, নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তশ্রাবে সিনামোমাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সিনামোমাম রোগিগীর মুচ্ছাবায়ুর ভাবও আছে। উহা উপকারে, বা বমন করিলে উপশম।

• **শক্তি** :—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x, ৬, ৩০ শক্তি।

সিরিয়াম অক্সালিকাম (Cerium Oxalicum)

• **পরিচয়** :—ইহার অপব নাম সিরাস অক্সালেট। ইহা মিশ্রিত খনিজ-ধাতু। রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে ইহাকে সংশোধিত করা হয়। প্রথমতঃ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে শক্তিকৃত হয়।

ক্রিয়ান্বল :—এই ঔষধ স্ত্রী জননেদ্রিয়েব উপব বেশী কার্য্যকরী। অস্ত্র রোগে ততটা উপযোগী নহে যতটা স্ত্রীরোগে ক্রিয়ান্বল।

• **ব্যবহারান্বল** :—স্ত্রীরোগেই এই ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হয়। গর্ভাবস্থায় বমন ইহার প্রধান লক্ষণ। বমনে অর্জাণ-দ্রব্যাদি তুলিয়া ফেলে। জরায়ুর ভিতর চুলকানির সহিত রোগিগীর অত্যধিক বমন হয় সেই সঙ্গে অল্পক্ষণ স্থায়ী কাসি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। **পাঁকন্বল** ভিতর উদ্ভেদ হইয়া যদি রোগিগীর তীব্র বমন হইতে থাকে সেই সকল ক্ষেত্রেও ইহা দ্বারা ফললাভ করা যায়। মোটা মোটা স্ত্রীলোকদিগের বাধক বেদনা বা রক্তক্ষততা রোগে এবং ঐ সকল স্থলকাবাদিগের বয়োঃসন্ধিকালের পীড়ার সহিত যদি হৃৎকম্পন থাকে তবে ইহা দ্বারা আশানুরূপ

কল লাভ হয়। সিবিয়াম-অম্মালিকাম বোগিণীর শ্রাব আরম্ভ হইলে যন্ত্রণার উপশম দেখা যায় (ল্যাকেসিস, স্পঞ্জিয়া)। হুপিংকাসির সহিত বমনে ইহা ড্রোসেরার তুল্য ঔষধ। কাসিতে কাসিতে অনেক সময় মুখ হইতে রক্ত নির্গত হওয়াব লক্ষণও ইহাতে থাকে।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ১২ শক্তি।

সিরিয়াস বন্প্ল্যাণ্ডাই (Cereus Bonplandii)

পরিচয় :—ক্যাকটাস জাতীয় গাছড়া, ঐ বৃক্ষের ডাঁটার রস হইতে আনক তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হৃদয়শ্লেষ পীড়ায় বা বক্ষের নানাবিধ রোগে ক্যাকটাসের স্তাব কার্যকরী। রোগী তাহাব বামাদিক হইতে হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়া বক্ষঃস্থলে বেদনা অনুভব করে; ঐ পার্শ্বের বড় বড় মাংসপেশীও ভিতর তীব্র বেদনানুভব সেই জন্য তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট বোধ। হৃৎপিণ্ডের দৃঢ়বদ্ধভাব; হৃৎপিণ্ডের দোষের সহিত তাহার মুখে অনববত লাল জমে এবং মুখেও শ্বাস বিস্তার বা শ্বাসহীন। সে যে কোন দ্রব্যই আহার করুক না কেন সকলই শ্বাসহীন মনে হয়। সিরিয়াস-বন্প্লের বোগী অনবরত কার্যে নিমুক্ত থাকিতে চায়। জগতের বাহাতে নানাবিধ উপকাব হয়, এরূপ মনঃ কার্য করিবার আকাঙ্ক্ষা। 'বোগী সর্বদা মনে কবে, 'ভগবানের কাছে' সে অমার্জ্জনীয় অন্ত্যায়কার্য করিগাছে'। রোগী বেতঃপাতের পব অণুকোষে বেদনা অনুভব কবে।

শক্তি :—৩x, ৩, ৩০ শক্তি।

সিরিয়াস-সার্পেন্টিনস (Cereus Serpentinus)

পরিচয় :—ইহাও ক্যাকটাস জাতীয় একপ্রকার গুল্মবিশেষ। ইহার ডাঁটার রস হইতে আরক তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—অত্যন্ত ক্রোধাধিত স্বভাব, বিছানায় অসাড়ে প্রস্থাব করা, নাড় দিয়া রক্তগড়া, হৃৎপিণ্ডমধ্যে বেদনা, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী। রোগী মনে করে যেন তাহাব শরীর অসাড় হইয়া যাইতেছে, রেতঃপাত হইতে হইতে তাহাব পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সেই সঙ্গে তাহার অণুকোষে অত্যধিক বেদনা।

এই ঔষধ ক্যাকটাস, কোনার্যাম, সোরিণাম, আনাকার্ডিউম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩x, ৬x ক্রম।

সিরেসাস্‌ ভার্জিনিয়ানা (*Cerasus Virginiana*)

পরিচয় :—গাছের তাজা ছাল হইতে আরক তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—যাহারা দীর্ঘকাল হৃদযন্ত্রের পীড়ায় ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহাদের দুর্বলতা নিবারণে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী। কেহ কেহ বলেন “কেবল যে হৃদপিণ্ডের পীড়ায় অত্যন্ত দুর্বলতা নিবারণ জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, অন্যান্য রোগের পরও যদি

রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে তাহাতেও ইহা প্রয়োগ করা চলে”। ইহার রোগীর হৃদযন্ত্রের গতি ক্রীণ, নাড়ী সবিরাম, ক্ষত। আরেব পর বা অন্যান্য কঠিন পীড়ার পর যখন হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হয় এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন এই ঔষধ ক্যালকেরিয়া-ফস্, অ্যাসিড-ফস্, সোরিশাম প্রভৃতি ঔষধের তুল্য ঔষধ।

অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় জনিত দুর্বলতার জন্যও এই ঔষধ উপযোগী। অল্প ও অল্প রোগে, রোগী যাহা খায় তাহা অল্পে পরিণত হয় সেই, সঙ্গে রোগীর নাড়ীর গতি সবিরাম ও রোগী ক্ষুধাশীন থাকিলে ইহা ব্যবহার্য।

শক্তি :—মূল অবিষ্ট, ১২, ২২, ৩২, ৬ শক্তি ব্যবহার্য।

সিষ্টাস্‌ কানাডেন্সিস (*Cistus Canadensis*)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম বক্‌ বোজ, হোলি বোজ, সিসটাস বা পবিত্র গোলাপ। (তাজা পুষ্প-সহ) গাছকে কুণ্ঠিত কবিয়া মাদার টিংচার তৈরী হয়। এষ্ট জাতীয় গোলাপ আমেরিকায়ই বেশী হয়।

ইহা একটি গভীর ক্রিমশীল-কছুবিষ দোষযুক্ত ঔষধ। ইহার রোগী শীতকাতরে; শরীরের নানান স্থানে শৈত্যাহুতি ইহা নির্দেশক। এই প্রকার শীতকাতরে ও শৈত্যাহুতি-সম্পন্ন ব্যক্তির গ্রীক ও গলগ্রন্থির বিবিধ রোগ, বিসর্পবৎ, নজ্জবৎ উদ্বেদ, পুরাতন ক্ষীতি, গণ্ডমালা বিষ-দুষ্ট-চক্ষুগ্রন্থি, আঘাত-জন্য-বিষাক্ত ক্ষত, কোন কিছু ছুটিয়া বা কোনও জীবজন্তু সর্পসংপাদি দংশন জন্য বিষাক্ততা এবং পচনশীল ক্ষত চিকিৎসায় ইহার কথা যেন ভুলিয়া না যাই।

ব্যবহারস্থল :—এষ্ট ঔষধ গণ্ডমালা, গলক্ষত, ক্যান্সার, পচনশীল ক্ষত, অস্থিগীড়া, আঙ্গুলহাড়া, এবং অন্যান্য ক্ষত রোগে ব্যবহৃত হয়।

মুখের ক্ষত ও ক্যান্সার রোগীর নিম্ন হস্তে ক্ষত হইয়া যদি গলার গ্রন্থিগুলি পাকে, নিম্নদিকের ওষ্ঠ হইতে রক্ত পড়ে তাহা হইলে এই ঔষধ থুত্বা ও কণ্ঠিউর্যাকো তুল্য ঔষধ। ক্যান্সার-সদৃশ-ক্ষত ওষ্ঠে আরম্ভ হইয়া উহা মুখের ভিতর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, এমন কি কোন কোন রোগীর নাসিকার কাছ পর্যন্ত ককটিয়া ক্ষত পরিচালিত হয়। রোগীর দাঁতের মাটি হইতে সহজে রক্ত পড়ে, দাঁত হইতে মাটি খসিয়া পড়ে এবং আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠে। তাহার দাঁতের গোড়া হইতে অতি সহজেই রক্ত ও পুঁজ পড়ে (মার্ক ক্র, কণ্ঠিকাম, ক্রিমো নাইলি, ট্যাফি)।

বিসর্প হইয়া মুখের হাড়ের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া জ্বালা করে এবং থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত হয়। ডাণ্ডিকের কাঁধের উপর বসর্পের ফলে খন চর্টা জন্মায় ও উহাতে

অত্যন্ত যত্না হয়, অতিরিক্ত চুলকায, জ্বালা করে। জীলোকদিগের নিম্নাঙ্গে বিসর্প হইবার ফলে বইকাল ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

গলাগর ক্ষত :—বোগীধ জিহ্বার মূলে প্রদাহ হইয়া আক্রান্ত স্থান নীরস হয়, কিন্তু রোগী শুষ্কতা অনুভব করে না। প্রায় রোজই সকালবেলা স্বাদহীন আঠা আঠা গাঢ় স্লেয়া নির্গত হয়। তাহার গলাব ভিতর নামান্ন বায়ু ঢুকিলেই গলাব ভিতর ক্ষত জন্মে। ক্ষত হইয়া বা প্রদাহ হইয়া রোগীব কর্ণমধ্য শুষ্ক হইয়া যায়, এই শুষ্কভাব দূর করিবার আশায় সে অনববত চোক গিলিতে থাকে। ঘূমের পব সে তাহার মুখের শুষ্কতা বেশী অনুভব করে। গলগণ্ড রোগের সহিত উদরাময় থাকিলে এই ঔষধ খারইডিনাম তুল্য ঔষধ।

অপন্নাপন্ন রোগ :—গণ্ডমালাদোষ হেতু পৃষ্ঠে ক্ষত জন্মিলে; শীতল বায়ু লাগিবা তাহার মণিবন্ধ ও কজিতে অত্যন্ত বেদনা হইলে এত বাধা অনুভব করে যেন মচকাইয়া গিয়াছে।

উপদংশ বিষজ্বনিত পদক্ষতে যখন পা ফুলিয়া উঠে এবং ফুলায় টোল না পড়ে তখন ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

রোগীর শরীরে কোন প্রকার উদ্বেদ বাগ্বি হয় না অথচ তাহার সর্ব্বশরীর অত্যন্ত চুলকায, ডলিকোসেসেও এই লক্ষণ আছে।

ধ্বল বোগে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। পারদ বা উপদংশ বোগেব ফলে যে সকল ক্ষত জন্মে এবং ক্ষত জন্মিবার ফলে আক্রান্ত অংশ শোথের ন্যায় ফুলিয়া উঠে কিন্তু টোল পড়ে না, তথায় ইহা ব্যবহার্য্য। সর্দি ও কফেব পীড়ায় ইহার কার্য্যকাবিতা অত্যধিক, তবে ইহার সহিত ধোগীর অতিশয় শীতকাতরতা থাকা চাই।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০, ১০০ শক্তি।

সিয়ানোথাস-অ্যামেরিকেনাস্ (Ceanothus Americanus)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম রেড্ ক্রট বা বক্তমূল। আমেরিকায় নিউজার্সি দেশীয় চা হইতে ইহার উদ্ভব। এই জাতীয় গাছের সরস পত্রের রস হইতে মাদার-টিংচাব বা মূল অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—কেহ কেহ এই ঔষধকে প্লীহার একমাত্র ঔষধ বলিয়া ব্যক্ত করেন। এই ঔষধ প্লীহার একটা উত্তম ঔষধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু একমাত্র ঔষধ আশ্রয় দেওয়া চলে না, কেননা লক্ষণানুসারে প্লীহার জন্ত আরও অনেক ঔষধ আছে। সিয়ানোথাস ম্যালেরিয়া জ্বর ও কুইনাইনের অপব্যবহারের ফলে যাহারদের প্লীহা বদ্ধিত হয় তাহাদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ। প্লীহা যত বড় হউক না কেন, যদি প্লীহার মধ্যে বেদনা থাকে, সেই বেদনার ফলে সমস্ত বাম দিকটা বেদনাক্রান্ত হয়, প্রবল বমন, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, কাসিতে স্লেয়া নির্গত হয়, ঘর্শ্বও অত্যধিক; সমস্ত সময় যত্নতপ্রদেবে বেদনা থাকে। রোগী বাম পাশ চাপিয়া শুইতে না পারে তবে সিয়ানোথাসই একমাত্র ঔষধ। মনে থাকে যেন সিয়ানোথাস বাম পাশের রোগেই বেশী উপযোগী। প্লীহা যত বড় ও তত, শক্ত, প্লীহার ভিতর বেদনা ও কামড়ানি তদনুপাতে বেশী থাকিলে ইহার বাহ ও আত্যন্তরিক প্রয়োগ বিধিসম্মত।

অনেক চিকিৎসক মনে করেন প্রীহার জন্ত সিয়ানোথাস ব্যতিরেকে আর কোন ঔষধ নাই। তাহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন—বাংলা দেশেব প্রতি পল্লী, প্রতি সহর বন্দর আজ ম্যালেরিয়ার বিধ্বস্ত। শতকরা ৪০।৪৫ জন পল্লীবাসীও আজ পেট-জোড়া প্রীহা; যদি সত্যসত্যই সিয়ানোথাস অমোঘ ঔষধ হইত তবে পল্লীবাসী বাবানী আজ এক্রপ যন্ত্রের সহিত প্রীহা পুথিত না। জগতে “অমোঘ ঔষধ” কিছুই নাই।

ইউক্যালিপটাসও প্রীহার একটা উত্তম ঔষধ। ইহাব প্রীহা প্রথমে বড় হয় তারপর বেদনা দেখা যায়। বেদনা এত বেশি যে রোগী তাহার প্রীহার স্থানে হাত পর্যন্ত ছোঁরাইতে দেখা না। আস্তে আস্তে প্রীহা অত্যন্ত শক্ত হয় ও ইহার উপরের নিকটা খোবার স্থায় হয় সেই সঙ্গে রোগীর সদাসর্বদা মাথা ঘুরনি আছে—ক্রান্তিভাব অত্যধিক। প্রীহাব ভিতর যেন কেহ হুঁচ কোটাইয়া দিতেছে। প্রীহার সহিত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় অথবা দুর্গন্ধযুক্ত পুঞ্জ নিঃসরণের সহিত—কোনরূপ ক্ষত থাকে তবে ইহাই ঔষধ। ইউক্যালিপটাসে প্রীহা রোগেব সহিত উদরাময়ই সাধারণতঃ দেখা যায় এবং সিয়ানোথাসে প্রীহার সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য বিद्यমান থাকে। ইউক্যালিপটাসে জ্বর, মাথা ঘোরা, মাথাব যন্ত্রণা বিद्यমান থাকে কিন্তু সিয়ানোথাসে ঐ সকল লক্ষণ থাকে না। এই ঔষধ সাধারণতঃ যখন অপর ঔষধ দ্বারা জ্বর বা অপরূপ উপসর্গ কমিয়া যায় তখন ব্যবহার্য্য। প্রীহা যত শক্ত হইবে ও বড় হইবে সিয়ানোথাস তত ফলপ্রদ হইবে। চেলিডোনিয়াম ও লাইকো যেমন ডাণ্ডিকের পীড়ায় উত্তম ঔষধ সেইরূপ সিয়ানোথাস বামদিকের পীড়ার কার্য্যকরী ঔষধ। প্রীহাব বেদনাব জন্ত বাগী বাম দিকে শুইতে পারে না।

সিয়ানোথাস যেমন প্রীহার উত্তম ঔষধ সেইরূপ ইহা জ্বরোদগেও কার্য্যকরী ঔষধ। জ্বরোদগেও নির্দিষ্ট সময়েব দশ দিন পূর্বে ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় এবং ঐ স্রাব প্রচুর পরিমাণেই হইয়া থাকে। ইহাব প্রদর স্রাব হৃদয়বর্ণের; প্রদর স্রাবেব সহিত বামদিকেব কুক্ষিদেহে অত্যন্ত বেদনা, ঐ বেদনা এত অধিক যে সে বামদিক ফিরিয়া শুইতে পারে না। বোগিণীব শীত অত্যন্ত সে শীতে অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে।

*সিড্রন, অ্যাগারি, চাযনা, নেট্রাম-মিউব প্রভৃতি ঔষধ ইহাব সমতুল্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১২, ৩৫, ৬২।

বাহ্য প্রয়োগেও ইহার মূল অরিষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

*দ্রষ্টব্য :—প্রীহা খুব বড় হইলে লাল করমচা পাতা কয়েকটা ও কয়েকটা গোল মরিচ একত্রে বাটিয়া প্রীহা স্থানে প্রলেপ দিলে উন্নকার দর্শে।

সিম্ফোরিকার্পাস (Symphoricarpus Racemosa) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সিম্ফোরিকার্পাস রেসিমোসা। ইহা একজাতীয় গাছ। এই গাছের সুগন্ধ ছোট ছোট ফল হইতে মূল অরিষ্ট তৈরী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—গর্ভবতী রমণীদিগের গর্ভাবস্থায় গা-বমি-বমি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। সময় সময় এত সাংঘাতিক রকমের বমি ও গা-বমি-বমি আরম্ভ হয় যে রোগিণী রক্ত বমন করিতে থাকে। খাণ্ডব্রব্যের নামে অথবা খাণ্ডো চিন্তায় তাহার অত্যধিক গা-বমি-বমির আবির্ভাব হয়।

শক্তি :—২x, ৩, ৬ শক্তি।

সিম্ফাইটাম্ (Symphytum) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সিম্ফাইটাম্ অফিসিনেলি, তিলঃ চারু প্রভৃতি। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ-বিশেষ, ইহাকে বাৎসরিক উদ্ভিদ আখ্যা দেওয়া হয়। ইহার পুষ্পোৎপাদন হইবার পূর্বে ইহার তাজা মূল কুটিত করিয়া সুরাসার সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—কোন আঘাত লাগিয়া, অস্থিবেষ্টে বিদ্ধ হইয়া বা অস্থি ভেদ করিয়া তথায় ক্ষত ও হল ফোটানবৎ ব্যথা হইলে, অস্থি শীঘ্র যেখানে জুড়িয়া যাব না বা জুড়িতে বিলম্ব লাগে তথায় (ক্যালকেরিয়া-ফস), ভগ্ন অস্থি অস্ত্র কবিতা ফেলিয়া দিলে এবং অস্ত্র করার ক্ষত পুনঃ পুনঃ ক্ষত ও ব্যথা হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

চক্ষুতরকার আঘাত লাগিয়া অর্থাৎ ঘুসি বা অস্ত্র কোন শক্ত দ্রব্যের দ্বা লাগিলে সিম্ফাইটাম্ অস্ত্রাস্ত্র ঔষধ হইতে ফলপ্রসূ। আঘাত লাগিবার পর যদি আণিকা সেবনেও আক্রান্ত স্থানে পিনবিদ্ধবৎ বেদনা এবং অস্থিবেষ্টের ক্ষতাদিত ভাব থাকে তাহা হইলে এই ঔষধ দ্বারা অতি সহজেই আরোগ্য লাভ হয়।

নিম্নে আঘাতাদির জন্য কয়েকটি ঔষধ দেওয়া গেল। থ্যাংলান আঘাত লাগিবার জন্য আণিকা, আঘাতের ফলে কোন অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলে ক্যালেক্সুলা; মচকান আঘাতে রাস-টক্স, নায়ুর আঘাতে হাইপারিকাম্; তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে, যথা—সুর, ধারাল ছুরি, ব্রেড ইত্যাদিতে কাটিয়া গেলে ষ্ট্র্যাকিসে, হাত ও পায়ের তলায় কাটা, শেরেক ফুটিলে বা ইছুর বিড়ালে কামড়াইয়া দিলে লেডাম্ কার্যকরী, কোনরূপ আঘাত লাগা বা ছড়ে বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি আক্রান্ত স্থানে কালশিরা পড়ে তাহাতে লেডাম্ একমাত্র ঔষধ; অস্থিবেষ্ট বা অস্থি-আবরণে আঘাত লাগিলে ক্লটা, জননাঙ্গ ও মলবার মধ্যবর্তী স্থানে, অস্থিতে আঘাত লাগিয়া যদি অস্থি ভগ্ন হইয়া যায়, সেই ভগ্ন অস্থিকে জুড়িতে সিম্ফাইটাম্ অস্থিতীয় ঔষধ। যেমন সিম্ফাইটাম্ উপযোগী, সেইরূপ ক্যালেক্স-কলও বিশেষ উপযোগী। চক্ষুতে ঘুসি বা আঘাত লাগিয়া চোখে কালশিরা পড়িলে লেডাম্ সর্বোচ্চ ঔষধ, কিন্তু যদি ঐ সঙ্গে চোখের তারায় অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে তবে সিম্ফাইটাম্ ব্যবহার্য।

যে কোন প্রকার ক্ষতের উপর বিশেষতঃ আঘাতাদিবে ফলে যদি বিল্লীনাশ সংঘটিত হয় তাহা হইলে ক্ষতের উপর আবরক বিল্লী তৈরী করিতে ইহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, সেইজন্য পাকায়ন ও অল্পের ক্ষতে সিম্ফাইটাম্ প্রযোগে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

সম্বন্ধ :—সিম্ফাইটাম্ , অস্থিতত্ত্ব—ক্যালকেরিয়া-ফস্ তুল্য ; আঘাতে—আর্দিকা, ক্যালেকুলা, লেডাম তুল্য।

শক্তি :—ইহার মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ১২, ৩০ শক্তি। বাহ্য প্রযোগের জন্য ইহার মূল অরিষ্ট বা সিম্ফাইটাম্ লিনিমেন্ট ব্যবহার্য।

সিড্রন (Cedron)।

পরিচয় :—ইহা এক জাতীয় তৃণ্ডে বৃক্ষ। এই বৃক্ষের শুষ্ক বীজ চটতে অর্থাৎ ইহাৰ শুষ্ক বীজচূর্ণ সুরাসারে মিশাইয়া মূল অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—সবিরাম জ্বর, স্নায়ুশূল, মুচ্ছাবায়ু, শিবঃশীড়া, মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা আবরণের প্রদাহ, তাণ্ডব, সন্ধ্যমেষ পর্ববর্তী উপসর্গ, মৃগী, সর্প বংশন, দন্তশূল প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহার্য।

ক্রিয়াস্থল :—সবিরাম জ্বর ও স্নায়ুশূল যদি একই নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়িধরাভাবে উপস্থিত হয় তবে ইহা দ্বারা কার্য পাওয়া যায়।

এই ঔষধের পরীক্ষা প্রথমতঃ ক্যাসানোভা করেন, তারপর প্যারিসের শিশু-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ডাঃ টেষ্টি ইহাৰ পবীক্ষা করেন। ডাঃ ক্যাসানোভা এই ঔষধ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী করিতে ও ইহার ৩ঃ চূর্ণ প্রযোগ করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ায় সুরাসারে ভিজাইল মূল অরিষ্ট প্রস্তুত কবিরূপ প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সিড্রন সর্প দংশনের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমেরিকা অঞ্চলে সর্প দংশনের উত্তম ঔষধরূপে সিড্রন বহু বৃগ যুগান্তব হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

অ্যালেরিয়া বা সবিরাম জ্বর :—জ্বর যেখানে ঘড়িধরাভাবে উপস্থিত হয় সেখানে সিড্রন ও অ্যালেরিয়া-ডায়োডেমা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেবল জ্বরের বেলাই এইরূপ ঘড়িধরাভাব থাকে না, অন্যান্য পীড়ার বেলায়ও যখন ঘড়িধরাভাব থাকে তখন এই ঔষধ ফলপ্রসূ। এই দুই জাতীয় ঔষধে তরুণ ও পুরাতন উভয় জাতীয় জ্বরই আছে, দুই ঔষধই গ্রীষ্মপ্রধান জলা ও শ্রীংসেতে নিম্নভূমিজ জ্বরের জন্য উপযোগী। ইহাদের পার্থক্য এই,—অ্যালেরিয়া রোগী গ্রীষ্মকালে বেশ ভালই থাকে, তবে যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় বা শীত দেখা দেয় রোগীর অমনি জ্বর হইবে। আমাদের এই বাংলাদেশের পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে যদি জ্বর ঘড়িধরাভাবে ঠিক একই সময় উপস্থিত হয় তবে সিড্রন উপযোগী। অ্যালেরিয়া রোগীর সদা সর্বদা শীতভাব অত্যধিক, সিড্রনে বিশেষ শীত থাকে না। অ্যালেরিয়ায় উত্তাপভাব বিশেষ থাকে না, অনবরত শীত-শীতভাবই দেখা যায়, সেইজন্য রোগী গাত্রবস্ত্র খুলিতে চায় না, সিড্রন রোগী নড়াচড়া করিলে তাহার শীত বাড়ে, সে গরম ঘরে বা গরম জল পান করিলে আরাম বোধ করে।

সিড্রনের জ্বর প্রত্যহ ঠিক রাতি তিনটায় বা বেলা ৩টায় আসিবে, জ্বরের পূর্বে তাহার মানসিক অবসাদ বা উত্তেজনা প্রকাশ পায়। শীতাবস্থায় তাহার নাকের ডগাটা বড়ই ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

উত্তাপাবহায গরম জলপান কবিবার আকাজ্ঞা। গরম জল বা পানীয় ব্যতিরেকে অন্য কিছু পছন্দ করে না। রোগী এই সময় তাহার পা দুইখানি অসাড় নিষ্ক্রিয় এবং দীর্ঘতবৎ বোধ করে। ঋতু ইহার প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয়—ঋতুাবহায তাহার পিপাসাও বেশী থাকে। অত্যন্ত জরের পর প্রচুর ঋতু হওয়া ইহার বিশিষ্টতা, ঋতু ইহবার সময় তাহার বুক ধড়ফড় কয়ে, জোবে জোবে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ কবে প্রস্রাব অত্যন্ত কম হয় এবং প্রস্রাবের বর্ণ লাল হইয়া থাকে।

স্নায়ুশূল :—সিড্রণ নানাজাতীয় স্নায়ুশূলের উত্তম ঔষধ; ইহার শূলবেদনা ঠিক বড়িধরাভাবে একই সময় উপস্থিত হয়। চক্ষুর স্নায়ুশূলে এই ঔষধ স্পাইজিলিয়ার তুল্য। স্পাইজিলিয়ার শূলবেদনা বায়মদিক হইতে আবিস্ত হইতে পারে; তাহাই তবে ইহা শূলবেদনা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয় এবং সাধারণতঃ ইহা স্নায়ুশূল ম্যালেরিয়া জ্বরের পবই বেশী দেখা যায়। চক্ষুর স্নায়ুশূল প্রত্যহ বেলা ৯টার সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অক্ষি গোলকেব মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা—এমন কি ঐ যন্ত্রণা নাসিকা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে, বোগী সকল বস্তুই অন্ধকাবাচ্ছন্ন দেখে অথবা সকল বস্তুই লালবর্ণের মনে করে।

সিড্রণ মুখের পুৰাতন স্নায়ুশূলের পীডায়ও কার্যকরী ঔষধ। এই জাতীয় শূলের বেদনা প্রত্যহ ঠিক ৭টা হইতে ৮টার ভিতর উপস্থিত হইবে এবং বেদনা প্রায় ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিবে। স্নায়ুশূলের জন্ম ম্যাগ-ফসও উত্তম ঔষধ; ইহা স্নায়ুশূলের বেদনা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায় (বেল); বেদনার সময় গরম সেক লাগাইলে এই আক্রান্ত স্থান চাপিয়া থাকিলে উপশম বোধ।

সিড্রণ বোগীর জিহবার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত হলুদবর্ণের লেপাবৃত। সকাল বেলা জিহ্বার কুটকুট করে ঐ কুটকুটানি কিছু খাইবার পব কমিয়া যায়। হেলিবোরাস রোগীর জিহ্বাও কুটকুট করে জলের কুলি করিলে কমিয়া যায়। স্যাজিউনেরিয়া - জিহ্বা ও তালুশূলে কুটকুট করে এবং টিলিয়া বোগীর সমস্ত জিহ্বার উপরের দিকটায় কুটকুট কবে। সিড্রণ বোগীর জিহ্বা ও মুখ মধ্য অত্যন্ত শুকাইয়া যায় সেইজন্য কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ; শুষ্কতা বোধের জন্য সে অনবরত জলপান করে।

বাতের বেদনা প্রত্যহ বাড়ি ১০টার সময় উপস্থিত হয়; প্রত্যেক সন্ধিতে তীব্র বাতের বেদনা এবং হাতে কষ্টই ও ডাণদিকেব বাহুব নিম্নার্দ্ধে আঘাতবৎ বেদনা অনুভব, তাহার সমস্ত ডাণদিকের হাতখানা অসাড় ও নিষ্ক্রিয় হইবার জন্য রোগী কোন কলম ধরিতে পারে না।

জীরোগ :—ঋতুর সময় রোগিণীৰ মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক বোধ, অত্যধিক পিপাসা, পিপাসায় প্রচুর পরিমাণে জলপান কবে। ঋতুপ্রস্রাবের সময় বা তাহার পূর্বে রোগিণীর মূত্রীয় স্রাব ফিট হয় এমন কি ধনুষ্ঠকাবেব স্রাব আক্ষেপ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং প্রতি মাসে ঋতুর পাঁচ বা ছয় দিবস পূর্বে নিয়মিতভাবে প্রস্রাব উপস্থিত হয়, ঋতুর পরে মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল জমা ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ।

সিড্রণ যে সকল রমণীর প্রায় প্রতিবারেই গর্ভপাত হয় তাহাদের গর্ভপাত নিবারণের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার বোগিণীর প্রত্যেক বারই ঠিক একই মাসে গর্ভপাত হয়—বিশেষতঃ যে সকল রমণী ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন করে তাহাদের গর্ভপাতে ইহা উত্তম কার্য করে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩৫, ৩, ৬, ৩০ এবং ২০০ শক্তিও ব্যবহৃত হয় পুরাতন রোগে ইহার উচ্চ শক্তিই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

• সেন্ট্রিস-কণ্টরট্রিক্স (Cenchrus Contortrix.)

পরিচয় :—এই ঔষধ আমেরিকার এক জাতীয় সর্পের বিষ হইতে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি বা প্রণালী অনুসারে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ অক্ষত, চক্ষু ক্ষতি, হৃদযন্ত্রের পীড়া, প্রদর, রক্তাধিক্য, ডিম্বকোষের বেদনা, যোনিদ্বারে উত্তেজ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল পীড়ায় নিম্নলিখিত লক্ষণাবলী থাকিলে ইহা উপযোগী।

ডাঃ ক্লার্ক বলেন স্ত্রীলোক সর্প-বিষে যে সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ইহাতেও সেই লক্ষণ প্রায়শঃ ঘায়। সেন্ট্রিস স্ত্রীলোকদিগের জননেদ্রিগের নানাপ্রকার রোগে, শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহাদিতে এবং উদরাময়ে লেব্য। বক্ষঃস্থলের ডাণ্ডিক, জননেদ্রিগের বাম পার্শ্ব, বেশী আক্রান্ত হয়। বোগী কাসিতে কাসিতে প্রস্রাব করিয়া ফেলে; নিদ্রা আসিলে তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয় হুতরাং ল্যাকেসিস রোগীরা যখন ঘুমের নামে ভীত হইয়া পড়ে। কাসি শুষ্ক, বেলা এটার সময় তাহার কাসি আবদ্ধ হইয়া উঠা সক্ষম পর্য্যন্ত থাকে। কাসির সময় তাহার অত্যন্ত অস্থিরতা ও শ্বাসবন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু নিকটবর্তী কারণ শ্বাসকষ্টের সহিত খুব ক্রম হৃদস্পন্দন হইতে থাকে। প্রদর শ্বাস পীতবর্ণের হয়, তাহার ডাণ্ডিকের ডিম্বাধার মধ্যে প্রবল ব্যাধি, ক্ষত সমস্ত যদি বোগীগী বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার কোমরে অত্যন্ত ব্যাধি অনুভব করে, সেইজন্য সে বসিয়া থাকিতে পাবে না, শয়ন কবিত্তে বাধ্য হয়। তাহার যোনিব বহির্দেশে ও মলদ্বারে এত দুঃস্থানি ব্যাধি যে রোগীগী ঘুমাতে পাবে না।

ইহা হৃদযন্ত্রের নানাবিধ বিকৃতির জন্যও উত্তম কাথ্যকরী ঔষধ। পীড়িত ব্যক্তির এত জ্বরে জ্বরে বুক-খড়কড় করিতে থাকে যে বকের ভিতর হুহু করিতে থাকে, বোগী মনে করে তাহার সমস্ত বক্ষঃস্থল ঐসাবিত হইতেছে, তাই পেরায়ও এইরূপ লক্ষণ আছে। সেই সঙ্গে হৃদপিণ্ডে অত্যন্ত বেদনা যেন তাহার হৃদপিণ্ডের শিথবে কেহ হুঁচ ফোঁটাইয়া দিতেছে।

ইহার রোগী আচ্ছন্ন-ভাবে অন্ধ-চেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। তাহার মানসিক উদ্বেগ অত্যন্ত, রোগীগী সর্বদা মনে করে যেন তাহার হঠাৎ মৃত্যু হইবে। তাহার হর্ষ ও বিবাদ পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, জ্ঞানতত্ত্ব অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে একরূপ ভাব। বাত্রে ঘুমের ভিতর কামোত্তেজক স্বপ্ন বেশী দেখে। বোগীগীর ক্র ও চক্ষুর মধ্যস্থল ফুলিয়া উঠে যেন চক্ষের উপর একটি জলের থলী ঝুলিতেছে। কেলি-কার্ক রোগীর চক্ষের উপর পাতা ফুলিয়া একটি জলপূর্ণ থলির আকার ধারণ করে, এপিসের হয় নোচের পাতা। ইহা প্রাতঃকালীন উদরাময় জলবৎ ও কাল। সকাল-বেলা এত জ্বরে বাহ্যের বেগ হয় যে পায়খানায় ছুটিয়া যাইতে হয়। রাত্রে বিছানায় শুইবামাত্র প্রস্রাবের বেগ আসে, বেগের জন্য তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রস্রাব কবিত্তে যায় কিন্তু প্রস্রাব হয় ফোঁটা ফোঁটা। দিনের বেলা তাহার গলার বেদনা, মনে হয় যেন কেহ তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে, সে যদি গলায় কাপড় দিয়া রাখে তবে শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, ল্যাকেসিস রোগী, গলা সর্বদাই খোলা রাখে।

ইহার লক্ষণাবলী বহু ক্ষেত্রেই ল্যাকেসিসের তুল্য, তবে ইহার ডাণ্ডিকের ডিম্বাধার আক্রান্ত হয়, ল্যাকেসিসের হয় বামদিকের।

শক্তি :—৬x, ১২x, ৩০, ২০০ শক্তি।

সেন্টেরিয়া-টাগানা (Centaurea Tagana)

ব্যবহারস্থল :—ডাঃ ক্লার্ক বলেন, সর্দি, কলেরা, চক্ষু প্রদাহ, জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সবিরাম জ্বর প্রভৃতি রোগে ইহা ফলপ্রদ।

শক্তি :—নিয়ন্ত্রক।

সেনা (Senna)

পরিচয় :—ইহা অপব নাম কাসিয়া-ল্যান্সিওলেটা। ইহা আমাদের দেশীয় সোনাখীর শুষ্ক পাতা, সাধারণ ভাবে কুটিত কবিয়া সূরাসার যোগে বা বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়। সোনাখীর পাতা আমাদের আয়ুর্বেদীয় মতে ও বহুদেশ গার্ভস্ত্য চিকিৎসায় জ্বালাপ হিসাবে ব্যবহৃত হইবার প্রচলন আছে, তবে আমবা হের্মিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে এই ঔষধ অতিবিক্ত শারীরিক দুর্বলতায় ব্যবহৃত কবিয়া থাকি। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ এই ঔষধ কষায়, তিক্ত বস, উষ্ণ বীর্ণা, বিরোচক, শুক্রবদ্ধক হিসাবে এবং বায়ুবোগ, বাত-বক্ত, শোথ ও প্রমেহ রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করেন।

ব্যবহারস্থল :—দুর্বলতা, শীর্ণতা, অনিদ্রা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন, কোন কঠিন বোগের পর রোগী যখন অত্যন্ত দুর্বল, অবসন্ন ও জ্বাজীর্ণ হইয়া পড়ে, প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে রেণুবৎ (urates) পদার্থ নির্গত হয় তখন ইহা কষ্টিকাম, কেলি-কার্কি, কদলগবার্ড সমতুল্য ঔষধ। ভয়ানক দুর্বলতা, অবসাদ ও ক্লান্ত সেনার প্রধান লক্ষণ।

যে সকল যুবক যুবতী এককালে বেশ স্বাস্থ্যবান ও মোটাসোটা ছিল তাহারা যদি ক্রমাশয় শুকাইতে থাকে এবং শুকাইতে শুকাইতে অস্থিচর্মসার হইয়া পড়ে তখন সেনা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। সেনা বলিলে কেহ সিনা মনে না করেন, সেনা ও সিনার ভিতর আকাশ পাতাল পার্থক্য।

বহুমাত্র বোগে যদি বোগী অত্যন্ত শুকাইয়া যায় তাহা হইলেও ইহা ব্যবহার্য। উদরাময়ে ভুগিয়া ভুগিয়া যদি পূর্ণবয়স্ক যুবকগণ বা শিশু অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়ে, সেই ক্ষেত্রেও সেনা ব্যবহার্য। উদরাময়ে পেটে বায়ু জমে, পেট ব্যথা করিয়া পাতলা ও হলুদবর্ণের বাহ্যে করে। ডাঃ ক্লার্ক বলেন, খাইবার পরেই পাকাশয়ে “শূন্যবোধ” দ্রুত জীর্ণ-শীর্ণ, মল কঠিন ও কালচে, এই অবস্থায় সেনা বলকারক টনিকের কার্য করে।

সেনা বোগীর বারংবার অপরিসীম হাঁচি হয়। অতিরিক্ত হাঁচি হইবার ফলে তাহার হাত দুইখানি উত্তপ্ত হয় এবং বোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ও হাঁপাইতে থাকে। সেনার বোগী মনে করে তাহার ‘বাহ্যে কখনও পরিষ্কার বা খোলসা হইল না’।

শক্তি :—এই ঔষধের সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রকিই বেশী কার্যকরী।

সেনেগা (Senega)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্নেল কট বা সেনেকা। এই জাতীয় গাছের শুক মূল কাটিয়া স্বরাসারোভিজাইয়া মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—হাঁপানি, ফুসফুস প্রদাহ, বায়ুনলী প্রদাহ, যক্ষ্মা, হৃপিং কাসি, হাঁচি, অজ্ঞানী, কীপদৃষ্টি, চক্ষুর শ্বেতকেন্দ্রের অস্বচ্ছতা, চক্ষুতে জল সঞ্চয়, চোখের তারা-প্রদাহ, উদবী প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ।

ক্রিয়ামূল :—বৃক্ষ:গহবর, চক্ষু ও মূত্রাশয়ের পীড়াতেই বেশী ব্যবহৃত হয়। বায়ু ও শ্বাসনলীর সন্ধিরোগে ইহার উপকাৰিতা প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ যবনলী ও বায়ুনলীর ভিতর স্লেয়া জমা উপযোগী।

চক্ষুরোগের ইহা একটী উত্তম ঔষধ। রোগী তাহার চক্ষুগোলকের উপরে অনবরত ব্যাথা অনুভব করে। কোন দ্রব্যের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে চক্ষু নাচিতে থাকে এবং চোখে জল আসে, কিছু পড়িবার সময়ও চক্ষুতে জল আসে, কেবলই চোখ মুছিতে হয়। বৈকাল বেলা যখন সূর্যাস্ত হইতে থাকে তখন সেই অন্তর্গামী সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে মনে হয় যেন আর “একটা সূর্য” সূর্যের নীচে উদয় হইয়াছে। তুর্থাৎ রোগী একটা জিনিসকে দুইটী দেখে। ছানি তুলিবার পর যে সকল অক্ষিমুকুর-অংশ (Fragment of lens) চক্ষু মধ্যে থাকিয়া যায়, সেই সকল পদার্থ শৌষণ করিতে সেনেগাব প্রয়োজন হয়। গওর্মীলা-দোষযুক্ত বা স্লেয়াপ্রধান ব্যক্তিদ্বিগের চক্ষুর সম্মুখাগাবের ভিতর পূজ জন্মিয়া স্লেয়াগুলি ঝুলিতে থাকিলে, সময় সময় চক্ষুব পাতা এমন ভাবে জুড়িয়া যায় যে জলে না ভিজাইলে উহা খুলা যায় না; এই অবস্থায় সেনেগা উপযোগী।

শ্বাস যন্ত্রের পীড়া :—শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার ক্রিয়া সমধিক। শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় এই ঔষধ রাস্-টক্স ও ব্রাইমোনিয়ার মধ্যবস্তী ঔষধ। সেনেগাব কাসি প্রায় অনেক স্থলেই ব্রাইমোনিয়ার স্থায় দেখা যায়, কিন্তু ইহার উপশম বিশ্রামে হয় না, উপশম হয় রাস্-টক্সের স্থায় সঞ্চালনে। ডাঃ স্পারেলি বলেন,—বৃক্ষদ্বিগের নিউমোনিয়া ও প্লুরিসি রোগেই সেনেগা অধিক ব্যবহৃত হয়। রোগীর বৃকে প্রচুর স্লেয়া জমে, শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় ও কাসিবার সময় বৃকের ভিতর অ্যান্টিম-টার্টের রোগীর স্থায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়, গলার ভিতর সাঁই সাঁই ববে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদনায় অত্যন্ত কষ্ট হয়, আলা করে। বোগীর শ্বাসনলীতে প্রচুর স্লেয়া জমিয়া থাকা সত্বেও গযার সহজে উঠে না, অনেকক্ষণ কাসিবার পর তবে কিছু কিছু গযার উঠে। রোগীর যেমন শ্বাসকষ্ট সেইরূপ বৃকে বেদনা। সেনেগা বোগীর বৃকের বেদনা এত বেশী যে হাঁচিলে, কাসিলে এমন কি হাত দিয়া সামান্য একটু স্পর্শ করিলেই ভীষণ কষ্ট হয়।

প্লুরিসি :—ফুসফুস আধরগীর বা ফুসফুসের প্রদাহ হইয়া যদি বৃকে জল জমে, বৃকে চাপ বোধ ও বেদনা বোধ হয় তবে ইহা ফলপ্রদ।

হৃপিং কাসি :—যদি মোটা-সোটা শিশু মাংসযুক্ত শিশুদিগের হৃপিং-কাসি হয়, কাসির বৃদ্ধি যদি সন্ধ্যাবেলা দেখা যায়, বৃকের দুই পাশে খুব ব্যথা থাকে তবে ইহাই উপযোগী ঔষধ।

মূত্রথলীর প্রদাহ :—রোগীর প্রশ্রাবে পরিমাণ ক্রমাগত কমিতে থাকে। ইহার প্রশ্রাব ঘোর ও কেনা-কেনা। রোগীর অনবরত প্রশ্রাব করিবার তীব্র বেগ, কিন্তু প্রশ্রাব করিবার পূর্বে ও পরে মূত্রনলীর ভিতর পুড়িয়া যাইবার স্থায় অসহ্য দাহন ও জ্বলন।

সেনেগা রোগী সন্ধ্যাব পর শুইয়া পড়িবামাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে, অনবরত স্বপ্ন দেখে। অতিরিক্ত বৃকের খড়ফড়ানি বস্তু এবং বৃকের ভিতর স্ফটিকটানবৎ ব্যথার জন্য তাহার পুনঃ পুনঃ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি। ইহার নিয়ন্ত্রণই সাধারণতঃ বেগী ব্যর্থত হইবে, কিন্তু ডাঃ গ্র্যাশ, উচ্চশাস্ত্র ব্যবহাব করিতে বলেন। ডাঃ ক্লার্ক দক্ষদ, ৩০ শক্তি ব্যবহার করিতেন।

শ্রাবল-সেরুলেটা (Sabal Serrulata)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সপালমেটা। ইহা একপ্রকার গাছের ফল। ইহার পাকা ফল এবং বীজ হইতে মূল অবিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—সাধারণ দুর্বলতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা, শীর্ণতা, স্তনের শীর্ণতা ও প্রদাহ, অস্ত্রের প্রদাহ, মূত্রাধাবের প্রদাহ, অসাড়ে মূত্রতাগ, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও প্রদাহ এবং মূত্রাশয়ের অত্যন্ত পীড়া, বিগলযেব শিক্ষার্থীদের শিবঃপীড়া, জবায়ুব অর্কুদ, জরায়ু-চ্যুতি হপিং-কাসি প্রভৃতি।

ক্রিয়াস্থল :—স্ত্রীলোকদিগেব জরায়ু ও ডিম্বকোষ এবং স্তন; পুরুষদিগের মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থি ইহার ক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্র, বোগীব মস্তক, বক্ষঃস্থল, পাকস্থলী, ফোমব ইত্যাদির উপরও ইহার ক্রিয়া আছে।

শিবঃপীড়া :—ইহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাশায়ক শিবঃপীড়া দেখা যায়। অত্যন্ত মাথাব যন্ত্রণাব সময় রোগীব মাথা ঘুরায় ও চোখেব দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়। বোগীব মাথার ব্রহ্মতালুতে এবং মাথাব ডাণদিকের রগের ভিতব ভয়ানক বেদনা হইতে থাকে, ঐ বেদনা ক্রমে অনবরত বেগী হইয়া বেলা ওটার সময় সাংঘাতিক আকাব ধাবণ কবে এবং তাহাব মস্তিষ্ক মধ্যে যেন একটা বন্ধনী ক্রমে ক্রমে আঁটিয়া যাইতেছে এরূপ বোধ হয়।

মূত্রাশয় ও মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি :—রোগী মনে করে তাহার মূত্রাধার সর্বদা পরিপূর্ণ আছে অথচ প্রস্রাব আবস্ত করিতে অত্যন্ত কষ্ট, যেন তাহাব প্রস্রাবেব দ্বার অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে (স্ট্রানম); ডিজিটেলিস—প্রস্রাব হইবার সামান্য পরেই আবার মূত্রাধার পরিপূর্ণ বোধ। শ্রাবল-সেরুলেটা-রোগী মনে ভাবে তাহার শিশ্নমূল হইতে দুই ইঞ্চি নীচে মূত্রনালীর সঙ্কোচন জন্য মূত্র নির্গমন বন্ধ হইয়া যাইতেছে সেইজন্য তাহার প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, প্রস্রাব করিবার সময় প্রস্রাবধাব পুড়িয়া গেলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা বোধ। প্রস্রাবধারের 'ছিদ্র' সামান্য জুড়িয়া থাকে, সুতরাং প্রস্রাব করিবার সময় প্রস্রাব যেন পাক দিয়া নির্গত হয় (কোকা)। রোগীকে রাত্রিকালে যদি কয়েকবার প্রস্রাব করিতে উঠান হয় তবে যন্ত্রণাব জন্ত কখন কখন সে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে।

মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি জন্ত প্রস্রাব করিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া বাওয়া, সবল ধাবে প্রস্রাব না হইয়া পাক দিয়া প্রস্রাব নির্গত হওয়া, প্রস্রাবধারে ও নলীতে কিছু আটকাইয়া আছে এরূপ অস্বভূতি প্রভৃতির জন্য শ্রাবল-সেরুলেটা একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অনেক চিকিৎসক এইরূপ রোগীতে মূত্রযন্ত্রের বলবর্ধক ঔষধ হিসাবে এই ঔষধ ব্যবহার করেন।

পুংজননেস্ত্রিয়ের পীড়া :—সর্বাঙ্গীন ও স্নায়বিক অবসাদে ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাহার কামেচ্ছা বা স্ত্রী-সঙ্গমেব ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। বোগীৰ সঙ্গমলিপ্সা খুব প্রবল এবং সে বর্ণনাক্রমণ অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করে, ইহার শুক্র বা বেতঃ অত্যন্ত ঘন, উহা অতি দীর্ঘে দীর্ঘে বাহির হয় ও রেতোবজ্জু মধ্যে উত্তাপ অল্প হয় করে। বোগীৰ প্রবল লিঙ্গাচ্ছাস, সে মনে করে যে শিশু যেন মূল হইতে বিদ্যুত রহিয়াছে এবং ঈষৎ বক্র হইয়া গিয়াছে, বোগীৰ অণ্ডকোষ শুকাইয়া যায়। বোগী জগ্গাব বহির্জননেস্ত্রিয়েন ভিতর ঠাণ্ডা অনুভব করে এবং ঐ স্থান হইতে তীব্র বেদনা উপরের দিকে চালিত হয়। বোগী অত্যন্ত বিমর্ষ ও উত্তেজনাপ্রবণ, কেহ তাহারক সাধনা দিলে বোগ-লক্ষণ যেমন বেশী হয়, তেমনই সে অত্যন্ত বাগিয়া যায় (নেটাম-মিউব), কোষ্ঠকাঠিন্য ও কোমরের তীব্র বেদনা মূত্রাশয়-মুখশায়িকা-গ্রন্থির শিরুদ্ধিবশতঃ হইয়া থাকে।

স্ত্রীরোগ :—শ্রাবল-সেকলেটা বোগীৰ দুইদিকের ডিম্বকোষের ভিতরহ অত্যন্ত বেদনা, তাহার বামদিকের ডিম্বাধার মধ্যে হল-ফোঁটান লম্বা আবস্ত হইয়া পেটের ভিতর পর্য্যন্ত ব্যাধাশিত হয়, যাহার ফলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার ডানদিকের ডিম্বাধারের ভিতর তীব্র যন্ত্রণা ও বেদনা; উহা উরু বাহিয়া নীচেব দিকে চলিয়া যায়। জবায়ুর ভিতর ও ডানদিকের ডিম্বাধার মধ্যে হলফোঁটানবৎ যন্ত্রণা। সকাল ৫টায় সময় ডানদিকের ডিম্বাধার মধ্যে অত্যন্ত হলফোঁটান বেদনা হইবাব ফলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং বেলা এটা হইতে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বামদিকের ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা হইতে থাকে। ইহাতে পর্য্যায়ক্রমে বামদিকের ডিম্বকোষ ও জবায়ুর মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বেদনা আসিতে থাকে ও চলিয়া যাইতে থাকে। ইহাব ঋতুশ্রাব প্রায়ই ৪ দিন দেবী করিয়া প্রকাশিত হয়। সিপিয়া বোগীৰ ৫ দিন পরে হয়। আবার কখন কখনও শ্রাবল-সেক্স ঋতুশ্রাব ৯ দিন দেবী করিয়া প্রকাশিত হয়। ১০ দিন দেবী করিয়া ঋতু প্রকাশিত হয় ভাইবার্ণাম।

• বোগীৰ শুক্র গ্রন্থির নানাবিধ পীড়ায় ইহা উপযোগী। স্তন টিপিলে ব্যথা অনুভব করে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে উহাব ভিতর হলফোঁটান ব্যথা বোধ করে। স্তন-গ্রন্থিসকল ফুলিয়া উঠে, তাহার বামদিকের বক্ষে অত্যন্ত বেদনা, ঐ বেদনা বামদিকের মধ্যে পবিচালিত হয়। শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব ৪ মাসকাল ডানদিকের স্তনে হলফোঁটানবৎ বেদনা বোধ কবিত্তে থাকে। কোন কোন বোগীৰ দুইটা স্তনই শুকাইয়া যায়।

শ্রাবল-সেকলেটা উপরোক্ত পীড়া ব্যতিরেকে চক্ষুর উপত্যাবকা প্রদাহ, স্ত্রাবাবরগী প্রদাহ, হৃদিকাঙ্গর, জবায়ু প্রদাহ, মলাস্ত্র প্রদাহ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ শেষের দুইটা প্রদাহের সহিত মূত্রাশয়-মুখশায়িকার প্রদাহ বা কোনরূপ বিকৃতি থাকে।

ইহা ব্যতিরেকে শ্রাবল-সেকলেটা পুরাতন ব্রুকাইটিস রোগেব উত্তম ঔষধ, যদি প্রবল কাসির সহিত সাঁই সাঁই শব্দ থাকে, কাসি রাত্রে শুইবার পব হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত থাকে এবং জলীয় হাওয়ায় ও মেঘমুক্ত দিবসে যদি কাসির বৃদ্ধি হয় তবে ইহাই ঔষধ।

• **সম্বন্ধ :**—শ্রাবল-সেক—ডিম্বাধারে হলক বেদনায়—এপিস ভূল্য; স্তনে বেদনায়—কোনাবাম, ক্যালকেরিয়া ভূল্য; মুখশায়িকা গ্রন্থির পীড়ায়—ফেরাম, পিক, ক্যামো, আর্জেন্ট-নাই, চিমাফিল ভূল্য ঔষধ।

• **শক্তি :**—মূল আরক ও ২x ক্রম।

সিপিয়া (Sepia)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম কটল-ফিস, সিপিয়া-সাকাস, সিপিয়া-অকটোপাস্। যদিও ইহা ফিস বা মাছ কিন্তু মাছের ন্যায় ইহার শরীরে মাংস নাই, ইহার শরীর নরম, জিলেটিনের ন্যায় পদার্থে তৈরী। এই মাছের দুই দিকে দুইখানি পাখা আছে এবং ইহার লম্বায় ৪৫ ইঞ্চি হইতে ২ ফিট পর্য্যন্ত। সিপিয়া ফিসের পেটের ভিতর আঙ্গুল প্রমাণ একটা থলিয়া থাকে, ঐ থলির ভিতর কাল কাল পদার্থ পাওয়া যায়, ঐ কাল দ্রব্যটিই হোমিও জগতেব অন্ততম জীৱোণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ সিপিয়া। কটল-ফিস সমুদ্রজাত মাছ। এই মাছকে কোন প্রবল শত্রু তাড়া করিলে সে তাহার থলির কাল পদার্থ জলে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপ নিঃসরণেব ফলে জখ কাল হইয়া যায় এবং মাছ শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পায়। এই ঔষধ হানোমান নিজে পবীক্সা কবিয়া গিয়াছেন। এই ঔষধ বিচূর্ন পদ্ধতি বা অরিষ্ট দুই প্রণায়ই তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মন, জরায়ুর নানাবিধ পীড়া, জ্বায়ু হইতে রক্তশ্রাব, জরায়ু-বিচ্যুতি বা নাভীদোলা, জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব, সন্তানবতীদিগেব স্থূল উদ্বারতা, গর্তপাতপ্রবণতা, মূচ্ছাবায়ু, অর্ধশিরঃশূল, একজিমা, বহুতের পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, পক্ষাবাত, সন্ধিবাত, নানা জাতীয় চর্মপীড়া, মুখে হলুদবর্ণের দাগ পড়া, বিবিধ প্রকারের ঋতুর পীড়া, ষেতপ্রদর, প্রমেহ প্রভৃতি ক্ষেপে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—জীজননেস্ত্রিযের উপর ইহার শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া; যকৃৎধারের শিরা, পুংজননেস্ত্রিয, মূত্রযন্ত্রের বিল্লী এবং চর্মের উপরও ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

মন :—সিপিয়ার রোগিণী অত্যন্ত বিমর্ষ ও রোদনপরায়ণা, সামান্য কারণে কাঁদিয়া ফেলে, **পালসেটিলা** রোগিণী একটুতেই কাঁদে, তবে ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই সিপিয়ার জরায়ুর নানাবিধ রোগ থাকে এবং তাহার জ্বায়ু নীচের দিকে আসিয়া পড়িতেছে এক্রপ বোধ, পালসের সেইরূপ থাকে না। সিপিয়া রোগিণীর একাকী থাকিতে ভয়, পুরুষের সঙ্গ খুব পছন্দ করে কিন্তু বেশী পুরুষের সম্মুখে আসিতে ভয় পায়। পালসে, প্র্যাটি রোগিণীও পুরুষের সম্মুখে বাইতে ভয় পায় কিন্তু **র্যাফেনাস** রোগিণী রমণীব নিকট বাইতে এবং পুরুষ রোগী পুরুষেব নিকট বাইতে ভয় পায়।

সিপিয়া রোগিণী সামান্য কারণে রাগিয়া যায়, তাহার রোগ লক্ষণ বা মানসিক লক্ষণ গোলমলে, উত্তেজনায় এবং বেশী লোকের ভিতর বৃদ্ধি হয়। তাহার ক্ষুধার অভাব, কোন কার্যে মন লাগাইতে পারে না, জ্বানক উদাসভাব, স্মৃতিশক্তির অভাব, কোন জিনিষটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা বিচার করিতে পারে না। নিজের বিষয়-কার্যের উপর ঔদাস্ত। রোগিণী নিজের স্বামী পুত্রের প্রতিও তচ্ছল্য প্রকাশ করে, এমন কি বাহাদিগকে পূর্বে প্রাণের সহিত ভালবাসিত তাহাদের প্রতিও তচ্ছল্যের ভাব দেখায়। রোগী ও রোগিণী অত্যন্ত রূপণ (ক্যালেক্স, লাইকো, পালসে)। রোগিণী অত্যন্ত অলস, কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রমের কার্যই করিতে চায় না (অ্যানাকা, নাস্ত, ফস্, চায়না), কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য করিতে হইবে এক্রপ চিন্তা করিলেও তাহার ভয়ের সঞ্চার হয়। রোগিণী বিনা কারণে উচ্ছ্বাস করে অথবা চীৎকার করিয়া কান্নাকাটি করে; ইয়েসিয়া রোগিণীও কখন হাসে, কখনও কাঁদে, আবার কখনও ভীষণ ভাবে রাগিয়া যায়, ইয়েসিয়ার রোগিণীর মূচ্ছাবাট্টা বেশী আর সিপিয়ার জরায়ুর পীড়াই প্রধান। ইহা ব্যতিরেকে সিপিয়া রোগিণীর মুখের উপর বা শরীরের স্থানে স্থানে হলুদবর্ণের দাগ

পড়ে এবং তাহার নাকের উপর একটি সব হলুদবর্ণের রেখা পড়ে। রোগিণী নিজের স্বাস্থ্যের চিন্তায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়ে, যখন শরীর অতিরিক্ত ঋরাপ হয়, তখন আত্মহত্যার ইচ্ছাও মনে জাগে। অরামের রোগিণী আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, কোনরূপ বাধা না পাইলে আত্মহত্যা করিয়া বসে, সিপিয়া রোগিণীর আত্মহত্যার প্রবৃত্তি তৎ দূর হয় না, বরং তাহা অরামের আছে। অরাম প্রয়োগ করিবার পূর্বে পারদেব অপব্যবহার এবং উপদংশের ইতিহাস আছে কিনা দেখিবে, আর সিপিয়া প্রয়োগের পূর্বে জরায়ুর নানাবিধ বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিবে। আসেনিকেও আত্মহত্যার ইচ্ছা আছে, ইহার আত্মহত্যা ইচ্ছা, অতিরিক্ত রোগভোগের পর বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি হয় মাত্র।

গঠন ও স্বভাব :—দৃঢ় তন্তু ও কোমল স্বভাবের ক্রীলোকদিগেব পীড়ায় উপযোগী। মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে এবং ওষ্ঠদ্বয়েব চতুর্দিকে হলুদবর্ণের দাগ পড়ে। রোগী ও বোগিণীর নাকে ও মুখমণ্ডলে হলুদবর্ণের রেখা পড়ে, অনেক সময় এট বেখা দেখিয়াই সিপিয়ার রোগিণীকে চেনা যায়, ডাঃ অ্যালেন বলেন, রোগিণী যে জবায়ুর রোগ আছে তাহা ঐরূপ হলুদবর্ণের দাগ দেখিলেই বুঝা যায়।

সিপিয়া রোগিণীর সংসারের উপর একটা বিতৃষ্ণা ভাব উদ্ভিত হয়, স্বামীপুত্র ও নিজের সংসারের প্রতি ক্রোধ করে ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

ক্রীয়েগ :—সিপিয়া পশুক্রিয়া দেখা গিয়াছে, ইহার বিবর্তিতার ফলে জবায়ুতে রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ জন্মিয়া জরায়ুক স্থানচ্যুতি ও জরায়ু নানাবিধ বোগেব সৃষ্টি করে। রোগিণী যোনিমধ্যে অত্যন্ত স্ফটিকোতানব্যাধা হইয়া উহা উপবের দিকে চলিয়া যায়। জরায়ু পীড়ায় জরায়ু স্থানচ্যুত ও যোনিভ্রংশ হয়। জরায়ু উপর প্রবল চাপ বোধ করে, এমন কি রোগিণী যদি মনে করে যেন তাহার সমস্ত নাদীভূতি যোনিপথে বাহির হইয়া পড়িতেছে। আমবা লিলিয়াম-ট্রিগ্রি, মিউরেস ও প্র্যাটিনামে এইরূপ জরায়ু-চ্যুতির সহিত পেটের সমস্ত দ্রব্যের বহিঃনিঃসরণ ভাব দেখিতে পাই। সিপিয়ায় জরায়ু-চ্যুতি যেমন আছে সেইরূপ জরায়ু ঘুরিয়া বাকিয়া যাওয়াও আছে। জরায়ুভ্রংশে যখন জরায়ুর নিম্নগামী ভাব দেখা যায় এবং সিপিয়ার পূর্ববর্ণিতরূপ মুখে ও নাকে হলুদবর্ণের দাগ থাকে তখন ইহা বিশেষ উপযোগী। লিলিয়ামেও এইরূপ বহিঃনিঃসরণ ভাব আছে তবে লিলিয়াম তরুণ অবস্থায় অর্থাৎ প্রসবেব পর জরায়ুর যথারীতি সঙ্কোচন না হইবার ফলে যদি ঐরূপ ভাব হয় এবং রোগিণী যদি ঐরূপ নিম্নগামী ভাবেব সময় হস্ত দ্বারা যোনিমুখ চাপিয়া ধরে তবে ইহা ব্যবহার্য। সিপিয়া বোগিণী তাহার উরুর উপর উরু রাখিয়া ঐ নিম্নগামী ভাবটাকে রোধ করে। মিউরেস রোগিণীও পাণের চাপ দিয়া বোধ করিতে চেষ্টা করে। অপরাপর বক্তব্য, লিলিয়াম ও মিউরেস অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সিপিয়ার এইরূপ জরায়ু-চ্যুতির সহিত প্রায়ই ষ্ঠেতপ্রদর থাকে; ইহার শাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং হলুদবর্ণের বা সবুজবর্ণের সেই সঙ্গে যোনিমুখে জ্বালাও আছে; জরায়ু-চ্যুতির সহিত তাহার পেটের ভিতর এসব-বেদনার স্থায় হয়, রোগিণী দাঁড়াইলে বা চলিয়া বেড়াইলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি তখন সে মনে করে যেন পেটের ভিতরের সমস্ত পদার্থ যোনিপথে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে এই সময় রোগিণী যদি শুইয়া পড়ে বিশেষতঃ ডাণ্ডিক ফিরিয়া শয়ন করে তবে যন্ত্রণার উপশম।

জ্বায়ুর শোথরোগেও সিপিযা উপযোগী ঔষধ (হেলি, ডিজি, লাইকো), জ্বায়ুর শোথ, উচ্চ এত ফুলিয়া যায় যে দেখিলে মনে হইবে **আট মাসের পোয়াতি** ।

প্রদর:—ইহার প্রদরের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার প্রদরশ্রাব হলুদবর্ণের বা ক্রান্ত জায় শাদ, কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সবুজবর্ণেরও হইয়া থাকে । প্রদরের শ্রাব যেখানে লাগে সেইস্থান ঞ্জিয়া যায়, যোনিদ্বার ভয়ানক চুলকাণ এবং যোনির বাহিরে ক্ষত জন্মে । প্রদর ঞ্জুর পূর্বে আবস্ত হয় ।

গর্ভপাত:—গর্ভবতীর প্রথম বা সপ্তম মাসে জ্বায়ু হইতে বক্তশ্রাব হইয়া যদি গর্ভপাতে উপক্রম হয় তবে ইহা ব্যবহার্য্য । এই বিন্দিল্প কালে গর্ভশ্রাব বা গর্ভপাত অনেকের অভ্যাসগত হইয়া পড়ে, এইরূপ অবস্থায় পূর্বে হইতে এই ঔষধ সেবন আবশ্যক । ঐ সঙ্গে রোগিণীর দুর্বলতা অত্যন্ত থাকে । বেদনা কোমরের দিক হইতে তলপেটের দিকে আসে, এই সময় গভীর মনে হয় যেন পেটের ভিতরের সমস্ত দ্রব্য জ্বায়ুপথে শোষিত হইয়া পড়িতেছে । এই বহিঃনিঃসরণ ভাব বক্ত কবিরাব জন্ত সে তাহার একখানা পা আঁব একখানা পায়েব উপর দিয়া চাপিয়াবসিতে বাধ্য হয় । তৃতীয়-মাসে গর্ভপাতের উপক্রমেব জন্ত সন্মোহনা ও সিকেলি উপযুক্ত ঔষধ ।

সিপিযা বোগিণীর স্তনবৃদ্ধি অত্যন্ত চুলকাণ, চুলকাইবার পর বক্ত পড়ে এবং বেদনা বোধ হয়, স্তনের রোঁটা ফাটিয়া যায় ।

রক্তহীনতা বোগে সিপিযা উপযোগী ঔষধ । রক্তহীনতার জন্ত তাহার মুখমণ্ডল হলুদবর্ণের হয় অথবা মুখে ও নাকের উপর হলুদবর্ণের একটি বেখাব জায় পড়ে । রক্তহীনতার সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য, কোমরে ব্যথা প্রভৃতি থাকে । সাধাবণতঃ ইহার রক্তহীনতা জ্বায়ুর নানাবিধ পীড়া হেতু জন্মিয়া থাকে । রক্তহীনতায় সিপিযা অনেকটা পালসেটিলা তুল্য ঔষধ । উভয় ঔষধই পেটেব ও জ্বায়ুর উপর ক্রিয়াশীল । যে সকল স্ত্রীলোক বক্তক্ষণ পর্য্যন্ত জলের ভিতর থাকিয়া কাপড় কাচে বা অন্যান্য কার্য্যাদি করে তাহাদেব রোগেব বৃদ্ধির জন্ত সিপিযা উৎকৃষ্ট ঔষধ । এইজন্ত সিপিযাকে “রক্তকিনীর ঔষধ” বলিয়া অনেকে ব্যক্ত করেন । সিপিযা রোগিণী অত্যন্ত কোমল স্বভাবের, বিষাদ মগ্ন ও সামান্যতেই ক্রন্দন করে, পালসেও এইরূপ মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাই ; ইহাদেব পার্থক্য এই, পালসেব রোগিণী পর্য্যায়ক্রমে বিব্রণ ও উৎফুল্ল হয়, সে না কাঁদিয়া কোন কথা বলিতে পাবে না । সিপিযার রোগিণীর সাংসারিক কার্য্যে ব্রিত্তি এমন কি নিজের স্বামীপুত্রকেও সমাদর করে না ; সেই সঙ্গে তাহার জ্বায়ুর বিচ্যুতি বা জ্বায়ুর অন্ত্যাত্ত রোগ থাকিলে ও জ্বায়ু যেন নীচের দিকে নামিয়া পড়িতেছে এরূপ লক্ষণে সিপিযা কাঁথাকরী ঔষধ ।

চর্মরোগ:—সিপিযা নানাবিধ চর্মরোগে উপযোগী যথা—দক্ষ, একজিয়া, পুঁজয়ুক্ত ছোট ছোট ফোড়া, স্ত্রীজননেত্রিয়ের উপর ছোট ছোট ফোড়া বা উদ্ভেদ নির্গত হইয়া তথায় চুলকানি, গায়েব চামড়াব স্থানে স্তানে দীর্ঘ ও গভীর ফাটা, জলের ভিতর কার্য্যাদি করিলে উচ্চ আরও বেশী হয় । রোগিণীর মুখ, হাত, পৃষ্ঠদেশ, উরু, পা, এবং জননেত্রিয় প্রদেশে অত্যন্ত চুলকাণ, চুলকাইবার পর ঐ স্থানে ভোষণ জালা করে, সালফারেও এইরূপ চুলকানি আছে এবং চুলকাইতে চুলকাইতে আক্রান্ত স্থান ছড়িয়া গিয়া জালা করা আছে, সিপিযার পূর্বে ও পরে সালফার উত্তম কার্য্য করে । সিপিযা মস্তকের দক্ষ রোগের একটি উত্তম ঔষধ, প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ

ব্যবহৃত হইলে রোগ শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে। সিপিয়া চক্র দ্বন্দ্বরোগেও উপযোগী। ঐ চক্রগুলি যদি ক্ষেহের এক এক স্থানে একটা একটা থাকে তবে সিপিয়া, আব যদি চক্রগুলি মিলিত ভাবে থাকে তবে টেলিউরিয়াম উপযোগী। সন্ধিস্থানেব ভাঁজেব ভিত্তর হাজিয়া গিয়া যদি জ্বালা করে, টাটায় বা হলকোটান ব্যথা থাকে তবে সিপিয়াই ঔষধ। বড় বড় ফোড়াব স্নান উদ্বেদ যদি একটীর পৰ একটা হইতে থাকে অর্থাৎ একটা ভাল হয়, পুনরায় আক একটা বাহিব হয় সেই ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহার্য। যাহারা জলের ভিত্তর বহু সময় কাঁচ্য করে বেশী জল বাঁটে তাহাদের চর্মবোগে বা অন্ত্রান্ত বোগে সিপিয়া উত্তম ঔষধ, ক্যালকেরিয়াও এইরূপ ‘জল বাঁটা’ জন্ত রোগে অনেক স্থলেই ফলপ্রসূ। •

চক্ষুরোগ :—সিপিয়া নানাবিধ চক্ষুরোগে ব্যবহার্য ঔষধ—জরায়ুব পীড়াব সঞ্চিত যদি দৃষ্টিশক্তিৰ অভাব থাকে তবে সিপিয়া উত্তম ঔষধ। চক্ষুবোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নর্টন বলেন—“যদি রোগিণীব জরায়ুর পীড়ার সহিত কীপসা দৃষ্টি থাকে তাহা সিপিয়া দ্বারা আরোগ্য লাভ করিবেই।” শারীরিক দুর্বলতা, অবসাদ এবং অন্ত্রান্ত কারণে যদি দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয় তবে সিপিয়া, নেট্রাম-মিউব, লিলিয়াম ও কেলি-কার্ক উপযোগী।

চক্ষু-প্রদাহ রোগেও ইহা উত্তম ঔষধ। চক্ষু-প্রদাহ যদি গণ্ডমালা-ধাতুব শিশুদিগের হয় এবং সেই সঙ্গে সংযোজিকা কুলিয়া লাল হয়, আঁনা ক্ষবে চক্ষুব ভিত্তর নিষ্পেষণবৎ বেদনা অনুভব করে, চক্ষু হইতে জল পড়ে, জল পড়িলে আরাম বোধ করে, প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় জল পড়া বেশী থাকে, চক্ষু দুইটা ভাবী বোধ করে, চোখেব পাতা আপনা হইতে বুজিয়া আসে যেন চোখেব স্পাতার পক্ষাঘাত হইয়াছে। গ্যাসের আলোকে বা অন্ধ কোন উজ্জল আলোকে পড়াশুনা কবিবার সময় অতিরিক্ত ব্যথা। পড়াশুনা করিতে গেলে চক্ষু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে (মাইবিকা, ফস, কটা) রোগী সকল বস্তুই অন্ধক দেখে অবশিষ্ট অংশ অন্ধকাবাচ্ছন্ন মনে হয়, ক্যালকেরিয়া—দ্রব্যেব বামদিকেব অন্ধক দেখিতে পায়, লাইকো, লিথিয়া ও ককিউলাস—কেবল উপরার্দ্ধ দেখিতে পায়, আস, অরাম, নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায়। বমণীদিগের ঋতুব সময় দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গেলে এই ঔষধ গ্র্যাকাইটিসের স্নায় উপযোগী। রোগিণী কোন প্রকার উজ্জল জিনিষেব উপর প্রতিফলিত আলোক সম্বন্ধিতে পাবে না, তাহাব চক্ষু-সম্মুখে ফুদী সকল উড়িতে থাকে। ঋতুশ্রাবের সময় হঠাৎ দৃষ্টিশক্তির লোপ পালসেটিলা ও সাইক্রেমেনেও আছে ইহাদেব পার্থক্য এই সাইক্রেমের ঋতুশ্রাব প্রচুর কালবর্ণের হয় আর পালসেটিলায় স্বল্প পরিমাণ কালচে ঋতুশ্রাব হয়।

• **পুংজননেস্ত্রিয়ের রোগ :**—রোগিব জননেস্ত্রিয় অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায় অথচ রিপু চরিতার্থের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। রোগীর লিঙ্গের চতুর্দিকে অনবরত চুলকণ, অস্বাভাবিক উপায়ে বিপু চরিতার্থ কবিবার ফলে যদি রোগীব মূত্রনালীর সম্মুখাংশে জ্বালা কবে, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া ঘুম-ঘুম ভাবাপন্ন হয়। স্ত্রী-সংসর্গের পৰ রোগীব জাহ্নব অত্যন্ত ক্ষীণ হয় এবং রমণকালে লিঙ্গোদগম পূর্ণ না হইলে প্রস্রাব করিবার পর বা কঠিন মলত্যাগেব পর মূত্রোদার মুখশায়ী-গ্রাহি হইতে রস নিগত হয়। যদি পুরুষ জননেস্ত্রিয়ের দুর্বলতার জন্ত লিঙ্গ ক্রমে নবম ও শিথিল হইয়া আসে এবং ঋতুশ্রাবের সহিত পাতলা জলেব স্নায় বেতঃপাত হয় তবে ইহা কায়কবী ঔষধ।

• **প্রমেহ** রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধের বিশেষ কোন প্রয়োগ নাই; বোগেব শেষাবস্থায় যখন ইহা স্নিগ্ধে পরিণত হয়, শ্রাব—প্রাতে ও অস্ত্র সময়ে দুই এক ফোটা নিগত হয় এবং ঐ শ্রাব ছিন্ন মুখে লাগিয়া থাকে, শ্রাব এত চট্‌চটে ও ঘন যে প্রস্রাব দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। যদিও এইরূপ শ্রাব

পরিমাণে সামান্য কিন্তু ইহা কিছুতেই আরোগ্য হইতে চায় না। সিপিয়ার প্রমেহ ৯ মিট-রোগে কোনরূপ জ্বালা থাকে না, শ্রাব সামান্য হলুদবর্ণের, কাপড়ে দাগ পড়ে। অতিরিক্ত শ্বশ্নদোষ ও রক্তপাত জনিত ইন্দ্রিয় শিথিল হওয়ারও ইহাতে আছে।

প্রস্তাব :—সিপিযা রোগিণীব পুনঃ পুনঃ প্রস্তাবের বেগ আসে। সে রাত্রে বহুবার প্রস্তাব করিতে উঠে, বোগিণী মনে করে যেন তারার মূত্রাশয় প্রসারিত হইয়াছে, প্রস্তাব করিয়া মূত্রনলীতে জ্বালা অনুভব (ক্যাছা, কোনা, নেট্রাম-কার্ব, সার্সা, টেরিবিছ) ; ইহার প্রস্তাব বোলাটে, প্রস্তাবে সামান্য তলানি পড়ে, ঐ তলানি লালবর্ণের কাহার জ্বালা। সিপিযাব প্রস্তাব এত দুর্গন্ধযুক্ত যে রোগীর ঘরে যদি প্রস্তাব থাকে তবে সেই ঘরে ঢুকিবার উপায় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্তাবেব নীচে হলুদবর্ণের তলানি পড়ে আবার কোন কোন রোগিণীর প্রস্তাব ধরিয়া রাখিলে উগা বোলাটে হইয়া যায় ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় ; প্রস্তাবেব শাদা তলানিও পড়ে।

শিশুদিগের শয্যামূত্র রোগেবও সিপিযা উত্তম ঔষধ। শিশু ঘুমাইবামাত্র বিছানায় প্রস্তাব করিয়া ফেলে (সিনা, ক্রিয়োক্সোট)। গর্ভবতীদিগেব শয্যামূত্র বোগেও সিপিযা—নেট্রাম-মিউরের জ্বালা ফলপ্রসূ ঔষধ।

শিরঃপীড়া :—জ্বাযুর নানাবিধ পীড়া হেতু শিরঃপীড়া বা আধকপালে মাথাধরার জন্ম এই ঔষধ উপযোগী। ইহার আধকপালে, মাথাব্যথাব যন্ত্রণা অত্যধিক হয়। অধিকাংশ স্থলে ইহার আধকপালে মাথাব্যথার প্রকোপ বামদিকেই বেশী হয়, সেই সঙ্গে রোগিণীর বমন ও চোখের 'তাবার সঙ্কোচন' বিদ্যমান থাকে। কখন ঐ ব্যথা উপরের দিকে পরিচালিত হয়। রোগিণী আলোক, শব্দ ও বন্ধুদের ভিতর থাকা সহ্য করিতে পারে না। মুক্ত হাওয়ায় ও আক্রান্ত স্নান চাপিয়া শয়ন করিলে যন্ত্রণার উপশম। যে সকল স্ত্রীলোকদিগের খুব কম পরিমাণ জ্বর শ্রাব হয় তাহাদের জ্বর সময় থাকিয়া থাকিয়া কটকট বন্ধ হইবে, তাহার পূর্বাঙ্ক হইতে সূক্ষ্মা পর্যন্ত মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকে তখন সে ক্রমাগত বলিতে থাকে, আমি আর বাঁচিব না, তাহাব মাথার যন্ত্রণা কিছুকণ জ্বারে জ্বারে চলাফেরা করিলে বা অনিদ্রা হইলে কমিয়া যায়। মাথার তীব্র যন্ত্রণার সময় রোগিণী আলো সহ্য করিতে পারে না। মাথার যন্ত্রণার সময় মাথার ব্রহ্মতালুর ঠাণ্ডা বোধ (ব্রাই, নেট্রাম-মিউর), ভেরেট্রাম—যেন তাহার ব্রহ্মতালুর উপর একখণ্ড বরফ রহিয়াছে এরূপ বোধ ; সালফার, গ্লোন, ফস্, যেন ব্রহ্মতালুর উপর আশুন আছে এরূপ গরম বোধ।

মাথার টাক পড়িলে ইহা ব্যবহৃত হয়। রোগিণীব গোছা গোছা চুল উঠিয়া যায়,—দীর্ঘকাল পর্যন্ত মাথার যন্ত্রণায় ভুগিবার ফলে, অথবা বয়োসন্ধিকালে অথবা জ্বাযুর নানাবিধ পীড়ায় ভুগিবার ঐকান্ত এবং প্রসবের পর গোছা গোছা চুল উঠিয়া টাক পড়িবার উপক্রম বা টাক পড়িলে—ক্যালকেরিয়া, ক্যাছা, লাইকো, নেট্রাম-মিউর, লঙ্গাভুসারে ব্যবহার্য ঔষধ।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—গর্ভবতী বমণীদিগের মলকাঠিন্বে মল শুটলে বাঁধিয়া অতি কষ্টে নিঃসৃত হইলে ইহা উপযোগী। মলত্যাগের সময় অনেককণ পর্যন্ত মলদ্বারে ব্যথা করিতে থাকে, তাহার মলদ্বারে যেন একটা গোলাকার বস্তু আবদ্ধ রহিয়াছে এরূপ বোধ (ক্রোটন-টিগ, ল্যাকে, সাইলি) ; ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা রোগী মনে করে যেন সে একটা গোলাকার পদার্থের উপর বসিয়া আছে। সিপিযা রোগিণীর মলদ্বারের চতুর্দিকে স্লেমাগুটি ও রসগুটি উল্লসিত হয় (নাইটিক-অ্যা, থুয়া)।

অর্শরোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়, মলদ্বারের চ্যুতি, নরম মলও অতি কষ্টে নির্গত হয়, অর্শ-
রোগিণী মনে ভাবে তাহার মলদ্বারে একটি গোলাকার পদার্থ আছে। বাহ্যে করিবার সময়
রোগিণীর অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে, তাহাব মলদ্বারে সদাসর্বদা তরল পদার্থ লাগিয়া থাকিবার মত
অমুভূতি, কখনও কখনও ঐরূপ তরল পদার্থ বড়িতে থাকে।

• **প্রত্যঙ্গাদি :**—সিপিয়া রোগিণীব হস্তপদ এবং অস্ত্রান্ত প্রত্যঙ্গ সকল ভাবী বোধ, সকল অঙ্গই
যেন আঁটিয়া ধরিয়াছে এরূপ ধারণা। যখন তখন তাহার হাত পা ঠাণ্ডা ও অবশ হইয়া যায়
(সাইলি)। তাহার বাহু, হাতের আঙ্গুল ও মণিবন্ধ আড়ষ্ট ও অবশ হইয়া যায়। রোগিণী
কোনরূপ শারীরিক পৰিশ্রম করিলে তাহার স্বস্তিক্রি যেন সন্ধিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ ;
স্যাঁবাইনা বোগিণী যদি তাহার হাত ঝুলাইয়া রাখে তবে হাতে অসহনীয় ব্যথা বোধ করে।
রোগিণী হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার নিম্নাঙ্গ অবশ হইয়া যায় উহা বনফেব ত্রায় ঠাণ্ডা হয় এবং ফুলিয়া
উঠে। বাত্রে শয়ন করিলেও পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আবাব যখন তাহার পা দুইখানি গরম হয় তখন
তাহার হাত দুইখানি ঠাণ্ডা হয়, বোগিণীব পায়ে অত্যধিক বর্ষ (সিলিকা), ঐ বর্ষ অত্যন্ত
দুর্গন্ধযুক্ত ; বর্ষ লাগিয়া পায়ের আঙ্গুল সকল ক্ষতযুক্ত হইয়া যায় (স্ট্রানিকি, গ্র্যাফাই)।

দুর্বলতা :—বোগিণী বোধ কবে যেন তাহাব সমস্ত শরীর খরখর করিয়া কাঁপিতেছে ও
ঝিমঝিম করিতেছে। বোগিণীব অবসন্নতা অত্যধিক। শ্বাসের সময় প্রাতে সে অত্যন্ত দুর্বলতা
বোধ কবে, এখনই মুচ্ছিতা হইয়া পড়িবে এরূপ ভাব। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার সময়ও ঐরূপ
দুর্বলতা অমুভূত হয়। একটু পৰিশ্রম করিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। জলে ভিজিলে, গাড়ী করিয়া
বেড়াইতে বাহির হইলে এবং কোন দেবালয়ে ইটু গাড়িয়া প্রণাম করিবার সময় রোগিণী মুচ্ছিত হইয়া
পড়ে। ইহাব দুর্বলতা অসম্ভব।

• **অবিরাম জ্বর :**—পুৰাতন যে কোন পীড়ায় বোগীর শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপভাব।

• **শীতাবস্থা :**—জল পিপাসা, সন্ধারবেলা কম্প ; বোগিণী না শুইয়া থাকিতে পাবে না। একটু
নড়িলে চড়িলেই শীতের বৃদ্ধি, শীতের সময় মাথাব যন্ত্রণা অত্যন্ত, শীত, তবু সে বাহ্য উত্তাপ সহ্য করিতে
পারে না। শীতের সময় তাহাব সর্বশরীর বনফেব ত্রায় ঠাণ্ডা হয়। তাহার সন্ধারবেলা ও প্রাতঃকালে
ভয়ানক মাথা ধরে এবং পদব্র্য বনফেব ত্রায় ঠাণ্ডা হইয়া যায়, এত ঠাণ্ডা হয় যেন সে সমস্ত দিন জলের
ভিতর দাঁড়াইয়া ছিল। উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা কম, থাকিয়া থাকিয়া তাহার দেহ উত্তপ্ত হইতে
থাকে, যেন কেহ তাহাব শরীরে প্ৰথম জল ঢালিয়া দিতেছে। তাহাব নিম্নাঙ্গ হইতে উত্তাপ উৎপাদে
সঞ্চারিত হয়, মাথা ঘুবিতে থাকে, মাথা স্থির রাখিতে পাবে না। বর্ষ অত্যধিক পরিমাণে হয়,
বিশেষতঃ নিদ্রা ভাঙ্গিলে পর। স্ট্রানিউকাসএ জাগ্রত অবস্থায় বর্ষোদ্গাম হয় এবং ঘুমাইবামাত্র বর্ষ
শুকাইয়া যায়। .কোনায়াম, চায়ীনা, থুজা—নিদ্রা বাইবার জন্ত চক্ষু বুজিলেই বাম হইতে থাকে
এবং জাগ্রত হইলেই বর্ষ শুকাইয়া যায়। সিপিয়া বোগিণীর বাত্রে যে বর্ষ হয় উহা অগ্নগন্ধযুক্ত।
জিহ্বা কেত লেপাবৃত, পুরাতন রোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসগুটিকা দ্বারা আবৃত থাকে।

• **মোট কথা :**—দৃঢ় পেশী, কোমল ও শান্ত প্রকৃতির রোগীর পক্ষে সিপিয়া উপযোগী।
গর্ভাবস্থায় এবং স্মৃতিকাবস্থার পীড়ায়, সহসা কোন অবসন্নকর পীড়ায় অথবা রক্তক রমণীদিগের ত্রায়
বাহার জলে কার্য করে তাহাদের পীড়ায় কার্যকরী ঔষধ। রোগিণী অতিশয় বিবিকল, কামিয়া সকল
কথা ব্যক্ত করে, একা থাকিতে ভয় পায়, বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতে ভয় পায়, উদাসীন—নিজের

সংসার ও পরিজনবর্গের প্রতি অবহেলা। ইহা জরায়ুর নানাবিধ পীড়ার উপযোগী। হানোমান বলেন,—বস্তিগহ্বরস্থ সকল বস্তু যেন নীচেব দিকে ছিঁড়িয়া পড়িতেছে কেহ যেন উহা ভিতর হইতে চাপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। নাসিকার মধ্যভাগে ঘোড়ার জিনেব জ্বার হুল্ল লাগ বিশেষতঃ জরায়ু পীড়ার জন্তই এরূপ সম্ভব। ঠিক সময়ের পূর্বে প্রচুর ঋতুশ্রাব, গর্ভাবস্থার কোষ্ঠকাঠিন্য। মলত্যাগের পর মলদ্বারের উপর গোলার জ্বা পদার্থ আছে অল্পভব। এই গোসাকার পদার্থের অল্পভূত—অর্শ, প্রদর, উদরাময়, স্তনদানকালে এবং জরায়ুর নানাজাতীয় পীড়ার সহিত বিত্তমান থাকিলে সিপিষাই ওষধ। শরীরের নানাস্থানে চুলকানি, শরীরের তাপের অভাব, সহজেই মূর্ছা প্রভৃতিই ইহার বিশেষ কথা।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বিছানার গবমে, উত্তাপ প্রয়োগে, অতিরিক্ত পরিভ্রম করিলে, ডাণ্ডিক ফ্রিয়া শয়ন করিলে, উরুর উপর উরু স্থাপন করিয়া ঘোনিহার চাপিয়া বসিলে, টিপিলে ও বস্ত্রাদির বন্ধন টিলা করিয়া দিলে উপশম ; ছুপুরবেলার পরে, সন্ধ্যায়, শীতল হাওয়ায়, পূর্বদিকের শুষ্ক বাতাসে, অতিরিক্ত ইঞ্জিৎচালনায়, বিশ্রামে, ঝড়-বৃষ্টিতে, জলের ভিতর কাজ কর্তব্য করিলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—ভরণ রোগে যে যে অবস্থায় জেলুস প্রয়োগ করা হয়, পুরাতন রোগে ঠিক সেই সেই অবস্থায় সিপিষা প্রয়োগ করিতে হয়।

সিপিষা—রসগুটিকা ও কতে—বোবাক্স, মেজেরিয়াম তুল্য ; একজিমা রোগে—আর্স তুল্য ; বেদনা সহ কম্পন রোগে—পালস তুল্য ; গর্ভাবস্থার কোষ্ঠবদ্ধতায়—অ্যালুমিনা তুল্য ; প্রসাবে দুর্গন্ধ হইলে—ক্যান-ইণ্ডিকা ও ক্যাপ্সিকাম তুল্য ; প্রমেহ রোগে—কেলি-আযড তুল্য ; জরায়ুর নিম্নাধরণে—বেল, লিলিয়াম, মিউরেস তুল্য ; উদ্ভেদ চুলকাইলে জালা—সাল্ফার তুল্য ; জরায়ুর কাঠিন্বে—অরাম তুল্য ; জরায়ু গ্রীবার বেদনায়—মিউরেস তুল্য ; শিথিল তত্ত্বতে—কেলি-কার্ক তুল্য ওষধ।

শক্তি :—৬, ১২, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

খুব নিম্নশক্তি ও পুনঃ পুনঃ এই ওষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

সেলেনিয়াম (Selenium.)

পরিচয় :—এক প্রকার দুস্ত্রাপ্য ধাতু। ডাঃ হেরিং প্রথম ইহার পরীক্ষা করেন। এই ওষধ প্রথমতঃ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হইয়া থাকে ; ৬x এর পর অরিষ্ট আকারে পরিবর্তিত হয়।

ব্যবহারস্থল :—শিরঃপীড়া, ধ্বজভঙ্গ, স্মৃতিশক্তির লোপ, মূত্রাশব-মূত্রশারী-প্রস্থির প্রদাহ, উপদংশ, অতিরিক্ত মত্তপানের মন্দফল, অসাড়ে রক্তপাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, চর্মরোগ, তোংলাসি, রোজে কার্যাদি করার জন্ত অসুস্থতা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—ইহার প্রধান ক্রিয়াফল সার্কামিন অবসাদ, যৌবনে অতিরিক্ত স্ত্রীলহবাস বা হস্তমৈথুনাতির ফলে নানাবিধ পীড়া ও অত্যধিক দুর্বলতা দেখা যায়। কঠনালী ও জননেত্রির উপর ইহার ক্রিয়া অত্যধিক।

ভ্রম :—রোগীর মানসিক জড়তা অত্যধিক ; তাহার ঘরের ভিতর কে কি করিতেছে বা কি হইতেছে সে সবক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্মৃতিশক্তি রোগীর অত্যন্ত ক্রীণ, বিশেষতঃ বিবর

কার্য-সম্বন্ধে তাহার স্বত্বশক্তি অত্যন্ত কম কিন্তু রাসিকালে নিম্নিত অবস্থায় সে সকল বিষয় স্থল করিতে পারে। সেলেনিয়াম রোগী কোন বিষয় বা কথা ভালরূপ বুঝিতে পারে না, তাহাকে বতাই কেন বুঝাও না সে বাস্তবিকই বুঝিতে পারে না এরূপ ভাব দেখাইবে। শিশুদিগের এরূপ ভাব হইলে ব্যারাইটা-কার্ব উপযোগী। রোগী কোনরূপ পরিশ্রম করিতে গেলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত উত্তেজিত হইলে পর এলোমেলো ভাবে অত্যন্ত বকিতে থাকে।

গঠন :—গৌরবাস্তি রোগীদিগের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপযোগী ; তাহার মুখমণ্ডল, হাত, পা, ও অন্ত্র এক একটি অঙ্গ শীর্ণ হইয়া যায়। চুল উঠিয়া যায়, চিরুণী দ্বারা চুল আঁচড়াইবার সময় গোছা গোছা চুল উঠিয়া যাইবার ফলে তাহার মাথার টাক পড়িয়া টাকেব স্থানটা চক্চক করে।

পুং-জননেস্ত্রিয়ের পীড়া :—সেলেনিয়াম পুং জননেস্ত্রিয়ের দুর্বলতার জন্য একটি খুব উপযোগী ঔষধ। রোগী পুরুষত্বহীন হইয়া পড়ে অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গ হয় অথচ কামনা সম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সর্বদাই সে অলীল চিন্তা করে কিন্তু সঙ্গমশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। যদি লিঙ্গোদগম হয় তাহা অত্যন্ত ধীরে ও অসম্পূর্ণ। স্ত্রীসঙ্গমের সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র বীৰ্যপাত হয় বটে কিন্তু স্ত্রীস্বভাবটা অনেকরূপ ধরিয়া থাকে। স্ত্রীসঙ্গমাদির পর সে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে হয়। তাহার কামেচ্ছা অতিরিক্ত ; রতিক্রিয়াব ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল অথচ তাহার জননেস্ত্রিয়ের শক্তি হ্রাসের জন্য নিষ্কর, ইচ্ছামরূপ কিছু করিতে পারে না। সেলেনিয়াম স্বপ্ন দোষেরও একটি উত্তম ঔষধ। রোগীর সপ্তাহে ৩৪ বার স্বপ্নদোষ হয়, ইহা ব্যতিরেকে অসাড়োও তাহার বীৰ্যপাত হইয়া থাকে—যথ্য মলত্যাগের সময়, ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন না দেখিয়া, বা উপবিষ্ট অবস্থায়। ইহার ফলে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, কামের ব্যথা ও আড়ষ্ট ভাব দেখা দেয়। এইরূপ অবস্থায় যদি তাহার দুর্বলতা না কমে তাহা হইলে রোগীর হাত, মুখ, উরু প্রভৃতি অঙ্গাদি শীর্ণ হইতে থাকে। এই সকল পীড়ার সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়।

স্বরভঙ্গ :—দীর্ঘকাল বক্তৃতা, দিবার পর স্বরভঙ্গ হইলে বা স্বরলোপ হইলে ইহা উপযোগী। প্রথম গান করিবার সময় তাহার গলা চিরিয়া যায় অর্থাৎ সে মনে করে তাহার গলার ভিতর রৈখা আছে সেইজন্য গায়ক ও বক্তা পুনঃ পুনঃ কণ্ঠ পরিষ্কার করে। তখন-স্বরের রোগীর ধূমপান করিবার প্রবল ইচ্ছা এমন কি ধূমপান করিতে না পাইলে সে পাগলের স্তায় ব্যবহার করিতে থাকে।

দুর্বলতা :—যৌবনে নানাপ্রকার অত্যাচার করিবার ফলে নানাপ্রকার কষ্টদায়ক উপসর্গ ও দুর্বলতার সৃষ্টি হইলে ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়। সেলেনিয়াম ও ষ্ট্যানাম এই দুইটা ঔষধই অত্যন্ত দুর্বলতার উত্তম ঔষধ। ষ্ট্যানামের দুর্বলতা বন্ধ হইলে বেশী দেখা যায়—দুর্বলতার জন্য রোগী কথা পূর্য্যন্ত বলিতে পারে না, আর সেলেনিয়ামের দুর্বলতা শরীরের কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকে না সর্বশরীরে বা সর্ব অঙ্গেই ইহার দুর্বলতা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। রোগী সামান্য পরিশ্রমেই কাতর হইয়া পড়ে। সেলেনিয়াম রোগীর শ্রান্তে ভয়ানক দুখ পায় সেইজন্য উত্তেজক খাদ্য ভোজন বা পানীয় পান করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। অনবরৎ সে বিছানায় শুইয়া থাকিতে চায়। রোগী গ্রীষ্মকালে, সূর্যোস্তাপে, গরম ঘরে ও গরম হাওয়ায় বেশী ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

ইহা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য একটি উচ্চাঙ্গের ঔষধ। রোগীর আত্মিকজন্য বা অঙ্গ কোর সাংখ্যাত্তিক পীড়ায় তুণিবার পর কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে এবং বৃক্কদিগের কোষ্ঠকাঠিন্য সহ স্বপ্নদোষ হইলে

থলকিলে সেলেনিয়াম বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহার মল এত কঠিন যে সহজে নিঃসৃত হয় না,—আঙ্গুল দিয়া মল বাহির করিতে হয়। বাহ্যে করিবার সময় অতিরিক্ত কৌণ দিবার ফলে তাহার ধাতু বা শুক্ল অসাড়ে বাহির হইয়া যায়। মলের শেষে আম বা রক্ত নির্গত হয়, মলের সহিত আসের স্তায় পদার্থ বাহির হয়। সিপিয়া ও সাইলিসিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বিশ্রাম করিলে, শীতল জল পান করিলে, দুর্যাস্তের 'পঁর', 'উপশাম'; রৌদ্রের ভিতর, চা, মত্ত, ধূমপান, স্পর্শ, মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—সেলেনিয়াম—রাত্রিকালে অত্যন্ত ক্ষুধার প্রকট—সিনা, ইয়ে, লাইকো, সোরিগাম তুল্য; ধ্বজভঙ্গ রোগে—সাল্ফার, অ্যাগনাস, কোনাযাম, লাইকো তুল্য; স্বরভঙ্গে—কষ্টিকাম, আর্জেণ্টাম তুল্য; গ্রীষ্মকালের ক্রান্তিতে—ল্যাঙ্কে, নেট্রাম তুল্য; অতিবিক্ত ক্রান্তি ও দুর্বলতায়—অ্যাসি-পিক, কার্লসবার্ড, ষ্ট্যানাম তুল্য।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০ ও ১০০০ শক্তি ব্যবহার্য।

সোরিগাম (Psorinum)

পুরিচয় :—ইহার অপর নাম সোরিকম্। ইহাকে নোসোড অর্থাৎ সোরা বলে বা বলা চলে। 'এই ঔষধের আবিষ্কারক ডাঃ হেরিং। ইহা একপ্রকার নোসোড জাতীয় ঔষধ। মাছ বা 'প্রকৃত জানোয়ারের কোন পীড়া হইবার পর যদি শবীরে উদ্বেদ বাহির হয় সেই উদ্বেদের রস বা পুঁজ হইতে যে ঔষধ (অর্থাৎ শক্তিকৃত ঔষধ) তৈরী হয় তাহাকে সোরিগাম বলে। 'ডাঃ হেরিং একটা সবল কাক্রি বালকের পাঁচড়ার পুঁজ সংগ্রহ করিয়া সুবাসাবেব সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে উহাকে ঝাঁকুনি দিতেন, এই ঝাঁকুনি দিবার ফলে সোরিগামের মাদার টিংচার তৈরী হয়। ডাঃ হেরিং বলেন যদিও সোরিগাম নোসোড, তব্বাচ ইহা একপ্রকার লাবণিক ঔষধ, কারণ সোরিগামেব মাদার টিংচারেব সামান্য অংশ পকেট ঘবির কাচের ভিতর রাখিলে সুরাসার অল্প সময়ের ভিতরই উড়িয়া যায় তারপর ছোট ছোট স্ফটিকের আগার স্তায় শাদা শাদা চক্চকে দানা ঐ কাঁচের উপর পড়িয়া থাকে ঐ লাবণিক পদার্থেব স্বাদ ঠাণ্ডা।

সোরিগাম চূর্ণাকাবে ও অরিষ্টাকারে উভয়ভাবেই তৈরী হইতে পারে।

ব্যবহারস্থল :—পুষ্ণাতন শিরঃপীড়া, চর্মরোগ, পুষ্ণাতন পীড়ায় সুনির্বাচিত ঔষধ সেবনেও বিশেষ উপকার না হইলে, রক্তশূন্য শিশুদিগের পীড়ায়, শরীর হইতে অত্যধিক দুর্গন্ধ বাহির হইলে, প্রতি শীতকালে কালি বা অস্বাস্ত রোগের আবির্ভাব, সোরা-বিষ-দোষ দূর করিতে, গ্রহীর ক্ষতি, অস্থিকৃত, শোথ, যক্ষ্মারোগে, পুষ্ণাতন-যকৃত-প্রদাহ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কর্ণরোগ, দুর্ভারোগ্য উদরাময় প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহারেপযোগী ঔষধ।

ক্রিয়ামূল :—ইহা একটা অ্যার্টিসোরিক বা সোরা-দোষনাশক ঔষধ। মনের উপর ইহার ক্রিয়া বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। পুষ্ণাতন পীড়ায়, ক্ষুধা ধাতুর শিশু, চর্মের উপর, দেহের জীবনীশক্তিবর্দ্ধক তরল পদার্থ নিষ্করণে অত্যন্ত অবসর হইয়া পড়িলে এবং অত্যন্ত শীতলাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ক্রিয়া সমধিক।

উপযোগিতা :—সোরিণাম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের ব্যবহার্য ঔষধের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সোরা বিষ নষ্ট করিতে ইহার তুল্য ঔষধ নাই বলিলে অত্যাধিক হয় না। সাল্‌ফারের সহিত বহু লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। যখন কোন নির্কাচিত ঔষধে ফল পাওয়া যায় না তখন সোরিণাম রোগীকে আরোগ্যে পথে নিয়া যায়। সাল্‌ফারও এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। •সাল্‌ফার সাধারণতঃ তরুণ পীড়ায় বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সোরিণাম পুরাতন পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

• **মন :—**সোরিণামের শিশু অত্যন্ত রুগ্ন সেইজন্য বাহ্যিক দিনের ভিতর কখনও ঘুমায না—অনবরত কান্নাকাটি করে—জ্বলেপার শিশু আবার দিনের বেলায় বেশ শান্ত ও প্রফুল্ল থাকে আর রাত্রিবেলা চীৎকার কবিতা •কাদে। সাধারণতঃ শিশুদিগেব উল্লেখ্যেব সহিত এইরূপ কান্নাকাটি থাকিলে জ্বলেপাই ঔষধ। সোরিণাম শিশু বোগে ভুগিয়া ভুগিয়া ঘ্যান্‌ঘ্যানে স্বভাবের হয়। সাইপ্রিপিডিয়াম শিশু ও জ্বলেপা ও সোরিণামের লায় কান্নাকাটি করে—বিশেষতঃ দিনেব বেলায় খেলাধুলা কবে আর রাত্রি হইলে এমন চীৎকার কবিতা কান্দিবে যে বাড়ীর কেহ শিশুর জন্ত ঘুমাইতে পারিবে না। লাইকোপডিয়াম শিশু সমস্ত দিন কান্দে ও সমস্ত রাত্রি ঘুমায। সোরিণাম রোগী সর্বদাই উদ্বিগ্ন ভাবে সময় কাটায সর্বদা নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিভোব ও সর্বদাই নিজের অমঙ্গল চিন্তা করে; সেইজন্য বোগী আত্মহত্যা করিবার কথা ভাবে (অরাম, ল্যাকেসিস, পালসে); নিজের আত্মার সম্বন্ধেও অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়ে, রোগী মনে কবে•সে আব বাঁচিবে না সেইজন্য সে অনবরত নৈরাশ প্রকাশ ও খুঁৎ খুঁৎ করিয়া নিজেকে ও পুরিবারবর্গকে বিবক্ত ও ব্যতিব্যস্ত কবিতা তোলে। তাহাব শরীর ভয়ানক চুলকায়, গায়েব চুলকানির জন্ত সে উদ্ভ্রান্তেব লায় হইয়া যায় এবং কি কবিতা কি না করিবে তাহা ভাবিতা ক্লিৎকর্তব্য বিমূঢ় ও অস্থির হইয়া পড়ে। রোগীব শরীর হইতে এত দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে যেউহাব জন্ত রোগী নিজে পর্য্যন্ত বিবক্ত হইয়া পড়ে—তাহার মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, প্রদরশাব, লীলা, খুখু প্রভৃতি সর্বজাতীয় শাব হইতেই নক্সাবজনক দুর্গন্ধ বাহির হয়—এই লক্ষণ ব্যাপ্টিসিয়া ও পাইরোজিনামে আছে। ইহাবা তরুণ পীড়ায় বেশী কার্য্যকরী। সোরিণাম বোগী সামান্য ঠাণ্ডাও সহ করিতে পাবে না, ঋতুর সামান্য পরিবর্তনে তাহাব রোগের বৃদ্ধি এবং বোগের বৃদ্ধির সময় সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। ইহার রোগী অত্যন্ত শীতকাতুরে, ছপূর বোত্রেও সে একটা কোট গায়ে দিয়া চলিবে। লোকে তত গরমে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে তখন সে মোটা একটা চাদর গায়ে দিয়া ও মাথায় একটা ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল কেবল এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অনেক পুরাতন পীড়া ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

• **গঠন ও স্বভাব :—**শিশু অত্যন্ত শীর্ণ, রুগ্ন ও মলিন। শিশু দিন রাত্রির মধ্যে কখনও শয়ন করে না, অনবরত ঘ্যান্‌ঘ্যান্ কবে ও কান্দে, কোন কোন শিশু দিনের বেলা বেশ খেলা করে, কিন্তু রাত্রিতে কাহাকেও স্থস্থির থাকিতে দেখ না। শিশুর শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, শিশুকে যদি ভালরূপ স্নান করানও যায় তথাচ গায়েব গন্ধ দূর হয় না। সাল্‌ফার রোগীরও এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হওয়া আছে। রিউম শিশুর শরীর হইতে টুকুগন্ধ বাহির হয়, তাহাকে যতই স্নান করান হউক না, যতই সাবান মাখান হউক না, শরীর হইতে টুকুগন্ধ বাহির হইবেই।

সোরিণাম সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর শিশুদিগেব নানাবিধ পীড়ায় বিশেষতঃ চর্ম্মরোগে বেশী ব্যবহৃত হয়; ঐ শ্রেণীর শিশুগণ অত্যন্ত অপরিষ্কার, তাহারা নোংরা ও দুর্গন্ধবৃত্ত স্থানেই প্রতিপালিত

হয়, তাহাদের ঘাড়, গলা ও গালের অস্থিতন্তগুলি প্রায়ই কোলে, ঐ শ্রেণীর শিশুদিগের আকৃতি অত্যন্ত কদাকার, তাহাদের চোখের কোণে বা, কাণ দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ বা পচা গন্ধযুক্ত পুঁজ নির্গত হয়, নাক দিয়া অনবরত সন্ধি ঝরিতে থাকে, অনবরত খাই-খাই-ভাব, খার-হার বেশ, অথচ শরীর পুষ্ট হয় না, পেটটা বড় ও হাত পাগুলি সরু সরু ; যখন তাহারা বায়ু নিঃসরণ করে তখন এত দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, কাছে টেকা দায় ; এই সকল শিশুদিগের পীড়ায় সোরিণাম সত্য সত্যই চমৎকার কার্য করে।

শিরঃপীড়া :—সোরিণাম নানাজাতীয় শিরঃপীড়ার একটি অমূল্য ঔষধ। রোগীর মাথার যন্ত্রণা মধ্যে মধ্যে আসে, ঘুমন্ত অবস্থায় যখন সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। মাথার যন্ত্রণার পূর্বে রোগী তাহার চোখের সম্মুখে আগুনের ফুলকীবৎ পদার্থ সকল দেখিতে থাকে এবং তাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হয় বা তাহার দৃষ্টি কম্পিত হইতে থাকে। আমরা এই লক্ষণ ল্যাক-ডিস্ট্রো, আইরিস ও কেলি-বাই রোগীতে দেখিতে পাই। আবার সোরিণাম রোগীর মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে অত্যন্ত ক্ষুধা পায় (ফসফোরাস)। লাইকো, সাইলি ও কণ্টিকাম রোগীর ক্ষুধা জন্মই মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইল্যাপ্স বোগীর ক্ষুধা পাঁচঘণ্টা বদি'সে কিছু না খাষ তৎক্ষণাৎ তাহার মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হইবে। সোরিণামের মাথার যন্ত্রণা কিছু আহার করিলেই কমিয়া যায়। ক্যানাকার্ডিয়াম ও কেলি-ফস রোগীর, মাথার যন্ত্রণাও কিছু আহার করিলেই কমিয়া যায়। সোরিণামের মাথার যন্ত্রণা নাসিকা হইতে রক্তপাতের পরও কমিয়া যায়। মেলিলোটাস রোগীর নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তপাত হইয়া মাথার যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

চর্মরোগ :—সোরিণাম চর্মরোগের একটি ভাল ঔষধ। রোগীর গাত্র হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, দেখিলে মনে হয় যেন সে কতকাল তাহার গাত্র ধোত করে নাই, রোগীর শরীর যদি উত্তমরূপে ধোত করাও যায় তবুও তাহার শরীরের গন্ধ যায় না। সামান্য চুলকাইলে বা শরীরের কোথায়ও আঁচড় লাগিলে তথায় ছোট ছোট উদ্বেদ উঠিয়া থাকে, তথায় অত্যন্ত চুলকায় এমন কি চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির করিয়া ফেলে। ইহার চুলকানিও মার্কারির চুলকানির স্তাব বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি লাভ করে। চর্মরোগে সোরিণামের সহিত সাল্ফারের সাদৃশ্য আছে—একটি অপরিহার্য অঙ্গপূরক। সোরিণামের উদ্বেদ পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে ; সোরিণাম হুরারোগ্য পাঁচড়া রোগের উত্তম ঔষধ। যখন পাঁচড়ার উদ্বেদগুলি কমিয়া গিয়া বা ভাল হইয়া পুনরায় শরীরের স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ পুঁজগুলি উঠে, তখনও এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। ইহার উদ্বেদগুলি ছাড়র ভিত্তরমিকে, মাথার চুলের ভিতর, আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে, সন্ধি-বাঁকের, ফাঁকে ফাঁকে, কাণের উপবে ও পিছনে নির্গত হইয়া থাকে। সোরিণাম—রোগীর মাথার চুলযুক্ত স্থানে মাছের আইসের স্তায় বা দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজযুক্ত উদ্ভেদাদিতে কার্যকরী। মাথার চুলের ভিতর বা হইয়া চটা বাধিয়া বায় এবং সেই নিমিত্ত চুলে জটা পাকায়, শিশুদিগের মাথার একজিমা রোগে সোরিণাম উত্তম ঔষধ। একজিমা হইয়া শিশুর মাথা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, রস পড়ে চুলে জটা পাকায়। শিশুদিগের অপরাপর হুরারোগ্য একজিমা রোগেও ইহা গ্র্যাকাইটিস, মেলোরি, সাল্ক প্রভৃতি ঔষধ তুল্য। সোরিণামের পীড়কায় সহজেই পুঁজ জন্মে এবং গ্রীষ্মকালে রোগ কমিয়া যায়, শীতকালে রোগের পুনরাক্রমণ হয়। পেট্রোলিয়াম রোগীর চর্মপীড়াও শীতকালে আবির্ভূত হয়, তবে ইহাদের

ভিত্তর পার্শ্বক্য বহু। সোরিণাম রোগী অত্যন্ত শীতকাতুরে, গাত্রচর্খ হইতে উত্তানক দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং সাধারণতঃ যে সকল ব্যক্তি নোংরা স্থানে বসবাস করে, বাহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন তাহাদের পীড়ার সোরিণাম বেশী ব্যবহৃত হয়। রোগীর পাচড়ার বা অন্ত্রাত্ম চর্মপীড়ার এত বেশী চুলকায যে রোগী ঘুমাইতে পারে না। কোন চর্মপীড়া কাঁচা গন্ধক বা জিক মলম দ্বা বা বসাইবা দিলে বা কোন কারণ বশতঃ কিছু বন্ধ হইয়া চর্মপীড়া ক্ষম্মিলে সোরিণাম ব্যবহার্য।

উদরাময়ঃ—সোরিণাম প্রাতঃকালীন উদরাময়ের জন্য অ্যালোজ, সালফ, নেইম-সালফ তুল্য ঔষধ। ইহার রোগীর বাহের বেগ সহসা উপস্থিত হয়, মল হইতে পচা দুর্গন্ধ বাহির হয়। কোন সাংঘাতিক পীড়ার পর যদি কাল্চে বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত বা পচা ভিমের গন্ধের স্রাব গন্ধযুক্ত মল নির্গত হইতে থাকে, তবে ইহা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। সুনির্বাচিত ঔষধ বিকল হইলে সোরিণাম ২০০ বা ১০০০ এক মাত্রীয় আশাতিরিক্ত ফল হইতে দেখা গিয়াছে।

• শরীরস্থ বহুবিধাযক তরল পদার্থের নিষ্কমণের পর রোগী যখন অত্যন্ত দুর্বল অবসর হইয়া পড়ে তখন ইহা উত্তম কার্য্যকরী ঔষধ। • শরীরস্থ তরল পদার্থের নিষ্কমণে যখন রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসর হইয়া পড়ে তখন চায়না ও কার্বো-শেজও উপযোগী ঔষধ। সোরিণামের উদরাময় কুল্পী বরফ খাইবার পর বেশী হয়; সকালবেলা পেটের ভিতর এত হড়হড় গড়গড় করিতে থাকে যে, রোগী নিজেকে স্থির রাখিতে পারে না। ছুটিয়া পাখধানায় যায়, বাহের পর পেটের যন্ত্রণার উপশম। সোরিণামে যেমন প্রাতঃকালীন উদরাময় আছে সেইরূপ সন্ধ্যার পরও উদরাময়ের বৃদ্ধি আছে। খাইবার পর হঠাৎ বাহের বেগে পাখধানায় দোড়াইয়া যাইবার অবসর হয় না, মল জলের মত, আমলক; দুর্গন্ধ এত তীব্র যে মনে হয় পচা মাংস চালিয়া রাখিয়াছে। ইহার উদরাময়ের বৃদ্ধি সাধারণতঃ রাত্রি ১২টা হইতে ভোব ৪টার ভিতর।

• সোরিণামের উদরাময়, উৎকট তরুণ উদরাময়ের পর এবং শিশুদিগের নস্ত নির্গমণের সময় অথবা জলবায়ুর পরিবর্তনের সময় দেখা যায়। সোরিণাম উদরাময়ের যেরূপ উত্তম ঔষধ সেইরূপ কোষ্ঠকাঠিন্যেরও ঔষধ। কঠোর কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত যখন কোমরে অত্যন্ত ব্যথা থাকে অথবা পাকশয়ের জড়তাসহ কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায় তখন ইহা ব্যবহার্য। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য সালফার, লাইকো প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিয়া যখন আরোগ্য লাভ হয় না তখন সোরিণাম মস্ত্রের স্রাব কার্য্য করে।

• **ভালুমূল গ্রন্থি প্রদাহ বা টন্সিলাইটিসঃ**—রোগীর টন্সিল প্রদাহ হইয়া তথায় অত্যন্ত ব্যথা হয় ও জ্বালা করে, তাহার গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। গিলিবার সময় কাশের গোড়া পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত হয়। গলার ভিতর এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যে, মনে হয় যেন গলার ভিতর বলসিয়া গিয়াছে। টন্সিল ইইয়া তাহার মুখ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত লালা নির্গত হইতে থাকে (অ্যাসি-নাই, মার্কারি)। তাহার গলার ভিতর অনবরত গাঢ় স্লেমা জমে, সেইজন্য রোগী অনবরত কাসিয়া ঐশুলি বাহির করিবার চেষ্টা করে। ডাঃ অ্যালেন বলেন—সোরিণাম যে কেবল তরুণ টন্সিলাইটিসের জন্য উপযোগী তাহা নহে, এই ঔষধ রীতিমত সেবন করিতে দিলে গলগ্রন্থির প্রদাহের প্রবণতা পর্য্যন্ত দূর হইয়া যায়। সোরিণাম রোগীর গলার ভিতর ক্ষত হইয়াছে এরূপ বোধ, সেইজন্য কিছু গিলিবার সময় উহার ভিতর যন্ত্রণা অহুতব। বেদনাবিহীন টন্সিল প্রদাহে ব্যারাইটা-কার্ব উত্তম ঔষধ।

কাসি :—সোরিণাম রোগীর প্রতি শীতকালে কাসির আবির্ভাব; 'রিউমেস্ম ও সিপিগ্না' রোগীর কাসিও প্রতি শীতকালে আবির্ভূত হয়। সোরিণাম যে সকল কাসি-রোগীর পক্ষে উপযোগী সাধারণতঃ দেখা যায় তাহাদের যে কোন প্রকারের চর্মরোগ লুপ্ত হইবার অতীত ইতিহাস আছে। সাধারণতঃ একজিমা বা খোস পাঁচড়াদি বসিয়া গিয়া যাহাদেব কাসি হয় এবং কাসি যাহাদের প্রত্যেক বৎসর শীতকালে ঘুরিয়া ফিবিয়া আবির্ভূত হয়, তাহাদেব পক্ষে ইহা অতি চমৎকার ঔষধ। ইহার কাসি প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর এবং সন্ধ্যার পর শয়ন করিলে বেশী হয়। বোগী যখন কাসিয়া শ্লেষ্মা তুলিবার উপক্রম করে তখন আশ্রয় মটরের ত্রায় শক্ত কটু-সাদ ও অতি দুর্গন্ধবিশিষ্ট জমাট শ্লেষ্মা বাহিৰ হয়। বোগীর কাসিতে কাসিতে শ্বাসকৃচ্ছের ভাব উপস্থিত হয়; উঠিয়া বসিলে, মুক্তবায়ুৰ ভিতব বেড়াইলে শ্বাসকৃচ্ছতা বৃদ্ধি, কিন্তু রোগী হাত দুইখানা বুক হইতে যতদূর সম্ভব ছড়াইয়া ঘুমাইলে শ্বাসকৃচ্ছের উপশম হয়।

কর্ণরোগ :—সোরিণাম কাণের উপর ও কাণেব পশ্চাৎদিকেব একজিমা রোগে যখন উহা হইতে অনবরত ঘন আঠার ত্রায় এবং দুর্গন্ধযুক্ত বসন্ত্রাব হইতে থাকে, যখন কাণেব একজিমাগুলি শীতকালে বেশী হয়, তখন বেশী কার্যকরী ঔষধ। সোরিণাম যেমন কাণের একজিমাব উত্তম ঔষধ সেইরূপ ইহা কাণ-পাকা বোগেবও উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাণ-পাকা রোগ হইয়া বোগীর কাণ হইতে পচা দুর্গন্ধযুক্ত, কষায় ও পাতলা পুঁজ নির্গত হইতে থাকে। যখন শিশুদিগের হাম হইয়া বা আবস্ত জ্বর হইয়া কাণ পাকে এবং কাণ হইতে পূর্বোক্তরূপ শ্রাব নির্গত হইতে থাকে তখন ইহা চমৎকার ঔষধ। সোরিণাম কাণ-পাকায় অ্যাসি-নাই, সিলিসিয়া ও টেলিউরিয়াম তুল্য ঔষধ।

স্ত্রীরোগ :—খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি চর্মবোগ বসিয়া গিয়া যাহাদেব ঋতুশ্রাব লুপ্ত হয় বা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ঋতুশ্রাব হয় তাহাদেব পক্ষেও ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ; প্রদর রোগে যখন বড় বড় চাপ চাপ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব নির্গত হয়, রোগিণী বস্তিগহবরের সেক্রাম অস্থিতে যখন অত্যন্ত বেদনা অনুভব কবে, রোগিণী অত্যন্ত অবসন্ন ও বিষান্বিত হইয়া পড়ে তখন সোরিণাম উত্তম ঔষধ।

গর্ভবস্থায় দুর্দমনীয় বমন নিবারণ করিতে সোরিণাম সিস্ফোরি-কার্পাস তুল্য ঔষধ। রোগিণীর গর্ভস্থ জ্বর প্রবলভাবে নড়িতে থাকিলেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। অষ্টম মাসে শিশু এত নড়ে যে রোগিণী ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। আণিকার জ্বরও অত্যধিক নড়াচড়া করে, লাইকো রোগিণীর জ্বর এমনভাবে নড়ে যেন ডিগ্বাজী ধাইতেছে।

প্রমেহ-রোগ :—সোরিণাম বহুদিনের পুরাতন প্রমেহ শ্রাবের অতি উত্তম ঔষধ। যে সকল রোগীর প্রমেহ সারে না বা লুপ্তভাবে থাকে, সুনির্দোষিত ঔষধ প্রয়োগে রোগের উপশম হয় না সেই সকল রোগীকে সোরিণাম সেবন করিতে দিলে হয় শ্রাব পুনর্নয় আবির্ভূত হইবে নচেৎ রোগ আরোগ্য হইবে। বোগী প্রস্রাব করিবার পূর্বে মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থি হইতে রস নিঃসৃত হয়। প্রস্রাবের তলানি লালবর্ণের, প্রস্রাবের উপব চক্ষির ত্রায় পদার্থ ভাসে।

সোরিণাম শয্যামুত্র রোগে কার্যকরী ঔষধ। এই রোগ সাধারণতঃ পূর্ণিমার সময় বেশী হয় অথবা যে সকল রোগীর পূর্বে একজিমা হইয়াছিল তাহাদের শয্যামুত্র রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

অপ্প :—রোগী শেষরাত্রে চোর-ডাকাত, নানাবিধ বিপদেব বা ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে অথবা পায়খানায় বসিয়া বসিয়া বাছে করিতেছে একুপ স্বপ্ন দেখিবার পর সে বিছানায় বাছে করিয়া ফেলে।

জ্বর :—সোরিগাম নানাবিধ জ্বররোগের উত্তম ঔষধ। যখন টাইফয়েড নির্ধারিত ঔষধ সেবনেও উপশম হয় না তখন সোরিগাম দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বরে যখন প্রায় অনেক স্থলেই সন্ধ্যাবেলা আসে, শীতাবস্থায় জল পিপাসা থাকে, বাহ্য উপরে ও উরুজ্বরের উপরে শীতবোধ, জলপান করিলেই কাসির বেগ, উত্তাপাবস্থায় মুখমণ্ডলে ঘাম, প্রবল প্রলাপ ও অত্যন্ত জল পিপাসা থাকে (কি শীতাবস্থা কি উত্তাপাবস্থা), উত্তাপ, ঘর্ম ও অত্যন্ত তৃষ্ণা দেখা যায়, উষ্ণাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম হইতে থাকে, সামান্ত নড়াচড়ায় এত ঘর্ম হয় যেন রোগী ঘামে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। শেষরাত্রে অত্যধিক পৰিমাণে ঘর্ম হওয়া ইহাব বিশেষত্ব।

মোট কথা :—পুরাতন পীড়ায় যখন স্থানির্ধারিত ঔষধ সেবনে ফল পাওয়া যায় না, সাংঘাতিক তরুণ পীড়ায় যখন প্রতিক্রিয়ার অভাব দেখা যায়, দুর্গন্ধযুক্ত মলিন ও নোংরা স্থানে বসবাসের ফলে অত্যন্ত চুলকানিযুক্ত যে সমস্ত চক্ষবোগ উদ্ভূত হয়, দুর্বল, মলিন, কণ্ঠ শীর্ণ শিশু যখন অত্যন্ত কাদে এবং বাত্রে মোটেই ঘুমায় না, কেবল চীৎকার করে, সমস্ত শ্রাব হইতে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহির হয় প্রভৃতি ইহাব নির্দেশক লক্ষণ। ঝড়বল আসিবাব পূর্বে হইতেই বা ঝড়ের সময় অত্যন্ত অস্থিরতা, চর্মরোগ লুপ্ত হইয়া নানাবিধ বোগ, উদ্বেদাদি লুপ্ত হইয়া শীরঃপীড়া ; প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাবী টুনসিল বোগ, সংসারদুর্গন্ধযুক্ত প্রাতঃকালীন উদবাময়, মলাশয়ের জডতা হেতু দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিন্য, শীতকালীন হাঁপানি বোগ, অতিরিক্ত পচা দুর্গন্ধযুক্ত কাণ-পাকা ও কাণের একজিমা, মাথায় একজিমা হইয়া চুলে জট পাকান এবং গর্তাবস্থায় কষ্টকর বমন প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

• “কুস্থানাদপি কাঞ্চনম” এই অমূল্য প্রবচন সোরিগামের বেলায় বেশ খাটে। উৎপত্তিব মূল “পুষ্ক”এব কথা মনে হইলেই ঘৃণার উদ্রেক স্বাভাবিক, কিন্তু যখনই এই আশ্চর্য্য ঔষধের চমকপ্রদ রোগনাশিনী শক্তি দেখিয়া বিশ্বয় ও পুলকে অভিভূত হই তখনই মনে পড়ে “কুস্থানাদপি কাঞ্চনম” তখনই এই প্রভূত কল্যাণকর মূল্যবান আবিষ্কারেব জন্ম আবিষ্কারকে সক্রতজ্ঞ চিন্তে ধন্যবাদ প্রদান করি।

• **হ্রাস-বৃদ্ধি :**—শয়ন করিলে, স্থির হইয়া থাকিলে, আহারের সময়, মাথার যন্ত্রণা কালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব আবন্ত হইলে উপশম, অতিবিক্ত চুলকাইলে, গাড়ীতে বেড়াইলে, আশ্রয় করিবার পর, শীতল জলপানে, পাইচারে, দেহ সঞ্চালনে, সন্ধ্যার সময়, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, শেষ রাত্রে, নিশ্বল বায়ুতে বেড়াইলে, ঝড়, ঝন্ডাদিতে, শীতকালে ও পুণিমায় রোগের বৃদ্ধি।

• **সম্বন্ধ :**—সোরিগাম—দ্বিবারাত্রি শিশু কান্দিলে জেলাপা তুল্য ; সমস্ত দিন ভাল থাকে রাত্রিতে কাদে—সাইপ্রিপিডিয়াম, জেলাপা তুল্য ; সোরিগাম—এব লাইকোপোডিয়ামের বিপরীত অর্থাৎ লাইকো শিশু সমস্ত দিন কাদে রাত্রিতে ঘুমায়। উদ্বেদ সমূহ বা পাঁচড়া ইত্যাদি সহজে থাকিলে—হিপার তুল্য ; জিহ্বা যেন দৃঢ় হইয়া গিয়াছে—স্ট্রাইনেরিয়া তুল্য ; রোগের সময় ও আরোগ্যকালে

প্রচুর বর্ষে—নেট্রাম-মিউর তুল্য ; রোগ আরোগ্যে হতাশ হওয়া—চাখনা, ওপিয়াম, আস' তুল্য ;
রাতে স্খা পায়—চাখনা, সাল্ফার, কস্ফোরাস তুল্য ; শয্যামুখে—ক্রিয়োজোট, সিনা, সিন্টিয়া
তুল্য ঔষধ ।

শক্তি :—৩০, ২০০, ১০০০ বা তদুর্দ্ধ শক্তি ।

সাধারণতঃ ১০০ শক্তিব নিয়ে প্রয়োগ করা কষ্টব্য নচে এবং ঘন ঘন প্রয়োগ উচিত নহে ।

সোলেনাম-নাইগ্রাম (Solanum Nigrum.)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম ব্লাক্ নাইট সেড্। ইহা খুবুরা জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ ও
অত্যন্ত বিষাক্ত । ইহা ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার ছায়ায়ন্ত স্থানে জন্মে । ফুলফুটিবার পূর্বে
এই বৃক্ষকে তাজা অবস্থায় কুট্রিত করিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করা হয় ।

ব্যবহারস্থল :—সোলেনামেব অধিকাংশ লক্ষণ বেলেডোনার স্তায় । ডাঃ হেল বলেন
আমেরিকার গ্রাম্য চিকিৎসকগণ পূর্বে এই সোলেনামকে বেলেডোনা হিসাবে ব্যবহার করিতেন বস্তুতঃ
ইহার লক্ষণাবলী বহু অংশে বেলেডোনা তুল্য । রোগীর ভয়ঙ্কর প্রলাপ—প্রলাপের সময় মাথার ঘুরানি
ও প্রবল মাথার যন্ত্রণা, চাকচিক্যময় চক্ষু, আরক্তমুখমণ্ডল, বেদনার হঠাৎ আগমন ও হঠাৎ তিরোধান,
শরীরের নানাহানে লালবর্ণের উদ্ভেদ এবং গায়ে জ্বালা, রোগীব নাসিকার অগ্রভাগ ও হাতের
আঙ্গুল ঠাণ্ডা কিন্তু মাথা গরম ও মাথার যন্ত্রণায় মনে হয় মাথা ফাটিয়া যাইতেছে বা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া
যাইতেছে । ইহাব যন্ত্রণা উপবেশন করিলে, দেহ সঞ্চালিত হইলে, আলোকে, শব্দে, এবং সংকীর্ণ
বন্ধগৃহে বৃদ্ধি । বাহিবে মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইলে রোগ যন্ত্রণার উপশম ।

ক্রিয়াস্থল :—উন্মাদ, সর্বাস্থের আড়ষ্টতা এবং ধস্তাধস্তারের স্তায় আক্ষেপ, মস্তক, চক্ষুপীড়া,
পুরাতন আত্মিক বক্তৃষ্টি, দন্তোদগমকালীন মস্তিষ্কের উপদাহ প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াস্থল ।

শিরঃপীড়া :—রোগী মনে করে তাহার বিছানা ঘুবন্ করিয়া ঘুরিতেছে, মাথায় এত তীব্র
যন্ত্রণা হইতে থাকে যে রোগী তাহার চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হয় । প্রাতে ১০টার সময় ও বন্ধ
ঘরের ভিতরই মাথার যন্ত্রণা বেশী হয় ।

চক্ষু :—দুইটি চক্ষুই জ্বাফুলের স্তায় লালবর্ণের হয় ; আলোক সহ্য হয় না ; চোখের ভিতর
কঙ্কক করে, চোখের তারকা খুব প্রসারিত হয়—কখন কখন আলোক-জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়,
বেলেডোনাও এইরূপ দেখা যায় ।

প্রলাপের সময় রোগী পলায়ন করিবার চেষ্টা করে ; বেল, ট্র্যামো, চাযো । থাকিয়া
থাকিয়া ভীষণ চীৎকার করে, তোৎলার স্তায় কথা বলে (ট্র্যামো), আচ্ছর হইয়া পড়ে ও তাহার
অঙ্গ স্পন্দিত হইতে থাকে । তাহার ওষ্ঠ দুইটি শুষ্ক, অধরোষ্ঠের উপর কোম্বার মত হয়, দেখিলে
মনে হয় ঘেন পুড়িয়া গিয়াছে, তাহার জিহ্বাও ঘেন পুড়িয়া গিয়াছে একরূপ বোধ, সেইজন্য কথা
বলিবার সময় তোৎলার স্তায় কথা বলে ।

মেনিঞ্জাইটিস্ রোগে রোগীর ঘাড় অসহনীয় বেদনা, ঘাড় শক্ত হইয়া যায়, সামান্য স্পর্শে
ফিট বৈগী হয়, সর্বশরীর কাঁপে, জ্ঞান লোপ পায় ও গোঁড়াইতে থাকে, চক্ষু জ্বাফুলের স্তায় দেখায় ;
রোগীর শরীর ধস্তাধস্তার ন্যায় বাঁকিয়া যায় ।

রোগী রাতে মোটেই ঘুমাইতে পারে না ক্রমাগত সে ছটকট করিতে থাকে ও বিহানা খুঁটিতে থাকে ; মধ্যরাতে তাহার মাথার যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে সে আর ঘুমাইতে পারে না বা স্থির হইতে পারে না ।

জ্বর :—রোগীর পর্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ বোধ ; মুখমণ্ডল থাকিয়া থাকিয়া গরম হয়, প্রবল জ্বরের পরই ঐচ্ছুর ঘর্ম হয় । বোগীর বেলা ২টার সময় প্রবল জ্বর হয়, সেই সঙ্গে কাঁধে ও তাহার নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা বোধ, মুখমণ্ডল আরক্তিম, পেট ফাঁপিয়া উঠা সেইজন্য সময় সময় পেটে হাত দেয় ও চীৎকার করে । তাহার সমগ্র শরীরে জ্বালা এবং জরভোগের সময় প্রচুর ঘর্ম হওয়া ইহার বিশিষ্টতা ।

এই ঔষধ বেলাডোনা সদৃশ ঔষধ । বেলাডোনায যে যে স্থানে উপকার না দর্শে সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার্য্য ।

শক্তি :—২x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি ।

• সোলেনাম-অ্যাসিটিকাম (Solanum Aceticum.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বৃদ্ধ বয়সে বা শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস হইয়া যদি ফুসফুসের অসাড়তা বা পক্ষাঘাত হয় তাহা হইলে ব্যবহার্য্য ।

• নিম্নশক্তি ব্যবহার্য্য ।

সোলেনাম-ওলিরাসিয়াম (Solanum oleraceum)

পরিচয় :—ইহা ব্রজিল দেশীয় কাঠময় লতা বিশেষ । ইহার তাজা ফুল সুরাসাবে ভিজাইয়া টিংচার তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ স্তন্যগ্রন্থি প্রদাহে বিশেষ ব্যবহৃত হয় । স্তন্যগ্রন্থি প্রদাহ হইয়া যদি প্রচুর স্তন-দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে সেই স্তন্য দুগ্ধ কমাইতে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী ।

সোলেনাম-কারোসিন্স (Solanum Carocinase.)

• **ব্যবহারস্থল :**—এই ঔষধ তড়কা ও মৃগীরোগে ২০ হইতে ৪০ ফোটা মাত্রায় ব্যবহা করিলে অতি শীঘ্র রোগ আরোগ্য লাভ করে । অতি শিশু বয়সে যাহাদের মৃগীরোগ ও হুপিং কাসি হয় তাহাদের পক্ষেও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ ।

নিম্নশক্তি কার্য্যকরী ।

সোলেনাম-টিউবেরোসাম-ইগ্ৰোট্যান্স .

(Solanum Tuberosum Ægrotans.)

পরিচয় :—ইহা পীড়াগ্রস্ত গোলআলু হইতে তৈরী হয় । পীড়াগ্রস্ত পচা গোল আলু অত্যন্ত দুৰ্গন্ধযুক্ত । এই ঔষধ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সরলান্ন চ্যুতি, সরলান্নে অর্কদ হইয়া যদি উহা আলুর আকারের হয় এবং শরীর হইতে অত্যন্ত দুৰ্গন্ধ বাহির হইতে থাকে তবে ইহা উপযোগী ঔষধ ।

সোলেনাম-ভেসিকেরিয়াম (Solanum Vesicarium)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ মুখের পক্ষাঘাতে কেহ কেহ ব্যবহাব কবিত্তে উপদেশ দেন ।

(Solanum Mammosum.)

পরিচয় :—এই ঔষধ ডাঃ হেরিং প্রথম পরীক্ষা করেন । ইহা কালবৰ্ণ নাইট সেডের পাকা ফল । এই ফল কাটিয়া রস বাহির কবিয়া ছাকিয়া সুরাসারে মিশ্রিত করিবার পর মাদাব-টিংচার তৈরী হয় ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বামদিকের হিপ-জয়েন্ট বা বক্ষণ সন্ধিব ব্যাথায় উপযোগী ঔষধ ।

সোলেনাম-লাইকোপারসিকাম (Solanum Lycopersicum.)

ব্যবহারস্থল :—ইহা টোমাটো বা বিলাতী বেগুন । এই ঔষধ ইন্ফ্লুয়েঞ্জা ও বাত-রোগের উত্তম ঔষধ । ইন্ফ্লুয়েঞ্জা হইয়া রাগীর সর্কশবীবে অত্যন্ত ব্যথা হয় এবং ইন্ফ্লুয়েঞ্জা আরোগ্য হইয়া যাইবার পরও যদি শরীরের ব্যথা থাকিয়া যায় তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য । মাথার সর্কশবীই রক্তাধিক্যভাব । মাথার যন্ত্রণায় রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা কাটিয়া যাইবে । মাথার যন্ত্রণা কমিয়া গেলেও মাথায় ঋণ্য-প্লামনি ব্যথা রহিয়া যায় । তাহার অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পুড়ে বিশেষতঃ মুক্ত হাওয়ায় ভিতর ঐরূপ প্রস্রাব বেশী হয় ।

ক্লাস-বৃদ্ধি :—রোগ-লক্ষণ ভাগদিকে শুইলে, মুক্ত হাওয়ায়, অনবরত চলাফেরা করিলে শব্দাদিতে বেশী হয় । গরম ঘরে ও ধূম পানে উপশম ।

সঙ্ক্ৰম :—বেলাডোনার পর এই ঔষধ উত্তম কার্য করে ; হহা ইউপেটো-পাক, ক্লস, ক্যাপ্সি সদৃশ ঔষধ ।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০ শক্তি ।

সোলেনাম-টিউবরোসাম (Solanum Tuberosum)

• ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ কঠিনস্থির খিলখিল ও হস্তাকুলীর সঙ্কোচনে এবং দাঁতের ফাঁক দিয়া খুঁ খুঁ নিঃসরণের অভ্যাস দূর করে।

স্কীলা-ম্যারিটাইনা বা অর্গিথোগেলাম

একই ঔষধ, অর্গিথোগেলাম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্কুটেলারিয়া-লেটারিকোলিয়া (Scutellaria Laterifolia.)

• পরিচয় :—ইহার অপর নাম হুড় ওয়ার্ট বৃক্ষ। এই গাছড়ার সমস্ত তাজা গাছটী কাটিয়া টুকরা করিয়া সুরাসারে ভিজাইয়া টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—মানসিক সশক্তিতাব—যেন তাহার কোন বিপদ আসিতেছে এই ভয় ; কোন পাঠ্যবিষয় চিন্তা কবিত্তে পাবে না, যেন সকলই গুলাইয়া যায়। হৃদপিণ্ডের উত্তেজনা নিবারণে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ। যাহাবা দীর্ঘকাল পর্যন্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া স্নায়বিক ও জীবনীশক্তির অবসন্নতা আনয়ন করিয়া থাকে, তাহাদের পীড়ায় ইহা অমৃতের স্থায় কার্য করে। আর্মেবিকা অঞ্চলে সায়ুমগুলের চিকিৎসার জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ হেল দীর্ঘদিন এই ঔষধ সূক্ষ্মর যত্নে নানাবিধ রোগে ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন। তিনি বলেন—এই ঔষধ নিদ্রাহীনতা, রাগে ভয় পাওয়া, নানাবিধ উত্তেজনার জন্য স্নায়বিক অস্থিরতা, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় বা অঙ্গগত উত্তেজনাবশতঃ তাহাদিগের মস্তিষ্ক প্রদাহ প্রভৃতিতে ইহা দ্বারা আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগেও ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। ডাঃ মার্সি এই ঔষধ তাণ্ডব রোগে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। হৃদযন্ত্রের রোগে যখন হৃদপিণ্ডের পেশীর স্পন্দন ও কম্পন হইতে থাকে, হৃদযন্ত্রের নিকট যখন দপ্ দপ্ করিতেছে মনে হয় তখন এবং যাহারা কাগজ দ্বারা আবৃত চুরুট ইত্যাদি সেবন করিয়া হৃদযন্ত্রকে ক্ষীণ করিয়া ফেলেন, হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হয়, চক্ষু ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হয় তাহাদের পীড়ায় স্কুটেলারিয়া অতি উত্তম ঔষধ। ইহার রোগীর দেহস্থ পেশীর স্পন্দন অনবরত হইতে থাকে, বোগী তাহার শরীর বা পা নাড়িতে পারে না।

সদৃশ :—এই ঔষধ সাইপ্রিপিডিয়াম, হ্যাথো, কেলি-ব্রোম, কেলি-ফস্, অবাম, লিসিন, ল্যাক্সেসিস ও ম্যাগ-কার্স তুল্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ০.১x, ০.২x ক্রম।

স্পঞ্জিয়া-টোষ্টা (Spongia Tosta.)

পরিচয়:—ইহার অপর নাম স্পঞ্জিয়া অফিসিনেলিস। ইহা আমাদের স্পঞ্জ নামক পদার্থ। অধিকাংশ স্পঞ্জ সমুদ্র জল মধ্যে জন্মে। সাধারণতঃ তুর্কী দেশীয় স্পঞ্জ পরিদ্রব্ধ করিয়া তাহার বিচূর্ণ হইতে স্পঞ্জিয়া তৈরী করিতে হয়। স্পঞ্জ পরিদ্রব্ধ করিবার নিয়ম—একখানি পাণ্ডে স্পঞ্জ রাখিয়া কাঠকয়লার আগুনে ঐ স্পঞ্জগুলিকে কড়াভাবে ভাজিতে হইবে কিন্তু সাবধান যেন পুড়িয়া না যায়—তারপর উগা হইতে ২০ গ্রেণ স্পঞ্জ ৪০০ ফোঁটা সুরাসারে ভিজাইয়া রাখিলেই স্পঞ্জিয়ার মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল:—স্পঞ্জিয়া মানসিক ক্ষুণ্ণির ক্ষেত্রে, হাঁপানি, ঘুংড়ীকাসি, হুপিংকাসি, ব্রকাইটিস, ধমনীর অর্কট, মুচ্ছা, গলগণ্ড, হৃদপিণ্ডের কাঠিন্য, অগ্নিবৃদ্ধি, স্বরনলী প্রদাহ, আমবাতি, ক্ষয়কাস, কৃমি ইত্যাদি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল:—স্ব ও শ্বাসনলীর বিবিধ পীড়ায়, যখন বায়ুনলী ও স্বরনলী অত্যন্ত শুষ্ক ও নীরস হয়,—সঙ্কচিত হইতে থাকে, শ্বাসকৃচ্ছতা বোধ করে, অণুকোষ ক্ষীণ ও শূন্য হয়—তখন ইহা কার্যকরী অর্থাৎ শুষ্ক কাসি, গলগণ্ড, একশিরা এবং হৃদপিণ্ডের নানাবিধ রোগে ইহার ক্রিয়া দেখা যায়।

মন:—রোগী এই মহা আনন্দিতভাবে আছে আবার পর মুহূর্ত্তেই বিষাদ সাগরে ডুবুড়া খাষ না অন্তর্মর্নভাবে থাকে, কোন কার্য কবিত্তে চাহেনা, কোন বিষয় সে সহজে হৃদযন্ত্র কার্যতে পারে না এবং চাহেনা (ক্যালকে, ক্যামো, নাক্স-ভমিকা)। রোগী ইয়েসিয়া, পালসেটিলার স্তায় কখন খুব ক্ষুণ্ণিতভাবে থাকে, কখনও কান্নাকাটি করে আবার কখনও বা খিটখিটেভাবে প্রকাশ করে।

গঠন ও স্বভাব:—স্পঞ্জিয়া রোগী গোরবরণ; রোগীর মাংসপেশী খুব শিথিল, মুখমণ্ডল ফুলা ফুলা, লাল আভাযুক্ত বা কোন কোন ক্ষেত্রে নীলিশায়ুক্ত; তাহার মুখমণ্ডলে হাত দিলে গরম অনুভব হয়। ইহার রোগী বা রোগিনীর স্বর ও শ্বাসযন্ত্রের বিবিধ পীড়া হইয়া থাকে। রোগী তাহার মাথা নীচু করিয়া শুইতে পারে না, নিদ্রার পর তাহার লক্ষণের বৃদ্ধি বা নিদ্রিত অবস্থায় কাসির অত্যন্ত বৃদ্ধি দেখা যায়।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া:—স্পঞ্জিয়া শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ পীড়ার জন্য বিশেষ কার্যকরী ঔষধ। বিশেষতঃ ঘুংড়ীকাসি রোগে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক। ঘুংড়ী কাসিতে শ্বাস ফেলিতে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয় যেন তাহার গলনলী আবদ্ধ আছে। কাসি কুতুরের ডাকের স্তায় থন্থন্থন্থ, বন্থন্থন্থ, অত্যন্ত শুষ্ক, কিছুতেই গ্যাব উঠিতে চাহেনা। হঠাৎ ঘুংড়ীকাসি রোগে স্বরনলী বন্ধ হইয়া যাইবার জন্য শিশু নীল হইয়া যায়। সর্দি কাসি বৃকে বসিয়া যাইবার ফলে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সময় গলা ও বৃকের ভিতর সাঁই সাঁই, হিস্ হিস্ এবং কন্ডাক কন্ডাক স্তায় শব্দ হইতে থাকে। ঘুংড়ীরোগে, স্পঞ্জিয়া একটি বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ। ডাঃ হেরিং বলেন ঘুংড়ী রোগে অ্যাকো, ব্রোম, হিগার, অ্যোড, ফস্ এবং স্পঞ্জিয়া বিকল হইলে “ক্যাওলিন” ঔষধ আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। ক্যাওলিন (Kaolin) কৃত্রিম ঔষধবিশিষ্ট জুপ বা ঘুংড়ী রোগে—খিন্নী কঠনালীর গভীর স্থানে নিমগ্ন থাকিলেও এই ঔষধ ফলপ্রসূ। ঘুংড়ী রোগে বন্ধঃস্থলের স্পর্শে—অঙ্গুলীর সামান্য আঘাতও তাহার সহ হয় না। ঘুংড়ী রোগের সর্বপ্রথম অবস্থায়

অ্যাকোনাইট উপযোগী তারপর স্পঞ্জিয়া বিশেষ উপযোগী। ঘুংড়ি রোগ চিকিৎসায় বলিংহোপৌম বর্ণিত চিকিৎসা পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ। আমরা অ্যাকোনাইট অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি স্ত্রুতার পুনরায় বর্ণনা নিম্নয়োজন। তবুও ২।৪টা কথা বলা কর্তব্য। যখন দেখিবে শিশুর চঠাং ঘুংড়ির আক্রমণ হইয়াছে তখনই ২।৩ মাত্রা অ্যাকোনাইট ৩ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে তাহাতে যদি উপকার না পাও কাসি ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে অত্যন্ত শুষ্ক কাসি, কাসিবার সময় শিশুর গলার ভিতর হিস্ হিস্ শব্দ হইতে থাকে বা কুকুর ডাকার স্থায় ঘনঘনে অথবা করাত দ্বারা কাটিবার স্থায় শব্দযুক্ত কাসি হইতেছে তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্পঞ্জিয়া প্রয়োগ করিবে। অধিক্রাংশ স্থলেই হয় অ্যাকোনাইট না হয় স্পঞ্জিয়া বোগ আরোগ্য করিয়া দেয়; যদি এই দুই ঔষধ রোগ আরোগ্য করিতে না পারে এবং স্পঞ্জিয়া সেবন করিবার পর ঘুংড়ি কাসি সরল হইয়া যায়, গলাব ভিতর ঘড়ঘড় করে, কাসি আলাগা আলাগা হয়, তখন হিপার ব্যবস্থা করিবে। ভোরের বেলা কাসির বৃদ্ধি যেখানে, সেখানেই হিপার ব্যবস্থা। হিপার প্রয়োগ করিবার পরও যদি দেখিতে পাও বোগেব আক্রমণ পুনরায় সন্ধ্যাবেলা ঘুরিয়া আসিয়াছে তখন একটা মাত্রা ফসফোবাস প্রয়োগ করিবে। ঘুংড়ি কাসিব জন্ত, ব্রোমিডাম, আয়োডিন, ক্যাওলিন প্রভৃতি ঔষধও বিশেষ ফলপ্রসূ।

ক্লোমোটাম :—যখন ঘুংড়ির সঠিত প্লটিসেব সঙ্কোচন আসিয়া পড়ে তখন ইহা কার্যকরী ঔষধ। ক্যাওলিন—বোগীর ঝিল্লীযুক্ত ঘুংড়ি কাসিতে কার্যকরী আবও বিশেষতঃ যখন ঝিল্লী নামিয়া ট্রেকিয়ার নিকট যায়। বৃকে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে এবং বোগী যখন তাহার শরীর কিছুতেই স্পর্শ করিতে দেয় না তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে ডাঃ হেরিং উপদেশ দেন। আয়োডিনও ঘুংড়ি কাসিব কার্যকরী ঔষধ তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্বে দেখিয়া লইবে পূর্বে খুব ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল কিনা? ঘুংড়ি কাসিতে ঘনঘন ঔষধ পরিবর্তন করা কর্তব্য নহে।

কাসি :—স্পঞ্জিয়ার কাসি শুষ্ক ঘনঘনে; মনে হয় যেন তাহার সমস্ত বায়ুনলী শুকাইয়া গিয়াছে, এক ফোঁটা রসও উহাতে নাই সেইজন্য প্রাণ্ডিয়ার কাসির সময় যেন করাত দ্বারা তক্তা চিরিতেছে একরূপ শব্দ হইতে থাকে—ইহার কাসি মিষ্টি দ্রব্য খাইবাব পর (জিকাম) এবং ঠাণ্ডা পানীয়ের পর, ধূমপান করিলে, মাথা নীচু করিয়া শুইলে, (মাথা নীচু করিয়া শুইলে কোন কোনও উপসর্গের উপশম) গরম ঘরের ভিতর থাকিলে, গান করিলে, বক্তৃতা দিলে বা জোরে জোরে পড়িলে ও কথা বলিলে বৃদ্ধি। গরম দ্রব্য পান করিলে রোগী অনেকটা উপশম বোধ করে (আস, লাইকেট, বাস, সাইলি) এই ঔষধ যে কেবল ঘুংড়ি কাসির ফলপ্রসূ ঔষধ তাহা নহে, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মাকাসি প্রভৃতি রোগে ইহার প্রয়োগ আছে। নিউমোনিয়া আরোগ্যের মুখে রোগীর কাসিতে কাসিতে প্রচুব পরিমাণে স্লেমা উঠে সেইজন্য রোগী শয়ন করিতে পারে না কেবল বামপার্শ্ব ফিরিয়া শুইতে পারে বা চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারে (আল্ফার); ব্রঙ্কাইটিস রোগে পূর্কোক্তরূপ কাসি হয় স্লেমা পরিমাণে খুবই, কম উঠে, স্লেমা হলুদবর্ণের কঠিন সামান্য অল্প স্বাদযুক্ত। রোগীর বায়ুনলী-ভূজের ভিতর ও বৃকের ভিতর জ্বালা করে, রোগী মনে করে তাহার গলার ভিতর ইজিয়া গিয়াছে। ছুপিং কাসিতেও ইহা ব্যবহার্য ঔষধ যদি উহা রাড্রি, বিশ্রবের পর ও ঠাণ্ডা হাওয়ার বেশী হয়।

শিরঃশূল :—স্পাইজেলিয়া নানাজাতীয় শূলরোগের অতি উত্তম ঔষধ তাহা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার মাথার শূলবেদনা বা মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক। মাথার যন্ত্রণা এত সাংঘাতিক ভাবে উপস্থিত হয় যে রোগীর জ্ঞান লোপ পায়। উহার শিরঃবেদনা নির্দিষ্টকাল মন্তর আবিভূত হয়। সাধারণতঃ প্রাতে বেদনা মস্তিষ্ক মূল হইতে আরম্ভ হইয়া ব্রহ্মতালু পার হইয়া বামদিকের চক্ষু মধ্যে এবং রগের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। ইহার শিরঃপীড়া সকালবেলা আরম্ভ হয়, দুপুরবেলা বৃদ্ধি লাভ করে তারপর রোদের প্রখরতা ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকিলে শিরঃপীড়াও ক্রমে ক্রমে কমিতে আরম্ভ করিয়া সূর্যাস্তে একেবারে কমিয়া যায়, (নেট্রাম মিউর, স্কাঙ্কুই, ট্যাবাক)। আধ-কপালে মাথা ব্যথার জন্য স্পাইজেলিয়া একটা উত্তম ঔষধ—স্কাঙ্কুইনেরিয়াও আধ কপালে মাথা ব্যথার একটা উত্তম ঔষধ; স্পাইজেলিয়া বামদিকের পীড়ায় এবং স্কাঙ্কুইনেরিয়া ডানদিকের মাথার পীড়ায় উপযোগী। সূর্যোদয়ের সঙ্গে আধ কপালের বা মাথার যন্ত্রণার আরম্ভ, দুপুরবেলা অত্যধিক বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যাবেলা কমিয়া যায়; ইহা নেট্রাম-মিউর ও স্পাইজেলিয়া উভয় ঔষধেই আছে, পার্থক্য এই—নেট্রাম-মিউরের মাথার যন্ত্রণা ঘুম ভাঙ্গিবার পরই আরম্ভ হয়—রোদ উঠিবার সহিত বাড়িতে থাকে, যত রোদের তাপ বাড়ে মাথার যন্ত্রণা ততই বেশী হয়; যন্ত্রণার সময় মনে হয় যেন বহু হাতুড়ী কেষ্ট মাথার ঠুকিতেছে। মাথার যন্ত্রণায় রোগী পাগলের ন্যায় কাজ করিতে থাকে সেই সঙ্গে জলপিপাসা ও কোষ্ঠকাঠিন্য। রোদের তেজ যত কমিতে থাকে মাথার যন্ত্রণা ততই কম পড়িতে থাকে। স্পাইজেলিয়ার মাথার যন্ত্রণা সাধারণতঃ স্নায়ু উত্তেজনা হেতু বেশী হয়; আধ কপালে মাথা ব্যথার সহিত যদি বমি বা গা বমি বমি থুং থাকে তাহা হইলে সিপিয়া উত্তম কার্য্য কবে। স্পাইজেলিয়ার শিবোবেদনা বাম চক্ষুর উপর বহুক্ষণ পর্যন্ত থাকে, সামান্য গুণ্ডগোল ও নড়াচড়ায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি, তাহার যে পার্শ্বে বেদনা আরম্ভ হয় ঐ দিকেব চক্ষু হইতে প্রচুর অশ্রু নির্গত হইতে থাকে। ডানদিকের চক্ষুর উপর যদি বেদনা স্থায়ী হয় তবে স্কাঙ্কুইনেরিয়া উপযোগী। আধ কপালের সহিত যদি ডানদিকের চক্ষু হইতে জল পড়ে তবে চেলিডোনিয়াম কার্য্যকরী ঔষধ।

স্পাইজেলিয়া যেক্রপ মাথাব স্নায়ুশূলে উপযোগী সেইরূপ মুখের, দাঁতের, চোখের স্নায়ুশূলেও কার্য্যকরী ঔষধ।

চোখের স্নায়ুশূলে অন্ধি গোলকের মধ্যদিয়া মস্তকেব পশ্চাৎ পর্যন্ত তীক্ষ্ণ-অস্পষ্ট-বিদ্যবৎ বেদনা হয় বেদনার সময় মনে হয় যেন চোখের তারা চক্ষু কোটর অপেক্ষা অধিক বড় হইয়া গিয়াছে এবং উহার যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া যাইবে। চোখে সামান্য হাতের স্পর্শও রোগী সহ্য করিতে পারে না; সর্বদাই বোঁগী মর্মে করে তাহাব চোখের ভিতর একটা পালকের টুকরা পড়িয়াছে তখন, যদি রোগী চক্ষু রগড়াই তাহা হইলে যন্ত্রণা আরও বেশী অমুভূত হয়। রোগীর চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রু বাহির হইতে থাকে। ক্রমিক্রমিত টেরা দৃষ্টিতেও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। স্পাইজেলিয়ার রোগী তাহার শরীর সঞ্চালন না করিয়া তাহা চক্ষু ঘুরাইতে পারে না।

কর্ণশূলের জন্তও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। শিরঃশূলের সহিত কর্ণশূলে রোগী উচ্চ শব্দ সহ্য করিতে পারে না। কর্ণশূলের সময় রোগী মনে করে তাহার কাণের ভিতর একটা খিল আঁট আছে, কাণের ভিতর কি যেন ফড়ফড় করিতেছে। সময় সময় রোগী ভাল শুনিতে পার অর্থাৎ যখন শূলবেদনা কম থাকে তখন সে ভাল শুনিতে পায় আবার যখন শূলের ব্যথা আরম্ভ হয় তখন প্রবণশক্তি হ্রাস পায়।

দস্তশূল :—অত্যন্ত দপ্পপ্ করিয়া হয, মনে হয যেন কেহ জোর করিয়া তাহার দাঁত উপ্‌ড়াইয়া ফেলিতেছে তখন রোগী শুইয়া থাকিলে আরাম পায়—ব্রাইনোনিয়াম রোগীও শুইয়া থাকিলে আরাম পায়। দস্তশূল সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলা ঘুমপানের পরই বেশী হয় (ক্যামো, ইয়েসিয়া)। পোকালোগা-দাঁতে অত্যন্ত বেশী দপ্পপ্ করে—ভিতর হইতে যেন দাঁতগুলি তৈলিয়া বাহির হইতেছে একরূপ বেদনা—আহারের সময় কিছু উপশম বোধ কিছু খাইবার পরই আবার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। বাত্রে রোগীর দস্তশূলের আক্রমণ এত বেশী হয় যে বোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে ; মোনঘেন, ম্যাগ-কস, ক্যামোমিলা প্রভৃতি ঔষধেও এইরূপ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার শূলের বেদনা কপালের হটক, মাথার, দাঁতের, কণ্ঠের বা মুখমণ্ডলের হটক সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়া সূর্যাস্তের সঙ্গেই কমিয়া যায়।

কৃমি :—রক্তহীন, গণ্ডমালা-খাত্তর বা বাতহুট-খাত্তর শিশুদিগের ছোট ছোট কৃমি রোগে বিশেষতঃ যদি উহারা বহু সংখ্যায় নির্গত হইতে থাকে তবে এই ঔষধ ব্যবহাৰ্য্য। কৃমিজন্মিত টেরা দৃষ্টিতেও স্পাইজেলিয়া—সিনা ও নেট্রাম-কসের স্রাব উপযোগী ঔষধ। রোগী মনে করে তাহার পাকাশর হইতে আংশিক তরল পদার্থ বা কৃমি উঠিয়া গলার ভিতর আসিতেছে। কার্বনিয়াম-সালফ রোগীর গলার ভিতর চুলু আবদ্ধ আছে একরূপ বোধ ; ‘গলায় পুতা আছে’ এইরূপ বোধে স্রাবাভে।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া :—ইহাতে ভয়ানক হৃৎকম্পন আছে। রোগীর হৃৎপিণ্ডের ভিতর এত ধড়ফড় করিতে থাকে যে তাহার গায়ে জামা থাকিলেও উপর হইতে স্পন্দন দেখা যায়। হৃৎকম্পে তাহার সমস্ত দেহ কঁপিতে থাকে রোগীর নিকটে কেহ দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহার বুকের ধড়ফড়ানি শুনিতে পায়। দ্রাব্যিক হৃৎরোগে রোগীর নাড়ী সবিরাম হইয়া যায়। হৃৎযন্ত্রের আকৃষ্টনের সময় তাহার শিখরদেশে ঘুমন্ত বিভালের গলার শব্দের স্রাব শব্দ শুনা যায়। স্পাইজেলিয়া যেমন তরুণ হৃৎযন্ত্রের পীড়ায় উপযোগী সেইরূপ রোগের প্রচণ্ড অবস্থায় যখন অত্যন্ত জোরে জোরে হৃৎস্পন্দন হইতে থাকে তখনও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। রোগের প্রচণ্ড অবস্থায় এই ঔষধ ম্যাগ-কস ও ডিজিটেলিস তুল্য। কেহ কেহ বলেন হৃৎযন্ত্রের পীড়ায় ইহা ডিজিটেলিস, ক্যাক্টাস ও ম্যাগ-কস অপেক্ষাও ভাল ঔষধ।

ডাঃ হেলিং বলেন—হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় স্পাইজেলিয়া বহু অংশে ক্যালমিয়া তুল্য ঔষধ ; হঠাৎ রোগীকে দেখিলে পর মনে হইবে ইহা ব্রি ক্যালমিয়ার রোগী। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় প্রথম স্পাইজেলিয়া প্রয়োগ করিয়া ক্যালমিয়া প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। দ্রাব্যশূলও উভয় ঔষধে আছে ; ক্যালমিয়ার শূলবেদনা ঔগন্ধিকে এবং স্পাইজেলিয়ার সাধারণতঃ বায়মিকেকেই বেশী দেখা যায়। এই দুই ঔষধ বাতজ হৃৎযন্ত্রের পীড়ার অতিশয় কার্য্যকরী। দুই ঔষধেরই হৃৎস্পন্দন অত্যধিক। নিকটে কেহ দাঁড়াইলে স্পন্দন শুনিতে পায়, তবে বাতযুক্ত হৃৎরোগে ক্যালমিয়াই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ‘উত্তর ঔষধের হৃৎস্পন্দন অত্যধিক তাহাতে কোম সন্দেহ নাই ; ইহার উপর ক্যালমিয়া রোগীর নাড়ী ডিজিটেলিসের নাড়ীর স্রাব অবিরাম ও গতি অতিধীর।’

মলাস্ত :—রোগীর মলাস্ত মধ্যে যেন কোন পোকা বেড়াইতেছে বোধ এইজন্য তাকার মল-মার্গ মধ্যে অত্যন্ত চুলকাইয়া। রোগীর মলাস্ত হইতে প্রচুর পরিমাণে মলীলতা (কৈচো) কৃমি এবং স্রব কৃমি বাহির হয়। সিনা, অ্যাসারাম, অ্যাস-ক্লিপি, ক্যালকে, নেট্রাম-ক, কেলি-মিউর, আর্টিকা-ইউরেন

প্রসূতি ঔষধও এই সকল কৃমির জন্য ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। রোগীর মল আমশুক্ত উহা অত্যন্ত কুশল দিবার পর নির্গত হয়, কোন কোন সময় কেবল আম নির্গত হয় আবার কখনও বা অসংখ্য কৃমিসহ প্রচুর মল নির্গত হইয়া থাকে। মলান্তর কর্তৃক অর্কুণ রোগে যখন অসহনীয় যন্ত্রণা থাকে তখন ডাঃ অ্যালেন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

স্পাইজেলিয়া রোগী রাত্রে হস্তপদাদি কিছুতেই স্থির রাখিতে পারেনা, সেইজন্য রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হয় না, সুতরাং রোগী ভোরের বেলা ও গভীর রাত্রে এবং দিনের বেলা ঘুমাইয়া পড়ে।

• **ছাস-বৃদ্ধি** :—স্থির হইয়া থাকিলে, নিশ্বাস গ্রহণ কবিলে, মস্তক উঠে রাখিয়া ডাণমিকে ফিরিয়া শয়ন করিলে (ফস্, নেট্রার্ম), নির্মল বায়ুতে রোগের উপশম; কেহ স্পর্শ করিলে, দেহ সঞ্চালন করিলে, জোরে জোরে হাঁটিলে, মাথা নাড়াইলে বা কাঁপাইলে, হেঁট হইলে, সম্মুখদিকে বুক ঝাঁকাইলে, খাইবার অনতিপরেই, বৃষ্টির দিনে, প্রাতে নিদ্রা ভাঙিলে, সূর্যের উত্তাপে, ধূমপানে ও ছপুরবেলা রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—স্পাইজেলিয়া—বামদিকের চক্ষুর স্নায়ুশূলে—গিরিডি তুল্য; সূর্যোদয়ের সঙ্গে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধিতে—নেট্রাম-মিউর, স্পাইজেনেরিয়া তুল্য; সন্ধিরোগে—পালসেটিলা তুল্য; চোঁথের তীব্র বেদনায়—বেলোডোনা তুল্য; হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে—ক্যালমিয়া, ডিজি, ক্যান্থাস তুল্য; মুখের স্নায়ুশূলে—থুজা তুল্য; তাল তাল কৃমি নির্গমনে—সিনা, টিউক্রিয়াম, ষ্ট্যানাম, নেট্রাম-কস তুল্য; অত্যন্ত স্পর্শবেশে—কেলি-কার্ক তুল্য; ধূম পান করিবার ফলে দস্তশূলে—প্র্যাটিনাম তুল্য।

শক্তি :—৩৫, ৬৫, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

কিন্তু সাধারণতঃ ৩০ ও ২০০ শক্তিই বেশী ব্যবহৃত হয়।

স্পাইর্যাথিস (Spiranthes Autumnalis.

পরিচয় :—ইহার অপর নাম লেডিস ট্রেপস। ইহা এক প্রকার বৃক্ষ, এই বৃক্ষের মূল হইতে মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—স্পাইর্যাথিস স্ত্রীলোকদিগের স্তনের দুগ্ধ বৃদ্ধি করিতে উত্তম ঔষধ। কোমরের বাত, বাতব্যাধি এবং নিদ্রাধুতা ও পুনঃ পুনঃ ঢেঁকুর তোলার সহিত অল্পশূল রোগে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী।

স্পাইর্যাথিসও অ্যাকোনাইটের জায় অরনাশক ঔষধ। এই ঔষধেও দেহের অংশ বিশেষের প্রদাহ এবং উহার মধ্যে রক্তসঞ্চাধিক্য দেখা যায়। এই ঔষধ দ্বারা চক্ষু, চিবুক ও বকের প্রদাহ উপশম হয় এবং ঐ স্থানসকল আরক্তিম ও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। রোগীর সমস্ত শরীরে অস্ত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহার হৃদপিণ্ড অত্যন্ত ধড়কড় করিতে থাকে এবং উহার মধ্যে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ।

রোগিণীর স্তনদুগ্ধ ও প্রসাব, রোগের প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত কমিয়া যায়, কিন্তু পরে পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশী দেখা যায়।

• রোগীর কিড্‌নীর মধ্যে রাত্রে সাঁটিয়া ধরার দ্বারা হওয়ার বা শূলবেদন হইবার জন্য সে শুইয়া থাকিলে উঠিয়া বসে এবং বসিয়া থাকিলে শয়ন করে, কখনও বা কিড্‌নীর ভিতর অত্যন্ত জ্বালা

করিতে থাকে। প্রস্রাবের সময় মূত্রাশয় মধ্যে বেদনা বোধ, যুম ভাঙ্গিবার পর মূত্রাশয় মধ্যে জ্বালা ও বেদনা (বার্কী, নাক্স)। ইহার রোগীব প্রস্রাব শীত্ৰ শীত্ৰ পচিয়া বাষ (অরাম, অ্যাসিড-কস) এবং প্রস্রাবে আঠা আঠা লালবর্ণের তলানি পড়ে।

এই ঔষধ কিড্‌নী শুলের জন্ত যেরূপ উপযোগী সেইরূপ অন্ত্ৰশূলেব জন্তও ব্যবহার্য্য। অন্ত্ৰশূলে তলপেট হইতে অন্ত্ৰনালীর মধ্যে বায়ুসঞ্চয় হইয়া তলপেট উত্তপ্ত হয়। রোগী পুনঃ পুনঃ ঢেঁকুর তুলিয়া থাকে। তাহার গ্রীহা ও মূত্র উভয়ই ব্যাধিযুক্ত হয়। রোগী হাসিলে তাহার তলপেট গরম হইয়া উঠে; স্ফ্রাঙ্কুইন রোগী ধূমপান কবিলে তাহার তলপেট গরম হইয়া উঠে। রোগী যত হাসিলে ততই তাহার উদার উঠিতে থাকিলে। স্ফ্রাঙ্কুইন শুলের ব্যাধার সময় বোগী শুইয়া থাকিলে উঠিয়া যবে, বসিয়া থাকিলে শুইয়া পড়ে (ডায়োক্স, পাইবো), উহার ভিতর জ্বালা করিতে থাকে, জ্বালা ও যন্ত্রণার জন্ত রোগী হেঁট হইতে পারে না।

স্ট্রীলোকদিগের যোনির মধ্যে রমণাধিব সময় অত্যন্ত জ্বালা করে। কুঁচকীপ্রদেশে এবং ষাড়ের কুঁচকানো চামড়ার মধ্যে ফোকা বাতির হয়, বোগিগী এই ফোকাস মধ্যে পুড়িয়া যাইবার স্রাব জ্বালা অনুভব করে, এই সকল ফোকা হইতে পুঁজের স্রাব রস বাতির হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—মূল আরক, ১৫, ৩১ ক্রম।

স্ফ্রাঙ্কুইনেরিয়া-ক্যানাডেন্সিস (Sanguinaria Canadensis.)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম স্ফ্রাঙ্কুইনেরিয়া-ভাবনেনিস বা টায়মেরিক, আমাদের দেশীয় হরিদ্রা। ইহাব তাজা মূল ছোট ছোট কবিতা কাটিয়া সুরাসাবে ভিজাইয়া রাখিলে ইহার আরক প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারশক্তি :—মন, শ্বাসযন্ত্রের বিবিধ পীড়া ও শিরঃপীড়া, ফুসফুস প্রদাহ, ফুসফুস আবেষ্টনীর প্রদাহ, শ্বাসকষ্ট, শ্বসভঙ্গ, গলনালী প্রদাহ, শ্বসযন্ত্রের প্রদাহ, বধিবতা, ইনফ্রুয়েঞ্জা, বাত, রক্তামাশয়, অর্শ, স্ত্রাবী বা কামলা, মুখ ও মুখমণ্ডলেব স্রাবশূল, নাসার্কুদ, বজোনিবৃত্তিকালীন পীড়া; লাইকোপোডিগামেব স্রাব চোব পীড়াও ডাণ দিক হইতে আরম্ভ হয়। আত্মাণ শক্তি ও আশ্বাদ শক্তির লোপ, গভাবস্থাব নানাবিধ পীড়া, আঙ্গুলহাড়া, হপিংকাসি প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াশক্তি :—এই ঔষধ রোগীর সমগ্র বায়ুমাৰ্গের বিকৃতি সাধন করে এবং নাসার্কুগত বিকীর উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া তৎকল সন্ধি উৎপাদন করে, ফুসফুস পাকশযিক স্রাবের উপর্যুও ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পাকশযিক স্রাবের আক্রমণেব ফলে যক্ৰং ও পরিপাক যন্ত্রের পীড়াও উৎপাদিত হয়।

স্বভাব ও গঠন :—রোগীব চিত্ত-চাঞ্চল্য অত্যধিক; বমন ও প্রলাপ আবির্ভাবের পূর্বে তাহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাহার শ্বরের মধ্য দিয়া কেচ চলিয়া গেলে রোগী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়ে। রোগীর কি খাইতে ভাল লাগে তাহা সে বলিতে পারে না তবে ঝাল, কাঁকাল জব্য এবং চাটনি প্রভৃতি তাহার খাইতে ভাল লাগে,—চিনি বা মিষ্টজব্য তাহার নিকট ভিত্তি লাগে, উহা খাইলে পর ভিতরে জ্বালা অনুভব করে। রোগীর মুখমণ্ডলের শিরা সকল লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে সেইজন্য

সেঁজাড়াইয়া অল্পভব করে, ওষ্ঠ দুইটা শুক বোধ করে এবং সন্ধ্যার সময় ওষ্ঠ দুইটা ফুলিয়া উঠে, অথবা নীচের ওষ্ঠটি জ্বালা করে। অত্যন্ত ঋতুশ্রাবের সময় যুবতীদিগের মুখমণ্ডলে ব্রণাদি উদ্ভেদ বাহির হইয়া থাকে ;—বেলিস, ক্যালকে, সোরিগাম প্রভৃতি ঔষধেও এইরূপ ব্রণ নির্গত হয়।

শিরঃপীড়া :—এই ঔষধ ডাণ্ডিকের শিরঃপীড়ার একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার মাধার যন্ত্রণা—স্পাইজেলিয়ার ত্রায় স্ফোদ্রণের পর হইতে আরম্ভ হইয়া দুপূরে অত্যধিক হয় এবং বেলা ৩টার পর হইতে কমিতে থাকে সন্ধ্যাবেলা একেবারে যন্ত্রণা কমিয়া যায়। এই ঔষধ যেমন আধকপালে মাধা ব্যথার উৎকৃষ্ট, সেইরূপ, সমুদ্রদিকের মাধার যন্ত্রণায়ও ভাল ; যন্ত্রণা সকালবেলা অতি প্রচণ্ডভাবে আরম্ভ হইয়া থাকে ক্রমশঃ ঐ যন্ত্রণা মাধার মধ্যস্থলে যাব তারপর আন্তে আন্তে উহা চক্ষুর উপর চাপিয়া বসে ; রোগীর মাধা ব্যথা এত সাংঘাতিক আকারে হয় যে সে তখন আলো বা শব্দ সহ্য করিতে পারে না, সে যাহা খায় তাহা বমন করিয়া উঠাইয়া দেয়, সেই সঙ্গে তাহার দুইপাশের শিরা সকল দপ্‌দপ্ করিতে থাকে—বেলেডোনাযও এইরূপ দপ্‌দপ্ করে তবে স্কাঙ্কুইনেরিয়ার রোগী অপেক্ষা বেলের রোগীর মাধা অত্যন্ত গরম, মুখ অত্যন্ত আরক্তিম হইয়া যায় ও পা বেশী ঠাণ্ডা হয়, স্কাঙ্কুইনেরিয়ার ঐরূপ হয় না। বেলেডোনার রোগী মাধা ফুলিয়া বালিসে ঠেস দিয়া বসিলে আরাম পায়—স্কাঙ্কুইনেরিয়া রোগী বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে আরাম পায়। ইহার মাধা ব্যথা অনেক সময় (জেলসিমিয়ার ত্রায়) প্রচুর প্রস্রাব হইয়াও উপশম হইয়া থাকে। স্কাঙ্কুইনেরিয়ার আধকপালি মাধার যন্ত্রণা স্পাইজেলিয়ার ত্রায়, ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি তবে পার্থক্য এই স্পাইজেলিয়া বামদিকের মাধার যন্ত্রণায় প্রয়োগ করিতে হয় আর স্কাঙ্কুইনেরিয়া ডাণ্ডিকের মাধার যন্ত্রণা প্রযোজ্য।

স্কাঙ্কুইনেরিয়ার মাধার যন্ত্রণা প্রতি সাতদিন অন্তর ঘুরিয়া আসে (স্রাবাডে, সিলিকা, সাল্ফার) ; আইরিস্-ভার্চি রোগীর শিরঃপীড়া প্রতি আট দিন অন্তর ঘুরিয়া আসে। স্কাঙ্কুইনেরিয়ার মাধার যন্ত্রণা বয়ঃসন্ধিকালে পুনরায় ঘুরিয়া আসে। মাধার যন্ত্রণার সময় শব্দশৈলী শিরাগুলি এত ফুলিয়া উঠে যে হাত ছোঁয়াইলে ব্যথা লাগে।

নাসিকার রোগ :—রোগীর শ্বাশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, নাসিকার ভিতর পলিপাস বা নাসার্কুদ হইয়া তাহার শ্বাস প্রবাসের ব্যাঘাত জন্মায় (থুজা, ক্যালকে-কার্ক ও ক্যালকে-ফস, সোরিগাম, টিউক্লি, টিউবারকিউলিনাম)। নাসিকার ভিতর পলিপাস হইবার ফলে রোগী পুনঃ পুনঃ হাঁচি, জলের ত্রায় নাসিকাশ্রাব এবং তাহার নাসামূলে পেশবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে, মাধার ত্রায় যন্ত্রণার সহিত সর্দিরোগেও ইহা ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ নব প্রস্তুতিত গোলাপ ফুল বা নুতন শস্ত্রদির রেণুর আশ্রাণ লইবার পর সর্দি বা শ্বাসরুদ্ধাদি রোগে উপযোগী। মূর্ছাবান্ধুগ্ৰস্তা রক্তগীগণ বা স্নায়বিক ঋতুর রক্তগীগণ, ফুলের গন্ধ শুকিয়া পীড়িত বা অবসন্ন হইয়া পড়িলে এই ঔষধ গ্র্যাকাই, ইয়ের্সিয়া, নাক্স-ভম ও ভ্যালিরিয়ানা তুল্য ঔষধ। নাসিকার ভিতর পলিপাস জন্মিয়া যদি নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে তাহা হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

মুখাভ্যন্তর :—স্কাঙ্কুইনেরিয়ার রোগীর শ্বাশক্তি যেমন লুপ্ত হয় সেইরূপ তাহার আশ্বাসশক্তিও লোপ পায়। রোগী মনে করে যেন তাহার জিহ্বা জুড়িয়া গিয়াছে। জিহ্বা অত্যন্ত ব্যথাক্ত, যেন জিহ্বার উপর কৌড়া উঠিয়াছে এইরূপ জ্বলিতে থাকে (রাস্, সিটাস্, অ্যানাই)। মিষ্ট জব্যাদি তাহার নিকট ভিত্তাবস্থ লাগে, ঝাঁঝাল, ঝাল ও চাইনী সে পছন্দ করে।

কাসি :—ইনফ্লুয়েঞ্জার সহিত কাসি থাকিলে এবং হঠাৎ যদি কাসি ও গয়ার বন্ধ হইয়া উদরাময় হয় তাহা হইলে এই ঔষধ দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহা ব্যতিরেকে শ্যাদুইনেরিয়া ব্রুকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য ঔষধ। সাধারণতঃ ডাণদিকের ফুস্ফুস বেশী আক্রান্ত হয়।

• ইহার রোগীর রাজ্যে অত্যন্ত শুষ্ক কাসি হয়, সেইজন্য রোগী কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না, যতবার সে শুইতে যায় ততবারই তাহার কাসি হয় এবং পুনরায় উঠিয়া বসে। ইহার কাসির প্রকোপ কেবলমাত্র ঢেঁকুর তুলিলে এবং বায়ুনিঃসরণ হইলে উপশম। বৃকের ভিত্তর অত্যন্ত বেদনা ও জলের স্রাব সন্ধিস্রাবযুক্ত কাসিতেও এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

নিউমোনিয়া রোগে যখন ফুস্ফুস যত্নতভাবে প্রাপ্ত হয়, যখন অত্যন্ত শ্বাসকষ্টতা, কাঠ চেবার স্রাব নিশ্বাসের শব্দ, স্বরভঙ্গ, শুষ্ক কাসি, ডাণদিকের স্বচ্ছপ্রসারী বেদনাবজ্র রোগী তাহার ডান হাত ঠিকমত ভাবে তুলিতে পারে না, অতি কষ্টে সে তাহাব হাতখানা তোলে। লাইকোপোডিযামের স্রাব ডাণদিকের নিউমোনিয়া রোগে ইহাও উপযোগী ঔষধ। রোগীর বুক ও ফুস্ফুস মধ্যে আলা করে, গন্ধাব অত্যন্ত ঘন, দড়ীর স্রাব, লোহায মবিচা ধরার স্রাব বর্ণ, অতি কষ্টে সে তাহার গথাব তুলিয়া ফেলে। রোগীব নাড়ী দ্রুত ও স্পন্দ, মুখমণ্ডল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শীতল, কখনও কখনও হাত পা গরম ও জ্বালাযুক্ত। রোগীব মুখে গন্ধ ও গবারের গন্ধ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, রোগী নিজেও গবারের গন্ধে অত্যন্ত বিবর্তি অনুভব করে। ইহার রোগীর স্রাব একটী বিশেষ লক্ষণ আছে, কাসির পূর্বে ও পরে তাহাব বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকে, কাসির পর শরীর উত্তপ্ত হয় এবং তাহার পর সে হাই তুলিতে থাকে।

হপিং কাসি যখন অত্যন্ত সাঁই সাঁই শব্দকাবী ও বড়বড়ে হয়, গয়ার যখন অতি কষ্টে নিঃসৃত হয় এবং গথাব যখন ঘন আঠার স্রাব ও দড়ীর স্রাব তখন ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। যতবার রাজ্যে শিশু শুইতে যায় ততবারই তাহাব কাসির বেগ হয়। ইহা যেমন হপিং কাসিতে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ হপিং কাসি ভাল হইবাব পব ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি উদরাময় হয় তাহা হইলেও ব্যবহার্য।

• **উদরাময় :**—তরুণ সর্দির পর উদরাময় বা ইনফ্লুয়েঞ্জার পর উদরাময় রোগে ইহা উপযোগী। উদরাময়ের মল তরল ও শব্দযুক্ত, উজ্জ্বল হলুদবর্ণের, অজীর্ণ, সেই সঙ্গে বৃকের ভিত্তর বেদনা ও কাসি থাকিলে ইহা আরও কায্যকরী। উদরাময়ের সহিত উপর পেট ও নিম্ন পেটে বায়ু সঞ্চিত হয়, মলত্যাগকালে বায়ু নিঃসৃত হইতে থাকে, প্রচুব বায়ু নিঃসরণে কাসির উপশম বোধ। পর্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য তৎসহ মাথাব তীব্র ব্যথা ইত্যাদিতে শ্যাদুইনেরিয়া উপযোগী ঔষধ।

জীরোগ :—ব্যবাসনিকালে নানাবিধ পীড়ায় রোগীব নতি স্বাস্থ্য বিকৃত তাবাপন্ন হইয়া পড়ে, তাহার থাকিয়া থাকিয়া যদি উত্তাপাবির্ভাব হইতে থাকে, তাহা হইলে ল্যাক্সেটিস, অ্যামিল-নাইট্রেট ও গ্লোনথেনের স্রাব শ্যাদুইনেরিয়াও উপযোগী। তাহার পেট মধ্যে মধ্যে ফুলিতে থাকে, কখন তাহার শরীর হইতে উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে, হাতের ডলা ও পায়ের ডলা জ্বালা করিতে থাকে এবং শরীরে এত জ্বালা বোধ যে, রোগিনী তাহার গায়ে ঢাকা দূরে, নিক্ষেপ করিয়া কেলে, রোগিনীর শ্বনঘর অত্যন্ত ব্যাধিত হইয়া ফুলিয়া উঠে। ডাঃ অ্যালেন বলেন,—এইরূপ অবস্থার

স্থান ল্যাকসিস ও সাল্ফার প্রয়োগ করিয়াও আশাশুঙ্ক ফল পাওয়া যায় না তখন এই ঔষধ দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

ইহার ঋতুপ্রদরের স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়।

ঋতুস্রাব অকালে প্রকাশিত হয়, ঋতুর স্রাবের রক্ত কাল, দুর্গন্ধযুক্ত, মাংসপেশের স্রাব চাপ, চাপ, রক্তও নির্গত হয়। ঋতুস্রাবের সহিত অত্যধিক মাংসার যন্ত্রণা, বৃক টুটানি ব্যথা, বৃক ধড়ফড়ানি, স্তন দুইটির ভিতর অত্যধিক বেদনা, যোনিদ্বারে ফুজুড়ির স্রাব উদ্বেদ নির্গত হওয়া, হাত না আঁলা করা প্রভৃতি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা বোগিগীর নাসিকার ভিতর যেক্রপ পলিপাস বা নাসার্কু হইলেও ব্যবহার্য্য ঔষধ।

হৃদযন্ত্রের পীড়া :—মাংসার তীব্র যন্ত্রণার সহিত হৃদপিণ্ডে ভয়ানক বেদনা অথবা হৃদপ্রদেশ—অত্যন্ত নিশ্চিষ্ট হইতেছে এরূপ বেদনা থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। সন্ধিবাতে বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বেদনা নিরাময় করিবার পর যদি বাতাপ্রিত হৃদপিণ্ডের পীড়া হয়, সেই সঙ্গে শুষ্ক গাত্রচর্ম, অত্যধিক গাত্রদাহ, অত্যধিক বস্তুর চাপ বৃদ্ধির স্রব ভয়ঙ্কর বৃক ধড়ফড়ানি হইয়া যদি বোগিগীর স্তন লোপ পায়, নাড়ী অনিয়মিত হইতে থাকে তবে স্নানুইনেবিয়া ব্যবস্থেয়।

বাতের বেদনা :—রোগীর ঘাড়ে, কাঁধে এবং বাহ্যতে বাতের বেদনা বৃদ্ধি। অত্যন্ত ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিবার ফলে ডিম্ব ও কটিবাত অথবা পৃষ্ঠের বৃহৎ মাংসপেশীর স্রব রোগে ইহা উপযোগী। পৃষ্ঠের মাংসপেশী হইতে নীচের দিকের সমস্ত পেশীতে বাতের ব্যথার স্রব হাত পর্য্যন্ত ছোঁয়ান যায় না। তাহার বামদিকে উকদেশে এবং ডানদিকের উক্কে ভিতর বাতের বেদনা; কখন কখনও রোগীর ঐস্থলে এত তীব্র বেদনা হয় যেন তথায় অত্যধিক আঘাত লাগিয়াছে। কোন কোন সময় ইহার বেদনা স্থান পরিবর্তন কবে। বাতের বেদনার স্রব তাহার ডানদিকের বাহ্য অংশ হইয়া যায়; বোগী সর্বদা আলস্ত বোধ কবে কোনরকম শারীরিক ও মানসিক পবিত্রম ক্রুরিতে চায় না। বর্ষাকালে বা জলীয় আবহাওয়ায় এই অবস্থা বেশী হয়। বাতের বেদনার সহিত শিরঃপীড়া অত্যন্ত থাকে।

উপশম :—স্থির হইয়া অন্ধকার ঘরে শুইয়া থাকিলে, কের জোরে জোরে তাহার শরীর টিপিয়া দিলে, হাঁটু গাড়িয়া ভূমির উপর জোরে মাথা ঘষিলে, বামদিকে শুইলে, বায়ু নিঃসরণ হইলে বা ঢেঁকুর উঠিলে এবং মুক্ত বায়ুতে বেড়াইলে উপশম।

স্নানুইনেবিয়া অস্থিরতার স্রব দূর কবে; বেলেডোনার পর এই ঔষধ অত্যধিক উপযোগী।

সম্বন্ধ :—স্নানুইনেবিয়া—শিরঃপীড়া, বেল, আইরিস তুল্য; বায়োসন্ধিকালের পীড়ায়—ল্যাক, সাল্ফার তুল্য; পুরাতন ব্রুসাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগে—চেলি, ফস, সাল্ফার, ভেরেট্রাম তুল্য; দক্ষিণ বাহ্য বাতের বেদনায়—ম্যাগ-কার্ব তুল্য; মাংসারায়—স্পাইঞ্জেলিয়া ও নেট্রাম-মিউর তুল্য; শিরঃপীড়া প্রসাবে উপশমে—জেলস, ফস ইয়ে তুল্য, পেটের ভিতর যেন জীবন্ত পদার্থ রহিয়াছে বোধে—কোকার তুল্য; উপসর্গ ডাণ্ডিক হইতে বামদিকে চালিত হওয়ায়—লাইকো ও চেলিডোনিয়া তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অগ্নি, ৩, ৬, ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

স্ফাঙ্কুইনারিনাম-টার্টারিকাম (Sanguinarinum Tartaricum.)

• ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চোখের ঢেলা বাহির হইয়া পড়া অর্থাৎ অন্ধিপোগলকের বহিনিঃসরণ রোগের একটি উত্তম ঔষধ। চক্ষুতারকার অস্বাভাবিক প্রসারণ ও অস্পষ্ট দৃষ্টিতেও ইহা কার্যকরী ঔষধ।

• শক্তি :—৩x ক্রমই ব্যবহার্য। সময়ে সময়ে উচ্চশক্তিও আবশ্যক হইতে পারে।

স্ফাঙ্কুইনারিনাম-নাইট্রিকাম (Sanguinarinum Nitricum.)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম নাইট্রেট অফ স্ফাঙ্কুইনারিনাম। ইহা প্রথমতঃ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

• ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ তরুণ সর্দি বোগের একটি বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ। সর্দি রোগে রোগী মনে করে যেন সে মূলা খাইতেছে এবং তাহারই ঝাঁক চক্ষুতে লাগিবার ফলে তাহার চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে জল পড়িতেছে, এইরূপ হইবার অনতিবিলম্বেই তাহার চক্ষুর উপর একটি সূক্ষ্ম শেয়ার লেপ পড়িয়া বহিয়া দৃষ্টির অস্পষ্টতা ঘটায়, তাহার ডাণ্ডিকের নাসিকা হইতে অনবরত বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকে। আবার দুইদিকের নাসা হইতে জ্বলন্ত স্নায়ু শ্রেণী নির্গত হইতে থাকে ও প্রতি ৩৭ মিনিট অন্তর লে হাঁচে। অনবরত হাঁচিবার ফলে তাহার নাসিকা, চক্ষু, মুখের ভিতর ও গলার ভিতর জ্বালা করিতে থাকে, উষ্ণ হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্লেয়াশ্রাব হইতে থাকে, ঐ সঙ্গে জল পিপাসাও খুব, সে প্রচুর জলও পান করে। ইউফ্রেসিয়া, অ্যালিয়াম সেপাও এইরূপ সর্দি দেখা যায়। ইহার রোগী সর্বদাই মনে করে যেন তাহার শরীরটা রক্ত অবস্থায় আছে, মাথা অত্যন্ত ভারি বোধ। রায়ে রোগীর নাকে প্রচুর পরিমাণে সিকনি জমিয়া থাকিবার ফলে পুনঃ পুনঃ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; যন্ত্রগ্রন্থির নিকট গ্রন্থির প্ৰস্তাতে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ, যেন তাখায় প্রচুর শ্লেয়া জমিয়া আছে, সেইজন্য ঐ স্থান সাঁটিয়া থাকা ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার রোগীর প্রচুর মিষ্টশ্বাদযুক্ত পাতলা ফেনাময় আঠার জায় স্লেয়া নির্গত হইতে থাকে। রোগীর প্রথম অত্যন্ত শুষ্ক কাসি হইতে থাকে, তখন সে খুঁকখুঁক করিয়া কাসে, শুষ্কাকারের কাসিবু সহিত অনেক সময় রক্ত নির্গত হইয়া থাকে, ভবানক শুষ্ক কাসির জন্য রোগীর তালমূলে বোধ হয় যেন ঝিল্লী কেহ চাচিতেছে। রোগী সকালবেলা এদিক ওদিক করিলেই তাহার কসির উদ্রেক হয়। শুষ্ক কাসি ক্রমে ক্রমে তরল কাসিতে পরিণত হয় এবং কাসিবার সময় বৃকে ঝড়, ঝড় শব্দ করিতে থাকে। কাসিতে কাসিতে তাহার শ্বাসবদ্ধ হইয়া বাইবার উপক্রম হয়, সে তখন মুক্ত হাওয়ার ভিতর বেড়াইতে বাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। আগ্নিকার্করূপ ইহা দ্বারা নিরাকৃত হয়। নাসিকার্করূপ আরোগ্যকরণে ইহার প্রসিদ্ধি খুব।

• সূত্র :—সর্দিরোগে ইহা অ্যালিয়াম-সেপা, ইউফ্রেসিয়া ও এরাম-টাই সমতুল্য ঔষধ।

• শক্তি :—৩x, ৪x, ৬x ক্রম।

স্যাকারাম-ল্যাকটীস (Saccharam Lactis.)

পরিচয় :—যথানিয়মে দুগ্ধ-শর্করাকে বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়। ইহার অপর নাম সুগার অর্থাৎ মিষ্ট।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ দুগ্ধশূল, দুর্গন্ধযুক্ত গাত্র, বহুমূত্র, অজীর্ণ, কর্ণপুণ্ড, মাথাব্যথা, মায়িক দুর্বলতা, ডিম্বাশয় প্রদাহ, অক্ষিপট প্রদাহ, আঁচিল, নাভিদোষ প্রদাহ, অক্ষয় প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

শক্তি :—৩০ শক্তিব নিয়ে ব্যবহৃত হয় না।

স্যাকারাম-অফিসিনেলি (Saccharam Officianale.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সুগার-কেন্ বা ইক্ষু।

ইক্ষুদণ্ড হইতে বস বাহিব কবিয়া তাহাব সহিত মিশ্রিত সুরাসার বা ডাইলিউট অ্যালকোহল যোগে ইহা প্রস্তুত হইতে পারে, আবার বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারেও ইহা তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—ইহা সোবাদোষ, নাশক ঔষধ। এই ঔষধ সংক্রমণ দোষ ও পচন নিবারণ করে। ইহা দ্বারা ক্ষুধাশূন্যতার দুর্বলতা ও বিকৃতি দূর করে, মায়িক দৌর্বল্যে ও রক্তশূন্যতা রোগে বলবর্দ্ধকের দ্বারা কার্য করে এবং অনুরোগ ও মলমূত্রের চুলকানিতে বিশেষ কার্য করে। ইহা ব্যতিরেকে উদরী, ছানি, বহুমূত্র, শোথ, মাথাব্যথা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

শক্তি :—৩০ শক্তিব নিয়ে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে, সাধারণতঃ ৩০, ২০০ শক্তিব বৈধি ব্যবহৃত হয়।

স্যালিক্স-নাইগ্রা (Salix Nigra.)

পরিচয় :—ইহা কাল উইলো। এই গাছের তাজা ছাল ছিড়িয়া সুরাসাবেব সহিত, মিশ্রিত কবিয়া মাথাব্যথা টিংচাব তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের কুফল নিবারণে ইহার অশেষ ক্ষমতা; রোগীর প্রবল কামপ্রবৃত্তি কিন্তু তাহার রতিশক্তির অভাব। অতিরিক্ত অগ্নিদোষ নিবারণে ও প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় ক্যান্থারিস তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অবিশ্লেষ ১০ ফোটা মাত্রা ব্যবহার্য।

সিলফিয়াম-ল্যাসিনিয়োটাম (Silphium Lasiniatum.)

পরিচয় :—ইহাব অপর নাম কম্পাস প্রাণ্ট বা কম্পাস বৃক্ষ। ইহার নীচের পাতাগুলির প্রান্তভাগ সর্বদাই উত্তর বা দক্ষিণমুখী থাকে বলিয়াই ইহার নাম কম্পাস প্রাণ্ট হইয়াছে। এই গাছ আমেরিকার তৃণাবৃত স্থানে উৎপন্ন হয়, ইহার রসে অধিক পরিমাণে ধূনা আছে। ইহার তাজা গাছ

কুল জন্মিবার সময়ে কাটিয়া বখারীতি স্ত্রাসারে মিশ্রিত করিয়া টিংচার তৈরী করা হয়। সিকাঙ্গা নগরের ডাঃ হেল এই ঔষধের আংশিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

ব্যবহারস্থল:—এই ঔষধ নানাজাতীয় হাঁপানি কাসি এবং প্রাচীন ব্রুকাইটিস রোগে উত্তম কার্যকরী। ইহা মূত্রনলীর শৈথিল্য বিস্তার উপদাহে, সর্দিসংযুক্ত ইনফ্লুয়েন্সারোগে, আমাশয়ে, কোষ্ঠকাঠিন্বে উপযোগী।

বাসযন্ত্রে পীড়ায় গয়ার প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, ঐ গয়ারগুলি দড়ি দড়ি ফেনাযুক্ত। কৃষ্ণসের ভিতর ও গলাব ভিতর কণ্ডুয়নের দ্রুত রোগীর অনবরত কাসিবার প্রবৃত্তি, কাসির সহিত প্রচুর স্লেয়া নির্গত হয়।

যক্ষ্মারোগ:—দড়ি দড়ি ফেনা ফেনা, ধূসর ও পীতবর্ণের অধিক পরিমাণে স্লেয়া কাসিতে কাসিতে নিঃসরিত হইবার ফলে রোগী শীঘ্র শীঘ্র কঙ্কালসার হইয়া পড়িলে এই ঔষধ উপযোগী।

ডাঃ হেল যক্ষ্মারোগে 'যখন রোগী প্রচুর পরিমাণে ধূসর বা হলুদবর্ণের স্লেয়া বা গয়ার তুলিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে' তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন,— এই সকল লক্ষণযুক্ত রোগীর পক্ষে সিলফিয়াম একটা অতি উচ্চাঙ্গের ঔষধ। ডাঃ হেল যক্ষ্মারোগে সিলফিয়ামের ২x ক্রম ২ ফোটা মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে উপদেশ দেন।

শক্তি:—২x, ৩x, ৬x ক্রম। কেহ কেহ আরও নিম্নক্রম ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

সিলফিয়াম-সাইরেনেইকাম (Silphium Cyrenaicum)

ব্যবহারস্থল:—ক্রমবর্ধমান বাজযক্ষ্মারোগে যখন অনবরত কাসি হইতে থাকে, প্রচুর নৈশশ্বাস হয় এবং শরীরের শীর্ণতা দেখা দেয় তখন ইহা বিশেষ কার্যকরী।

পলিগোলাম অ্যাভিকিউলার (Polygonum Avicular) এই ঔষধেও দেখা গিয়াছে যে, যক্ষ্মারোগের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মাদার-টিংচার কয়েক ফোটা মাত্রায় উত্তম কার্য করে।

ত্যানিকিউলা (Sanicula)

পরিচয়:—ইহার অপর নাম ত্যানিকিলা-অ্যাকোয়া। আমেরিকার উৎসবিশেষের ধাতু-মিশ্রিত স্তল হইতে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল:—এই ঔষধ সামুদ্রিক বিবমিষা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বালাস্থি বিকৃতি, হাঁপানি, মৌমাছির হলবোঁধা, যে সকল কোঁড়াদি সহজে কাটে না, মাথার খুন্সি, অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব, পাঁচড়া, শ্বেত-প্রদর, অতিশয় বর্ষা, পেট-মোটা শিশুর রোগ, দস্তশূল, জরায়ু-চ্যুতি, জরায়ু অর্ধদ, মণিবন্ধের উপর কোঁড়া প্রভৃতি; মনের উপরও ইহা ক্রিয়াশীল ঔষধ।

ব্রহ্ম:—ইহার রোগী অত্যন্ত অব্যবহিত চিকিৎসা, অস্থির ও চঞ্চল মতি, অর্থাৎ সে কোন কার্য করিতেছে সেই কার্য শেষ না হইতেই অপার কার্যে মনোনিবেশ করে। ত্যানিকিউলা শিত্ত তরানক একান্তই, যতাবত: সে অনবরত ক্রন্দন করে ও পা ছুঁড়িতে থাকে; ক্যান্সারিলা ও

অস্বাভাবিক এইরূপ ভাব আছে। স্ত্রানিকিউলা শিশু এই বেশ খেলাধুলা করিতেছে আবার সামান্য একটু কারণেই অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতে থাকে, সামান্য রাগ হওয়া মাত্র সে চিৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায় (ক্যামো), শিশুকে কেহ স্পর্শ করিলেই সে অত্যন্ত রাগিয়া উঠে, অ্যান্টিম-ফ্রুড রোগীও সামান্য স্পর্শে চটিয়া উঠে, রোগীর মন অত্যন্ত চঞ্চল, অনবরত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাহার মনের গতি চলিয়া বেড়ায়—এমন কি কথামাঝার সম্মুখে রোগী তাহার কথার খেই হারাইয়া ফেলে (ল্যাকে, ক্যামো, ক্যানাবিস-ইন)। কেহ তাহাকে ভাল কথা বলিলেও সে তাহা অন্তর্ভাবে গ্রহণ করিবে—ক্যামোমিলা রোগী ‘অন্তে যাচা করে বা যাচা বলে তাহাই মন্দ’ ইহাই তাহার বিশ্বাস। রোগী মনে করে কেহই তাহাকে প্রশংসা করে না—সকলেই তাহাকে নিন্দা করে। ইহার শিশু ব নিয়গতিতে ভীষণ ভয়; কেহ তাহাকে কোলে করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে গেলে বোরাক্স শিশুর স্রাব ভয় পাইয়া তাহার মাতাকে বা খাদ্যীকে ভড়াইয়া ধরে।

শিশু রোগ :—স্ত্রানিকিউলা, শিশু রোগে একটি অতি উত্তম ঔষধ। স্ত্রানিকিউলা শিশুরও মেল্ট্রাম-মিউর ও লাইকোপোডিয়াম শিশুর স্রাব উপব হইতে অর্থাৎ গলদেশ হইতে নিঃস্রব পর্য্যন্ত দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে এবং সার্সাপেল্লার শিশুর স্রাব তাহার গলা শীর্ণ হইয়া যায়, বয়স অপেক্ষা তাহাকে বেশী বয়সের মনে হয়, গলার চামড়াগুলি ভাঁজে ভাঁজে ঝুলিয়া পড়ে। বোরাক্স শিশুর স্রাব শিশু দোলায় চাড়িতে ভয় পায় বা উপর হইতে নীচের দিক আসিতে অত্যন্ত ভয় পায় ও চীৎকার করিয়া উঠে, তখন সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকে ভড়াইয়া ধরে। ক্যামোমিলা শিশুর স্রাব সামান্য কারণে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়, অ্যান্টিম-ফ্রুডের শিশুর স্রাব ইহার গায়ে কেহ হাত ছোঁয়াইলে রাগিয়া উঠে। ক্যালকেরিয়া-কার্ব ও সিলিকা শিশুর স্রাব বাক্রে মাখায় প্রচুর বর্ষ হয় এবং বর্ষ হইয়া বাগিস ভিজিয়া যায় বিশেষতঃ শিশুর গলায় এত বাম হয় যে বিছানা পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। শিশুর পায়ের তলায় এত বাম হয় যে তাহার পায়ের আঙ্গুল হাজিয়া যায়—কখন কখনও পায়ের তলা এত বাম যে দেখিলে মনে হয় সে পা ভজাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পায়ের তলায় ভীষণ জ্বালা, যাহার ভ্রু শীতকালেও পায়ের ঢাকা দূরে ফেলিয়া দেয়।

শিশু অনবরত শুষ্ক পান করে তথাপি তাহার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে (অ্যাক্রোটে, অ্যারোড, নেট-মি, টিউবারকিউ)। শিশু দুগ্ধ ভালবাসে সত্য কিন্তু দুগ্ধ পান করিবার অনতিপরেই চাপ চাপ দধির স্রাব বমি করে এবং দুধ বমি করিয়া নিশ্জিত হইয়া পড়ে (ঈথুজা, অ্যান্টিম-ফ্রুড, ক্যালকে)। শিশুর ক্ষুধা অত্যধিক, সে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে।

শিশুর জলপিপাসা এত বেশী যে জলের গ্লাস দেখিলে আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারে না, উন্নত হইয়া উঠে এবং মহা আগ্রহের সহিত জলপান করে, জল ব্যতিরেকে অপরাপর দ্রব্য তাহার অরুচি।

পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলা :—স্ত্রানিকিউলা রোগী কোন শকট আরোহণে বা বাস্পীয় বাষ্পে প্রৱণ করিলে তাহার বিবমিবার উল্লেখ ও বমন হয় (ককিউলাস, কল্টি, নাস্ত্র-ম, ট্যাবেকা)। তৃষ্ণা খুব; স্ত্রানিকিউলা-রোগী আস' রোগীর মত বারংবার অন্ন অন্ন জলপান করে ঐ জল

পাকশয়ে প্রবেশ মাত্র সে বমি করিয়া উহা উঠাইয়া দেয়। আবার ইহার শিপাসাত্ত অভ্যাসিক, অ্যাকোনাইট ও ব্রাইবোনিয়ার রোগীর স্রায় প্রচুর পরিমাণে জলপান করিতে চায়, তখন তাহার জল ব্যতিরেকে অল্প স্রব্যে অরুচি। রোগীর স্রব্য বেগ—মেট্রাম-মিউর রোগীর স্রায় আহারের পূর্বে সে স্রব্য উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে কিন্তু ২১ গ্রাম খাইলেই তাহার পাকস্থলী ফুলিয়া উঠে এবং পেট চড়চড় করিতে থাকে। রোগী টাটকা রুটি ভিন্ন অল্প কোন রুটি খাইতে পারে না; নেট্রাম-মিউর বোগী রুটি মোটেই পছন্দ কবে না। খাইবার পর ৫০ ঘণ্টা পর্যন্ত রোগী কোন জিনিস মুখে তুলিতে চায় না বা পারে না; সে যাহা খায় তাহাই অল্পতে পরিণত হয়। জলপান করিলে অর্ধস্তির সঙ্গমিক একটু উপশম হয় বটে কিন্তু অল্প সময় পরে আবার সমস্ত লক্ষণ বোধী হইয়া পড়ে। খাইতে খাওয়া হঠাৎ গা বমি-বমি করিতে থাকে এবং যাহা আহার করিয়াছিল তাহাই বমি করিয়া তুলিয়া ফেলে।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—শ্রানিকিউলা কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পেটের ভিতর দুই-তিন দিনের মল সঞ্চিত না হইলে তাহার আদৌ বাহ্যের বেগ হয় না (অ্যালিউ, ওপিয়াম), অনেক বেগ দিব্যার পর মলের কিছু বাহির হয় এবং বাকী অংশ সাইলিসিয়ার ন্যায় উপরের দিকে চালিয়া যায় (খুজা)। নরম মলও অনেক বেগ দিব্যার পর্ব নির্গত হয়। রোগী মলাস্ত্রেই মধ্যে প্রচুর গুটলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক মল ও স্বৈতবর্ণের মল থাকে কিন্তু আঙ্গুলের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার বাহির হইতে চায় না। অ্যালিউ, প্র্যাটি, সাইলি। ইহার মল অত্যন্ত কঠিন সেইজন্য মলত্যাগ কবা তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যদি বাহ্যে হয়ই তাহা হইলেও দৃষ্ট চূর্ণের স্রায় মলদ্বার হইতে চূর্ণ হইয়া বাহির হয়—এই লক্ষণ আমন-মিউর, ম্যাগ-মিউর ও ওপিয়ামেও আছে।

উদরাময় :—উদরাময়ের মল নানাবর্ণের, নানাপ্রকৃতির, কখনও ফ্যানাটে, কখনও ঘাসের স্রায় সবুজ বর্ণের আবার কিছুক্ষণ পর সবজাত মল, আবার কখনও ব্যাকচি পূর্ণ জলের স্রায় মল, কখনও বা ভাস্ক্রা জিহব স্রায় মল নির্গত হয়। আর্জেন্টামের মল কোনও প্রাণে কিছুক্ষণ সংরক্ষিত থাকিলে যেক্রপ সবুজবর্ণের হয় শ্রানিকিউলার মলও সেইরূপ সবুজ হইয়া থাকে। ম্যাথেসিয়া-কার্কে আমরা যেক্রপ মল দেখিতে পাই ইহার মলও সেইরূপ ব্যাকচি পূর্ণ জলের স্রায় বা পচা পুক্রিণীর শেলোগোলা জলেব স্রায়। শ্রানিকিউলাব মল পাল্‌সেটিলাব মলের স্রায় পরিবর্তনশীল। রোগী আহারের পরই ছুটিয়া পাখথানায় যায়—ক্রোটন টিগ-শিশুও আহারের পর ঐরূপ ছুটিয়া পাখথানা যায়। শ্রানিকিউলার বাহ্যে হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় এত দুর্গন্ধ যে শিশুকে ভালরূপে নান করাইলেও তাহার শরীর হইতে বাহ্যেব গন্ধ কিছুতেই যায় না (সাল্‌ফ, সোরিথাম); ক্রোটনের বাহ্যে হইতে এত দুর্গন্ধ বাহির হয় না। মার্ক-সন্স রোগীর স্রায় বাহ্যের পরও তাহার বাহ্যের ভরানক বেগ হইতে থাকে। রোগীর মলদ্বারের চতুর্দিকে এবং জননেস্ত্রিয়ার তলদেশ হাজিয়া যায়, ঐ স্থান দগ্ধগে ঘাবে পরিণত হয় ও উহা হইতে জলের স্রায় রস নির্গত হইতে থাকে।

প্রস্রাব :—রোগীর স্রাশয়ের উপর কোন আঘাত থাকে না, তাহার অসাড়ে প্রস্রাব হয় (কটি, কেলি-কস)। হঠাৎ তাহার প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হয় তখন সে মনে করে যেন প্রস্রাবেব ঘার পর্যন্ত প্রস্রাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে

কখনে না, যদি সে কখনও মূত্রবেগ রোধ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে প্রস্রাব নালী সাঁটিয়া ধরে তখন সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে পর্য্যন্ত পারে না।

শিশু যখন বাহ্যে করিতে বসে তখন সে প্রস্রাব করিবার জন্য খুব জোরে জোরে বেগ দেয় এবং প্রস্রাব করিবার পূর্বে সে চীৎকার করিয়া কঁাদিতে থাকে (লাইকো)। শিশুর প্রস্রাব যদি বিছানায় গাगे তাহা হইলে বিছানায় লালবর্ণের দাগ পড়ে (লাইকো, প্যারেরা)। শিশুর জননেদ্রিয়ের ভিতর হইতে আমিব গন্ধ বাহির হয় তাহাকে ভালরূপ নান করাইলেও সে গন্ধ যায় না।

জীরোগ:—ইহার প্রদর শ্রাব হইতে মাছ-ধোয়ানি জলের স্রাব উগ্র গন্ধ বাহির হয়; যদি কাশ পাকা রোগে একরূপ গন্ধ বাহির হয় তবে টেলিউরিয়াম, গুহুয়ার হইতে একরূপ রস নির্গমনে ক্যালকেরিয়া ব্যবহার্য। আনিকিউলা রোগী মনে করে যেন তাহার জবায়ু পথে বা যোনিদ্বার দিয়া বস্তিগহ্বরস্থিত বস্ত্রাদি বাহির হইয়া আসিতেছে, একরূপ বাহির-হওয়া-ভাবটা নিবারণের জন্য সে তাহার যোনিদ্বারে হাত চাপিয়া বসে, জিপিয়া রোগীও উরুর উপর উরু রাখিয়া এইরূপ নির্গমন-ভাবে রোধ করিতে চেষ্টা করে। ইহার প্রদর শ্রাব প্রচুর পরিমাণে হয় এবং উহা নানাবর্ণের; মলত্যাগের সময় প্রদরের শ্রাব বেশী হইয়া থাকে। গর্ভবতী রোগীদের নিয়াক্ষের ক্ষীর্ণত্বও ইহা উপযোগী। ইহার ঋতুশ্রাব অতি বিলম্বে প্রকাশিত হয় এবং সেই সময় জরায়ুতে ভ্যাডাল ব্যাধার স্রাব ব্যথা হইতে থাকে, জরায়ু যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে একরূপ ব্যথা বোধ। সঙ্গমাদির পর যোনিদেশ হইতে মাছ ধোয়ানি জলের স্রাব গন্ধ বিশিষ্ট রস নিঃসৃত হয়, ভালরূপ নান করিলেও ঐ গন্ধ চলিয়া যায় না। জীলোকদিগের যেরূপ মৎস্ত ধোয়ানির স্রাব গন্ধযুক্ত রস নিঃসৃত হয় পুরুষদিগেরও জীসঙ্গমের পর দুই তিন দিন পর্যন্ত একরূপ আমিব গন্ধ বাহির হইতে থাকে।

চর্মরোগ:—শিশুর চোখের ভ্রুতে ও নাড়িতে প্রচুর আইসের স্রাব, খুস্কি পড়ে, কাণের পশ্চাতে শাদা আঠা আঠা রসস্রাবী ক্ষত হয়, জননেদ্রিয়ে এবং গুহুদেশে হাজিয়া গিয়া রস নির্গত হয়, পায়ের আঙ্গুলে অতিরিক্ত ঘর্ষ হইয়া ঐ স্থানে ক্ষত হয়।

রোগীও মণিবন্ধের উপর, কাঁধের উপর এবং পৃষ্ঠদেশে ফোঁড়া জন্মে, কিন্তু তাহাতে পুঁজ জন্মে না।

আনিকিউলা রোগী সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিয়া এ অধ্যায় শেষ করিব।

রোগী অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল, একভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না (আকো); ক্রাস-টেক্সের স্থান পরিবর্তনে বা দেহ সঞ্চালনে যন্ত্রণার উপশম স্রাব হইয়া থাকে।

রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত রোগী স্থিত থাকিতে পারে না, নরম বিছানায় শুইতে কষ্ট বোধ, কঠিন বিছানায় শুইতে ভালবাসে; নেট্রাম-সিউর রোগী কোমরের বেদনায় কঠিন স্থানে কোমর রাখিয়া শুইতে ভালবাসে।

আনিকিউলার লক্ষণসকল পরিবর্তনশীল (পালসেটিল); ইহার গ্রীবা এত শীর্ণ হইয়া যায় যে নিজের মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারে না; তাহার কটিদেশ অত্যন্ত কীর্ণ হইয়া যায়। রোগীর মস্তিষ্কে অত্যন্ত অড়তা বোধ, যেন সে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। মাথার যন্ত্রণার সে মনে করে তাহার মাথার খুলি খোলা রাখিয়াছে, সেইজন্য মাথার ভিতর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

গা-বর্মি-বর্মি ও বর্মি সহকারে প্রতি সপ্তাহে বা ২৩ দিন অন্তর মাথার যন্ত্রণার আবির্ভাব।

মোট কথা :—মোটাসোটা, গাল শুকনো বা ভুব্‌ডান, ষাড় শীর্ণ, চাত পা সরু, নিতম্বের উপর ভিলা কাপড় চড়ান আছে এইরূপ ঠাণ্ডা বোধ এই ঔষধের নির্ণায়ক লক্ষণ।

ক্লাস-বুদ্ধি :—স্থির হইয়া থাকিলে, পশ্চাৎদিকে মাথা হেলাইয়া দিলে উপশম। অজ্ঞচালনায়, শব্দে ও আলোকে, আচীরের পর, কিছু গিলিতে গেলে, গরম হবে, মাথা সন্ধ্যামিকে নোবাইলে বৃদ্ধি।

তরুণ অবস্থায় যে সকল লক্ষণ থাকিলে ক্যামোমিল। প্রয়োগ কবা কর্তব্য, প্রাচীন পীড়ায় সেই সকল লক্ষণে স্ত্রামিকিউলা ব্যবহার্য।

সদৃশ :—ক্যামো, আযোড, নেটাম-মিউর, সাস'ল, ক্যালকে, টিউবারকিউ, টারাক্স, সাইলি, ইথুজা, সিপিয়া, মিউরেজ, লিলিয়াম, লাটেকো, ক্যানিউমিনা তুলা ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ১১, ৩০, ৫০০ শক্তি।

স্রাবাইনা (Sabina)

পরিচয় :—ইহাব অপর নাম স্ত্রাবির অথবা জুলিপেবাস-স্রাবাইনা। এক ভাতীয় গাছড়া। ইহার তাজা ও কচি শাখাব অগ্রভাগ কুঁচাইয়া প্রবাসারে ভিজাইয়া বাখ্যা ইহাব মাদান টিংচার তৈরী হয়। স্বয়ং হাঁনেমান এই ঔষধ প্রভিৎ করেন।

ব্যবহারস্থল :—ডিফাশ্য ও গর্ভাশয়ের উপদ্রাভ, জরায়ু প্রদ্রাভ গর্ভশ্রাব বা প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তশ্রাব, গর্ভশ্রাবের আশঙ্কা, ভ্যাডাল ব্যথা, কৃত্রিম গর্ভবেদনা, ফুল আটকান, খেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, তা, আঁচিল, মূদ্রা, গেটেবাত, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

ক্রিয়াস্থল :—জরায়ুর উপরই ইহার বেশী ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তবে দেহের এমন কোন স্থান নাই যেখানে ইহাব উত্তেজনা বা উপদ্রাভ নাই। স্ত্রীজননেত্রিয়ার উপর ক্রিয়াধিক্য ও বহ্নিকোঠরস্থ যন্ত্রাঙ্গের উপর ইহাব ক্রিয়াব আধিক্যবশতঃ মূত্রকৃচ্ছ, রক্তমিশ্রিত মল, জরায়ু হঠাতে রক্তশ্রাব এবং গর্ভবতী রমণীদিগের গর্ভপাত করায়।

অর্জন :—বোগিগী গান বাত মোটেই সহ্য করিতে পারে না, গানের শব্দ তাহার কাণে প্রবেশ করিলে সে অস্থির হইয়া যায়, গানের শব্দে সে মনে করে যেন ঐ শব্দ তাহার অস্থিপঞ্জর ভেদ করিয়া দেহের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ কবিতোছে। গানের শব্দ অসহনীয় বোধ এবং উহাব শব্দে শোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (অ্যাকো, বেল, গ্র্যাফাই, নাক্স, থুজা)। গান বাতের শব্দ অসহনীয়, ইহাতে বৃকের খড়কড়ানির বৃদ্ধি (ডিভিটেলিস)। স্রাবাইনা বোগিগী সন্দ্রাভ নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুঁৎখুঁৎ করে। রোগিগী একটুতেই অত্যন্ত রাগিয়া যায়, সামান্য কাবণেই মুচ্ছিতা হইয়া পড়ে, রোগিগীর ‘কঠিন পীড়া হইয়াছে’, এই ভাবিয়া সে মুগ্ধমান হইয়া পড়ে, সেইজন্য সে কাহারও সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিতে চায় না। ‘তাহার অস্থখ’, কিন্তু ‘কি অস্থখ’, ‘কি কষ্ট হইতেছে’ ‘কোথায় কষ্ট বোধ’ প্রভৃতি কিছুই বলিতে পারে না।

গঠন ও স্বভাব :—রোগিগীর মুখমণ্ডল স্নান এবং চক্ষু দুইটা জ্যোতিঃমীন, চক্ষু নীল রেণু পরিবেষ্টিত, সময় সময় তাহার মুখমণ্ডল উত্তপ্ত হয় ও চাত পা ঠাণ্ডা হয় (বেল, আর্গিকা); তাহার সমস্ত শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ক্রীণ ও শ্রান্ত বোধ হয়, সেইজন্য সে অনবরত তইয়া থাকিতে চায়।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর সে স্নাত্যন্ত ছটকট করিতে থাকে, স্নতরাং তাহার ঘুম মোটেই হয় না। নিদ্রিত অবস্থায় প্রায় সে বামদিকে শুইয়া থাকে।

শিরঃপীড়া :—রোগিণীর মাথা এত ঘুরায় যে সে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন পড়িয়া পাইবে সেই সঙ্গে চোখেরও নানাবিধ দৃষ্টি বিভ্রম হয় যেন সমস্ত জিনিসপত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কোন প্রকার উত্তেজনা বশতঃ বা রক্ত সঞ্চাযাধিকা বশতঃ মাথার তীব্র যন্ত্রণা হইলেও ইহা উপযোগী। এই প্রাতীর মাথার যন্ত্রণা সহসা উপস্থিত হইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যায়।

স্ত্রীরোগ :—স্যাবাইনা নানা প্রকার স্ত্রীরোগের উপযোগী ঔষধ।

ঋতুশ্রাব :—ইহা ঋতুশ্রাব অত্যন্ত অকালে প্রকাশিত হয়; ঐ শ্রাব অত্যধিক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী—ইহার শ্রাবের কতকাংশ পাতলা, কতক ঘন, চাপ চাপ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। স্যাবাইনার ঋতুশ্রাব পালসেটিলার ঋতুশ্রাবের স্তায় বেগে হইতে হইতে খামিয়া যায়, আবার শ্রাব আরম্ভ হয়; দুইটা ঋতু-কালের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তশ্রাব। পালসেটিলার হিষ্টা শুষ্ক কিন্তু তৃষ্ণার অভাব, শ্রাব এত দুর্গন্ধযুক্ত নহে, স্যাবাইনার শ্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং শ্রাব হইবার সময় প্রসব বেদনার স্তায় বেদনা, হইতে থাকে; বেদনা কোমর হইতে তলপেট অস্থি পর্য্যন্ত থাকিলে স্যাবাইনাই ঔষধ। ফেরাম রোগিণীরও শ্রাব স্যাবাইনার স্তায় কতক লালবর্ণের, কতক ক্রমা চাপ চাপ এবং কতকাংশ ফ্যাকাসে তবে ইহার রক্তশ্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হয় না। যে সকল রমণীদের বেদনাশূল রক্তশ্রাব বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় তাহাদের জন্য স্যাবাইনা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার রক্তশ্রাব দেহের সামান্য সঞ্চালনে রক্ত প্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু ক্রমাগত সঞ্চালনে কমিয়া যায়। যে সকল স্থলান্ধ স্ত্রীলোকদিগের অতি সহজে রক্তশ্রাব হয় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। মূত্রযন্ত্রের উপদ্রাঘ, ঘোর দৃষ্টি ও বেদনাসহ অধিক পরিমাণে রক্তশ্রাব হইলেও ইহা দ্বাৰা উপকার লভ্য।

জরায়ু প্রদ্রাঘ :—রক্তশ্রাব প্রবণ-তরুণ-জরায়ু-প্রদ্রাঘের সহিত মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রের উপদ্রাঘ থাকিলে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ডাঃ গারেল্লি ও ডানহাম বলেন—গ্যাক্রাম অস্থি হইতে মলিনপুর (পিউবিস) পর্য্যন্ত সঞ্চরণশীল বেদনার সহিত অর্ধেক তরল ও অর্ধেক গাঢ় রক্তশ্রাব যদি থাকিয়া থাকিয়া হয় ঐ বক্ত যদি উজ্জল লালবর্ণের দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে যদি সন্ধিতে বেদনা থাকে তাহা হইলে স্যাবাইনা একমাত্র ঔষধ। বয়ঃসন্ধিকালে যদি ঐ সকল লক্ষণের সহিত দীর্ঘকাল স্থায়ী জরায়ুর রক্তশ্রাব থাকে সেই সকল স্থলেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গর্ভশ্রাব :—গর্ভের তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে গর্ভশ্রাবে বা গর্ভশ্রাবের উপক্রমের সহিত যদি কোমরে ভয়ানক ব্যথা থাকে, ঐ ব্যথা যদি উরু পর্য্যন্ত চালিত হয় তাহা হইলে এই ঔষধ উক্ত গর্ভশ্রাবকে নিবারণ করিতে পারে। ভাইবারনাম ও সিকেলি এইরূপ অদ্বৈত ব্যবহৃত হয়—সিকেলি রোগিণীর প্রচুর কাল চাপ চাপ রক্তশ্রাব হয়, চোখ মুখ বসিয়া যায়—হাত পা ও আঙ্গুলে অন্ধ্রপ হয়—ভাইবারনামে কোমর হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে জরায়ুতে ও পরে উরুতে ছড়াইয়া পড়ে। বিকৃত ভ্রূণকে নিঃসরণ করিতে ইহার ক্ষমতা অস্বত। প্রদ্রাঘ—ঋতু বন্ধ হইয়া যাহাদের প্রদ্রাঘ হয় ঐ প্রদ্রাঘ হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়, প্রদ্রাঘে অস্থি মাংসখোয়ানি, জলের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট শ্রাব হইতে থাকে এবং যোনির বহির্দেশে ভয়ানক চুলকানি থাকে তাহা হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী। গর্ভবস্থায় ষেতপ্রদরও স্যাবাইনা উত্তম।

ফুল আটকান :—দুর্ভল-জবাযু-গ্রন্থ বমণীদিগের প্রসবের পর ফুল আটকাইয়া গেলে এবং তৎসহস্রন চাপ চাপ রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে স্রাবাইনা অতি শীঘ্র ফুল বাহিব করিয়া দেয়। এই ঔষধ ফুলের ছিন্ন অংশও বাহির করিয়া দেয়।

বাতের বেদনা :—যে সকল স্ত্রীলোকদিগের হাতের মণিবন্ধ ও হাঁতের বুড়ো আঙ্গুলের সন্ধিতে বাতজনিত ফোলা ও ব্যথা থাকে সেই সঙ্গে যদি তাহাদের স্ত্রীজননেদ্রিয় হঠাৎ রক্তশ্রাব হইতে থাকে ফুলা স্থান চাকচিক্যযুক্ত দেখায়, উহাও ভিতর স্ফুটোঁটান ব্যথা থাকে তবে স্রাবাইনা ঔষধ; এই সকল ক্ষেত্রে কলোফাইলামও উত্তম ঔষধ। জরাযু পীড়ার সহিত (অধিকন্তু গর্ভশ্রাবের পর্ব বা খেতপ্রদবেব শ্রাব বন্ধ হইয়া) ঐরূপ বাতবোগ হইয়া ডিম্বকোষ আক্রান্ত হইলে স্রাবাইনাই ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—স্থিৰ হইয়া শুইয়া থাকিলে, বাহিবেব মূত্র হাওয়ায় বেড়াইলে, উত্তমরূপে চলাফেরা কবিলে বোগের উপশম এবং আক্রান্ত অংশ স্পর্শ কবিলে, সন্ধ্যার সময়, বাত্রিকালে বিছানাব গরমে, গীত-বাঁজোব শব্দে এবং দীর্ঘ নিশ্বাসে বৃদ্ধি।

মোট কথা :—অত্যধিক ঋতুশ্রাব, দ্রব্যায়ু হইতে বক্তশ্রাব, সম্ভাবিত বা আশঙ্কিত গর্ভ ণাত্তেব পূর্ববর্তী রক্তশ্রাব, প্রসবেব পর রক্তশ্রাব, সামান্য সঞ্চালনে বক্তশ্রাব, জবাযুব দুর্বলতা বশতঃ প্রসবের ফুল আটকান, ফুলের অংশ কিছু ছিঁড়িয়া থাকিলে, গর্ভশ্রাব বা অকালে প্রসবজনিত জরাযু ও ডিম্বাশ্রয়েব প্রদাহ, অতিবিক্ত কামোদ্বেগ হইবাব ফলে ঋতুঘষের মাঝামাঝি জবাযু হইতে রক্তশ্রাব ইত্যাদি ব সজিত কোমব হইতে “মণিপূব” বা জননেদ্রিয়েব উপরিস্ত লোমযুক্ত স্থান (পিউবিস) পর্যন্ত টানিয়া ধবার ক্রায় বেদনাদি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী ঔষধ।

সম্বন্ধ :—স্রাবাইনা—ঋতুকালেব মধ্যবর্তী সময়ে রক্তশ্রাবে—অ্যাথ্রাগ্রিসিয়া তুল্য, অতিরিক্ত রক্তশ্রাবে—সিকেলি ও ক্রোকাশ তুল্য; প্রসবেব পর ফুল আটকান—কলোফা, সিকেলি, পালস তুল্য; মূত্র হাওয়ায় উপশমে—পালস তুল্য, তলপেটে জীবন্ত পদার্থ অন্তভবে—ক্রোকাশ তুল্য; বাতরোগে—লেডাম তুল্য।

শক্তি :—৩৭, ৬, ৩০, ২০০, ক্রম।

স্রাবাডিলা (Sabadilla.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্রাবাডিলা অফিসিনেরাম, ভেবেট্রাম স্রাবাডিলা। এই জাতীয় গাছ মেক্সিকো দেশে জন্মে। ইহা আলু, ওল বা মানকচু প্রভৃতিব ক্রায় কন্দ র মূলযুক্ত ঔষধাংশেব। স্বয়ং জানেমান এই ঔষধের স্তম্ভদৈহিক পবীক্ষা বা প্রভিং করিয়া গিয়াছেন ইহার বীজ চূর্ণ স্রাসাবে ভিজাইয়া মালাব-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারশূল :—মানসিক বিভ্রম, শিরশীড়া, সন্ধি, বারংবার হাঁচি, দুর্বলতা, গর্ভাবস্থায় অজীর্ণ-রোগ, কর্ণশূল, নাক দিয়া রক্ত পড়া, সাবরাম জ্বব, আয়ুশূল, তালুশূলপ্রতির প্রদাহ, ক্রমি, দস্তশূল, হাঁপানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী।

• **ক্রিস্টিয়ান্‌স্‌:**—মস্তিষ্ক বংশীয় ন্যায়মণ্ডলের অভ্যন্তর দিগা পরিপোষণ যন্ত্রমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শে। নাসিকায স্লেয়াশ্রাবী খিল্লী ও অশ্রুশ্রাবী গ্রন্থি উপর ক্রিয়া প্রকাশ কবিবাব ফলে বোগীর নাসিকা ও চক্ষু হঠতে প্রচুব পরিমাণে জল ঝড়ে।

মন:—রোগী 'অতি স্তঃজেই ভীত হইয়া পড়ে, সামান্য একটু শব্দেই চমকাইয়া উঠে, তাহার ভ্রাস্ত বিশ্বাস সে কঠিন পীড়ায় 'আক্রান্ত হইয়াছে ও ভুগিতেছে; সে মনে করে 'তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে,' নিজের চোখে দেখিলেও সে বিশ্বাস করিতে চায় না যে তাহার হাত-পা শুকাইয়া যাইতেছে না। এইরূপ ভ্রাস্ত ধারণা কয়েকটি গুণে আছে। **সিনামোমাম** বোগী মনেভাবে তাহার ডাণ্ডিকের 'অঙ্গ অপেক্ষা ধামদিকের অঙ্গ বেশী ক্ষুদ্র। **ল্যাক্কানাইনাম** তবে তাহাব দেহ যেন অতি থুগ্ন হইয়াছে।' **থুজা** মনে করে তাহার দেহ কাঁচ নিশ্চিত, সামান্য ধাক্কাতেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। **অ্যাগারিকাস** বোগী মনে কবে যেন তাহার সমস্ত দেহটাই অতি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। **স্রাবাডিলা** রোগী মনেভাবে তাহাব সাংঘাতিক জাতীয় গলার রোগ হইয়াছে তাহাতেই তাহাব মৃত্যু হইবে।

অরাম-মিউর বোগী মনে করে তাহার সঙ্গপকারের বোগ আছে। **অ্যাসিড-নাই,** **আর্জেণ্ট-নাই,** **আস',** **সিলিক,** **মেডো** বোগী মনেভাবে যেন তাহাব রোগ দুর্বোধ্য—আপ আরোগ্য হইবে না (অন্তান্ত লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। **স্রাবাডিলা** রোগিণী যদি পেটে বর্ষু সঞ্চয় হইয়া কুলিয়া উঠে তাহা হইলে সে মনে কবে তাহাব গর্ভ হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা গর্ভ নহে। সার্থারণতঃ এই প্রকার ভ্রাস্ত ধারণা উদ্ভাদ বোগিণীদিগেব বেশী হয়। **ইয়েসিয়া** বোগিণী শ্বতুব পব মনেভাবে বুঝি সে গর্ভবতী হইয়াছে, **ভেরেট্রাম** বোগিণী মনে কবে বুঝি তাহার শীত্ৰই একটি দিব্যকাস্তি সম্ভান জন্মিবে। ইহার উদ্ভাদ রোগীদিগের আরও কয়েকটি লক্ষণ আছে, তাহাকে কোন কথা ক্রিজাসা করিলে কথাব উত্তর না দিগা সংজ্ঞাটীনেব জ্ঞায় পড়িয়া থাকে, হঠাৎ বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া উদ্ভান্তভাবে ঘরের ভিতর ঘুবিয়া বেড়াইতে থাকে। 'উদ্ভাদ' লক্ষণ যখন খুব বেশী হয় তখন তাহাব মাথায অনববত ঠাণ্ডা জল ঢালিলে তাহাব উদ্ভাদভাবে কমিয়া যায়।

গঠন ও অস্তাব:—শিথিল মাংসপেশী, স্বল্প কেশ, সুন্দর চেহারা এবং দুর্বল 'ভীক-শ্রভাবের ও ভ্রাস্ত-বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তিব পীড়ায় উপযোগী।

• **মাথার পীড়া:**—অতিরিক্ত মাথা ঘুবানি, মাথা ঘুবানিব সঙ্ঘিত গা-বমি-বমি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরেব সঙ্ঘিত মাথার তীব্র দৌরল্যে ইহা ফলপ্রদ। কুমির জন্ত বাহাদের মাথায যন্ত্রণা হয়, মাথা ঘুবানিতে যে সকল রোগী মনে কবে সমস্ত জ্ববা একটীর 'পব একটা ঘুবিতেছে, তাহাদের ইহা দ্বারা উপকার হয়। বোগী কোন বস্তুর গন্ধ সহ্য করিতে পাবে না, কিছুব গন্ধ পাইলেই তাহাব মাথা ঘুরায় বা মাথার অভ্যধিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

চক্ষুরোগ:—রোগীর চক্ষু হঠতে প্রচুব পরিমাণে জল পড়ে। সে বায়ু সেবন কবিবাব জন্ত বাহিঙ্গর গেলে, আলোকের দিকে তাকাইলে, হাঁচিলে, কাশিলে, হাই ভুলিলে চক্ষু জ্বইতে জ্বইতে পড়ে। রোগী যদি উপবেবদিকে তাকায়, তাহা হইলে সে চোখের তারকার চাপবোধ করে, **মেট্রাম-মিউর** বোগী কোনদিকে একাগ্রভাবে তাকাইলে ঐরূপ বোধ করে।

সর্দি :—হেমন্তকালে যাহাদের সর্দি হয় বা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সহিত অতিরিক্ত আক্ষেপিক হাঁচি, এত হাঁচি হইতে থাকে যে, রোগীব চোখ হইতে প্রচুর জল পড়ে, চোখের পাতা দুইটা লাল হয়, চক্ষু জ্বালা করে, মুখ গরম হইয়া উঠে, নাসিকা হইতে অপর্যাপ্ত পাতলা জলের স্রাব ঘাই হইতে থাকে, কখনও বাম নাক কখনও ডানদিকের নাক বন্ধ হইয়া যায়, রোগী অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস, ক্রিয়া সম্পাদন করিতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাকের ভিতর সেঁ। সেঁ। শব্দ হইতে থাকে, রোগী পেঁখাজের গন্ধ সহ্য করিতে পাবে না। নাক্স-ভমিকি রোগী উগ্র গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, অনেক সময় মূচ্ছিত হইয়া পড়ে। **এর্যাফাইটিস** রোগী ফুলের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, **প্যারিস** রোগী কোনরূপ দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, **স্রাবাভিলা** রোগী ছুঁচোর গন্ধ মোটেই সহ্য করিতে পাবে না আব **কলচিকাম** রোগীর আহাৰ্য্যের গন্ধে বিশেষতঃ মাছের গন্ধে বমির উপক্রম হয় এমন কি কখনও কখনও মূচ্ছিত হইয়া পড়ে।

টনসিলাইটিস :—রোগী কিছু গিলিবাব সময় গলার ভিতর যেন কিছু ঝুলিতেছে এরূপ ব্যথা পায় অর্থাৎ সে মনে কবে তাহার গলার ভিতর একখণ্ড স্থতা ঝুলিতেছে (ভ্যালিরিয়ানা) অথবা যেন তাহার গলার নদী একখণ্ড স্থতার দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে এরূপ অস্বভূতি; ইহা ব্যতিরেকে তাহার গলা যেন শুষ্ক, গলার ভিতর স্থচক্ষুটানবৎ ব্যথা বিद्यমান থাকে, এইরূপ লক্ষণ সাধারণতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেই বেশী দেখা যায়। গলাব বেদনা বা রোগের আক্রমণ বামদিক হইতে, ডানদিকেই চালিত হয় (ল্যাকেসিস, ল্যাক্স-ক্যানাইনাম)। রোগী গরম দ্রব্য অনায়াসে গিলিতে পারে, কিন্তু ল্যাকেসিস রোগীর পক্ষে তরল দ্রব্য পান করা শক্ত অথচ সে শক্ত দ্রব্য অনায়াসে খাইতে পারে। ব্যাপ্টি, ব্যারাইটা-কারু বোগী কেবল তরল পদার্থই গিলিতে পারে, **সাইলিসিয়া** বোগীও তরল পদার্থ গিলিতে পাবে কিন্তু তাহাতে বোগীর বড়ই বিতৃষ্ণা। **ল্যাকেসিস** ও **স্রাবাভিলা** এই দুইটা ঔষধেই তালুমলের গ্রহিপ্রদাহ ও ডিপথিরিয়া রোগের প্রদাহ, পর্দা পড়া বা ঝিল্লী উৎপন্ন হওয়া, বেদনা প্রভৃতি বামদিক হইতে আবস্ত হইয়া ডানদিকে প্রসারিত হয়, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই—ল্যাকেসিসেব বেদনা ও অস্ত্রাঙ্গ লক্ষণ গরম খাদ্য ও পানীয়ে বেশী হয়, ঠাণ্ডা পানীয়ে ও ঠাণ্ডা প্রযোগে উপশম, **স্রাবাভিলা** বাহ্যিক উত্তাপে ও গরম খাদ্যে উপশম, রোগী গরম খাদ্য সহজে খাইতে পারে। তকণ সর্দিব পব টনসিলের বা গলগ্রন্থির প্রদাহে ইহা উপযোগী। আক্রান্ত গলগ্রন্থির ভিতর পুঞ্জ সঞ্চয় হইলেও ইহা দ্বারা উপকাব দর্শে।

কুর্মি :—শিশুদিগের কুর্মির উপদ্রবে ইহা সিনা, স্পাইজিলিয়া তুল্য ঔষধ। শিশু কুর্মি বশ্তন করে; কুর্মির জন্ত তড়কা, কম্পন, খেঁচুনি, শিরঃপাড়া প্রভৃতিতে উপযোগী।

ম্যালেরিয়া জ্বর :—ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ বৈকাল ৩—৫টার ভিতর বা ৯—১০টার ভিতর হয়, বিশেষতঃ বৈকাল ও সন্ধ্যাবেলার জ্বরেই ইহা বেশী উপযোগী ঔষধ। **স্রাবাভিলার** শীত ও জ্বর প্রত্যহ প্রায় একই সময় উপস্থিত হয়। অনেক রোগীব শীত ও কম্পের পব জ্বর থাকে না। ইহার শীতের প্রাধান্যই বেশী, বিশেষতঃ হস্ত ও পদদ্বয়ে, মুখমণ্ডলে উষ্ণতা ও জ্বালা। **স্রাবাভিলার** জ্বর অনেকটা সিড্রন ও অ্যারেনিয়য়ার স্রাব। রোগীর বৈকাল ৫টার সময় অত্যন্ত শীত করিতে থাকে, তখন তাহার এত শীত করিতে থাকে যে, রোগী মনে করে যেন কেহ তাহার গায়ে শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে। আগুনের নিকট বা রোদ্রে বসিলে উপশম বোধ। **ইয়েসিয়া** রোগীরও ভয়ানক কম্প ও শীত বোধ, সেও কম্পের সময় আগুনের নিকট বসিয়া থাকে কিন্তু ইয়েসিয়া

রোগীর শীতাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা থাকে, শ্রাবাডিল। রোগীর তৃষ্ণার অভাব। ইহাব রোগীর শীতাবস্থায় এক প্রকাব শুষ্ক কাসি হইতে থাকে, কাসির সময় তাহার পঞ্জর মধ্যে ব্যথা অসহ্য হইয়া ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হাড়ের ভিতর তীব্র বেদনা অনুভব করে; ব্রাইয়োনিয়া রোগীরও শীতাবস্থায় অত্যন্ত শুষ্ক কাসি হইয়া থাকে এবং উত্তাপাবস্থায় সেই কাসি দেখা যায়, কাসির সময় বৃক্ক স্ফোটান-ব্যথা বোধ করে; রাস্-টক্স রোগীর শীতের পূর্বে ও শীতের সময় কাসি থাকে। শ্রাবাডিল। রোগীর শীত কমিবার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা আরম্ভ হয়। ইহার উত্তাপাবস্থা হ্রত উল্লেখযোগ্য নহে, উত্তাপাবস্থায় সে গরম জল পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে (ক্যাস্কেবিলা, সিড্রন), রোগীর উত্তাপ ও শিথলণ পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়, উত্তাপাবস্থায় অনবরত হাই তোলে, আড়মোড়া খায়। তাহার মুখ ও মাথা বেশী উত্তপ্ত হয়, সেইজন্য মুখ বেশী ধর্ম্মধমে দেখায়। সে ঘন ঘন চমকাইয়া উঠে, কাঁপিতে থাকে। ঘর্ম্ম মাথায় ও মুখেই বেশী হয়, ঘাম হইতে আরম্ভ করিলে রোগী নিশ্চিন্ত হইয়া পড়ে, শীতাবস্থায় ও উত্তাপাবস্থায় সে ততটা নিশ্চিন্ত হয় না। রোগীর পায়ের তলায়ও ঘর্ম্ম হয়। বিষরাবস্থায় রোগী অল্প-উন্মাদ তুলে। মুখে গরম ঘাম, দ্রুত শীতল। শীত নিরাস হইতে আবম্ভ হইয়া উল্কাঙ্গে বিস্তৃত হয়।

চর্ম্মরোগ :- শ্রাবাডিল। রোগীর গায়ে চামড়া পার্চমেট কাগজের ন্যায় শুষ্ক। ইন্ফুযেন্সা আরে যদি ঐরূপ গাত্রচর্ম্ম হয় তবে আম্, ক্যান্ফর, ক্রোটেলাস; ক্ষয়কাসিভে, ঐরূপ হইলে, মার্ক-কর; হৃদযন্ত্র আবরণীর প্রদাহে পর গাত্রচর্ম্ম ঐরূপ হইলে কলচিকাম উপযোগী। শ্রাবাডিল। রোগীর গায়ে কাঁটা বা ন্যায় উদ্বেগসকল বাহির হয়, নখ পৃক ও মোটা হয়, মূলদ্বাবে অত্যন্ত চুলকায। রোগীর বাহ ও হাতেব উপর লাল লাল বিন্দু বাহির হয়।

সর্ব্বাঙ্গী লক্ষণ :- শ্রাবাডিল। ক্রমিক্রমিত শাযবিক লক্ষণে উপযোগী। রোগীর বিশেষতঃ বৃদ্ধিগের লিখিবার সময় হাত কাঁপে। কেলি-কার্ক রোগীর প্রাতে হাত কাঁপে, ইয়েসিয়া রোগী যদি কাহাবও সম্মুখে বসিয়া কিছু লেগে তাহা হইলে হাত কাঁপে। ম্যালেরিয়া আরের পর রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে।

নিউমোনিয়া বোগের পর রোগী এত দুর্বলতা অনুভব করে যে, সে তাহার হাত পা নাড়িতে পারে না।

আক্রমণের “এককালীনত্ব” অর্থাৎ ঠিক একই নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ সংঘটিত হওয়া শ্রাবাডিলার কতকটা প্রকৃতিগত লক্ষণ। ইহার বহু লক্ষণ ঠিক একই সময় আবির্ভূত হয়, কোন কোন লক্ষণ প্রতি সপ্তাহে, দুই বা চারি সপ্তাহ অন্তর এবং অমাবস্তা ও পূর্ণিমার সময় আবির্ভূত হয়।

“ ক্রাস-বৃদ্ধি :-” স্থিতি হইয়া বসিয়া থাকিলে, বৈকালে, মুক্ত হাওয়ায়, আরেব শীতাবস্থায়, আশ্রনের নিকট বসিলে বা সৌজে বসিলে, আক্রান্ত অঙ্গ জোরে জোরে নাড়াইলে উপশম। চলাফেরা করিবার সময়, প্রাতে, অমাবস্তা-পূর্ণিমায়, ঠাণ্ডা বা গরম জল পান করিলে, মানসিক পরিশ্রমে, একাগ্রচিন্তে চিন্তা করিলে রোগের বৃদ্ধি।

প্লুরিসি বোগে অ্যাকোনাইট ও ব্রাইয়োনিয়া দ্বারা কোন ফল না হইলে শ্রাবাডিল। ব্যবহার্য। যদিও প্লুরিসি বোগে র্যানানকিউলাস-বাল্ব ও ব্রাইয়োনিয়া উত্তম ঔষধ, কিন্তু এইসব ঔষধে রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলে শ্রাবাডিল। উত্তম ফল দর্শায়।

শক্তি :- ৩২, ৬, ১২, ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য।

সারাসিনিয়া-পার্গিউরিয়া (Saracenia. Purpurea.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সারাসিনিয়া-হিটেবো, কাইল্লা বা পিচার বৃক্ষ। এই বৃক্ষ যখন পুষ্পিতোন্মুখ হয় তখন ইহার তাজা গাছেব মণ্ড স্রাসারে ভিজাইয়া রাখিবাব পর স্রাবাসিনিবার মাদার টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই গাছডার মূলদেশ হইতে অনেক ছোট ছোট ফেঁকড়ি বা উত্তেদ উঠে ইহা দেখিয়া অনেকে মনে করিতেন 'ইহা দ্বারা বসন্ত বোগের (বসন্ত ও উত্তেদ) উপকার সাধিত হইবে', ডাঃ হেল এই ঔষধ কুস্থ শবীরে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষাব পর দেখা গেল জ্বর, পৃষ্ঠে বেদনা, অত্যধিক মাথার যন্ত্রণা, পাকায়িক গোলযোগ ইত্যাদি লক্ষণ পাওয়া যায়। ডাঃ হেরিংও ঐ সমস্ত লক্ষণাদিব কথা উল্লেখ করেন। এই ঔষধ বসন্ত রোগের যেমন প্রতিষেধক সেইরূপ আরোগ্য কারক। পৈতিক স্বল্পবিবাম জবে ডেলসিমিয়াম যেরূপ কার্যকরী ঔষধ সেইরূপ বসন্ত রোগেও সারাসিনিয়াব নিম্নশক্তি কার্যকরী।

বসন্ত রোগ :—বসন্ত রোগে ভ্যাক্সিনিয়াম, খুজা, ভেরিওলিনাম, ম্যালেক্ত্রিণাম ও অ্যান্টিম-টার্ট যেরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ সেৎকপ বসন্ত বোগের আক্রমণে স্রাবাসিনিয়া সেবনে রোগ বৃদ্ধির দিকে না গিয়া ক্রমশঃ আরোগ্যেব দিকে চালিত হয়।, এই ঔষধ বসন্ত রোগের প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। প্রথমাবস্থায় স্রাবাসিনিয়া ব্যবহার করিলে দুষ্টজার্তীয় বসন্ত রোগও আয়ত্তের ভিতর আসিয়া থাকে। ইহা প্রযোগে চন্দ্রদল, রক্তমুখী, কৃষ্ণমুখী বসন্ত ও শীর্ষ শীঘ্র শুক হয়, এবং ভাব্যব লক্ষণসকল দূরীভূত হইতে দেখা যায়। সারাসিনিয়া যেমন বসন্ত রোগ আয়োগ্যকারক সেইরূপ ইহা বসন্তরোগাক্রমণ প্রতিষেধক। ম্যালেক্ত্রিণাম ও সারাসিনিয়া এই দুইটা ঔষধই আমবা বসন্ত মহামারীর সময় প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক হিসাবে ব্যবহার করিয়া ফল পাহায়া পাকি। প্রতিষেধক হিসাবে সাল্ফার, ভ্যাক্সিনিয়াম, ভেরিওলিনাম এবং থুজাও কার্যকরী।

শিরঃপীড়া :—বোগীর বিভিন্ন অঙ্গে বিশেষতঃ গলদেশে, কাঁধে ও মস্তকে দগ্ধপানি ব্যথায় মস্তক ফাটিয়া যাইবে লক্ষণে সারাসিনিয়া উৎকৃষ্ট কার্য করে।

রোগীর চক্ষু ফুলিয়া উঠে, দৃষ্টিব্রম, আলোকাতঙ্ক, জিহবা শুষ্ক ও কটাবর্ণেব লেপযুক্ত, পেটের ভিতর আলা, উদবাময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে হঠা উপযোগী।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬, বা ৩০ ক্রম।

স্কুকুম-চাক্ (Skookum Chuck.)

পরিচয় :—ইহা ভৈষজ্য হ্রদের লবণ বিশেষ। বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে ইহা তৈরী হয়। ওয়াসিংটন ষ্টেটের ভৈষজ্য হ্রদ (Medical Lake) বিশেষতঃ জল হইতে এক প্রকার লাবণিক পদার্থ পাওয়া যায়, বিচূর্ণীকৃত ঐ লবণই "স্কুকুম-চাক" নামে অভিহিত এবং রোগী চিকিৎসায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত। এই সল্টে ক্লোরাইড অক্সোডিয়াম, পোটাসিয়াম, সোডি কার্ব, লাইম, অ্যালুমিনা, ম্যাগনেসিয়া ও লৌহ প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে।

ব্যবহারস্থল :—স্কুম-চক্ একটা সোরাদোষনাশক ঔষধ। শ্লেষ্মিক বিল্লীর উপর ইহার ক্রিয়া অধিক। এই ঔষধ বহু পুরাতন একজিমা বোগের একটা উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতিরেকে শান্ত-পিত্ত, কর্ণনালী প্রদাহ, কর্ণশ্রাব, আমবাত ও কুষ্ঠব্যাধি, সর্দি, খসখসে শুষ্ক চর্ম প্রভৃতি ইহা দ্বারা আরোগ্যলাভ করে।

কুষ্ঠরোগে এই ঔষধের ৩x বিচূর্ণ ২৩ মাস প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য :—কুষ্ঠরোগে হোয়াংমান প্রযোগে কুষ্ঠরোগীর ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। পাঠপব-মেথিসিকাম, গাইড্রোকোটাইল, অ্যানাক্যাডিয়াম, প্রভৃতি ঔষধও কুষ্ঠব্যাধিতে উত্তম কাণ্য করিয়া থাকে।

শক্তি :—x, ৩x চূর্ণ সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হয়।

সাম্বুকাস-নাইগ্রা (Sambucus Nigra.)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম এল্ডার। ইহা এক প্রকার উদ্ভিজ্জ। এই গাছের তাজা পাতা ও ফুল সমানভাবে ফুটাইয়া শেষে সুবাসারে ভিজাইয়া রাখিবার পর স্যাম্বুকাসের মূল অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মন, শ্বাসরোধক সর্দি, ঘুংড়ী কাসি, হুপিং কাসি, হুপানি, শুষ্ক কাসি, ক্ষয়কাসি, শ্বরভঙ্গ, কোরও, নাক বন্ধ, শীর্ণতা, চমকানি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—গণ্ডমালা-ধাতুব বালক বালিকাগণের শ্লেষ্মিক-বিল্লী, শ্বাসযন্ত্র এবং গাত্রাশ্রক ইহা হার ক্রিয়া ক্ষেত্র। শ্লেষ্মিক বিল্লী ও শ্বাসযন্ত্র মধ্যে ইহা দ্বারা শ্বাসরোধক কাসি এবং গাত্রাশ্রক অবসাদক প্রচুর বর্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মন :—সাম্বুকাস শিশু দিনবাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্ কবে ও সর্ববিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে, উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে ও অস্থির হয়। রোগী চক্ষু বুজিয়া শুইয়া থাকিলে নানাপ্রকার অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে থাকে। বোগী অতিশয় আনন্দিত হইবার পর বা অতিরিক্ত বিষাদের ফলে অথবা শোক তাপাদির জন্ত পীড়িত হইলে ইহা দ্বারা উপকার লক্ষ্য। শিশু ভয় পাইলে সময় সময় তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়, নানাপ্রকার মানসিক উদ্বেগের জন্ত শিশু বমন করে ও তাহার প্রচুর বর্ষ হয়। নিদ্রিত অবস্থায় ঘর্ষহীন শুষ্ক উত্তাপযুক্ত শবীৰ তবুও রোগী অনাবৃত থাকিতে চায় না, গায়ে রোগীর কোন একটা ঢাকা চাই। জাগ্রত অবস্থায় সর্বদা প্রচুর বর্ষ; কোনায়াস ও চায়না রীতি চক্ষু-বুজিতে গেলেই প্রচুর বর্ষ দেখা দেয়; থুজা রোগীর আবৃত স্থানে প্রচুর বর্ষ হয়, বেলেডোনিয় আবৃত্তাংশে প্রচুর বর্ষ। স্যাম্বুকাস শোক অথবা অতি মৈথুনের মল ফলও দূর করে।

গঠন ও স্বভাব :—পূর্বে যাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, স্থলকায় এবং শবল ছিল, হঠাৎ কোন রোগ-শতঃ তাহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে স্যাম্বুকাস, টিউবারকিউলিনাম ও আর্থোডিয়ামের দ্বায় কার্য করে। কাসিতে কাসিতে রোগীর মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া উঠে; (আরক্তিম বা লান) মুখমণ্ডল

শীতল বর্ণাশ্রুত। রোগীকে দেখিতে তাহার প্রকৃত বয়স অপেক্ষা ঢের বেশী দেখায়। শ্যাম্বুকাল রোগী এত দুর্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে লিখিবার সময় দুর্বলতা বশতঃ ভ্রাতাব হাত কাঁপে।

শিশুরোগঃ—শ্যাম্বুকাস শিশুবোগের একটি উত্তম ঔষধ। গণ্ডমালা-খাতুর বালক বালিকা-দিগের পীড়ায় বিশেষতঃ শুষ্ক সন্দিবোগে ইচ্ছা কার্যকরী। যে সকল সন্দিবোগে নাক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়, বাত্রে মুখ দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, এইরূপ নাসাবোধক সন্ধিতে ইচ্ছা বিশেষ উপযোগী। শিশু শুষ্ক সন্দি হাঁচি হত্যাতির ফলে নাক বন্ধ হইয়া গেলে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে ও ফেলিতে কষ্ট হয়, সেহরূপ শুষ্কপানও তাহাব পক্ষে অসম্ভব হইয়া পীড়ায়। শিশুদিগের হাঁপানি রোগে—শিশু বাত্রে বেশু নিদ্রা ঘাইতেছে, চঠাং তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া হাঁপানির টান হইতে থাকে। শিশু কসিতে কাসিতে নীল হইয়া যায়, যেন তাহাব শ্বাস বন্ধ হইয়া ঘাইবে, শ্বাস বন্ধ হইয়া ঘাইবাব জন্য শিশু খাবি খাইতে থাকে, তখন তাহাকে দেখিলে মনে হয় বুঝি তাহাব মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপভাবে বোগের সহিত কিছুকাল লড়াই কবিবার পর শিশু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন শিশুর মাতা পিতা ও অন্যান্য সকলে মনে কবে বুঝি শিশু ভাগ হইয়া গেল, কিন্তু তাহা নহে, একটু পরেই পূর্ববৎ শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি হত্যাতির আরম্ভ হয়। শিশু যখন নিদ্রিত থাকে তখন তাহাব শরীর শুষ্ক ও উত্তপ্ত থাকে, ঘুম ভাঙ্গিলেই প্রচুর ঘন্য আবৃত্ত হয়। হঠাৎ শিশু সহজেই শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু শ্বাস ত্যাগ করিতে কষ্ট হয়। এই লক্ষণ **মিফাইটিসে** আছে, শিশু শ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না, নিদ্রাব ভিতর পীড়াব বৃদ্ধি, এই লক্ষণটি **ল্যাকেসিসে** আছে; শ্যাম্বুকাস শিশু বাত্রে নাক বন্ধ হইয়া যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস মুখ দিয়া সম্পন্ন কবে, নাস-ভমিকা, আমন-কার্ক ও তিপারেও এই লক্ষণ আছে।

যুঙী কাসি, হপিং কাসি বা অন্যান্য কাসিরোগে যদি উপরিউক্ত রূপ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তবে ইচ্ছা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়।

শিশুদিগের কঠিনালীর মুখে আক্ষেপ, শিশু হপিং কাসিব ন্যায় কাসে, ইচ্ছা মধ্যবাহে ও শিশু মাথা নীচু করিলেই বেশী হয়।

শোথঃ—শিশুর হাত পা ফুলিয়া উঠে ও নীলবর্ণের হয়। তাহার বাহ্য অগ্রভাগ ও হাত শোথে ফুলিয়া যায়, কনিষ্ঠা ও অনামিকাব পেশী অত্যন্ত স্পন্দিত। মূত্রগ্রাহ্য তরুণ প্রদাহজনিত শোথে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগের সহিত প্রচুর পবিমাণে প্রস্রাব হওয়াও ইহার একটি লক্ষণ।

জ্বরঃ—আসিবার পূর্বে তাহার প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রবল শুষ্ক কাসি হইতে থাকে, কাসির সঙ্গে গা বমি-বমি, পিপাসা ও প্রচুর ঘন্যও হইয়া থাকে। শীতাবস্থায় রোগীর হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয় কিন্তু শরীর বেশ গরম থাকে, শরীরের অন্যান্য স্থানেও শীত চলিতে থাকে, কোন কোন স্থানে যেন কাহারও ঠাণ্ডা নিশ্বাস নাগিতেছে এরূপ অনুভব। উত্তাপাবস্থায় রোগীর পিপাসা থাকে না, রোগী তাহার গায়ের ঢাকা ফেলিতে ভয় পায় পাছে আবার সন্দি লাগে। আস, নাস-ভমিকা, আর্কেন্ট-নাই, ম্যাগ-কার্ক রোগীও গায়ে ঢাকা খুলিতে চায় না। উত্তাপাবস্থায় রোগীর সমস্ত শরীর গরম অথচ হাত পা ঠাণ্ডা, ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাব শরীর আরও বেশী গরম হয়।

রোগীর ঘর্ষ অত্যধিক হয় বিশেষতঃ বাত্রি ১টা হইতে ২টা পর্যন্ত। তাহার মুখে এত বেশী ঘর্ষ হইতে থাকে যে সর্বদাই তাহার মুখমণ্ডল ঘর্ষবিন্দু মণ্ডিত থাকে। এই ঘর্ষ ভাগ্যতঃ অবস্থায়ই

বেশী হয়, ঘুমাইবা পড়িলে শরীর শুষ্ক হইয়া যায় কিন্তু অর ছাড়িয়া যাওয়ার পর তাহার গায়ে এত ঘর্ম হইতে থাকে যে, দেখিলে মনে হইবে যেন কেহ তাহার শরীরে অনবরত জল ঢালিয়া দিতেছে।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—বেদনায় উঠিয়া বসিলে, তাহার দেহ সঞ্চালন করিলে, কেহ তাহার শরীর টিপিয়া দিলে, শরীর চাক্ষুষা রাখিলে উপশম; শয়ন করিলে বিশেষতঃ মাথা নীচু করিয়া শুইলে, বাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, বাত্রি ৭টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত, গায়েব ঢাকা খুলিয়া ফেলিলে, জ্বরের সময় ঠাণ্ডা জলপান করিলে, ভয় পাইলে, চর্ষ ও বিষাদেব পব বোগেব বৃদ্ধি।

অর্শের মন্দফল ইহা দ্বাৰা নিবাবিত হয়। ভয় পাঠিবাব পর ওপিয়াম প্রয়োগে যখন উপকাৰ হয় না তখন স্ত্রাস্থকাস প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

শক্তি:—মূল অবিষ্ট হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত।

স্যাথুকাস-ক্যানাডেন্সিস (Sambucus Canadensis.)

ব্যবহারস্থল:—ডাঃ বোরিক বলেন, ইহা শোথবোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শোথ-বোগে ইহার অল্পমাত্রায় বিশেষ ফল হয় না। সুতবাঃ ইহা'ব তবল সান (fluid extract) অথবা মূল অবিষ্ট সিকি চামচ হইতে চা চামচেব এক চামচ মাত্রায় প্রত্যহ ৩ বার সেব্য।

স্টিগ্‌মেটা-মেডিস বা জিয়া (Stigmata Maydis or Zea)

পরিচয়:—ইহা'ব অপর নাম কৰ্ণ সিন্ধ। ইহা হুটাজাতীয় শস্তেব জীৱাতীয় পুষ্পগুলির গৰ্ভ-কেশরাদির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে ঠিক বেশমেব স্তান লাগে। ইহার টাটকা কেশব হইতে অবিষ্ট তৈবী হয়।

ব্যবহারস্থল:—এই ঔষধ মূত্রগ্রন্থির শূল ও মূত্রগ্রন্থিব পাথুবী বোগে, পুরাতন পাথুরী রোগে এবং মূত্রত্যাগের পর অতিশয় কুস্থনের সহিত মূত্রকৃচ্ছ রোগে, মূত্রাশয়ের প্রতিশ্রাব, মূত্রাশয়-মুখশাযী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি বশতঃ প্রস্রাব করিবার সময় অত্যন্ত যন্ত্রণা, হৃদযন্ত্রেব পীড়া জন্ত নিম্নদ্বের শোথ ও মূত্রস্রবতার জন্ত উপযোগী।

শক্তি:—মূল অবিষ্ট একটু বেশী মাত্রায়।

হাইড্রোকোটাইল-এসিয়াটিকা (Hydrocotyle Asiatica)

পরিচয়:—ইহার নাম থলকুড়ি বা থানকুনি। এই জাতীয় লতা ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, বিশেষতঃ বাংলাদেশের ডোবা ও খালের ধারে বা অত্র কোনও জলাশয়-সংলগ্ন পতিত-জায়গায়। এই জাতীয় গাছ বহু পাওয়া যায়। সমগ্র থলকুড়ি শুষ্ক হৈচিবা সুরাসাতযোগে অবিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল:—এই ঔষধ কুষ্ঠব্যাধি, ধবল, গোদ, যুথেন যেতবর্ষ ক্ষতরোগ এবং নানাবিধ চর্মরোগের উত্তম ঔষধ। এই সমস্ত রোগে ক্ষত উৎপন্ন হইবার পূর্বেই এই ঔষধ দ্বারা বেশী

ফল পাওয়া যায়। ইহা ব্রণ, একজ্বিমা, পোড়া নারাকা এবং তাম্রবর্ণ উদ্ভেদের জন্য বিশেষ উপযোগী। ইহা দ্বারা উপদংশজাত মুৎস্কত, মুখের নান্নুপ্রদাহ ইত্যাদিও আরোগ্য লাভ করে।

চর্মরোগ :—গোদ ও কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করিতে ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এই সকল রোগে চামড়ার উপরার্ক যত অধিক মোটা ও পুরু হইবে এই ঔষধ দ্বারা তত বেশী ফল পাওয়া যাইবে। কুষ্ঠব্যাধিতে প্রথম চামড়ার উপর লালবর্ণের উদ্ভেদ বাহির হইয়া বা দাগ বাহির হইয়া পরে যখন চামড়া অত্যন্ত মোটা ও পুরু হয় তখন এবং যথায় চর্ম খসিয়া পড়িবার উপক্রম হয় তথায় হাইড্রোকোটাইল উত্তম কার্য করে; কিন্তু যদি ঐ স্থানেব স্পর্শশক্তি না থাকে তাহা হইলে অ্যানাকাডিয়াম-অক্সিডেটার্লিস ব্যবহার্য। ডাঃ অডুইট কুষ্ঠবোগে এই ঔষধেব উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ গুণ্ডমালা-ধাতুবিশিষ্ট বা উপদংশ-বিষজ্ঞ ব্যক্তিগণের কুষ্ঠরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জরায়ু রোগ :—জরায়ুগ্রীবীর দানাময় ক্ষতে ও যোনি কণ্ঠ্যনে এই ঔষধেব বিশেষ উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ মিচেল বলেন,—হাইড্রোকোটাইল যেমন মূত্রাশয়গ্রীবীর উপদাহ, জরায়ুগ্রীবীর আরক্ততা এবং যোনিদেশেব উত্তপ্ততা ও চুলকানি জন্মায় সেইরূপ আরোগ্যও করে।

হাইড্রোকোটাইল কুষ্ঠব্যাধিতে বা চামড়া মোটা হইয়া পড়া বোগে—হাইড্রাষ্টিস, হিউবা, ফেরাম-পিকরিক ও অ্যানাকা তুল্য।

শক্তি :—মূল আবক, ৩, ১৬, ১৮।

হাইড্র্যাঞ্জিয়া-আর্কোরেসেন্স (Hydrangea Arborescens) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ মূত্রাশয়-শূল, বক্তমূত্র ও পাথুবী বোগে ক্রিয়াশীল। বোগীর প্রসাবে প্রচুর পরিমাণে শাদাবর্ণের নিষ্কিষ্ট আকারশূন্য অর্জতবল অবঃক্ষেপ বা ভলানি ইহার নির্দেশক। এই ঔষধ মূত্রাশয়ে পাথর জন্মিবার প্রবণতা রোধ করে। মূত্রগ্রহিব উপব স্পর্শদেহ, বৃক্কের কষ্ট, আক্লেপিক মূত্রকৃচ্ছতা ও মূত্রনালীর রোগ ইহা সেবনে উপশমিত হয়। ঔষধিক উপসর্গ ও জলপিপাসা সহ মূত্রাশয়ের মুখশাযী-গ্রন্থির প্রদাহ ও বিরুদ্ধিতে এই ঔষধ ফেরাম-পিক, চিমাফিলা ও স্ত্রাবাল-সেকলেটা সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩৫ ও ৬ শক্তি ব্যবহার্য।

হাইড্রাষ্টিস-ক্যানাডেন্সিস (Hydrastis Canadensis) ।

পরিচয় :—ইহাব অপূর নাম ইষোলো রুট, গোল্ডেন সিল বা ওয়্যারনেরিবা ক্যানাডেন্সিস। ইহা প্রায় এক ফুট উচ্চ বৃক্ষবিশেষ। ইউনাইটেড স্টেটের উত্তর বনভূমিতে এইঔষ্য জন্মে, ইহাবা বাৎসরিক শুষ্ক। এই ঔষ্যের তাজা মূল হইতে মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—ক্যানসার, ক্যানসারজনিত ক্ষত, পাকাসয়-ক্ষত, মস্ততা, সর্দি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অজীর্ণ, কণ্ঠশীড়া, অর্শ, নালী-ক্ষত, প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, প্রচুর রক্তশ্রাব, জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব,

মুখের ক্ষত, পুতিন্ত, গুল্মবাবের বিবিধ পীড়া, বসন্ত, সারিপাতিক অর, জরায়ুর বিবিধ পীড়ায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াশীল :—শৈথিল্য বিস্তার উপর ইহার ক্রিয়া অধিক। গলনশীল, পাকশীল, জরায়ু ও মূত্রনালী ইহাতে ঘন হইলে চট্‌চটে দড়ি দড়ি স্লেয়াবৎ পদার্থ নির্গত হওয়া ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ। পাকযন্ত্রের ও যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতিসহ ক্যান্সার রোগপ্রবণ-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা যাহাদের অত্যধিক মতাদি পান জন্ত স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে তাহাদের পীড়ায় এই ঔষধ ক্রিয়াশীল।

মন :—হাইড্রাটিস মনোবৈপ্লব্য কিছু ক্রিয়া প্রকাশিত কবে। বোগীর স্মৃতিশক্তি বড়ই কমিয়া যায়, কি পড়িতেছে, কি বলিতেছে তাহা সে স্মরণ করিয়া রাখিতে পাবে না (অ্যানাকাডিয়াম, কেল-ফস্); অত্যন্ত প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা (নাক্স-ভমিকা)। বোগী যে পীড়ায় ভোগে সেই পীড়ায় তাহার মৃত্যু হউক সর্বদাই এহ চিন্তা কবে (মোন, ক্রিয়া, সালফ)। তাহার মাথার ভিতর অত্যন্ত জড়তাবোধ, লোকে নেশা কবিলে যেকণ অবস্থা হয় তাহার সেইরূপ জড়তা ও আবিলতাবোধ। বোগীর শবীরের ভিতর, উদরপ্রদেশে ও অস্থমধ্যে সর্বদা খালি-খালিভাব, যেন তাহাব সেখানে কিছুই নাই, সেই সন্ধে নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল অনুভব করে। হাইড্রাটিসের এইরূপ অন্তর্ভূতি সকল সময় ও সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। আহারাদি করিলেও ঐ খালি-খালিভাব চলিয়া যায় নী। সালফাব ও ফসফোবাসের একরূপ খালি-খালিভাব আছে, তবে তাহাদের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে।

অধিকার :—ডাঃ হেল সর্বপ্রকারে ক্ষত, খেতপ্রদর, জরায়ুর নানাপ্রকার আব, পুণাতন চক্ষুউঠা, কাণপাকা ও নাসিকার ক্ষত প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধের আন্তরীণ ও বাহ্যিক-প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। ক্যান্সার বোগে তিনি এই ঔষধ আন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ কবিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য ইহা একটা উত্তম ঔষধ। ডাঃ হিউজেস এই ঔষধের মূল অরিষ্ট কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীকে এক বিন্দুমাত্রায় প্রাতে খালি পেটে সেবন করিতে উপদেশ দেন। শিশুদিগের ও বৃদ্ধদিগের কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, যাহারা অতিরিক্ত জোলাপ গ্রহণ করে তাহাদের কোষ্ঠবন্ধে, অংশপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যে হাইড্রাটিস উত্তম কার্য্য কবে। গর্ভাবস্থার এবং প্রসবান্তে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মিলে ইহা দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। ক্ষয়রোগেও ইহার প্রয়োজনীয়তা পবিলক্ষিত হয়। হেলিং বলেন, যখন যক্ষ্মারোগীর উদরে শূন্যতাবোধ, ক্ষুধামান্দ্য, অত্যধিক দুর্বলতা, শুষ্ক কাসি প্রভৃতি লক্ষণ উপশমিত হয় এবং রোগী নিজেকে অনেকটা সুস্থ মনে করে তখন কিছুদিন এই ঔষধ সেবনে স্বাস্থ্য চমৎকার হয়। বার্ণেট বলেন হাইড্রাটিস ক্ষয়রোগে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে না পারিলেও যখন লক্ষণাত্মক অস্বাস্থ্য ঔষধ দ্বারা রোগী আরোগ্যপথে নীত হয়, তখন হাইড্রাটিস প্রয়োগে রোগী সুপুষ্ট ও সবল হইয়া উঠে। কাসিবার সময় বক্ষপঞ্জর ক্ষতযুক্ত মনে হয়।

প্রমেহ রোগের তরুণ অবস্থা কাটিয়া যাইবার পর যখন রোগের দ্বিতীয় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন যদি হলুদবর্ণের গাঢ়স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে তখন এই ঔষধের মূল অরিষ্ট পিচকারী যোগে শিশ্ন বা যোনিপথে প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ১ ড্রাম মূল অরিষ্ট ছয় আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রদরশ্রাব সময়ে সময়ে জলের স্থায় কিন্তু অধিকাংশ সময়ে গাঢ় নীলবর্ণ এবং ক্ষতজনক—সেই সঙ্গে উপর পেট শুল্ক বোধ ও বৃক খড়ফড়ানি। মুখমণ্ডল মলিন ও চক্ষু নিশ্চত হয়। রোগিণীর অত্যধিক প্রদরশ্রাব হইতে হইতে তাহার জরায়ু মুখ, যোনিপথ হাজিয়া যাইবার মত হয়।

ভ্রমর অর্কবৃদ্ধ—(Fibroid tumor) হইবার ফলে রোগিণীর জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব হয়। অত্যধিক প্রদরশ্রাব হইবার ফলে যোনিদ্বারে ভয়ানক সড়সড় করে ও কামের উত্তেজনা চইতে থাকে।

ক্যান্সার বা কুর্কটিয়া :—স্তনাদি গ্রন্থি ক্যান্সার বোগে এই ঔষধ বাহ্যিক ও আন্তরিক ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বেইস বলেন হাইড্রোসিস জরায়ু ও ওষ্ঠাদির ককট রোগে কার্যকরী নহে কিন্তু স্তনের কঠিন ককটেই ইহা বেশী ফলপ্রসূ।

স্তনের ক্যান্সার রোগে—রোগীর স্তন হইতে স্বল্পদেশ ও স্বল্পদেশ হইতে বাহ্যতে একটা অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা চলিয়া বেড়ায়, বোগিণীব বামদিকের স্তনে টুচু নীচু অর্কবৃদ্ধ, তাহার মাইয়ের বোটা ভিতরে বসিয়া যায়, রোগিণী দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে—ডাঃ বেইস যেমন বলেন “হাইড্রোসিস জরায়ু ও ওষ্ঠাদি ক্যান্সার বোগে উপকারী ঔষধ নহে”, কিন্তু অপব পক্ষে আমেরিকার অস্ত্রাঘাত চিকিৎসকগণ হাইড্রোসিসকে জরায়ু ও পাকস্থলীর ক্যান্সারের উত্তম ঔষধ বলিয়াছেন, আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতে পাই—হাইড্রোসিস ঐ সকল ক্যান্সার আশ্রয় করিতে পারে, না—কেবল ২৪ দিনের জন্য বোগিণীর আশ্রয় কিছু উন্নতি হয়, আবার কিছু দিন পরে ঐ উপকাবটুকুও থাকে না চলিয়া যায়।

হাইড্রোসিস—জরায়ুর নানাবিধ বিশৃঙ্খলা জন্মিলে সেই সকল বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া দিতে পাবে—কার্য হাইড্রোসিস রোগিণীর শৈল্পিক বিস্তার উপর—পালসেটো অপেক্ষাও ক্রিয়াশীল। হাইড্রোসিস—জরায়ু, মূত্রনলী, যোনিদ্বার, পাকস্থলী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য উপর বিশেষ কার্য করে এমন কি জরায়ু বিচ্যুতি ঘটিলেও ইহা উপযোগী।

অর্শ :—রোগীর অর্শ হইতে সমান্ত কিছু শ্রাব হইয়াই অমনি সে অত্যন্ত অবসন্ন ও কাহিল হইয়া পড়ে। অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে তাহার মলদ্বাবে চ্যুতি হয় বা মলদ্বার কাটিয়া যায় তখন উহা হইতে বস পড়ে ঐজন্য মলতাগ হইয়া যাইবার পর তাহার মলদ্বাবে ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকে।

পায়ে কড়া :—যে কোন কারণ বশতঃ পায়ে কড়া জন্মাৎ না কেন হাইড্রোসিসের মলম রোজ ৩৪ বার প্রয়োগ করিলে ও আন্তরিক (খাতু অল্পসবে) ঔষধ সেবন করিলে অনেক ক্ষেত্রে পায়ের কড়া ভাল হয়।

বসন্ত :—বসন্ত রোগীর গলার ভিতর ক্ষত, আর সেই ক্ষতগুলি যদি কালবর্ণের ফুসুড়িপূর্ণ হয় এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, মূর্ছা ও অবসন্নতা থাকে তবে ইহাট ফলপ্রসূ। হাইড্রোসিস আন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগে রোগের সর্বটনুতক ভাব, উপসর্গ, ভোগকাল ও যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

জঠর :—ইহার অরিষ্ট জলপাই তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে রোগীর বসন্তের ক্ষত, গলার ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইয়া যায়—বসন্ত ভাল হইয়া গেলে রোগীর গায়ে দাগ পর্যন্ত পড়ে না। বসন্ত রোগীর সমস্ত উপসর্গ চলিয়া যাইবার পর, তাহাকে ডায়েট জলে স্নান করাইলে শরীরে দাগ পড়ে না ও গাত্রবর্ণ কসাঁ হয়। আমরা কয়েকটা রোগীকে ঐরূপ ঔষধ করাইয়া স্তনের ফল পাইয়াছি।

অজীর্ণ রোগ :—অজীর্ণ রোগীর মুখের রং চঠাৎ ফ্যাকাসে হইয়া যায়, তাহার জিহ্বা হরিদ্রাভ ও চট্‌চটে হয় এবং নোঙ্গী ঘন ঘন টক বা দুর্গন্ধযুক্ত ঢেঁকুর তুলিতে থাকে। রোগীর কখন কোষ্ঠবদ্ধ আবার কখনওবা তরল বাহ্যে হইতে থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বিশ্রামে বা গা দলিয়া দিলে রোগের উপশম—রাত্রিকালে, উত্তাপে, শরীর বা আক্রান্ত অংশ ধোত করিলে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—এই ঔষধ ক্যান্সার বোগে—কোনা, কণ্ঠীউর্যাদো, জিরো ও ফাইটোলেকা তুল্য।

শক্তি :—মূল আরক হইতে ৩০ শক্তি (অজীর্ণ রোগে নিয়ন্ত্রণ এবং সর্দি রোগে উচ্চশক্তি ব্যবহার্য)।

হাইড্রোফোবিনাম বা লাইসিন (Hydrophobinum or Lyssin)

পরিচয় :—পাগলা কুকুরের লাল হইতে প্রথম বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ডাঃ হেরিং ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ইহা পরীক্ষা করেন; তিনি কুকুর-দংশনজনিত-বিষাক্ত লক্ষণে ইহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

ব্যবহারস্থল :—কুকুরে কামড়াইবার বিষ দূর করিতে, জলাতঙ্ক, বাঘী বা গ্রহিণীতি, আক্রমণ, মুখের পেশীর স্পন্দন, জলপানে অরুচি, গর্ভাবস্থায় জল ঢালার শব্দে ধমুটকারেব ভৎপত্তি, পক্ষাঘাত, কামোন্মাদ, সূর্য্যাস্রাত, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, রক্তকনিগের পক্ষাঘাত রোগে এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। মন ও ন্নায়ু-বিধানের উপর ইহাব প্রভূত ক্ষমতা পরিদৃষ্ট হয়।

ক্রিয়াস্থল :—কুকুর-দংশনজনিত রক্ত বিষাক্ত হইয়া ন্নায়ুগুণে ক্রিয়া প্রকাশ পায়। গলাব ন্নায়ুগুলিও বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। হাইড্রোফোবিনাম একটি নোসোড জাতীয় ঔষধ; সাধারণতঃ দেখা যায় নোসোড জাতীয় ঔষধগুলি গভীর কার্য্যকরী; এই ঔষধটিও অত্যন্ত গভীর কার্য্যকরী ঔষধ।

মন :—হাইড্রোফোবিনাম রোগী ও রোগিণী নানাপ্রকার কাল্পনিক দৃশ্য দেখিয়া ভয় পায়, তাহার নিকট জলবায়ু বোঁদ্র বৃষ্টি, শীত, এমন কি পিপাসার সময় জলপান ভীতিপ্রদ। ২৪মান জল দেখিলে, জলের শব্দ শুনিলে, অথবা রোগিণীর সম্মুখে কেহ জল ঢালিলে সে ভীত হয়, তৎক্ষণ আক্রমণও হইতে পারে, তীব্র আলোক বা চক্‌চকে জিনিষ সে দেখিতে পারে না, দেখিলে ন্নায়বিক উত্তেজনা ও মানসিক বৈকল্য ঘটে। উল্লিখিত ক্লাবণে রোগিণী কেবলই যে ভয় পায় তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে সত্য সত্যই বোগ লক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রোগিণী সর্বদা মনে ভাবে যেন কি একটা মহা বিপদ উপস্থিত হইবে—এই ভাবটাকে সে যত দূরে তাড়াইতে চায় ততই ঐ ভাবটা মনোমধ্যে দৃঢ় ও বন্ধমূল হইয়া বসে। তাহার মনের ভিতর ভাববহ কার্য্য করিবার আশঙ্কা জাগরিত হন—নিজের ক্রোড়ের শিশুকে উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হন। সে সর্বদাই মনে করে আমি বুঝি পাগল হইয়া গেলাম এই ভাবটা অ্যাক্‌টিভ-রেসি, ক্যালকে, ক্যানাবিস-ইণ্ডি, লিলিথাম, নাক্স প্রভৃতি ঔষধে আছে।

হাইড্রোফোবিনাম—ইহাতে গর্ভবতী রমণীগণের নানাবিধ ভ্রান্ত কল্পনা ও কার্য্যাবলী দেখা যায়।

রোগিণী নিজের জরায়ু অস্তিত্ব অনুভব করে—হেলোনিয়াস রোগিণীও স্বীয় জরায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করে।

• রোগিণী নিজের হাঁতের ছুরি নিজের হাতেই বিদ্ধ করে বা অপরকেও বিদ্ধ করিয়া বসে ; সে হয়ত জলপূর্ণ গ্রাস লইয়া যাঁইতেছে—কেহ হয়ত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বোগিণী সেই জলপূর্ণ গ্রাস ধাঁ করিয়া তাহার মুখে মারিয়া ধসিল। কেহ হয়ত রোগিণীবংগায়ে গা ঠেকাইলে অমনি সে দ্বিধা না করিয়া কামড়াইয়া দিল বা তাহাকে যাঁতা বলিয়া গালাগালি করিল।

প্রাকৃতিক আবহাওয়াদির পরিবর্তন বা বিপর্যয় জন্ত রোগের বৃদ্ধি হাইড্রোকোবিনাক্ষের প্রধান লক্ষণ।

শিরঃপীড়া :—গর্ভাবস্থায়, শয়ন অবস্থায় এবং বিটানা হইতে উঠিবার সময় রোগিণীর মনে হয় যেন তাহার শরীরেব সমস্ত রক্ত মাথার দিকে ধাবিত হইয়া আসিতেছে, ইহাব ফলে তাহার মাথার সকল পদার্থ যেন ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ, —এইরূপ রক্তের চাপের ফলে রোগিণী পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকে ও তাহার মাথা দেয়ালের গায়ে ঠুকিতে থাকে। **নেট্রাম-মিউর ও নেট্রাম-সালফ** রোগিণীরও এইরূপ তীব্র মাথার যন্ত্রণা, কেহ মাথা টিপিয়া দিলে উপশম বোধ, মাথার তীব্র যন্ত্রণার সময় সে আলোক সহ্য করিতে পারে না আলোকে তাহার মাথার যন্ত্রণা আরও বেশী হয়। রোগিণীর কণা অস্পষ্ট হয় সে কথা কহিতে চায় না। কথা বলিতে পারে না। মাথার যন্ত্রণার সময় যদি সে জলের স্রোত বা জল দেখিতে পায় অথবা কেহ তাহাকে জলপান কবিত্তে বলে তাহা হইলে সমস্ত রোগ লক্ষণ অসম্ভবরূপে বাড়িত থাকে।

গলরোগ :—বোগিণীর মুখ হইতে প্রচুর আঠা আঠা লালাশ্রাব হইতে থাকে সেইজন্য সে বারংবার থুথু ফেলে। গলাব রোগে বোগী সর্বদাই চোক গিলিতে চায়, অনবরত প্রচুর লালাশ্রাব হয়। কিছু গিলিবার দ্রব্য বিশেষতঃ জল গিলিবার সময় তাহার গলাব পেশীগুলির আক্ষেপ। রোগীর আলজিহ্বা শুষ্ক ও কৃষ্ণিত হইয়া যায়—সেজন্য তাহার কুকুর ডাকিবার ন্যায় শুষ্ক কাসি হইতে থাকে।

• **পুং-জননেন্দ্রিয়ের রোগ :**—ইহার রোগীর কাম পিপাসা অত্যধিক। জননেন্দ্রিয় এত উত্তেজিত হয় যে সন্ধ্যাবেলা সে নিঃশব্দে নিজে স্থিতি রাখিতে পারে না ; সে তখন যে কোনও প্রকার স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সাম্য করিবেই। ইহার রোগীর নানারকম ভাবে শুক্রপাত হইয়া থাকে কেহ হয়ত অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গমাদি করিয়া শুক্রপাত করে ; কেহ অস্বাভাবিক উপায়ে রৈতঃপাত কবায়, ইহার রোগীর দুই রকম প্রবৃত্তি আছে—কাহার হয়ত অসম্ভব কাম পিপাসা, সঙ্গমের সময় অতি বিলম্বে শুক্রপাত হয়—আবার হয়তো মোটেই রৈতঃপাত হইল না—ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হইয়া যায় কাহারও আবার স্ত্রীসঙ্গমেই প্রারম্ভেই রৈতঃশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

• **স্ত্রীরোগ :**—রোগিণীর সঙ্গম ইচ্ছা মোটেই থাকে না যদি বা তাহার সঙ্গমেচ্ছা থাকে তাহা হইলে জরায়ুর ভিতর বা যোনিদ্বারে যন্ত্রণা ও টাটানি থাকিবার জন্য সঙ্গমাদি করিতে চায় না। মাসিক শ্রাব যথেষ্ট তবে শ্বেতপ্রদর বেশী দেখা যায়। জরায়ুর নিয়াকর্ষণও ইহাতে আছে—অন্যন্ত সকল লক্ষণ ইহার মানসিক লক্ষণের সহিত মিলাইবা নিতে হইবে। ইহার শ্বেতপ্রদর অত্যধিক—

অ্যালুমিনা ও সিলিকিনামের খেতপ্রদর আবণ্ড ইহার স্রাব প্রচুর হয় তবে অ্যালুমিনার ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে এবং সিলিকিনাম বোগীগীর সিলিকিসের ঘোষণা থাকে চাই।

চন্দ্ররোগ :—চন্দ্রপীড়া বিশেষ কিছু নাই তবে শরীরের কোনও স্থানে ক্ষত থাকিলে তাহা নীলাভ হয়—দেখিলে মনে হইবে যেন পচিতে আরম্ভ করিয়াছে—আবার কোন কোন রোগীর ক্ষত শীঘ্র আবেগ্য হইতে চাহে না—কুকুরের শিশনজনিত কোন স্থানে ক্ষত উঠিলে এবং ঐ ক্ষত দোষিত হইবার উপক্রম করিলে ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়।

সার্বজ্ঞিক লক্ষণ :—ইহার বোগীব ডাণদিকের বাহু এত ভারী ও অসাড় হইয়া যায় যে ভাটার লিখিবাব কোন শক্তি থাকে না তাই সদাসর্বদা রোগী হাত ঝুলিয়া রাখে। রোগীর ডাণদিকের হাতটা এত কাঁপে যে রোগী কিছুতেই লিখিতে পারে না (নেট্রাম-মিউর, জিকাম)। উরু দুইটি মনে হয় যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাইবে! সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় পা দুইখানি অত্যন্ত ভারী মনে হয়। রোগীব নিরাক্ষ হইতে, উর্দ্ধাঙ্গ পথান্ত পক্ষাঘাত।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—পশ্চাৎদিকে মস্তক অবনত কবিলে, উত্তাপে, গরম জলে বা গরম বাষ্পে উপশম; জলশ্রোতের শব্দে, জলপান কবিলে, জলশ্রোত দেখিলে, উজ্জল বা চাক্চিক্যময় দ্রব্যের দিকে তাকাইলে, গাড়ীতে বেড়াইলে, বোজ্রে বা স্পর্শ করিলে বোগেব বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—হাইড্রোফোবিনাম—উর্দ্ধগামী পক্ষাঘাতে—জেলস, কোনাযাম ও নেডাম তুল্য; শ্বাসপ্রশ্বাসের পক্ষাঘাতে—বেলেডো, ডাল্কা তুল্য; ইষ্ট্রিমের উত্তেজনায়—অ্যাসিড-পিক্রিক, ক্যাছারিস, তুল্য; স্বর্ষ্য তাপ অসহ্য—নেট্রাম-মিউর, গ্লোন, জেলস, এপিস তুল্য; জল দেখিলে প্রস্রাব পাণ্ড—ক্যাছা, সালফার তুল্য; জবাঘুর অবস্থিতি অন্তঃকরণ—হেলোনিয়াস তুল্য; তাড়াতাড়ি কথা কহায়—হাযোসায়েমাস তুল্য;

শক্তি :—৩০, ২০০, ১০০০, শক্তি ব্যবহার্য।

হাইপারিকাম-পার্কোলিয়েটাম (Hypericum Perfoliatum.)

পরিচয় :—ইহার অপর্ণ নাম সেটজন্স ওয়ার্ট, ব্রাকিউগা ডিমনাস। ইহা এশ্বপ্রকার বাৎসরিক গুল্ম। এই জাতীয় গুল্ম আমেরিকা ও ইউরোপ অঞ্চলেই বেশী জন্মায়। পুষ্প সমেত সমস্ত তাজা গাছ হেঁচিয়া সুরাসারযোগে ইহার মূল আরক তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মন, নায়ুর আঘাত যথা পায়ের তলায় আঙ্গুলের ভিতর ও যে সকল স্থানে নায়ুর আধিক্য অত্যধিক সেই সকল স্থানে পেরেক, আলপিন, কণ্টক ইত্যাদি বিদ্ধ হইবার ফলে ধ্বংসকারাদি হইলে, আছাড় খাইয়া বা উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গিয়া মেরুদণ্ডের নিম্নতম অংশে বেদনায়, আঘাতের পর কালশিরা প্রভৃতি ক্ষেত্রে, বন্ধুকের গুলির আঘাত লাগিয়া ধায়ু আক্রান্ত হইলে, জলাভঙ্গ, অতিরিক্ত প্রসব বেদনার জন্ত নানা প্রকার উপসর্গ, নায়ুশূল, মস্তিষ্কের পীড়াদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

মূল্য :—হাইপারিকাম রোগী কিছু লিখিবার সময় পুনঃ পুনঃ ‘তুল করে এমন কি লিখিবার সময় অক্ষর ফেলিয়া যায়, সে নিস্ত্রিত অবস্থায় প্রলাপ বকিতে থাকে, বিকারের ঘোঁকে গান করে, কাঁদে এবং খুব জোরে জোরে চীৎকার করিতে থাকে। ভব পাইয়া কোন পীড়া হইলে হাইপারিকাম,

ওপিয়াম, কের্নি-ব্রোম তুলা ঔষধ। হাইপারিকাম, ক্যালকেরিয়া কস্, ইয়েসিয়া ও ট্র্যাকিসেগ্রিয়ার স্তায় ঔষধ ও অপ্রত্যাশিত শোক জনিত পীড়াদির ক্ষেত্রে উপযোগী। ইহাতে রোগীর মাথা অত্যন্ত ঘুরায় যখন তাহার মাথা ঘুরায় তখন সে মনে করে তাহার মাথা যেন চটায় লম্বা চইয়া গেল ঐ সঙ্গে তাহার রাত্রে অত্যধিক প্রসাবেব বেগু হইতে থাকে।

ক্রিয়াশীলঃ—স্নায়ুতে আঘাত জনিত পীড়ায় ও ক্ষতে ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

আঘাতজনিত পীড়া: আঘাত লাগিবার পব উচ্চস্থান হইতে পতনাদির ক্ষত আমাদেবু আর্গিকা শ্রেষ্ঠ ঔষধ ইহা জনসাধারণ পর্যন্ত স্বীকার কবে কিন্তু সর্বদক্ষেই যে কেবল আর্গিকা প্রয়োজ্য তাহা নহে, ইহা ব্যতিবেক আরও অনেক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহাব মধ্যে হাইপারিকাম অমৃতম। যে সকল ক্ষেত্রে আঘাতের ফলে স্নায়ু-বিশেষতঃ অনুভূতি-প্রধান স্নায়ু নিষ্পেষিত, ছিন্নভিন্ন বা আহত হইয়া-পড়ে সেই সকল ক্ষেত্রে হাইপারিকামেব বৃথা স্মরণ : বা কর্ণব্য। ইহাব বোগীর আঘাতাদির ফলে স্নায়ু পথে অত্যধিক যন্ত্রণা ও ভয়ানক বেদনা হইতে থাকে, কোন কোন বোগীর ঐ সকলের জগ্ন আক্ষেপ, টঙ্কাব প্রভৃতিও হইয়া থাকে কিন্তু সর্বদাই এহ কথাটি স্মরণ বাধিতে হইবে যে আঘাতী অনুভূতি প্রধান স্নায়ব উপব হওয়া চাই। স্নায়ব আঘাত সাধারণতঃ পায়ের তলা, অঙ্গুলি, নখেব ভিতর প্রভৃতি স্থানে বেশী হয়, ঐ সকল স্থানে আলপিন, সুঁচ, পেরেক, কণ্টকাদি বিদ্ধ হইলে বা ঐ সকল স্থান যেন প্রকার আঘাতের ফলে পিষিয়া গেলে, ঐ সকল স্থানে অসহনীয় বেদনা হইলে হাইপারিকামই একমাত্র উপযোগী ঔষধ। হাইপারিকাম যথা সময় প্রয়োগ কবিত্তে পারিলে ধুতুকা, দাঁত কপাটি লাগা বা অহ কোন প্রকার বোগ হইতে পারে না। কেহ কেহ হাইপারিকামকে হোমিওপ্যাথিক অ্যান্টি-টিটেনাস ঔষধ বা অ্যান্টি-টিটেনাস সিরাম আখ্যা দিয়া থাকেন।

আঘাতের ফলে আঙ্গুল কি ভাবে পিষিয়া যায় এই একটি প্রশ্ন হইতে পারে—মনে করুন একটি ছেলে খেলা করিতে কবিত্তে একখানা উট দ্বারা আঘাত করিল সেই আঘাত ঘটনা ক্রমে তাহার আঙ্গুলে লাগিলে কি হইবে, কচি কচি আঙ্গুলগুলি পিষিয়া থ্যাথ্লে যাইবে ঐ সময় যদি হাইপারিকাম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র শিশুর যন্ত্রণা উপশম হইবে অপর কোন খারাপ লক্ষণাদি আবিভূত হইবে না। আবার মনে কখন একটি বালক খেলা করিতে করিতে দরজার ফাঁকে হাত ঢুকাইয়া দিয়া চাপ দিল ঐ চাপ দিবার ফলেও তাহার আঙ্গুল পিষিয়া যাইতে পারে; নোড়ার আঘাতেও ঐরূপ আঙ্গুল পিষিয়া থ্যাথ্লে যায় তাহা হইলে হাইপারিকাম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপযোগী। এইরূপ আঘাতের ফলে আমরা রোগীর কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই তাহার অনুভাবাত্মক স্নায়ু হয় ছিঁড়িয়া গিয়াছে না হয় থ্যাথ্লে গিয়াছে অথবা বিবিধা বা কাটিয়া গিয়াছে ইহার ফলে তাহার নানাবিধ উপসর্গের সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু যথা সময় হাইপারিকাম প্রয়োগ করিতে পারিলে সাংঘাতিক উপসর্গাদি আসিতে পাবে না। হাইপারিকাম প্রয়োগ করিবার সময় রোগীর স্পর্শকাতরতা থাকা চাই। পড়িয়া গিয়া অনেক সময় আহত স্থান ফুলিয়া খুব শক্ত হয়, মনে হয় স্থানীয় স্নায়ুসকল ভাল পার্কাইয়া শক্ত টিউমরের মত হইয়াছে, নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগে ও মালিসে ঐ স্থান ভাল হইতেছে না, এরূপ অবস্থায় হাইপারিকাম অলিভ-অয়েল সহ মিশাইয়া ঐ স্থানে মালিশ করিলে শক্ত ফুলাটি কমিয়া যাইবে ও আহত স্থানটি বেদনামুক্ত হইবে।

আঘাতান্নির জন্য আমাদের বহু ঔষধ আছে যথা আর্গিকা, লেডাম, রাস-টক্স, ক্যালকেরিয়া, ক্যালেলুলা, রুটা, সিন্ফাইটাম, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া প্রভৃতি।

আর্গিকা—আঘাত লাগিবার ফলে সেইস্থানের তত্ত্বগুলি নষ্ট হয় না কেবল থেঁৎলে যায়, ফুলিয়া উঠে, আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে চোঁচা বোধ করে, অত্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা বোধ, রোগীর পক্ষে বিছানা শক্ত বোধ তখন আর্গিকা উপযোগী। হাইপারিকাম রোগীর কোমল বা নরম স্থানে আঘাত লাগিলে অথবা কোন কোমল অংশ চিমটে গেলে উপযোগী। আর্গিকার আঘাত কোমল তত্ত্বতে আর হাইপারিকামেব আঘাত শরীরেব কোমল অংশে ও নায়ুতে। লেডামের প্রয়োজন সেইস্থানে যে স্থানে হাঁচ, পেরেক, কাঁটা প্রভৃতি কুটে, মাকড়সা, বৌলতা, ভীমরুল অথবা ইঁদুর, ছুঁচো, বিড়ালানিতে কামড়াইয়া দিলে এই ঔষধ দ্বারা ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সর্বদা মনে রাখিতে হইবে লেডামের এই আঘাতের ফলে বোগীর যন্ত্রণা ও ব্যথা হয় আর হাইপারিকামেব রোগীর এই আঘাতের ফলে আক্ষেপাদি ভীষণ লক্ষণ অবিকৃত হয়, লেডামে ঐরূপ সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত হয় না। আঘাতাদি লাগিবার পূর্ব যখন রোগীর শরীরে কালশিরা পড়ে তখন আর্গিকা প্রয়োগেও যদি উচ্চ দুরীভূত না হয় সেই সকল ক্ষেত্রে লেডাম বিশেষ কার্যকরী। অনেক ক্ষেত্রে আর্গিকাব পরও লেডাম ব্যবহৃত হয়। আর্গিকা যেমন আঘাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ, রাস-টক্স আবাব সেটরূপ মচকানের উত্তম ঔষধ, ইহার আঘাত পেশীতেই বেশী অথচ ঐ স্থান কাটে নাই ছিঁড়ে নাই কেবল টান লাগিবার ফলে আক্রান্ত পেশী ক্লিষ্ট হয়। ডাঃ কেন্ট বলেন—আঘাতের প্রথম অবস্থায় আর্গিকা, তারপর রাস-টক্স ও সর্বশেষে ক্যালকেরিয়া ব্যবহার্য।

ক্যালেলুলা :—আঘাতান্নির ফলে চামড়া ফাটিয়া গেলে বা সেই স্থানের কঁতকাংশ নষ্ট হইয়া গেলে অথবা অস্ত্রোপচারেব পূর্ব ঐ স্থানে পুঁজ হইলে কিম্বা পুঁজোৎপত্তিৰ সম্ভাবনা হইলে ক্যালেলুলা ব্যবহার্য ঔষধ। বাইত্যান্নি শীঘ্র আবোগা কবিত্তে ইহার তুল্য ঔষধ নাই। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ধারাল অস্ত্রে, ফুরে বা ছুরিতে কাটিয়া গেলে সেই স্থান জড়িবার জন্য অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অস্ত্রোপচারের পর ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উত্তম কার্য্য করে। জোব কবিতা টানিয়া ধরয়া যদি কোন দূষিত দ্রব্য বাহির করা হয় এবং উহার ফলে যদি রোগীর কোন প্রকার ভয়ানক যন্ত্রণাদি আরম্ভ হয় তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য। হাইপারিকাম ও লেডাম যন্মাত্র অর্থাৎ য্চালপদার্থ দ্বারা বিদ্ধ হইলে উপযোগী। আর ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া কোন ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া গেলে ব্যবহার্য। **রুটা**—অস্থি আবরণীতে আঘাত লাগিলে অর্থাৎ কল্লি, পায়ের গাঁইট, পায়ের গোড়ালি ইত্যাদিতে আঘাত লাগিলে রুটা উত্তম ঔষধ। কটার হ্রাস ও বৃদ্ধি রাস-টক্সের দ্বারা।

সিন্ফাইটাম—যদি আঘাত লাগিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে এই ঔষধ উপযোগী এই ঔষধ দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগিতে দেখা যায়। **ক্যালকেরিয়া-কসুও** ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগায়, সাধারণতঃ ক্যালকে-কসু—সিন্ফাইটামের পর বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল রোগীর পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হেতু উপযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও হাড় জোড়ে না সেই সকল ক্ষেত্রে ক্যালকে-কসুই উপযোগী ঔষধ।

হাইপারিকাম :—রোগী যদি কোন উচ্চ স্থান হইতে বসিয়া পড়িবার ফলে বেরুম্বে ও বেরুম্বেওর নিদ্রাংশে বেদনামুভব করে, সে ঘাড় বা হাত নাড়িলেই যদি অসহনীয় বেদনা বোধ করে,

এমন কি অত্যন্ত জোড়ে চৌকর করিয়া উঠে, যদি সে কিছুতেই তাহার মেরুদণ্ডে হাত দিতে না দেখে তাহা হইলে হাইপারিকাম অভ্যস্তরূপে ও বাহ্যিক প্রয়োগ কর্তব্য।

• **ধনুষ্কর :**—আঘাতাদির ফলে বিশেষতঃ আক্রান্ত স্থান চিম্‌টাইয়া গেলে পব যদি ধনুষ্কর হয় তবে সিম্‌টাইটাম উত্তম ঔষধ, এরূপ ক্ষেত্রে সাইকিউটা, ভেরেট্রাম-ভিরিডি ও অ্যান্‌দ্রাসটিউরা প্রভৃতি ঔষধও ফলপ্রসূ। **মেনিঞ্জাইটিস** বা মাস্‌টক্যাবরগীর প্রদাহ যদি আঘাতাদির ফলে সাংঘাতিক হয় এবং রোগী যদি গবম পানীয় ও মত্তাদি পান করিতে চায়, পেটে অত্যন্ত ফাঁপ থাকে ও মলত্যাগে উপশম পায় তাহা হইলে হাইপারিকাম ব্যবহার্য।

• **খাসযন্ত্রের গীড়া :**—ইহার ইপানি ঠাণ্ডা বা অতিরিক্ত হিম পড়িলে বেশী হয়—ইপানি বোগীর অনেকখানি শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে উপশম বোধ। **ইপিংকাসি** রোগীর কাসির টান দক্ষা ৬টা হইতে রাত্র ১০টা ব ভিতর বেশী হয়। বোগীর বক্ষস্থল যেন দৃঢ়ভাবে বাধা আছে ও উহার ভিতরটা আড়ষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ। কখন কখনও বোগী মনে করে যেন তাহার বৃকের ভিতর হলবিদ্ধ হইতেছে।

• **পায়ের কড়ায়** কেহ কেহ **এন্‌থ্রক্স** ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন—ইহার পায়ের কড়ায় অসহনীয় বেদনা থাকে। পায়ের কড়ায় জন্ত **অ্যাক্টিম-জুড**, **সেরাম-পিফ্রিক**, **অ্যানাক্যাডিয়াম-অক্সিডেন্টালিস**, **হাইড্রাসটিস** প্রভৃতি ঔষধও উপযোগী।

• **হ্রাস-বৃদ্ধি :**—মাথা পিছনেব দিকে নোয়াইলে উপশম, এবং হিম পড়িলে আবদ্ধ গৃহের ভিতর ও সামান্য ঠাণ্ডাও রোগের রুদ্ধ।

• **শক্তি :**—মুগ্ধ অরিত, ৩, ৫, ৩০ সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হয়, বোগ যদি বহুকাল পুষ্ক হয় তাহা হইলে উচ্চ ও উচ্চতর শক্তি ব্যবহার্য।

• **বাহ্য প্রয়োগেও** বোগের ক্ষমবর্দ্ধন হ্রাস পায়। বাহ্য প্রয়োগ পরিস্কৃত জলে লোশন আকারে এবং জলপাহ তেলের সহিত তৈল আকারে ও ভেসোলিনেব সহিত মগম আকারে ব্যবহৃত হয়।

হায়োসায়ামাস (Hyoscyamus Niger.)

• **পরিচয় :**—ইহাব অপব. নাম হেন্‌বেন্‌, জাস্কুইয়ামাহ, শূকব সীম বা বিষ তামাক। এই জাতীয় গুল্ম ইউরোপে বেশী জন্মে। ইহার সমস্ত তাজা পুষ্পিত গাছটা কুচাইয়া সুরাসাবে মিশ্রিত করিয়া মাদার টিংচার তৈরী হয়। এহ ঔষধটাও **হানেমান** স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াছেন।

• **ব্যবহারস্থল :**—মাস্তক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। ইহাব ক্রিয়াধিক্য হেতু রোগীর মস্তিষ্ক ও পেশীমণ্ডল বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। মস্তিষ্কে ইহার ক্রিয়াধিক্য বশতঃ বুদ্ধি বৃত্তির বিকার জন্মিয়া বোগীর বুদ্ধিবৈকল্য, চিত্ত বিভ্রম ও উন্মাদ ভাব উপস্থিত করে। রোগী ও রোগিণী কামোদ্দানন্য অস্থির হইয়া পড়ে। মানসিক বিকৃতি, স্নায়বিক উত্তেজনা ও জনবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াধিক্য হায়োসায়ামাসের প্রধান ক্রিয়াস্থল।

• **ক্রিয়াস্থল :**—মানসিক বিকৃতি, উন্মত্ততা, কামোদ্দত্ততা, স্নাতকাউন্মাদ, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের খিল্লী-প্রদাহ, নাক দিয়া রক্তপাত, ধনুষ্কর, তাণ্ডব, মৃগী, নানাবিধ আক্ষেপ, জলাতক, মূত্রাশয়ের

আঁকপে, টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া, বাধক, প্রসবেব পব শ্রাব, রক্তশ্রাব, মূত্ররোধ, কাসি, হিকা, ক্রোমের মন্দফল প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ঔষধ।

মন :- হাযোসাযামাস রোগী অত্যন্ত হিংস্রক ও সন্ধিগ্ধ-চিত্ত প্রকৃতির, রোগী কাঠাক্কেও বিশ্বাস করে না—এমন কি স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করে না। বোগী মনে করে বুঝি তাহার স্ত্রীও তাহাকে বিব প্রয়োগ করিবে। কেবলই তহার সন্দেহ ‘কেহ হয়ত তাহাকে বিব প্রয়োগ করিবে’, ‘কেহ হয়ত তাহাকে ধ্বংসন করিবে’ এইরূপ সন্দেহ অনবরত তাহার মনে জাগরিত হয়। এমন কি দূরে বলিয়া যদি তাহার পুত্র কন্তা স্ত্রী ইত্যাদি কথা কহে তাহাতে সে মনে কবে ‘সকলে একত্ৰ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে বা তাহার নিন্দা করিতেছে’, অ্যান্থ্রাক্সালোনিয়াম রোগীও অত্যন্ত সন্ধিগ্ধ চিত্তেব সেও সকলকে সন্দেহ কবে, বোগী মনে করে যেন তাহার বন্ধবা সকলেই তাহাকে ঠাট্টা ও উপহাস কবিতোছে; ব্যারাইটা-কার্ব রোগীও সর্বদা মনে কবে সকলে তাহাকে ঠাট্টা ও উপহাস করিতেছে। কোন বাড়ীতে একটি হাযোসাযামাস রোগী থাকিলে বাড়ীর লোক আশ্বর্য হইয়া যায়। হাযোসাযামাসের এরূপ মানসিক লক্ষণ দেখিয়া লোকে মনে করিবে রোগীটি পাগল হইয়া গিয়াছে বস্তুতঃ ইহা তৎপূর্ণ উদ্ভ্রাম বোগের একটি অমূল্য ঔষধ—ইহার রোগী খেয়ালে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখে—সময় সময় সে খেয়ালে দেখিতে পায় যেন শত্রু তাহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে সে চীৎকার করিয়া উঠে ‘ঐ ঐ শত্রু আমার প্রাণনাশ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে’। ল্যাকেসিস রোগীও এইরূপ ভাবে সকলকে অবিশ্বাস করে এবং তাহার প্রাণনাশেব জন্য সকলে নানাভাবে চেষ্টা কবিতোছে ইহা ভাবে, হাযোসাযামাস রোগীর ন্যায় তাহাকে কেহ বিব প্রয়োগ কবিয়া হত্যা কবিবে এই ভয়। ল্যাকেসিসেব এই সকল লক্ষণ বোগের বিকারাবস্থায় পাওয়া যায় এবং হাযোসাযামাসেব এই মানসিক বিকৃতভাবগুলি সাধারণতঃ উদ্ভ্রামভাবাপন্ন বোগীতে পাওয়া যায়।

হাযোসাযামাস বোগিণী যেমন অত্যন্ত সন্ধিগ্ধ-চিত্তেব সেইরূপ অত্যন্ত কামোদ্ভ্রাম ভাবাপন্ন, নিজের পরিধেয় বস্ত্র তুলিয়া সকলকে গুহ-অঙ্গ দেখায়, অলীল গান গায় এবং কখন কখনও একেবারে উলঙ্গ হইয়া বিছানায় শুইয়া থাকে—তখন সে কিছুতেই গায়ে কাপড় দিবে না কেহ তাহার গায়ে কাপড় দিয়া দিলেও তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবে। পুরুষদিগের কামোদ্ভ্রামতায় সে সর্বদা কামভাবে পরিপূর্ণ থাকে এবং সর্বদা রোগী তাহাব লিঙ্গটি নিষা নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসে, এমন কি পূর্ব বিকারের ভিতবেও সে তাহাব লিঙ্গটি বাহির কবিয়া নাড়াচাড়া করে ও সকলকে উহা বাহির করিয়া দেখায়।

হাযোসাযামাস বোগিণী হিংস্রও অত্যধিক। বোগিণী সর্বদা মনে করে বুঝি তাহার স্বামী অপর কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসে সেইজন্য সে তাহার স্বামীকে বিব প্রয়োগ কবিয়া মারিতে চায়, ল্যাকেসিস ও ষ্ট্র্যামোনিয়ামেও এইরূপ ভাব আছে। নিরাশ বা হতাশ প্রেমের জন্য নানাবিধ বিকারভাব বা উদ্ভ্রামতায় ক্ষেত্রেও ইহা উপযোগী। ক্যালকেরিয়া-কস, অ্যাসিড-ফসেও ইহা আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি মস্তিষ্ক ও নায়ুমগুলীর উপর ইহার ক্রিয়া অত্যধিক ক্ষতরাং ইহার রোগীর প্রলাপও অত্যধিক আছে। প্রলাপে এই ঔষধ বেলেডোনা ও ষ্ট্র্যামোনিয়ামের মধ্যবর্তী ঔষধ। ইহার রোগীর মস্তিষ্কের উত্তেজনার জন্য প্রলাপ হয় কিন্তু কখনও কোলোডোনা ও

হ্যামোনিযামের স্তায় মস্তিষ্ক প্রদাহাশ্রিত হয় না অতএব হাযোসাযামাসের রোগীর প্রচণ্ড জাতীয় প্রলাপ সাধারণতঃ হয় না ; যদি কখনও হয় সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতায় নিম্নেজ হইয়া পড়ে ; বেলেডোনার উদ্ভাদভাব যেমন হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করে হাযোসাযামাসের কিন্তু সেইরূপ উগ্রপ্রকৃতির উদ্ভত্ততা দেখা যায় না—বিকারে রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে অসংলগ্নভাবে কথার উত্তর দেয় এবং কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নিত হইয়া পড়ে, অ্যাসিড-ফস্ ও টিলিয়া রোগী মস্তিষ্কে অবিলম্বে সত্ত্বও প্রকৃতভাবে কথার উত্তর দান করে, অ্যাসিড-ফসের বিকারেব রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক উত্তর দিয়া আবার তৎক্ষণাৎ গাঢ় নিদ্রায় অবিভূত হইয়া পড়ে, আর্গিকা রোগী অ্যাসিড-ফসের স্তায় ২১টা কথা বলিয়া সংজ্ঞা রহিত হইয়া পড়ে, বিকারে রোগী অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কথার উত্তর দেয়—সিনা ও অ্যাক্টিয়া।

বিকারেব সময় রোগীব চক্ষু লাল চক্চকে এবং স্থিৰ হয়, তাহার চোখের পাতা আপনা হইতে বুলিয়া আসে সে কখনও চোখের পাতা খুলিয়া রাখিতে পারে না। সে যাহা কিছু দেখে তাহা লালবর্ণের, অতি বৃহৎ ও লম্বা। দূরেব জিনিষ অতি নিকটে দেখিতে পায় সেইজন্য হাত বাড়াইয়া ধবিবার চেষ্টা করে।

গঠন ও স্বভাব :—রোগীর মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা ফ্যাকাসে ও নীলবর্ণ আবার কখনও ফুলাফুলা লাল দেখায়। তাহাব মুখেব পেশীসকল নাচিতে থাকে, মুখমণ্ডলের ভিত্তি অত্যন্ত বিকৃত, সে প্রায় সময়ই ঠা করিয়া থাকে, চোখাল দুইটা আড়ষ্ট হইয়া যায়। হাযোসাযামাস রোগী রক্তপ্রধান-ধাতুবিশিষ্ট, তাহাব স্বভাব অত্যন্ত খিটখিটে।

তড়কা বা আক্ষেপ :—হাযোসাযামাস তড়কার একটি উত্তম ঔষধ। ডাঃ গারেল্লি বলেন ইহার বোগীর শরীরেব প্রত্যেক মাংসপেশীব এমন কি চক্ষু হইতে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত স্থানব আক্ষেপ হইতে পারে ; শিশুর সামান্য কোন কারণে আক্ষেপ হইতে পারে ; শিশু যদি সামান্য কোন কারণে ভয় পায় বা কেহ তাহাকে ধমক দেয়, ভয় দেখায় অথবা পিতামাতা শিশুকে কোন কারণে অতিরিক্ত তাড়না করে তাহা হইলে আক্ষেপ হইতে পারে। কুমিল্ল জগ্গ ছোট শিশুদের আক্ষেপ হইতে পারে। ইহার আক্ষেপ দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে ; পেশীসকল বেশী সময় সঙ্কুচিত থাকে না, নাক্স-ভমিকা ও ট্রাকনিয়া রোগীর স্তায় সঙ্কোচন অতি অল্প সময়ই বিজ্ঞমান থাকে। তড়কা হইবার পূর্বে বোগীব অত্যন্ত ক্ষুধা পায়—মাত্রালেব স্তায় মুখেব চেহারা হয় অথবা মুখ শিটকাইয়া যাইবার ভাব হয়। হাযোসাযামাস শিশুদিগের তড়কায যে রূপ উপযোগী সেইরূপ আক্ষেপেব বিশিষ্টতা এই যে ইহাতে বোগীব রক্ত সঞ্চয় বা প্রদাহ থাকে না। আক্ষেপের সময় শরীরের নানাস্থানের মাংসপেশী সকল নাচিতে থাকে। বোগীর তড়কায মাংসপেশী ও হাত-পা নাড়া কোণাকোণিভাবে হইলে সাইকিউটার উপযোগী। হাযোসাযামাসের তড়কা সাইকিউটার তড়কা হইতে অত্যন্ত নিম্নস্তবেব। ইহার শিশু জলপানের সময় মহা আতঙ্কিত হইয়া পড়ে কারণ তাহার অত্যন্ত জলপিপাসা আছে অথচ জল অতি অল্প অল্পই পান করে এবং কিছু পান করিলেই তাহা উঠিয়া যায়। আহাঙ্গাদির পর সন্ন্যাস রোগের সহিত যখন পুরোক্তরূপ তড়কা বা আক্ষেপ পাওয়া যায় তখনও হাযোসাযামাস ব্যবহারোপযোগী ঔষধ।

হিষ্টিরিয়া :—সন্দেহ-বাৎস্রস্তা রমণীদিগের মূর্ছা রোগে ইহা উত্তম ঔষধ—মূর্ছাবাত্তর রমণীরা ঔষধ সেবন কবিত্তে চ্যুতনা তাহারা মনে করে বসি ‘আমাদের বিষ দিয়া মারিয়া ফেলিবে’ ইহাই এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

হিক্কা :—পূর্কোক্তরূপ বোগীদিগের যদি হিক্কা হয় এবং হিক্কা হইয়া মাথা হইতে পাযের পেশীসকল স্পন্দিত হইতে থাকে, হিক্কাব চোটে যদি হাতে পায়ে হইচকা টানের মত হয় তাহা হইলে ইহা ব্যবহার্য। হাযোসাযামাস বোগীব পেটে অন্ত্রোপচাবেব পূবও যদি হিক্কা হয় এবং বিকাৎব ভাব হইয়া যদি প্রবল হিক্কার উপক্রম হয় তবে ইহা ব্যবহাৰোপযোগী।

অনিদ্রা :—বোগীব মস্তিষ্কের উত্তেজনাহেতু অথবা প্রকল আরের জন্ত স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা হয়। অত্যধিক উত্তেজনায নানাপ্রকাব কুস্বপ্ন এবং অস্থিতদ্বাদিব জন্ত যদি বোগীব অনিদ্রা হয় তাহা হইলে হাযোসাযামাস ব্যবহৃত্য। বোগের তরুণ অবস্থাতেই এই ঔষধ বেশী কার্যাকরী। প্রাচীন অনিদ্রা রোগের ইহা আবোগ্যাকাবী ঔষধ নহে তবে সময় সময় উপশম দিয়া থাকে। হাযোসাযামাসেব অন্তান্ত লক্ষণের মিল থাকিলে সেই সঙ্গে রোগী নিদ্রাবস্থায় কল্পিত মূর্তি, মৃতব্যক্তি প্রভৃতি দেখিয়া যদি তাহাব আর নিদ্রা না হয় তবে ইহা ব্যবহৃত্য। শিশু যুগাইতে যুগাইতে কৌপাইয়া কাঁদে, বিছানা খোঁটে, চম্কাইয়া উঠে বা কখন বা মুচুকে মুচুকে হাসে।

কাশি :—হাযোসাযামাস ঝায়বিকু শুক কাসিব একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী বিছানায় শুইয়া পড়িলেই তাহার কাসির বৃদ্ধি। বালক ও বৃদ্ধদিগেব ঐরূপ কাসিতে ইহা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহা মূর্ছাবাত্তর-স্ত্রীলোকদিগেব ঝায়বীয় আক্ষিপিক শুক কাসিবও উত্তম ঔষধ। হাযোসাযামাস বোগী যখনই বিছানায় মাথা দিয়া শয়ন করে তখনই কাসিব বৃদ্ধি হয় এবং বালিশ ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেই কাসিব উপশম। কাসি যখন প্রচণ্ড হয় তখন জলপান করিলে উপশম হয়—কষ্টিকাম ও কুপ্রাম রোগীর। কাসিব সময় উঠিয়া বসিলে কাসিব বৃদ্ধি কেলি-কার্ক রোগীব। হাযোসাযামাসেব কাসি সাধারণতঃ আলজিহ্বাব উপদ্রব বশতঃ হইয়া থাকে। শুক কাসিব জন্ত বেলেডোনা রোগীও উঠিয়া বসে কিন্তু তাহাতে কোম আরাম হয় না; হাযোসাযামাসের কাসি শুইলে পব যত প্রবলই হউক না কেন উঠিয়া বসিলেই কাসির উপশম হইতে দেখা যায়। রিউমেন্স রোগীরও অত্যন্ত শুক কাসি, কাসির জন্ত রোগীর গলা শুড় শুড় করিয়া কাসি হয় কিন্তু ইহাদের ভিত্তব পার্থক্য এই রিউমেন্স বোগী কোন প্রকাব হাওয়া সহ্য কবিত্তে পারেন না সামান্য হাওয়া লাগিলে তাহার কাসির বৃদ্ধি, শুক কাসি বৈকালে ও বাত্রে বেশী, সকালে তাহার প্রাণ্ড:কালীন উদরাময় ইত্যাদি হওয়া নির্দিষ্ট লক্ষণ। শয়নে কাসির বৃদ্ধি ড্রোসেরা, রাস্-টক্স, আর্স প্রভৃতি এবং শয়নে কাসির উপশম একমাত্র অ্যাঙ্গেলনাম রোগীবই দেখা যায়।

পক্ষাঘাত :—কোন সাংঘাতিক পীড়ার পর যদি রোগীব কোন বিশেষ অঙ্গে পক্ষাঘাত হয় বা কোন ঝাঁসপেশী আড়ষ্ট হইয়া পড়ে এবং সেই আক্রান্ত অংশ বা পেশীতে যদি হ্যাচকা টানেন ভাব থাকে তাহা হইলে হাযোসাযামাস ব্যবহার্য। এই ঔষধ প্রয়োগ কবিবাব পূর্বে ইহার ধাতুগত ছবি দেখিয়া নিতে হইবে, কোন কঠিন রোগের পর পক্ষাঘাতে কষ্টিকামও একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ইহা তরুণ এবং পুৰাতন উভয়বিধ পক্ষাঘাতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

হাম ও বসন্ত :—হাম ও বসন্তের শুটি বসিয়া গিয়া বা উত্তমরূপে বাহির না হইয়া যদি রোগীব বিকারের ভাব উপস্থিত হয়; সে যদি বিকারের ভিত্তব বিছানা হাতড়ায়, কাপড় খোঁটে, তাহার

মাংসপেশী চর্চাৎ স্পন্দিত হইয়া উঠে, অনবরতঃ মুখ নাড়িতে থাকে। দাঁত কড়মড় করে, অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব কবে ; গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছে হঠাৎ হযত চাঁৎকার করিয়া উঠে ইত্যাদি লক্ষণে হাযো-সাযামাস উত্তম ঔষধ। 'এই ঔষধ প্রয়োগের ফলে লুপ্ত উদ্ভেদগুলি বাহিব হইয়া পড়িবে এবং পূর্ণ বিকারের লক্ষণ দৃবীভূত হইবে।

উন্মাদ রোগ :—এই বৈরাগে হাযোসাযামাস দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। উন্মাদ রোগী যখন নানা প্রাকাবেব খেয়াল দেখে সঙ্গা সর্বদা সন্দেহভাব মনেব ভিতর উঁক মারিতে থাকে, কেহ তাহার নিকট আসিলে মনে ভাবে তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়া তত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে, যখন সে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না তখন এই ঔষধ দ্বারা উন্মাদ রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পাবে। পূর্বে আমবা "মন" অর্থাৎ সাবস্তাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি স্তববাং আর বলিবার প্রয়োজন মনে কবি না।

• ইহাব স্থতিকোন্মাদ, কামোন্মাদ প্রভৃতিও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

সূতিকার জ্বর :—ইহার স্থতিকা জ্বরের সহিত মস্তিস্কের গোলমাল উপস্থিত হয়। ইহাব বোগিণী প্রসবের ২৩ দিন পর হইতেহু জ্বব আরম্ভ হয়, ঐ জ্বব প্রথম মৃদুভাবেই চলিতে থাকে। ঐ মৃদু জ্ববের সময় প্রহৃতিব একটা ভয় ভাব থাকে কাহাবও বা প্রথম ভয় পাইয়া জ্বব আঁকু হয়। তাবপর অরুটি আস্তে আস্তে বেণী হইতে থাকে তখন জ্ববটা স্বল্প বিবামের হয় সেই সন্দে তাহাব মস্তিস্কের যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ বিকারের ভাব দেখা যায়।

স্থতিকা জ্ববের বোগিণী হাযোসাযামাসেব মানসিক লক্ষণ প্রক্ষুটিত হইলে পব এই ঔষধ প্রয়োগ কবা কর্তব্য। মানসিক লক্ষণেব বিষয় বহুবাব বলিয়াছি তবুও কিছু বলা দবকাব, কাজের কথার "পুনর্কতি" দ্বাষেব নহে এবং স্থতি-সহায়ক। বোগিণী অত্যন্ত সন্দিহান সে কাহাকেও বিশ্বাস করে না, কাহাবও হাতে ঔষধ খাংতে চায় না, মনে ভাবে বুঝি তাহাকে বিষ প্রয়োগে তত্যা করিবার বন্দেধস্ত হইতেছে। বিবাবেব ভিতব নানাবিধ কাল্পনিক দৃশ্য দেখিতে পায়। বিকারের বোঁকে সে উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া থাকে এবং নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি কবে।

টাইফয়েড জ্বর :—সাধারণতঃ স্বল্প বিবামহ বেণী ক্ষেত্রে দেখা যায়। জ্ববের সহিত মস্তিস্কের পীড় হু থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। টাইফয়েড জ্বরে যখনহ এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ইহাব মস্তিস্কের বিকৃত ভাব ও বিকারের প্রতি নজব রাখিয়া তবে ঔষধের ব্যবস্থা কবিবে। হাযো-সাযামাস টাইফয়েডের প্রথম অস্থায় সাধাবণতঃ ব্যবহাব হয় না, জ্বর একটু একটু করিয়া বাড়িতে বন্ধিতে বিকারের লক্ষণ, প্রলাপ, ভুল বকা ও বিকারেব ভাব দেখা মিলে হাযোসাযামাস ব্যবহার্য। বিকারের ভাব বেলেডোনাযও আছে তবে বেলেডোনা বোগী প্রলাপ অত্যন্ত প্রচণ্ড, রোগের সন্ধে সন্দে আবস্ত হয়, হাযোসাযামাসেব হাভ হয় না। প্রথম অত্যধিক প্রলাপ হইবার পবই হাযোসাযামাস রোগী আস্তে আস্তে নিশ্বেজ হইয়া পড়ে ও দারুণ অবসন্নতা আসিয়া দেখা দেয উহার সাইত তাহার বিড় বিড় করিয়া বকাও বির্তমান থাকে।

• হাযোসাযামাস রোগীর জ্বর হইয়া অতি শীঘ্রই টাইফয়েডের পূর্ণ লক্ষণ উদ্ভিত হয়। যখন পূর্ণ টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হয় তখন তাহার চৈতন্যশক্তি মোটেই থাকে না, ডাকাডাকি কবিলেও সে ঠিকমতভাবে উত্তর দিতে সমর্থ হয় না নীচের চোখাল ধরিয়া যায়, কোনও কোনও বোগী একদিকে তাকাইয়া থাকে, তাহার চোখ মুখ রক্তশূন্য হয় ও বসিয়া যায় ; রোগী অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব করে।

রোগী চোখেব সম্মুখে জাল জাল কি সব ঘেন ঘেখে, সেইজন্য সে ঐগুলি ধরিবার জন্য হাত বাড়ায়। বোঁগী অনবরত হাত দিয়া বিছানা খোঁটে, অনবরত বিড়বিড় করিয়া বকে, আবার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বিস্তক হইয়া পড়িয়া থাকে। হাযোসাযামাস রোগীর বতই অবসন্নতা বেশী হয় যতই বেশী নিস্তেজ হইয়া পড়ে ততই সে অসাড়ে বায়ে প্রসার করিতে থাকে। সেহ সন্ধে তাহার হাতের পাণেব বন্ধনীসকল সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে, দাঁতে শাদা লেশ পড়ে, তাহার নাড়ী ক্ষত, পুষ্টি ও অনমনীয় হয়। তাহার মুখমণ্ডল গরম ও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়। ব্যাক্রিতে এত বেশী ঘাম হয় যে তৎক্ষণ্য বোঁগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। শয্যা, কোনাঘাম, মার্কিারি বোঁগীরও রাত্রি শুইলে পর অত্যন্ত ঘাম হয়। টাইফয়েড জ্বরের বিকারাবস্থায় হাযোসাযামাসেব লক্ষণেব সহিত ল্যাকেসিসের অনেকটা সাদৃশ্য আছে; রোগীর নীচের চোখাল খুলিয়া পড়া দুই ঐষধেই আছে এবং মাংসপেশীর স্পন্দনও উভয় ঐষধেই আছে, কিন্তু মাংসপেশীর স্পন্দন হাযোসাযামাসেব যত বেশী তত বেশী ল্যাকেসিসের নাই। আবার অবসাদ ও কম্পন ল্যাকেসিসেব যত বেশী হাযোসাযামাসেব তত বেশী নাই। ল্যাকেসিসেব সর্বলক্ষণ নিদ্রাব পর বা নিদ্রিত অবস্থায় বৃদ্ধি। হিংসা, অস্থিভাঙ্গ, বিষ প্রয়োগ কবিবার ভয়, উভয় ঐষধেই আছে। টাইফয়েড জ্ববে যখন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আসন্ন বুঝা যায় তখন উভয় ঐষধই উপযোগী; কিন্তু পার্থক্য দুইটি প্রয়োগ-বিধি। হাযোসাযামাসেব সহিত যেমন ল্যাকেসিসেব কতকটা সাদৃশ্য আছে সেইরূপ বিকারাবস্থায় ওপিয়ারামের সহিতও সাদৃশ্য দেখা যায়। ওপিয়ারাম রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার সময় নাকেব ভিতর বড়বড় শব্দ হয়, সেইরূপ হাযোসাযামাস রোগীরও নাকের ভিতর শব্দ হয়, কিন্তু ওপিয়ারামে যেমন অধোর অচেতনতাভাব ও চক্ষু অন্ধনির্মীলিত থাকার ভাব বেশী আছে, হাযোসাযামাসে তাহা নাই, সে ক্ষণেক নিস্তেজ হইয়া অধোবে পড়িয়া থাকে, আবার কিছুকাল পরে ছট্‌ফট্‌ করে।

হাযোসাযামাসেব সহিত আলিকা, ট্র্যামোনিয়াম, অ্যাসিড-ফস প্রভৃতি ঐষধের সাদৃশ্য আছে, আমবা পূর্বে তাহা ব্যক্ত কবিয়াছি।

জ্বররোগ :—ইহার কামোদ্ভবতা কথ্য পূর্বে বলিয়াছি, বোঁগীবি কার্যমোদীপনা অসম্ভব, তাহার আবৃত স্থান বা গোপন স্থান অনাবৃত অর্থাৎ খুলিয়া সকলকে দেখায় ও নানাপ্রকার অশ্লীল কথা বলে। গর্ভপ্রসাবে পর রক্তশ্রাব বোগে যখন উজ্জল লালবর্ণেব বক্ত নিঃসৃত হয় এবং সেই সন্ধে তাহার মাংসপেশীসকল এক এক কবিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে তখন ইহা উপযোগী। জ্বরপ্রসাবে ইহার পূর্বে রোগীবি মূর্ছাবায় বা মৃগীবে অক্ষিপ হইতে থাকে; ঋতুকালে বা তৎপূর্বে সে কখনও আবার একটানা “হো” “হো” করিয়া উঠে: তবে হাসিতে থাকে, হাসির বিরাম নাই, হাসির চোটে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, ঋতু সময় তাহার হাত পা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা বাড়ে ও রাত্রি অত্যধিক পরিমাণে ঘাম হইবার ফলে খুব দুর্বল হইয়া পড়ে। রক্ত-প্রসার বোগে তাহার জরায়ু হইতে যে রক্তশ্রাব হয় তাহা অত্যন্ত লালবর্ণের ও সামান্য গরম, বেলেডোনা রোগীবি রক্তশ্রাব অত্যন্ত গরম। হাযোসাযামাসেব রক্তশ্রাবের সহিত শরীরেব বিভিন্ন অংশেব স্পন্দন হইতে থাকে।

প্রসবের পর প্রসূতির হৃৎ মূত্ররোধ হয় এবং সেই সময় রোগীবি অত্যন্ত চাপ বোধ করে। তাহার মূত্রথলীর পক্ষাঘাত হইয়াছে এরূপ ভাব, তাহার অত্যন্ত ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হয়, কিন্তু প্রস্রাব সামান্যই হইয়া থাকে। কোন কোন বিকারগ্রস্ত ও উন্মাদ রোগীর অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া থাকে।

হাস-বৃদ্ধি :—উষ্ণি বা বসিলে বা কুঁকিয়া থাকিলে রোগের উপশম। বাত্রে, ঋতুস্রাব সময়ে, মানসিক আবেগে ও উত্তেজনা, অস্পষ্টিকব প্রণবণতঃ, শাখিতাবস্থায়, আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে, শ্রমে এবং আশ্রয়ের পর রোগের বৃদ্ধি।

মোট কথা :—বক্তৃপ্রধান ঋতু, খিটখিটে স্বভাব ও স্নায়বিক ও মূর্ছাবায়ুগ্ৰস্ত লোকদিগেব পীড়ায়, দ্রোপক্সের অত্যন্ত প্রণবাসক্রিবে পথে বাধা সৃষ্টি; ঈর্ষা, রাগ, অত্যন্ত আবেল তাবোল বকা প্রভৃতি মানসিক বিকৃতি, পবিবর্তনশীল স্বভাব, তাহার মনে অত্যন্ত ভয়, সে একাকী থাকিতে চায় না; কিছু পানাতাবে কবিতো দিলে “বিষ প্রয়োগ করিয়াছে” বলিয়া সন্দেহ, সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখে, কামোন্মত্ততা অত্যধিক, কামোন্মত্ত হইয়া গৃহস্থান বাহিন করিয়া সকলকে ধোঁয়ায়, অশ্লীল গান গায় এবং অনববত বিড় বিড় কবিয়া বকিতে থাকে। শিশু ভবে অথবা ক্রমির ক্রম তড়কা দাবা আক্রান্ত হয়, ইহার কাসি বাত্রে বেশী হয়, বোগী বালিসে মাথা দিয়াছে কি তাহার কাসিব বৃদ্ধি, উষ্ণি বা বসিলে উপশম। নানা প্রাণ লোকসমূহ বা ব্যবসাযোদেব ব্যবসায়ে বাধা-বিঘ্ন হেতু রোগী অত্যন্ত খিটখিটে ও উত্তেজিত হইয়া পড়িলে যদি বাত্রে ঘুম না হয় তবে ইহা ব্যবহায়া। নিদ্রায় প্রায়ই কাল্পনিক ভিনিস দেখিতে পায়। মূত্রখনৌ পক্ষাঘাত, প্রসবেব পব মূত্ররোধ, টাইফয়েড জ্বরের ও স্তিকি জ্বরেব বিকাণাবস্থায় ইহা একটা উচ্চাঙ্গব ঔষধ।

সংস্পর্শ :—হায়োসায়ামাস আক্ষেপে—বেলেডোনা, সাইকিউটা তুলা; উন্মাদ রোগে—ট্র্যান্সেনিয়াম তুলা, অনববত বিড় বিড় কবিয়া কথা বলায়—ট্র্যান্সো, ল্যাকে তুলা, ভয় বা ক্রমিজিত আক্ষেপে—সিনা তুলা, বিকারে ভূত বা মৃতব্যক্তি দেখে—কেনি-ব্রোম, ল্যাকেসিস তুলা, আক্ষেপে সর্বশরীরেব পেণীক নর্ডন অথচ জ্ঞান আছে—নাক্স-ভমিকা তুলা, প্রসবাস্তিক শ্রাব রোধে—নাক্স, সিকেলি, পালস, তুলা; কোন প্রকাব পানীয় গিলিতে ক্লেশ অমুভব—ইয়ে, ল্যাকে, বেলেডোনা তুলা; বাত্রে শয়ন কবিলে, পানাতাবে ও কথা বলিলে কাসিব বৃদ্ধি—ডোসেবা, ফসফোবাস তুলা ঔষধ।

শক্তি :—মাদার-টিংচার, ৩, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ ও তদুর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে। সাধারণতঃ মানসিক পীড়ায় উচ্চতম শক্তি ব্যবহায়া।

হাইড্রাস্টিন-সাল্ফ (Hydrastin Sulph)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ টাইফয়েড জ্বরেব রোগীর পেট হতে প্রচুর রক্তস্রাব হইবার সময় ব্যবহায়া।

শক্তি :—১৫।

হাইড্রাস্টিনাম-মিউরিয়েটিকাম (Hydrastinum Muraticum)

ব্যবহারস্থল :—মূখে বা, গলার ভিতর বা, অন্ত্রায় ক্ষত এবং পুতিন্দ্র বা ওজিনা রোগে এই ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা উত্তম কার্য পাওয়া যায় এবং পাকস্থলী প্রসারিত রোগে, (dilatation of the stomach) পুরাতন অজীর্ণ রোগে এই ঔষধের ৩x শক্তি দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

হাইড্রাস্টিন (Hydrastin.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি বক্তৃশাব, তন্তুময় অর্কুদ, অতিরিক্ত ঋতুশাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী ঔষধ।

শক্তি :—৩x চূর্ণ।

হাইয়োসিন-হাইড্রোব্রোম (Hyoscin Hydrobrom.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নিদ্রাগীনতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, যক্ষ্মাবোগীর শুষ্ক কাসি, স্ফুপ পক্ষাঘাত, পেশীচয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্টিল জন্ম কতকটা বিরূতমনা ব্যক্তিদিগেব কম্পনে এই ঔষধের ৩x ও ৪x চূর্ণ দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধেব ক্রিয়া অনেকটা সুরাসাবেব ক্রিয়াব ন্যায়।

ইহা মত্রবিকার এবং তরুণ স্নায়বিক পীড়াব ক্ষেত্রে ও অস্বাভাবিক বাবহার্য।

শক্তি :—৩x ও ৪x চূর্ণ।

হাইড্রোফাইলাম (Hydrophylum.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চোখেব তরুণ প্রদাহ বোগে যখন চক্ষু চইতে উদ্ভূত অশ্রু নির্গত হইয়া অত্যন্ত চুলকায়, চোখেব পাতা ফুলিগা উঠে, মাথার বজ্রণা তীব্র হয়, তখনই এই ঔষধ প্রযোজ্য।

শক্তি :—৩, ৬ শক্তি।

হিউরা-ব্রেজিলিয়েন্সিস্ (Hura Braziliensis.)

পরিচয় :—ইহার অপব নাম—আসাকু। এই বৃক্ষ আমাদের দেশেব মনসাঁ জাতীয় বৃক্ষ। এই বৃক্ষেব কাণ্ডদেশে ছিদ্র ফিবিয়া যে রস নির্গত কবা হয় তাহা দ্বাবাই ইহার মাদাব টিংচাব তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চর্মবোগের একটি উপযোগী ঔষধ। বোগীর শবীরের স্থান্বে স্থানে বসন্তগুলির ন্যায় লাল লাল গুটি বাহির হইয়া থাকে এবং তাহাতে এত রস পবিপূর্ণ থাকে যে, কোন একটি উদ্ভেদর মুখা খুঁটিয়া দিলে বস ছিটকাইয়া পড়ে। এক্ষণ লক্ষণ ক্রোটন-টিগ রোগীতেও দেখা যায়।

হিউবার আর একটি প্রধান লক্ষণ এই যে বোগী মনে কবে যেন তাঁহার হাতের বড়ো আঙ্গুলের নখের নীচে একটি কাঁটা ফুটিয়াই আছে, তাবপব তাহার দেহেব যে সকল ছাড় উচু অর্থাৎ প্রবলিত ছাড় থাকে সেই সকল স্থানের চামড়া উপর লাল লাল রসপূর্ণ ফোন্ডা জন্মে। ডাঃ ক্যার্লিংটন বলেন—ক্রোটন-টিগ, ও হিউবার উদ্ভেদ প্রায় একইরূপ কিন্তু ক্রোটনের উদ্ভেদগুলি কিছু শুষ্ক আর হিউবার উদ্ভেদ রসপূর্ণ।

ক্রিয়ামূল :—রমণীগণই প্রধানতঃ ইহার কার্য ক্ষেত্র বা ক্রিয়ামূল। যে সকল রমণী স্বৈৰ্ঘ্য ও বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া ক্রীণদেহ হইয়া পড়িয়াছে এবং জরায়ু ভ্রংশ রোগে ভুগিতে থাকে অথবা বাহারা অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীর্ণ-শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের পেশীগুলি নিরন্তর ব্যথা করে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী।

মূল :—এই ঔষধ মানসিক নানাবিধ বিকৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; রোগিণী যদি সর্বদা অশ্রমমগ্ন থাকিতে পারে তবে অনেকটা শান্তি পায়, কিন্তু সে অস্থির, এক মুহূর্তও স্থির থাকিতে পারে না। রোগিণীব বড়ই রাগান্বিত অভাব সে সকলের কার্যেই দোষ দেখে ও রাগিয়া যায়; কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিলে অত্যন্ত রাগিয়া যায় ও চীৎকার করিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তোলে। রোগিণী একাকী থাকিতে খুবই ভালবাসে (অ্যাক্টিভ, সাইক্লোমেন)।

তাহার মাথার ব্রহ্মতালুতে জ্বালা অনুভব করে—ঐ জ্বালা মাথা নাড়িলে এবং মানসিক পরিশ্রম করিলে বেশী বোধ করে। রোগিণীর কপালে ও ব্রহ্মতালুতে চাপ বোধ, ব্রহ্মতালু ভারী; সে যদি ঐ বিষয় বেশী চিন্তা করে তবে রোগের বৃদ্ধি বেশী হয়।

স্ত্রীরোগ :—ঋতু—যে সকল স্ত্রীলোকদিগের বাৎসরিক জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইয়া জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে, যাহাদের ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয় উগ্ৰ পরিমাণে অত্যন্ত এবং কাল্‌সেবর্নর, চাপ চাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত। ইহার রোগিণীদের এক ঋতু সময়ে হইতে অল্প ঋতুর সময়ের মধ্যবর্তীকালে যত পরিমাণ রক্ত জমে পরবর্তী ঋতুতে তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়।

জরায়ু রোগ :—ইহার রোগিণীর জরায়ুর শক্তি অত্যন্ত কম সেইজন্য প্রসবাবির পর যে সকল স্ত্রীলোক সর্বদাই মন মবা ও বিষাদাচ্ছন্নভাবে থাকে, যাহাদের তলপেট সর্বদাই ভারী বোধ তাহাদের জরায়ু-চ্যুতিতে হেলোনিয়াস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি ইহার রোগিণী প্রসবের পরও শ্রমে করে যেন তাহাব তলপেটে কিছু জমিয়া আছে। যে সকল রোগিণী জরায়ু-চ্যুতিতে ভুগিতেছে, বাহারা আলস্য ও বিলাসিতার জন্য অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা অশ্রম-মগ্ন থাকিলে ভাল থাকে, যাহাদের ঘোনিষার গবম ও লাল—যাহাদের ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে, জ্বালা করে, এবং তদ্ব্যনক চুলকায়ে তাহাদের জরায়ু-চ্যুতিতে এই ঔষধ অমৃত তুল্য।

আবার যে সকল রমণী দাবিদ্র্যবশতঃ কঠিন পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যুগ্মইবার আগ্রহ মোটেই নাই—সে অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাহার পেশীসমূহ ব্যাধিত, জ্বালা করে সেই সঙ্গে জরায়ু ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয় পীড়া থাকিলে হেলোনিয়াসই একমাত্র ঔষধ; আর যদি স্ত্রীরোগ না থাকে কেবল উপরোক্ত দুর্বলতা ইত্যাদি বিद्यমান থাকে তবে পিক্লরিক-অ্যাসিড ব্যবহার্য।

জরায়ুর পীড়ার হেলোনিয়াসের সহিত লিলিয়াম-টিগের অনেক সামুদ্রিক ঘেষিতে পাওয়া যায়। প্রসবের পর জরায়ুর পীড়ার উভয় ঔষধই ব্যবহার্য, কিন্তু উভয়ের ভিতর লক্ষণের এত সামুদ্রিক থাকে যে পার্থক্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। হেলোনিয়াস ও লিলিয়াম উভয় ঔষধেই বিষমতা, দুর্বলতা ও ক্লান্তি থাকে; জরায়ুর লক্ষণাবলীও প্রায়ই একই প্রকার। ইহাদের ভিত্তর পার্থক্য এই—লিলিয়াম রোগিণীর হেলোনিয়াসের ত্যায় মানসিক ও শারীরিক অসহিষ্ণুতা থাকে না, রোগিণী অত্যধিক জীর্ণ, স্নায়ু; সে সর্বদাই মনে ভাবে কি যেন একটা ঘটবে, তজ্জন্য সে সকল সময়

ডিস্তিত থাকে, সেই কারণেই রোগিণী কখনও একা থাকিতে চায় না; আর হেলোনিয়াস রোগিণী এত অসহিষ্ণু যে, সে লোকসঙ্গ পছন্দই করে না। হেলোনিয়াস রোগিণী সঙ্গম-স্বথ ইচ্ছা করে না কিন্তু লিলিয়াম রোগিণী অত্যন্ত সঙ্গম-লোলুপা, সেইজন্য হেলোনিয়াস রোগিণী সঙ্গম বর্জন করিবার জন্য চেষ্টা করে। লিলিয়াম রোগিণীর প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক কুঞ্চিত না হইয়া বেদনা ও নানা প্রকার যন্ত্রণা চাইলে, চলিবার সময় যেন উহা আপনার ভারে আপনি নামিয়া পড়ে, সেইজন্য সে তাহার পেট বাঁধিয়া রাখে, জরায়ুর নিয়মগতির সহিত রোগিণীর হৃদস্পন্দনও থাকে। হেলোনিয়াস রোগিণীর জরায়ুর বিশৃঙ্খলা তাহার শ্রাব বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে হয়, জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ হইয়া থাকে। উভয় ঔষধের শ্রাবই অকক্ষ্যকারী, তবে লিলিয়ামের বেশী।

সিপিয়ার সহিত হেলোনিয়াসের লক্ষণের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, তবে সিপিয়ার কার্যকারী ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী এবং এই দুই ঔষধের ভিতর সিপিয়ার গভীরতা যত বেশী হেলোনিয়াসে তত নাই। ইত্যাদেব ভিতর পার্থক্য এই—সিপিয়ার রোগিণীর ঋতুশ্রাব খুব কম কিন্তু হেলোনিয়াসের ঋতুশ্রাব অত্যধিক। সিপিয়ার কোষ্ঠকাঠিন্যেব জন্য বিশেষ খাতির আর হেলোনিয়াসের সেইরূপ কোষ্ঠকাঠিন্য নাই। হেলোনিয়াস রোগিণী সামান্য সূক্ষ্মাশয়েই উপশম বোধ করে, সিপিয়ার রোগিণী ক্রমাগত সঞ্চালন পছন্দ করে।

হেলোনিয়াস—পাল্‌সেটিলা, অ্যাক্‌টিয়া-রেসিমোয়া ও কার্কো-অ্যানিমেলিস তুল্য ঔষধ।

ঔষধপ্রদর :—ইহার ঔষধপ্রদর অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত জলেব দ্রাঘ এবং যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়, সেই সঙ্গে যোনি ও যোনিকপাটে প্রদাহ হইয়া তথায় পুঁজ জন্মে, সামান্য নড়াচড়াতে রক্তশ্রাব হয়, ঐ স্থান ভয়ানক চুলকায়, কখন কখনও ঐ স্থানে ফোঁস্কার-দ্রাঘ উদ্বেগও বাহির হইতে পাবে। স্ত্রীজননেত্রিয়ে প্রদাহ হইয়া পুঁজ জন্মান ও তথায় পূর্ববৎ লক্ষণাদি বিদ্যমান থাকা ইহা বিশিষ্টতা।

প্রশ্রাব :—ইহার রোগিণীর প্রশ্রাব কোন কাবণে বন্ধ হইয়া গেলে তাহার মৃত্যুশ্বের বিকৃত-ভাব উপস্থিত হয় উহার ফলে রোগিণীর প্রশ্রাবে অগুলালা বা অ্যালবুমেন ও শর্করা নিগত হইতে থাকে। প্রশ্রাব করিতে অত্যন্ত জালা ও ব্যথা অনুভূত হয়। গর্ভবতী বর্মণীদিগের মূত্রে অগুলালা থাকিলে এবং অতিরিক্ত অগুলালা নিঃসৃত হইবার ফলে রোগিণী অতিরিক্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে কিন্তু দুর্বলতা ও অলসভাব থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার সঙ্গসর্বদা বেড়াইবার ইচ্ছা থাকে তবে এই ঔষধই কার্যকারী।

বহুমূত্র রোগীর তরুণ ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই এই ঔষধ উপযোগী। রোগিণীর প্রশ্রাবের পরিমাণ অত্যধিক, উহা অত্যন্ত পবিষ্কার তত্বে শুক্র এবং শর্করা মিশ্রিত; রোগীর জল পিপাসা অত্যধিক, তাহার ওষ্ঠ দুইটা শুকাইয়া যায় এবং আঠাময় হয় সেইজন্য উহা শুড়িয়া যায়। তাহার মূত্রগ্রন্থিতে অত্যন্ত জ্বালা অনুভব করে। বহুমূত্র রোগিণীও দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায়, সে অত্যন্ত খিটখিটে ও সর্বদা বিষমচিন্তের হয় এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

রোগিণীর কোমরে অনবরত বেদনা হইতে থাকে, ক্লান্তি ও দুর্বলতা অত্যধিক, কোমরেও পাছায় জ্বালা অত্যধিক।

সম্বন্ধ :—হেলোনিয়াস ক্লান্তিজনিত কামড়ানি বেদনায়—সিপিয়ার, অ্যাসি-পিক্রিক তুল্য; জরায়ুর কাঠিন্যে—প্রাটিনাম তুল্য; সঙ্গমে অনিচ্ছায়—কষ্টিকাম তুল্য; জরায়ুর বিচ্যুতি ও নির্যাকর্ষণে—

লিলিয়াম, সিপিডা, মিউবেক্স তুলা ; অন্ত্রমনকে রোগী ভাল থাকে—পাইপার-মেথিস্টিক্য তুলা ঔষধ।

অ্যালোট্রিস ও লিলিয়াম-টিগ হেলোনিয়াস সদৃশ ঔষধ, পাল্‌সেটিল সাধারণভাবে ইহাব সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x, ৩, ৬, ১২, ৩০ শক্তি।

হোমেরাস (Homarus)

পরিচয় :—ইহাব অপর নাম নক্স ঠাঁব। এই ঔষধ চিংড়ি মাছের মাথার ঘির সহিত দুই শরকরা মিশ্রিত করিয়া দশমিক পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—কোমরে বেদনা, অস্থি মধ্যে বেদনা, অত্যন্ত কামোদ্দীপনা, অনিদ্রা, রাত্রিতে বায়ু নিঃসরণ কবিবার জন্য বাব্বাব নিদ্রাভঙ্গ, পিত্ত বৃদ্ধির জন্য নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত চুলকানি, কিন্তু চুলকানি বন্ধ হইলেই রোগীকে চোখের পাতা, ঠোঁট ও নাক প্রভৃতি ফুলিয়া উঠা, গলাব ভিত্তব ফুলিয়া উঠিবার জন্য শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়া, গলাব ভিত্তব আলাময় ক্ষত, যকৃতের বেদনা, মণিবন্ধে বেদনা প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

হোমেরাস বোগীর কোমবে তীব্র যন্ত্রণা হয়, তাহাব পিঠের ডাণদিকে মূত্রগ্রন্থির নিকটে হঠাৎ এত ব্যথা অচ্যুত হয় যে রোগী ব্যথাব জন্য বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তাহাব হাঁটুর উপরেও খুব ব্যথা করিতে থাকে, হাঁটু অত্যন্ত ক্ষীণ, সামান্য কারণেই কাঁপিতে আরম্ভ করে। তাহার ডাণ হাতের কমুই-সন্ধির কাছেও তীব্র ব্যথা।

ইহার রোগীর পেটে অত্যন্ত ব্যথা, পেটের বেদনা পেট হইতে পৃষ্ঠ পর্যন্ত চালিত হইয়া ঐ ব্যথা মেরুদেশে নিকট অত্যন্ত সাংঘাতিক আকাবেব হয়। বায়ু নিঃসরণ করিবার সময তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং বাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে পেটের যন্ত্রণা অত্যধিক হয়, সকালে সকল যন্ত্রণা হ্রাস; আবার সন্ধ্যাবেলা যন্ত্রণা আরম্ভ হয় তাহাব যকৃতের নিম্নদিকেও অত্যন্ত বেদনা করে, যকৃতের বেদনাও সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দিনেব বেলাও প্রীণ-যকৃতের বেদনা বিদ্যমান থাকে, যকৃতের রোগী দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে ব্যথা বেশী হয়। বোগী বাত্রে সামান্য কিছুকাল ঘুমাইতে না ঘুমাইতেই তবল বাত্রে বেগে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

মূখে ও গলাব ভিত্তব শ্বেয়া জমে, শ্বেয়া আঠার ন্যায়, ঘুম ভাঙ্গিলে কণ্ঠ শুষ্ক ও উহার ভিত্তর ব্যথা বোধ করে, গলা জ্বালা করিয়া কাসি হয়, রোগী হাঁ করিয়া ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণ করিলে গলায় যন্ত্রণার উপশম। রোগীর গলা এত ফুলিয়া উঠে যে, তাহার শ্বাসগ্রন্থাসেব ব্যাধাত জমে। হোমেরাস, পেটের, গলাব এবং কোমরাদি পীড়ার ক্ষেত্রে যেক্রপ উপযোগী সেইক্রপ চন্দ্ররোগেও বিশেষ ব্যবহার্য্য ঔষধ।

রোগীর শরীরের নানাস্থানে দিবারাত্র চুলকায, বিশেষতঃ শ্বশন করিবার পূর্বে ও পরে অত্যধিক চুলকায, যদিও চুলকাইলে কিছু শান্তি অনুভব কবে কিন্তু অপর স্থানে আবার চুলকানি বৃদ্ধি লাভ করে। তাহার নিম্নাঙ্গে বিশেষতঃ পায়ের ডিম্বপেশীতেই চুলকানি বেশী হয়, চুলকানির পর বা

ব্লগড়াইলে উপশম, চুলকানি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর ওষ্ঠ, গলার ভিতর ও নাসিকা ফুলিয়া উঠে।

দ্ব্যাস-বৃদ্ধি :— নড়িলে চড়িলে, বায়ু নিঃসরণের পর, আহারের পর, গলার ভিতর ঠাণ্ডা বায়ু ঢুকিলে, চুলকাইবার পর রোগের উপশম। হৃৎ পানের পর, নিদ্রার পর, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের পর এবং রাত্রে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—হোমেরাস, নিদ্রার পর বৃদ্ধিতে—ল্যাকেসিস তুল্য; হৃৎ পানের পর বৃদ্ধি—ক্যালকেরিয়া, সাল্ফার, সিপিয়া তুল্য ঔষধ।

শক্তি :— $3x$, $8x$, $6x$, বিচূর্ণ ও ৬ ক্রম ব্যবহার্য।

হেলিবোরাস-নাইগার (Helleborus Niger.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম মেলানপোডিয়াম, বা ক্রিষ্টমাস বোজ। এই জাতীয় গাছের মূল, গাছে ফুল ফুটিবার ঠিক পর হইতে তোলা হয়। মূল শুকাইয়া গেলে ইহা দ্বারা মান্দার টিংচার তৈরী করা হয়।

ব্যবহারস্থল :—মন ও মস্তিষ্ক দুর্বল, সোরা দোষগ্রস্ত শিশুদিগের পীড়া, যাহাদের অতি সহজে মস্তিষ্কের পীড়া হয়, কলেরা, শোথ, মৃগী, সংক্রাস, আক্ষেপ, অশ্রুচ্যুতি, বিবান্দোন্মাদ, রাত্ৰিকালীন অন্ধ্রত্ব, হৃতিকাক্ষেপ, ধনুষ্টকার, ক্ষত, টাইফয়েড, হৃতিকাজর প্রভৃতি বোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—ইহার প্রধান আক্রমণস্থল মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কবরক ঝিল্লী।

মানসিক লক্ষণ :—বোগী অল্পেতেই অত্যন্ত বিমর্ষ, দুঃখিত ও নিরাশ হইয়া ‘পড়ে বিশেষতঃ’ ইহার মানসিক লক্ষণগুলি টাইফয়েড অব্যব প্রারম্ভে বা প্রথম যৌবন আবর্তের সময় ঋতু আরম্ভ হইয়া যখন আবাব বন্ধ হইয়া যায় তখনই প্রস্ফুটিত হয়। রোগী অত্যন্ত জড়বুদ্ধিভাবাপন্ন, তাহার বোধ শক্তি রহিত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার অনুভূতি শক্তিটিই সর্বপ্রথম নষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া যায়। রোগীর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, অক ‘প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। রোগীকে দেখিলেই মনে হয় যেন অত্যন্ত বোকাটে ভাবাপন্ন। একদিকে হস্ত ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আছে কিন্তু একদিকে দেখিতেছে কি শুনিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার কোন অনুভূতি নাই, প্রায়ই বাজে কথার ভারী উত্তর দেয় এবং মাথাটা বালিশের উপর নাড়িতে আঁবস্ত কবে যাহাকে চলতি ভাষায় ‘মাথা চালা’ বলে। যখন হেলিবোরাস রোগীর সামান্য সামান্য উত্তেজনা বা ভাব আসে তখন জানিতে হইবে রোগীর মস্তিষ্কজ্জ্বার, মস্তিষ্কে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই প্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। ‘ব্যাপ্টিসিন্না—উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

অ্যাগারিকাস্—রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে চাহে না, বা দেয় না।

অ্যাসিড-সালিক ও স্ট্রাবাডিল—প্রশ্ন করিলে অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রশ্নের উত্তর দেয়।

সিনা, রাস-টক্স, অ্যাপ্টিম-ক্লড—কোন প্রশ্ন করিলে অত্যন্ত চট্টয়া যায়।

অ্যাসিড-কস্—অসংলগ্নভাবে কথার উত্তর দেয়, উত্তর দিতে দিতে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে।

ক্যামেমিল্লা, অ্যাসিড-ফস্—অত্যন্ত কর্কশভাবে কথার জবাব দেয়। আর্গিরা রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় বটে কিন্তু কথা বলিতে বলিতে পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। হেলিবোরাস রোগী নির্কোষের ন্যায় একদিকে তাকাইয়া থাকে এবং অনবরত তাহার গুঠ, কাপড়, বিছানা খুঁটিতে থাকে।

১। হেলিবোরাসের সর্বপ্রথম অবসাদ ও আচ্ছন্নতাব অর্থাৎ ন্যায়বিক অবসন্নতা।

২। সামান্য উত্তেজনার সহিত অজ্ঞানতাব অভাব অর্থাৎ মস্তিষ্কের, মেরুমজ্জার অথবা উভয় ক্ষেত্রেই রক্তসঞ্চয়, তাবপন্ন প্রদাহ।

৩। শেষ অবস্থায় উত্তেজনা কমিয়া গিয়া তাহার বোর ও অজ্ঞানভাবটী আসিয়া উপস্থিত হয়। হেলিবোরাস রোগীর প্রথম হইতেই অবসন্নতাব থাকে, তৎপন্ন উত্তেজনা উপস্থিত হয় তাহার শেষ পর্য্যন্ত অবসন্নতা থাকিয়াই যায়। রোগী আরোগ্য হইবার পবও অনেক দিন ধরিয়া দুর্বল অবসন্ন হইয়া থাকে, পূর্ব-বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে তাহার বড়ই বিলম্ব লাগে।

মেনিঞ্জাইটিস :—মস্তিষ্ক মধ্যে রসপ্রাবণতঃ একাত্তর পক্ষাঘাত। মস্তিষ্কাবরণী ব প্রদাহ নিমিত্ত রোগী থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে তারপব ক্রমে বোর ও আচ্ছন্ন ভাবটী প্রকাশ পায় তত সে অন্ত কোনদিকে চাহিয়া আছে কিন্তু তাহার দৃষ্টি বোকাটে বা ফ্যালফ্যাল যেন সে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, ইহার পব আন্তে আন্তে ভুল বকা আরম্ভ হয় সেই সঙ্গে তাহার মাথাটী চালিতে আবদ্ধ কবে অর্থাৎ শুইয়া শুইয়া বালিসেব উপর তাহার মাথাটী এপাশ ওপাশ কবিয়া নাড়িতে থাকে, কপাল কুঞ্চিত হইয়া যায় কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকে, কপাল কুঞ্চিত হইবার সহিত যেন রোগী কি চিৎবাইতেছে এরূপ লক্ষণ দেখা যায়, একদিকের হাত পা অথবা একদিকের হাতই কেবল নাড়িতে থাকে কিন্তু অপবদিকের হাত ও পা পক্ষাঘাত রোগীর ন্যায় পড়িয়া থাকে অর্থাৎ তাহার নাড়িবাব শক্তি থাকে না। তাহার প্রস্রাব অতিশয় কম হইয়া যায় বা একেবারেই বন্ধ হয় কোন কোন ক্ষেত্রে অসাড়ে বড়িতে থাকে। রোগীর নাসারন্ধ্র দুইটী অত্যন্ত কালবর্ণের হয়, নীচের দিকের মাটী বুলিখা পড়ে, নাকেব পাখা দুইটী উঠানামা করে, তাহার জিহ্বাটী শুষ্ক, উহাব মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণের ক্রেন দ্বারা আবৃত কিন্তু ধারগুলি লাল, ঠোঁটেব কোণ দুইটী ফাটা ফাটা, বোগীব নিখাসে ও মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, জলপান করিবার সময় গলার ভিতর বড়বড় শব্দ হয়। বোগী একবার করিয়া কাদিয়া উঠে আবার একবার কবিয়া হাত পা নাড়িতে থাকে এইরূপ লক্ষণের পূর্ণ চিত্র পাইলে হেলিবোরাসই একমাত্র ঔষধ। মেনিঞ্জাইটিসেব তড়কা হইবার পূর্বে এই ঔষধ প্রয়োগ কবিত্তে পারিলে সাংঘাতিক উপসর্গাদি প্রায় ক্ষেত্রেই উপস্থিত হয় না।

হেলিবোরাসের সহিত এপিস, বেল, জিঙ্কাম, অ্যাসিড-ফস, ওপিযাম, টিউবারকিউলিনাম ঔষধের তুলনা চলিতে পারে।

এপিস মেলিফিকার সহিত হেলিবোরাসের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায় ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই যে এপিসের রোগী সর্ববিষয়ে ঠাণ্ডা পছন্দ করে, খোলা বাতাসে লক্ষণের উপশম, গায়ে ঢাকা সঙ্ঘ করিতে পারে না কিন্তু হেলিবোরাসেব বোগী অত্যন্ত শীতকাতুরে। সে গায়ে আবরণ চায় এবং গরম ঘরের ভিতর থাকিতে পছন্দ করে। এপিস রোগীর পিপাসা মোটেই থাকে না; হেলিবোরাস শিশুর পিপাসা আছে কিনা বলা যায় না তবে তাহার মুখের কাছে

জলপূর্ণ চাম্চে বা কিছুক ধরিলে চাম্চে জ্বোরে কামড়াইয়া ধরে। প্রস্রাব উভয় ঔষধেরই কম, ঔষধ সেবনের পর যদি প্রস্রাধ করিতে আরম্ভ করে তখন বুঝিতে হইবে রোগের উপশম আরম্ভ হইয়াছে। এপিসের বৃদ্ধির সময় বৈকাল ৩টায়, গাত্রোদ্ধাপ অত্যধিক; হেলিবোরাসের বৃদ্ধি বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত, লাইকোর বৃদ্ধির সময় বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত, সূতরাং ইহাদের বোগের বৃদ্ধি দেখিয়া অনেক সময় ঐ 'ঔষধ মনে, জাগরিত' হয়। মেনিঞ্জাইটিস রোগের প্রারম্ভ উভয় ঔষধেই হঠাৎ চীৎকার কবিয়া উঠা আছে মাথাচালাও উভয় ঔষধে দেখা যায়। তবে এপিসের মাথাচালা ও চীৎকার কবাটা বেশী। হেলিবোরাসে এক হাত এক পা নাড়া ও খোঁটাগাটি বেশী; এপিসে হাত বেশী নাই, হেলিবোরাস হইতে এপিস বোগীর উত্তেজনার ভাবটা বেশী।

বেলেডোনার রোগলক্ষণ হঠাৎ আদিভূত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করে, রোগীর উত্তেজনার ভাবটা অত্যধিক সূতরাং মেনিঞ্জাইটিসের ভাণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধের বড় একটা প্রয়োজন দেখা যায় না। প্রচণ্ডতা কমিয়া যাওয়ার পরই এপিস, হেলিবোরাস বা জিক্কাম ব্যবহৃত হওয়া উচিত। হেলিবোরাসের সহিত বেলের ক্রিয়ার অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

অ্যাসিড-ফস্ফোরিকাম রোগীর সহিত হেলিবোরাসের উদাসীনতার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়; উভয়ের বোগীই নিভ্রীবেব, শ্রায় পড়িয়া থাকে। অ্যাসিড-ফসেব বোগীর যতই আচ্ছন্নতাব থাকুক না কেন ডাকিলে সাড়া দেয় কিন্তু হেলিবোরাস বোগীর কোন চেতনা থাকে না। আবার কখনও বা নিষ্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। অ্যাসিড-ফসের প্রস্রাবের মাত্রা প্রচুব ও জলের স্বাদ, আর হেলিবোরাসের প্রস্রাব অত্যন্ত কম, কাল এবং ঘন তলানিয়ুক্ত।

জিক্কাম :—মেনিঞ্জাইটিস বোগীর প্রায় শেষ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এপিস, হেলিবোরাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ কবিবার পর মাথাচালা, কিছু চিহ্নাইবার ভাব চলিয়া যায়, অর থাকে না, স্নায়বিক উত্তেজনা বিশেষ থাকে না কেবল পা দুইখানিতে দেখা যায় অর্থাৎ রোগী অনবনত পা নাড়ায়, হেলিবোরাস বোগী এক পা ও এক হাত নাড়ায়, রোগী জড়ের স্থায় অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকে; হেলিবোরাসের বোগীর শ্রায় জিক্কাম রোগী প্রথম হইতেই অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকে, হেলিবোরাস বোগীর প্রস্রাব অত্যন্ত কম, কাল কফিগুড়ান স্থায় তলানিয়ুক্ত; জিক্কাম রোগীর প্রস্রাব অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে হয়। জিক্কাম রোগীর কেবলই যে পায়ে কম্পন থাকে তাহা নহে এমন কি সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত কম্পিত হয়; হেলিবোরাসের তাহা হয় না তাহার কম্পন হয় একদিকের হাত ও পায়ে। যে কোন স্রাবের পব ইহার লক্ষণের উপশম হইয়া থাকে, যদিও এপিস ও হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব হইবার পর লক্ষণের উপশম দেখা যায়।

ওপিয়াম রোগীকে দেখিতে গেলে দেখা যায় ঘোব আচ্ছন্নতাবযুক্ত, জ্ঞান নাই, ওপিয়ামের সহিত হেলিবোরাসের পার্থক্য অনেক, ওপিয়ামের বোগীর প্রতিক্রিয়ার অভাব আর হেলিবোরাসের বোগীর স্নায়ুশুল্লীষ সাড়ার অভাব। ওপিয়ামের মুখমণ্ডল লালভাবযুক্ত, চক্ষু দুইটা অর্ধমুদ্রিত, শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় ঘড়ঘড়ানি শুনা যায় এবং অত্যন্ত তল্লাচ্ছন্নতাব থাকে, হেলিবোরাস বোগীর মুখমণ্ডল পিংসে, চক্ষু দুইটা ফোলা, যেন একদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আছে অথচ রোগী সেই অবস্থাতেই আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে। হেলিবোরাস রোগী

শীতকাতুরে, 'কিন্তু ওপিয়াম রোগী হাওয়া ও ঠাণ্ডা ভালবাসে, তাহার শরীরে বর্ষ দেখা যায়। হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব ভিতরে জমে না, সেইজন্য কথেক ফোঁটা কাল কাল প্রস্রাব হয় আর ওপিয়াম রোগীর প্রস্রাব জমে ওটে, মূত্রথলীও প্রস্রাব দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে কিন্তু মূত্রথলীর পাক্ষাঘাতিক ভাবের জন্য প্রস্রাব নির্গত হয় না। ওপিয়াম বোগীর সর্ব অবস্থায়ই তন্ত্রাচ্ছন্নতা থাকিবে। হেলিবোরাস বোগীর তন্ত্রাচ্ছন্নতাবের সহিত নাকের 'পাখার উঠা-নামা' থাকা চাই।

দুঃসাধ্য বা দুঃরোগ্য টিউবারকিউলার-মেনিঞ্জাইটিস বোগে পরিবর্তন-শীলতাব সহিত যখন নূতন নূতন লক্ষণের আদির্ভাব হয়, সাংঘাতিক অবস্থা চনিয়া গিয়া যখন শোগ দীর্ঘকালের জন্য চলিতে থাকে তখন টিউবারকুলিনাম ব্যবহার্য।

মস্তকে আঘাতাদির ফলে পীড়া :—এই সকল ক্ষেত্রে আমরা আণিকা ব্যবস্থা করিয়া থাকি, বস্তুতঃ আণিকা দ্বাৰা ফলও পাওয়া যায় উত্তম। কিন্তু যদি আণিকায় কোনরূপ উপকার না হইয়া রোগী ক্রমশঃ অজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেহ সঙ্গে তাহার একটা চক্ষু প্রসাবিত অপরটা স্বাভাবিক থাকে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি বিলম্বে কথায় উত্তর দেয়, পা নাড়িতে গেলে একটা পা ল্যাণ্টাইয়া পড়ে, পা তুলিতে কষ্ট হয়, তাহা হইলে হেলিবোরাস দ্বাৰা উপকার পাওয়া যায়। ডাঃ ফ্যারিংটন এবং স্ক্রুকার'রোগী হেলিবোরাস দ্বাৰা আযোগ্য কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিলেন।

টাইফয়েড জ্বর :—হেলিবোরাস উৎকৃষ্ট ঔষধ। টাইফয়েডের বিকারাবস্থায়ই ইহার প্রয়োগ বেশী। আমরা মানসিক অধ্যায়ে এবং মেনিঞ্জাইটিসে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি, 'সুতরাং এখানে বেশী বলা নিষ্পয়োজন। ইহাতে বোগীর অবসাদ ভাবটাই বেশী এবং যে সকল ঔষধে অবসন্নতা ও আচ্ছন্নতা খুব বেশী, সাধারণতঃ তাহাদেব অত্যধিক অব থাকে না, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক তাপ হইতেও গাত্রোত্তাপ কম থাকে। হেলিবোরাস রোগীর উত্তাপ কখনও বেশী থাকে না, কেবল অবসাদযুক্ত মস্তিষ্ক বিকৃতির ভাবটাই লক্ষ্য করিয়া দেখা কষ্ট। মাথায ভয়ানক বেদনা, রোগী মনে করে বৃষ্টি তাহার মাথাটা ফাটিয়া যাইবে। বোগীর নাসিকা ছিদ্র হইতে আবিস্ত কবিত্তা ঠোট পথ্যস্থ যেন কেহ কালি চাখিয়া দিতেছে এরূপ দেখায়, তাহাও জিহ্বা হৃদযবর্ণেও শুষ্ক কিন্তু ধারগুলি লাল, মুখে অত্যধিক দুর্গন্ধ, জল পান করিবার সময় শব্দ করিয়া ওল নামে, জল পান করিবার সময় কল, কল বা ঘড় ঘড় করিয়া শব্দ সিনা, অ্যাসিড-হাইড্রো ও কুপ্রাম বোগীরও হয়। ইহার জ্বরের শ্রেণ বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৯টাও ভিতর আসে। বিকার সে ঠোট, কাপড় ও বিছানা খোঁটে, তাহার অচেতনতাব অত্যধিক, ডাকিলে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, ফাল্ ফাল্ করিয়া একদিকে তাকাইয়া থাকে। জল পিপাসা খুব না থাকিলেও জল দিলে আগ্রহের সহিত পান করে ও জলের চামচ চিবায, (তাঁহা একটা চিবাইবার ভাব সন্দেহই থাকে), ইহার অজ্ঞান অচেতনতাবের কথা ও বিকারের কথা আমবা মেনিঞ্জাইটিস অধ্যায়ে ম্যক্ত করিয়াছি। ইহাও অজ্ঞান আচ্ছন্নতাব অনেকটা অ্যাসিড-ফসের ও স্পিরিট-নাইটারের (নাইট্রো-স্পিরিটাস-ডালসিস) দ্বায। অ্যাসিড-ফস রেগীকে ডাকিলে সাড়া দেয় কিন্তু পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, স্পিরিট-নাইটার রোগীকে খুব ডাকাডাকি করিলে সামান্ত সাড়া দিয়া পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু হেলিবোরাস রোগীকে যতই ডাক না কেন সে মোটেই সাড়া দিবে না অর্থাৎ তাহার অসুভূতি মোটেই থাকে না। অ্যাসিড-ফস অপেক্ষা স্পিরিট-নাইটারের আচ্ছন্নতা বেশী আবার স্পিরিট নাইটার অপেক্ষা হেলিবোরাসের আচ্ছন্নতা আরও বেশী।

৬ **ম্যালেরিয়া জ্বর** :—সাংবাদিক ম্যালেরিয়া জ্বরে হঠাৎ রোগীর জ্বর কমিয়া গিয়া যদি হিমাল অবস্থা উপস্থিত হয়, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হইয়া নাড়ী অত্যন্ত মৃদু, মাংসপেশীসকল শীতল শীতল শিথিল হইয়া ভয়ানক তড়কা হইতে থাকে এবং তড়কার সময় রোগীর সমস্ত শরীর বরফের স্তায় শীতল হয় তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য। ইহার রোগীব নাড়ী যতই ক্ষীণ হইতে থাকে রোগীও ততই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, বিকারেব কোঁকে জোরে জোরে কথা বলে ; চোঁট, বিছানা ও কাপড় চোঁপড় খোঁটে, ও মাথা নাড়িতে থাকিলে হেলিবোরাসই একমাত্র ব্যবহার্য ঔষধ। কঠিন ম্যালেরিয়ায় হাইড্রোসিসিয়ানিক-অ্যাসিড, ক্যাম্ফর, কার্বো-ভেত, সিলেলি, ল্যাকেসিস ভেরেট্রাম-অ্যালবাম প্রভৃতি ঔষধও উৎকৃষ্ট, ইহাদের য য অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বেরিবেরি ও শোথ :—যে সকল বেরিবেরি বা শোথ বোগে শবীরের পেশী সকলের দুর্বলতা অনুভব করা যায়, বোগীর মুখ ফ্যাকাসে বন্ধ গুহ অথচ থমথমে থাকে সেই সঙ্গে বাহ্যের সহিত চট্‌চটে বা হড় হডে মল অর্থাৎ আমাতিসার বিद्यমান থাকিলে হেলিবোরাস উপযোগী। শোথ রোগী বসিলে বা চলাফেরা করিবার সময় রীতিমত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু শুইলে অন্যায়সে নিশ্বাস ফেলিতে পারে, আসেনিকের শোথ বোগী শুইলে পর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। হেলিবোরাস রোগীর মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হেতু যদি শোথ হয় বা হাইড্রোসেফেলাস রোগ জন্মে তাহাতে ইহা ব্যবহার্য ঔষধ। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইলে এপিস সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ কিন্তু যদি বোগীর অহুত্ব ও অসাড়তা বেশী হয়—শিশু সম্পূর্ণ অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, প্রশাব মোটেই হয় না, চোখের কোন প্রকার দৃষ্টিশক্তি বিद्यমান না থাকে এমন কি তীব্র আলো যদি ধরা যায় তত্রাচ তাহার কোন অহুত্ব না থাকে দেহের একদিক যেন পক্ষাঘাতের স্তায় হইয়া গিয়াছে অপব নিক আপনা হইতে নাড়িতে থাকে তবে হেলিবোরাস একমাত্র ঔষধ।

জন্মজন্মের পীড়ায় সহিত শোথ বোগে আপোসাইনাম ও ডিজিটেলিসের স্তায় হেলিবোরাসও বিশেষ উপযোগী ঔষধ। হেলিবোরাস বোগীর প্রশাব বোনা, কালচে এবং পরিমাণে অতি অল্প ; প্রশাব ধরিলে ধোঁয়াব স্তায় পদার্থ উহার উপর ভাসিতে দেখা যায়—কিন্তু এই প্রশাব আবার অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে প্রশাবের নীচে কাকি শুঁড়ার স্তায় পদার্থ পড়ে।

জন্মজন্মের পীড়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত বিলম্ব হয়—গাত্রোত্তাপ ৯৫°৬, ৯৬ ও সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের নানাবিধ উপসর্গ বিद्यমান থাকে।

হেলিবোরাস রোগীর প্রশাব খুবই কম এবং প্রশাবে প্রচুর পরিমাণে অগুলাল বা অ্যাল-বুমেন থাকে।

শোথের মোট কথা—যে সকল বোগী অনেকদিন ধরিয়া কোন পীড়ায় (বিশেষতঃ তরুণ জাতীয় পীড়ায়) ভুগিয়া যদি শোথ বোগ হয় এবং প্রশাবটী কমিয়া বাইয়া এভাবে উপরোক্ত অগুলাল প্রভৃতি পদার্থ থাকিতে দেখা যায় তাহা হইলে এই ঔষধ এপিস সদৃশ তবে ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই এপিস বোগী গরমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, সর্বদা ঠাণ্ডা চায় ও স্নান করিতে ভালবাসে, আর হেলিবোরাস রোগী অত্যন্ত শীতলকাতরে। ইহা বাতিরেকে ইহাদের অপরাপর লক্ষণ দেখিয়া তবে ব্যবহার করিবে।

বিবাদ বায়ু :—ডাঃ মোর বলেন যে টাইফাস জ্বরের পর যে বিবাদ বায়ু জন্মে তাহা তিনি এই ঔষধ দ্বারা আবোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন প্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাদিগের

ক্রিয়ামূল :—রমণীগণই প্রধানতঃ ইহার কার্য ক্ষেত্র বা ক্রিয়াস্থল। যে সকল রমণী স্তম্ভধর্ম ও বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া ক্রীণদেহ হইয়া পড়িয়াছে এবং জরায়ু ভ্রংশ রোগে ভুগিতে থাকে অথবা যাহারা অতিরিক্ত আনন্দিক ও শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীর্ণ-শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের পেটীগুলি নিরন্তর ব্যথা করে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী।

• **মন :**—এই ঔষধ মানসিক নানাবিধ বিকৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; রোগিণী যদি সর্বদা অন্তমনস্ক থাকিতে পারে তবে অনেকটা শান্তি পায়, কিন্তু সে অস্থির, এক মুহূর্তও স্থির থাকিতে পারে না। বোগিণীর বড়ই রাগান্বিত স্বভাব সে সকলের কাৰ্য্যেই দোষ দেখে ও রাগিয়া যায়; কেহ তাহার কথা প্রতিবাদ করিলে অত্যন্ত বাগিয়া যায় ও চীৎকার কবিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তোলে। রোগিণী একাকী থাকিতে খুবই ভালবাসে (অ্যাক্টিভা, সাইক্লোমেন)।

তাহার মাথার ব্রহ্মতালুতে জালা অনুভব করে—ঐ জালা মাথা নাড়িলে এবং মানসিক পরিশ্রম করিলে বেশী বোধ করে। রোগিণীর কপালে ও ব্রহ্মতালুতে চাপ বোধ, ব্রহ্মতালু ভারী; সে যদি ঐ বিষয় বেশী চিন্তা করে তবে রোগের বুদ্ধি বেশী হয়।

স্ত্রীরোগ :—ঋতু—যে সকল স্ত্রীলোকদিগের বাৎসরিক জবাযু হইতে রক্তস্রাব হইয়া জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে, যাহাদের ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয় উহা পবিমাণে অত্যন্ত এবং কালবেবর্নের, চাপ চাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত। ইহা বোগিণীদের এক ঋতুর সময় হইতে অন্য ঋতুর সময়ের মধ্যবর্তীকালে যত পরিমাণ রক্ত জমে পববর্তী ঋতুতে তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়।

জরায়ু রোগ :—ইহা বোগিণীর জবাযুর শক্তি অত্যন্ত কম সেইজন্য প্রসবাবিব পর যে সকল স্ত্রীলোক সর্বদাই মন মরা ও বিবাদাচ্ছন্নভাবে থাকে, যাহাদের তলপেট সর্বদাই ভারী বোধ তাহাদের জবাযু-চ্যুতিতে হেলোনিয়াস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি ইহার বোগিণী প্রসবের পবও মনে কবে যেন তাহার তলপেটে কিছু জন্মিয়া আছে। যে সকল রোগিণী জরায়ু-চ্যুতিতে ভুগিতেছে, যাহারা আলস্য ও বিলাসিতার জগ্গ অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা অন্ত-মনস্ক থাকিলে ভাল থাকে, যাহাদের ঘোনিঘার গবম ও লাল—যাহাদের ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে, জালা করে, এবং ভয়ানক চুলকায় তাহাদের জরায়ু-চ্যুতিতে এই ঔষধ অমৃত তুল্য।

আবার যে সকল রমণী দারিদ্র্যবশতঃ কঠিন পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যুমািবার আগ্রহ মোটেই নাই—সে অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাহার পেটীসমূহ ব্যাধাঘিত, জালা করে সেই সঙ্গে জরায়ু ও স্ত্রীজননেদ্রিয় পীড়া থাকিলে হেলোনিয়াসই একমাত্র ঔষধ; আর যদি স্ত্রীরোগ না থাকে কেবল উপরোক্ত দুর্বলতা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে তবে পিক্লরিক-অ্যাসিড ব্যবহার্য।

• **জরায়ুর পীড়ায় হেলোনিয়াসের সহিত লিলিয়াম-টিগের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।** প্রসবের পর জরায়ুর পীড়ায় উভয় ঔষধই ব্যবহার্য, কিন্তু উভয়ের ভিতর লক্ষণের এত সাদৃশ্য থাকে যে পার্থক্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। হেলোনিয়াস ও লিলিয়াম উভয় ঔষধেই বিষন্নতা, দুর্বলতা ও ক্লান্ততা থাকে; জরায়ুর লক্ষণাবলীও প্রায়ই একই প্রকার। ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই—লিলিয়াম রোগিণীর হেলোনিয়াসের স্তায় মানসিক ও শারীরিক অসহিষ্ণুতা থাকে না, রোগিণী অত্যধিক ভীত, সন্ত্রস্ত; সে সর্বদাই মনে তাবে কি যেন একটা ঘটিকে, তদ্বৎ সে সকল সময়

চিহ্নিত থাকে, সেই কারণেই রোগিণী কখনও একা থাকিতে চায় না; আর হেলোনিয়াস রোগিণী এত অসহিষ্ণু যে, সে লোকসকল পছন্দই করে না। হেলোনিয়াস রোগিণী সঙ্গম-সুখ ইচ্ছা করে না কিন্তু লিলিয়াম রোগিণী অত্যন্ত সঙ্গম-লোলুপা, সেইজন্য হেলোনিয়াস রোগিণী সঙ্গম বর্জন করিবান জন্ত চেষ্টা করে। লিলিয়াম রোগিণীর প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক কুঞ্চিত না হইয়া বেদনা ও নানা প্রকার যন্ত্রণা হইলে, চলিবার সময় যেন উহা আপনার ভারে আপনি নামিয়া পড়ে, সেইজন্য সে তাহার পেট বাঁধিয়া রাখে, জরায়ুর নিম্নগতির সঙ্গিত রোগিণীর হৃদস্পন্দনও থাকে। হেলোনিয়াস রোগিণীর জরায়ুর বিশৃঙ্খলা তাহার শ্রাব বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে হয়, জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ হইয়া থাকে। উভয় ঔষধের শ্রাবই অক্ষয়কারী, তবে লিলিয়ামেব বেশী।

সিপিয়ার সঙ্গিত হেলোনিয়াসের লক্ষণের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, তবে সিপিয়ার কার্য্যকরী ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী এবং এই দুই ঔষধের ভিতর সিপিয়ার গভীরতা যত বেশী হেলোনিয়াসে তত নাই। উভাদের ভিতর পার্থক্য এই—সিপিয়ার রোগিণীর ঋতুশ্রাব খুব কম কিন্তু হেলোনিয়াসের ঋতুশ্রাব অত্যধিক। সিপিয়ার কোষ্ঠকাঠিন্যেব জন্ত বিশেষ খ্যাত আর হেলোনিয়াসের সেইরূপ কোষ্ঠকাঠিন্য নাই। হেলোনিয়াস বোগিণী সামান্য সঞ্চালনেই উপশম বোধ করে, সিপিয়ার বোগিণী ক্রমাগত সঞ্চালন পছন্দ করে।

হেলোনিয়াস—পাল্‌মেটো, অ্যাক্‌টিয়া-বেসিমোয়া ও কার্বো-অ্যানিমেলিস তুল্য ঔষধ।

শ্বেতপ্রদর :—ইহার শ্বেতপ্রদর অত্যন্ত দুর্গন্ধ, জলের দ্বারা এবং যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়, সেই সঙ্গে যোনি ও যোনিকপাটে প্রদাহ হইয়া তথায় পুঁজ জন্মে, সামান্য নড়াচড়াতে রক্তশ্রাব হয়, ঐ স্থান ভয়ানক চুলকাই, কখন কখনও ঐ স্থানে ফোঁস্কার শ্রাব উদ্বেগও বাহির হইতে পারে। স্ত্রীজননেদ্রিয়ে প্রদাহ হইয়া পুঁজ জন্মান ও তথায় পূর্ববৎ লক্ষণাদি বিদ্যমান থাকা ইহা বিশিষ্টতা।

প্রশ্রাব :—ইহার বোগিণীর প্রশ্রাব কোন কারণে বন্ধ হইয়া গেলে তাহার মূত্রাশয়ের বিকৃত-ভাব উপস্থিত হয় উহা ফলে রোগিণীর প্রশ্রাবে অণ্ডালা বা অ্যাল্‌বুমেন ও শর্করা নির্গত হইতে থাকে। প্রশ্রাব করিতে অত্যন্ত আলা ও ব্যথা অনুভূত হয়। গর্ভবতী বমণীদিগের মূত্রে অণ্ডালা থাকিলে এবং অতিরিক্ত অণ্ডালা নিঃসৃত হইবার ফলে বোগিণী অতিরিক্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে কিন্তু দুর্বলতা ও অলসভাব থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার সন্দাসর্কদা বেড়াইবার ইচ্ছা থাকে তবে এই ঔষধই কার্য্যকরী।

বহুমূত্র রোগিণীর তরুণ ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই এই ঔষধ উপযোগী। রোগিণীর প্রশ্রাবের পরিমাণ অত্যধিক, উহা অত্যন্ত পরিষ্কার তবে শুষ্ক এবং শর্করা মিশ্রিত; রোগিণীর জল পিপাসা অত্যধিক, তাহার ওষ্ঠ দুইটি শুকাইয়া যায় এবং আঠাময় হয় সেইজন্য উহা জুড়িয়া যায়। তাহার মূত্রগ্রন্থিতে অত্যন্ত আগ্নেয় অনুভব করে। বহুমূত্র বোগিণীও দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায়, সে অত্যন্ত খিটখিটে ও সর্বদা বিষমচিন্তের হয় এবং যুরিয়া ফিবিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

রোগিণীর কোমরে অনবরত বেদনা হইতে থাকে, ক্লান্তি ও দুর্বলতা অত্যধিক, কোমরে ও পাছায় আলা অত্যধিক।

সম্বন্ধ :—হেলোনিয়াস ক্লান্তজনিত কামড়ানি বেদনায়—সিপিয়ার, অ্যাসি-পিফ্রিক তুল্য; জরায়ুর কাঠিন্যে—প্রাটিনাম তুল্য, সঙ্গমে অনিচ্ছায়—কষ্টিকাম তুল্য; জরায়ুর বিচ্যুতি ও নির্যাকর্ষণে—

লিলিয়াম, সিপিগা, মিউরেজ তুলা; অগ্রমনকে রোগী ভাল থাকে—পাইপার-মেথিস্টিকম তুলা ঔষধ।

• অ্যালোট্রিস ও লিলিয়াম-টিগ হেলোনিয়াস সদৃশ ঔষধ, পাল্‌সেটিলা সাধারণভাবে ইহার সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x, ৩, ৬, ১২, ৩০ শক্তি।

হোমেরাস (Homarus)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম নক্স টাব। এই ঔষধ চিংড়ি মাছের মাথার ঘির সহিত দুই শরকরা মিশ্রিত করিয়া দ্রুপমিক পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—কোমবে বেদনা, অগ্নি মধ্যে বেদনা, অত্যন্ত কামোদ্দীপনা, অনিদ্রা, রাত্রিতে বায়ু নিঃসরণ করিবাব জগ্ন বাবস্বাব নিদ্রাভঙ্গ, পিত্ত বৃদ্ধির জগ্ন নিদ্রাভঙ্গ অত্যন্ত চুলকানি, কিন্তু চুলকানি বন্ধ হইলেই রোগীর চোখের পাতা, ঠোঁট ও নাক প্রভৃতি ফুলিয়া উঠা, গলার ভিতর ফুলিয়া উঠিবার জগ্ন শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়া, গলার ভিতর আলামণ ক্ষত, যকৃতের বেদনা, মণিবন্ধে বেদনা প্রভৃতি বোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

হোমেরাস বোগীর কোমবে তীব্র যন্ত্রণা হয়, তাহার পিঠের ডাণদিকে মূত্রগ্রন্থির নিকটে চঠাৎ এত ব্যথা অনুভূত হয় যে বোগী বাধাব জগ্ন বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তাহাব হাঁটুর উপরেও খুব ব্যথা করিতে থাকে, হাঁটু অত্যন্ত ক্ষীণ, সামান্য কাবণেই কাঁপিতে আবন্ত করে। তাহার ডাণ হাতের কমুট-সন্ধির কাছেও তীব্র ব্যথা।

• ইহার রোগীর পেটে অত্যন্ত ব্যথা, পেটের বেদনা পেট হইতে পৃষ্ঠ পর্যন্ত চালিত হইয়া ঐ ব্যথা মেকদণ্ডের নিকট অত্যন্ত সাংঘাতিক আকারেব হয়। বায়ু নিঃসরণ করিবাব সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং বাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে পেটের যন্ত্রণা অত্যধিক হয়, সকালে সকল যন্ত্রণা হ্রাস, আবার সন্ধ্যাবেলা যন্ত্রণা আবন্ত হয় তাহাব যকৃতের নিম্নদিকেও অত্যন্ত বেদনা করে, যকৃতের বেদনাও সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দিনেব বেলাও দ্রীশ-যকৃতের বেদনা বিদ্যমান থাকে, যকৃতের রোগী দীর্ঘকাল গ্রহণ করিলে ব্যথা বেগা হয়। রোগী বাত্রে সামান্য কিছুকাল ঘুমাইতে না ঘুমাইতেই তব্বল বাত্রে বেগে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

• মুখে ও গলাব ভিতর স্লেয়া জমে, স্লেয়া মাঠাব স্রাব, ঘুম ভাঙ্গিলে কষ্ট শুষ্ক ও উগার ভিত্তর ব্যথা বোধ করে, গলা আলা করিয়া কাসি হয়, বোগী হাঁ করিয়া ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণ করিলে গলার যন্ত্রণার উপশম। রোগীর গলা এত ফুলিয়া উঠে যে, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসেব ব্যাঘাত জন্মে। হোমেরাস, পেটের, গলার এবং কোমরাদি পীড়ার ক্ষেত্রে যেক্রপ উপবোগী সেইক্রপ চন্দ্ররোগেও বিশেষব্যবহার্য ঔষধ।

• রোগীর শরীরের নানাস্থানে দিবারাত্র চুলকায়, বিশেষতঃ শয্যন করিবাব পূর্বে ও পরে অত্যধিক চুলকায়, যদিও চুলকাইলে কিছু শান্তি অনুভব করে কিন্তু অপর স্থানে আবার চুলকানি বৃদ্ধি লাভ করে। তাহার নিদ্রাভঙ্গে বিশেষতঃ পায়ের ডিম্বপেশীতেই চুলকানি বেশী হয়, চুলকানির পর বা

রগড়াইলে উপশম, চুলকানি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর ওষ্ঠ, গলার ভিত্তর ও নাসিকা ফুলিয়া উঠে।

ছাঁস-বৃদ্ধি :- নড়িলে চড়িলে, বায়ু নিঃসরণের পর, আহারের পর, গলার ভিত্তর ঠাণ্ডা বায়ু ঢুকিলে, চুলকাইবার পর রোগের উপশম। দুগ্ধ পানের পর, নিত্রার পর, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের পর এবং রাত্রে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :- হোমেরাস, নিত্রার পর বৃদ্ধিতে—ল্যাকেসিস তুল্য, দুগ্ধ পানের পর বৃদ্ধি—ক্যালকেরিয়া, সালফার, সিপিয়া তুল্য ঔষধ।

শক্তি :- ৩x, ৪x, ৬x, বিচূর্ণ ও ৬ ক্রম ব্যবহার্য।

হেলিবোরাস-নাইগার (Helleborus Niger.)

প্ররিচয় :- ইহার অপর নাম মেলানপোডিডাম, বা ক্রিষ্টমাস বোজ। এই জাতীয় গাছের মূল, গাছে ফুল ফুটিবার ঠিক পরই তোলা হয়। মূল শুকাইয়া গেলে হঠা দ্বারা মাংসের টিংচার তৈরী করা হয়।

ব্যবহারস্থল :- মন ও মস্তিষ্ক দুর্বল, সোরা দোষগ্রস্ত শিশুদিগেব পীড়া, যাহাদের অতি সহজে মস্তিষ্কের পীড়া হয়, কলেরা, শোথ, মৃগী, সংক্রাস, আক্ষেপ, অমুচ্যুতি, বিষাদোন্মাদ, রাজিকালীন অক্ষত্ব, স্মৃতিকাক্ষেপ, ধস্তাক্ষার, ক্ষত, টাইফয়েড, স্মৃতিকাজর প্রভৃতি বোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :- ইহার প্রধান আক্রমণস্থল মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কাবরক বিল্লী।

মানসিক লক্ষণ :- রোগী অরোহেত অত্যন্ত বিমর্ষ, দুঃখিত ও নিরাশ হইয়া পড়ে বিশেষতঃ ইহাব মানসিক লক্ষণগুলি টাইফয়েড জ্ববেব প্রারম্ভে বা প্রথম যৌবন আরম্ভের সময় ঋতু আরম্ভ হইয়া যখন আবার বন্ধ হইয়া যায় তখনই প্রস্ফুটিত হয়। রোগী অত্যন্ত জড়বুদ্ধিভাবাপন্ন, তাহার বোধ শক্তি রহিত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার অমুভূতি শক্তিটিই সর্বপ্রথম নষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া যায়। রোগীর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। রোগীকে দেখিলেই মনে হয় যেন অত্যন্ত বোকাটে ভাবাপন্ন। একদিকে হৃৎ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আছে কিঞ্চিৎ দেখিতেছে কি শুনিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার কোন অমুভূতি নাই, প্রায়ই বাজে কথা ভাষা উথিত হয় এবং মাথাটা বালিসের উপর নাড়িতে আরম্ভ কবে যাহাকে চলতি ভাষায় 'মাথা চালা' বলে। যখন হেলিবোরাস রোগীর সামান্য সামান্য উত্তেজনার ভাব আসে তখন জানিতে হইবে রোগীর মেরুমজ্জায়, মস্তিষ্কে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই প্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। ব্যাপ্টিসিয়া—উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

অ্যাগারিকাস্—রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে চাহে না, বা দেয় না।

অ্যাসিড-সালিক ও স্রাবাডিল—প্রশ্ন করিলে অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রশ্নের উত্তর দেয়।

সিমা, ব্লাস্-টক্স, অ্যাণ্টিম-ফ্রুড—কোন প্রশ্ন করিলে অত্যন্ত চটিয়া যায়।

অ্যাসিড-কস্—অসংলগ্নভাবে কথার উত্তর দেয়, উত্তর দিতে দিতে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে।

ক্যামোমিলা, অ্যাসিড-ফস্—অত্যন্ত কর্কশভাবে কথার জবাব দেয়। আর্থিক রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় বটে কিন্তু কথ্য বলিতে বলিতে পুনরাব আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। হেলিবোরাস রোগী নির্বোধের ন্যায় একদিকে তাকাইয়া থাকে এবং অনবরত তাহার ওষ্ঠ, কাঁপড়, বিছানা খুঁটিতে থাকে।

১। হেলিবোরাসের সর্বপ্রথম অবসাদ ও আচ্ছন্নতার অর্থাৎ স্বাভাবিক অবসন্নতা।

২। সামান্য উত্তেজনার সহিত অজ্ঞানতার অভাব অর্থাৎ মস্তিষ্কের, মেরুমজ্জার অথবা উভয় ক্ষেত্রেই বক্তৃৎসক্য, তারপর প্রদাহ।

৩। শেষ অবস্থায় উত্তেজনা কমিয়া গিয়া তাহার ঘোব ও অজ্ঞানতাবটী আসিয়া উপস্থিত হয়। হেলিবোরাস রোগীর প্রথম হইতেই অবসন্নতার থাকে, তৎপর উত্তেজনা উপস্থিত হয় তাহার শেষ পর্য্যন্ত অবসন্নতা থাকিয়াই যায়। রোগী আরোগ্য হইবার পরও অনেক দিন ধরিয়া দুর্বল অবসন্ন হইয়া থাকে, পূর্ব-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে তাহার বড়ই বিলম্ব লাগে।

মেনিঞ্জাইটিস :—মস্তিষ্ক মধ্যে রসশাবিবশতঃ একাত্তের পক্ষাঘাত। মস্তিষ্কবরণীর প্রদাহ নিমিত্ত রোগী থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে তারপর ক্রমে ঘোর ও আচ্ছন্ন ভাবটী প্রকাশ পায় হয়ত সে অল্পকোনদিকে চাহিয়া আছে কিন্তু তাহাব দৃষ্টি বোকাটে বা ক্যালফ্যাল যেন সে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, ইহার পব আন্তে আন্তে ভুল বকা আরম্ভ হয় সেই সঙ্গে তাহাব মাথাটী চালিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ শুইয়া শুইয়া বালিসের উপর তাহার মাথাটী এপাশ ওপাশ কবিয়া নাড়িতে থাকে, কপাল কুঞ্চিত হইয়া যায় কপালে ঠাণ্ডা বায়ু হইতে থাকে, কপাল কুঞ্চিত হইবার সহিত যেন রোগী কি চিবাইতেছে এক্রপ লক্ষণ দেখা যায়, একদিকেব হাত পা অথবা একদিকেব হাতট কেবল নাড়িতে থাকে কিন্তু অপবদিকের হাত ও পা ঋক্ষাঘাত রোগীর ন্যায় পড়িয়া থাকে অর্থাৎ তাহার নাড়িবার শক্তি থাকে না। তাহার প্রশ্রাব অতিশয় কম হইয়া যায় বা একেবারেই বন্ধ হয় কোন কোন ক্ষেত্রে অসাড়ে ঝড়িতে থাকে। রোগীর নাসারন্ধ্র দুইটী অত্যন্ত কালবর্ণের হয়, নীচের দিকের মাটী কুলিয়া পড়ে, নাকের পাখা দুইটী উঠানামা করে, তাহাব জিহবাটী শুষ্ক, উঠাব মধ্যস্থল হরিত্রাবর্ণের ক্রেন দ্বারা আবৃত কিন্তু ধারগুলি লাল, ঠোঁটের কোণ দুইটী ফাটা ফাটা, বোগীব নিশ্বাসে ও মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, জলপান করিবার সময় গলার ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ হয়। রোগী একবার করিয়া কাদিয়া উঠে আবার একবার কবিয়া হাত পা নাড়িতে থাকে এইরূপ লক্ষণের পূর্ণ চিত্র পাইলে হেলিবোরাসই একমাত্র ঔষধ। মেনিঞ্জাইটিসেব তড়কা হইবার পূর্বে এই ঔষধ প্রয়োগ কবিতে পারিলে সাংঘাতিক উপসর্গাদি প্রায় ক্ষেত্রেই উপস্থিত হয় না।

হেলিবোরাসের সহিত এপিস, বেল, জিকাম, অ্যাসিড-ফস, ওপিযাম, টিউবারকিউলিনাম ঔষধের তুলনা চলিতে পারে।

এপিস মেলিফিকার সহিত হেলিবোরাসের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায় ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই যে এপিসের রোগী সর্ববিষয়ে ঠাণ্ডা পছন্দ করে, খোলা বাতাসে লক্ষণের উপশম, গায়ে ঢাকা সন্ম করিতে পারে না কিন্তু হেলিবোরাসের রোগী অত্যন্ত শীতকাতুরে। সে গায়ে আবরণ চায় এবং গরম ঘরের ভিতর থাকিতে পছন্দ কবে। এপিস রোগীর শিপাসা মোটেই থাকে না। হেলিবোরাস শিশুর শিপাসা আছে কিনা বলা যায় না তবে তাহার মুখের কাছে,

জলশূণ্য চাম্চে বা কিছুক ধরিলে চাম্চে জোবে কামড়াইয়া ধরে। প্রস্রাব উভয় ঔষধেরই কম, ঔষধ সেবনের পর যদি প্রস্রাব করিতে আরম্ভ করে তখন বুঝিতে হইবে রোগের উপশম আরম্ভ হইয়াছে। এপিসের বৃদ্ধির সময় বৈকাল ৩টায়, গাত্রোত্তাপ অত্যধিক; হেলিবোরাসের বৃদ্ধি বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত, লাইকোর বৃদ্ধির সময় বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত, সূত্ররং ইহাদের বোগের বৃদ্ধি দেখিয়া অনেক সময় ঐ ঔষধ মনে ভ্রাগরিত হয়। মেনিঞ্জাইটিস রোগের প্রাক্ষে উভয় ঔষধেই হঠাৎ চীংকার করিয়া উঠা আছে মাথাচালাও উভয় ঔষধে দেখা যায়। তবে এপিসের মাথাচালা ও চীংকার করাটা বেশী। হেলিবোরাসে এক চাত এক পা নাড়া ও খোঁটাখাটি বেশী, এপিসে তত বেশী নাই, হেলিবোরাস হইতে এপিস বোগীর উত্তেজনার ভাবটা বেশী।

বেলেডোনার বোগলক্ষণ হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করে, রোগীর উত্তেজনার ভাবটা অত্যধিক সূত্ররং মেনিঞ্জাইটিসের ভাব-উপস্থিত হইলে এই ঔষধে বড় একটা প্রয়োজন দেখা যায় না। প্রচণ্ডতা কমিয়া যাইবার পৰ্য্যন্ত এপিস, হেলিবোরাস বা জিক্কাম ব্যবহৃত হওয়া উচিত। হেলিবোরাসের সহিত বেলেব ক্রিয়াব অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

অ্যাসিড-ফস্ফোরিকাম রোগীর সহিত হেলিবোরাসের উদাসীনতার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়; উভয়ের বোগীই নিজীবের ন্যায় পড়িয়া থাকে। অ্যাসিড-ফসেব রোগীর যতই আচ্ছন্নতাবৎ থাকুক না কেন ডাকিলে সাড়া দেয় কিন্তু হেলিবোরাস রোগীর কোন চৈতন্য থাকে না। আবার কখনও বা নিম্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। অ্যাসিড-ফসের প্রস্রাবের মাত্রা প্রচুর ও জলেব ন্যায়, আর হেলিবোরাসেব প্রস্রাব অত্যন্ত কম, কাল এবং ঘন তলানিযুক্ত।

জিক্কাম :—মেনিঞ্জাইটিস বোগীর প্রায় শেষ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এপিস, হেলিবোরাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর মাথাচালা, কিছু চিহ্নিবার ভাব চলিয়া যায়, অর থাকে না, স্নায়বিক উত্তেজনা বিশেষ থাকে না কেবল পা দুইখানিতে দেখা যায় অর্থাৎ বোগী অনববত পা নাড়ায়, হেলিবোরাস রোগী এক পা ও এক চাত নাড়ায়, রোগী জড়ের ন্যায় অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকে; হেলিবোরাসেব বোগীর ন্যায় জিক্কাম রোগী প্রথম হইতেই অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকে, হেলিবোরাস বোগীর প্রস্রাব অত্যন্ত কম, কাল কফিণ্ডীয, সূক্ষ্ম তলানিযুক্ত; জিক্কাম বোগীর প্রস্রাব অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে হয়। জিক্কাম রোগীর কেবলই যে পায়ে কম্পন থাকে তাহা নহে এমন কি সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত কম্পিত হয়; হেলিবোরাসের তাহা হয়না তাহার কম্পন হয় একদিকের হাত ও পায়ে। যে কোন স্রাবের পব ইহার লক্ষণের উপশম হইয়া থাকে, যদিও এপিস ও হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব হইবার পর লক্ষণের উপশম দেখা যায়।

ওপিয়াম রোগীকে দেখিতে গেলে দেখা যায় যোর আচ্ছন্নতাবৎ, জ্ঞান নাই, ওপিয়ামের সহিত হেলিবোরাসের পার্থক্য অনেক, ওপিয়ামের বোগীর প্রতিক্রিয়ার অভাব আর, হেলিবোরাসের বোগীর স্নায়ুমণ্ডলীয় সাড়ার অভাব। ওপিয়ামের মুখমণ্ডল লালতাবৎ, চক্ষু দুইটা অর্ধমুদ্রিত, শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় বড়বড়ানি শুনা যায় এবং অত্যন্ত তন্দ্রাচ্ছন্নতাবৎ থাকে, হেলিবোরাস রোগীর মুখমণ্ডল পিংসে, চক্ষু দুইটা ফোলা, যেন একদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আছে অথচ রোগী সেই অবস্থাতেই আচ্ছন্নতাবে পড়িয়া থাকে। হেলিবোরাস রোগী

শীতকাতুরে, কিন্তু ওপিয়াম রোগী হাওয়া ও ঠাণ্ডা ভালবাসে, তাহার শরীরে বর্ষ দেখা যায়। হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব ভিতরে জমে না, সেইজন্য কয়েক ফোটা কাল কাল প্রস্রাব হয়, আর ওপিয়াম রোগীর প্রস্রাব জন্মে বটে, মূত্রথলীও প্রস্রাব দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে কিন্তু মূত্রথলীর পাক্ষাঘাতিক ভাবের জন্য প্রস্রাব নির্গত হয় না। ওপিয়াম রোগীর সর্ক অবস্থায়ই তদ্রূপভাব থাকিবে। হেলিবোরাস রোগীর তদ্রূপভাবের সহিত নাকের ‘পাথার উঠা-নামা’ থাকা চাই।

হুঃসাধ্য বা ছুরারোগ্য টিউবারকিউলাব-মেনিঞ্জাইটিস বোগে পরিবর্তন-শীলতার সহিত যখন নূতন নূতন লক্ষণের আবির্ভাব হয়, সাংঘাতিক অবস্থা চলিয়া গিয়া যখন রোগ দীর্ঘকালের জন্য চলে তখন টিউবারকুলিনাম ব্যবহার্য।

মস্তকে আঘাতাদির ফলে পীড়া :—এই সকল ক্ষেত্রে আমবা আণিকা ব্যবস্থা কবিয়া থাকি, বস্তুতঃ আণিকা দ্বারা ফলও পাওয়া যায় উত্তম। কিন্তু যদি আণিকায় কোনরূপ উপকাব না হইয়া রোগী ক্রমশঃ অজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেই সঙ্গে তাহার একটা চক্ষু প্রস্রাবিত অপরটা স্বাভাবিক থাকে, কোন কথা ভিজ্ঞাসা করিলে অতি বিলম্বে কথান উত্তর দেয়, পা নাড়িতে গেলে একটা পা ল্যাপ্টাইয়া পড়ে, পা তুলিতে কষ্ট হয়, তাহা হইলে হেলিবোরাস দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ডাঃ ফ্যারিংটন এবং প্রকাব রোগী হেলিবোরাস দ্বারা আযোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

টাইফয়েড জ্বর :—হেলিবোরাস উৎকৃষ্ট ঔষধ। টাইফয়েডের বিকারাবস্থায়ই ইহার প্রয়োগ বেশী। আমবা মানসিক অধ্যায়ে এবং মেনিঞ্জাইটিসে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ কবিয়াছি, সুতরাং এখানে বেশী বলা নিম্প্রয়োজন। ইহাতে বোগীব অবসাদ ভাবটাই বেশী এবং যে সকল ঔষধে অবসন্নতা ও আচ্ছন্নতা খুব বেশী, সাধারণতঃ তাহাদেব অত্যধিক জব থাকে না, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক তাপ হইতেও গাত্ৰোত্তাপ কম থাকে। হেলিবোরাস বোগীব উত্তাপ কখনও বেশী থাকে না, কেবল অবসাদযুক্ত মস্তিষ্ক বিকৃতর ভাবটাই লক্ষ্য কবিয়া দেখা কব। মাথায ভয়ানক বেদনা, বোগী মনে কবে বুলি তাহার মাথাটা ফাটিয়া যাইবে। বোগীব নাসিকা ছিদ্র হইতে আশ্রয় কবিয়া ঠোঁট পয্যন্ত যেন কেহ কালি ঢালিয়া দিতেছে এরূপ দেখায়, তাহার জিহ্বা হলুদবর্ণে ও শুষ্ক কিন্তু ধারগুলি লাল, মূর্খে অত্যধিক দুর্গন্ধ, জল পান করিবার সময় শব্দ কবিয়া জল নামে, জল পান করিবার সময় কল কল বা ঘড় ঘড় করিয়া শব্দ সিনা, অ্যাসিড-হাইড্রো ও কুপ্রাম রোগীরও হয়। ইহার জরের প্রবণ বৈকাল ৩টা হইতে বাত্রি ৯টার ভিতর আসে। বিকারে সে ঠোঁট, কাপড় ও বিছানা গোঁটে, তাহার অচেতনতাব অত্যধিক, ডাকিলে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া একদিকে তাকাইয়া থাকে। জল পিপাসা খুব না থাকিলেও জল দিলে আগ্রহের সহিত পান কব ও জলের চামচ চিবায, তাহার একটা চিবাচিবার ভাব সর্বদাই থাকে, ইহার অজ্ঞান অচেতনতাবের কথা ও বিকারের কথা আমবা মেনিঞ্জাইটিস অধ্যায়ে ব্যক্ত কবিয়াছি। ইহার অজ্ঞান আচ্ছন্নতাব অনেকটা অ্যাসিড-ফসের ও স্পিরিট-নাইটারের (নাইট্রো-স্পিরিটাস-ডানসিস্) দ্বায। অ্যাসিড-ফস রেগীকে ডাকিলে সাড়া দেয় কিন্তু পুনরায আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, স্পিরিট-নাইটার রেগীকে খুব ডাকাডাকি করিলে সামান্ত সাড়া দিয়া পুনরায আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু হেলিবোরাস রেগীকে যতই ডাক না কেন সে মোটেই সাড়া দিবে না অর্থাৎ তাহার অস্বভূতি মোটেই থাকে না। অ্যাসিড-ফস অপেক্ষা স্পিরিট-নাইটারের আচ্ছন্নতা বেশী আবার স্পিরিট নাইটার অপেক্ষা হেলিবোরাসের আচ্ছন্নতা আরও বেশী।

ম্যালেরিয়া জ্বর :—সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বরে হঠাৎ রোগীর জ্বর কমিয়া গিয়া যদি হিমাঙ্ক অবস্থা উপস্থিত হয়, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হইয়া নাড়ী অত্যন্ত মুহু, মাংসপেশীসকল শীত শীত শিথিল হইয়া ভয়ানক তড়কা হইতে থাকে এবং তড়কার সময় রোগীর সমস্ত শরীর বরফের স্তায় শীতল হয় তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ইহার বোগী ব নাড়ী যতই ক্ষীণ হইতে থাকে রোগীও ততই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, বিকারের ঝোঁকে জ্বরে জ্বরে কথা বলে ; চোঁট, বিছানা ও কাপড় চোপড় ঘোঁটে এ মাথা নাড়িতে থাকিলে হেলিবোরাসই একমাত্র ব্যবহার্য্য ঔষধ। কঠিন ম্যালেরিয়ায় হাইড্রোসিস্থানিক-অ্যাসিড, ক্যাম্ফর, কার্বো-ভেজ, সিলেগি, ল্যাকেসিস্ ভেরেটাম-অ্যালবাম প্রভৃতি ঔষধও উৎকৃষ্ট ; ইহাদের স্ব স্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বেরিবেরি ও শোথ :—যে সকল বেরিবেরি বা শোথ বোগে শরীরেব পেশী সকলের দুর্বলতা অনুভব করা যায়, বোগীর মুখ ফ্যাকাসে রক্তশূন্য অথচ থম্‌থমে থাকে সেই সঙ্গে বাহ্যের সহিত চট্‌চটে বা হুড়ু হুড়ে মল অর্থাৎ আমাতিসার বিद्यমান থাকিলে হেলিবোরাস উপযোগী। শোথ বোগী বসিলে বা চলাফেরা করিবার সময় রীতিমত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পাবে না কিন্তু গুলে অনায়াসে নিশ্বাস ফেলিতে পাবে, আর্সেনিকের শোথ রোগী গুলে পর শ্বাস গ্রহণ করিতে পাবে না। হেলিবোরাস রোগীর মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হেতু যদি শোথ হয় বা হাইড্রোসেফেলাস রোগ জন্মে তাগাতে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইলে এপিস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ কিন্তু যদি রোগীর অহুভূতি ও অসাড়তা বেশী হয়—শিশু সম্পূর্ণ অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, প্রশ্রাব মোটেই হয় না, চোখের কোন প্রকার দৃষ্টিশক্তি বিद्यমান না থাকে এমন কি তীব্র আলো যদি ধরা যায় তত্রাচ তাহার কোন অহুভূতি না থাকে দেহের একদিক যেন পক্ষাঘাতের স্তায় হইয়া গিয়াছে অপর দিক আপনা হইতে নাড়িতে থাকে তবে হেলিবোরাস একমাত্র ঔষধ।

হৃদযন্ত্রের পীড়ার সহিত শোথ বোগে **আপোসাইনাম** ও **ডিজিটেলিসের** স্তায় হেলিবোরাসও বিশেষ উপযোগী ঔষধ। হেলিবোরাস বোগীর প্রশ্রাব ঘোলা, কাল্‌চে এবং পরিমাণে অতি অল্প ; প্রশ্রাব ধরিলে ধোঁয়ার স্তায় পদার্থ উহার উপর ভাসিতে দেখা যায়—কিন্তু ঐ প্রশ্রাব আবার অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে প্রশ্রাবের নীচে কাকি শুঁড়ার স্তায় পদার্থ পড়ে।

হৃদযন্ত্রের পীড়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত বিলম্ব হয়—গাত্রোত্তাপ ৯৫°৬, ৯৬° ও সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের নানাবিধ উপসর্গ বিद्यমান থাকে।

• হেলিবোরাস রোগীর প্রশ্রাব খুবই কম এবং প্রশ্রাবে প্রচুর পরিমাণে অণুলাল বা অ্যাল-বুমেন থাকে।

শোথের মোট কথা—যে সকল রোগী অনেকদিন ধরিয়া কোন পীড়ায় (বিশেষতঃ তরুণ জাতীয় পীড়ায়) ভুগিয়া যদি শোথ রোগ হয় এবং প্রশ্রাবটী কমিয়া যাইয়া প্রশ্রাবে উপরোক্ত অণুলাল প্রভৃতি পদার্থ থাকিতে দেখা যায় তাহা হইলে এই ঔষধ এপিস সন্ধান তবে ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই এপিস রোগী গরমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা ঠাণ্ডা চাষ ও স্নান করিতে ভালবাসে, আর হেলিবোরাস বোগী অত্যন্ত শীত কাঁতবে। চক্‌ বাতিরেকে ইহাদের অপবাপর লক্ষণ দেখিয়া তবে ব্যবহার্য্য করিবে।

বিবাদ বায়ু :—ডাঃ নোর বলেন যে টাইফাস জ্বরের পর যে বিবাদ বায়ু জন্মে তাহা তিনি এই ঔষধ দ্বারা আবোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন প্রাপ্ত যৌবন বালিকাদিগের

বিবাদ বায়ু রোগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। প্রাচীন কাল হইতেই এই ঔষধ (বাহারি রাস্ত্রিকালে ভূত প্রেতাদি নর্শন করে তাহাদের) বিবাদ বায়ু রোগে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

উদরাময় :—হেলিবোরাস শিশুদের দস্তোগদম কালীন হাইড্রোসেফেলাস এবং গর্ভবতী রমণীদিগের উদরাময় বোগে মল যখন জলের ভাষ পাতলা ও পরিষ্কার হয়, গাঢ় আঠার ভাষ এবং বর্ণহীন আমময় দেখা দেয় অথবা ব্যাঙের ডিম বা ব্যাঙাচিব ভাষ পদার্থ মিশ্রিত মল নির্গত হয় তখন ইহা উপযোগী। ইহার মল অজ্ঞাতসারে নিঃসৃত অথবা পাতলা মলও অতি কষ্টে নিঃসৃত হয়, রোগী মনে করে তাহার অঙ্গাদিহ এমন শক্তি নাই যে পাতলা মলকেও সেন্সাতির করিয়া দিতে পারে।

শিশু কলেবর :—এই ঔষধ শিশু কলেবর ও কলেবর বিকার অবস্থায় যখন রোগী অজ্ঞান আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, ভুল বক্কে মুখেব নীচে যেন কালি মাখিয়া দিয়াছে এক্রূপ ভাব হয় প্রস্রাব মোটেই হয় না, মাথা অনববত চালিতে থাকে, একদিকের হাত পা নাড়ায়, জলপিপাসায় জলপান করে এবং জলপানের সময় ঢকঢক্ কবিয়া শব্দ হয় শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাড়ী সূক্ষ্ম তখন হেলিবোরাস দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

হেলিবোরাস বন্ধের শোথ, উদবী প্রভৃতি পীড়ায় শুষ্ক ও অনববত থকথক কাসি রোগে যদি কাসিবাৎ সময় শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং শুইয়া পড়িলে শ্বাসরুদ্ধতার উপশম বোধ করে তবে উপযোগী।

মোট কথা :—অচৈতন্য, আলোক-জ্ঞানশূন্যতা, ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকা, তন্দ্রাপ্রসূতা, হঠাৎ চীৎকার করা, চমকিয়া উঠা, এক হাত ও এক পায়ের অবিরত অনৈচ্ছক চালনা, অপর হাত ও পায়ের পক্ষাঘাতিক অবস্থা, তৃষ্ণা জলপান, কামড়াইয়া ধরা, জলপানের সময় ঘড়ঘড় শব্দ হওয়া, অনববত মুখের ভিতর চক্ৰণেব ভাব, ওষ্ঠ, বস্ত্র ও বিছানা খোঁটা, বালিসে অনববত মাথা নাড়া, অতি অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাব লোপ পাওয়া, প্রস্রাবে কফি শুড়াব ভাষ তলানি, উদরাময় প্রভৃতি ইহার মোট কথা।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—গরম হাওয়ায়, শরীর ঢাকিয়া রাখিলে, অগ্রমনস্ক থাকিলে, শয়ন করিলে শ্বাসরুদ্ধতার উপশম, বৈকাল ৪টা হইতে রাত্র ৯টার মধ্যে, শীতল বায়ুতে, দৈহিক পরিশ্রমে, নড়াচড়ায় ও পীড়ায় বিষয় স্রবণ কবিলে, গায়ের ঢাকা খুলিয়া দিলে রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—নিম্নশক্তি, ৩, ৬, ৩০ শক্তি ব্যবহার্য কিন্তু ডাঃ গ্র্যাং শেনিঞ্জাইটিস রোগে ইহার ২৫ শক্তি ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

হিপার-সাল্‌ফিউরিস-ক্যাল্‌কেরিয়া বা হিপার-সাল্‌ফার

(Hepar Sulphuris Calcareum or Hepar Sulphur.)

রিচয় :—ইহার অপর নাম ক্যাল্‌কেরিয়া সাল্‌ফিউরিটাম, লিভার অফ সাল্‌ফার বা ক্যাল্‌কস্‌ সাল্‌ফিউরেটা। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ্যাবলীর ভিতর হিপার-সাল্‌ফার একটা অতি উচ্চস্তরের ঔষধ। এই ঔষধ স্বয়ং হানেমান আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

প্রস্তুত পদ্ধতি :—অল্প ভক্তির বা বিজ্ঞকের ভিত্তব অংশের চূর্ণাংশ অর্থাৎ বিতৃষ্ণক বিজ্ঞক ও বিতৃষ্ণক গন্ধক চূর্ণ একত্রে আগুনের উত্তাপে গলাইয়া তারপর হিপার-সাল্ফার তৈরী হয়। প্রথমে ইহার চূর্ণ তৈরী করা হয় তারপর ঐ চূর্ণ হইতে তরল ক্রম তৈরী করা হয়।

ব্যবহারস্থল :—মানসিক বিকৃতি, ফোড়া, বাঘী, গ্রন্থির প্রদাহ, গ্রন্থিতে পুঁজু সঞ্চয়, উপদংশজনিত নানাপ্রকার বিকৃতি, পারদের অপব্যবহার, দুঃভ্রম, বিসর্প, ক্ষৌরকার্যের পর পীড়কা, গুণমালা, চক্ষুরোগ, হাঁপানি, শ্বাসনলী-প্রদাহ, ঘুড়োকাসি, সন্দি, হুপিংকাসি, কানপাকা, কুস্কুসেয বিবিধ পীড়া, ওষ্ঠের ফুলা, যকৃৎরোগ, প্রচুর রক্তস্রাব, স্বেতপ্রদর, মুখে ও শ্বনের বৌটায় ক্ষত, আঙ্গুলহাড়ার দ্বিতীয়-অবস্থায়, আঁচিল, আমবাত, ডিম্বাধারের প্রদাহ, চর্ম্মের নানাবিধ রোগ, মেরুমজ্জার উত্তেজনা, গলক্ষত, মুখের ভিতবেল ক্ষত, টেনসিন প্রদাহ, উদরাময় প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহার্য।

হিপার-সাল্ফার রোগীর সামান্য স্পর্শেই রোগের বৃদ্ধি, রোগী কোন প্রকার স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, যেমন সে স্পর্শ সহ্য করিতে পাবে না সেইরূপ তাহার বোগে লক্ষণ ঠাণ্ডায় ও শীতে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা স্নোটেই সহ্য হয় না, গবম সেকে রোগের উপদ্রব।

ক্রিয়াস্থল :—হিপার-সাল্ফার একটা গভীর অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ। আমাদের ঔষধাবলীর ভিতর সোরা ও সিফিলিসের এবং পাবদ অপব্যবহার নিবারণের যতগুলি ঔষধ আছে হিপার-সাল্ফার তাহাদের মধ্যে একটা উচ্চস্তরের গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। ইহার ক্রিয়া নাসিকা গ্রন্থি, চর্ম্ম ও শ্বাসযন্ত্রেব লৈঙ্গিক বিজ্ঞাব উপর বিশেষ ভাবে দেখা যায়। গ্রন্থিব উপর ক্রিয়াবশতঃ গ্রন্থিসমূহ ফুলিয়া উঠে পুঁজুও জন্মে, চর্ম্মের উপর ক্রিয়ার দ্রুত ঘা, ফোড়া, এক্জিমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ দেখা দেয়। ডাঃ অ্যালেন বলেন যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থিব রোগে মার্ক্যারির সহিত, চর্ম্মবোগে ও অল্পপথের অস্ত্রান্ত পীড়াব লৈঙ্গিক বিজ্ঞাব বোগে সাল্ফারের সহিত এবং শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বা অস্ত্রান্ত তন্ত্রের রোগে ক্যালকেকিয়ার সহিত হিপারের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহার স্নায়ুগুণীর অসহিষ্ণুতা (over-sensitiveness of the nervous system) প্রধান উপকরণ।

মল :—হিপার রোগী সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে, ইহাব অসহিষ্ণুতাই শ্রেষ্ঠ মানসিক লক্ষণ। রোগী সামান্য কথা বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, সে যেন সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট হইয়া আছে, এমন কি সামান্য কথায় অসহিষ্ণু হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে, বোগী ভয়ানক ক্রোধী ও বদমৈজাজী, সামান্য কারণেই সে ক্রোধাক্রম ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, রোগীর সহ্য করিবার শক্তির নিত্যন্ত অভাব। তারপর হিপার রোগী সর্ব্ববিষয়েই অত্যন্ত ব্যস্তভাব প্রকাশ করে, কি খাওয়া, কি পড়া সকল বিষয়েই ব্যস্ত ও ত্রস্ত। যেমন তাহার মানসিক অসহিষ্ণুতা খুব, সেইরূপ শারীরিক অসহিষ্ণুতাও অত্যধিক, রোগীর কোনরূপ পীড়ার লক্ষণ উদ্ভিত হইলেই তাহাকে স্পর্শ করিবার উপায় নাই। রোগীর সামান্য ফোড়া হইলেও সে যত্নায়া চীৎকার করে এবং কাহাকেও হাত হোঁচাইতে দেয় না অর্থাৎ স্পর্শ-দেব অত্যধিক। সামান্য ঠাণ্ডার তাহার কাসি ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়া বৃদ্ধি দেখা যায়। রোগীর যেমন ঠাণ্ডা অসহ্য সেইরূপ তাহার গরমও অসহ্য।

হিপার রোগী সর্ব্বদিকেই অধৈর্য্য, শরীরে, মনে এবং শরীরস্থ প্রত্যেক অংশেই দারুণ অসহিষ্ণুতা হিপারের সর্ব্বপ্রধান বিশিষ্টতা।

অভাব ও গঠন :—অবশ্য, লসিকা-প্রধান বা স্নেহা-প্রধান খাদ্য, পাতলা বেশ, গৌরবর্ণ মূর্তি, একটু মোটা দেহ, শিথিল মাংসপেশী, অতিশয় শীর্ণকায়, অসহিষ্ণু, ক্রোধী, সর্বদাই অসন্তুষ্ট, যাহাদের শরীরে সামান্য আঘাতে পূঁজ জন্মায়, যাহাদের শরীর ও মন অত্যন্ত দুর্বল, যাহারা অল্প কাতর, সর্বকাৰ্য্য তাড়াতাড়ি সম্পন্ন কবে, অত্যন্ত খামখেয়ালী, যাহারা অতিরিক্ত আলস্তপরায়ণ, যাহাদের অতিরিক্ত বর্ষ হয়, যাহাদের বয় ও অস্বাস্থ্য শ্রাব হইতে অল্প গন্ধ বাহির হয়, শিশুর শরীর হইতে অত্যন্ত টক্ গন্ধ বাহির হয়, সামান্য কারণে পেটে অস্থখ হয়, টক্ ত্রাণ ও কটু আদ্যবিশিষ্ট দ্রব্যাদি খাইতে যাহাদের ইচ্ছা, সামান্য কাণে যাহারা ক্রোধাক্ত হইয়া পড়ে, যাহাদের কোন বিষয়ে বিলম্ব সহ্য হয় না, যাহারা অত্যন্ত খিটখিটে ইত্যাদি হইল হিপার-সাল্ফারের অভাব ও গঠন।

চক্ষুরোগ :—নানাজাতীয় চক্ষুরোগে হিপার-সাল্ফার অত্যন্ত কার্য্যকরী ঔষধ। পারদের অপব্যবহারজনিত বা উপদংশ রোগেব দোষে যদি বোগীব চোখের প্রদাহ জন্মায় এবং পূঁজ হয়, অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে, যন্ত্রণায় রোগী যদি হাত দিতে না দেখে, জল লাগিলেও যদি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব কবে তাহা হইলে হিপার-সাল্ফার ব্যবহার্য্য। রোগীব চক্ষুগোলকে এত ব্যথা যে স্পর্শ সহ্য হয় না, কেহ যেন তাহার মাথার দিকে চক্ষু জোরে টানিতেছে এরূপ বেদনা হইতে থাকে, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বোগীর অক্ষিগোলকের ঠিক উপরে যেন ক্ষত হইয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা।

চক্ষু উঠায় যদি প্রদাহ চক্ষু ও চক্ষুব পাতায় বিद्यমান থাকে, ঐ প্রদাহ জন্ত তাহার চক্ষু, পাতা ফুলিয়া উঠে তাহাতেও ইহা উপযোগী, কিন্তু হিপার প্রয়োগেব পূর্বে ইহার মানসিক লক্ষণ ও স্পর্শসহিষ্ণুতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

• চোখেব পাতায় অঙ্গনী উঠিলে সাধারণতঃ পালসেটিলা ও ষ্ট্র্যাফিস্মগ্রিয়া ব্যবহার্য্য ঔষধ, কিন্তু যদি অঙ্গনী হইয়া উঠাতে পূঁজ জন্মে, অত্যন্ত বেদনা থাকে, এমন কি হাত পর্য্যন্ত ছোঁয়াইতে না, দেয়, সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়া বা জল লাগিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি দেখা যায় তাহা হইলে হিপারই একমাত্র ঔষধ।

ফোড়া ও ত্রণ :—ফোড়া ত্রণাদি তরুণ পুঁজোৎপাদক পীড়ায় হিপার-সাল্ফার একটা অতি মূল্যবান ঔষধ, ইহা আমবা পূর্বেই ব্যক্ত কবিয়াছি। ইহার রোগীব শরীরে উপদংশ ও পারদের বিষ থাকিবার জন্ত অতি শীঘ্র পুঁজোৎপত্তি হইয়া থাকে। তরুণ জাতীয় ফোড়নিতে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট আছে। হিপারের ফোড়ার বিষয় লিখিতে হইলে মার্কানি ও বেলেডোনার কথাও বলা কর্তব্য। যদিও আমরা মার্কানি ও বেল অধ্যায়ে এসম্বন্ধে বলিবাছি তথাপি শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্ত আমরা আবার সরলভাবে বলিব। ফোড়াব প্রথমাবস্থায় হিপারের লক্ষণ প্রায় ক্ষেত্রেই উপস্থিত হয় না এবং বেল না হয় ফেরাম-ফস্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে যদি বোগারোগ্য না হইয়া ক্রমশঃ পূঁজ জন্মিতে থাকে এবং অত্যন্ত স্পর্শদেব থাকে, গরম থাকে, গরম লাগাইলে অনেকটা শান্তি হয় তখন হিপার প্রয়োগে ফোড়া ফাটিয়া পূঁজ নিঃসৃত হইয়া যায়। বেলেডোনার লক্ষণ সাধারণতঃ এইরূপ—আক্রান্ত অংশ লাল হয়, দীপদ্ প্ করে, নীটনি থাকে, দুইজাতীয় ফোড়াব অত্যন্ত জরও হইতে পারে, তখন বেলেডোনা ২০০ শক্তি ১:২ পুরিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর ৭ সেবন করিতে দিলে প্রায়ই পুনঃ ঔষধ প্রয়োগের দরকার হয় না, তিনত্রে দূষিত রক্ত থাকিবার জন্ত পূঁজ হইতে আরম্ভ করে, ফোড়া স্থানে অত্যন্ত খোঁচামারাবৎ বেদনার রোগী অস্থির চঞ্চল হইয়া পড়ে, সামান্য কাপড় লাগিলে, হাওয়া লাগিলে বা কেহ হাত

ছোয়াইলে চীৎকার করিয়া কানিয়া উঠে। একদিকে যেমন কাণড় দ্বারা আবৃত কবিতা রাখিলে তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, অপরদিকে ঢাকা খুলিয়া দিলে যদি হাওয়া লাগে তাহাতেও তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, এরূপ লক্ষণে কেবল হিপার-সাল্ফারই একমাত্র উপযুক্ত ঔষধ।

হিপারে পূঁজ উপরে থাকিলে যেমন ফাটাইয়া দেয় সেইরূপ আবার খুব নীচে পূঁজ থাকিলে সেই পূঁজ উপরে তুলিয়া দিয়া মুখ করিয়া ফোড়া ফাটাইয়া দেয়। হিপারের জ্বাষ ফোড়া ইত্যাদিতে মার্কারিও উত্তম ঔষধ, তবে মার্কারিতে হিপারের জ্বাষ অত তীব্র যন্ত্রণা নাই, এই ঔষধ সাধাবণতঃ গ্রন্থিকীর্ণিত ও সন্ধিস্থানের ফোড়াদিতে বিশেষ কার্যকরী। ফোড়াদিতে যখন মার্কারি প্রয়োগ করিতে হইবে তখন ইহার প্রথম ও প্রধান দ্রব্য জিহ্বা, উহা উত্তমরূপ দেখিয়া নিতে হইবে, রোগীর জিহ্বা ভিজা ভিজা অথচ পিপাসা 'গুব, রাত্রে শুইয়া থাকিলে মুখ হইতে লাল নিঃসৃত হয়। হিপার-সাল্ফেব ফোড়াতে যেমন গরম সেক দিলে উপশম হয়, মার্কারিতে সেক উপশম নাই। মার্কারিতেও হিপারের জ্বাষ ফোড়ার পূঁজ নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। সাইলিসিয়াও ফোড়ার জন্য একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ফোড়ার প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না, সাধাবণতঃ তৃতীয় অবস্থায় যখন ফোড়া বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে আক্রান্ত স্থানে (ঔষধ) গরম সেক দিলে 'উপশম' তখন ইহা ব্যবহার্য। সাইলিসিয়া প্রয়োগে ফোড়া ফাটিয়া পূঁজ যেমন বাহির হয় সেইরূপ ফুলাও কমিয়া যায়। সাইলিসিয়া যেমন ফোড়া ফাটায়, আবার ইহা সেইরূপ ফোড়ার পূঁজ বন্ধ কবিতা দেয়, ফোড়া ফাটিয়া যেরূপে নালী ঘাঘের জ্বাষ হয়, পূঁজ কিছুতেই বন্ধ হয় না, রক্ত মিশ্রিত পূঁজ নির্গত হয় সেই স্থলে সাইলিসিয়া চমৎকার কার্য করে। এই সকল ক্ষেত্রে ক্যালেকেরিয়া-সাল্ফও উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু ইহার পূঁজ অত্যন্ত শালা রক্তশূন্য তবে সাইলিসিয়া ও ক্যালেকেরিয়া-সাল্ফ যখনই ব্যবহার করিবে তখনই ইহাদের ধাতুগত চিত্র দেখিয়া নিবে। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে হিপার-অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টিসাইকোটিক ও অ্যান্টিসিফিলিক ঔষধ। এতক্ষণ আমরা অ্যান্টিসোরিকের কথা দ্বিলাম এইবার আমরা সাইকোটিক বা গণোরিয়া সম্বন্ধে কিছু বলিয়া উপদংশের বিষয় বলিব।

গণোরিয়া রোগের তরুণ অবস্থায় ইহার প্রয়োগ আছে কিন্তু সাধাবণতঃ সেই সকল ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য তরুণ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকি হিপারের কথা মনেও হয় না। যদি হিপারের উপযুক্ত লক্ষণাবলী আমরা পাই তবে হিপার প্রয়োগে এত সুন্দর ফল পাওয়া যায় যে অন্য কোন ঔষধে পাওয়া যায় না। ইহার প্রমেহের স্রাব ঘন স্বেতবর্ণের বা হরিত্রাবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত; প্রস্রাবের দ্বায়ে তীব্র সূঁচবিদ্ধক যন্ত্রণা হইয়া থাকে, প্রস্রাব করিবার সময় উহা বেশ জোরের সহিত বাহির হইতে পারে না কারণ রোগীর মূত্রথলিটি এতই নিস্তেজ হইয়া যায় যে প্রস্রাবের ধারাটা খুব বেগে না আসিয়া লম্বাভাবে ভূমিতে পতিত হয় আবার কখনও বা কোঁটা কোঁটা প্রস্রাব নিঃসৃত হয়। উপদংশজাত পীড়ার এবং পারদের অপব্যবহারজনিত দ্বোণে হিপার একটা বিখ্যাত ঔষধ।

উপদংশ দোষজনিত বাবী যোগে যখন জর্কিসহ যন্ত্রণা ও যন্ত্রণার অসহিষ্ণুতা বিদ্যমান থাকে হিপার প্রয়োগে পূঁজ অদৃশ্য হইয়া বাবী আরোগ্য লাভ করিবে নচেৎ বাবী ফাটাইয়া পূঁজ নিঃসৃত করিয়া দিবে। পারদের অপব্যবহারজনিত পুরাতন বাবী রোগে যখন পূঁজ বা রস নির্গত হইতে থাকে এবং হিপারের ধাতুগত লক্ষণ যখন পাওয়া যায় তখন হিপার ব্যবহার্য।

পারদ ও উপদংশজাত পীড়ায় হিপার—নাইটিক-অ্যাসিড সমতুল্য ঔষধ।

• উপদংশজাত বা পারদের অপব্যবহারের ফলে যে সকল ক্ষত হইতে রক্ত ও পুঞ্জ নির্গত হয়, যে ক্ষতের ধারগুলি 'অত্যন্ত ব্যথামুক্ত, রোগী কোনরূপ ঢাকা বা ড্রেসিং সহ্য করিতে পারে না বা হাত ছোঁয়ান মোটেই সহ্য করিতে পারে না, যে সকল ক্ষত হইতে পচা ছানার ন্যায় দুর্গন্ধবৃত্ত নীলাভ বা কালচে অথবা নীল রংএর পুঞ্জ নির্গত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা অতি উত্তম ঔষধ।

• গলক্ষত :—গলার নানাবিধ ক্ষতের জন্য হিপার কার্যকরী ঔষধ। রোগীর গলায় ক্ষত হইয়া অত্যন্ত টাটনি বাঁথা হয়, গলার নিকটস্থ গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে, ঠাণ্ডা জলপান করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, ক্ষতে চাপ লাগিয়া কাসির সহিত পুঞ্জ ও রক্ত বাহ্যিক হয়, আল্জিভা প্রভৃতিতেও ক্ষত হয়; রোগীর খাসপ্রশ্বাস হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, গলা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে, গলাব ভিতর ছোট ছোট উদ্বেদ উঠিবার জন্য রোগী সর্বদাই মনে করে তাহার গলার ভিতর যেন কি একটা পদার্থ আছে সেই সঙ্গে হিপারেব বিশেষত্ব 'স্বর বসিষা যার'। পুরাতন গলগ্রন্থি-প্রদাহ হেতু বোগীব শ্রবণ ক্ষতিও অনেক স্থলে কমিয়া যায়। ফলিকিউলার ফ্যারিন্জাইটিস ও টনসিলাইটিস রোগে যখন 'গলকোষের' ভিতর ছোট ছোট ফুসুড়ি বাহির হয় এবং ঐগুলি হইতে পুঞ্জ রক্ত ঝড়িতে থাকে তখন ইহা উপযোগী। পুরাতন টনসিলাইটিস যখন মার্কারি প্রযোজ্যেও আরোগ্য হয় না তখন হিপার উত্তম ঔষধ।

ঘুণ্ডি কাসি :—ঘুণ্ডি কাসির প্রথম অবস্থায় অ্যাকোনাইট উৎকৃষ্ট ঔষধ, অ্যাকোনাইট ও স্ক্রিয়া প্রয়োগ করিবার পর যখন রোগীর কাসি সবল হয় গলার ভিতর ঘড়ঘড় সাঁই সাঁই করিতে থাকে—শেষ রাত্রিতে পীড়ার আক্রমণ, কাসি অত্যন্ত সরল অথচ কাসি উঠিতে চায় না সেই সকল স্থানে হিপার-সাল্ফার কার্যকরী ঔষধ। অ্যাকোনাইটের ঘুণ্ডি হঠাৎ আরম্ভ হইয়া রোগীর হট্টকটানি, মৃত্যুভয়, অত্যন্ত জলপিপাসার বৃদ্ধি, অত্যন্ত শুষ্ক কাসি, গাত্রোদ্ধাপ অধিক প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। শিশুর যতক্ষণ অত্যধিক জ্বর থাকিবে ততক্ষণ অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করিবে। ঘুণ্ডি কাসির দ্বিতীয় অবস্থায় যখন কাসি শুষ্ক ঘনঘনে হয়, কাসিবার সময় শিশু পলা চাপিয়া ধরে, শিশু কাসিলেও যখন স্লেয়া উঠে না তখন ইহা উপযোগী। আর হিপার ব্যবহৃত হইলে সেই ক্ষেত্রে যে স্থানে রোগীব ঘুণ্ডির আক্রমণ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর হয়, গলার ভিতর ঘড়ঘড় করিতে থাকে—স্লেয়া অত্যন্ত আল্গা অথচ স্লেয়া নির্গত হয় না। ঠাণ্ডা ঘুণ্ডির বৃদ্ধি; ইহা যখন সবল কাসি আছে সেইরূপ ইহাতে আবাব শুষ্ক কাসিও দেখা যায়, অত্যন্ত কাসির টান উঠিয়া তাহার গা বমি বমির ভাব ও বম্ব হইতে থাকে, বম্ব হইতে টক্গন্ধ বাহির হওয়া ইহার বৈশিষ্ট্য।

ব্রঙ্কাইটিস ও শিশু নিউমোনিয়া বা ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস।

• ব্রঙ্কাইটিস রোগে বৃক্ক স্লেয়া ঘড়ঘড়ানি থাকিলে আমরা অ্যাস্টিম-টার্টের কথাই বেশী চিন্তা করি কিন্তু হিপার-সাল্ফারও এই অবস্থায় উত্তম ঔষধ। শীতকালের ব্রঙ্কাইটিস রোগে যখন বৃক্ক সর্দি সরল থাকে অথচ রোগী অনেকক্ষণ কাসিয়া কাসিয়া একটু স্লেয়া উঠায়, অতিরিক্ত কাসিতে কাশিতে রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত অবসর হইয়া পড়ে, গা বমি বমির ভাব থাকে ও অনেক সময় বমি হয় ঠাণ্ডা পানীয়ে রোগের বৃদ্ধিই নির্দিষ্ট লক্ষণ। রোগীর শরীরের কেন্দ্র অংশ অনাবৃত থাকিলেই কাসি হয়, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে, ওইরা থাকিলে কথা কহিলে বা কাঁদিলে কাসির বৃদ্ধি,

রোগীর কাসিবার সময় তাহাব মাথার ভিতর যন্ত্রণা হয় যেন মাথা কাটিয়া বাইবে, কাসির পর আবার অত্যন্ত হাঁচি আরম্ভ হয়। ;

ডাঃ অ্যালেন বলেন যে, প্রতিশ্রায কিম্বা স্লেয়াযুক্ত কাসে এই ঔষধ উপযোগী। পুরাতন অজীর্ণবোগযুক্ত কাসরোগে এবং গলায় অত্যধিক যন্ত্রণাদুগ্ধ স্বরভঙ্গের সহিত যে সকল কাসিতে খণ্ড খণ্ড গয়ার নিঃসৃত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী ঔষধ। ইহার আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে যে, রোগী কিছু গিলিবার সময় গলার ভিতর স্লেয়া গুটীকা অথবা গলার ভিতর ফুলা অনুভব করে।

ডাঃ গারেলি বলেন,—হিপাব যে সকল কাসিতে প্রযোজ্য হয় সে সকল কাসিতেই শ্বাসক্লান্ততা, বিগ্ৰহমান থাকে, তিনি আরও বলেন, শরীরের কোন অংশ অনারুত থাকিলে হিপার রোগীর কাসির বৃদ্ধি হয়।

যক্ষ্মাকাসি :—যক্ষ্মাবোগী কাসি অত্যন্ত কৰ্শ, স্ববৰ্জযুক্ত, স্লেয়া মিশ্রিত হয়, সময় সময় তাহার রক্ত মিশ্রিত গয়ারও দেখা যায়। রোগী বাত্রিকালে অত্যধিক ঘর্ম্ম হয়।

ডাঃ বার বলেন,—যক্ষ্মাবোগীর ফুসফুসে ব্রণ জন্মিলে এবং ফুসফুস প্রদাহের শ্বাস পূজ মিশ্রিত হইলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। হিপাবে যক্ষ্মাবোগী সামান্য কিছু খাইলেই তাহার সকল যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। উপরিউক্ত লক্ষণ সহ গণ্ডমালাগ্রস্ত-দুর্বর্তাদিগেব' যক্ষ্মারোগে হিপাব একটি অতি মূল্যবান ঔষধ।

হাঁপানি :—হাঁপানি কাসি হইয়া যখন রোগীর বুকের ভিতর ঘড়ঘড় সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে তখন তাহার মহাভাবনার উদয় হয়, হাঁপানির টানের সময় শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয় সেইজন্য শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, ঐ জন্ত সে তাহার মাথা পিছনেব দিকে হেলাইতে বাধ্য হয়। ইহার হাঁপানি কোন প্রকার চর্ম্মবোগ বসিয়া গেলে হয়, সোবিণামেও ঐরূপ চর্ম্মরোগ লুপ্ত হইবার পব হাঁপানির বৃদ্ধি আছে। হিপার-সাল্ফাব বোগী মনে ভাবে তাহার বামদিকের চক্ষু মধ্যে ফোটা ফোটা জল পড়িতেছে ; ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা রোগী মনে কবে যেন তাহার হৃদয়ঙ্গের ভিতর হইতে ফোটা ফোটা জল পড়িতেছে। বোগী বুকের ভিতর অত্যন্ত দুর্বলতা অনুভব কবে, সেইজন্য হিপার রোগীর কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, হিপাব যখন তরুণ জাতীয় হাঁপানি কাসির উত্তম ঔষধ সেইরূপ পুরাতন হাঁপানি কাসিরও কার্যকরী ঔষধ। ইহাব হাঁপানির টান শীতকালে বা কোন প্রকার ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরে লাগিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহাব সমুদয় লক্ষণ গ্রীষ্মকালে ও সন্ধ্যাকালে বর্ষাকালে ভাল থাকে।

সর্দি :—শীতকালীন ঠাণ্ডা লাগিবার জন্ত বোগীর সর্দি, কাসি, হাঁপানি, নিউমোনিয়া, ব্রুকাইটিস প্রভৃতি যে কোন পীড়াই হউক না কেন হিপার উপযোগী ঔষধ। ইহার রোগীর গায়ে একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দি হয়। পুরাতন সর্দিরোগেও ইহা কার্যকরী ঔষধ। রোগীর যখনই ঠাণ্ডা লাগিখা সর্দি হয় তখনই ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং রোগী অত্যন্ত কষ্টভোগ করে। সর্দিতে ভুগিতে ভুগিতে তাহাব নাকের পাখা এত ফুলিয়া উঠে যে হাত লাগাইলেও তথায় বেদনা অনুভূত হয়। পুরাতন সর্দিরোগে এই ঔষধ টিউবারকুলিনাম ও অ্যান্‌ল-কার্ক'স দৃশ্য ঔষধ।

কণপাকা ও কর্ণরোগ :—কাণের ভিতর পূজ হইবার পূর্বে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণাহইতে থাকে ; নাক ঝাড়িতে গেলে পর যখন কাণের ভিতর তীব্র বেদনা ও দগ্ধ শব্দ হয় তখন ইহা উপযোগী। কণপাকা রোগে যখন তাহার কণ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পূজ পড়িতে আরম্ভ করে

তখনও ইহা উপযোগী। কর্ণরোগের প্রথম অবস্থায় ক্যামোমিলা, বেল, মার্কারি প্রভৃতি ঔষধ সেবনের পরও যখন কোন প্রকার উপকার না দর্শে তখন হিপার প্রযোজ্য।

• • উদ্ভ্রাময় :—আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, হিপার-সাল্ফার রোগীর টক্ গন্ধযুক্ত তরল বাহ্যে আছে। ইহার রোগীর মুখে, সর্দ-শবীবে ও বাহ্যে টক্ গন্ধ থাকা বিশিষ্ট লক্ষণ।

উদ্ভ্রাময়ে বাহ্যে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত তরল অথবা অর্ধ তরল বাহ্যে হইতে পচা শনিরের গন্ধ বাহির হয় বা টক্ গন্ধ, আসে। উদ্ভ্রাময় বোগী যদি খুব বাছ-বিচার করিয়াও খাবার জিনিস খায় তথাপি তাহার উদ্ভ্রাময় হইতে পারে; পুঁয়ে পাওয়া বা ক্রমবর্দ্ধমান শীর্ণতা রোগগ্রস্ত বা গণ্ডমালা-ধাতুর শিশুদের পানাতাবেব পরেই উদ্ভ্রাময়েব রুজি। শিশু বাহ্যে যদি কখনও সবুজ হড়হড়ে, অজীর্ণ পদার্থ মিশ্রিত, আবার কখনও শাদা ও টক্ গন্ধযুক্ত হয় তবে হিপারই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিপার-সাল্ফারের বোগী কটু কষায় দ্রব্য, মণ্ড, টক্ দ্রব্য অথবা অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাদ্যেব ইচ্ছা প্রকাশ করে। সময় সময় বোগীর পেট মুচড়ে আসে, সেইজন্য সে কিছু আহার কবিতে চায়, কিছু খাইলে পর সাময়িক উপশম অন্তভব কবে।

টক্ গন্ধযুক্ত বাহ্যের জন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ম্যাগ-কার্ব, রিউম, তাবপব শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব, সাইলিসিয়া, হিপার-সাল্ফার। রিউম, হিপার ও ক্যাল্কেরিয়া রোগীর বাহ্যে হইতে যেমন টক্ গন্ধ বাহির হয় সেইরূপ তাহার শবীর হইতেও টক্ গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। রোগীকে ভালরূপ স্নান করাইলে বা ধুইয়া পুছিয়া দলেও সেই টক্ গন্ধ দূর হয় না।

দন্তশূল :—পাবদ সেবনের ফলে যদি বোগীব দন্ত ক্ষয় হয়, দাঁতের মূলদেশ হইতে বক্তশাব হইতে থাকে, অতিরিক্ত লালশাব ও দন্ত মূলের ক্ষমতা হীনতা ইত্যাদি সহিত মুখের ভিতরের অস্ত্রাঙ্গ গীড়া জন্মে তবে হিপার ব্যবস্থেয়।

• • যকৃতের গীড়া :—ডাঃ বেইস বলেন—স্বাস-কষ্ট ও পেটে-বস্ত্রণার সঙ্গিত যদি যকৃতের পুরাতন রক্ত-সঞ্চাধিক্য থাকে, যকৃতের একাধিক্য বশতঃ যদি বোগীব অর্ণরোগ জন্মে তবে ইহা ব্যাধ্য—এরূপ ক্ষেত্রে হিপার প্রয়োগ কবিলেই বোগ অতি সহজে আবোগ্য লাভ কবে তবে রোগীর ধাতুগর্ত ছবি দেখিতে হইবে। আবার কোন কোন যকৃত বোগীর স্বাস কষ্টাদি কোন লক্ষণ উপস্থিত নী হইয়া দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে তখন এই ঔষধের তৃতীয় চর্মাক শক্তি বিশেষ কার্যকরী। পারদ সেবন জনিত রক্ত সঞ্চয়ে ইহা একমাত্র ঔষধ।

প্রশ্রাব :—হিপার রোগীর প্রশ্রাব অতি ধীবে ক্ষীণধারে এবং কষ্টে নির্গত হয় আবার কখনও বৎসপ্ টপ্ করিয়া সোজা ভাবে পড়ে তখন মনে হয় কতকটা প্রশ্রাব বাতির হইয়া গেল, প্রশ্রাবের পথে মূত্রনালী হইতে বক্ত পড়ে—প্রশ্রাবেব পর জ্বালা অনুভূত হয়। প্রশ্রাব সজোরে নির্গত না হইয়া রোগীর পুরুষাঙ্গের গা বাহিা প্রশ্রাব-নিঃসৃত হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। যে-সকল শিশু বিছানায় প্রশ্রাব করে তাহাদের পক্ষে সিনা, সিনিয়া, ক্রিযোজোট প্রভৃতি ঔষধ যদিও খুব মূল্যবান তথাপি যদি প্রশ্রাব ঐরূপভাবে লিঙ্গের গা বাহিা নির্গত হয় তবে হিপার অতি মূল্যবান। আরক্তজ্বর বা স্ফাল্টিনার পর যদি শোথ ও এলবুমিনিয়া বোগ জন্মে তাহা হইলে ডাঃ কার্ফকা এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

জ্বররোগ :—রোগীর যখন ঋতু হইবার কথা নহে তখন তাহার পেট ফুলিয়া উঠে এবং রক্তশাব হয়। ইহার রোগীর ঋতু অতি বিলম্বে আবস্ত হইয়া অতি অল্প মাত্রায় ঋতুশাব হইয়া

ধাকে। বোগিণীর যোনি বহির্দেশ ও উরুস্থের মধ্যস্থল হাজিয়া যায়। বামদিকের ডিম্বাধার মধ্যে কেমন সড়সড় করে, ফুলিয়া উঠে এবং অত্যন্ত ব্যথা করে তথায় হাত দিলে অত্যন্ত টাটানি, ক্ষত চুলকানি অদৃষ্টি ও খালিখালি বোধ বিজ্ঞমান থাকে। সে ক্ষতান্ত শীর্ণ হইয়া যায় এবং এমনভাবে তাহার শরীর রুগ্ন হইতে থাকে যেন সে ক্রমাৎস্বয়ই ধ্বংসের দিকে দ্রুত চলিয়া যাইতেছে।

প্রদংশাব দড়ির জায় লম্বা লম্বা চট্টে চট্টে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতকারী এবং স্ত্রীষ্মে অত্যন্ত কুটকুট করে।

জননেন্দ্রিযের মুখে ক্ষত হইয়া উঠা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব নির্গত হয় এবং ক্ষতটা দিন দিন অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে; স্বামী-দোষ-অজ্ঞিত এই ক্ষতের জন্য রোগিণী জীবমৃত অবস্থায় কাশাতিপাত কবে। সাধারণতঃ এই সকল ক্ষত পারদাদির অপব্যবহার বা উপদংশ রোগের ফলে হইয়া থাকে।

অন্ন :—হিপাবের শীতাবস্থা অত্যধিক; ইহার শীত বৈকাল ৬টা বা সন্ধ্যা ৭টার সময় আরম্ভ হয়, তাহার বাহিরের হাওয়ায় অত্যন্ত শীত কবিত্তে থাকে, আবার ক্ষণে শীত ক্ষণে দাঁহ তাহার থাকে, রোগী সদা সর্দঙ্গা গায়ে ঢাকা দিয়া শুইয়া থাকিতে ভালবাসে। রোগীর শীতাবস্থায় তাহার শরীরে আমবাত বাহিব হয়, কিন্তু শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আমবাত কমিয়া যায়। এপিস রোগীর শীতাবস্থা যত কমিতে থাকে ততই তাহার শরীরে আমবাত বাহিব হইতে আরম্ভ করে, ইগ্লেসিয়ায় অন্নের সময় আমবাত বাহির হয় এবং রাস্-টক্স রোগীর আমবাত বাহির হয় বর্ষের সময়। হিপার রোগীর শীতের পরই শ্রাব আবস্ত হয় এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা পায়। অন্নের সময় মুখে অন্ন ঝুটো বাহির হয়। হিপাব রোগীর সমস্ত দিনবাত্রি-ব্যাপি বর্ষ হইতে থাকে, এত বর্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাহার কোন যন্ত্রণার শাস্তি হয় না। বর্ষ হইতে টক গন্ধ বাহির হয়; রোগী সামান্য নড়াচড়া করিলেই কুল কুল করিয়া চট্‌চটে, ঠাণ্ডা, টক বা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বর্ষ হইতে থাকে। বর্ষ হইবার জন্য রোগীর শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। বোগীর জিহ্বায় ঘা থাকে।

চর্মরোগ :—হিপাব সাল্‌ফার বোগীর চর্ম অত্যন্ত অম্ল হইয়া তাহার পুঞ্জোৎপত্তির প্রবণতা অত্যধিক, সামান্য একটু আঁচড় লাগিলে বা কাটিয়া গেলে পাকিয়া পুঁজ না হইয়া কিছুতেই আরোগ্য হয় না। ইহার ঘা, দাদ বা অন্যান্য চর্মরোগ হইতে পচা দুর্গন্ধ পানীরের জায় গন্ধ বাহির হয়। এই সকল চর্মরোগের চতুর্দিকে উদ্বেগ অথবা পুঁজবটী নির্গত হয় এবং এই পুঁজবটীগুলি একত্রে মিশিয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সাল্‌ফারের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে তবে সাল্‌ফার রোগীর হিপাবের জায় অত তীব্র বেদনা নাই ও স্পর্শবেগ নাই, যত রোগ ততই তাহার আরাম বোধ। রোগী তাহার আক্রান্ত স্থান চুলকাইলে রক্ত বাহির হয় তথাপি তাহার চুলকানির বিরাম নাই হিপারি রোগী আঁচড়ান সহ করিতে পারে না, অসহ বেদনা যেমন হয় সেইরূপ আঁচড়ান স্থান পাকিয়া পুঁজ পূর্ণ হইয়া থাকে।

হিপারের—চর্মরোগের বৈশিষ্ট্য।

(১) চর্মরোগের প্রবণতা অত্যন্ত বেশী। বাড়িতে কাহারো চর্মরোগ হইলে সাধারণতঃ হিপার ধাতুর বাহারী থাকিবে তাহাদেরও চর্ম পীড়া হইবে।

(২) "রোগীর যে কোন প্রকারের চর্ম পীড়া হউক না কেন টাটানি বা স্পর্শ সহিষ্ণুতা অত্যধিক থাকিবে।" কোন কোন রোগীর স্পর্শসহিষ্ণুতা এত বেশী যে চর্ম পীড়া স্থানে কোনরূপ চোট লাগিলে রোগী মুচ্ছিতও হইয়া পড়ে।

৩)° হিপার রোগীর শুকনা জাতীয় চর্ম পীড়া প্রায়ই থাকেনা সাধারণতঃ পূঁজ জন্মে, হিপারের পূঁজ প্রবণতা অত্যধিক ; ইহার পূঁজ অত্যন্ত ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত ।

ক্রাস-বৃদ্ধি :—আক্রান্ত স্থানে উত্তাপ লাগাইলে, সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখিলে বিশেষতঃ শীতের দিনে, মাথা ঢাকিয়া রাখিলে, সন্ধ্যাতঃ বাতাসে উপশম । শীতের দিনে, ঠাণ্ডায় অনাবৃত্ত অবস্থায় ঠাণ্ডা জিমিস খাইলে বা পান করিলে আক্রান্ত পার্শ্ব শয়ন করিলে বা স্পর্শ করিলে এবং পারদে অপর্যাবহারে রোগের বৃদ্ধি ।

মোট কথা :—অত্যন্ত রস-প্রধান-খাতু, স্বল্প ক্রেশ, পাতলা মুখশ্রী, শিথিল মাংসপেশী, খিটখিটে কোপন স্বভাব, সর্ব বিষয়ে ব্যস্ততা, চিন্তোদ্ভাব, হত্যা-করিবার তীব্র-আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অত্যন্ত স্পর্শবেদ, বেদনা ও শীতে বোগের বৃদ্ধি শীতকালে ঘরের দরজা, জানালা এমন কি অপরাপর ছিদ্র পর্যন্ত বন্ধ করিবার আগ্রহ, চর্মরোগ প্রবণতা, সামান্য কাবণে বা আঁচড়ে আক্রান্ত স্থান পাকিয়া যায় ও পূঁজ জন্মে, অত্যন্ত বেদনা হয়, সামান্য আঘাতে মুর্ছিত হইয়া পড়ে । সামান্য ঠাণ্ডায় সর্দি জন্মে, কাসি হয়, কাসির তৃতীয় অবস্থায়, পারদের অপব্যবহার ও উপদংশ জনিত পীড়ায় নানাপ্রকার ফোড়, ব্রণ, আঙ্গুলহাড়া-প্রবণতা, উপদংশের দোষ নষ্ট করা প্রভৃতি ইহার মোট কথা ।

সম্বন্ধ :—হিপার-সাল্ফার—উঠাপে উপশম—অঁস, ক্যাল্কে, নাক্স ও সোরিগাম তুল্য ; স্পর্শকাতরতায়—অ্যাটিম-ক্রুড, আণিকা, ল্যাকেসিস, সিলিকা তুল্য ; সামান্য আঁচড়ে ক্ষতে পবিণ্ডিতে—গ্রাফা, মার্কারি, সোরিগাম, সার্সা ও সাল্ফ তুল্য, শিশু কাসিবাব সম্বন্ধে ক্রন্দন করে—আণিকা, বেল তুল্য ; কাসিব পব হাঁচিতে—বেল তুল্য ; গলাব ভিতর মাছেব কাঁটা আটকে আছে এই লক্ষণে—আর্জে-নাই, অ্যাসিড-নাই ও ডাল্কা তুল্য ; ক্ষত পানাহারে—বেলেডোনা, ল্যাকেসিস, আর্জে-নাই তুল্য, ঘুড়ি কাসিতে—অ্যাকো, স্পঞ্জিয়া, অ্যাটিম-টার্ট, আঘোড ও ব্রোমিয়াম তুল্য, টক গন্ধযুক্ত বাসে—ক্যাল্কে, রিউম, ম্যাগ-কার্ল তুল্য, কোষ্ঠবদ্ধতায়—অ্যালিউমিনাম, ব্রায়ো, নাক্স তুল্য ঔষধ ।

• শক্তি :—২x, ৩x, ৪x ৬x বিচূর্ণ । ১, ৩০, ১০০, ১০০০ বা উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তি ।

• ফোড়াদি পাকাইতে ৩x, ৬x, ৬ ক্রম ব্যবহার্য্য, ফাটাঠিতে ৩০, ২০০ শক্তি উপযোগী ।

• পুষ্ণতন পীড়ায় উচ্চ হইতে উচ্চতম শক্তি কার্য্যকরী । এই ঔষধটি বাবংবার প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ ; যদি কোনরূপ সন্দেহ জন্মে তবে প্রথমেন্ট উচ্চতর শক্তি প্রয়োগ না করিয়া ৩০ শক্তি প্রয়োগ করা ভাল, কিন্তু বাবংবার প্রয়োগ করিবে না ।

• সম্ব্য :—কোমলাংশের উপঘাতে বা ক্ষতে ইহা ক্যালেকুলার অল্পপূঁজ ঔষধ ।

• পারদ ও অন্যান্য দাতুব রোগের বেলায় হিপার, আঘোডিন, আঘোডাইড অন্টপটস, মার্কারি এবং কডলিভার অয়েলের কুফল নিবারণ কবে । সোরাদ্রোবজনিত চর্মরোগে ইহা সাল্ফার তুল্য ঔষধ ।

৬. হিগার-সালফিউরিস-কেলিনাম (Hepar Sulphuris Kalinum)

পরিচয় :—এই ঔষধ কার্বনেট অব্ পটাস ও সাল্ফার মিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়। বিচূর্ণন পদ্ধতিতেই প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ গুরিসি বোগে, তরুণ ও পুরাতন স্ফ্রুগ্রন্থি প্রদাহ রোগে হিগার-সাল্ফার অপেক্ষা প্রস্রাব অধিক করাইয়া রোগ অতি দ্রুত আরোগ্য করাইয়া দেয়।
ডাঃ হেইনিগনিং এই ঔষধ নেফ্রাইটিস রোগে বহুবার ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন।

শক্তি : ৩৫, ৬৫ বিচূর্ণ ই বেশী ব্যবহৃত হয়।

হোয়াং-নান (Hoang Nan.)

ব্যবহারস্থল :—রোগী অত্যন্ত মাথা ঘূর্ণনেব হ্রাস ক্রান্ত হইয়া পড়ে; পক্ষাঘাত, একজিমা (সাংঘাতিক জ্বাতিয়), অত্যধিক গাত্র কণ্ডুয়ন, পূর্বাতন ক্ষত, ক্যান্সার ও কুষ্ঠ এবং সর্প দংশনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মানব শরীরে যে সকল স্থানে গ্রন্থিগুলি আছে সেহ সকল স্থানের অত্যধিক চুলকানিস্বত্ব একজিমা রোগে ইহা বস্তুতঃ উত্তম ঔষধ।

ফোটক ও কার্বাকলের প্রদাহ এই ঔষধ দ্বারা উপশম হয়, ধাতুগত উপদংশ রোগ, ক্যান্সার প্রভৃতি পীড়ায় উত্তম কার্য করে।

কুষ্ঠপীড়ায় ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই উপশম লাভ কবে, রোগীর বল বৃদ্ধি পায়, স্পর্শশক্তিব্ অভাব দূরীভূত হইয়া তাহার স্পর্শজ্ঞান জন্মায়। কুষ্ঠরোগে এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে রোগীব চর্ম্মোৎপত্তির সূচনা জন্মে। কুষ্ঠবোগীকে ইহা ৭ হইতে ১৫ ফোটা মাত্রা মাদার-টিংচার ব্যবস্থা করিবে—এরূপভাবে বোজ ২৩ বার ব্যবহার্য।

স্তন্যানক বিষধর সর্পের দংশন ইহা দ্বারা প্রশমিত হয় বলিয়া কেহ কেহ ব্যক্ত করেন।

শক্তি :—মাদার-টিংচার ও নিম্নশক্তি।

হ্যামামেলিস (Hamamelis Virginica.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম উইচ হ্যাজেল। এই জাতীয় গাছ ক্যানাডা ও আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটে জন্মে। অ্যালোপ্যাথিক হজিলিনও এই গাছের রস হইতে তৈরী হয়। হোমিওপ্যাথিক মাদার টিংচার তৈরী করিতে হইলে এই গাছের তাজা ছোট ছোট শাখা ও মূল হইতে তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—নানাপ্রকারের রক্তস্রাব, অণ্ডকোষ প্রদাহ, ক্ষত, জরায়ুর পীড়া, রক্তস্রাবী বসন্ত, পাকশয়ের ক্ষত, রক্ত স্রাব, রক্তাক্ত বা রক্ত বমন, অর্শ, আঘাত পাওয়া, আঘাতের পর কালশিরি পড়া, ক্যান্সার হইতে রক্তস্রাব, প্রথম প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী ঔষধ।

ক্রিয়াশীল :—শরীরের নানাহান হইতে ভেনাস বা শৈবিক রক্তশাবই ইহার ক্রিয়াশীল অর্থাৎ নাসিকা, ফুসফুস, জরায়ু ও মূত্রস্থলী ইত্যাদি হইতে রক্তশাবই ইহার বিশিষ্টতা ।

• **ক্রাসিকার রোগ :**—রোগীর নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তশাব হইতে থাকে এবং রক্তশাব অনেকদিন পর্য্যন্ত বিद्यমান থাকে, রক্ত হয় ঘোর লালবর্ণের হইবে না হয় বা কালচে লালবর্ণের অর্থাৎ ইহার যাবতীয় রক্তশাবের বক্ত শিরোধার্য (শিবা হইতে বক্তশাব) । রোগীব নাসিকা হইতে রক্তশাবের পূর্বে রোগীর মাথার তীব্র যন্ত্রণা হইবে এবং নাসিকা হইতে পূর্বোক্তরূপ রক্তপাতের পর মাথার যন্ত্রণার শাস্তি হয় । মেলিলোটাস রোগীর নাসিকা হইতে রক্তপাতের পূর্বে মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠে এবং নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তপাতের পর মাথাব্যপার শাস্তি হয় । বোগীর নাসারক্ত হইতে শুষ্ক চটা বাহির হয় এবং পুনঃ পুনঃ ইটি হইয়া নাসারক্ত হইতে জলের জায় তক ক্ষয়কারী ও জ্বালাজনক স্লেয়াশাব হইতে থাকে ।

রক্তশাব :—পূর্বেই আমরা ব্যক্ত করিষাছি যে ছামামেলিস নানাবিধ রক্তশাবের উপযোগী ঔষধ । যখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে তখনই দেখিবে যে ইহার বক্তশাব কিরূপ ? যে স্থান হইতে রক্তশাব হয় সেই স্থান টাটায় কি ? উহা অল্প অল্প কবিয়া নির্গত হইতেছে কি ? বক্ত ঘোর লালবর্ণের না কালচে লালবর্ণের ? ইত্যাদি দেখিবা তবে ছামামেলিস প্রয়োগ করিবে । যখনই ইহার বক্তশাবের শোণী দেখিবে তখনই মনে বাধিবে সে রক্তশাব শৈবিক । ছামামেলিসের রক্তশাবের পূর্বে রোগীব মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হইতে থাকে ইহা আমরা নাসিকা রোগ অধ্যায়ে বলিষাছি । রক্তশাব ইহার ফলে রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে ।

বেলেডোনাও রক্তশাবের একটি উত্তম ঔষধ । ইহার বক্তশাব লাল টকটকে এবং অত্যন্ত গবম, যখন রক্তশাব হয় তখন রোগী বুঝিতে পারে যে গবম গরম পদার্থ নির্গত হইতেছে, রক্ত নীচে পড়িবাই জমাট বাঁধিয়া গায় কিন্তু ছামামেলিসের রক্ত জমাট বাঁধে না, এবং ইহার বক্তশাব বেলেব জায় লাল টকটকে নহে বরং কালচে, ছামামেলিসের জায় মিলিকোলিয়ামও রক্তশাবের একটি মূল্যবান ঔষধ ইহাও সকল স্থানের রক্তশাবে ব্যবহৃত হয়, ইহার রক্তশাবও উজ্জল লাল, প্রচুর এবং বেদনাশূল, ছামামেলিসের বক্তশাব পরিমাণে কম এবং টাটান ব্যাধায়ুক্ত, কখনও বিনা বাধায় ও সহজ ভাবেই রক্ত পড়িতে থাকে । টিলিয়াম ইহার রক্তশাব সাধারণতঃ জরায়ুরই বেশী হয় ইহার বক্ত অনেকটা ছামামেলিসের জায় কালচে, যে সকল রমণীদেব প্রায়ই প্রসব হইবার সময় রক্তশাব হয় তাহাদেব ক্ষেত্রেই ইহা ব্যবহার্য্য । চায়নাও রক্তশাবের একটি উত্তম ঔষধ ইহার রক্তশাব এত প্রচুর হয় যে বোগীকে দুর্বল ও অবসন্ন করিবা দেখ ইহার রক্তও কালচে ও চাপ্ চাপ্ ।

• **গর্ভশাব :**—গর্ভশাবের পরও যদি রক্তশাব হয় এবং রক্তশাবের সময় যদি যেটে ভয়ানক টাটান ব্যথা ও ব্যাথ্‌লান ব্যথা থাকে তাহা হইলে ছামামেলিস আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়ই প্রয়োগ করা চলে ।

• **ঋতুশাব বন্ধ হইয়া** অপর কোন স্থান হইতে রক্তশাব হইলে বিশেষতঃ পাকস্থলী হইতে, রক্তশাব হইলে ছামামেলিস ও অস্‌জিলেগো উপযুক্ত ঔষধ, আবার ঋতুশাব বন্ধ হইয়া যদি কাসির সহিত রক্ত পড়ে তবে পালসেটিলা ব্যবহার্য্য, ফস্‌ফোরাসের লক্ষণ পাইলে ফস্‌ফোরাস ব্যবহার্য্য ।

১ **ভিষাধারের প্রদাহ**—আঘাতাদির ফলে বোগিণীর তলপেটে এত সাংঘাতিক ব্যথা হয় এবং রোগিণীর তলপেট এত বেশী টাটযে উঠে যে রোগিণী তাহাতে হাত পর্যন্ত দিতে শেষ না—এরূপ ব্যথা প্রায় ক্ষতুব সময়ই বেশী হয়। **জরায়ু হইতে রক্তস্রাব**, ইহার বক্তস্রাব, শৈথিক ইহা আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি—কোন প্রকাব গাড়ী কবিতা বেড়াইবার ফলে বা উচু নীচ স্থানে বেড়াইবার জন্ত যদি রোগিণীর পাহার নিম্নদিকে কেহ টানিতেছে এরূপ বেদনা হয়—এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্ণিতরূপ বেদনা হইতে থাকে তবে ছামামেলিস ব্যবহার্য।

শিরা প্রসারণ রোগ বা ভেরিকোসিস বোগে ছামামেলিস আমাদের একটি অতি মূল্যবান ও অমোঘ ঔষধ। গর্তাবস্থায় পেটের শিবার প্রসারণ হইবার জন্ত এত টাটানি ব্যথা হয় যে সামান্য নড়িতে চড়িতে ও নিশ্বাস ফেলিতেও সেখানে ব্যথা ও টাটানি অনুভূত হয়; জন্মার শিরার প্রসারণেও ইহা উত্তম ঔষধ ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ বিধি আছে। ভেরিকোসিস বা শুক্রবাহী শিবার প্রসারণ ও সাবকোসিস বা অণুকোসেব শিরার প্রসারণ রোগেও ইহা দ্বারা উপকাব নশে। বাহ্যিক বা গোটোবাত রোগিণীগের গলার শিরাব প্রসারণ রোগেও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। এই রোগে বোগীব গলার শিরা জঁমৎ নীলবর্ণের হইয়া প্রসারিত হয়—গিলিতে তাহার অত্যন্ত বৃহৎবোধ এবং কাসিব সহিত বক্ত নিঃসরণ এই ঔষধ ব্যবহার্য।

ভেরিকোসিস রোগে—১ ভাগ ইংক মালার টিংচাব ও ৬ ভাগ ওল একত্র মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থানে পটি বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে এবং আভ্যন্তরীণ এই—ঔষধ সেবন কবিতো দিলে খুব শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে।

অর্শরোগ :—ছামামেলিসেব অর্শ বোগে বোগীব কাল্চে বর্ণের প্রচুর রক্তস্রাব হয়। ইহার বগীগুলি লালবর্ণের, শুষ্কভাবে অত্যন্ত জ্বালা করে এবং হেজে যাইবার মত হয়। ইহা দ্বারা বলির পক্ষে উত্তম ঔষধ। এক সময় এই ঔষধ অর্শ রোগে অব্যর্থ হিসাবে ব্যৱহৃত হইত কিন্তু যে কোন পীড়িত হউক না কেন উপযুক্ত লক্ষণসহ যদি এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় তবে ফল অবশ্যস্বাবী।

রক্তোৎকাসি হইয়া রোগীর কণ্ঠ মধ্যে ও বক্ষঃ মধ্যে পিট্ পিট্ কবিতা কাসি হয়। রোগী তাহার মুখে গন্ধক বা নক্তের স্বাদ অনুভব করে। তাহার গলার শিরা দিয়া আপনা হইতে রক্ত বাহির হইয়া গলার ভিতর জমে এবং কাসিবার সময় অতি সহজেই উঠা উঠিয়া যায় রোগীর প্রতি মাসে এইরূপ রক্তমিশ্রিত গবার উঠে, সময় সমর্থ এইরূপ রক্ত উঠা দুই চারি বৎসবও বিদ্যমান থাকে। রক্তোৎকাসি হইবার পূর্বে রোগীব মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং বৃকে বেদনা ও টাটানি বিদ্যমান থাকে। রক্তোৎকাসির ফলে বোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে।

বৃদ্ধি :—নড়িলে বা মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম করিলে, রুষ্টির দিনে এবং গরম সন্ধ্যাসন্ধ্যাতে বায়ুতে, স্পর্শ করিলে, দিনের খেলা ও বিশ্রামের সময় বৃদ্ধি। রাতে রক্তস্রাব প্রায়ই থাকে না।

চক্ষুর রক্তস্রাব নিরাময় করিবার জন্ত “ছামামেলিস” ক্যালেক্ট্রা ও আর্গিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শক্তি ::—মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ১২, ৩০ শক্তি।

হোয়িটসিয়া (Hoitsia.)

ব্যবহারস্থল :—ইহার ক্রিয়া অনেকটা বেলেডোনা সদৃশ। এই ঔষধ স্ফারলিটিনার উদ্বেদ, হাম, আশ্ববাত প্রভৃতি পীড়কা, স্ফুটন, উচ্চজরের ক্ষেত্রে যদি শুষ্ক মুখ ও গলা, চোখ মুখ লালভ পাপুয়া যায় সেই সঙ্গে বিকারাদি থাকে তবে ব্যবহার্য। নিরশক্তিই কার্যকরী।

হিরাক্লিয়াম (Heraclium.)

ব্যবহারস্থল :—মোটী ব্যক্তিদিগেব মস্তকে যদি অত্যন্ত ঘন হয় এবং অত্যন্ত চুলকায় তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

তুলনামূলক
মোটরিয়। মেডিকা।

দ্বিতীয় খণ্ড
(চিকিৎসা-প্রদর্শিকা)

এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
ইকনমিক কার্পোরেসী
৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রিট,
কলিকাতা।

চিকিৎসা-প্রদর্শিকা

Clinical Index.

অগ্নিদাহ—আগুনে পুড়িয়া ঘাইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে ক্যাথারিস ৪, ৩, ৬, সেবন করিতে দিবে এবং উক্ত ঔষধের বাহ্যিক ৪ ১ ড্রাম ৪ আউন্স জলপাই তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া অগ্নিদহ স্থানে লাগাইয়া রাখিয়া দিবে। জলপাই তৈল না থাকিলে বিত্তল নারিকেল তৈল বা তিল তৈল (অনেকে ‘তিল তৈল’ই ভাল বলেন) সহযোগে ব্যবহার করা চলে। বাইওকেমিক ফেরাম-কস্ ৩x, সেবন করিতে দেওয়া ও বাহ্যিক x লাগাইলে ভাল ফল পাওয়া যায়। শুষ্ক কলাপাতা জলে ভিজাইয়া চন্দনেব ত্রায বাটিয়া দহ স্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা কমিয়া যায় এবং ঐ স্থানে ফোকা পড়ে না। আগুনে কিসা গবম তৈলাদিতে পুড়িয়া গেলে তথায় ফটকিবি চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে উপকার দশে। যে ভাবেই শবীরের যে অংশ পুড়ুক না কেন যদি তৎক্ষণাৎ কাগজিলেবু বা পাতিলেবুর রস দহ স্থানে দেওয়া যায় তবে উপকার দর্শে। পোড়া বা অ্যাকো, আণিকা, আটিকা-ইউরে, আস’স, অ্যাসিড-কার্বলিক, ক্যান্স, ক্যালেন্ডুলা, কফিয়া, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজ, কষ্টিকাম, ক্যামো, হিপার, হামামে, ইয়েসিয়া, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসি, রাস-টক্স, নেট্রাম-কার্ব, আগুনে পুড়িয়া ক্ষত হইলে আটিকা-ইউবেস, রাস-টক্স ও অ্যাসিড কার্বলিক বিশেষ উপযোগী। ক্ষত হইতে অত্যন্ত দুগন্ধ বাত্ব হইলে কার্বলিক-অ্যাসিড ৩x কয়েক ফোঁটা অলিত-অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘাঘেব উপর প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

অজীর্ণ—এবিস-ব্লাইট, এবিস-ক্যান, এবিসহ, অ্যাসিড অ্যাসেটিক, জিথুজা, অ্যানুমিনা, অ্যাস্টিগ্লোসিয়া, আগ্যারি, অ্যানাকার্ড, অ্যালবাম, অ্যাস্টিম-ক্রুড, আর্জে-নাই, আর্সেনিকাম, অ্যাসারাম, অ্যাসাফি, অ্যাস্কেপি, ব্যাপ্টে, বিস্মাথ, ব্রাই, ক্যালকেরিয়া, ক্যালকে-কস্, অ্যাসিড-কার্বলিক, ক্যাপ্‌সি, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজ, কার্বনিয়াম-সাল্ফ, কষ্টিকাম, ক্যামো, কাডুয়াস, চেলিডোনিয়াম, চায়না, চিনিয়াম-সাল্ফ, ককুলাস, কলচি, কোনায়াম, ক্রোটেলস, গাইক্স, ডাইওস, ফেরাম-কস্, অ্যাসিড-ক্রোরিক, গ্যাথ, গ্রাফাই, হিপার, হাইড্রাস্টিস, ইয়েসিয়া, আইয়োডিয়াম, ইপিকাক, কেলি-বাই, কেলি-ব্রোম, কেলি-আবোড, ক্রিয়োজোট, ল্যাক, ল্যাকটিক-অ্যাসি, লাইকো, লিথি, লোবেলি, ম্যাগ-কার্ব, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নেট্রাম-আস’, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-কস্, নাক্স-মস্কেটা, নাক্স-ভমিকা, পেট্রো, কস, অ্যাসিড-ফস, পডোফাই, পালসেটিলা, টিলিথ, সোরিগাম, রোবেনিয়া, স্ত্রাজ, সিপিয়া, সাল্ফার, অ্যাসিড-সাল্ফ, অ্যাসিড-সেলিসাই, সাইলি, ট্যারেকাম, থুজা, জিন্‌কাম, ভেরেটাম-অ্যাব, বেলিস-পেরেনিস, ফেরাম-পিক লিথিয়াম-কার্ব, অ্যাসিড-মিউব, অ্যালট্রোনিয়া। অ্যালকোহল বা সুরাসার পানের পর অজীর্ণ হইলে—কার্বো-ভেজ, নাক্স-ভমিকা, ইপিকাক, পালসেটিলা ঔষধ। ভাত্যাক সেবন করিবার ফলে হইলে—ককিউ, ইপি, ইপে, মার্করি, নাক্স-ভমিকা, পালসেটিলা। অন্যান্য ঘাইবার পর অজীর্ণ রোগে—আর্সেনিক,

কার্বো-ভেজ, হিপার। শরীর গরম হইয়া অজীর্ণ হইলে—ব্রাইয়োনিয়া, অ্যান্টিম-কুড, সাইলি। ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে—আস', বেল, ককিউ, ব্যবহাথ্য ঔষধ। অবসাদ বায়ুগ্রস্তদিগের অজীর্ণ রোগে—নাক্স-ভমিকা, নেট্রাম-কার্ব, সাল্ফার, ট্যাক্সেসা, কোনারাম, ভেরেট্রাম, ক্যালকেরিয়া।

অব্যায়ামী অলস প্রকৃতির লোকদিগের অর্থাৎ যাহারা বসিয়া বসিয়া দিন কাটার ভাঙাধের অজীর্ণ রোগে—নাক্স-ভমিকা, সাল্ফার।

অমিতাচারের পর অজীর্ণ হইলে—নাক্স-ভমিকা, অ্যাসিড-ফস, সাল্ফ, ক্যালকেরিয়া।

কফিপায়ীদিগের অজীর্ণে—নাক্স-ভমিকা, ইথের, ককিউ, পালসেটিল, ক্যামোমিলা।

কুইনাইন সেবনের পর অজীর্ণ রোগে—ইপিকাক, আস', নাক্স, কার্বো-ভেজ, পালসে, চিনিলাম-সাল্ফ, চাখনা।

উপশাতাধির পর অজীর্ণ রোগে—আণিক', রাস-টক্স, ব্রাই, নেট্রাম-সাল্ফ, কার্বো-ভেজ, জিকাম-ফস।

চা পানের পর অজীর্ণ রোগে—থুজা, থিয়া, ফেরাম।

শিশুদিগের অজীর্ণ রোগে—অ্যান্টিম-কুড, ব্যারাইট, ক্যামো, ক্যালকে-কার্ব, আবোড, লাইকো, নাক্স-ভমিকা, পালসে, সাল্ফাব, ক্যালকে-ফস, ব্যারাইটা-কার্ব।

ধূম্রদিগের অজীর্ণ রোগে—অ্যান্টিম-কুড, ব্যারাইটা-কার্ব, কার্বো-ভেজ, লাইকো, নাক্স-ভমিকা, চাখনা, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-কার্ব, সাইলি।

গর্ভবতীর অজীর্ণ রোগে—আস', কোনারাম, ফেরাম, ইপিকাক, ইথের, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, ম্যাগ-মিউর, নাক্স-মস্কেটা, পেট্রোল, নেট্রাম-কার্ব, ফস্ফোরাস, সিপিয়া।

অক্লিচি—ডিসে অক্লিচি—ফেরাম।

অল্পজ্বর — ফেরাম, সাল্ফ, বেল, ককিউ।

„ অল্পে—ককিউ, পালসেটিল।

„ আচারে—ফস্ফোরাস, আর্সেনিক।

„ গরম ঋতুজ্বর—সিপি, ইথের, বেল, ক্যালকে, লাইকো, গ্রাফাই।

„ অত্যন্ত গরম ঋতুজ্বর পানাহারে অসমর্থ—ফেরাম।

„ কফীভে—নাক্স-ভমিকা, নেট্রাম-কার্ব, রাস, ব্রাই, নেট্র-মি, বেল।

„ গোল আলুতে—থুজা।

„ ঝোলে—রাস, ক্যামো, আণিক।

„ তরকারিতে—ম্যাগ-কার্ব, হেলোনিয়াস।

„ দুধে—ইথের, সিপিয়া, সাইলি, নেট্র-কার্ব, ক্যালকে, বেল, ব্রাই, সিনা, সাল্ফার, পার্লিগে, কার্বো-ভেজ।

„ মাছ দুধে—মার্কারি, সিপি, সিনা।

„ ধূমপানে—পালসে, ইথের, আস', ক্যালকে, নাক্স-ভমিকা, নাক্স-ম, কার্বো-ভেজ।

„ নস্ত্রে—পাইজ।

অকুচি—পানীরে—চেলি, ওলিরাণ্ডা।

পানীর জ্বায়ে—ইয়ে, কুগ্রাম, ঝ্যামো, হাইও, বেল, ক্যাফা, নাক্স, নেট্রাম-মিউর, ল্যাফে, মার্ক্যারি, চিনিমাম।

বিয়ারে—চিনিমাম, নাক্স, ক্রাফ, বেল, ক্যামো।

ব্রাণ্ডি পানি—ইয়েমিয়া।

নাছে—গ্র্যাফা, জিঙ্কাম।

মাংসে—অ্যাসিড-মিউর, অ্যাসিড-নাই, পালস, সালফ, সিপি, কার্ফো, লাইকো, ইয়ে, সাইলি, রাস্-টক্স, পেট্রোল, স্তাবাড, মার্ক্যাবি।

মিষ্ট জ্বায়ে—কটি, সালফ, সিনা, গ্র্যাফা।

কটিতে—নেট্রাম-মিউর, কেলি-কার্ক, সালফ, পালস, চিনি-সালফ, ফস্-অ্যা, লাইকো, রাস্-টক্স।

কটি ও মাংসে—স্তাবুই, সাইক্রে।

শীতল জ্বায়ে—সাইক্রেমেন।

জলে—ভ্যামোনি, বেল, চিনিমাম, নাক্স-ভমিকা।

শুকরের মাংসে—কল্চিকান।

মস্তপানে—ল্যাফে, ইয়ে।

অঞ্জনী—পালস, ষ্ট্যাফি, কোনা, ফেরাম, সিমিসি, গ্র্যাফা, সিপি, রাস্, কটি, কস্কোরাস, লাইকো, ষ্ট্যানাম, ইউরেনি-নাইট্রি, হিপার।

উপরের পাতায়—কটি, ষ্ট্যাফি, অ্যালুমি, মার্ক্যারি, সালফ।

নীচের পাতায়—ফস্, পালস, রাস্, সিমিসি।

চোথের ক্রোণে—গ্র্যাফাই, সালফ, নেট্রাম-মিউর।

চোথের ডাণ্ডিকে হইলে—ক্যালকেরিয়া, নেট্রাম-মিউর।

বারংবার হইলে—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, গ্র্যাফাই, সালফার।

ক্রমাগত চোথের পাতায় হব, পাকে ও ক্ষত হব—ক্যালকেরিয়া-পিক্রেটাম, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

শুকনায়ুতে বৃদ্ধি—ব্রাই, ক্যালকে-কার্ক, লাইকো, পালসে, সিলি, অ্যাসা, বেলেডোনা।

অণুকোষের প্রদাহ—অরাম, অ্যাকো, আর্গিকা, আস্, আর্জেন্ট, বেলেডোনা, মার্ক-সল, ক্রিমেটিস, কোনায়াম, চায়না, কেলি-আয়োড, পালস, নেট্রাম, অ্যাসিড-নাই, নাক্স, প্রাথম, কাইটো, মার্ক্যারি, লাইকো, রাস্-টক্স, রডো, স্পঞ্জিয়া, হ্যামা, থুজা, সাইলি, ব্রোমিয়াম, ক্যালেন্ডি, ক্যালকে-ক্লোর, অ্যানিলিনাম, ইউকর্বিমাম, কার্ফো-অ্যানি, সাসা, মার্ক-আয়োড-কুব, অ্যাসিড-অক্স্যালিক, অ্যাসিড-ক্লোর, টুসিলেগে, হাইড্রোকোটাইল।

ব্যাধি—সিপি, রডো, অ্যাসিড-ফস্, স্পঞ্জিয়া, নেট্রাম-কার্ক, জিঙ্ক, অ্যামন-কার্ক, ফস্, সেলে, সিলিসিয়া।

ভক্ষণ পীড়া—অ্যাকো, কেরাম-ফস্, বেলেডোনা, এপিস, জেলস, ব্রাই, হ্যামামেসিস।

ক্ষীণি—ক্রিমে, পালসে, হ্যামা, অরাম, আইও, রডো, ডিজি, জিঙ্কাম, কোনা, স্পঞ্জি, মার্ক, লাই, চায়না, কেলি-কা, ষ্ট্যাফা, নেট্রাম-কা, আর্গিকা, অ্যাসি-নাইট্রি, বোরাক্স।

অণুকোষের প্রদাহ—প্রমেহজনিত হইলে—মার্ক, পাল্‌সে, ক্রিমে, নাই-অ্যা, রডো, হ্যামা, স্পঞ্জিয়া, থুজা।

উপধাতুজনিত হইলে—আণি, রুটা, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, হ্যামা, পাল্‌সে, কোনা, জির্কাম, অ্যাগ্নাস।

কবপ্রাপ্তি রোগে—কেলি-আবোড, আবোড, অ্যাগ্নাস, কষ্ট, ক্যাপ, জিঙ্ক।

অণু উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইলে—নাই-অ্যা, সাল্‌ফ, চায়না, ক্যাল্‌কে, পাল্‌সে।

অণুকোষ শক্ত হইলে—ক্রিমে, রডো, অ্যাগ্নাস, অরাম, মার্ক, হ্যামা, কার্বো-অ্যানি, স্পঞ্জিয়া, আবোড, সাল্‌ফ, কোনা।

অণুকোষে জল সঞ্চয়—এপিস, আণিকা, আবোড, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, গ্র্যাফাই, পাল্‌সে, রডোডে, ডিজিটে, নাক্স-ভমিকা, স্পঞ্জিয়া, সাইলি, সাল্‌ফার, হিপর, হেলিবোরাস, হাইড্রোফো, সোবাইনাম, এম্পিলোম্পিস (Ampelopsis), হাইড্রোকোটাইল।

অণুকোষ কুলিয়া আছে—অ্যাসি-নাই, সাল্‌ফ, চায়না, ক্যাল্‌কে, পাল্‌সে।

„ যথাস্থানে নামে না—থাইরথডিন।

„ কুঞ্চিত আছে—হাইড্রোফো।

„ পূর্ণন করিতেছে অন্তঃস্থ—স্রাবা, ব্রাইও, বোবাক্স, সিনা, আস, ল্যাকে।

অন্তবৃদ্ধি—ইন্ডিউ, অ্যালিউ, অ্যামন-কার্ক, অরাম, ক্যাল্‌কে-কার্ক, ক্যাল্‌কে-ফস, ককিউ, কোলিন, আইরিস, ক্যাষ্ট, লাইকো, ম্যাগ-কার্ক, নাক্স-ভমিকা, অ্যাসিড-অক্স্যা, পেট্রো, ফস্কো, পিক্‌বো-টক্সিন, সাইলি, অ্যাসিড-সাল্‌ফ, ভেট্রেট-অ্যাব, প্রাথম, কার্বো-অ্যানি, জেলসি, অ্যাকো।

ইনকারসারেটেড হাণিয়া—লোবেলিয়া-ইন্‌ফ্ল্যাটা, মিলফো, নাক্স-ভমিকা, সাইলি, ওপি, প্রাথম।

শিশুর অন্তবৃদ্ধি—ক্যাল্‌কে-কার্ক, লাইকো, অ্যাসি-নাই, নাক্স-ভমিকা, সাইলি, সাল্‌ফ।

অণুকোষের হাণিয়া বা ফ্লোট্যাঁল হাণিয়া—ম্যাগ্নে-মিউর।

আত্মালিক্যাল-হাণিয়া বা শিশুর নাভিকূপের হাণিয়া, দেশীয় ভাষায় “গৌড়”—ক্যাল্‌কে-কার্ক, ককিউ, নাক্স-ভমিকা, প্রাথম।

অন্ত-প্রদাহ—অ্যাকো, অ্যাটিম-কুড, এপিস, আণি, অবাম, বেলোডো, ব্যাপ্টে, বার্ক্যারি, ব্রাবো, চায়না, ক্যামো, কল্‌চি, কলোসি, হায়োসে, ইপিকা, আইরিস, ল্যাকেসি, মার্ক্যারি, নাক্স-ভমি, পডো, রাস-টক্স, সাল্‌ফ, ভেরেট্রাম।

অন্তাবরোধ বা অবস্‌ট্রাক্‌শন অন্ত দি ইনটেষ্টাইন—অ্যাকো, অ্যাটপিন, বেলা, কল্‌চি, কলিন, মার্ক-কর, নাক্স-ভম, ওপিয়াম, প্রাথম।

অন্তাবরোধ-কিল্লী প্রদাহ (পেরিটোনাইটিস)—অ্যাকো, আস, বেলা, ব্যাপ্টে, মার্ক-কর।

ওর্কণ—অ্যাকো, আস, বেলা, ব্যাপ্টে, মার্ক-কর।

পূরাতন—ক্যাল্‌কে-কার্ক, ক্যাল্‌কে-ফস, ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগের পর আশোষণ কার্যের সহায়তার জন্য—অ্যাটিম-টা, আস, আস-আবোড, চায়না, তিনি-আস, আরোড, মার্ক-কর, সাইলি, সাল্‌ফ ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার্য।

অশ্বের টিউবারকিউলোসিস বা গুটিকারোগ—আস', আস'-আয়োড, ক্যালকে-আয়োড, ক্যালকে-কার্ক, ফস্, কার্বো-ভেজ, কষ্টি, হিপার, ক্যায়েড, ল্যাকেসিস, মার্কারি, অ্যাসিড-নাই, কস্ফো, পাল্‌স, সাইলি, সালফার, টিউবার-কিউলিনাম, সোরিনাম।

অণুলাল-মুক্ত বা অ্যান্‌লিউমিগুরিয়া—অ্যাটিকেরিন, অ্যাডোনিস-ভার্নালিস, আমন-বেঙ্গ, এপিস, আস', অবাম-মিউব, বার্বারিস-ভাল, ক্যাঙ্ক-আস', ক্যানাবি-শ্রাট, ক্যান্ডা, অ্যাসি-কার্ক, কল্‌চি, কুগ্রাম-অ্যাসিটি, কোপেবা, ডিজি, ইকুই, ইউওনিম (Euonym), ইউপে-পার্প, ফেরাম-আস', ফেবাম-পিক, গ্লোনথেন, হেলিবো, কেলি-ক্লোর, ক্যান্‌মি, ল্যাকে, লিথিয়াম-কার্ক, লাইকো, মার্ক-কব, মার্ক-সাধা, মেথিলিন-সেবিসাইল (Methylene Sabcy), অ্যাসিড-মিউব, অ্যাসিড-নাইটি, ওসিমাম, ওসমি, অ্যাসি-ফস্, ফস্, প্রাঘাম, প্রাঘাম-মেট, শ্রাবাড়ি, স্থিল', সিকেলি, সাইলি, ট্রোকে, টেরিবি, থাইবই, ইউরেনিয়াম-নাইটি, ভিসকাম-অ্যালব, এপোসাই, আর্জেট, ক্যালকে-কার্ক, চিমাফিলা, চাঘনা, কলোসিস, ক্রোটেলাস, হিপাব, কেলি-কার্ক, কেলি-আয়োড, কেলি-ফস, ক্রিযোজোট, মিনিয়াসিস, মাইবিকা, ওপিবাম, বস-টক্স, সালফার।

গর্ভাবস্থায় গ্রাসাবে অণুলালা—এপিস, আমন-কার্ক, আস', বেলডো, বেঞ্জরিক-অ্যা, ব্রাইযো, বার্বারিস, ক্যান্ডারিস, চাঘনা, ডিজি, হেলিবো, কেলি-কার্ক, ল্যাথাইরাস, মার্কারি, ফস্ফো, বস-টক্স, ম্যাঞ্জিলনা, সিপি, সালফ, টেরিবিহু, কুগ্রাম-আস', আইরিডিয়াম, থ্যাম্পী, কেলি-ক্লোর, থাইবয়ড, ক্যান্‌মি।

অতি-মুক্ত—অ্যাসেটিক-অ্যাসি, অ্যাকো, অ্যালফাল, অ্যামন-অ্যাসেট, (সংকর) অ্যাপোসাই, আর্জে-মেট, আর্জে-মিউব, বেলডো, ব্রাইযো, কাহিনকা (calinea), ক্যানা-ইন, কষ্টি, সেপা, চিওলান, সিনা, কনভা, ডাল্‌কা, ইকিউ, ইউ-পার্প, ফেবাম-মি, ফেবাম-না, জেলস, গ্লিসারিন, গ্লোনইন, ক্রাফালি, গুয়াকে, হেলি, হেলো, ইথের, কেলি-কা, কেলি-আবড, কেলি-নাই, ক্রিযোজোট, অ্যাসিড-ল্যাক, লেডাম, নিলি-টাই, লিথি-কার্ক, লাইকো, মার্ক-কব, মক্সাস, মিউবেক্স, নেট্রাম-মি, সাল্‌ফ, নাথ্র-ভম, ওলিয়াম-অ্যানিমেল, অক্সাইট্রপিস, অ্যাসিড-ফস, ফস্ফো, পিকরিক-অ্যাসি, প্রাটিনা, পুালসে, বাস-আয়ো, শ্রামবি, শ্রাবিউ, স্থিলা, সিনা, ট্যাক্সেস, সাল, ট্যারাক্সে, টেবিবিহু, থাইমল, থাইবয়ডিন্, ইউরেনি, ভেরেটাম-ভিরি, সাইলি, ল্যাক-ডক্সো হত্যাবি।

অতি অল্প মুক্তবা মুক্তকল্প—অ্যাকো, অ্যালিউ, অ্যাটিম-টা, এপিস, অ্যালো, আর্জে-নাই, আর্গিকা, আস', বেল, বেঞ্জ-অ্যাসি, ক্যান্‌ফর, ক্যানা-ইন, ক্যানা-শ্রা, ক্যান্ডা, ক্যান্‌জি, ক্যালকে, কষ্টি, চিমাফি, ক্লিমে, ককিউ, কোনা, কোপেবা, কিউকারিটা, ডিজি, ডালকা, ইপিথিয়া, ইকুইভি, ইউপে-পার্প, ফেরাম-ফস, হিপার, হাইবো, লিথি-কার্ক, লাইকো, মার্ক-কব, মফিবা, মিউ-অ্যাসিড, নেট্রাম-মিউব, নাইটি-অ্যাসি, মক্স-ভমি, ওলিথম-শ্রাট, ওপিয়াম, পেরাইবা, পেট্রোসেল, প্রাঘাম, পশিউলস বা শ্রাঙ্ক, পাল্‌সে, সারসা, সেলেনি, সিপিবা, ট্যাক্সিস, টিগ্‌মেটা, ট্যাক্সাস-বাকটা (Taxus baccata), থ্যাম্পী, ইউভা-উসি, ভারাসকাম, ভাইবার্নাম, জিকাম।

অতিরিক্ত ইলিয়ন সেবার মল ফল—আগা, অ্যাগ্‌নাস, অ্যালাকাডি, অ্যাভেনা, ক্যালেনডি, ক্যালকেংকার্ক, চায়না, ডিজিটে, জেলস, গ্র্যাক, কেলি-ব্রো, কেলি-কস, নাক্স-ভমি, অক্সা-অ্যাসিড, কস্কো-অ্যাসি, লাইকো, প্যাটিনাম, আন্ডে, ট্যাক্সিস।

অতিরিক্ত—অ্যাগারি, অ্যালোজ, অ্যাথ্রাগ্রি, অ্যামন-কার্ক, অ্যাপোসাই, আণিকাস, বেলডো, বোরাক্স, ব্রাইও, বোভিষ্টা, ক্যাকটাস, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-কস, ক্যানাবিস-ইন, ক্যাফা, কার্বো-ভেজ, কলোফাই, সিনিসিও, ক্রোকাস, সাইক্রেমেন, ডিজি, ইরিজে, ফেরাম-মিউর, ফেরাম-কস, ফিকাস, জিরেনিয়া, হ্যামামে, হেলোনি, হাইড্রাস, ইগ্নে, জনোপিয়া, কেলি-কা, কেলি-মিউ, ক্রিয়োকো, ল্যাকেসি, লেডাম, লিলি-টিগ্, ম্যাগ-কার্ক, মিলিকো, মিউরে, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, প্যালেষ্টাম, প্রাথম, রুটা, অ্যাসিড-কস, কস্কো, কাইটো, প্যাটিনাম, প্রাথম, শ্রাবাইনা, সিকেলি, সিডাম অ্যাক, (Sedum acre), সিপিয়া, সাইলি, ট্যানাম, সালফ-অ্যাসিড, সালফ, থ্যাম্পি, টিলিয়া, অসটিলেগো, জ্যান্থাম, চায়না, সিমিসিকিউগা, টিলিয়াম।

অতিরিক্ত—গর্ভপাতের পর—এপিস, সিমিসি, চায়না, হেলোনি, কেলি-কার্ক, নাইট্রিক-অ্যাসিড, শ্রাবাইনা, সিপিয়া, পালসে, সালফার, থ্যাম্পি, অসটিলেগো, ভাইবা-অপিউলান্স।
পথ্যায়ক্রমে—থ্যাম্পি-বার্বা।

অতিরিক্ত: হেতু—বিশেষত: অকালে ঋতুশ্রাব হইলে:—অ্যালোজ, অ্যাসারা, বেল, ক্যাফেরিয়া, কার্বো-অ্যানি, সিনামো, কফিয়া, ফেরাম-অ্যাসিটিকাম, ফেরাম-মিউর, ক্রোরিক-অ্যাসিড, গ্লিসারিন, গ্র্যাটিওলা, ইগ্নে, ক্রিয়ো, মিলিকো, নাক্স-ভমি, অনাসমোডিয়াম, প্যাটি, র্যাফেনা, রাস-টক্স, শ্রাবাই, সিকেলি, থ্যাম্পি-বার্বা, টিলি, জ্যান্থাম।

অর্দ্ধদৃষ্টি—ক্যালকে-সালফ, ম্যান, হিপার, লিথিয়াম-কার্ক, লাইকো, মিউরে-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউর, ক্যালকে-কার্ক, চিনি-সালফ, রস, সিপিয়া, ট্র্যামো প্রভৃতি।

উষ্ণাংশ অদৃশ—অরাম, ডিজিটে, জেলস, ক্যালকে, লিথি-কার্ক, লাইকো।

নিরার্ধেক—অরাম, ডিজি।

দক্ষিণাংশের অর্ধেক অদৃশ—সাইক্রেমেন, লিথিয়া-কার্ক, লাইকো।

সোজাহজি অর্ধেক অদৃশ—ফেরাম-কস, লিথি-কার্ক, মরফি, মিউরে-অ্যাসিড, বোভিষ্টা, ক্যালকে-কার্ক, চিনি-সা, লাইকো, নেট্রাম-মি, প্রথম, রাস-টক্স, সিপিয়া, ট্র্যামো, ভায়োলা ইত্যাদি।

অনিজো—(সাধারণ ঔষধ)—আবসিন্থিয়াম, অ্যাকো, অ্যানা, অ্যালকা, অ্যাখিউ, অ্যামন-কার্ক, অ্যালাকা, অ্যাপি-কু, এপিস, অ্যাপোমর, অ্যাকিউলিজিয়া, আণিকাস, আর্জে-নাই, অ্যাস, অরাম, অ্যাভেনা, ব্যাপিট, বেলা, ব্রাই, বিউট্রিক-অ্যাসিড: (Butyric Acid), ক্যাক্টা, ক্যাকিন, ক্যালকে-কার্ক, ক্যানকর-মনোব্রোমাইড, ক্যানাইন, কলো, ক্যামো, চিনি-সা, সিমিসি, চায়না, কোকা, কোকেন, ককিউলার্স, কফিয়া, কগো, সাইপ্রিপিডিয়াম, ড্যাকনি, জেলস, হাইমো, হাইয়োজোম, হাইড্রোজোম, ইগ্নে, আরোডি, কেলি-ব্রো, কেলি-কস, লেসিথিন (Lecithin),

লিলি-টি, লিউপুলাস, লাইসিন, ম্যাগ-কস্, মার্কারি, নাক্স-ভমিকা, ওপি, গ্যাসিক্লোরা, ফস্ফো, পিক-অ্যাসি, পালসে, মিলিনি, ট্যানাম, ট্র্যাঙ্কে, সাল্ফ, ভাখা, ট্র্যাভো, টেলা-অ্যারেনিয়া (Tela-aranea), থিখা, ভ্যালেলি, জ্যান্থান্স, জিকাম-কস্, জিকাম-ভেলেরিগ, ভাওলা, র্যানান-কিউ প্রভৃতি।

পেটের গণ্ডুগোলেব গ্রন্থ 'অ্যাক্টি-কুড, কুগ্রাম-মেট।

হাড়ের ভিতর যন্ত্রণার জন্ত ড্যাফনি।

মাংসপেশীর ভিতর বেদনা জন্ত অত্যন্ত ক্রান্ত অবসর হইয়া পড়িলে—হেলোনিয়াস।

মস্তপান ও অতিরিক্ত ঔষধাদি সেবন হেতু—আস', আভেনা, ক্যানাইন, সিমিসি, জেল্‌স, হাইবো, নাক্স-ভমি, ওপি, সিকেলি, ট্র্যাভো, স্ট্রাইউকাস।

মধ্যরাত্রি হুশিদ্ধা ইত্যাদির জন্ত—আসেনিক।

বিছানা অত্যন্ত শক্তবোধ হইলেও শুইতে পারে না আলিকা, পাইরো, ব্রাইথোনিয়া, ব্যাপ্টিসিয়া।

তামাক সেবনকারিদিগের—প্র্যাটিনা।

কাফির অপব্যবহার জন্ত—ক্যামোমিলা, নাক্স-ভমিকা।

শরীর ঠাণ্ডা হইয়া পাড়বার ফলে—অ্যাকো, অ্যাম্ব্রা, ক্যাম্ফর, কার্বো-ভেজ, সিটাস, ভেরেট্রাম-অ্যাম্ব।

খাল ধরিবার ফলে—আর্জেন্ট, কুগ্রাম-মেট, কল্‌চিকাম।

প্রলাপ বকিবার ফলে—অ্যাকো, বেলা, ক্যাক্টা, ক্যাল্‌কে-কার্ক, ক্যানাইন, জেল্‌স, হাইবো, কেলি-ব্রোম, ফস্ফো, ট্র্যাভো, ভেরে-অ্যাম্ব।

দাঁত উঠিবার জন্ত—বেল, বোরাক্স, ক্যামো, কোকা, ককিউ, সাইপ্রিপে

গলা ওমুখে দ্রুত জন্ত—অরাম, মার্কারি।

মাই ছাড়া ওহলেদেব—বেলেডোনা।

অসিয়মিত রক্তঃ—অ্যাম্ব্রা, কলোফা, সিমি, ককিউ, সাইক্রে, গ্র্যাফা, আবোড, জনোসিয়া,

লিসিয়াম-টিগ্, নাক্স-মস, নাক্স-ভমি, ফস্ফো, পিস্‌সিডিয়া (Piscidia), পাল্‌সে, রেডিয়াম, সিকেলি, সেনিকিউ, সিপি, সাল্ফ, ইথ্রে, ইপি, কোনা, চাঘনা, সিনিসিউ, কেলি-কার্ক, নেট্রাম-সি, বেলা, ক্যাল্‌কে-কার্ক।

অনুকল্প রক্তঃ—(Vicarious menses)—ব্রাইয়ো, ইপিকা, সেনেসি, পাল্‌স, হ্যামামেলিস,

কোরাম-কস্, ক্লি-মিউর, ক্যাল্‌কে-কার্ক, চাঘনা, বোরাক্স, ম্যাগ্‌সে, সাল্ফার।

অস্তিমকালের ও আসন্নকালের ঘড়ঘড়ানি—পাল্‌সে, অ্যাক্টি-টাট, সাল্ফার, চেলিজো, কার্বো-ভেজ, ক্র্যাটেগস, ল্যাকেসিস।

অপ্রকৃত-প্রসব-বেদনা—কলোফা, ক্যামো, সিমি, জেল্‌স, পাল্‌স, সিকেলি-কর ইত্যাদি।

অবকৃত যোনি (Imperforated hymen)—ইহার জন্ত বিশেষ কোন ঔষধেরও প্রয়োজন

হয় না, সাধারণতঃ স্বামী সহবাস অথবা পুংজননেত্রিয়ার চাপে—ইহা ছিন্ন হইয়া যায়।

যোনির অর্কৃৎ (Thmours) সাংঘাতিক আকারের—আর্জেন্ট-মেট, আস'-আয়োড, অ্যাসেটিক-অ্যাসি, আস', আস'-আয়ো, অরাম-মিউর-নেট্রো, বেল,

বোভি, ক্যালকে-আস', ক্যালকে-সালফ, কার্বলিক-অ্যাসি, কার্বো-অ্যানি, কাসিনোসিন, চায়না, কোনা, গ্রাফাই, হাইড্রা, আয়োড, টরিজি কেলি-বাইজ, কেলি-ফস, কেলি-সালফ, ক্রিমো, র্যাক, ল্যাপিস-অ্যাল, 'ম্যাগ-ফস, মিউরেক্স, ওভা-টোষ্টা, ফস্ফো, ফাইটো, বাস, সিকেলি, নাইট্রিক-অ্যাসি, সিপিমা সাইলি, ট্যাক্স, সালফ, ট্যারেন্ট, থুস্পি, থুজা, মিউর অ্যাসি, অিকাম-মিউর ইত্যাদি।

অকর্ষদ থলের শ্রায়—অ্যালোজ, আস', অ্যাপো, সাইলি।

“ ডিহাধারে—এপিস, আস', অ্যাপো, ক্যালকে, কার্বো-অ্যানি, ল্যাক, প্রাটিনাম।

“ রক্তাক্ত—আগিকা, কোনায়াম।

অকর্ষদ মণ্ডকের—আস', আস'-আয়োড, ক্যালকে, কেলি-আয়ো, হাইড্রা, ফস্ফো, ফাইজোটিগমা, থুজা, সাইলি।

অম্লরোগ—আনাকাদ অ্যাক্টিম-কুড, অ্যাজে-না, অ্যাক্টোপিন, বিস্মাথ, ক্যাফিম, ক্যালকে-ক', ক্যালকে-ফস, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, চিনিলাম-আস' চায়না, কোনা, গ্রিও, হাইড্রা, ইথে, আইবিস, লোবেনি, লাইকো, ম্যাগ-কার্ব, অ্যাসিড-মিউর, নেট্রাম-কার্ব, নেট্রাম ফস, নাক্স-ভমি, ওবিস্কাইন-ট্যান (orexine tann.) পেট্রো, ঔগাস, পালসে, রোবিনিয়া, সালফ, সালফ-অ্যাসি, ব্রিমিা-সালফ, আস', হিপার, ম্যাঙ্গেনাম, বিউম।

তৎসহ বৃক জালা—অ্যাসিটিক-অ্যাসি, অ্যাক্টি-কুড, অ্যাজে-নাই, ব্রাইট, ক্যালকে-কার্ব, ক্যালকে-আয়োড, ক্যালকে-ফস, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, চায়না, ফ্লোরিক-অ্যাসিড, গ্রাফাই, ইপিকা, হিপার, হাইড্রা, কেলি-কার্ব, ল্যাক্টি-অ্যাসি, লাইকো, ম্যাগ-কার্ব, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-ফস, নাইট্রিক-অ্যা, নাক্স-ভমি, ফস্ফ-অ্যাসি, ফস্ফো, পডো, পালসে, র্যাক, রোবিনিয়া, স্যালিসা-অ্যাসি, স্যালিকিউলা, সিপি, সাইলি, সিনাপিসাই' সালফাব, সালফ-অ্যাসি, জেরোফাইলাম (Xerophyllum)।

তৎসহ অম্লউলগার—অ্যালুমি, অ্যাক্টি-কু, আগিকা, আস', কার্বো-ভেজ, গ্রাফাই, ল্যাক্টেসি লাইকো, ম্যাগ-মিউর, নাক্স-ভমিকা, নেট্রাম-কার্ব, ফস্ফো, পালসে, রোবিনিয়া, সিপি, সালফ, থুজা।

অস্ত্রের মধ্যে অস্ত্রের প্রবেশ—অ্যাকো, আগি, আস', বেলোডে, ব্রাইও, কুপ্রাম, ল্যাক, লাইকো, নাক্স-ভমি, ওপি, প্রথম, বাস-টক্স, র্যাক, ভেরেট্রাম, থুজা।

অর্শ—কেন্সাস, আস', আগি, কলিনসো, কার্বো-ভে, টাথ, হ্যামামে, নাইট্রিক-অ্যা, নাক্স-ভমি, পডো, পালসে, সালফাব, থুজা, অ্যালোজ, কষ্টিকাম গ্রাফা, ল্যাক, বাস-টক্স, সিথিয়া, টিলিযাম।

রক্তস্রাবী—অ্যাকো, বেলিডোনা, ক্যালকে-কার্ব, কলিনসো হ্যামামে, ইপি, ফেরাম-ফস, 'ডিজি, মিলিফো, ফস্ফো, পালসে নাক্স-ভমি, নাইট্রিক-অ্যাসি, সালফার, সোরিনাম, টিউবা।

অক্লবণী—অ্যাকো, আস', ক্যাপ্সি, নাক্স, সালফাব।

বল্গলী—অ্যালোজ, আস', গ্রাফাই, ক্যালকে, নাইট্রিক-অ্যাসি, থুজা, সালফার।

অঙ্গাড়ে মুত্র—অ্যাকো, অ্যাপারি, এপিস, অ্যাজেট-নাই, আগি, আস', অ্যাক্টিন, বেল, বেলগিক-অ্যাসি, ক্যালকে কার্ব, ক্যামো, কষ্টি, সাইকিউ, সিমিসি, সিনা, কোনা, ডালকা,

ইকুই, ইরিজি, ইউপে-পার্প, ইউপে-পার্ক, ফেরাম-ফস, জেলস. হাইয়ো, কেলি-ব্রোম, কেলি-নাই, কেলি-কস, ক্রিযো, লিনেরিয়া (Linaria), মিউপুলাস, লাইকো, ম্যাগ-কস, মেডো, নাক্স, ওপি, পেট্রো, ফস্ফো-অ্যাসি, প্র্যাটি, পাল্‌সে, রাস-অ্যারো, রাস-টক্স, শ্রাবাল-সেরু, শ্রানিকিউলা, সিকে, সেনেগা, সিপি, সাইলি, ট্র্যামো, সাল্‌ফ, টেরি, থাইরই, থুজা, ইউক্লিনাম, ভার্বাস, জিঙ্কাম-মিউব।

নৈশ—অ্যামন-কার্ক, আর্জে-না, আর্গিকা, আসে, বেল, বেঞ্জিক-অ্যাসি, ক্যালকে-কার্ক, কটি, সিনা, কোকা, ইকিউ, ইউপে-পার্প, ফেবাম-আযোড, ফেবাম-ফস, জেলস, হিপার, ইয়ে, কেলি-ব্রোম, মেডো, ফাইসেলিস, প্র্যাটি, পাল্‌সে, কোয়াসিয়া, রস-অ্যারো, শ্রাটোনাইন, সিকেলি, সাইলি, সাল্‌ফ, থুজা, থাইরডিনাম, ইউক্লিনাম, ভার্বাস ইত্যাদি।

প্রথম নিদ্রাতেই—কটি, ক্রিযো, সিপি, সিনা, ফস্ফো-অ্যাসি।

ক্যাথিটার ব্যবহারের পরে—ম্যাগ্নে-ফস।

পরিপাকের গুণ্ডাগলের জন্ত—বেঞ্জিক-অ্যাসি, নাক্স-ভম, পাল্‌সে।

মূচ্ছাবায়ুর—ইয়ে, ভেলেরিয়ানা।

কৃমির জন্ত—সিনা, শ্রাটোনা, সাল্‌ফাব।

বৃদ্ধিগের—অ্যালোজ, আর্জে-ট-নাই, বেঞ্জিক-অ্যাসি, ক্যাছা, ইকুই, জেলস, রাস-অ্যারো, সিকেলি কটিকাম।

অস্থিরোগ—অ্যাসিড-ফ্লুরিক, ফস্ফোরিক-অ্যাসি, অ্যাক্সাটিউরা-ডেরা, অ্যাসাফিটিডা, অরাম,

ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-ফ্রোব, মার্ক-সল, মেজেরি, প্র্যাটিনা, ফস্ফো, সাইলি, ট্র্যাকি, টিলিজিয়া, মিফাই, রুটা।

অস্থিতা—অ্যাকো, অ্যাছা, এপিস, অ্যালো, আর্জে-নাই, আর্গিকা, আস, ব্যাপটে.

বেল, ক্যাল-কার্ক, ক্যানা-ইণ্ডি, কটি, ক্যামো, সিনা, সিমি, চাঘনা, কোকা, কোকেইন,

কফিয়া, ইউপে-পার্ক, মোনি, গ্রাফাই, হাইয়ো, ইয়ে, জেলপা, কেলি-ব্রোম,

লাইকো, নাইট্রিক-অ্যা, নক্স-ভ, পেসিফ্রো, সোবি, পেট্রো, পাল্‌সে, রেডিয়াম, রাস-টক্স,

শ্রাটো, ট্র্যামো, টুল্লি-কার্ক, সাল্‌ফিউ-অ্যাসি, থিথা, জিঙ্কাম-মিউব।

গাথের ঢাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেব—হিপার, সেনিকি, সাল্‌ফার, সিকেলি।

মাথা এপাশ ওপাশ করে—এপিস, বেল, হেলিবো, পডো, জিঙ্কাম।

কামোদ্রেকের জন্ত—ক্যানা-ইন, ক্যাছা, কেলি-ব্রোম, র্যাফে, সিকেলি।

অস্থিরতা—মনে হয যেন নিদ্রিত অবস্থায় বৈদ্যুতিক আঘাত লাগিয়াছে—অ্যাক্সি-টা, কুপ্রাম-মেট, ইপি, ইয়ে।

ঘুমাইতে ঘুমাইতে গান গায়—বেল, ক্রোকাস, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড।

জাগ্রত অবস্থায় গান গায়—সাল্‌ফার।

অহিকেম বিষাক্ততা—কোন লোক যদি ইহার অধিক মাত্রা সেবন করিবা বিষাক্ত ক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্বে রোগীকে বমন করান কর্তব্য, বমন টমাক পাম্প দ্বারাই অতি সূক্ষ্মরতাবে সমাধা হইয়া থাকে। যদি কাছাকাছি টমাক পাম্প পাওয়া না যায় তবে লবণ মিশ্রিত জল বা সল্‌ফেট অভ জিঙ্ক মিশ্রিত জল দিয়া বমন করাইবে। রোগীর

দ্বিত্ব বা নিত্রাভাব যদি বেশী হয় তবে বেলেডোনা ৪ মাদার টিংচার কিবা ১২ ৩ ঘণ্টা ও এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করান ভাল। কেহ কেহ ইপিকাক ১২ সহ বেলেডোনা ১২ পর্যায়ক্রমে দিতে উপদেশ দেন, ইহাতে নাকি ভাল ফল পাওয়া যায়। রোগীর বধন মাদকতা উপস্থিত হয় তখন নাক্স, ভমিক্স ১২ সেবন করান কর্তব্য, ইহাতে মাদকতা কমিবে। অহিফেন বিষাক্ত ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম টমাক পাম্প করাইবা বাঁম করাইবে, তারপর তাকে প্রচুর মাত্রায় সিকা জল বা হ্যাসিটিক-অ্যাসিড অথবা কাফি সেবন করাইবে।

যে সকল ব্যক্তির অহিফেন সেবনের বহুমূল কু-অভ্যাস আছে তাহাদের ঐ অভ্যাস ত্যাগ করাইবার জন্য উষ্ণ জল ৩ ছকাকের সহিত অ্যাভেনা-স্ট্রাটাইভা ৪ মাদার টিংচার ১০।১৫ ফোটা মাত্রায় দিনে দুই তিন বার সেবন করিতে দিবে।

আঁচিল—অ্যাসেটি-অ্যাসি. অ্যানাকা, অ্যাঙ্কোফোরা, অ্যাটি-কু, আস'-ব্রোম, অরাম-মিউব, পেট্রো, ব্যারা-কার্ক, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাষ্টোরিয়া, ক্যাষ্টর-ইকুই, ক্রোমিক-অ্যাসিড, ফেরাম-পিক্রি, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, লাইকো, নেট্রাম-সা, নাইট্রি-অ্যাসিড, র্যানানিকউলাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, সাল্ফ, সাল্ফি-অ্যাসি, থুজা, এক্স-রে, আণিকা, বোরাক্স, কষ্টি, কোনাযাম, গ্রাফা, পিক্রিক-অ্যাসিড, ষ্ট্যানাম।

আঁচিল—সহজেই রক্তপাত হয়—সিনারোসিস।

„ স্লেয়াণ্ডটিবৎ (Condylomata)—ক্যালকে-কার্ক, সিনাবেরিস, কেলি-অ্যায়োড, লাইকো, মেডো, মার্ক-কব, মার্ক-সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফস্ফোরিক-অ্যাসি, স্ট্রাবাই, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফিসা, সাল্ফার, থুজা।

„ শৃঙ্গের স্তায়—রাস্-টক্স।

„ বৃহৎ, চকচকে ও মাংসল—ডাল্‌কামার।

„ ব্যাধাত্মক, শক্ত, উজ্জল—সাইলিসিয়া।

„ ফুলের ডাটার স্তায়—কষ্টি, লাইকো, নাইট্রিক-অ্যাসি, স্ট্রাবাই, ষ্ট্যাফিসা, থুজা।

„ শরীবেই বেশী—নেট্রাম-সাল্ফ, সিপি।

„ বুকের উপরই বেশীর ভাগ—ক্যাষ্টোরিয়াম।

„ মুখে ও হাতে—ক্যালকে-কার্ক, কার্কলিক-অ্যাসি, ডাল্‌কা, কেলি-কার্ক।

„ কপালের উপর—ক্যাষ্টোরিয়াম।

„ শুষ্কদ্বারে—নাইট্রিক-অ্যাসিড, থুজা।

„ নাক, আঙ্গুলের মাধ্যম ও চোখের ভ্রূতে হইলে—কষ্টিকাম।

„ সমস্ত শরীরে ছোট ছোট—কষ্টিকাম।

„ চক্ষুর কোণে—নেট্রাম, ষ্ট্যানাম, সাল্ফার।

„ চক্ষুর উপর পাতার—অ্যালিউমি, অ্যামন-কার্ক, কষ্টি, ফেরাম, ফস্ফোরিক, পালসে, ষ্ট্যাফিসে, ইউরেনিয়াম।

„ চক্ষুর নিম্ন পাতার—গ্রাফাই, ফস্ফো, রাস্-টক্স, সেনেগা।

„ পুনঃ পুনঃ হইলে—গ্রাফা, ষ্ট্যাফিস, সাইলি।

আক্ষেপ বা খেঁচুনি—অ্যাকো, অ্যাগারিকাস, থুজা, এন্ড্রুইয়া, আর্গিকা, আস', বেলেডোঁ, হাইড্রো-অ্যাসি, ব্রাইযো, ক্যাম্ফর, ক্যাফা, ক্যামো, সাইকিউটা, সিনা, ককিউলাস, কোনারাম, কুপ্রাম-মেট, কুপ্রাম-অ্যাসে, হায়োসা, ইয়েসি, ইপিকা, লরোসি, মন্ডাস, নাক্স-মস, নাক্স-ভমি, ওলিয়াম-অ্যামি, প্রথম, পালসে, রাস-টক্স, সিকেলি, স্পাইজি, ট্র্যামো, সেনিকিউলা, অ্যাগারি, জিক্কাম-মেট, জিক্কাম-কস।

পশ্চাদিকের—অ্যাকুইয়া, চাঘনা, বেলে, ইয়ে, নাক্স-ভমি, ওপি, রাস-টক্স, সাইকিউ, ট্র্যামো, স্পাইজি।

সম্মুখিকের—আর্গিকা, কুপ্রাম, ফেবাম, রাস, সাইকিউটা, সাইলি, সাল্ফার।

দন্তোদগমজনিত—বেলেডোঁ, ক্যালকে, ইয়ে, মার্ক, লাইকো।

আঘাত—আর্গিকা, ক্যালেকুলা, সাইকিউ, কোনা, একিনেসিয়া, ছামামে, হিপার, হাইপেরিকাম, ল্যাকেক, পালসে, রাস, সাল্ফ-অ্যাসি, ক্যালকে, অ্যাকো, অ্যামন-কার্ক, বেলেডোঁ, ব্রাইযো, বেলিস, বোরাক্স, কটি, কটা, সাইলি, ট্র্যাক, সাল্ফার, জিক্কাম।

মোচড়ানি—সর্বপ্রথম আর্গিকা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ প্রচলিত, উহাতে উপকার না হইলে রাস-টক্স প্রয়োগ করিবে, তাহাতেও সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে ক্যালকেরিয়া ব্যবহার্য। এই সকল ঔষধ বার্থ হইলে ব্যাডি, ব্রাইযো, লেডাম প্রয়োগ করিতে হয় কালশিবার জন্ত আর্গিকা ও লেডাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অ্যাসিড-সাল্ফিউরিক ও সিম্ফাইটামও প্রয়োগ করা চলে।

খাঁথলানি ও অস্থিবেষ্টন আঘাতপ্রাপ্ত Bruises, Concussions—অ্যাসে-অ্যাসি, আর্গি, বেলিস, কোনা, ইকিনে, ছামামে, হাইপেরি, লেডাম, রাস-টক্স, কটা, অ্যাসি-সাল্ফিউ, সিম্পাই, ভারবাস, ল্যাকেসিস প্রভৃতি।

খাঁথলানি হাড়ে—ক্যালকে-কস, কটা, সিম্ফাই, অ্যাসাফি।

বুকে—বেলিস, কোনা।

উহার জন্ত কালশিরা—আর্গি, লেডাম, সাইকিউ-অ্যাসিড।

আঘাত—কীটাদি দংশন, সর্পাঘাত, কুকুবে কামড়ান—অ্যাসেটি-অ্যাসিড, অ্যামন-কটি, অ্যাস্টি, এপিস, আর্গিকা, অ্যাসেমি, বে, ক্যালেকুলা, ক্যাম্ফর, সিড্রন, ক্রোটন, একিনেসি, গোলনড্রিন, জিমলনা, হাইড্রো-অ্যাস, হাইপা, কেলি-পারমা, ল্যাকেসি, লেডাম, মস্কা, পাইবো, স্পাইরিয়া (spiraea), ট্র্যামোনি ইত্যাদি।

উহার জন্ত ছাল উঠিয়া বাঁওয়া—আর্গি, সাল্ফিউরিক-অ্যাসি।

ধারাল অস্ত্রে কাটা—ক্যালেকু, ট্র্যাকসি, সাল্ফ-অ্যাসি।

ছোরা মারা-কার্কো-ভে, ল্যাকেসি।

জনিত রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে—আর্গি, ক্রোটেলাস, ফস্ফো, ফেরাম-কস।

আঙ্গুলহাড়া—পূর্বে যখনই আঙ্গুলে ফোকা পড়িত তখনই কাটিবার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু অভিজ্ঞতার দেখা গিয়াছে, 'কাটার ভোগ বেশী' সেইজন্য বর্তমানে কেহ সহজে অস্ত্র করিতে চায় না, কটিকাম ও শক্তি সেবন এবং উহার অল্প লোশনে আক্রান্ত স্থান আবৃত করিয়া রাখা

কঠবা। নাইট্রিক-অ্যাসিড জলসহ মিশাইয়া আক্রান্ত স্থান শুকড়া দ্বারা ভিজাইয়া রাখিলে পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না—অ্যামন-কার্ব, অ্যাস্টিয়াসি, বেল, বিউফো, ক্যাল-ক্ল, ক্যালকে-সা, ক্যালেক্স, সেপা, ক্রোটন, ডায়ক্সো, ক্লোরি-অ্যাসি, ডিপার, হাটপা, লেডাম, মার্কু-সাল্ফ, মাইরিষ্টিকা, নেট্রা-সাল্ফ, ফস্ফো, সাইলি, ট্যারেটি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পালসে, রাস্, সিপি, খুজা রোগের প্রথম অবস্থায় সাল্ফার ২০০ শক্তির একমাত্রা দিয়া তারপর পক্ষণানুসারে এপিস নিম্নশক্তি প্রয়োগে রোগ শীঘ্র শীঘ্র আবোগ্য লাভ কবে।

বিষহুষ্ট—অ্যাস্টিয়াসি, অ্যাসে, কার্কো-অ্যানি, ল্যাকে, ট্যারেটি।

আঙ্গুলে কড়া—ফেরাম-পিক্রিক, নাইট্রিক-অ্যাসি, অ্যাক্টিম-ক্লড, সিগিয়া, সাইলি, ক্যালকে, সাল্ফার প্রভৃতি।

আঙ্গুলিক জ্বর বা টাইফয়েড জ্বর—যখন পাড়ায় পাড়ায় টাইফয়েড জ্বর বহুব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে তখন টাইফয়েডিনাম ২০০ শক্তির অল্পখটিকা সপ্তাহে দুইবার সেবন করিতে দিলে প্রতিবেশকের কার্য্য কবিতা থাকে—অ্যাগারি, অ্যাগারিসিন, এপিস, আর্জে-না, আর্গিকা, অ্যাসে, এন্ডাম-ট্রিফাই, ব্যাপ্টে, বেলেন্ডো, ব্রাইয়ো, কার্কো-ভেজ, সিনা, চায়না, কল্টি, ক্রোটন, কুপ্রাম-অ্যাস, একিনেসিয়া, ইউক্রে, জেল্‌স, মোন, হেলিবো, হাইড্রা, হাইও, আযোড, ইপি, কেলি-ফস, ল্যাকেসি, মার্ক-সায়া, মার্ক-সাল্ফ, মিউরিয়ে-অ্যাসি, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, ওপিয়াম, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড, পাইরোজি, রাস্-টক্স, ট্র্যামোনি, ট্রিকনি, সাল্ফিউ-অ্যাসি, স্ফাকাস, টেরিবি, ভেক্সিনিয়াম-মার্টি, জিকাম-মিউর, সাল্ফার, স্ফাটোনাইন, পালসে, অক্স্যালি-অ্যাসি প্রভৃতি।

আঙ্গুলিক জ্বর বা টাইফয়েড জ্বর—মস্তক-লক্ষণের প্রাধান্য—আর্গি, ব্যাপ্টে, বেলান্ডোনা, ব্রাইয়ো, হেলি, হাযোসা, ইথের, ল্যাকে, নাক্স-মক্‌টো, ওপি, ফস্ফো, রাস্-ট, ট্র্যামো, জিকাম প্রভৃতি।

১. প্রলাপ বকা—অ্যাগারি, অ্যাগারিসিন, অ্যাস, ব্যাপ্টি, বেল, ক্যানা-ইন, হায়ো, হাইড্রোফো, ল্যাকে, ওপি, ফস্ফো, রাস্-টক্স, ট্র্যামো, টেরি, ভ্যালেরি।

২. অত্যন্ত বাচালতার বৃদ্ধি—বেলাডোনা, ব্রাইয়ো, ক্যামো, সিনা, হাযোসা, ইথের, ল্যাকে, নাক্স-ভমি, ওপি, পডো, পালসে, রাস্-টক্স, জিকাম।

৩. উদরাময়—আর্গিকা, অ্যাস, ব্যাপ্টে, কুপ্রাম-অ্যাস, ল্যাকে, মার্ক-সাল্ফ, ফস্ফোরিক-অ্যাসি, রাস্-টক্স।

৪. অসাড়ে—এপিস, আর্গি, অ্যাসে, হাইয়ো, মিউর-অ্যাসি, ফস্ফোরিক-অ্যাসি।

৫. শরীরে কালশিবা পড়া—আর্গি, অ্যাস, কার্কো-ভেজ, মিউরিবেটিক-অ্যাসি।

৬. নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—অ্যাকো, ব্রাহ, ক্রোকাস, হ্যামা, ইপি, মেলিলোটাস, ফস্ফোরিক-অ্যাসি, রাস্-টক্স, মিলিফো, ক্রোটেলাস।

৭. মাথাব ব্যথণা—অ্যাসিট্যানিলিড (অ্যাক্টিফেব্রিন), বেল, ব্রাই, ব্যাপ্টি, জেল্‌স, হাইবো, নাক্স-ভমি, রাস্-টক্স।

৮. কোষ্ঠকাঠিন্য—ব্রাইয়ো, হাইড্রাষ্টিস, নাক্স-ভমি, ওপি, প্রাথম, অ্যালিউমিনা।

৯. শব্দাক্ত—আর্গি, অ্যাসে, ব্যাপ্টে, কার্কো-ভে, ল্যাকে, মিউর-অ্যাসি, পাইরো, সিকেলি।

আম্লিক জ্বর বা টাইফয়েড জ্বর—রক্তাবিক—অ্যানিউমেন, অ্যানিউমিনা, আসে, ব্যাপ্তি, কার্বো-ভে, চায়না, ক্রোটোনাস, ইল্যাপ্স, কামা, হাইড্রাটিক, ইপি, ক্রিয়ো, ল্যাকে, মিলি, স্ট্রিউ-অ্যাসি, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ম, ফস্ফো-অ্যাসি, ফস্ফা, সিকেলি, টেরিবিষ।

„ অনিড্রা—বেল, কফি, জেলস, হাইথো, হাইড্রো-ব্রোম, ওপিয়াম, বাস-টক্স, সাল্ফার।

আমবাভ—অ্যাকো, অ্যালো, অ্যাস্টিম-ক্রুড, অ্যাস্টিম-পাইরিন, আর্গিকা, এপিয়াম-ভেরাস, এপিস, আসে, অ্যাস্টেকাস-ফ্রু, বার্কেরিস, ডাল, ব্রাইয়ো, চিনি-সাল্ফ, সিমিসি, সিনা, কণ্ডুরেজো, ক্রোটন-টি, ডাল্কা, নেটাম-মিউর, নেটাম-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, রাস-টক্স, রাস-ভেন, স্যালিসাই-অ্যাসি, সাল্ফ, আটিকা-ইউরেন্স।

আমবাভ—পুরাতন—অ্যানাকা, অ্যাস্টিম-ক্রুড, আসে, অ্যাস্টেকাস, কটি, বোভিটা, ক্যালকে-কার্ক, ক'বুরেজো, ডাল্কা, লাইকো, নেটাম-মি, রাস-টক্স, সিপি, ট্রোফেন, সাল্ফার, ইউ, মেডরি, মেজেরি, পেট্রোলি, স্যালিসাই-অ্যাসি, ভেরেটাম-অ্যাব ইত্যাদি।

আমরক্ত বা আমাশয়—অ্যাকো, অ্যালো, অ্যাস্টিম-টা, এপিস, অ্যাজে-নাই, আপি, আস, অ্যাসক্লিপিয়াস-টাই, ব্যারা, বেলোডোনা, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাম্বা, ক্যাপ, কার্বো-ভে, চায়না, কল্চি, কলিনসোনিয়া, কলো, কুপ্রাম-আস, ডাল্কা, এসেটিক-অ্যাসিড, ফেরাম-ফস্ফ, গ্যাংগো, হ্যামামেলিস, হিগার, ইপিকাক, আইরিস, কেলি-ক্লোর, কেলি-মিউর, কেলি ফস্ফ, ল্যাকে, লেপ্টে, লাইকো, ম্যাগ্নে-বার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-ডা, মার্ক-সাল্ফ, মার্ক-সল, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমিক, ওপিয়াম, প্লাসাম-অ্যাসেটিকাম, পডো, পাল্লে, রিউম, রাস-টক্স, সাল্ফ, ট্রিবিডিয়াম, ভেরে-অ্যাব, জিকাম-সাল্ফ, ডায়াক্স।

„ তরুণ—অ্যাকো, অ্যালোজ, আপি, আস, কলোসি, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নাক্স-ভম, পাল্লে, রাস-টক্স, সাল্ফার, ব্রাইথো, ফেরাম-ফস্ফ।

আমরক্ত বা আমাশয়—পুরাতন—অ্যালো, অ্যাজে-নাই, আস, চায়না, ডাল্কা, হিগার, মার্ক-

„ মার্ক-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, ফস্ফো-অ্যাসি, পডো, সাল্ফার, সিষ্ট।

„ ক্রোনায়াম, লাইকো, অ্যাসি-নাই, ট্র্যাকি, থ্রিডি, অরশ।

„ বৃদ্ধ ব্যক্তি—ব্যাপ্টেসিয়া।

„ রক্তপ্রাণা, শাখিক-দোকলা-খাতুর-স্ট্রীলোকদিগেব বয়ঃসন্ধিকালের—লিলিয়াম।

„ সান্নিপাতিক ভাবগ্রাপ্ত—আস, ব্যাপ্টে, কার্বো-ভে, রাস-টক্স।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস বা উপাজ প্রদাহ—আস, অ্যাকো, এপিস, বেলোডো, ব্রাইয়ো, কলোসি, হিগার, ল্যাকেসি, ম্যাগ-ফস্ফ, মার্ক-কর, সাল্ফার, ভেরেটাম, মার্ক-সল, ফেরাম-ফস্ফ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—যখন এই রোগ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় তখন রোগীকে এবং রোগীর অন্তান্ত সকলকে ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম ২০০ শক্তি সপ্তাহে ২১০ মাত্রা প্রয়োগ করা ভাল। ইহার চিকিৎসা প্রায়ই সদির ভাব—অ্যাকো, অ্যাস্টিম-আয়োড, অ্যাস্টিম-টা, ব্রাইয়ো, আস, আস-আয়োড, আস-সাল্ফ, বেল, ক্যান্ডর, সেপা, চিনি-সা, চায়না, ডাল্কা, ইউরেন্স, ইউ-পার্প, ইউকরিন,

ইউক্লে, জেল্‌স, ম্লোন, মিসারিন, হনফ্রুয়েঞ্জি, আয়োড, ইপি, কেলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-আয়োড, কেলি-সা, ল্যাকেসি, লাইকো, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নাস্ত-ভমি, ফসফো, ফাই, পাল্‌সে, রাস-টম্ব, অ্যাসিড-অ্যালিসাই, প্লাইজ, সাল্‌ফ, ভেরেট-আ্য ইত্যাদি।

ইনফ্রুয়েঞ্জা রোগী অত্যন্ত দৌরলা অতুভব করিলে—আ্যত্রো, অ্যাদোনিস, আস'-আয়োড, অ্যাতেনা, কার্কলিক-অ্যাসি, চিনি-সাল্‌ফ, চায়না, কোনা, ইউ-পাফ, জেহ্‌স, আইবেরিস, ল্যাক-ক্যানাই, ফস, সোরিগাম, সাল্‌ফি-অ্যাসি।

ব্যথা রহিয়া গেলে—লাইকোপারসিকাম।

পেটে বায়ুসঞ্চয়—অ্যাবিস-নাই, আ্যত্রো, অ্যাসেটিক-অ্যাসি, অ্যাকো, অ্যায়, অ্যাসেটিক-অ্যাসি, অ্যাল্‌ফা, অ্যালোজ, অ্যাক্টিম-ক্রু, এপিস, আর্জে-নাই, আস', অ্যাসাফি. ব্যারা-কা, বোভি, ক্যালকে-কা, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-আয়োড, কার্কো-ভেজ, ক্যামো, চেলি, সিনা, চায়না, ককিউ, কল্‌চি, কুপ্রাম-মে, ডায়াস, গ্র্যাকাই, ইয়ে, আইরিস, কেলি-কা, ল্যাকেসি, লাইকো, ম্যাথ-কার্ক, ম্যাথ-ফস, মার্করি, মন্ডাস, মিউরি-অ্যাসি, ল্যাকে, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নাস্ত-ম, নাস্ত-ভমিক, ওপি, ফসফো-অ্যাসি, ফস, পডো, পাল্‌সে, রেডিফা, ব্যাফে, রিউম, রডো, রাস-গ্যাবরা, রাস-টম্ব, সার্সা, সেনা, সিপিয়া, ট্রোনিস-কার্ক, সাল্‌, টেবিবি, থুজা, ভেলেরি, জিজিবার, ক্রোটন-টিগ, ডাল্‌কা, গ্যাছো, সিকেলি।

মূর্ছাবায়ুগ্রস্তদিগের—অ্যালটি, অ্যাম্‌ত্রা, আর্জে-নাই, অ্যাসাফি, ক্যাজুপু, ক্যামো, ককিউ, ইয়ে, কেলি-ফস, নাস্ত-ম, প্যাটি, পোথোস, সাখাল, ট্যারে, থিা, ভ্যালেরি।

উদরাময়—অ্যাকালিকা, অ্যাসেটিক-অ্যাসি, অ্যাকো, ঐথুজা, অ্যালোজ, অ্যাক্টি-ক্রু, অ্যাক্টি-টা, এপিস, অ্যাপোসাই, আর্জে-নাই, আণি, আসেনিক, আস'-আয়োড, অ্যাসাফিটিড, ব্যাপ্‌ট, বেল, বেজ্বিক-অ্যাসিড, বিস্মাথ, বোভি, ব্রাইলো, ক্যাডমি, ক্যালকে-আসে', ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাম্‌কর, ক্যাম্‌ছা, ক্যাপ্‌সি, কার্কো-অ্যানি, কার্কো-ভেজ, ক্যামো, চেলি, চিনি-আস', সিনা, চায়না, কল্‌চি, কলিনসো, কলোফা, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-আস', ডাল্‌কা, ফেরাম-মেটা, একিনেসিয়া, ফেরাম-ফস, ফ্লোবি-অ্যাসি, ফর্মিকা, গ্যাছো, জেল্‌স, গ্র্যাটি, হিপার, ডায়ো, আযো, ইপিকা, আই, জ্যাট্রোফা, কেলি-ক্লো, কেলি-ফস, ল্যাপটে, ম্যাথ-কার্ক, মার্ক-ডা, মার্ক-সল, মফি, মিউ-অ্যাসি, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, হুফার-লুটি, নাস্ত-ভমি, ওলিয়ে, ওপি, ওপানটি, ওরিড-ডার্কনি, পেট্রোলি, ফসফোরিক-অ্যাসি, ফসফো, ফাইসস-টি, পডো, সোরি, পাল্‌সে, রিউম, রাস-টম্ব, রাস-ভেন, রিসিনা, রিউমেন, স্তানটো, সিকেলি, সাইলি, সাল্‌ফ, অ্যাসি-সাল্‌ফ, ট্যাবাকা, টেরিবিন, থুজা, ভ্যালেরি, ভেরেট্রী-অ্যাল, জিফাম, জিজিবার।

পূরাতন—অ্যাসেটি-অ্যাসি, অ্যালো, অ্যাক্টাইর, অ্যাক্টি-কুড, আর্জে-নাই, আধিকা, আস', আস'-আয়োড, ব্যাপটে, ক্যালকে-কা, ক্যালকে-ফস, সিটরিরিয়া (citraria), চায়না, কোটো, (coto), কুপ্রা-আস', ইল্যাম, ফেরাম-মেটা, গ্যাছো, গ্র্যাকাই, হিপার, আযোডি,

ইপি, কেলি-বাই, ল্যাংকে, ল্যাংকি-অ্যাসি, লাইটিস, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউর, মার্ক-জী, মার্ক-রি, নেট্রাম-সা, নাইট্রিক-অ্যাসি, ওলিফা, ফস-অ্যাসি, ফস্ফো, পডো, পালসে, বাস-অ্যারো, রাস-টক্স, রিউমেজ, ট্রিকিনি-অ্যাস, সালফ, থুজা, টিউবারকিউ, আটিকা।

পর্যায়ক্রমে উল্লম্ব ও মাথাব যজ্ঞা—অ্যালোজ, পডো।

ভ্রুণ রোগের সহিত—কার্বো-ভে, চাঘনা, সোবিণাম, টাটকযেড দেখ।

মৃগাদি সেবনের ফলে—অ্যাস, ল্যাংকে, নাস্ত-ভমিকা।

ক্রোধাদির পব—ক্যামো, কলোফাই।

কপিশাক ঝাইয়া—ব্রাইয়ো, পেট্রোল।

মানাদির পঁর—অ্যাটি-ফ্রু, পডো, নেট্রাম-সালফ।

ঋতু পরিবর্তনের ফলে—অ্যাকো, ব্রাইও, ক্যালকে-সালফ, ক্যাপ্‌সি, কল্‌চি, ডালকা, ইপি, মার্ক-রি, নেট্রাম-সালফ, বাস-টক্স, আই।

ডিম খাইবার ফলে—চিনি নাম-অ্যাস।

চর্কীয়ুক্ত খাওয়ার জন্ত—সাইক্লা, কেলি-মিউর, পালসে।

ফল খাইবার ফলে—অ্যাস, ব্রাইয়ো, ক্যালকে-ফস, চাঘনা, সিষ্টাস, কলো, ক্রোটন-টিগ, ইপি, পডো, পালসে, ভেবে-অ্যালব, জক।

অতিরিক্ত গরম আবহাওয়াব ফলে—অ্যাকো, অ্যালো, অ্যাছা, অ্যাটি-ফ্রু, অ্যাস, ব্রাইয়ো, ক্যাম্‌ফর, ক্যাপ্‌সি, ক্যামো, চাঘনা, ক্রোটন-টিগ, ফেরাম-ফস, গ্যাছো, ইপি, আইবিস, মার্ক-রি, পডো, সাইলি, ভেরেট্রা-অ্যাছ।

দুগ্ধ সেবনের ফলে—ঐথুজা, ক্যালকে-কাস, চাঘনা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ক, ম্যাগ্নে-মি, নেট্রাম-কার্ক, সিপি, সালফ।

পেশাব খাইবার ফলে—থুজা।

ভামাকেব ফলে—ক্যামো, ট্যাংকাম।

টিউবারকিউলোসিসের ফলে—অ্যাসে-অ্যাসি, অ্যাজে-নাই, অ্যালিকা, অ্যাস, অ্যাস-আথোড, বাপ্পে, বিস্মাথ, চাঘনা, ক্রোটন, কুপ্রাম-অ্যাস, ফেরাম-মেট, আইবো, আইডো, ফস্ফো-অ্যাসি, ফস, পালসে, রিউমেজ, টিউবারকিউলোসিস দ্রষ্টব্য।

অস্ত্রের ভিতর ক্ষত হইলব জন্ত—কেলি-বাই, মার্ক-কর।

টীকা লইবার ফলে—সাইলি, থুজা, অ্যাটি-টাইট, কেলি-মি।

শিশুদিগের—অ্যাকো, ঐথুজা, এপিস, বেলে, বেজ্যিক-অ্যাসি, বোরাক্স, ক্যালকে-অ্যাস, ক্যালকে, ক্যালকে-ফস, ক্যামো, ইপি, জ্যালেপা, ক্রিয়ো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক-ভাই, মার্ক-ডাল, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাস্ত-ভমি, পালসে, ফস্ফো-অ্যাসি, ফস্ফো, পডো, সৌরা, রিউম, স্তাবা, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফার, ভেলিগারিনা, ভেরেট্রাম-অ্যাল, সিনা, ক্রোটন-টি, বিস্মা, জ্যালে, ডালকা, ফেরাম, লাইকো, ল্যোসি, গ্র্যাটি, হেলিবো।

শিশুর দাঁত উঠিবার সময়—অ্যাসে-অ্যাসি, অ্যাকো, ঐথুজা, বেলে, আথোড, বেজ্যিক-অ্যাসি, বোরাক্স, ক্যালকে-অ্যাস, ক্যালকে, ক্যালকে-ফস, ক্যামো, ইপি, জাংগা, ক্রিয়ো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক-ভা, ওলিফা, কাইটো, পডো, রিউম, সাইলি, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সা।

উদরাময়—বৃদ্ধদিগের—অ্যাণ্টি-ফু, বোভি, কার্বো-ভেজ, চাযনা, গ্যাষো, ওপি, ফস, সাল্ফা।

স্ত্রীলোকদিগের (ঋতুর পূর্বে ও পরে—আমন-কা, বোভিষ্টা, ভেরেট্র-অ্যালবাম (স্ত্রীরোগ দেখ)।

স্ত্রীলোকদিগের স্ত্রীকাগাবে—ক্যামো, ডাযো, সোবি, সিকেলি, ট্র্যামো।

প্রাতঃকালীন—ব্রাইযো, অ্যালোজ, নেট্রাম-সাল্ফ, পডো, ফুফার-লুটিং, সোবিধাম, রিউগেন্স, সাল্ফাব।

মল কালবর্ণের—আস', ব্রোমি, ক্যাম্ফর, ক্যাপ্‌সিকাম্, কার্বো-অ্যানি, চাযনা, ক্রোটন, একিনে, লেপ্‌টে, মফি, ওপি, সোবি, পাটরো, ফিলা, ট্র্যামো, সাল্ফি-অ্যাসি, ভেরেট্র-অ্যাল।

.. মল রক্তাক্ত—ঐথুজা, অ্যালোজ, আর্জেন্টাম, অাইলায়াস, (Culantus), আলি, আস', ব্যাপ্‌টে, বোথ্রপ্‌স, (Bothrops), ক্যাড্‌মি-সাল্ফ, ক্যাছা, ক্যাপ্‌সি, কার্বো-অ্যানি, কল্‌চি, কলোসি, ক্রোটন, কুপ্রাম-আস', ডাল্‌কা, ফেরাম-ফস, হ্যামামেলিস, ইপিকাক, কেলি-বাই, ক্রিযো, ল্যাক, মার্ক-কর, মার্ক-ডাল, মার্ক-ভাই, নাক্স, ফস, পডো, সিকেলি, সেনি, সাল, টেরি, থুছোডিয়াম, ভ্যালে।

.. পরিবর্তনশীল—আমন-মিউ, ক্যামো, ইনোনিমাস-অ্যাট্রোপ (Enonymus atrop), মার্ক ভাই, পডো, পাল্‌সে, সেনি, সাইলি, সাল্ফার।

.. কর্দ্দমাকার, চকু খড়ির গায়, ফিকারবর্ণের—অ্যালো, বেল্‌ বেঞ্জয়িক-অ্যাসি, বার্বারি-ভাল, ক্যাল্‌কে-কার্ব, চেলি ডিজি, ইউফরবিয়া, জেলস, হিপার, কেলি-কা, মার্ক-ভাই, মার্ক-ভা, ফস্‌ফো-অ্যাসি, ফস, পডো, সিপিযা।

জন্ম অন্ত্যন্ত অবসর হইয়া পড়িলে—অ্যাসে-অ্যাসি, অ্যাকোফোরা, আস', চাযনা, কল্‌চি, ক্রোটন, কুপ্রাম-আস', ডাযো, ইলাপ্স, কেলি-ফস, ফেলানড্রিয়াম, ফস, সিকেলি, সিপিযা, ট্যাবা, টার্টারিক-অ্যাসি, উউপাস (upas), ভেরেট্র-অ্যাল।

মল তৈলাক্ত, চর্কিষুক্ত—কষ্টি, আযো, আইরি, ফস্‌ফো।

.. অনবরত—অ্যাসে-অ্যাসি, অ্যাকো, অ্যালোজ, অ্যাসে', ক্যাল্‌কে-অ্যাসে, ক্যাপ্‌সি, কার্বো-ভে, ক্যামো, চাযনা, কলো, কর্ণাস-সাসিনেটা, ক্রোটন-টি, কিউফিয়া, (cuphea), কুপ্রাম-আস', ইপি, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নাইটি-অ্যা, নাক্স-ভমি, ফস্‌ফো-অ্যাসি, পাল্‌সে, রিউম, বাস-টক্স, সিকেলি, সাল্ফ, টেরি, ভেরে-অ্যাম।

জেলির গায়—অ্যালোজ, ক্যাড্‌মি-সাল্ফ, কল্‌চি, কলো, ইউফরবি, কেলিযো, কেলি-বাই, ফস্‌ফো, রাস্‌-টক্স।

সবুজবর্ণের—অ্যাকো, ঐথুজা, অ্যাণ্টি-টা, এপিস, আর্জেন্টাইন, অ্যাসে, বেলে, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাল্‌কে-অ্যাসি, ক্যাল্‌কে-কা, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যামো, কলো, ক্রোটন-টি, ডাল্‌কা, গ্যাষো, জেলস, গ্র্যাটি, হিলাব, অ্যাকোডোফ, টপি, আইরিস, ক্রিযো, লরো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক-কর, মার্ক-ডাল, মেজ, পলিনিয়া (paullinia), ফস, পডো, পাল্‌সে, স্রাডি-অ্যাসি, সিকেলি, সাল্ফ, ভেরেট্র-অ্যাল, ভ্যালেরি।

সবুজ পরে নীলবর্ণে পরিবর্তন—ক্যাল্‌কে-ফস, ফস্‌ফো।

উল্লম্ব—গরম—বেল, ক্যালকে-কস, ক্যামো, ডায়োস, ফেরাম, মার্ক-কর, মার্ক-সাস্ট, পডো, সাল্ফার।

• মল অসাড়ে—অ্যালো, এপিস, অ্যাকো, আর্নি, আস', ব্যাপ্টে, ক্যাক্স, কার্কো-

• ভেজ, জেলিস, হেলিবো, হায়ো, ওপি, ফস্ফো, অ্যাসি, ফস, পডো, পাইরো, রাস,

• সিকেলি, ট্রিকিনি, লালিক, ভেরেট্রাম-অ্যাস, জিঙ্কাম।

• অসাড়ে প্রস্রাব করিবার সময় নির্গত হয়—অ্যালোজ, অ্যালিউ, এপিস, সাইকি, হাবো, মিউরি-অ্যাসি, ফিলা, সাল্ফ, ভেরেট্রাম-অ্যাস।

• অসাড়ে বায়ু নিঃসরণের সময় নির্গত হয়—অ্যালো, ক্যাক্স-কস, অ্যারোড, মিউ-অ্যাসি, নেট্রাক্স-মিউব, নেট্রাম-সাল্ফ, ওলিয়েণ্ডার, ফস-অ্যাসি, পডো, পাইরো।

কোন প্রকার দুর্বলতা নাশকিকলে—ক্যালকে-কার্ক, গ্র্যাফাই, ফস্ফো-অ্যাসি, পাল্‌সেটিলা।

মল অত্যন্ত দুর্বলকৃত—অ্যাটি-কুড, অ্যাজ-নাই, আর্নি, আসে', অ্যাসাকি, ব্যাপ্টে,

বেজরিক-অ্যাসি, ব্রাইও, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-কস, কার্কোলিক-অ্যাসি, কার্কো-

ভেজ, ক্যামো, চাঘনা, কলোফা, গ্র্যাফাই, হিপার, কেলি-ফস, ক্রিফো, ল্যাক, পাল্‌সে,

মার্ক-কর, মার্ক-ভাই, মার্ক-ভাল, নাইটি-অ্যাসি, ওপিবা, পেট্রোলি, ফস্ফো-অ্যাসি,

ফস, পডো, সোর, রিউমেক্স, রাস-টক্স, স্তানিকি, ফিলা, সিকেলি, সাইলি, সাল্ফ।

বেদনাশুল্ক—অ্যানাকা, অ্যাটিম-টা, এপিস, আসে', অ্যাপ্টে, বেলিস, প্রিস্মা, বোরা, চ্যাপারো

(Chaparro), চাঘনা, কল্‌চি, ক্রোটন-টিগ, ডাল্‌কা, ফেরাম-মেটা, জেলস, গ্র্যাফা, গ্র্যাটি,

হিপার, ইলো, ইপি, নাইটি-অ্যাসি, ফস্ফো-অ্যাসি, ফস, পডো, সোরি, পাল্‌সে, রাস-টক্স,

রিসি, ফিলা, সাইলি, সাল্ফার।

বাঁহ প্রচুর পরিমাণে—অ্যাটি-কুড, অ্যাসাকি, বেজ-অ্যাসি, বিস্মা, ব্রাইবো, ক্যালকে-

অ্যাসি, ক্যালকে-কার্ক, চেলি, চাঘনা, কোটো, ক্রোটন-টি, ইলাটি, ইউনিমিন (Euonymum),

ইউকবিয়া, গ্যাথো, গ্র্যাটো, ল্যাপ্টে, মার্ক্যারি, পালিনিয়া (Paulinia), ফস, পডো,

সোবি, রাস, সিকেলি, টিক্তা, টেরি, থুজা, ভেরে-অ্যাস।

• বাঁহে চাল ধোয়ানি কলের জাব—আস', ক্যাক্স, অ্যাক্টোফা, কেলি-ফস, মার্ক-সাল্ফ,

• রিসি, ভেরে-অ্যাস।

• টক গন্ধবৃত্ত—ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-অ্যাসি, কল্‌চি, কলো, কলিঅো, গ্র্যাফা, হিপার,

জ্যালে, ম্যাথ-কার্ক, মার্ক-বাই, নাইটি-অ্যাসি, পডো, রিউম, বোবিনিয়া, রিউম,

সাল্ফ।

• শাদা—অ্যাকো, অ্যাটি-কুড, বেল, বেজরিক-অ্যাসি, ক্যালকে-কা, কটি, ক্যামো, চেলি,

সিনা, কোকা, কল্‌চি, ক্রোটন, ডিভি, ডাল, হেলি, হিপার, অ্যারো, কেলি-সি, ম্যাথ-

কার্ক, মার্ক্যারি, মার্ক-ভাল, মেজ, নাক্স-ম, ফস্ফো-অ্যাসি, ফস, পডো, পাল্‌সে, থুজা।

হলুদবর্ণের—ঐথু, অ্যাকো, অ্যাল্‌ফা, অ্যাপো, এপিস, আস', অ্যাসা, বোরা, ক্যালকে-

কার্ক, কার্ডু-মে, চেলি, ক্যামো, চাঘনা, কল্‌চি, ক্রোটন, ডাল্‌কা, গ্যাথো,

জেলসে, গ্র্যাটি, হিপার, হায়ো, ইপি, মার্ক্যারি, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-স্কা, চফার, নাক্স-ম,

ফস-অ্যাসি, পডো, পাল্‌সে, রিউম, রাস-টক্স, সেনা, সিপি, সাল্ফার, থুজা।

উদরাময়—বাছে অভুক্ত জ্বরের নিঃসরণ—ইথুজা, অ্যাটিম-কু, আসে, আর্জে-নাই, অ্যানিয়ার, ব্রাইয়ো, ক্যালকে, ক্যালকে-কস, ক্যামো, চাঘনা, ক্রোটন-টিগ, ফেরাম-অ্যাসি, ফেরাম-কস, ফেরাম-মেটা, গ্র্যাফা, হিপার, আয়োড, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভমি, ওলিয়েটার, কসফো-অ্যাসি, কস, পডো, সোরিশাম, পাল্লে, সালফ, ড্যালেরি।

উদরাময়ের বৃদ্ধি—পানাহারে—অ্যাকো, অ্যাগ্নাস, এপিস, অ্যাপো, আর্জে-নাই, আস, ব্রাই, ক্যামো, চাঘনা, কলো, ক্রোটন, ফেরাম-মে, কেলি-কস, লাইকো, নাক্স-ভমি, কস, পডো, রিউম, স্তানিকি, সালফ, ট্যানেসেটাম, থুজা, থুথো, ভেরে-অ্যাম।

১, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয়—কল্চিকাম।

২, অপরাহ্নে—বেলেডোনা, ক্যালকে-কা, চাঘনা, কর্ণাস-সার্বসিনেটা (*Corpus Circinata*), লাইকো।

৩, শরৎকালে—চাঘনা, কল্চি, মার্ক্যারি, নাক্স-ম, ভেরে-অ্যাম।

৪, দিনেরবেলা কেবল—হিপার, পেট্রো, পাইলোক্যাপাস।

৫, রাত্রে ও বৈকালে—আস, বেলিস, বোভিষ্টা, ক্যালকে-কা, চাঘনা, নাক্স-ম, পডো, পালসে, সোরা, রাসটক্স, ট্রুসি, সালফা, মার্ক, থুজা, থুথো।

৬, অভিপ্রভাত্রে—অ্যাসে-অ্যাসি, অ্যালো, আইরি, লিলিথা-টি, হেডো, নেই-সালফ, নাইট্রি-অ্যাসি, ক্যামো, নাক্স-ভমিকা, পেট্রো, কস, পডো, সোরাই, রাস-ভেনিনেটা, রিউমক্স, টিকটা, সালফ, থুজা, থুথো।

উদারোগ বা চিস্ত বৈকল্য—অ্যাগারি, অ্যানাক, ব্রাই, ক্যানাবিস, ক্যামো, চাঘনা, সাইক্সে, কুপ্রাম, কেলি-বাই, ইয়ে, ল্যাকে, মার্ক্যারি, নাক্স-ভমি, মন্ডাস, কস, প্রাটি, পল্লে, রাসটক্স, সিকেলি, স্পাইক্সে, ট্যারে, থুজা, ভেরেট্রাম, অ্যাবসিন, অ্যানিকা, আস, অ্যাট্রি, ব্যাপ্টে, বেল, ক্রোরেলাম, সিমিসি, ফ্রোকাস, কুপ্রাম-অ্যাসে, প্রোন, হাঘো, কেলি-ব্রোম, লায়োসি, লিলিয়া-টিগ, লাইকো, নেট্রাম-মি, ওপি, ওরিগে, প্যাসিফ্রোয়া, পিকরিক-অ্যান্ডি, সালফা, ট্র্যামো, অটিলে, ভেবে-অ্যাম, ট্যাবেটিউলা-চিস, ক্যামোসামাস।

বিদারবাহু—অ্যাভেনা, অ্যালিউ, অ্যানা, আর্জে-নাই, আসে, অরাম, ব্যাপ্টে, বেলেডোনা, ক্যাকটাস, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাকুর, কট্টি, সিমিসি, চাঘনা, কফিরা, কোনারা, সাইক্সে, ডিজি, ফেরাম-মেটা, জেলস, হেলিবো, হেলোনি, ইয়ে, আরো, ল্যাকে, লিলিয়াম, লাইকো, নেট্রাম-মি, নাক্স-ম, নাক্স-ভমি, ওলি, কস-অ্যাসি, কস, পিকরিক-অ্যাসি, প্রাটি, প্রাথম-অ্যাসি, পাল্লে, সিপিয়া, সোলেনাম-ক্যারো, ট্র্যামো, সালফ, থুজা, অটিলে, ভেবে-অ্যাম, ভেরে-ভিবি।
বৃদ্ধিপের-বৃদ্ধিপ্রাণ—অ্যানাকা, এপিস, ক্যালকে-কস, হেলিবো, কেলি-আয়োড, মার্ক্যারি, পডো, কোনা।

আত্মহত্যার প্রবণতা—অ্যালিউ, অ্যানা, অ্যাটিম-কুড, আস, অরাম, চাঘনা, ফিউলিগো, ইয়ে, আরো, কেলি-ব্রোম, স্তাজা, নেট্রাম-সা, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, পল্লে, রাসটক্স, সিকেলি, সিপি, সাইলি, অটিলেগো, ভেরেট্রাম-অ্যাম, মার্ক্যারি, ইত্যাদি।

চৌধ্য-উদাহ (Kleptomania)—অ্যাবসিহ, সাইকো, সেনিকিউ, ট্র্যামো, ভেরেই-অ্যাম, ভেরেট্রাম-বাই, আস, ব্রাইও, লাইকো, ল্যাকে, নাক্স-ভমি, সালফ।

উপবংশ (Syphilis)—ইথিওপস, আলনাস, অ্যানাকার্ভি, অ্যাপ্টিম-জুড, আর্জেন্ট-আয়োড, আস', আস'-ব্রোম, আস'-আবোড, আস'-মেটা, আস'-সাল্ফ-ক্রে, অ্যাসা, অরাম-আস', অরাম-আয়োড, অরাম-মেটা, অবাম-মিউ-স্কাট, অরাম-মিউর, ব্যাডিয়ে, বার্কোরিস, ম্যাকিউফোলিয়াম, ক্যাল্কে-ক্লোর, কার্কো-অ্যানি, কার্কো-ভেজ, কষ্ট, চিনি-আস', জিনাবেরিস, কথুরেজো, একিনে, ক্রোয়িক-অ্যাসি, ক্রাসিসকা, জেলস, গ্র্যাফাই, গুয়েকাম, হিণায়, হাইড্রোকোট, হিপোজিনিমাম, আবোড, জ্যাকারেডি, কেলি-বাই, কেলি-আরড, কেলি-মি, ক্রিয়ো, ল্যাংকে, লোনিকেরা, লাইকো, মার্ক-অরোমেটার, মার্ক-ব্রো, মার্ক-কর, মার্ক-ডাল, মার্ক-আবোড-ক্রেবাস, মার্ক-আবোডটাম, মার্ক-নাটি, মার্ক-ভাই, মেজ, নাইটি-অ্যাসি, অসমিথস, ফসফোরিক-অ্যাসি, ফস, ফাইটো, প্র্যাটি-মিউর, সোরিশাম, রাস-ম্যাবুরা, সারসা, ট্যাফি, টিলিজি, সলফর, সিকিলি, থুজা, ভায়োলা।

উপভূজা—সিনাবেরিস, কলো, মার্ক-কর, মার্ক-সল, মার্ক-বিন-আবোড, নাইটি-ক-অ্যাসি, ল্যাংকে, রসটল।

উদর শূল—অ্যাকো, অ্যাক্রিনেলিন, অ্যাসো, অ্যালিউমিনা, আর্জেন্ট-নাই, আর্গি, আস', ব্যারাই-কার্ক, বেল, ব্রাই, কস, অ্যাসিটি, কার্কো-ভে, ক্যামো, চিনি-আস', সাইকি, সিনা, চাঘনা, ককিউ, ককি, কলিন, কলচি, কলোফা, ক্রোটনটি, কলোসিঙ্ক, কুগ্রাম-অ্যাসে, কুগ্রাম-মেটা, সাইক্রে, ডিজি, ডায়াক্স, ফিলিক্স-মাস, গ্যাথো, গ্রাটি, ইয়ে, ইপি, আইরি, আইরিস-ভাস', ট্যানে, লেপ্, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ক, ম্যাগ্নে-কস, মেছা, মার্ক-কর, মার্করি, মরফিন, নেট্রাম-সা, নক্স-ভমি, ওপি, অক্সালিক-অ্যাসি, প্রাখাম-মেটা, প্রাখাম-অ্যাসিটি, প্রাখাম, পডো, পালসে, র্যাকেনা, রিউম, রাসটল, স্যাথুকা, সারসা, সেনা, সিসি, সিনা, ট্যানাম, ট্যাকফ, টিকনিন, থুজা, ভেরেই-অ্যাক্স, ভাইবার্ণাম অপি, জিকাম-মেটা।

পর্যায়ক্রমে শিরঃসূর্ণন—কলোফাই, স্পাইজিলিয়া।

১. শিউদিগের—জথুজা, অ্যাসা, বেল, ক্যাল্কে-কস, ক্যামো, সিনা, কলোফা, ইলি, জ্যালেকা, কেলি-ব্রোম, লাইকো, ম্যাগ্নে-কস, মেছা-পিপা, রিউম, সেনা, ট্যাফি।

২. পিত্ত পাথুরী—অ্যাক্টো, বেল, বার্কো-ভাল, ব্রাই, ক্যাল্কে-কা, কার্ডুরাস-মেরি, ক্যামো, চিবজায়াস, চাঘনা, কলোফা, ডায়াক্স, ইপিকা, আইরিস, লাইকো, মেছা, মরিন-অ্যাসি, পডো, রিসি, টেটরি, ট্রাইয়টি।

৩. পুরাতন—লাইকো, ট্যাকাই।

৪. ক্লোরের কল—ক্যামো, কলো, ট্যাকাই।

৫. ঠাণ্ডা লাগিয়া—অ্যাকো, সেপা, ক্যামো, কলো, নাক্স-ভমি।

৬. কুমির জন্ম—আটমিসিরা, বিসমা, সিনা, ফিলিক্স-মাস, গ্র্যানোটাম, ইজিগো, মার্ক-সাল্ফ, নেট্রাম-কস, স্যাবাডি, স্পাইজি।

৭. কতুকালীন—কলোভোনা, ক্যাক্টো, ক্যামো, ককিউ, কলো, পালসে, সিকেলি ত্রীয়োপে থেথ।

অ্যাপিওলিন—অ্যাসিটনিলিড, অ্যাকো, অ্যামন-অ্যাসি, অ্যাপিওলিন (Apiole) এপিস, এপিয়াম-ভেরাস, অ্যাক্টো, অ্যাক্তেনা, বেল, বোরাক্স, ব্রোমি, ব্রাই, ক্যালকে-কার্ক, কলো, ক্রোকাস, কুগ্রাম-মেট, ডালকা, ইপিকোগাস, (Eptphegua), কেরাম-মেট, কেরাম-কস, জেলস, মোনি, ব্রাকেলি, গ্র্যাকাই, হেলিনো, হায়ো, ইয়ে, কেলি-পার, লিলি-টি, ল্যাক, ম্যাগে-কার্ক, ম্যাগে-মিউর, ম্যাগে-কস, মার্কি, মরফি, নাক্স-ম, নাক্স-ভমি, ওপি, প্র্যাটি, পালসে, রাস-টক্স, স্যাবাই, স্যান্ডু, সিকোল, সেনি, সিপি, ট্র্যামো, থাইরই, অষ্টিলেগো, ভেরেট-অ্যাক, ডাইবার্ণাম-ওপি, ডাইবার্ণাম-প্রপি, জ্যাহা, জিকাম।

অনির্যমিত (প্রত্যেক দ্রুত সত্ত্বাহ অন্তর)—বোভিট, ক্যালকে-কা, ক্যালকে-কস, ক্যাক্টোরিয়াম ক্রোকাস, কেরাম-কস, হেলোমি, ইয়ে, ম্যাগে-সা, মেজে, মিউরেক্স, নাইটি-অ্যাসি, নাক্স-ভ, কস-অ্যাসিড, কাইটো, স্যাবাই, সিকেলি, থাম্পী, ট্রিলি।

অপরিণত বসে—অ্যামন-কার্ক, ক্যালকে-কা, ককিউ, কোনা, সাইক্রে, ইয়ে, কেলি-কা, লিলি-টি, ম্যাগে-কস, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভমি, ওলিয়াম-অ্যানি, কস, সিপি, সাইলি, সাল্ক, জ্যাহা।

একজিম—টম্বিগস-অ্যাক্টিমনি, অ্যালানাস, অ্যানা-কা, অ্যাহা, অ্যাক্টি-কু, অ্যাস', অ্যাস'-আয়োড, বার্কারিস-ভা, বোরাক্স, বাভ, ক্যাদকে-কা, ক্যাহা, ক্যাপসি, কার্কো-অ্যানি, কার্কো-ভে, ক্যাক্টর-ইকিউ, (Castor equi), কটি, সাহকি, ক্রিমে, কমোকে, ক্রোটন-টি, ডালকা, ইউকবি, ফ্রোরিক-অ্যাসি, ফ্রাক্সিনাস, গ্র্যাকাই, হিপার, হাইড্রো, জুগলেন-সিনিরিয় (Juglans Cinerea), কেলি-অ্যাস', কেলি-সাল্ক, ক্রিমে, লাইকো, ম্যাগেনা-অ্যাসি, মাক-কর, মার্ক-ডাল, মার্ক-সাল্ক, মার্ক-প্রি-কব (Merc Pracci) rub), মেজে, মিউরি-অ্যাসিড, নেট্রাম-অ্যাস', নেট্রাম-মিউ, নাক্স-জগেল, ওলিয়েভার, পেট্রোলি, প্রাথম, পডো, প্রিমুলা-ভেরিস, (Primula Veris), সোরি, রাস-টক্স, রাস-ভেনেনেটা, সান্স', সিপি, সুকাম-চক, সাল্ক, সাল্ক-আয়োড, থুজা, টিউবার, অষ্টিলে, ভিন্কা, ডায়োলা-টাই, জেরোকাইলাম (Xerophyllum), এক-রে।

তরুণ—অ্যাকো, অ্যানা, বেল, ক্যাহা, চিনি-সা, ক্রোটন-টিগ, মেজে, রাস-টক্স, সিপি।
কাণের পচাতে—অ্যাস'-আয়োড, বোভি, গ্র্যাকা, হিপার, কেলি-মি, লাইকো, মেজেরি, ওলিয়ে, পেট্রো, সোরিয়াম, রাস, ক্রোকুলেরিয়া, সিপি, ট্যাক্সিস, কর্ণরোগ দ্রষ্টব্য।

মুখ মণ্ডলের—অ্যানা, অ্যাক্টি-কু, অ্যাসিলিন, ক্যালকে-কার্ক, কার্কসি-অ্যাসি, সাইকিউ, কর্কাস, ক্রোটন-টি, কেলি-অ্যাস', লেডাম, মার্ক-প্রো-কব, সোরি, রাস, সিপি, সাল্ক, সাল্ক-আয়োড, ভিন্কা।

হাতের—অ্যানাগেলিস, ব্যারাই-কার্ক, ব্যার-ডাল, বোভিট, ক্যালকে, গ্র্যাকাই, হিপার, জুগলেন-সিনিরিয়, ক্রিমে, ম্যাগেলি, পেট্রো, পিক্স-লিকিউ, প্রাথম, রাস-ভেনেনেটা, ত্রানিক, সিলিসি, সিপি, টিলিজিয়া।

মাথার—অ্যাস্টেকাস, ক্যালকে-কার্ক, সাইকি, ক্রিমে, ফ্রোরিক-অ্যাসি, হিপার, কেলি-মিউ, লাইকো, মেজেরি, নেট্রাম-মিউর, ওলিয়ে, পেট্রো, সোরিয়াম, সিপি, সিলি, ট্যাকাই, সাল্ক, টিউবার, ভিন্কা, ডায়োলা।

একজমা—শীতকালে—সোরিণাম।

একজ্বর—(অবিরাম জ্বর) অ্যাকো, ব্রাইয়ো, সিনা, ইউপে-পাফো, ফেরাম-কস, গ্র্যাফা, ইপি, জেলস, নাক্স, পালসে, রাস-টক্স, সালফা, ভেরেট্রাম।

একশিরা বা কোষবর্জিত—অ্যাকো, অ্যাক্টি-টা, অ্যাক্স-নাই, অ্যাক্সে-মেট, বেল, ব্রোমি, ক্যামো, চিনি-সালফ, চাযনা, ক্রিমে, কিউবে, জেলস, ছায়া, কেলি-সা, মার্কাবি, নাইটি-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, ফাইটো, পালসে, রডো, স্পঞ্জিয়া, সাইলি, হাইড্রোকোটাইল-এসেবাটিকা।

.. পুরাতন—অ্যাক্সেট, অরাম, ব্যারাই-কাক, ক্যালকে-আযোড, চাযনা, ক্রিমে, কোনা, জেলস, তিপার, হাইপা, অ্যো, কেলি-আযোড, লাইকো, মার্কাবি, নাইটি-অ্যাসি, ফাইটো, পালসে, বডো, রাস, স্পঞ্জিয়া, সালফ।

ওলাউঠা বা কলেরা (এসিয়াটিক :- অ্যাকো, আস', ক্যান্ডর, ক্যামো, কার্বো-ভেজ, সাইকি, কল্চি, কুপ্রাম-আসে, কুপ্রাম-আস', কুপ্রাম-মেট, ইউকফিথা-করোলেটা হাইড্রোসি-অ্যাসি, চপিকা, পডো, কেলি-ব্রোম, ল্যাকে, কোত্রা, ওপিয়া, নাক্স-ভমি, কস-অ্যাসি, কস্ফো, সিকেলি, রিসিনাস, নিকোটিন, ভেরেট্রাম, সালফা, ট্যাবেকাম, টেরি, জিকাম-মেট, অ্যাক্টিম-টাট, লরোসিবেসাস, গ্যাথোজ, জ্যাট্রোফা।

শিউরেগেব - অ্যাকো, ট্রুঞ্জা, অ্যাক্টি-টা, অ্যাক্টি-কুড, এপিস, অ্যাক্সে-নাই, আস, বেল, বিসমাথ, ব্রাইও, ক্যাডমি-সালফ, ক্যালকে-আসে, ক্যালকে-কাক, ক্যালকে-কস, ক্যান্ডর, ক্যান্ডর-মনোব্রোমাইড, ক্যাগা, ক্যামো, চাযনা, কলো, ক্রোটন-টি, কুপ্রাম-আস', কুপ্রাম-অ্যাসি, কুপ্রাম-মেটা, কিউফিথা (Cuphea), ইউকফিথা, ফেরাম-কস, হাইড্রোসি-অ্যাসিড, আইডোফর্মাম, ইপি, আইবিস, কেলি-ব্রোম, ক্রিযোজো, নবোসি, মার্ক, নেট্রাম-মি, অক্সালি-অ্যাসিড, প্যাসিফ্লোরা, কস, ফাইটো, পডো, সোরিণাম, রিসোরসিন (Resorsin), সিকেলি, সিন্টিয়া, সাইলি, সালফ, ট্যাবেকাম, ভেবেট্রা-গ্যাথ, জিকাম-মেট, গ্যাথোজিয়া, ইত্যাদি।

মরবাস (morbus)—অ্যাক্টি-টা, আস', ক্যামো, ক্যান্ডর, ক্রোরোম, কল্চি, কলো, ক্রোটন-টি, কুপ্রাম-আস', কুপ্রাম-মেট, এলিটিস, গ্র্যাটি, হাইড্রোসি-অ্যাসি, ইপি, আইরিস, ওপি, পডো, ওপারকুলিনা (operculina), সিকেলি, ভেরেট্রাম-অ্যাস।

দেহ-প্রধান ও বেদনাপূর্ণ—ভেরেট্রাম, অ্যাকো, চপিকাথ, আইরিস।

.. বেদনাশুল্ল—রিসিনাস, জ্যাট্রোফা, ইউকফিথাম।

.. বমন-প্রধান—ইপিকাক, অ্যাক্টিম-টা, আসে, কস্ফোরাস।

রক্তশ্রাবী—মার্ক-কর, ফেরাম-কস, কস্ফোরাস, বিসিনাস।

শক্যাত্তিক—আসেনিক, অ্যাকোন, নিকোটিন, ভেরেট্রাম।

শক (dry cholera) ক্যান্ডর, আসেনিক, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড।

ওলাউঠা বা কলেরার প্রতিষেধক হিসাবে—ক্যান্ডর, কুপ্রাম-মেট ৩০ ও

ভেরেট্রাম ৩০ মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দিলে উপকার দর্শে। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে যখন কলেরা মহামারী হিসাবে দেখা দেয় তখন যে যে ঔষধ দ্বারা বেশীর ভাগ রোগী আরোগ্য হয় তখন সেই সেই ঔষধ প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করিতে দিলে এই রোগের প্রবল আক্রমণ আর থাকে না।

কমোআদ—জীলোকদিগের—আবু, ব্যারাট-মিউর, ক্যালকে-ফস, ক্যান্ডার, ক্যান্ডা, কোকা, ডাফা, ফেরলা-মেণ্ডকা, ফ্রোরিক-আসি, গ্র্যাটি, হায়ো, কেলি-ব্রোম, ল্যাক, লিলি-টিগ, মিউরেক্স, অরিগেনাম, ফসফো, প্রাটি, ব্যাকেনাস, রোরিনিয়া সেলিক্স-নাইগ্‌রা, ট্র্যামো, ট্রিকনি, ভ্যালেরিয়ানা, ভেরেট-আব, ক্যানাবিস, স্রাটাই, কোকা, মকাস, হাইথো।

„ পুরবদিকের—ক্যাঙ্কে-কার্ক, ক্যানাবিস, ক্যান্ডারিস, ক্যালেডিয়ান, বিউকো, ডাফা, হায়ো, কেলি-ব্রোম, মকাস, নক্সভমি, ওরিগে, ফসফো, পিকরি-আসি, প্রাটি, ট্যাক্রেট, জিঙ্কাম-ফস, আনাকা, গ্র্যাফাই, ল্যাকেসিস, লাটকো, ট্র্যামো, ভেরেটাম, ইত্যাদি।

কালশিরা পড়া—আণিকা, অ্যাসিড-ফস, অ্যাসিড-সালফ, ক্রোটেলাস, ব্রাই, কার্কো-ভেজ, কোনা, তিপার, লেডাম, ল্যাকেসিস, নক্স-ভমি, ফেরাম-ফস, পালসে, বাসটক্স, 'সিকেলি, সালফ, ট্যারেটুলা, সাইকিউটা, সিষ্টাস, ক্রোটন-টিগ, হাইড্রাস, জাগলান্স-সিনে, জাগলেন্স, রিজিয়া, মকিন, মিউরি-আসি, সালফি-আসি, ভেরেট-আব, ভাইপেরা।

কাল-জ্বর (Kala Azar)—অ্যাক্টি-কুড, অ্যাসেটিক-আসি, এপিস, আস', আস'-সালফ, আথোড, ক্যাঙ্কে-আস', ক্যাঙ্কে-কার্ক, ক্যাঙ্কে-ফস, কার্ভুরা-মেরি, কার্কো-ভেজ, ক্রোট, চেলি, চায়না, চিনি-আস', ল্যাকেসি, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভমি, নেটাম-মি, নেটাম-আস', ফস, পডোকা, পলসে, স্রাবাডি, সাগুকাব, সিমানোপাস, তিপার, স্রাপথালি।

কাসি—অ্যাকালিকা-ইণ্ডিকা, অ্যাসেটিক-আসিড, অ্যাকো, অ্যালিখাম-স্রাটাই, অ্যানু, অ্যানু-গ্রি, আমন-ব্রোম, আমন-কার্ক, আমন-কষ্ট, আমন-মিউর, অ্যাক্টিম-আস', অ্যাক্টিম-সালফ, অ্যাক্টি-টা, অ্যাবেনিয়া, আণিকা, আসে'নি, আস-আথোড, ব্রাই, ক্যান্ডা, কান্ডে-বার্ক, ক্যাপসি, কার্কলি-আসি, কার্কো-ভেজ, বালসাম-পেক, বেল, বিসমা, ব্রামি, কষ্ট, কুপ্রাম-মেট, কুপ্রাম-আসি, ডেসেরা, ডাফা, ইউ-পার্ক', ইউক্রে, ফেরাম, তিপার, হাইড্রো-অ্যানু, হায়ো, হায়োসিন, হাইড্রোব্রোম, ইয়ে, আথো, টপি, কেলি-বাই, কেলি-কার্ক, কেলি-ক্লোর, ল্যাক, লরসি, লাটকো, ম্যাগ্নে-ফস, ম্যাগ্নে-আসে, ম্যাগ্না, মেকাই, মার্ক-আ, মার্ক-এল, মাইবিসটি, নেটাম-মিউব, নাইট্রিক-আসি, নক্স-ভমি, ওপি, অসমি, ফিলাগ্রি, ফস, ফস-আসি, বাসটক্স, পালসে, রিউমেক্স, স্রাবু, স্রাবু, স্রাট, স্রিলা, সেনেগা, সাইলি, স্পঞ্জিয়া, ট্যানাম-আথোড, ট্যানাম-মেট, টিক্তা, সালফা, বিউকো, টিউবার, ভ্রাবাস, ভারোলা, সিকিলি, থুজা, ভেবেটাম, বাল-টলু, জিঙ্কাম, জিজিয়া।

„ যুড়ী—অ্যাকো, ব্রোম, ক্যালকে, তিপার, স্পঞ্জিয়া, সলফ, অ্যাক্টি-টা, কুপ্রা-আস', আস', আথোড, বেলাডো, ক্যালকে-ফস, কার্কোভেজ, ক্যান্ডা, ক্লোরিন, সিনা, আথোড, কেলি-বাই, ল্যাকেসিস, ফসফো, রিউমে, স্রানুনিয়া, কেথোসিন, মার্ক-সাবানেটাম।

জপিংকাসি—অ্যাকো, অ্যানু, অ্যানু, আমন-ব্রো, আমন-মিউর, অ্যাক্টি-টা, অ্যাক্টি-আস', অ্যানি, ব্যাডি, বেল, ব্রাইথো, ব্রোম, ক্যাপসি, কার্কো-আসি, কার্কো-ভেজ, কষ্ট, ক্যান্টেনিবা, সিবিবাম-অক্সি, বেলিস, সিনা, চায়না, কোকেইন, ককিউ, কোনা, কোরাগ্ৰিভম, কুপ্রাম-আসে, কুপ্রাম-মেট, ড্রোসে, ডাল, ইউক্রে, ইউক, কবমালিন, গ্রিগেলি, হিগার, হাইড্রোসি-আসি, ইপি, জিসিয়া, কেলি-বাই, কেলি-ব্রোম, কেলি-কা, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, কেলি-সালফ, লিডাম-ম্যা, লোবেলিয়া-ইনক্কাটা, ম্যাগ্নে-ফস, মেকাইটল, মার্করি,

শ্রাপ্ণাণিন, নাইটি-অ্যাসিড, ওপি, প্যাসিক্লোরা, ফস, পাল্‌সে, শ্রাশ্বকাস, শ্রাশ্বনে, সিলি, সাইলি, সোলেনাম, স্ট্রিটো, সাল্‌ফ, থাইমাস, টংগো ট্রাইফো, ভেরে-অ্যাব, ভায়োলা-ওডো, হাথোলি, পার্টুসিন, কোয়ালিন।

হপিংকাসি বা আক্কেগিক প্রবল কাসি রোগে ওলিয়াম শ্রাণ্টাল অর্থাৎ চন্দন তৈল ২৩ ফোঁটা চিনিতে বা বাতাসায ফেলিয়া বোগীকে সেবন কথিতে দিলে রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র নিরাময বা রোগমুক্ত হয়। উপরোক্ত ঔষধ ব্যতিবেকে ককসিনেলা-ককাস, ইউকর্কিয়া, ল্যাথাইরিস, ভার্সাসকাম ব্যবহার্য ঔষধ।

ছপিংকাসির ফলে ভড়কা—বেল, ক্যালকে-কার্ক, সিনা, কুগ্রাম-আস' কুগ্রাম-মেটা, হাইড্রোসি-অ্যাসিড, হাথোসি, ম্যাগ্নে-ফস্ফোরিক, নারসিসাস (Narcissus), সোলেনাম।

প্রথম অবস্থায়, আক্কেগিক কাসি—অ্যাকো, বেল, কার্কলিক-অ্যাসি, কার্কো-ভেজ, ক্যাম-টেনিয়া, সিনা, ককিউলাস, কোরালি, কুগ্রাম, ড্রসেরা, হাথো, ইপিকাক, ম্যাগ্নে-ফস, মেফাইট, শ্রাপ্ণা, নারসিসাস, শ্রাশ্বকাস, স্ট্যানাম, থাইমাস।

রক্তশ্রাবী—আর্গিকা, সিরিয়াম-অক্সালিকাম (Cerium ox.), কেরোলিয়াম, কুগ্রাম, ড্রসেরা, ইণ্ডিগো, ইপি, মার্ক্যারি।

শেবাবস্থায়—অ্যাক্টি-টা, চাথনা, হিপার, ইপি, পাল্‌সে।

বমনযুক্ত—অ্যাক্টি-টা, বেল, কার্কো-ভেজ, সিরিয়াম-অক্সালি, ককিউলাস, কুগ্রাম-মেটা, ড্রসেরা, ইপি, লৌবেলিয়া-ইনফ্রাটা, ভেরেট্রাম-অ্যাব।

শরীর রক্ত, দৃঢ় ও নীলবর্ণের হইয়া যায়—অ্যামন-কা, অ্যাক্টিম-টা, কার্কো-ভেজ, সিনা, কেরোলিয়াম, কুগ্রাম-অ্যাসে, কুগ্রাম-মেটা, আয়োড, ইপি, ম্যাগ্নে-ফস, ওপি, শ্রাশ্বকা, ভেরেট্রাম-অ্যাব।

কিউনির রোগ—তরুণ পুরাতন নেফ্রাইটিস—অ্যাকো, অ্যাক্টি-টা, এপিস, অ্যাপো, আস', অরাম-মিউর, বেল, বার্ক্যারিস-ডাল, ক্যানাবি-শ্রাট, ক্যাছা, চেলি, চিশাফিলা চিনি-সাল্‌ফ, কল্‌চি, কন্‌ভেলেরিয়া (Convallaria), কুগ্রাম-আস', ডিজি, ডাল্‌কা, ইউক্রে, ইউপাক, ফেরাম-আয়োড, ফস, চাথনা, গ্লোনি, হেলি, হেলো, হিপার, হাইড্রোকোটাই, আইরিস, কেলি-বাই, কেলিক্লোর, ক্যাল্মিয়া, টিউবারকু, ল্যাকে, মার্ক কর, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফস্ফোরিক-অ্যাসি, ফস, পিক্রিক-অ্যাসি, প্রাশাম-অ্যাসি, পলিগোনা, রাস-টক্স, শ্রাবাই, শ্রাশ্বকাস, শ্রাণ্ডল, স্কিনা, সিকেলি, সেনিকিউলা, টেরিবিথ, ভেরেট্রাম, জিকাম।

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিবার ফলে—অ্যাকো, অ্যাক্টি-টা, এপিস, ক্যাছা, ডাল্‌কা, রাস-টক্স, টেরিবি।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পর—ইউকলিপ্‌টাস।

ম্যালেরিয়া হইবার পর—আস' টেরিবি, ইউপেটো-পাক'।

গর্ভাবস্থায়—এপিস, অ্যাপো, কুগ্রাম-আস' ক্যাল, মার্ক-কর, শ্রাবাইনা।

পুরাতন আক্কেগিক নেফ্রাইটিস—এপিস, আসে'নি, অরাম-মেটা, অরাম মিউর-নেট, ক্যাষ্টাস, চিনি-সাল্‌ফ, কল্‌চি, কন্‌ভেলেরিয়া, ডিজি, ফেরাম-মেটা, ফেরাম-মিউর, গ্লোন, কেলি-কার্ক,

কেলি-আযোড, আযোডি, ককের লিম্ফ (Koch's lymph), লিথিয়াম-অ্যাসি, লিথিয়াম-বেজরিক, লিথিয়াম-কার্ব, মার্ক-কর, মার্ক-ডা, নেট্রাম-আযোড, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, ওপি, ফস্ফো-অ্যাসিড, ফস, প্রাখাম, প্রাখাম-আযোড, শ্রাঙ্ক, জিকাম-সিক।

কুনথ—নথকুনি—অ্যালিউমিনা, অ্যাণ্টি-কু, আস', অরাম, কার্ফো, চাযনা, কলচিকাম, কোনা, ডিজি, গ্র্যাফাই, হিপার, মার্ক, নেট্রাম, নাক্স-ভমি, পাল্‌সে, সিপিযা, সাইলি, সাল্‌ফার ইত্যাদি।

কুষ্ঠরোগ—(Leprosy)—অ্যানা, আস', অ্যালিউমিনা, ব্যাডিথেগা, ক্যালেক্ট্রিস, কার্বলিক-অ্যাসি, চাশমুগরা, কমোক্র, কুপ্রাম-অ্যাসি, ইলাইস, গ্র্যাফা, হোয়ানান, হাইড্রে', অ্যাট্রোফা, ল্যাকে, মার্ক সাল্‌ফ, শুযানো, ইন্ডাফি, ফস, সিকেলি, সিপিযা, সাইলি, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-কার্ব, মাগ্নে মিউর, পেট্রোলিয়াম, কেলি-আযোড ইত্যাদি।

কোষ্ঠকাঠিন্য—অ্যাবসি, আকো, ইস্ক্লাস, অ্যাগাবি, এলিটি, অ্যালোজ, অ্যালিউমেন, অ্যামন-কার্ব, অ্যামন-মিউর, অ্যানাকা, এপিস, অর্লিকা, অ্যাসাবাম, বার্বারিস-ভালগা, ব্রাই, ক্যালকে-ফ্রোব, কার্বলিক-অ্যাসি, ক্যাসকাবা, কষ্টি 'চেলি', চিযোন্ডাস, চাযনা, কোঁকা, কলিন্সো, ক্রোকাস, ডলিকস, ইউক্রে, ইউকেনিয়া-চিকিউনি (Eugenia checuni), ইউওনিমিন (Euonymin), ফেল-টৌরি (Fel Tauri), ফেবাম-মেট, জেলস, প্লসারিগ, গ্র্যাফাই, গ্র্যাটিওলা, শুযেকাম, হিপাব, হাইড্রাস, ইয়েসিয়া, আইবিস, কেলিগাই, কেলি-কার্ব, কেলি-মি, ল্যাকেসি, লাইকোপডি, নেট্রাম, নাক্স-ভম, ওপি, প্রথ, পডোফাই, ফফ, পাল্‌স, সিপিযা, সাইলিসিয়া, সাল্‌ফার, থুজ', জিকাম-মেট, বার্বারিস, রিউটা, র্যাটান, সাসা, ভার্বাকাম, ভাইবার্ণাম, ষ্ট্যানাম, সোরিগাম, ল্যাকে-টিক্রে', মাগ-মি, নাইট্রি-অ্যাসি, ল্যাক-কান, মার্কু', মেজ্‌জিবি, ব্যারাট-মিউ, অ্যামন-মিউ, কেলি-সাল্‌ফ, কেলি-বাই, পাইরোজেন, ভেবেট্রাম ইত্যাদি।

কৃমি (Worms)—(১) ফিতাজাতীয় (Tape)—অ্যাস্‌, আস', ক্যালকে-কার্ব, কর্কো-ডেজি, ক্যামো, গ্র্যাফাই, ইয়ে, মার্ক-সল, নাক্স-ভম, প্র্যাটিনা, পিউনিকা, গ্র্যানোটাম, পেট্রোলিয়াম, ফফ, পাল্‌স, ফিলিক্স-মাস, সাইলি, ষ্ট্যানাম, সাল্‌ফার ইত্যাদি। হেরিং মতে দুই মাত্রা সাল্‌ফার ৩০।

বড় বড় কৃমি—অ্যাকোম, সিনা, কুপ্রাম, ফেরাম, মার্ক-সল, শ্রাবাডলা, ক্যালকে-কার্ব, হিপার, সাল্‌ফার।

কৃমিজন্ম প্রতি রাত্রিতে শূলবেদন ও আক্কেপ—ভ্যালেরিয়ানা, চাযনা, ইয়েসিয়া।

শিশুদের তড়কা (Convulsions)—বেল, সাইকি, সিনা, হায়স, ট্র্যামো।

অলৌক দর্শন (Hallucinations)—বেলাডো।

কৃমিধাতু বিনাশ জন্তু—ক্যালকে-কার্ব, সাইলিসি, মার্ক, সাল্‌ফার ইত্যাদি।

চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা কৃমি—শোণিত বীটজন্ম রোগ বিশেষ—হাইড্রাটিস, ফটা, অ্যাসিড-নাইট, পিওনিয়া, ক্যানাবিস, হ্যামামেলিস, জ্যাখোলিন, টেরিবিহ, ওলিয়ারাম, ক্যাল ইত্যাদি।

চ্যাপ্টা গিলি কৃমি (তত্ত্বননকারী কৃমি) (Dracontiasis)—টিউক্রিয়াম, মার্ক-বিন। ভারতীয় দীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকায় এই রোগ অধিক।

বর্তলাকার কৃমি (Round worms) ভাষোলা ওডোরোটা, ষ্ট্যানাম ।

ডাঃ হিউজ ও টেট্টার মতে—লাইকোপ, ইপিকাক ও ভেরেটাম ।

কর্ণ ও নাসা-কৃমি—জলে অল্প চূর্ণ মিশাইয়া ধীরে ধীরে পিচকারী করা ।

খিলধরা (Cramps) পায়ের ডিমে (In calves)—অ্যালাম, অ্যাঘ্রা, অ্যানাকার্ড, ক্যামো, চাঘনা, ক্তোনাযাম, কুগ্রাম, কোলট্রাম, ফেরাম, গ্র্যাফাই, ইথেসিস, নেট্রাম-কার্ক, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নক্স-ভুম, ফফ, পাল্গ, ব্রিস, পডো, সিকেলি-কর্ণ, সিপি, সাইলি, সাল্ফার, স্পাইজে, ট্র্যামো, ট্রিবেটাম ।

ওলাউঠাফ (With vomiting and purging)—ক্যাম্ফার, কুগ্রাম-অ্যাসেটিকাম, ইপিক, আইরিস, চাঘনা, অ্যাট্রিফা, ল্যাকেসিস, নাক্সভম, পডোফাইলাম, নিকোটিন, ট্যাবেকাম, ষ্ট্যানাম, ভেরেটাম ইত্যাদি ।

খুস্কি (মরমাণ)—আগাফি, আর্জেন্ট, আস, অবাম, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ক, ক্যাছা, ক্রিমেটি, ডাল্কা, গ্র্যাফাই, ক্রাইসোফ্যানিক-অ্যাসিড, ক্রিমোজো, ল্যাকে, লেডাম, লাইকোপ, মার্ক, নেট্রাম, ওলিয়েণ্ডার, পেট্রো, ফফোরাস, সিপিযা, সাইলি, সাল্ফ, থুজা, র্যাডিয়াম-ব্রোমাইড, ব্যাসিলিনাম, প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইবাছে ।

খোলস উঠা (Psoriasis)—অ্যালাম, অ্যাঘ্রা, অ্যামন-কার্ক, আস, আস-আবোড, অরাম, ব্রাযো, ব্যাসিলিনাম, বোরাঙ্ক, ক্যাল্কে, কার্কলিক-অ্যাসিড, ক্রিমেটিস, কোম্বালিযাম, ক্রাইসো-অ্যাসিড, গ্র্যাফাইটিস, আইরিস, আবোড, কেলি-বাই, লেডাম, লাইকোপোড, ম্যাথেসিফা, ম্যাথো-কার্ক, মার্ক-সল, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নুফার-লুট্রা, সিট্রো, ফফ, ফাইটো, র্যানান, রাস-টক্স, স্ত্রারাসি, সিপিযা, সাল্ফ, টেলুর, টিউক্সিয়াম, বার্কারিস, একুই, কোনাযাম, থুজা ।

খোঁচুনি (তাক্কেপ বা তড়কা দেখা) ।

গঁওমালী (Scrofulous)—আস, আস-আবোড, এগ্রাস, ইথিযম্প, আলনাস, কুব, এসাকি, অরাম, এপিফেগাস, ব্যাডিবাগা, ব্যারাইটা, বার্কারিস, বেলাড, ক্যাল্কে-কার্ক, ক্যাল্কে-ক্লুর, ক্যাল্কে-আবোড, ক্যাল্কে-ফস, কষ্টিকাম, চিমাফিলা, সিনা, সিট্রাস, কোনাযাম, কোরাই-ভ্যা, কর্ণাস, গ্র্যাফাই, হেক্সালাভা, হিপার, হাইড্র্যাটি, ক্যালি-বাহ, ক্যালি-ব্রোম, লেপিস, অ্যাঘ্রা, লিথিয়ম-কার্ক, লাইকোপোডি, ম্যাথো-মিউর, মার্ক-সল, মেজেরিয়াম, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ওপিযাম, পেট্রোলি, ফাইটোলেজা, সোরিনাম, রাস-টক্স, স্ত্রাকেরাম, সাইলিসিয়া, সার্সাপে, স্পঞ্জিয়া, সাল্ফার, থিরিডিয়াম, থুজা ।

• হাঁচিতে অসমর্থ—ক্যাল্কে-কার্ক, ব্যারাইটা-কার্ক, সাল্ফার ইত্যাদি ।

• গ্রন্থিবৃদ্ধি সহ স্বকের পীড়া—অরাম, হিপার, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সাল্ফ ।

• গ্রন্থিবিকৃতি—এসাকি, অরাম, হিপার, সাইলি, সাল্ফার ।

• পেটভাগরা (Pot-bellied)—আস-আবোড, ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, সিনা, সাল্ফার ।

গর্ভপাত বা গর্ভপ্রাব (Miscarriage, abortion) প্রথম কয়েক মাসে—গর্ভপ্রাব ঘটিলে—
এপ্রিস, শেষ মাসে—ওপিযাম, দ্বিতীয় তৃতীয় মাসে—এপিস, সিমিসি, ক্রোকাস, স্ত্রাবাইনা, সিকেলি, থুজা, ট্রিলিয়াম । ৫ম হইতে ৭ম মাস—সিপিযা, গর্ভাশয় সংশোধক

এবং পুনঃ পুনঃ রোগপ্রবণতা দূরিত্ত্ব করার জন্য—সিলিকা এবং জিক্‌স-মেটালিকাম।
 অ্যাকোন, এলিট্রিস, অ্যাপু, এপিস, আর্গিকা, অ্যাসেরাম, অরাম, নেট্রো-ব্রোম, বেলাড,
 ব্রাইয়ো, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাল-ক্রোর, ক্যানাবি, ক্যানাবি-স্তাটা, ক্যার্কো-ডেজ, কলো-
 ফাইলাম, সিড্রন, ক্যামো, চাঘনা, সিমিসি, সিনামোমাম, ককুলাস, ক্রোটেলাস, ডিজিটেলিস,
 ডাল্‌কামারা, ফেরাম, জেলস, সিপি, ছামামে, হেলোনি, হায়সা, ইপিকা, কেলি-কার্ক,
 ক্রিযোজো, লাইকোপ, মার্ক, মিলিফো, নাক্স-মস্কেটা, নাক্স-ভ, ওপিয়াম, প্র্যাটিনা, ফফোরাস,
 প্রাঘাম, পাল্‌সে, রাস-টস্ক, রুটা, স্তাবাই, সিকেল, সিপিয়া, সাইলি, ট্র্যামো, সাল্‌ফ,
 অষ্টিলেগো, ভেরেট্রাম, ভাইবার্ণ-ওপ, ভাইবার্ণাম-প্রশ, জিক্‌স।

গর্ভাবস্থায় রক্তশ্রাব—(১) বেলাড, ক্যামো, ক্রোকাস, ফেরাম, প্র্যাটিনা। (২) আর্গিকা,
 চাঘনা, সিনাবে, ইপি। (৩) মার্ক, নাক্স-ভ, ওলি, প্রাঘাম, সিকেল, সিপিয়া। (৪) এলিট্রিস,
 কলোফা, ইরিজিরন, অষ্টিলেগো।

গর্ভাবস্থায় মুচ্ছাভাব—চাঘনা, ওপিয়াম, ইথের, ডিজি, অ্যাসিড-ফস, একোন, মকাস, আর্গিকা
 ইত্যাদি।

শিরঃশীড়া দস্তশূল ও ঝাড়ুশূল—অ্যাকোন, অ্যানুসি, এপিস, অ্যাস'নিক, বেলাড, ব্রায়োনি,
 ক্যালকে, ক্যামো, চাঘনা, সিমিসি, কফিফা, কলোসিঙ্ক, জেলস, হায়োসায়েন্ডাস, ইথের,
 ক্যালমিয়া, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ক, মার্ক, মেজ, নাক্স-মস্কেটা, ওপি, ফফ, প্র্যাটেনো, পাল্‌সে,
 র্যাটান, রাস-টস্ক, সিপিয়া, স্পাইজে, (জ্বীলোকবিগের শিরোশূলে কার্য্যকরী), ষ্ট্রাক,
 ভার্কাসাম।

পৃষ্ঠে ও কোমরে বেদনা—অ্যাকো, ব্রাইয়ো, রাস-টস্ক, সিকেলি, আর্গিকা, ক্যালকে-কার্ক
 কষ্টিকাম, ক্যামো, পাল্‌স, ফফোরাস।

লালাশ্রাব—এপিফেগস, জ্যাবোবাণ্ডি, কেলি-আয়োড, মার্ক, নেট্রাম, পাল্‌স, সিনা,
 সাল্‌ফার।

শোথ (Dropy)—আসিনি, এপিস, এপো, কল্‌চি, ডিজি, ডাল্‌কা, হেলোনি, হেলিবোরাস,
 লাইকো, ফেরাম, লেডাম, মার্ক, ফফোরাস, ফাইটোলেকা, রাস-টস্ক, সিনিসিও, সিপিয়া,
 সাল্‌ফার, টেরিবিঙ্ক।

গর্ভাবস্থায় অনিদ্রা—অ্যাকোন, অ্যাপু, বেল, ক্যাস্টাস, ক্যামো, কফিফা, জেলস, ছামা, ইথের,
 লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, নাক্স-ভ, ওপি, পাল্‌স, রাস-ট, ষ্ট্রাকি, ট্যারেন্টুলা।

গর্ভাবস্থায় পায়ে খাল ধরাতে নিজের ব্যাঘাত—ক্যামো, দুপ্রাম-আস', কফিফা, ফেরাম,
 নাক্স-ভ, ভেরেট্রাম-অ্যাবাম।

গর্ভবিলীন মুত্রে অণুলাল এবং মূত্রদোষ জনিত ঘোর বিকার—এপিস, আস', আস'-আয়োড,
 বেল, বেন-অ্যাসিড, বার্কেরিস, ক্যাস্টাস, ক্যাছা, চিনিমাম, কল্‌চিকাম, ডিজিটে, ডাল্‌কা,
 ফেরাম, হেলিবো, হেলোনি, কেলি-ব্রোম, কেলি-কার্ক, কেলি-মিউর, ল্যাকেসিস, লেডাম,
 লাইকোপ, মার্ক-কর, ফফ, ফাইটো, রাস-টস্ক, সিনিসিও, সিপিয়া, সাল্‌ফার, টেরিবিঙ্ক,
 ইউর্যানি-নাইট।

গর্ভাবস্থায় অজ্ঞানস্থান চ্যুতি—এলিট্রিস, অরাম, বেল, ক্যালকে-কার্ক, কলোফাই, সিমিসি,
কলিন্সো, হেলোনি, কেলি-কার্ক, লিলিয়াম-টিগ, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভ, ফেফোরাস, পডো,
পাল্‌স, সিপিয়া।

সমুখ আবর্তন—অরাম, বেল, কেলি-কার্ক, ফেরাম, হেলোনি, লিলিয়াম-টিগ, মার্ক,
নাক্স-ভ, প্র্যাটিনা, সিপিয়া।

গর্ভাবস্থায় উল্লুখন (Retroversion)—ইস্কলাস-হিপ, বেল, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-কস,
কলোফাই, সিমিসিফিউগা, ফেবাম, হেলোনিয়াস, কেলি-কার্ক, লাইকো, মিউরেক্স, নাক্স-ভ,
প্র্যাটিনা, সিপিয়া, সাল্‌ফার।

গর্ভকালে জ্রণের সঞ্চালন বা সঞ্চরণশীলতা—আণিকা, কোনাযাম, কন্ডাণে, এপোসা,
লাইকো, ওপি, সোরিণাম, সিপিয়া, সাল্‌ফার, থুজা।

গর্ভাবস্থায় গা-বমি-বমি ও বমি—অ্যাকো, অ্যালেটি, অ্যানাকা, অ্যাটি-টা, অ্যাপো-মরফিয়া,
আর্জে-নাই, আসে'নিক, ব্রাই, কার্কো-অ্যাসিড, সিরাম-অক্সি, সিমিসি, ককিউলাস, কল্‌চি,
কুপ্রাম-আস', সাইক্রে, ক্রাফেলি, গুসিপি, ইপি, আইরিস, কেলি-মি, ক্রিয়ো, ল্যাক্টিক-
অ্যাসিড, লোবেলিয়া-ইনফ্রা, ম্যাগ্নে-ক, মার্কারি, নেট-ফস, নাক্স-ভ, পেট্রো, ফস, পাল্‌স,
সিপি, ট্যাকিস, সিম্‌ফরি, ট্যাব্‌, থেরিডি।

গর্ভকালে জ্রণের সঞ্চালন—হিকা—সাইক্রে, (উদব দেখ)।

অজীর্ণ—অ্যানা, ক্যালকে-কা, ক্যাছা, ক্যাপ্‌সি, ডায়াস্কো, নক্স-ভ, পাল্‌স, (অজীর্ণ দেখ)।

উদরাম—ফেরাম-মে, পেট্রোল, ফস-অ্যাসিড, পাল্‌স, সিকেলি, সাল্‌ফা।

কোষ্ঠকাঠিন্য—অ্যালিউমে, কলিনসো, লাইকো, নক্স-ভ, ওপি, প্র্যাণ্টে, প্রাচাম, সিপি,
(কোষ্ঠকাঠিন্য অধ্যায় দেখ)।

কাসি—অ্যাকো, অ্যাপোসাইট, বেল, ব্রাই, ক্যামো, কষ্টি, কোনা, ক্লোরাল, ড্রসেরা, মোন,

হাথো, কেলি-ব্রো, ইপি, নক্স-ভ, ভাইভার্ণাম-অপি।

গলগুণ্ড—অ্যাসিড-ক্লুরি, অ্যামন-কার্ক, ব্রোমিয়াম, ক্যালকে, কষ্টি, আইওডিয়ম, লাইকো,
নেট্রাম, নেট্রাম-মিউর, নক্স-ভম, স্পঞ্জ, ট্যাকিসে, সাল্‌ফার।

গাত্রদাহ—অ্যাকোন, আস', বেল, ব্রাই, ক্যাছা, কার্কো-ভেজ, কষ্টি, মার্ক, নক্স-ভম, ফফ,
ফফ-অ্যাসিড, রস-টক্স, আবডি, সেনেগা, সিপিয়া, সাল্‌ফার।

গুটিকাকোষ—অ্যাসিড-হাইড্র, অ্যাসিড-নাইট্রিক, অ্যাকালিকা-টিক্‌ফা, অ্যাক্‌টিয়া-রেসি,
অ্যামন-কার্ক, আস', আয়ে; ব্যাপ্ট, ব্রোমি, অ্যাব্রোট, ব্রায়ো, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-
আস', ক্যালকে-ফস, ক্যালোট্রোপিস, কোভিযি, কার্কো-অ্যানি, ড্রসেরা, ইল্যাক্স, ইপিক',
কেরম-মেট, ফেরাম-ফস, গুয়েকাম, ইলিসিগম, আয়োডি, কেলি-কার্ক, ল্যাকেসি, থেরোসিরে,
লাইকো, মার্টস-কমিউনিস, মিলিফোলি, ম্যালেরি-অফিসি, ওলিয়ার-জ্যাক, নেট্রাম-আস',
ফেলানড্রিয়ম, ফফ, নাইট্রি-অ্যাসি, থ্যাম্পট, হিপার, স্পঞ্জ, থেরিডিয়ন, টিউবারকু, ব্যাসি-
লিনম, কোভিনম, জিরেনিয়ম, ইরিজিরণ, ফফ-অ্যাসি, মিউর-অ্যানি, স্তালি-অ্যাসি,
নক্স-ভম, পাল্‌স।

ওটিকানোষ—অশ্বেজ—অ্যামন-কার্ক, অ্যাস', অ্যাস'-আয়োড, অ্যালোজ, ক্যালকে-কার্ক, কষ্টিকম, ক্রোটন-টিগ, চাপারা-অ্যামর, (Chapara Amorge) আয়োড, হিপার, ক্যালমিয়া, ল্যাকেসিস, মার্ক, অ্যাসিড-নাইটি, ওপিষাম, জেলাপা, ফফ, প্রথম-অ্যাসাটি, রস-ট, পল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফ ।

„ সন্ধিসমূহের—অ্যাস', ক্যালকে, বেল, ক্যালকে ফস, চায়না, কলোসিস, আয়োডি, কেলি-কার্ক, কেলি-আয়ো, ল্যাকেসিস, লাইকো, মার্ক, ফফ, রস-ট, সাইলি, ট্র্যামো, সালফার ।

ওজ বায়ু বা মুচ্ছা বায়ু—আকোন, অ্যাম্বাস-কাষ্ট, অ্যাম্ব্রা-প্রেসি, অ্যামন-কার্ক, আনাকার্ড, এপিস, অ্যাস', অরম, বেল, ব্রোমি, ক্যাস্টাস, ক্যালকে-কার্ক, কাছা, কলোফাই, কষ্টি, সিড্রন, ক্যামো, কোবালি, ক্রোবোফ, সাইকিউ, সিমিসিফিউ, সিনামোন, কাকিউলা, কোনায়া, ক্রোকাস, জেলস, হায়াসা, হাইড্র-অ্যাসিড, ইগ্নে, আয়োডি, কেলি-ফস, ল্যাকেসিস, ল্যাকটিক-অ্যাসিড, লাইকোপডি, ম্যাগ্না-মিউর, মন্ডাস, নেট্রাম-মিউ, নক্স-ভম, নক্স-মন্ডে, প্যালাডি, ফফ, প্রাটি, পলিগোনম, পাল্‌স, স্ত্রাবাইনা, স্ত্রাস্ট্রুনে, সিনিসি, সিপিয়া, ট্যানাম, ট্যাকিসে, ট্র্যামো, সলফর, ট্যারানটুলা, থেরিডিয়ন, ভ্যালেরিয়ানা, জিঙ্কাম ।

„ জনিত আক্ষেপ—বেলোড, সাইকিউ, ইগ্নে, মন্ডাস, ট্র্যামো, ভেরেট্রাম, জেলস, কুপ্রম, পাল্‌স, সিকেলি, ট্যারান্ট লা ।

ওজবায়ু জনিত শিরঃসীড়া—ইগ্নে, আইরিস, ব্রাই, জেলস, হিপার, প্রাটি, সিপি, সুলফার ।

„ গল মধ্যে আক্ষেপ—লাইকোপডি, ম্যাগ্ন-মিউর, কষ্টি, অ্যাসাফিটি, কোনায়াম ইত্যাদি ।

„ বক্ষঃস্থলের আক্ষেপ ও শ্বাসরুদ্ধতা—ইগ্নে, মন্ডাস, কফিয়া, নক্স-মন্ডে, ট্র্যামো, কুপ্রম, ট্যারেণ্ট লা ।

„ আন্তঃব্যাধি ও জ্বায়ু বিকৃতি—কাকিউলাস, ইগ্নে, পাল্‌স, প্র্যাটি, কলোফাই, সিপিয়া, সিমিসিফিউ, এলিট্‌স ।

„ প্রতিনিষত নির্ঝক বা বিষণ্ণ অবস্থা—নক্স-ভম, মন্ডাস, ইগ্নে, ল্যাকেসিস, ইত্যাদি ।

„ অনিদ্রা—সাইপ্রিপি, জেলস, ইগ্নে, নক্স-ভমি, কফিয়া ।

ওজ্জ্বল ছিন্ন—প্রসব কবাইবাব সময় ধাত্রীব অসাধনতা বশতঃ অথবা উৎকৃষ্ট ভাবে সুরক্ষিত না হইলে ওজ্জ্বল ছিন্ন হইয়া যায় । ইহার ক্ষতের আবস্থানসারে আণিকা, ক্যালেক্স, হাইপাবিকাম, সাইসিসিয়া, প্রভৃতি ঔষধের প্রযোজন হয় ।

ওজ্জ্বল অংশ বা স্থানচ্যুতি—এপিস, বেল, ক্যালকে-কার্ক, সিনা, ইগ্নে, ফেরাম, লাইকো, কলচি, মিউবিয়-অ্যাসিড, নক্স-ভমি, পডো, ফসফো, সলফার, রুটা, স্ত্রাবাইনা, ল্যাকে ।
নির্গমন—আণিকা, জ্যামামে, ইগ্নে, মার্কসল, মেজে, নক্স-ভমি, ফাইটো, পডো, সলফা, ফেরাম-ফস, প্রভৃতি ঔষধ ইহার প্রতিষেধক হিসাবে ওজ্জ্বলারেরও আরোগ্যদায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয় । এই ঔষধগুলিও কার্যকরী—অ্যাস', ক্যালকে-ফস, লাইকো, ফস, রুটা, সিপি, সাইলি, থুজা ।

মল বাহির হইবার পূর্বে ও মল বাহির হইবার পরে যদি ওজ্জ্বলারের স্থানচ্যুতি ঘটে তবে পডোকাইনাম । মলত্যাগের পরে যদি ওজ্জ্বলারের স্থানচ্যুতি ঘটে তবে ইগ্নে, হাভো, কার্কো-ডেজ, টেরিবি, ইত্যাদি ।

শিশুরিগের নির্গমন হইলে—ইয়ে, ইতিগো, নক্স-ভমি, পডো, স্পঞ্জিয়া ।

গুহ্বারের সন্ধি প্রদাহ—আ্যাকো, বেলাডো, ল্যাকেসি, নক্স-ভমি, সাল্ফ, পডো ।

পুরাতন হইলে—কসফোরাস ।

তৎসঙ্গে সঙ্কোচন থাকিলে—বেল, কটি, ইয়ে, কেলি-বাই, মেজ, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ওপি, গ্রাহম ।

তৎসহ মূত্রাধারে কুহন সদৃশ যন্ত্রণা থাকিলে—অ্যালাম, অ্যালোজ, ক্যাপসি, হায়োসি, লাইকো, নেট্রাম, নেট্রাম-সাল্ফ ।

গুহ্বার হইতে শ্বেতপ্রদরের দ্বায় স্লেয়া নির্গত হইলে—বোবাক্স, সিপি, থুজা ।

গুহ্বার হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে—হ্যামামে, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফেরাম-ফস এবিভেরান ।

গোদ—অ্যানা, আস, অ্যাসাফি, ক্যালোট্রিস, কাল্‌ডুয়াস, ইলাইস, গ্র্যাফা, হ্যামা, হাইড্রোকো, অ্যাবোডি, লাইকো, মাইবিস, সাইলি ।

গ্রন্থিলজ্বর—বেল, ক্যালকে-কার্ক, ফাইটো, হিপার, ক্যালকে-আয়োড, অ্যাবোড, ব্যাবাইট-কার্ক, ব্যাসিলি, স্নাইলি ।

গ্রন্থির বিকৃতি ও ক্ষতি—অ্যালিউমেন, অ্যালিয়াম-স্ফাটাই, আস-অ্যাবোড, ব্যাডিয়েগা, বেলিস-প্যারি, ক্যালকে, ক্যালকে-আস, ক্যালকে-সাল্ফ, ক্যালকে-আয়োড, কার্কো-অ্যানি, কোনাথাম, গ্র্যাফা, হিপার, অ্যাবোড, কেলি-অ্যাবোড, কেলি-মিউর, মার্ক সল, মার্ক-প্রোটো-অ্যাবোড, স্পঞ্জি, সাইলি, সাল্ফার, হেল্লা-লাভা, সিকি, টিউবার-কিউলিনাম প্রভৃতি ।

গ্রন্থির বৃদ্ধি ও ক্ষতি—কফ বা বগলের—অ্যামন-কার্ক, অ্যাহুয়া, আস-অ্যাবোড, অরাম, ব্যাবাইট-কার্ক, বেল, ক্যালকে-কার্ক, কার্কো-অ্যানি, সিষ্টাস, ক্রিমে, কোনা, হিপার, অ্যাবোড, কেলি কার্ক, কেলি-অ্যাবোড, ল্যাকে, লাইকো, মার্করি, মার্ক-প্রোটো-অ্যাবোড, মার্ক-বিল অ্যাবোড, মার্ক-অ্যাবোড-কফ, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-সাল্ফ, মার্ক-কাম-কেলি-অ্যাবোড, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফস্ফো, পালসে, বাস, সিপি, সাইলি, সাল্ফ, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-অ্যাবোড, টিউবার ইত্যাদি ।

গ্রীবা দেশীয়—অ্যানাথি, অ্যামন-কার্ক, আস, অরাম, ব্যাডিয়েগা, ব্যাবাইট-কার্ক, বেলাডো, ক্যালকে-কা, কার্কো-অ্যানি, সিষ্টাস, ক্রিমে, কোনা, হিপার, অ্যাবোড, কেলি-কার্ক, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-সল, মার্ক-অ্যাবোড, মার্ক-কর, মার্ক-অ্যাবোড-কফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফস, ফাইটো, পালসে, সারসপ্যারি, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফার, সিকিলি, থুজা, অ্যাকোনাইট-লাই ।

তালুগলীয়—অ্যানাথি, অ্যাহুয়া, আস-অ্যাবোড, অরাম, অরাম-আস, অরাম-মিউর, ব্যারাইট-কার্ক, ক্যালকে-অ্যাবোড, ক্যালকে-ফ্রোবা, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-কার্ক, কার্কো-অ্যানি, কোনাথাম, গ্র্যাফাই, অ্যাবোড, কেলি-অ্যাবোড, লাইকো, মার্ক-প্রোটো, ফাইট, সাইলি, ফ্লোরিক-অ্যাসিড ইত্যাদি ।

কুঁচ-দেশীয় (Inguinal) এপিস, আস, অ্যাবোড, অরাম-মেট, অরাম-মিউর, অরাম-মিউর-ব্রোম, ব্যাডিয়ে, ক্যালকে-সাল্ফ, কার্কো-অ্যানি, প্রোটো, হিপার, মার্করি, মার্ক-অ্যাবোড, মার্ক-বিল-অ্যাবোড, বিউবোনিয়াম, নাইট্রিক-অ্যাসি, সাইলি, থুজা, সাল্ফার,

• ফ্লোরিক-অ্যাসি, কেলি-মিউর, বেসিলি, ব্যারাই-কার্ক, ব্যারাই-মিউর, ক্রিমে, ডালকা, গ্র্যাফা, কেলি-আঘোড, মার্ক-আঘোড-ফ্রেবা, মার্ক-সাল্ফ, ওসিমাম, প্যাঁলেডি, পাইনাস-সিলভেলটিস, রাস-টক্স, জিরোফাইলাম (Xerophyllum) ।

গ্রন্থির বৃদ্ধি ও ক্ষীতি—(Mesentric)—আত্রো, আঘোড, আস, অরাম, ব্যারাইটা-কার্ক ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-আঘোড, সাল্ফার, টিউবারকুল, সোরিগাম, আস-আঘোড, বেসিলি, কোনা, গ্র্যাফাই, আইডোফ, ল্যাপিস-অ্যাম্ব, মার্ক-কর, মেজে, (৩টিকা দোষ দ্রষ্টব্য) ।

গ্রন্থি ক্ষীতি প্যারটিট গ্রন্থির ক্ষীতি (Mumps)—আ্যকো, অ্যালিস, অ্যামন-কার্ক, অ্যাছু, অ্যাটি-টা, অ্যামন-মিউর, ব্যারাই-কার্ক, ব্যারাই-মিউর, বেল, ব্রোমি, ক্যালকে-কা, ক্যালকে-ফ্রোর, কার্বো-অ্যানি, ক্যামো, সিষ্টাস, ডাল, ইউক্রেসি, ফেরাম-ফস, হিপার, কেলি-বাই, কেলি-মিউর, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-ফস, মার্ক-কর, মার্ক-সাখা, মার্ক-আঘোড-ফ্রে, মার্ক-আঘো-ফ, মার্ক-সাল্ফ, ফাইটো, পাল্‌সে, রাস-টক্স, সাইলি, সাল্ফা, ব্রাইও, সালফ-আঘোড, ট্রাইকো, কোরাল-করাম ।

গ্রন্থি ক্ষীতি (পুরাতন) অ্যাকোনাইট, লাইকো, অুলনাস, আস, আস-আঘোড, অরাম, অ্যাসটেকাস (Astacus), অরাম-মিউর, ব্যাডিয়েগা, ব্যারাই-আঘড, ব্যারাই-মিউর, ব্রোমি, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফ্রোরি, ক্যালকে-আঘোড, ক্যালকে-ফস, ক্যালেক্সা, কার্বো-অ্যানি, সিষ্টাস, ক্রিমে, কোনা, ক্রোটন, ডালকা, কোরিডালিস (Corydalis), কেরাম-আঘোড, কেলি-কস, গ্র্যাফা, হিপার, আঘোড, কেলি-আঘোড, ল্যাকে, ল্যাপিস-অ্যাম্ব, লাইকো, মার্ক-সাখা, মার্ক-আঘো-ফ্রেবাস, মার্ক-আঘো-করাম, মার্ক-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, সোরি, রাস-টক্স, রিউমেক্স, সাইলি, স্পাজিয়া, সাল্ফা, থুজা, টিউবারকিউলাম ।

গ্রন্থিবাত বা গৌটেবাত অথবা বাতরক্ত (Gout)—অ্যাক্রো, অ্যাকো, অ্যামন-বেজয়িক, এপিগ, অণিকা, আস, অরাম-মিউর, অরাম-মিউর-ভ্রাট্টে, বেলে, বেজায়িক-অ্যাসি, বারবা-ভল্‌গা, ব্রাই, ক্যাজুপ, ক্যালকে-কার্ক, ক্যামো, চিনি-সাল্ফ, চায়না, কল্‌চি, কুগ্রাম, ড্যাকনি, ডালকা, ফেরাম-পিক, ফরামকা, গুয়েকা, আহার, কোল-বাই, কেলি-আঘোড, লিডাম, লাইকো, ম্যাগ্নেনাম, মেজে, মার্ক-সাল্ফ, নেট্রাম-ল্যাক্টি, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-স্ক্যালি, নাক্স-ভর্মি, অক্সালিক-অ্যাসি, প্যাংক্রিয়েটিনাম, ফাইটো, পাল্‌সে, রডো, রাস-টক্স, স্যাবাই, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফ, ইউরিক-অ্যাসি, ইউরেনিয়াম ।

• অত্যন্ত দুর্বল হইলে—বেলিস-পেরি, সাইপ্রিপেডিয়াম ।

• বৃক্কের—কলিকাম ।

• চোখের—নাক্স-ভর্মিকা ।

• হাড়, পা, সামান্ত ফুলা—লেডাম ।

• হৃৎপিণ্ডের—অরাম-মিউর, ক্যাকটাস, কন্ড, কুগ্রাম-মেট ।

• দায়ুর—কলচি, কলোফা, স্নালকা ।

• পুরাতন—অ্যামন-কস, বেজয়িক-অ্যাসি, বাক্সারিস-ভাল, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফ্রোর, ক্যালকে-ফস, কল্‌চি, হিপার, আঘো, কেলি-আঘোড, মার্ক-সাল্ফ, ফাইটো, পাল্‌সে, রাস-টক্স, রডো, সাইলি, ট্যাক্‌সে, সাল্ফ, টিউবার ।

প্রদাহ বা পেরিটোবাল্‌ অথবা বাতরক—সকরণশীল—আণিকা, নাস্ত-ভমিকা, কেলি-সাল্‌ফু,

পল্‌সে, রডো।

তৎসহ অর্শ ও আঁর্জাব—বার্কেট্রিস।

„ মীতালমিগের পীড়া—ক্যাল্‌কে-কার্ক, নাস্ত-ভমিকা, সাল্‌ফ, পাল্‌সে, নাস্ত-ভমি, ল্যাকেসিস।

„ জলে কাজ করিবার ক্ষে—ক্যাল্‌কে-কার্ক, ডাল্‌কা, রাস-টক্স, ক্যাল্‌কে, সিপি।

গ্যাজ (হাঁস গঁজান উপদ্রব)।—

„ আঁচিলের মত—অরাম-মিউর, কেলি-আযোড, লাইকো, মাকু, নাইট্রিক-এসিড, ফকরিব-এসিড, সাল্‌ফ; থুজা।

„ কতের চাক্রিধারে ওঠের মত ফুলিয়া ওঠে—আস, আযোড, ল্যাকেসিস, ফক সাইলি, ট্রাঙ্ক, সাল্‌ফার।

„ শূঁজে—গ্যাণান্‌, সাল্‌ফ।

গৃহরোগ অর্থাৎ অশ্মভূমি দর্শনার্থ দারুণ আগ্রহ জনিত রোগ—ব্যাণ্ট, ব্রাই, অ্যাসিড-

ফক, ক্যাপসিকাম, মার্কুরিয়াস।

অশ্ম—অ্যাকোন, আসেনিক, বেল, ব্রায়ের, বোভিষ্টা, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যাম্‌ফার, ক্যাহারিস, কার্কো-

ভেজ, ক্যামো, চায়না, চিনিন্‌-সাল্‌ফ, ডাল্‌কা, গ্র্যাফাইটিস, হিপার-সাল্‌ফার, ইয়েসিয়া,

ইপিকাক, ল্যাকেসিস, লাইকোপডিয়াস, মাকু, নেট্রাম-মিউর, নাস্ত-ভ, ওপিয়াম, ফকোরাস,

ফকোরিক-অ্যাসিড, পাল্‌সেটিল, রাস-টক্স, স্ত্রাবুকস, সিকেলি, সিপিবা, সাইলি, ট্যানম,

সাল্‌ফ, অ্যাপ্টিম-টাট, থুজা, ভেবেট্রাম ইত্যাদি।

অশ্ম রক্তবর্ণ—আণিকা, ক্যাল্‌কে, ক্রোটেলাস, ল্যাকেসিস, নাস্ত-ভমিকা।

শীতল—আস, ক্যাম্‌ফর, সিনা, কুগ্রাম, হিপার, ইপি, ল্যাকেসিস, লাইকো, নেট্রাম, সিকেলি, অ্যাপ্টি-টা, ভেবেট্রাম।

উষ্ণ—ক্যামো, ওপি, ফক, ট্র্যামো, ভেরেট্রাম।

নৈশ—অ্যামন-মি, আসেনিক, ব্যারাইটা, কার্কো-ভে, কষ্টিকাম, চায়না, হিপার, সাল্‌ফার, নেট্রাম।

বৃশ্চাভাব—অ্যাকোন, আণিকা, বেলোডোনা।

বোধ—ভার্কাকাম, বেলোডোনা, ব্রাইযোনিয়া, ক্যামো, চায়না, ডাল্‌কা, লাইকো, মার্ক, নাস্ত,

ফকোরাস, সিপিরা, সাল্‌ফার।

স্বাভাচি—আস, অ্যাকোন, অ্যাপ্টি-ফু, এপিস, রাস-টক্স, লেডাম, সাল্‌ফার ইত্যাদি।

ষাড় আড়ষ্ট—অ্যাকোন, ল্যাক্‌নুয়াহি, বেল, সিমিসি, ব্রাই, চেলিডো, ম্যাগ-কস, স্ত্রাবু, অ্যামন-

কার্ক, অ্যামন-মি, অ্যানাকার্ড, আস, ক্যাল্‌কে, কষ্টিক, ক্যামো, সাইকিউটন, কেরাম,

লরো, লাইকো, মার্ক-সল, নাস্ত-ভম, মেজে, নেট্রাম-মি, পেট্রো, ফক-হ, রাস-টক্স,

রাস-রেডি, সাল্‌ফ, থুজা, জিকাম।

শ্বেত্র নিজা—ওপি, নাস্ত-মুন্ডো, এপিস, হেলিবো, ল্যাক, কোব্রা কেলি-ব্রোম, মফাস, সাল্‌ফার।

চক্ষুরোগ—চক্ষুপ্রদাহ (Ophthalmic Conjunctivitis) তরুণ চক্ষু-প্রদাহ—অ্যাকো, অ্যামন-

মিউর, এপিস, আস, বেল, ক্যামো, ডাল্‌কা, ইউক্রে, জেলস, মার্করি, পালস, সাল্‌ফ,

আণিকা, অবাম, ব্রাথো, ক্যালকে-কার্ক, কার্কো-ভেজ, কষ্টি, ক্রিমিটি, কলোসি, ফোনা, কুগ্রাম, ডিজি, ইউকর্কি, ফেরাম, গ্র্যাফাই, হিপার, ইথে, আযোড, ইপি, ক্রিযো, ল্যাকে, লবোসি, লেডাম, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ক, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসি, পোট্রোলি, ফস্-অ্যাসি, প্রাঘাম, রডো, রাস-টক্স, সিপিযা, সাইলি, স্পাইজি, ট্যানাম, ট্যানিকি, ট্রামো, থুজা, টিউজি, ভেবেট্রাম, জিক্কাম প্রভৃতি।

চক্ষুরোগ—পুবাভন—অ্যালিউ, আর্জেন্ট-নাই অ্যাস, কোনা, ইউফ্রে, গ্র্যাফা, কেলি-বাই, লাইকো, সোরি, সিপিযা, সালফ, জিক্কাম, অবাম, ব্যাবাইটা-কার্ক, ক্যালকে, কষ্টি, চাঘনা, ডালকা, হিপার, ক্রিযো, ল্যাকে, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসি, পোট্রোলি, ফস্ফো, রাস-টক্স, সিপি, সাইলি, স্পাই, সালফিউ অ্যাসি, থুজা।

• প্রমোহ জনিত—অ্যাকো, আর্জেন্ট-নাই, বেল, ক্যালকে, ক্যানাবিস-স্রাটাই, হিপার, কেলি-সালফ, মার্ক-কব, মার্ক-প্রোটো-অ্যাবড, মার্কারি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, থুজা।

• উপদংশিক—এপিস, অ্যাসাফি, জেলস, কেল-অ্যাবড, মার্ক-কব, নাইট্রিক-অ্যাসি।

• শিশুদ্বিগের—অ্যাকো, বেল, ক্যামো, ইউফ্রে, আর্জেন্ট-নাই, মার্কারি, সালফার।

• শূলযুক্ত—এপিস, আর্জেন্ট-নাই, ক্যালেকুলা, গ্রেন্ডিলি, হিপার, মার্ক-কব, মার্ক-প্রোটো-কব, প্রাঘাম, পালস, রাস-টক্স।

• পুণ্ডমালা ধাতুর—ইথিওপাস-অ্যাক্টিমনি, দ্রুথুজা, এপিস, আর্জেন্ট-নাই, অ্যাসে, অ্যাস-অ্যাবড অরাম, অরাম-মি, ব্যারাই-কার্ক, ব্যারাই-অ্যাবড, বেল, ক্যালকে কার্ক, ক্যালকে-অ্যাবড, ক্যানাবিস-স্রাট, সিট্রাস, ক্রিমে, কচ্চিকাম, কল্চি, কোনা, ইউফ্রে, গ্র্যাফাই, হিপার, কেলি-বাই, মার্ক-কব, মার্ক-ডাল, মার্ক-প্রসি-কব, নেট্রাম-মিউব, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সোবিনাম, পালসে, রাস-টক্স, সাইলি, সালফার, থুজা, ভাযোলা-অডো, জিক্কাম-সালফ।

চক্ষু হইতে জল পড়া—অ্যাকো, অ্যাসি-নাই, এপিস, অ্যাস, অ্যাস-মেটা, অরাম, ক্যালকে কার্ক, কষ্টিকা, সিপা, কোনা, ইউফ্রে, কেলি-অ্যাবড, লাইকো, মার্ক-কব, মার্ক-পারাম, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-অ্যাস, নেট্রাম-মি, এসফো, ফাইটো, পালসে, স্টিক্টা, সালফার।

• গরম, জ্বালাযুক্ত—এপিস, অ্যাসে, সিড্রন, ইউফ্রেনিয়া, ইউফ্রেসিয়া, গুয়েরিয়া, কেলি-অ্যাবড, ক্রিযো, মার্ক-কব, স্তাপ্ণা, নেট্রাম-মিউব, রাস-টক্স, সালফার।

• মুক্ত হাওয়ায় উপশম—এলিয়াম-সিপা।

• বাজে বৃদ্ধি—এপিস।

• কাসিলে বৃদ্ধি—ইউফ্রেসিয়া, নেট্রাম-মিউব।

• খাইলে পর বৃদ্ধি—এলিয়াম-অ্যানিমেলি।

• অতি ভোরের বেলা বৃদ্ধি—ক্যালকে-কার্ক।

• মুক্ত হাওয়ায় বৃদ্ধি—ক্যালকে-কার্ক, কল্চি, লাইকো, ফস, স্রানি-কিউলা, সাইলিসিয়া।

চক্ষুর ভিতর কীটাদি প্রবেশ—অ্যাকোনা, আণিকা, ক্যালকে, ইউফ্রে, নাইট্রিক-অ্যাসি, পোট্রো, পলসে, রুটা, সেনেগা, সাইলি, স্পাইজি, সালফা, সালফিউরিক-অ্যাসিড।

চক্ষুর ছানি—আফন-কার্ক, আর্জেন্ট, অ্যাবড, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফোর, ক্যানাবিস-স্রাট, কষ্টি, চিমাফেলা, সিনেরেরিয়া, থেরি, কোনা, ইউফ্রেসি, কেলি-মিউব, লিডাম,

ম্যাগ্নে-কার্ক, জাপ্থা, নেট্র-কার্ক, নেট্রাম-মিউর, ফস, পালসে, স্কাটোন, সিকেলি, সেনেগা, সিপি, সাইলি, সালফ, টেলিউরি, জিফাম, ব্যারাইটা-কার্ক, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড-কটা, স্পাইজি, ট্র্যামোনি।

চক্ষুর পাতায় প্রদাহ (Blepharitis) তরুণ-আকো, এপিস, আর্জেন্ট-নাই, আস, ক্যামো, ডিজি, ডাল, ইউফ্রে, হিপার, ক্রিযো, মার্ক-কর, মার্ক-আযো, মার্ক-প্রোটো-আযড, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-কার্ক, পেট্রো, পালসে, রাস-টক্স, সালফ, ইউপাস, ইউরিনাম।

প্রাচীন-অ্যালু, অ্যাপ্টি-জু, আর্জেন্ট-নাই, অবাম, ব্যারাইটা-কার্ক, বোরাক্স ক্যালকে-কার্ক, ক্রিমে, ইউফ্রে, হিপার, ক্রিযো, গ্রাফা, মার্ক-কর, মার্ক-প্রোটো-করাম, পেট্রো, সোবিনাম, সিপিযা, সাইলি, স্কাফেস, সালফ, টেলি-ফ্রিয়াম।

লালবর্ণেব হইবা যাওয়া—অ্যাগা, অ্যামন-ব্রোমা, অ্যাপ্টিম-জু, এপিস, আর্জেন্ট-নাই, আস, বেলাডোনা, ক্যানাবিস, ক্রিমেট, ডিজিটেলিস, ইউফ্রে, গ্রাফাই, হিপার, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-সালফ, রাস-টক্স, স্কাভাডিলা, সালফ।

পাতায় আক্ষেপ—অ্যাগাবি, বেল, ক্যামো, ককুলাস, কোনাগা, হিপার, হাযো, মার্কিবি, নেট্রাম-মিউর, নক্স-ভমিকা, কটা, ট্র্যাক, ট্র্যামো, সালফ, সিপিযা, সাইলি, ভাযোলা-ওজো।

দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা—আকো, আনা, আর্গিকা, অবাম, ব্যাপ্টে, কটি, চায়না, কোনা, সাইক্রে, ডিজি, ইউফ্রে, জেলস, হিপার, জ্যাবোবে, কেলি-কার্ক, কেলি-ফস, লিনিয়াম, লিথি-কার্ক, লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, জাপথে, নেট্রাম-মি, নাক্স-ম, নাক্স-ভাম, ফসফো-অ্যাসি, ফস, ফাইসস-টিগমা, ওলিয়াম-জ্যাকে, পাইলোক্যাবপাস, পালসে, রাস-টক্স, কটা, স্কাটোনাট, সেনেগা, সিপিযা, সাইলি, স্ট্রুসিয়া, ট্যাবেকা থুজা, কটা, জিফাম-মেট, সাইকিউ, সিনা, হাযোসি, ইগ্নে-আযো, লিডাম, প্রাটি, সিকেলি, স্পাইজি, সালফার, ভেবেট্রাম, ইত্যাদি।

দৃষ্টি রাত্রি কমে অর্থাৎ বাতকানা—নক্স-ভাম, চায়না, হেলিবোবাস, ফাইসসটিগমা, পলস, বেল, লাইকো, হাযোস, র্যানা-বাষ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ক্যাড-সালফ।

দিনে কমে অর্থাৎ দিন-কানা—বোথুপস, ফসফোবাস, বেল, সালফিউরিক-অ্যাসিড, ট্র্যামো, লাইকো, সাইলি।

দ্বি- (Diplopia)—অ্যাগা, অবাম, বেল, সাইকি, কোনা, সাইক্রে, ডিজি, জেলস, হাযোসি, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসি, ওলিবেগার, অনসম, ফসফো, ফাইসসটি, পলসে, প্রাথম, সিকেলি, ট্র্যামো, সালফ, ভেট-ভিব।

ধর্ম (Hemipopia)—কেলকে-সালফ, কেলকে-কার্ক, মোন, হিপার, লিথিয়াম-কার্ক, লাইকো, অ্যাসিড-মিউর, নেট্রাম-মিউর, টিটেনিয়াম, বসটক্স সিপিযা, ট্র্যামো।

মাংশিক—উদ্ধাংশে দেখিতে না পাইলে—অরাম-মটালিকাম, ডিজি, ডান অংশ দেখিতে না পাইলে—ক্যাঙ্ক-কার্ক, লিথিয়াম কার্ক, বাম-অর্ধ কেবল দেখিতে পাইলে লাইকোপোডিয়াম।

দৃষ্টি-টেরা—অ্যালুমি, সিনা, হাযো, জেলস, স্পাইজি, সাইক্রে, ট্র্যামো, সাইকিউটা।

চক্ষুর দৃষ্টি অধূর (short sight)—আগারি, অ্যামন-কার্ক, অ্যানা-কার্ডি, কেলকে-কা, চায়না, কোনা, ইউক্রে, হিপার, হাবোসি, ল্যাকেসি, লাইকো, নাইটি-ক-অ্যাসি, পেট্রো, কসকো, ফাইসো, পলস, কসফো-অ্যাসি, কটা, ট্র্যামো, সালকার, থুজা।

ধূম-দৃষ্টি (অস্পষ্ট দৃষ্টি Glaucoma)—(১) অ্যাটগিন-সালফ, কোকেইন, গ্লোন, কসকো, ল্যাকে, স্পাইজে, ব্রাই, কলো, কটি, নক্স-ভমি, জেলস, বেল, অসমি, অরাম মি, চেলিডো, প্রোনাস-স্পাই, সিড্রল, ডিডি, কোমোকে, মেজেরি, সিনারে, ফাইসস, ক্রোকাস, বাইরইডি, বডো, কেলি-আবড, টেবেকা, নক্স-ভমি, অরাম, কার্কনি-সালফ, অ্যাস্টোনা, প্রাথম, (২) জিফান, মাদেনাম, সেলিনি, অ্যার্কট-নাইটি, অ্যাকো, আস', অ্যাসফি, ছামামে।

• **বর্ণান্ধতা (Colour blindness)**—বেঞ্জিনাম-নাইটি কাম, অ্যাস্টোনাইন।

ভারকামগুল প্রদাহ (Iritis)—অ্যাকো, আস', বেল, সিড্রল, সিনাবেরিস, ক্রিমেটি, ইউক্রে, কেরাম-কস, জেলস, গ্রিতি, হিপার, আবো, কেলি-বাই, কেলি-আবড, মার্ক-কর, মার্ক-সালফ, পালসে, রাস-টক্স, স্পাইজে, সালফ, সিপি, টেলিউ, টেরি, থুজা, অরাম, ক্যালোজুলা, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, সিমিসি, ছামামে, মার্ক-ডাল, নাইটি-ক-অ্যাসিড, পেট্রো।

বাতযুক্ত আর্পি, ব্রাই, ক্রিমে, কলচি, ইউক্রে, ফরমিকা, কেলি-বাই, ক্যালমি, লেডাম, মার্ক-কর, রাস-টক্স, স্পাইজি, টেমিভিন, থুজা।

ঔপদংশিক—অ্যাসফি, অরাম, সিনাবে, ক্রিমেটি, আবো, কেলি-বাই, কেলি-আবড, মার্ক-কর, মার্ক-সায়, মার্ক-খায়োড, নাইটি-ক-অ্যাসি, সালফ, থুজা।

• **গুটিকায়ুক্ত**—আস', কেলি-বাই, সালফ, সিকি, টিউবারকিউসিনাম।

চক্ষুপ্রান্তের নালী ঘা—ক্যালকে-কার্ক, কটি, ফ্লোরিক-অ্যাসি, ল্যাকে, মার্ক-কর, নেট্রাম-মিউর, পেট্রো, কসকো, ফাইটো, সাইলি, ট্র্যানাম, সালফ, অ্যাস্টিম-ফুড, বোরাক্স, গ্র্যাকা, জিফাম।

চক্ষু মৃত্যু করা—আগা, আবোড, অ্যার্কট-নাই, কেলি-আবোড, মায়ে-কস।

চক্ষুতে অজ্ঞানী—আগারি, অরাম, এপিস, ক্যালকে, কোনায়াম, গ্র্যাকাই, হিপার, লাইকো, মার্কারি, পালসে, সিপিয়া, ট্র্যাকিস, সাইলি, জিফাম।

চক্ষুর পাতায় দানা দানা জমা—অ্যালিউ, আস', এপিস, অরাম, ক্যালকে, সিনাবেরিস, ডালকা, গ্র্যাকাই, হিপার, কেলিমি, মার্ক, নেট্রাম, পালসে, সিপিয়া, সালফ, জিফাম-সালফ।

• **উপরে যেন সর পড়িয়াছে**—ডাক।

চক্ষু-কোটরের শীড়া—স্পাই, বেল, চিন-সালফ, বেডি, ক্যালকে, ম্যাটি, হায়োস, ভেলেরি।

চক্ষু ব্যবহার করিতে গেলেই দুর্বলতা—কটা, স্পাইজ, কার্কো-ভেজ।

• **মানসিক পরিশ্রমের জন্য দুর্বলতা**—সিনা।

চুলকণা—আবা, অ্যাস্টিম-ট্রাট, আস', ব্রাই, ইউক্রেসিবা, ক্যালকে-কার্ক, কার্কো-ভেজি, ক্যাবারিস, কার্কো-এনিম্যা, ক্রোটন, কটিকাম, ক্রিমেটিস, ডালকামরা, গ্র্যাকাই, হিপার, সালকার, ল্যাকেসি, লেডম, লাইকোপডি, ল্যাকজাফিস, ম্যাকানাম, মাকুরিয়ান, মেজেরি, নেট্রাম, পেট্রো, কস-অ্যাসিড, সিকেলি, সাইলিসিয়া, সোরিগাম, ট্রাকেসিডিয়া, সালকার, ভেরেট্রান, জিফাম, রাস-টক্স, ব্যালসাম-পেক, সিল্পারডাইডাম-ট্র্যাক্টর।

ডাঃ লিলিয়েন্সালের মন্তব্য—মার্ক-সল ৩০ এবং সালফার ৩০ পর্যায়ক্রমে ৪০/৮ বটা অন্তর্ভুক্ত
এক এক মাত্রা দিলে সুফল পাওয়া যায়। শুধু প্রকারের চুলকণার পক্ষে কার্বো-ডেজ
এবং সিপিয়ার-বিশেষ প্রকারে ফলপ্রসূ। পূঁজযুক্ত ত্রণ সন্ধান হইলে, কষ্টিকাম উপযোগী।
ডাঃ হেরিং প্রভৃতি বলিয়াছেন—“ব্যালসাম-পেপার” অথবা ল্যাভেণ্ডার অয়েল
বাহ্যপ্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

চুলি রোগ সাল্ফ, অর্স, অ্যাসিড-নাইট্রিক, কেলি-কার্ব, গ্র্যাফাইটিস, কেলি-আয়োড,
ট্রোম-মিউব, সালফার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জননেস্ত্রিয়ের দুর্বলতা—পুরুষদিগের পক্ষে, অ্যাসিড-ফস, জেলস, অ্যামন-কার্ব, অর্জেন্ট-নাই,
অরাম, স্রাবাইন, ক্যালুডি, ক্যালকে, ক্যালকে-ফস, ক্যান্ডর-মনোব্রোমাইড, ক্যানা-
ইণ্ডিকা, ক্রোরাম, চাঘনা, কোকা, কোনায়া, ডিজিটেলিন, ফেরাম, ব্রোমে, ফর্মিস,
কেলি-ফস, লাইকো, অনসমোডিয়াম, ড্যান্থিয়ানা, পিকরিক-অ্যাসি, ফস-অ্যাসি।

অতিরিক্ত অসমর্থ জন্ম—“লাইকোপোডিয়াম” ২০০ শক্তি অ্যাসিড-ফস ২০০ (অতিরিক্ত
ইন্দ্রিয় চালনা) স্রাবাল-সেক্সলেটা পাচ ফোটা হিসাবে দেওয়া যায়। আংশিক
আসন্নভার—জেলস ২০০ এবং সেলিনিয়াম ২০০। প্রমেহ ভক্ত পোডায় সুফললুটিয়াম
৩০ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গম বিতৃষ্ণায়—অ্যামন-কার্ব ৩০
এবং গ্র্যাফাইটিস ৩০।

জরায়ু প্রদাহ—অ্যাকোন, এপিস, আণিকা, অর্স, আয়োড, বেল, ব্রাই, ক্যালকে, কাছা,
কলোফা, ক্যামো, চাঘনা, ককিউলাস, কফিয়া, কলোসিঙ্ক, কার্বো-অ্যানিমেলিস, ক্রোকাস,
কোনায়া, ফেরাম, গ্র্যাফাই, হিপার, ইথেসি, ইপিকা, আয়োড, ক্যালি-ফস, ম্যাথ-
মিউর, মার্ক, নাক্স-ড, ওপিথাম, ফফ, ল্যাক, ক্যালি-ফস, ল্যাকেসি, লাইকোপ, ছামা,
হাঘসা, ফফ, রাস-টক্স, স্রাবাইন, সিকেল, সাল্ফ, সিপিয়া, ট্যানম, ভেরেই, অরাম,
বেলিসপেরি, কলিনসোনিয়া, মিচেল্লা, মিউক্স, ট্রোফেস্টিয়া, ট্যারেটিউলা, ভেরেট্রাম-ভির।

নির্গমন বা ভ্রংশ—অ্যামন-মিউর, অর্জেন্ট-নাই, বেজমিক-অ্যাসিড, বেল, ক্যালকে-কার্ব,
কাছা, কার্বো-অ্যানি, ক্যামো, চাঘনা, ফেরাম, গ্রানেট, হাইড্রো-অ্যাসিড, হাইড্রো-ফোবিন,
আয়োড, ইপিকাক, ক্যালি-বাই, ক্রিয়োটো, ল্যাক-ক্যান, ল্যাকেসি, গিলিয়াম-টি,
মার্ক, ম্যাথ-মিউর, মিলি, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ড, নাইটি-অ্যাসিড, নাক্স-মফেটা,
ওপিথাম, প্যালোড, প্র্যাটি, রাস-টক্স, পডো, স্রাবা, সিপিয়া, সাল্ফ, থুডা, অষ্টিলেগো,
অ্যাবিস-ক্যানাডেন্সিস, ইন্ডিউলাস-হিপ, অ্যাগা, কার্বলিক অ্যাসি, ক্যালকে-কস,
ক্যালকে-সিলিকেট, কলিলো, ফেরাম-ব্রোমেটাম, ফেরাম-আয়োড, হেলোনি, মিউক্স,
নেট্রাম-ক্রোরোটা, অনসমোডিয়াম, পাল্লে, টিলিয়, ডিক্রাম-ড্যানেরি।

জরায়ুতে জলসঞ্চয়—অর্স, এপিস, বেল, ব্রাই, ক্যালকে-আয়োড, ল্যাকেসি, লাইকোপ,
সিপিয়া, পাল্লে, স্টা, স্রাবাইন, সিলিকা, মার্ক, হেলিবো, সাল্ফ, নেট্রাম-মিউব, সিপিয়া।

বায়ুজমা (Physometra)—ফসফোরিক-অ্যাসিড, কাছারিস, বেল, চাঘনা, ক্যালকে,
হাঘসা, লাইকোপ, ম্যাথ-কার্ব, ফফ, নাক্স-ডমিকা, সিপিয়া, সাল্ফ, ব্রোমি, এপিস,
নাক্স-মফেটা, ব্রাই, স্রাবাইনেসিয়া।

জরায়ু-শূল—এলিট্রিস, বেল, ক্লোফাইলাম, কষ্টিক, ক্যামো, সিমিসি, ক্রোকাস, কোনাগাম, জেলস, হাযো, ইথেসি, ম্যাগ্নে-কার্ক, ম্যাগ্নে-ফস, মিউরেজ, নেট্রাম, নাক্স-ভ, প্র্যাটিনা, সিপিথা, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যারেটুলা, অ্যাকো, অ্যাগা, এপিস, অগিক, ব্রাই, নিউকো, ক্যালকে-কার্ক, চাযনা, কুপ্রাম-আস, ক্রোটেলাস-ক্যাসকাভেলা, ডাযাম, কেলি-ফস, পালসে, সিকেলি, ট্যারেটুলা-টিস, ভাইবারণাম, ভিস্কাম।

জরায়ুতে বস্তুসঞ্চয়—সিপিথা, ক্যালকে-কার্ক, কার্কো-ভেজ ইত্যাদি।

জরায়ু ইহতে শোণিত আব—(১) অগিকা, ব্রাই, বেল, ক্যালকে, ক্যামো, চাযনা, সিনা, ক্রোকাস, ইবিজিবণ, ফেবম, হেলোনি, হাযসা, হ্যামা, ইপি, প্র্যাটিনাম, পালস, স্ত্রাবাই, সিকেলি, সিপিথা, টিলিয়াম, (২) অ্যাকোন, এলিট্রিস, ক্যালকে, কার্কো-অ্যানি, সিপিথা, (৩) ইরেকথাইটিস, ইথ্রে, অ্যামন-মিউর, নেট্রাম-মিউব, নাক্স-ভ, ফফ, স্ত্রাবুই, সিনিসিও, সাইলি, সালফ, নেবেট্রাম, (৪) হাইড্রাস্টিস, মিলিফোল, ব্যাপ্টি, ক্যামো, জেলস, অ্যোড, ব্যাটা, রুটা, (৫) এপিস, হিডিওমা, অ্যাবিস, অ্যাকিল (Achill), অ্যার্কেন্ট-অক্সাই, অবাম-মিউব-কেলি, কলিস্মো, কনোসিথা জুনিপের্বাস ভার্ভজিনিযেনাস, কেলি-নাইটি, ম্যাগ্নেফ, মিট্‌চল, নেট্রাম-ফ্রাব-ইড, অনসমোডি, প্যালেডিযাম, টিলিয়াম, প্যাস্পী ভিনকা, ভিসকাম, সিলিকা, ফাইটো, প্রাযাম, বাস-টক্স, (৬) অ্যার্কেন্ট, জিস্কাম, লাইকো, অষ্টিলেগো।

(ক) ক্ত্রাব শূলকারায়—অ্যাকোন, বেল, ব্রাই, ক্যালকে, ক্যামো, ফেবাম, নাক্স-ভ, প্র্যাটিনা, স্ত্রাবাই, ল্যাক, অগিকা, ক্রোকাস, ইথ্রে, ইপিকাক, ফফ, ভেবেট্রাম, টিলিয়াম।

(খ) শীর্ণকাযাব—(১) চাযনা ক্রোকাস, পালস, সিকেলি, সিপিথা। (২) কার্কো-ভেজ, নাক্স-ভ, ইপিকাক, ফফোরাস, রুটা, ভেবেট্রাম। (৩) এলিট্রিস, ক্লোফাইলাম, সিমিসি, টিলিয়াম, অষ্টিলেগো।

জরায়ু-বিস্তৃতি—কোনাগাম, সিপিথা, অ্যামন-মিউব।

জরায়ু-ক্ষতি—অরাম-মিউব, নেট্রাম, বেল, নাক্স-ভ, প্র্যাটিনা, সিপিথা, অরাম-মিউর, অরাম, বেল, হিপার, প্যাকে, ফাইটো, অষ্টিলে।

জরায়ুর পচনশীলতা—আস, ক্রিযোজো, কার্কো-অ্যানি, কার্কলিক-অ্যাসিড, কুবারি, সিকেলি।

দুঃ অর্ধ—অ্যালাম, আস, আস-অ্যোড, থুজা, হাইড্রাস্টিস।

জল বসন্ত (পানি বসন্ত)—অ্যাকোন, অ্যাক্টিম টার্ট, বেল, অ্যাসাফিটিডা, ব্রাই, কষ্টিকাম, ক্যাহারিস, কার্কো-ভেজ, কোনাগাম, সাইক্রে, লেডম, ইপিকা, মার্ক, নেট্রাম, পালস, বস-টক্স, সিকেলি, সালফাব, সিপিথা, সাইলিসিথা, থুজা।

জলাভক—বেল, ক্যাহারিস, কিউবারি, হেলিবোরাস, হাইড্রো-ফোবিনাম, হারসা, ল্যাকেসি, ট্র্যামোনিয়াম, ট্যানেসি, অ্যানথ্রিয়াম, ভাইপেরা অ্যামন-মিউর, ক্যালকে-আস, অ্যাসিড-নাইটি, সার্সা, সিপিথা, সালফার।

জিহ্বা প্রদাহ—এপিস, আস, অ্যাসিড-বেনজো, অরাম, ক্যাহা, ক্যালকে-কার্ক, কার্কো-ভেজ, কোনাগাম, কুপ্রাম, হিপার, ল্যাকেসি, লাইকোপ, মেজে, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পেট্রোল, প্রথম, র্যানান, সিপিথা, সালফ, সালফিউরিক-অ্যাসিড।

জিহ্বার ক্ষত—অ্যাসিড-বেন্‌জো, সিনা, সাইকিউটা, কেলি-ক্লোবিকাম, মার্ক, অ্যাসিড-মিউর,

- অ্যাসিড-নাইটি (উপদংশজ হইলে অ্যাসিড-ফুরিক, মার্ক, অ্যাসিড-নাইটি, কেলি-আঘোড, ফাইটো), রাস-টক্স, গ্র্যাফাইটিস, কেলি-নাইটাব, প্রাথম—জিহ্বার কাঠিন্ প্রাপ্তিতে, উপযোগী ।

জিহ্বার ক্ষত—(শিঙদিশেব) ঐথুজা, বোরাক্স, মার্ক, নাক্স-ভ, অ্যাসিড বেন্‌জি ।

জিহ্বার দৃষ্ট ক্ষত (ক্যান্সার)—অ্যালিউমি, এপিস, আস', অরাম-মিউ, কষ্ট, কার্‌কো, কোনাথ, হাইড্রো, কেলি-আঘো, ল্যাকেসি, ফাইটো, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফার, থুজা ।

জিহ্বার পক্ষাঘাত—অ্যাকোন, আস', বেলোড, ব্যাবাই, কষ্ট, ডাল্‌কা, জেল্‌স, হায়াস, নাক্স-মক্স, ওপি, প্লাথ, ট্র্যামো, ল্যাকেসি, গ্র্যাফাইট ।

ঝিল্লীক-প্রদাহ (Diphtheria)—অ্যাগারি, আমন-কার্ক, আমন-কষ্ট, এপিস, আস', আস'-আঘোড, অবাম, ব্যাপ্টো, বেলোড, ব্রোমি, কেলি-পাবম্যাঙ্গ, কেলি-মিউর, ক্রিযোজা, ল্যাকেসি, ল্যাক-কেনি, লাটকো, মার্ক-কর মার্ক-সায়েনেটাস, মার্ক-বিন-আঘোড, মার্ক-প্রোটো-আঘোড, মিউর-অ্যাসিড, নাইটি-অ্যাসিড, ফফ, ফাইটো, প্রাথ, অ্যালিসিলি-অ্যাসিড, স্রাজু, সাল্‌ফার, সাল্‌ফিউরিক-অ্যাসিড, থুজা ।

স্বরনাণী—অ্যামন-কষ্ট, ব্রোমি, কার্কিলিক-অ্যাসিড, কেলি-বাই, কেলি-ফস, ল্যাকেসি, ল্যাক-ক্যানি, মার্ক-সায়ে, মার্ক-আঘোড, নাইটি-অ্যাসিড, স্রাজু ।

পববর্তী পক্ষাঘাত অ্যাজেট-নাই, অণিকা, ব্যাবাইটা, কষ্টিক, কুগ্রাম, কাকিউলাস, জেল্‌স, ল্যাকেসি, ফফোবাস, ফাইসস, প্রাথম, বাস-ট, সাল্‌ফাব, জিক্সাম ইত্যাদি ।

ঝিল্লীক-প্রদাহ, দুসফ্‌সেব—অ্যাটি-টার্ট, মক্স । দৃষ্টিব—জেল্‌স, কেলি-ফস, ল্যাকেসিস, ফাইসস, এপিস । দক্ষিণাঙ্গেব—আস' । নিম্নাঙ্গেব—কষ্টিকাম, জিক্সাম । এক বাহ ও সা' যাকাবী ।

• পেথুর'সঞ্চানন - জেল্‌স, বাস, জিক্সাম ।

ঠিক পড়া—অ্যাসিড-ক্লো'ব, অ্যালোজ, অ্যালুমি, অ্যাদ্রা, আস', ব্যারাই-কার্ক, বোভি, বিউফো, ক্যাল্‌কে, কার্‌কো-অ্যানি, কার্‌কো-ভেজি, কষ্ট, কল্‌চি, কোনাথ, ফুরোরিক-অ্যাসি, গ্র্যাফা, হিপাব, হাইপ্যারি, ইথ্রে, আঘোডি, কেলি-আঘো, কেলি-বাই, কেলি-কার্ক, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, নেট্রাম-মিউ, নাইটি-অ্যাসি, পেট্রোলি, ফফ অ্যাসি, ফফ, প্রাথ, সারসাপ্যারি, সিপি, সেলেনি, সাইলি, ট্যাফি, সাল্‌ফাব, ট্যাবেকাম, থুজা, জিক্সাম ।

• ঠুনকো—অ্যাকোন, অ্যাক্‌টিয়া-স্পাইট, এপিস, বেল, ব্রাই, বিউফো, ক্যাকটা-গ্রাণ্ড, ক্যাল্‌কে-কার্ক, কার্‌কো-অ্যানি, কার্‌কো-ভেজি, ক্যামো, ক্রোটন-টিগ, হিপার, কোল-ফস, লাইকো, মার্ক, ফেলাণ্ডি, ফফ, ফাইটো, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফার, ভেরেট্রাম-ভির ।

ভিষকোষ বা ভিষাধার প্রদাহ—তরুণ—অ্যাকোন, অ্যাদ্রা, অ্যাটিম-টার্ট, এপিস, আস', বেল, ব্রোমি, ক্যাফা, সিমিসি, ক্রোটেলাস, কলোসি, কিউবে, কোনা, ক্যাল্‌কে, ইউক্লর, হামামে, ল্যাকে, লিলিথাম টিগ, মার্কারি, প্যালোডি, প্রাটিনাম, ফাইটো, রাস-টক্স, স্রাবাই, ট্যাফি, থুজা, ভিক্সাম, স্রাবাইনা ।

পুরাতন প্রদাহ—আস', কলো, ব্রাই, ইথ্রে, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভসি, ফস'-অ্যাসি, রাস-টক্স, স্রাবাই, ট্যাফি, কোনা, গ্র্যাফা, আঘোড, প্যালোডিয়াম, প্র্যাটি, স্রাবাল-সেক্স, থুজা ।

ডিঅকোষ কোড়া—চাবনা, হিপার, ল্যাকে, মার্কারি, কক্ষো-অ্যাসি, পাইরো, সাইলি, এপিস, অ্যাপো, আলিকা, আর্গে, অরাম-আরোড, অরাম-মিউর, পেট্রো, বেল, বোভিষ্টা, ব্রাই, কোনায়া, ফেরাম-কস, কেরাম-আরোড, গ্র্যাফাই, কেলি-ব্রোম, ল্যাকে, লিলিয়াম, লাইকো, ইউফরবি, রডোডে, স্ত্রাবাই, টেরি, জিকাম, প্রুণাস-ম্পাই।

ডিঅকোষের শুল—অ্যামন-ব্রোমাইড, এপিস, এপিযাম, অ্যাক্টোপিন, বেল, ব্রাই, ক্যাষ্টাস, ক্যাছা, কলো, সিমিসি, কলোসিহ, কোনায়া, ফেরাম, ফেরাম-কস, জেলস, গসিপিয়াম, গ্র্যাফাই, হ্যামামে, হাইপার, কেলি-ব্রোম, ল্যাকেসি, লিলিয়াম, ম্যাগ্নে-কস, মিলিকো, মার্ক-কর, মার্ক-সল, স্ত্রাজা, ফাইটোলেকা, গ্যাটিনা, পডো, পাল্‌সে, স্ত্রাবাল-সেক, স্ত্রালিঅ-নাই, স্ত্রাফাকা, ষ্ট্রাফে, থিয়া, অক্সিবেগো, ভাইবার-ওপি, ক্যাছাঅ, জিকাম-ভ্যালেরিয়ানা, ককিউলাস, ট্যারেটুলা, থেরিডি, প্যালেডি, সোরিগাম।

• ব্যথা চলাফেরা বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ায় বৃদ্ধি, কিন্তু শুইয়া থাকিলে উপশম—কার্বলিক-অ্যাসি, ককিউলাস, পডো, সিপি, থুজা, অক্সিলেগো।

• ঘন ঘন প্রস্রাব করিলে বৃদ্ধি—ভেল্পা।

• উরোর দিকে পা তুলিয়া থাকিলে উপশম—ওপিযাম, কলোসিহ।

• ব্যথা চাপনে এবং বাঁধিলে উপশম—কলোসিহ, ম্যাগ্নে-কস।

• বস্তুর ক্ষয় রোগে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না—কেলি-ব্রোম, ভাইবার্গাম-ওপি, জিকাম।

• ব্যথার সহিত হৃদযন্ত্রের পীড়া—সিমিসি, লিলিয়াম, স্ত্রাজা।

• ভিতর অর্কবৃদ্ধি—এপিস, অরাম-মিউ-স্ত্রাটো, বোভিষ্টা, কলোসি, কোনায়া, গ্র্যাফা, আয়ো, কেলি-মিউ, ল্যাকে, পডো, সিকেলি।

• ক্ষত—আর্স, গ্র্যাফা, ক্রিয়ো, ল্যাপিস-অ্যাম্ব, সোরিগাম, সাইলি, সাল্‌ফার, রেডিয়াম-ব্রোমাই, আর্স-আরোড, ক্যালকে-আবোড, আবোডিযাম।

• শ্বাসচ্যুতি—বিউফো, র্যানানকিউলাস, কোনাযাম।

• ক্ষীতি—অ্যামন-ব্রোম, এপিস, বেল, ব্রোমিয়াম, গ্র্যাফা, হ্যামা, ল্যাকে, প্যালেডি, ট্যারেটি, অক্সিলেগো, (ডিঅকোষের প্রদাহ দেখ)।

ডেজুজর—অ্যাকো, জেলস, বেল, ব্রাই, ব্যাপ্টে, ইউপেটে-পার্কোলি, সিমিসি, অ্যাসিড-কস, কার্বো-ভেজ, রাস-টেক্স, ল্যাকেসি, ক্রোটে, পাল্‌সে, আর্সেনি, ডাল্‌কা চারনা, জেলস, ইপি, নাক্স-ভর্মি, রাস-ভেনে।

ডক্লগ নালাসজর্দি—অ্যাকো, অ্যামন-মিউর, অরাম, অ্যামন-কস, অ্যারেলিযা, আর্স, আর্স-আবড, ব্রোমিয়াম, সেপা, সাইক্সে, ইউক্লেপটাস, ইউপে-পার্ক, ইউক্রেসিয়া, জেলস, হাইড্রাস, আরোড, ইপিকাক, জাষ্টিসিয়া, কেলি-ক্লোরে, কেলি-আরোড, মার্ক-কর, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-আর্স, নেট্রাম-মিউর, হুইলা, স্ত্রাবাডিয়া, স্ত্রাজু, সাইলি, সোলেনাম, অ্যামন-কার্ব, অ্যান-কার্ডি, অ্যাপ্টিম-ক্লড, অ্যাপ্টিম-টার্ট অ্যারানিয়া, অ্যাপো, অক্সিজেন-নাই, অ্যাসারাম, অ্যাসেল্লিপিয়াস, ব্যারাইটা, বেজরি-অ্যাসি, ক্যাকটাস, ক্যালেডি, ক্যান্ডর, ক্যালকেরিয়া, কার্বো-ভেজ, কটি, ক্যামোমি, ক্লোরাল, সিমিসি, ক্রিস্টেস, কলটি, কুশাম, ক্লোসেরা,

ডালকামারা, ক্যাগো, ফেরাম-ফস, গ্র্যাফাই, হিপার, হাইড্রাস, অ্যাবোরিভি, কেলি-বাই, কেলি-মিউর, ল্যাকেসিস, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ক, মার্ক-সল, মার্ক-বিন-আবোড, মার্ক-প্রোটো-আয়ড, ম্যেজ, নেট্রাম-কার্ক, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাক্স-ভমিকা, ওসমিয়াম, ফসফোরাস, ফাইটো, পালসে, রাস-টক্স, সিপিয়া, সিনিসিও, স্পাইজি, ট্র্যাক, ষ্টিকটা, থুজা।

ভরুণ সজ্জিবাত—অ্যাকো, অ্যাক্টিম-টার্ট, অ্যাস, বেল, ব্রাই, কলোফা, ক্যামো, কলচি, সিমি, কলোসিহ, চাশনা, ডালকামারা, ইয়ে, মার্ক-প্রোটো, কেলি-আবড, নাক্স-ভম, জেলস, প্রোপাইলেনিন, পালসে, রডো, রাস-টক্স, স্ত্রালিসিলেট-অত্-সোডা, ভেরেট্রাম।

পুবাভন—অ্যাক্রোটো, অ্যাস-ক্রেলি, আর্গিকা, কষ্টিকাম, চিমাফিলা, ক্রিমেটি, হিপার, ল্যাকেসিস, লাইকো, ফসফো, ফাইটোলেকা, সালফাব, ভেবেট্রাম, ব্রাইও, ডালকা, টয়ে, মার্ক, নাক্স-ভমি, পালসে, রাস, থুজা।

ভাণ্ডব রোগ—অ্যাকো, অ্যাগারিকাস, অ্যামন-মিউব, অ্যাস, আর্টিমি, অ্যাসা, অ্যাক্টিরি, বেল, বিউফো, ক্যালকে-কার্ক, কলোফা, কষ্টিকাম, সিড্রণ, চেলিডো, সাহকিউটা, সিমিসি, সিনা, ককিউলাস, ক্লোরাল, কোডিন, ক্রোকাস, ক্রোটেলাস, কুপ্রাম-মেট, কুপ্রাম-অ্যাসি, জেলস, হাথোসি, ইয়েসি, পাথোড, কেলি-ব্রোম, লরোসিরেসাস, লিলিঘাম, লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, মাইটগে, নেট্রাম, নাক্স-ভমি, ওপিঘাম, ফসফো-অ্যাসি, ফসফোরাস, কেলি-বাই, পালসে, রডো, রাস-টক্স, সিকেলি-কর, সিপিয়া, সাটলি, ষ্টিকটা, ট্র্যামো, সালফার, ট্যারেক্ট, থুজা, ভেরেট্রাম-ভিবি, জিফাম, জিফাম-ফস, জিফাম-সালফ, জিজিয়া, ফেরাম-ফস।

মেক-মজ্জার—নাক্স-ভমি, অ্যাসাফি, সিনা, কুপ্রাম, সাইকিউটা, মাইগেল।

ভাণ্ডব রোগ—ভরায়ুব—কলোফা, সিমিসি, হেলেনিয়া, ক্রোকাস, সিকেলি, সিপিয়া, পালসে, লিলিঘাম, সট্রেনেন।

আম্বাতিক—সিমিসি, কেলি-বাই, ফসফো, নেট্রাম-সালফ, রাস-টক্স, র্যানান-বাধ।

উন্নর সঞ্চায়—অ্যাসাফি, সিনা, আথোডি, লাইকো, সাইলি।

ভালুমূল প্রকাহ—অ্যামন-কার্ক, অ্যামন-মিউর, অ্যালিউমেন, এপি, ব্যারাইটা-কার্ক, ব্যারাই-মিউর, ব্যারাই-আবোড, বেল, বেজ-অ্যাসিড, ব্রোমি, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-আয়ড, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-সাইলি, ক্যাসা, ক্যাপ্পি, কল্টি, কোনা, কুপ্রাম-অ্যাসি, কুপ্রাম-মেট, ডোসেরা, ইলাপ্প, কোনাথাম, ফেরাম-ফস, গ্র্যাফা, গোবেক, হিপার, ইয়ে, কেলি-বাই, কেলি-নাইট্রি, কেলি-সা, ল্যাক-ক্যানা, ল্যাকেসি, লাইকো, মার্ক-গারি, মার্ক-প্রোটো-আবড, মার্ক-বিন-আবড, মার্ক-আবড-ক্রেভা, মার্ক-আবড-ফব, কোব্রা, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সালফ, নেট্রাম-কার্ক, পেট্রোলি, ফসফো, প্রথ, সোরিণাম, র্যানান-কি, রাস-টক্স, সাইলি, সিনাপি-নাইট্রা, ট্র্যানাম, সালফ, সিকেলি, অ্যাকো, ব্যারাইটা-অ্যাসিটিকা, ইউকেলিপটাস, জেলস।

খ্যাতলাইয়া ষাওয়া—আসেটিক-অ্যাসিড, আর্গিকা, বেলিস-পেরেগিস, কোনাথাম, একিনেসি, হামামেলি, হাইপা, লেডাম, রাস-টক্স, রুটা, সালফিউরিক-অ্যাসি, সিন্কাইটায়, ভারবাসকাম, আর্গিকা, ও ও হামামেলিস বাহ প্রযোগে উপকার মর্মে, প্রাচীন রোগে আর্সেনিক ও হিপার ব্যবহৃত হয়।

দ্রুত বা দ্রুত—নাইট্রিক-অ্যাসি, ব্যাসি, গ্রাফা, হিপার, নেট্রাম-সালফ, ফসফো, রাস-টক্স, সোরিনাম, মার্কারি, সিপিয়া, সালফ, টেলু।

দ্রুতশূল—আকো, অ্যাস্টিম-কুড, এপিস, আস, অ্যাইপিন, অ্যারানিয়া-ডায়ে, আর্জেন্ট-নাই, অর্গিকা, এরাম-ট্রিকো, অ্যাসাফিটিডা, অরাম-মেট, বেলেডোনা, ব্রাই, ব্যারাই-কার্ক, বিস্মাথ, ক্যালকে-কার্ক, কার্কালিক অ্যাসি, কার্কো-ভেজ, ক্যামো, কফিয়া, কটি, সেপা, চিমাফি, চাখনা, ক্লোরাল, সাইক্লোমেন, ডাল্কা, ইউফরসিয়ারাম, ফেরাম-ফস, ফেরাম-মেট, ফেরাম-পিক, ফ্লোরিক অ্যাসি, জেলস, ম্লোনি, গ্রাফা, হ্যামা, হেকলা-লাভা, হায়োস, ইয়ে, কেলি-কার্ক, কেলি-ফস, কেলি-সালফ, কেলি-মিউর, কেলি-মিউর-স্ট্রাট ক্রিমোজো, ল্যাক্সিস, ল্যাক-ক্যানাই, ম্যাগ্নে কার্ক, ম্যাগ্নে-ফস, মার্কারি, ম্যাগ্নে-নাম, মেজেরি, নাক্স-ভমি, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সালফ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, অক্সালিক-অ্যাসি, ওলিয়ে, পেট্রো, ফসফো, ফাংসসটি, প্র্যাণ্টেগো, পাল্লে, প্রাটি, প্রাখাম, সোরি, সিপিয়া, স্পাইজেল, স্ট্যাকিস, ট্যাবেকাম, থিবিডি, থুজা, র্যাটেনি, রডো, বাস-টক্স, রোবি, স্ত্রাবাই, স্ত্রাবাডি, সালফ, সালফিউ-অ্যাসিড, ভেরেট্রে-অ্যাস, জিকাম।

দ্রুত হইতে রক্তস্রাব—অ্যামন-কার্ক, আস, কার্কো-ভেজ, চাখনা, সিটাস-ক্যান, হ্যামামে, হাইড্রা, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, ক্রিমোজো, মার্কারি, মিউরি-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাক্স-ভমিকা, ফসফো, ফসফো-অ্যাসিড, সিপি, স্ট্যাকিসে, সালফার, সালফিউরিক-অ্যাসিড, টেরিবিষ।

দ্রুতশোষ—ক্যালকে-ফ্লোরি, কটিকাম, ফ্লোরিক অ্যাসিড, নেট্রাম-মিউর, সাইলি, স্ট্যাকিসাগ্রিবা, সালফার।

দাঁতের যত্নগা কাফি পানেন বৃদ্ধি—ক্যামো, ইয়ে।

ঠাণ্ডা জলে দান করিলে বৃদ্ধি—অ্যাস্টিম-কুড।

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে বৃদ্ধি—আকো, বেল, ব্রাই, ক্যালকে-কার্ক, ক্যামো, মার্কারি, পাল্লে, রডো, সাইলি।

যত্নগা গর্তাবহায—অ্যালিউমিনা, ক্যালকে-কার্ক, ক্যামো, ম্যাগ্নে-কার্ক, নাক্স-ভ, পাল্লে, সিপি, ট্যাবেকাম।

.. . মাসিক ঋতুর সময়—ব্যারাই-কার্ক, ক্যামো, সিপিয়া, স্ট্যাকিসেগ্রিবা।

.. . যত্নগা—ভামাকু চর্কণে বৃদ্ধি—ক্রিমোটিস, ইয়ে, প্র্যাণ্টেগো, স্পাইজেলিয়া।

দাঁতে পোকাধরা—অ্যাস্টিম-কুড, ক্যামো, ক্রিমোজোট, ম্যাগ্নে-কার্ক, মার্কারি, মেজেরি, নাক্স-ভম, স্ট্যাকিস, থুজা।

দাঁতের দাঁতে পোকাধরা—অ্যাস্টিপাই, ব্রাই, কটিকাম।

দাঁতের গোড়ায় পোকাধরা—মেকাই, মার্কারি, স্ট্যাকিস।

যত্নগা রাজি বিগ্রহের বৃদ্ধি—আসেনিক।

রাজিতে বৃদ্ধি—অ্যাস্টিম-কুড, অ্যারেনিয়া, বেল, কটি, ক্যামো, ক্রিমোটিস, ম্যাগ্নে-কার্ক, মার্কারি, মেজেরি, পাল্লে, সিপিয়া, সাইলি, সালফার।

দাঁড়ের গোড়ায় পোকাধরা—

কেবল ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি—অ্যান্টিম-ক্লড, ক্যালকে-কার্ক, হাথোস, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ক, মার্কি, নাক্স-ভম, প্লাস্টেগো, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফার।

স্পর্শ করিলেই বৃদ্ধি—বেল, ক্যালকে-ক্লোর, কষ্টি, চাঘনা, প্লাস্টেগো, ট্র্যাফিস।

খাওয়াতে বৃদ্ধি—অ্যান্টিম-ক্লড, বেল, ব্রাই, ক্যালকে-কার্ক, ক্যামো, চিমাফিলা, কেলি-কার্ক, নাক্স-ভমি, পাঙ্কসে, সাইলি, স্পাইজি, ট্র্যাফেস।

শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিলে—চিমাফিলা, নাক্স-ভমিকা।

ওইলে, বিশ্রামে ও চুপচাপ করিয়া থাকিলে বৃদ্ধি—অ্যারেনিয়া, ম্যাগ্নে-কার্ক, নেট্রাম-সাল্ফ, ব্যাটেনহিয়া, সিপিবা।

বস্ত্রপা ঠাণ্ডা পানীয়ে উপশম—বিস্ফাণ, ব্রাই, চিমাফিলা, কফিবা, ফেরাম-মেট, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, পাল্লেস।

গরম তরল দ্রব্য পানে উপশম—ম্যাগ্নে ফস, মার্ক-সল।

বাহ্যিক চাপে উপশম—ব্রাই, চাঘনা।

ষর্ষ হইলে উপশম—ক্যামো, চিনোপোডিয়াম।

চলাফেরায় উপশম—ম্যাগ্নে-কার্ক, ব্যাটেনহিয়া।

গরমে উপশম—আস', চাঘনা, লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, মার্ক, নাক্স-ভমিকা।

দস্তোৎপাতনে রক্তস্রাব—আণিকা, হামামে, ইরেক্‌থাই, কার্কো-ভেজি, ক্রোটেলাস, ফস্‌কোরাস।

দস্তোদগমকালীন গীড়া—ঈথুজ, অ্যাকো, বেল, অ্যাসিড হাইড্রো, ব্রোমিন, কেলি-ব্রোম,

ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফস, ক্যামো, কল্‌চি, সাইকিউ, কুপ্রাম, হাথোস, গ্যাথোজি,

ক্রিথোজো, কফিবা, মার্ক-সল, সাল্ফার, জিকাম।

দংশন (ইন্দুর দংশন)—একিনেসিয়ার মূল অরিষ্ট ৩৪ ফোটা মাত্রায় দৈনিক ৩৪ বার সেব্য।

লেডাম ৪, ৩, ৬ শক্তিও উত্তম ঔষধ। লক্ষণানুসারে আসেনিক, ব্যবহার্য। দ্রষ্টব্য :—ইন্দুরে

কামড়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ আভা পাতা ও ধূতরা পাতা হকার জলের সহিত একত্রে বাটিয়া উল

বেশ গরম করিয়া আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিবে, ঐ প্রলেপ ৪৫ ঘণ্টা অন্তর বদলাইতে হইবে।

ধনুর্ভ্রুকার—আণিকা, ট্রিকিনিয়া, অ্যাক্সাটিউরা, প্যাসিক্লোরা, ফাইসটিগমা, অ্যাসিড-হাইড্রো,

অ্যাকোন, অ্যামন-কার্ক, আস', বেল, ক্যান্‌কব, কষ্টি, ক্লোরাল, সাইকিউটা, কোনাথাম,

কিউপ্রাম, হাথোস, চাইপারি, ইমে, ইপিকা, ল্যাকেসি, লরোসি, নাক্স-ভমি, ওপি, রাস-টক্স,

সিকেলি, ট্র্যামো, ভেরেট্রাম, পাইরোজেন, ভেরেট্রাম-ভিরিডি।

ধবল—আস'-সাল্ফ-ক্রে, নেট্রাম-মি, নাইটি-অ্যাসি, স্রাফুকাস, জিকাম-ফস, অ্যানাকা, আস',

কেলি-আস', কেলি-আয়োড, হাইড্রোকোটাইল-এসিয়াটিকা।

ধমনীর অবরুদ্ধ—ব্যারাই-মিউর, ক্যাকটাস, ক্যালকে-কার্ক, আস', আস'-আয়োড, অরাম-মিউর,

কার্কো-ভেজ, অ্যাক্সাথে, আণিকা, কষ্টিকাম, কেলি-কার্ক, গ্র্যাফাই, ল্যাক, লাইকো,

কেরাম, গ্যাটিনা, পাল্লেস, সাল্ফার, জিকাম, ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যালকে-ক্লোর, ক্যালকে-ফস,

মোনরন, কেলি-আয়োড, ক্যালমিয়া, লিথিয়াম-কার্ক, মর্ফিনাম, নেট্রাম-আয়ড, ভেরেট্র-ভি।

দংশন প্রদাহ—আস, কার্বো-ভেজ, একিনেসি, কেলি-আয়োড, ল্যাকেসি, নেট্রাম-আয়োড, সিকেসি, অ্যাকো, অরাম, ফেরাম-কস, প্রাথম।

দংশন কাটিয়া যাওয়া এবং ইহার কলে রক্তস্রাব—কণ্ডিত স্থান বাদি বাধিয়া রাখিবার সুবিধা থাকে তবে বাধিয়া রাখিবে; নচেৎ ঐ স্থান সেলাই করিবে, এই সকল ক্রিয়ার পরও যদি রক্ত পড়া বন্ধ না হয় তবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করান কর্তব্য। আর্শিকা, ফেরাম-কস—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ; ক্যালেলুলা—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ; হেরেক্‌থাইটিস, ইরিজিয়ণ, ক্রোটেলাস, কফোরাস, ইহাতেও যদি রক্তস্রাব বন্ধ না হয় তবে লক্ষণানুসারে ঔষধ ব্যবহার্য।

কাটিয়া গেলে—অ্যাকো, আর্শিকা, ব্যারাই-কার্ক, বেল, কষ্টিকাম, ককিউ, কুপ্রাম-মেট, ল্যাকেসি, নাক্স-ভমি, ফফো, প্রাথম রাস-টক্স, ভাইপেরা, লরোসি, ট্রেন্সি-কা।

বোলতা, ভিমরুল প্রভৃতি কীটাদির (দংশন)—অ্যান্থ্রাসিনাম।

(দংশন) ইন্দুর, বোলতা ভিমরুল ও মশকাদির—লেডাম।

সর্প, কুকুর ও পোকাদির—অ্যাসেটিক অ্যাসিড, অ্যামন-কণ্ডি, অ্যানথ্রাস, অ্যাপিস, আর্শিকা, আস, বেল, ক্যালেলিডি, ক্যান্‌ফার, সিড্রন, ক্রোটে, ইচিনে, গোলান্ড্রিনা, গ্রিগিলি, গোঘে, জিমনোক্রে, হাইড্রো-আ, হাইপা, কেলি-পার্মাঙ্গা, ল্যাকেসি, লেডাম, মক্কাস, স্পাই।

পাগলা কুকুর দ্বারা (দষ্টব্য) :—কুকুরে কামড়াইলে পর আর কালবিলম্ব না করিয়া দংশিত স্থান কার্বলিক-অ্যাসিড বা নাইট্রিক-অ্যাসিড দ্বারা পোড়াইয়া দিতে হয় তারপর হোমিওপ্যাথিক বেলেডোনা নিরশক্তি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য। ট্র্যামোনিয়াম সেবনে অনেক স্থলেই সুফল কলে।

কুকুর শিয়াল, ক্রোধান্বিত বিড়াল কামড়াইলে হাইড্রোকোবিয়া বা জলাতর রোগ হইয়া থাকে (তবে উহাদের দংশনের সঙ্গে সঙ্গে জলাতর রোগের সৃষ্টি হয় না অন্ততঃ ১৫।১৬ দিন পরে এই রোগ হইয়া থাকে); জলাতর অধ্যায় দষ্টব্য।

সাধারণতঃ জলাতর রোগের প্রধান ঔষধ হাইড্রোকোবিয়াম ৩০ শক্তি রোজ ২।১ বার সেব্য।

ধাতুকৌর্বল্য—অ্যাকোন, অ্যাবিস-নাই, অ্যালফাল্কা, আচু, অ্যানা, আপি, আস অ্যাসার্কি, অ্যাসারাম, ভাবাইনা, ক্যান্‌ফার-মনো, কোকা, কোকেইন, কোনা, কার্লসবার্ড, সাইপ্রি-পিডিয়াম, ইউপোটোরিয়াম, ফেল্‌স, গসিপি, হায়োসি, ইয়ে, ইণ্ডল, কেলি-ব্রোম, কেলি-কা, কেলি-কস, ম্যাগ্নে-কস, নিকোডাম, নাক্স-ম, নাক্স-ভমি, ওপি, ফফো, পাল্‌স, সেনিকিউ, সাইলি, ট্র্যামো, টিকনিব, থিবা, থিরিডি, অ্যাপারিকাস, অ্যাম্মাস-কা, আর্জেন্ট-মেট, অরাম-মেট, ব্যারাইট-কার্ক, বোভি, ক্যালেলিডি, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-কস, কার্বো-ভেজ, চারনা, ককিউ, ফ্লোরিক-অ্যাসিড, কেলি-আয়োড, ল্যাকেসি, লাইকো, লিলিয়াম-টিপ, ম্যাগ্নে-কার্ক, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-কস, ওরিগে, অক্সালি-অ্যাসি, কফোরিক-অ্যাসিড, গ্যাটি, সাহস, সেনেসি, ট্যাক, ট্র্যামো, সাল্‌ফার, থুজা, অ্যাম্মাস, অ্যাম্মিরাণ, অ্যাডেনা।

ক্ষয়জনক—অ্যাম্মাস, অ্যানাকার্ডি, অ্যাস্টিম-কুড, আর্জেন্ট-নাই, আর্শিকা, আস, ভাবাইনা, ব্যারাইট-কার্ক, বার্কারিস-ভাল, ক্যালেলিডি, ক্যালকে-কার্ক, ক্যান্‌ফার, কার্বোনিয়াম-সালক,

চিনিরাম-সাল্ক, চায়না, কোব্যান্টাম, কোনিয়া, ড্যামিরানা, ডিজি, ডাবোহ, জেল, গ্র্যাফাই, হাইপা, ইয়ে, আযো, কেলি-ব্রোম, কেলি-আযোড, লাইকো, নেট্রাম-মিউ, নাইট্রিক-অ্যাসি, রুফ্র-মুটিরা, নাক্স-ভম, অনসমো, ফকো-অ্যাসি, ফকো, পিক্রিক-অ্যাসি, প্রাথম-মেট, স্তাবাড়ি সেলিন-নাইগ্রা, জিফাম, জিফ-কস, অ্যাগারি, বিউকো, ক্যালকে-কস, ক্যালকে-সাল্ক, কেরাম, হেড্রিবো, ম্যাথ-কার্ক, মকাস, নাক্স-ম, ফাইটো, সোরিণাম, পালসে, সেলিনি, সিপি, ট্যানাম, ট্যাকিসে, সাল্ফার, থুজা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—অ্যাত্রো, অ্যাকো, অ্যাগারি, অ্যাথ, অ্যামন-কার্ক, অ্যানিকা, আস', বেল, ব্রাই, ক্যাটাস, ক্যালকে-কার্ক, কার্কো-ভেজ, চায়না, অ্যাপি-ক্রুড, অ্যার্ক-মেট, ব্যাপ্টে, ব্যারাইটা-কার্ক, ক্রোকাস, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ, ফেরাম-অ্যাসি, ফেরাম-কস, কেরাম-পি, ফিকাস, হ্যামামে, ইপি, কেলি-কার্ক, কেলি-ক্রোর, ল্যাকে, মিলিফো, মেলি-লো, মার্কারি, নেট্রাম-নাইট্রি, নেট্রাম-স্তালি, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভম, ফকো, পালস, সিকেলি, সিপিথ, সাল্ক, থ্যাপি, টিলিয়া, টিলিয়াম, ভাইপেরা, ব্রোমি, বোডিঙা, কার্কো-অ্যানি, কোপেবা, কুপ্রাম, লেডাম, লাইকো, মেড্রিবি, একাস, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-কস, পেট্রো, রাস-টক্স, র্যাটান, রডো, রিউমেস, স্তাবাই, স্ত্রাফু, স্পাঞ্জ, ট্যানাম, ভেবেট্রাম, স্ত্রাফুইনেরিবা-নাইট্রিকম।

নাসিকাভ্যন্তরে প্রদাহ—উহা হইতে জলের ছায়, গরম, অথবা পাতলা, স্লেয়াস্রাব—অ্যাথ-গ্রি, অ্যামন-কক্ট্রি, অ্যামন-মিউর, অ্যারেনি, আস', আস'-আযোড, অরাম, বেল, কার্কো-ভেজ, সেপা, ক্যামো, ইউক্রে, জেলস, আযোড কেলি-আযড, ক্রিযো, ল্যাকেসি, মার্ক-কব, মার্কারি, মিউরিবেটিক-অ্যাসিড, স্তাপ্ণা, নেট্রাম-আস', নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসি, স্তাবাড়ি, স্ত্রাফুই, স্ত্রাফুইনাইট্রিক, ফ্লিা, সাল্ক, ট্রিফে, কুপ্রাম-অ্যাসি, ডাল্কা, হিগার, ব্যানান-বাহো, সাইলি, সোরিণাম, ষ্ট্রিটা।

নাসিকার পুরাতন সর্দি বা পুণ্ডিলস্ত—অ্যালিউমিনা, আস'-আযোড, অ্যাসাকি, অরাম-মিউর, অরাম-মেটানিকাম, ক্যাডমিয়াম-সাল্ক, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ক্রোর, কার্কো-অ্যাসি, ইল্যাপ, ফেরাম-আযড, গ্র্যাফাই, হিপাব, হাইড্রাস, হাইড্রাস-মিউর, হিপোজিনিরাম, আরো, কেলি-বাই, কেলি-কার্ক, কেলি-ব্রোম, কেলি-আযড, কেলি-কস, ক্রিযো, ল্যাকেসি, লেইনা-বাইনর, মার্ক-আযড-ক্রেভাস, মার্ক-সাল্ক, নাইট্রিক-অ্যাসিড, কসকো-অ্যাসিড, কসকোরাস, সোরিণাম, পালসে, সিপিরা, সাইলি, টিউক্লি, থেরিডি, থুজা, ট্রাইওক্লি, ক্যালকে-আযড।

ভিতর চুলকাণি—অ্যাগনাস, অ্যামন-কার্ক, আস'-আযড, অরাতো, অরাম-ব্রোমাইড, সিনা, ক্যাগোপাইরাম, হাইড্রাস, র্যানান-বাল্ভো, স্তাবাড়িলা, স্ত্রাফুইনে, স্তানটোনাইন্, সিপিবা, সাইলিসি, টিউক্লি, ওয়েসিবা, কেলি-কস, ক্যালকে-কস।

নাসিকা হইতে সবুজ, হলদে ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব—অ্যালিউমি, আস'-আযড, অরাম-টি, অরাম, ব্যাল্ফাম-পেক, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-আযড, ক্যালকে-সাল্ক, ডালকা, ইউকেলিপ্‌টাস, হিগার, হাইড্রাস, কেলি-বাই, কেলি-আযড, মার্ক-সাল্ক, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-সাল্ক, নাইট্রিক-অ্যাসি, পেছোরাম, কসকোরাস, পালসে, স্ত্রাফুই, সিপিরা, সাইলি, থুজা।

নাসিকা হইতে অত্যন্ত দুৰ্গন্ধ আব—আস-আযোড, আসাফিটিডা, অরাম, ব্যালসা-পেরু, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-আস, ইলাপ্স, ইউকেলিপ, গ্রাফাই, হিপার, হাইড্রাস, কেলি-বাই, কেলি-আযড, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-কার্ক, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পাল্‌সে, ত্রাজুই, সিপিয়া, সাইলি, সালফ, থেরি, টিউবার, পাইরোজেন, সোরিগাম।

হইতে প্রচুর আব—আইল্যায়াস-আমন-মিউর, অ্যারেনিয়া, আস-আযোড, এরাম-টি, ব্যালসা-পেরু, ক্যালকে-আযোড, সেপা, ইউক্রেসিয়া, হিপার, হাইড্রাস, কেলি-বাই, কেলি-আযোড, মার্ক-সালফ, নাক্স-ভমি, পাল্‌সে, ত্রাজুই, সিপিয়া, থুজা।

নাসিকার ভিতর পৃথিবী (উপদংশ জন্মিত)—আসাফি, অরাম, ক্রোটেলাস, ফ্লোরিক-অ্যাসি, কেলি-বাই, কেলি-আযড, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সিফিলিনাম।

নাকের ভিতর যা নালী ঘায়ে পরিণত—আস, আসাফি, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-সালফ, ইউকেলিপ্‌টাস, হিপার, আযোডি, কেলি-বাই, কেলি-আযড, লাইকো, মার্ক-আয়ো-ক্রেভাস, মার্ক-সালফ, মেজেরি, ফসফো-অ্যাসি, ফসফোরাস, সাইলি, স্পাইজি, টিউক্লিয়ারাম।

(নাসিকার আগ্রহান্তর দ্বারা—অ্যালিউমিনা, সাইক্রে, হেলিবো, হিপার, কেলি-কার্ক, মেঘল, 'মেজেরি, রডো, সাইলি, ট্যাবেকাম।

আগ শক্তির তীক্ষ্ণতা—আকো, অরাম, বেলডো, কার্কলিক-অ্যাসি, ফার্কো-ভেজ, ক্যামোমিলা, চাযনা, কলচি, গ্রাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউব, নাক্স-ভমি, ফসফো, ত্রাবাড়ি, সিপিয়া, সালফার।

নাসিকা—পুষ্পের গন্ধে অস্থির হইয়া পড়িলে—গ্রাফাইটিস।

খাণ্ডেব গন্ধে অস্থির হইয়া পড়িলে—আসেনিক, কলচি, সিপিয়া।

(নাসিকায়) আগ শক্তির সম্পূর্ণ লোপ—অ্যালিউ, আমন-মিউর, অ্যামিগ্‌ডেলাস-পাসিকা, আনাকা, অরাম, বেলডো, ক্যালকে-কার্ক, হিপার, আযোড, জাষ্টিসিয়া, কেলি-বাই, লেমনা-মাই, ম্যাগ্নে-মিউর, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসি, পাল্‌সে, ত্রাজুই, সাইলি, সালফার, টিউক্লি, জিঙ্কাম-মিউর।

নাসিকায় প্রমাত্মক আগ পাওয়া—অ্যায়াস, আনাকা, অ্যাপোস-অ্যাণ্ডো, আস, অরাম, বেল, ক্যালকে-কার্ক, কোরাল, কেলি-বাই, ম্যাগ্নে-মিউর, মার্ক-সালফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, ফসফো, পাল্‌সে, ত্রাজুই, সালফ।

নাসিকা কুৎসার বা ইটি—আকো, অ্যামোনিয়া, আমন-মিউর, অ্যারেনিয়া, আস-আযোড, অ্যাণ্ডো, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালফার, সেপা, সাইক্রে, ইউপেটা-পার্ক, ইউক্লিয়া, ইউক্রে, জেল্স, আযোডি, কেলি-বাই, কেলি-আযড, লোবেলিয়া, মেঘল, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসি, রাস-টক্স, ত্রাবাড়ি, ত্রাজুই, ত্রাজুই-নাইট্রিক, সিলি, সেনিকিউ, সেনেগা, সিনাপিস-নাই, সেনেগা, টিউক্লি।

নাসারক্ত আবদ্ধ হইয়া পাওয়া—আকো, আমন-কার্ক, আমন-মিউর, আনাকা, অ্যাণ্ডো, আস, আস-আযোড, অরাম-মেট, অরাম-মিউব-স্টাট, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালফার, কলচি, ক্যামোমি, কোনা, কোপেবা, ইলাপ্স, ইউক্রে, ফ্লোরিক-অ্যাসি, ফর্সিকা, গ্লিসারিন, গ্রাফাই, হেলিঅ্যায়াস, হিপার, কেলি-বাই, কেলি-কার্ক, কেলি-আযড, লেমনা-মাইন, লাইকো,

মেইল, নেট্রাম-আস', নেট্রাম-মিউর, নাইটিক-অ্যাসিড, নক্স-ভমি, প্যারিস, পেট্রোলি পালসে, রেডিয়াম, আবাডিল, আন্থকাস, আন্থই-নাইটি, সিপিয়া।

নর্দসিকা বুদ্ধিমত্তার মধ্যস্থিত ক্ষত—অ্যালিউ, অরাম-মে, ব্রোমিথাম, কার্ক-অ্যাসি, ফ্লোরিক-অ্যাসিড, হিপোজিনিলাম, হাইড্রাস, কেলি-বাই, মার্ক-কর, মার্ক-আবোড-ক, কেলি-আবোড, নাইটিক-অ্যাসি, সাইলি, ভিনকা।

ন্যাসিকার ভিত্তর অর্কবু (নাঙ্গা)—অরাম, বেলাডো, ক্যালকে-কা, সিনা, কোনাথাম, গ্র্যাফাই, মার্ক, নেট্রাম-মিউব, নাইটিক-অ্যাসিড, ফস, আন্থনে, ল্যাকে, লেমনা-মাই, সালফ, টিউক্লি, সোরিণাম, ক্যালকে-ফস, পলিপাস হইতে সহজে রক্তস্রাব হইলে ফসফোবাস, আন্থই-নাইটি, কেলি-বাইক্রম, ১x লোসন প্রত্যাহ বাহ প্রয়োগে পলিপাস নরম হইয়া উঠিয়া যায় অথবা ১x বিচূর্ণন নস্তুর জ্বাষ টানিলে উপকার দর্শে।

সর্দি অন্ত্যন্ত শুষ্ক—অ্যাকো, অ্যামন-কার্ক, অ্যামন-মিউর, অরাম, ক্যালকে-কার্ক, কষ্টিকাম, ক্যামো, সিটাস, কোনাথ, ডাকা, ইল্যাপ্স, গ্লিসারিন, গ্র্যাফা, হিপার, আরো, কেলি-বাই, কেলি-কার্ক, ল্যাকেসি, লাইকো, ম্যাথল, নেট্রাম-মিউর, নাইটি-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, অসমি, পালসে, সিপিয়া, সাইলি, টিকটা, টিউক্লি।

নাকের সর্দি জলের জ্বায় পাতলা—অ্যাক্টোপিন, আইল্যায়াস, অ্যামব্রোসিয়া, অ্যামন-মিউব, অ্যামন-ফস, অ্যারেলিয়া, আস, আস'-আবোড, সেপা, সাইক্রেমেন, ইউকেলিপ, ইউপে-পার্ক, ইউক্রে, হাইড্র্যাটিস, অরুয়া, ইপিকা, জাটিসিয়া, কেলি-ক্লোরে, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নেট্রাম-আস', নেট্রাম-মিউর, স্কটলা, আবাডি, আন্থইনেবিয়া-নাইটি, স্কিলা, সাইলি, টাইকো।

সর্দির সহিত বৃদ্ধ বয়সের বৃকের ধড়ফড়ানি—অ্যানাকার্ডিথাম।

সর্দি অন্ত্যন্ত ঘন—অরাম, ফেরাম-আবোড, হিপাব, কেলি-বাই, কেলি-সালফ, মার্ক-সালফ, পালসে, আন্থই-নাইটি, কাষ, সিপিয়া, টিক্টা।

সর্দি বৈকালে বৃদ্ধি—সেপা, গ্লিসারিন, পালসে।

সর্দি সন্তোজাত শিশু—ডাল্‌কামারা।

সর্দি—মুক্ত হাওয়ায় ভাল থাকে বৃদ্ধস্থানে ও গবম ঘবে বৃদ্ধি—আসেনিক, অ্যালিথাম-সেপা, পালসে।

নিউমোনিয়া—অ্যাকো, অ্যাগা, অ্যামন-আবোড, অ্যাক্টিম-আস', অ্যাক্টিম-আবোড, অ্যাক্টিম-সালফ, অ্যাক্টিম-টার্ট, অ্যাপোমফিন, আণিকা, আস, বেল, ব্রোমি, ব্রাই, ক্যাফিন, ক্যান্ডার, কার্ক-অ্যাসিড, কার্কো-ভেজ, চেলিডো, চায়না, ডিজি, ফেরাম-ফস, জেনুস, হিপার, আরো, ইপিকা, কেলি-বাই, কেলি-কার্ক, কেলি-আবোড, ল্যাকে, লাইকো, মার্করি, মিলিফো, নেট্রাম-সালফ, নাইটিক-অ্যাসিড, ওপি, অক্সালিক-অ্যাসি, কক্কোরাস, নিউমো-টক্সিন, নিউমো-কক্কোসিন (Pneumococcin), পাইরো, র্যানান-বাল্‌বো, রাস্ট-ক্স, আন্থইনে, স্কিলা, সেনেগা, টিক্কিন, সালফ, টিউবারকিউলি, ভেরেট্রা-অ্যাব, ভেরেট্রাম-ভাই, ক্যান্ডাস, ক্যানাবিস-আটা, ক্যানা, ক্যাপিকা, কার্কো-অ্যানি, কুগ্রাম, ফেরাম-আবোড, ফেরাম-মেট, হারোসি, কেলি-মিউর, কেলি-নাইটি, কেলি-সালফ, লরোসি, মকাস, নেট্রাম-আস', নাক্স-ভমি, পালসে, সাইলি, স্পিরিয়া।

নিউমোনিয়া বহুদিন স্থায়ী ও কুটিকিৎসিত—অ্যাটিম-সাল্ফ, অ্যাটিম-টার্ট, অ্যাস'-আয়োড, ব্রাই, কার্বো-ভেজ, চায়না, হিপার-সাল্ফ, কেলি-আয়োড, কেলি-কার্ব, ল্যাকেসি, লাইকো, ফস্ফো, প্রাথম, সাল্ফার, টিউবারকিউলিন।

নিউমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায়—অ্যাটিম-অ্যাস', অ্যাটিম-টার্ট, ফেরাম-ফস, ফস্ফোরাস।

নিউমোনিয়া পৈত্তিক—অ্যাটিম-টার্ট, চেলিডো, ল্যাপটে, মার্কারি, ফস, পড্জেনাইলার।

নিউমোনিয়ার পর ফুসফুসের অসাড়তা—অ্যামন-কার্ব, অ্যাটি-টা, অ্যাণিকো, ক্যাসিলি, কার্বো-ভেজ, ডাল্কা, গ্রিণ্ডলি, হাইড্রো-অ্যাসি, ল্যাকে, লরোসি, লোবেলি, লাইকো, মার্ক-সায়া, মক্কাস, ফস্ফো, সোলেনাম।

- প্রদাহাঘাত অবস্থা—অ্যাকো, ইস্কুলা, বেল, ব্রাই, ফেরাম-ফস, আয়োডি, স্ত্রাবুই.
- ডেরেই-ভিরি

নিউমোনিয়া যখন আরোগ্যশূন্য হয়—অ্যাটিম-টা, অ্যাটিম-সাল্ফ, অ্যাস', অ্যাস'-আয়োড, কার্বো-ভেজ, হিপার, আয়োডি, কেলি-আয়োড, কেলি-সাল্ফ, লাইকো, ফস্ফো, স্ত্রাবুই, সাইলি, ষ্ট্যানাম-আয়োড, সাল্ফার।

- যখন দৃঢ় হয়—অ্যাটিম-টার্ট, ব্রাই, আয়োড, কেলি-আয়োড, কেলি-মিউর ফস্ফো, স্ত্রাবুই, সাল্ফ।
- টাইফয়েড সহ—হায়োস, ল্যাকে, লরোসি, মার্ক-সায়া, মক্কিনাম, ওপি, ফস্ফো, রাস-টক্স, স্ত্রাবুই, সাল্ফ।

জ্বর—অ্যাকো, অ্যাস', অরাম, বেল, ব্রাই, বার্কো-ডাল, ক্যালকে-কার্ব, ক্যালকে-সাল্ফ, কাডুয়াস-মেরি, অ্যালোজ, অ্যামন-মিউর, অর্জেন্ট-নাই, অ্যাস্টেকাস, অরাম-মিউ-ব্রাই, সিথানো, চিয়োনেশাস, কলেট্টেরিনাম, কর্ণাস-সাসিনেটা, ক্রাগলাল-সিনি, কেলি-পিক্কে মার্ক-কর, মার্ক-সল, মার্ক-ডাল, মাইরি, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, কোনারা, ক্রোটেলাস, জেল্‌স, হাইড্রাস, আয়োড, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, ল্যাকেসি, লাইকো, নক্স-ভম, ফস্ফো, পাডোকা, পাল্‌গ, র্যানান-বাল, সল্ফার, পিক্কি-অ্যাসি, প্রাথম, টিলিবা, ব্রিউমক্স, টিলি, ট্যারেক্স, ভাইপেরাল.

- শিশুদিগের—অ্যাকো, চায়না, মার্ক-সল, বোভিষ্টা, ব্রাই, ক্যামো, নক্স-ভমি, সাল্ফার।

মিস্কল্যান বায়ু—

- ক্রোধের জ্বর পীড়ায়—ক্যামো, ব্রাইযো।
- ভয়ের জ্বর—অ্যাকো, বেল, জেল্‌স, ইয়ে ওপিরাম, কেলি-প্রোম, ডেরেই-অ্যাস।
- শোকের জ্বর—ইয়েসিয়া, ক্র্যাক-ফস, ফস্ফো, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড, ট্যাক্সিস।
- প্রণয়ে নৈরাশ্র-জনিত—হায়োস, ল্যাকেসি।
- জননেত্রির উত্তেজনায়—কোনা, প্র্যাটিনাম।
- ধর্মোন্মাদে—ট্র্যামো, সাল্ফ, ডেরেই-অ্যাস।
- হৃৎস্পন্দন জনিত রোগে—চায়না, নক্স-ভমি, কোনারা, আভানা, ট্যাক, স্ত্রাবাল-সেকলে, অ্যারেনিয়া, অ্যাস', ক্যানাবিস, কুরারি, ষ্ট্যানাম, কুটেল।

পাঁচা জ্বর—আণিকা, এপিস, আসেনি, একিনে, বেল, ব্রাইযো, কার্কো-ভেজ, চাঘনা, ক্রোটে, ল্যাকোসি, মিউরিয়ে-আসি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফস্ফা, রাস-টক্স, সিকেলি, সল্ফার, ভেরেট-অ্যাস, ভেরেট-ভিবি, পাইরো, ক্যালকে-আস' চিনিলাম--সাল্ফ, চিনিলাম-আস', ইল্যাম্প, সাইলিসিয়া।

(খ) ক্যালকে-আস', চাঘনা, হেলিবো, ক্যালকে-কার্ক, ক্রিযো, ল্যাকেসিস, সাইলি।

(গ) আস'; মার্ক্যারি, মেজে, ইউফরিসিয়া, সালফিউবিক-অ্যাসি।

পক্ষাঘাত—অ্যাকো, এক্সিউলা-প্রাবা, এক্সিউলা-হিপ, অ্যাগারি, অ্যালিউমি, অ্যাম্ব্রা, অ্যানাকা, অ্যাক্টা, অ্যাক্টে-নাই, আণিকা, আস', ব্যারাই-কার্ক, বেস, ব্রাই, বিউফো, ক্যাড্‌মি, ক্যাঙ্ক, ক্যানাবি-ইণ্ডিকা, কার্কো-ভেজ, ক্যালকে, কষ্টি, চেলি, চাঘনা সাইলি, সিনা ককিউ, কলচি, কোনা, ক্রোটেনাস, কিউপ্রা, ডালকা, ফেরাম, জেল্‌স, গ্র্যাফা, হিপার হাইড্রোসি-অ্যাসি, হাঘোসি, ইমে, ইণ্ডিকা, কেলি ক্য, কেলি-অ্যাম্বোড, কেলি-ফস, ল্যাকেসি, লেডাম, লাইকো, ম্যাথ-ফস, মার্ক্যারি, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-মিউব, নেট্রাম-ফস, নক্স-ম, নক্স-ভমি, ওপি, ফস্ফা, ফস্ফা-অ্যাসি, ফাইসস, প্রাঘাম, সোরি, রডো, রাস-টক্স, রুটা, সিকেলি, সিপিযা, সাইলি, ট্যানাম, ট্রাকি, ট্রামে, সাল্ফা, ট্যাবেট, টেরিবি, ভেরেট-অ্যাস, ভেবেট-ভিবি, জিকাম।

পাঁচড়া—অ্যাম্বাজ, অ্যাম্বাসি, কষ্টি, ক্রোটন, হিপাব, লাইকো, মার্ক্যারি, নক্স-ভমি, সোবিগাম, রাস-ভেনেটো, রাস-টক্স, সিপি, সাল্ফাব, আস', কার্কো-ভেজ, লোবেলি, সাল্ফিউ-অ্যাসিড।

দ্রষ্টব্য :—এই রোগের অবস্থানুসারে প্রতি ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও অষ্টম দিবসে ঔষধ দেওয়া কর্তব্য।

পাঁচড়া পূঁজযুক্ত হইলে প্রথম সাল্ফ ও লাইকো প্রয়োগ করিবে ইহা বা ব্যর্থ হইলে কার্কো-ভেজ ব্যবহার্য।

পাঁচড়া ক্ষতযুক্ত হইলে ক্রিমেটিস ও রাস-টক্স উপকার নর্শে।

ডাঃ হেরিং বলেন, পাঁচড়া রোগে লক্ষণানুসারে আভ্যন্তরীণ ঔষধেব সহিত বাহ্যরূপে বালসাম-পেরু ও ল্যাভেণ্ডার-ওয়েল বিশেষ ফলপ্রদ।

পাক্ষ্যশয়ের শূল—অ্যাকো, অ্যাক্টি-ফুড, অ্যাক্টি-টাট, এপিস, অ্যাক্টে-নাই, আণিকা, আসে, অ্যাসাকি, ব্যাবাই, বেল, ব্রাই, ক্যাম্‌ফ, ক্যানাবিস, ক্যাঁধা, ক্যাপ্‌সি, চেলিডো, চাঘনা, কলচি, কলোসি, কুপ্রাম, ডাঘাকো, হেলিবো, হাইড্রাস, হাঘোস, ইপি, আইরিস, লরো, লাইকো, মার্ক্যারি, মেজে, নক্স-ভমি, ফস্ফা, পডে, শ্রাবাডি, সিলি, সিকেলি, ট্যারাক্সে, টিউক্রি, ভেরেটাম, সাল্ফার, জিকাম-ফস, জিকাম-মেট।

পিত্তপাথুরী বা পিত্তাশ্মরী—আপোমফিয়া, আসেনিক, অবাম, ব্যাপটে, বার্ক্যারিস, বোল্ডো, ব্রাই, ক্যালকে-কার্ক, কাডুয়াস-মেরি, চেলিডো, চিঘোনেঘাস, চাঘনা, ডায়াসকুরি, ফেল-টেউরি ফেরাম-সাল্ফ, জেল্‌স, হাইড্রাস, জাগলেজ-সিনিরিয়া, ল্যাকেসি, লেপটে, মাইরি, নক্স-ভমি, পিচি, পডোফা, টিলিয়া, সাইলি, সাল্ফার, ট্যাবেকাম, টেরিবি, থুজা।

পিত্ত-শূল—আস', অ্যাক্টিকিন-সাল্ফ, বেল, বার্ক্যারিস, ক্যালকে-কার্ক, কাডুয়াস-মেরি, ক্যাঁধা, চেলিডো, চিঘোনেঘাস, চাঘনা, কলোসি, ডিজিটে, ডাঘাকো, জেল্‌স, হাইড্রাস, ইপি, লাইকো, নক্স-ভমি, ওপি, টেরিবি।

পিত্তপাথুরী বা পিত্তাশ্মরী—

মূত্রাশ্মরী—আর্জেন্ট-নাই, বেল, বেনজয়িক-অ্যাসি, বার্বেরিস, ক্যাছারি, ক্যায়া, চিনিনা-সালফ, ককাস-ক্যাষ্ট, কলোসি, ডায়াস, ইপিজিয়া, ইরিগেনাম, ইউপে-পার্প, হিডিওমা, হিপার, হাইড্রাস, ইপোমিয়া, লাইকো, মেজেবি, নাহট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, অনিসকাস, ওপি, প্যারেরিয়া, পিচি, পাইপারিজিন, সায়সাপ্যারিল, সিপিয়া, ট্যাবেকা, অ্যাটিকা, ইউডা-উসাই, ভেসিকেরিয়া।

বামদিকে বৃদ্ধি—বার্কারিস, ক্যাছাবি, ট্যাবেকাম।

ডানদিকে বৃদ্ধি লাইকো নাক্স-ভমি ওসিমা, সায়সাপ্যারিল।

পানিবসন্ত—জল বসন্ত দেখ।

পাখা—একজিমা দেখ।

পালাজর ও সবিরামজর—অ্যাকা, অ্যামন মিউব, অ্যামন-পিক্রেটাম, এপিস, অ্যাটিষ্টা-ইণ্ডিকা, অ্যাটিম ক্রুড অ্যাটিম-টা অ্যারনিয়া, আগিকা, আস, অ্যাস'-ব্রোমাহড, অ্যাজাডাইবেক্টা, ব্যাপ্টি, বেল, ব্রাই, ক্যাকটাস, ক্যাম্ফ-মনো-ব্রমাহড, ক্যানচালাগুয়া, ক্যাপ্সি, কার্বলিক-অ্যাসি, কার্বো-ভেজ, কুহনি-হণ্ডিকা, সিবানোথাস, সিড্রণ, চিনি-অ্যাস, চিনিনাম-সালফ, চিবোনেছাস, সাইমেজ, সিনা, চানা ক্রোটলাস, হডাকলিপটাস, ইউপে-পার্প, ফেরাম-মেট, ফেবাম-ফস ফেবাম-অ্যাস, জেলস, হেলিয়েছাস, হিপাব, হাইড্রাস, হজাসি, হপিকা, ল্যাকেসিস, লেবোসি, লাইকো, ম্যালেক্তি, মেনিয়েছাস, নেট্রাম-মিউব, নেট্রাম-সালফ, নিকট্যাথিস, নাক্স-ভমি, ওপি, ফসফোর-অ্যাসি, পডোফা, পালসে, রাস-টক্স, শ্রাবাডি, স্পাহজি, সালফ, ট্যারেক্সি, টিলা, থুজা, অ্যাটিকা ভাস্কাঙ্কাম, ভেবেট্রাম-অ্যাব, ভেরেট্রাম-ভিরিডি, কেলি-এম, কেলি বাহ, কেলি-আবোড, ল্যাকুনান, ম্যাগ্নে-ক্যাব, ম্যাগ্নে-মিউব, ম্যাগ্নে-সালফ লেডাম, লোবেলিয়া, প্র্যাণ্টেগো, প্রাশাম, পলিপোবাস, সোবিণাম, স্ট্যাফিসে, স্ট্র্যামোনি, ট্যারেটুলা, ভ্যালেরিয়ানা।

পার্শ্বাত অ্যাবো, অ্যাকে, অ্যাটিম অ্যাস', অ্যাটিম-টার্ট এপিস, আগিকা আস, অ্যাস'-ক্লোপি, ব্রাই, ক্যাছারি, কার্বো-অ্যানি, চাবনা ডিজি, ফেরাম-মিউব, ফেরাম-ফস, গুয়েকা, হিপার, আবোডি, কেলি-কা, কেলি আবোড, লেডাম, মার্কারি, নেট্রাম-সালফ, র্যানানকিউলাস, রাস-টক্স, শ্রাবাডিলা, স্থিগা, সেনেগ, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, সালফ, টিউবাকিউলি, চিনাপোডিয়াম, চিনিনাম-অ্যাস, গলথেরিয়া, গোয়েকাম, ক্যালমিয়া, রডোডে, রিউমেজ।

পিত্তচক্ষু-অস্থি (মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রান্ত ভাগ) প্রদাহ—এপিস, বেল, কষ্টিকাম, কার্বো-অ্যানি, ক্যানাবিস, ক্যালকেরিয়া, সাইকিউটা, সিটাস, ইউফরসিয়াম, স্ক্রুটিক-অ্যাসিড, গ্র্যাফাইটিস, কেলি-কার্ব, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, লোবেলিয়া, ম্যাগ্নেসিয়া, মার্ক-সল মিউ-অ্যাসিড, সোরিণাম, পেট্রোলি, ফসফোরাস, ফসফ-অ্যাসিড, প্র্যাটিনা, রাস টক্স, ক্রটা, ট্যারেটুলা, থুজা, ভ্যালারি, জিঙ্কাম।

পুস্তাভন সজ্জপ্রদাহ—(১) অ্যাবোটেনাস, আগিকা, ক্যালকে-কার্ব, কষ্টিক, চিমাফিল, ক্রিমেনিস, হিপার-সালফ, ল্যাকেসি, লাইকো, ফসফ, ফাইটো, সালফ, ভেরেট্রাম। (২) ব্রাইও, ডালকা, ইগ্নেসি, মার্ক, নাক্স-ভ, পালস, রাস-টক্স, টিলিজি, থুজা।

পুরাতন সন্ধিপ্রদাহ—

„ সন্ধিক্ষীতি—অ্যাকোন, অ্যাপোসাইনাম, আণিকা, আস', কল্চি, হিপার, লাইকো, রডো, রাস, সালফার, ডেবেট্রাম ভির।

„ বক্রতা ও কাঠিন্তসহ—কষ্টিক, ন্যাকেক, লাইকো, নাক্স-ভ, সিপিথা।

„ পক্ষবাস্তিসহ—চাথনা, ফেরাম, রাস-ট, হেলিবো, প্রাথ, ট্যাকি।

পুরাতন সূতিকারোগ—নেট্রাম, আসেনিক, চাথনা, ফেরাম, ফেরাম-আস', অ্যালুমিনা, সিপিথা, গ্র্যাফাই, পাল্‌সেটিল, নাক্স-ভ, ক্যাপ্‌সিকাম।

প্রসবাস্তিক স্নেহস্রাব ও পাদক্ষীতি—পাল্‌স, গ্যাকেসি, এপিস, ছামামেলিস, আসেনিক ইত্যাদি।

„ পেট ঝুলিয়া পড়া—ক্যালকেরিয়া-কার্‌ ২০০ এবং সাইলিসিয়া ২০০ শক্তি সাত দিন অন্তর এক মাত্রা দিলে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়।

পেশীচয়ের শীর্ণতা—আথোড, প্রাথম, আর্জেন্ট, আণিকা, আস, কুগ্রাম, জিকাম, নেট্রাম-মিউর।

পেশীর বাত—ম্যাসকেরিন, স্রাজুনে, ব্রাই, রাস-টক্স, কল্‌চিকাম, গ্যানান-বাল্‌ব, জেল্‌স, ডাল্‌কা, কষ্টিকাম ইত্যাদি।

পোড়ানারাজী বা নারাজী—অ্যাকোন, আইল্যাছা, অ্যামন-কার্‌, অ্যাস্ট্রাক্সি, এপিস, আণিকা, আস', বেল, ব্রাইয়ো, ক্যান্ডাবা, ক্যাছা, চেলিডো, চাথনা, কমোডো, ক্রোটোলা, ইউকর, গ্র্যাফা, হাইড্র্যাট, ল্যাকেসি, লেডাম, মার্ক, নাক্স-ভম, পাল্‌স, রাস-ব্যাড, রাস-ট, সাইলি, ট্র্যামো, সাল্‌ফার, টেরিবিস্থ, অ্যাক্টি-পাইবি, এরাম-টিক, বিউফো, কষ্টিকা, ডাল্‌কা, ম্যাথ্‌সিসা, গ্যানানবি-বাল্‌ব, থুজা প্রভৃতি।

গৌণঃপৌনিক জ্বর—অ্যাকোন, আর্জেন্ট-নাইটি, আণিকা, আস, ব্যাপ্‌টি, ব্রাই, চাথনা, ইউপেটো-পার্কো, জেল্‌স, লেপ্ট্যাণ্ডা, মার্ক, নাক্স-ভম, নেট্রাম-কস, কস্‌ক-অ্যাসিড, রাস-ট, ডেরেট্র-অ্যাব, কালমেথ, কুইনি-কষ্টিকা, অ্যাজাডিরেক্টা, অ্যাল্‌গোনিবা-ক্লোরিস।

প্রসবঃবেদনা—অ্যাকোন, আণিকা, আস', বেল, বোরাক্স, কলোফাই, কষ্টি, ক্যামো, চাথনা, চিনি-সাল্‌ফ, সিমিসি, সিনামোমাম, ককিউ, কফি, কিউগ্রা, ফেরাম, জেল্‌স, হারসা, ইয়ে, ইপিকা, জ্যাবোর্যা, কেলি-কার্‌, কেলি-কস, ল্যাকেসি, লাইকো, ম্যাগ-মিউ, ম্যাগ-কস, নেট্র-মিউ, নাক্স-মস্কে, নাক্স-ভম, ওপি, কস্‌ক, প্র্যাটি, পাল্‌স, সিকেলি, সিপি, অটিলেগো, ভাইবার্গা-ওপু।

অগ্রকৃত—বেল, ক্যালকে-কার্‌, ক্যামো, সিমিসি, কলোফাই, কানার্যা, ডাথাকো, জেথ্‌স, কেলি-কার্‌, নাক্স-মস্কে, নাক্স-ভম, ওপি, পাল্‌স।

কৌণ বেদনা—বেল, কাকৌ-ভেজি, সিমিসি, কলোফাই, ক্যামো, গ্র্যাফা, জেল্‌স, কেলি-কার্‌, কেলি-কস, নেট্র-কার্‌, নেট্র-মিউ, নাক্স-মস্কে, নাক্স-ভম, ওপি, পাল্‌স, ক্রটা, সিকুলি, থুজা।

প্রথম কৃত্তস্রাবে (রক্তঃ দর্শনে) বিলম্ব—(১) কার্‌-সাল্‌ফ, ককিরা, কানার্যাম, কুগ্রাম, ডাল্‌কা। (২) অ্যাকোন, কেলি-কার্‌, লাইকো, ম্যাগ-কার্‌, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-মস্কেটা, পাল্‌সো। (৩) অ্যাকোন, অ্যাসাস, এপিস, অরাম, বেল, কেলি-কার্‌, ক্যালকে-কস,

কার্ব-অ্যাসিড, চেলিডো, সিমিসি, ককিউলাস, ড্রোসে, ফেরাম, ফেরাম-ফস, ইথ্রেসি, আযোড, কেলি-আযোড, ল্যাকেসি, নেট্র-কা, মার্ক, নেট্রাম-ফস, পেট্রো, ফস, ফস-অ্যাসিড, প্রাণ্ট, স্ত্রাবাই, সিনেসিও, ষ্টাফ, সাল্ফ-অ্যাসিড, ভ্যাক্স, জিকাম।

প্রচ্ছন্ন ম্যালেরিয়া জ্বর—আসেনিক, আণিকা, ফেরাম, আস, চিনিলাম-আস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-আস, ক্যাল্কে-আস, ল্যাকেসিস, নাক্স-ভ, পাল্লেসটিলা, কার্কো-ভেজ্জা।

প্রদর—শ্বেত-প্রদর—অ্যাকোন, অ্যাপাস, অ্যালোজ, অ্যালিউমিনা, অ্যাম্বা, অ্যামন-মিউর, অ্যাপ্টিম-টার্ট, এপিস, অ্যাজ্জেন্টাম, আস, আস-আযোড, বোভিষ্টা, ব্যাপ্টি, ব্রাই, ক্যাল্কে-ফস, ক্যানাবিস, ক্যাম্বা, কার্কো-অ্যানি, কার্কো-ভেজ্জ, কার্বলিক-অ্যাসিড, কষ্টিকা, সিনামন, সিড্রণ, ক্যামো, চাখনা, সিমিসি, ককিউলাস, কফিয়া, স্কোনাযাম, ক্রোকাস, কোপেবা, কুবারি, সাইক্লোমেন, ডাফ্‌নি, ডাল্কা, ইরিজিরণ, ইউপেটো, ফেরাম, জেল্‌স, গ্রাফাই, হামামে, হেলোনি, হিপার, আয়োড, কেলি-আস, কেলি-ব্রোম, কেলি-কার্ব, কেলি-আযোড, ক্রিসোজো, ল্যাকেসি, লিলিয়াম, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক-সল, মার্ক-কর, মেজ্জ, মিউরেক্স, নেট্রাম-কার্ব, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নাক্স-মস্কেট, প্যালিডি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাক্স-ভ, পেট্রো, ফস্ফ, ফস্ফ-অ্যাসিড, প্র্যাটিনা, পডো, পাল্‌স, স্ত্রাবাই, স্ত্রাবুনে, সিপিযা, সিকেলি, ষ্ট্যানাম, সাল্ফার, ট্যাবাণ্টু, থুজা, টিলিয়াম, অষ্টিলেগো, তাইবার্ণ, জ্যাক্সসাইলাম, জিকাম, অ্যাপাস, অ্যালিটিস, অ্যাসাফি, অরাম-মিউ-নেট, ব্যারাট-মিউব, কলৌকা, ডিক্টাম, ইউপিথন, ফেরাম-আযোড, হিডিওমা, হাইড্রোকৌ, জনোসি, ফেলি-সাল্ফ, ওরিগে, ওভাটোষ্টা, স্পাইরেনথাস।

প্রমেহ তরুণ—অ্যাকোন, অ্যাপাস, অ্যাপ্টি-ক্লুড, অ্যাজ্জেন্ট, আস, আণিকা, অরাম, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাম্ফর, ক্যানাবিস, ক্যাপ্‌সি, চেলিডো, চিমাকি, সিনাবেরিস, ক্রিমিটস, কোপেবা, ডাল্কা, ডিজিটে, ফেরাম, ফেরাম-ফস, জেল্‌স, গ্রাফাইটিন, হামামে, হিপার, হাইড্রাটিস, কেলি-বাই, কেলি-সাল্ফ, লিলিয়াম, মেডোবি, মার্ক-কর, মার্ক-সল, স্ত্রাপ্‌থা, নেট্রাম-মিউব, নেট্রাম-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাক্স-ভ, পেট্রোল, ফস্ফোরাস, পাল্‌সে, সাসপে, সিপিযা, সাইলি, ষ্টিলিজিয়া, সাল্ফার, টেরিবিস, থুজা।

প্রলাপ কম্প-উন্মাদ (মদাত্মক রোগ) অ্যাকোন, বেল বিস্মাথ, ক্যাম্ফর, ক্যাল্কে-কার্ব, কফিয়া, চাখনা, চাখনা-সাল্ফ, হাযসা, ল্যাকেসি, নাক্স-ভ, ওপিয়াম, ট্র্যামো, ভেরেট্রাম।

প্রসবকালে ক্রেশভোগ -

তড়কা বা ইক্সামসিয়া—অ্যাকো, ঈথুজা, আণিকা, বেল, ক্যাম্বা, ক্যামো, ক্লোরেল, সাইকিউটা, সিমিসি, কফিয়া, কুগ্রাম-আস, কুগ্রাম-মেট, জেল্‌স, ম্যান, হাইড্রো-অ্যাসি, হায়োস, ইথ্রে, ইপিকা, কেলি-ব্রোম, মার্ক-কর, মার্ক-ডাল, ইনান্থি, ওপি, পাইলোকা, প্র্যাটিনা, সোলেনাম-নাইগ্রাম, স্পাইরিয়া, ট্র্যামো, ভেরেট্র-ভির, জিকাম-মেট, জিকাম-ফস।

প্রসব-বেদনা অভিন্নিক্ত—বেলেডোনা, কফিয়া।

অকালে—স্ত্রাবাইনা।

কৃত্রিম (পূর্ণ অবস্থার পূর্বেই)—বেল, ক্যামো, কলৌকা, সিমিসি, জেল্‌স, নাক্স-ভ, পাল্‌সে, সিকেলি, তাইবার্ণাম।

প্রসব-বেদনা অকালে—

- „ জরায়ুর মুখের আকৃষ্টবশতঃ প্রসবকাল জেলসিমিয়াম ।
- „ অনিয়মিত বা ক্ষীণ বেদনা জন্ম —পালসে ।
- „ জরায়ুর মুখের কাঠিগ্রহেতু—বেলেডোনা ।
- „ মূর্ছাহীন—পালস, নাক্স-মস্কেটা ।
- „ আশ্বেপিক—জেলসিমিয়াম ।
- „ জরায়ুব ক্ষীণ বেদনায়—সিকেলি-কর ।
- „ কষ্টকব বমনৈচ্ছা—ইপিকাক ।

প্রসবকালে—রক্তশ্রাব—আগিকা, হ্যামামে, শ্রাবাটনা ।

- „ কাহিল হইয়া পড়া—চায়না, ফেবাম ।
- „ হতিকাক্ষেপ—বেল, হায়োসা, হাইড্রো-অ্যাসিড ।

প্রসবকালে কোষ্ঠকাঠিগ্রহ—কলিন্সো, ভেবেট্টাম-অ্যাস, আমন-মিউব ।

- „ উদরাময়—পালসে, ভেবেট্টাম, হায়োসা ।
- „ প্রসাব-বন্ধ—অ্যাকো, পালসে, হায়োসা, বেলেডোনা ।
- „ অর্শ—কলিনসোনিয়া, পালসে, হ্যামামেলিস ।
- „ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইলে এবং তাহাব ফলেব জন্ম ক্যালক-ফস ক্যালক-ফস যোবিকাম, ফেবাম-ফস, বেলি-ফস, ম্যাগ্নে-ফস, আগিকা, হাইপারি, ষ্টাফিসেগ্রিয়া ।
- „ তৎসহ—উন্নাদ বোগ ও বিষাদ-বায়ু—নাক্স-ভমি, হায়োসা, ট্র্যামো, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, পালসে, ইগ্নে, অ্যাপ্লাস, অরাম, সিকেলি, সিমিসিফিউগা ।

প্রসবান্তিক শ্রাব (Lochia)—

- „ দুর্গন্ধযুক্ত—ব্যাণ্টে, ক্রিয়োজো, নাটট্রিক-অ্যাসি, পাইরো ।
- „ রক্ত মিশ্রিত—ক্রমিক-অ্যাসি, টিলিয়াম ।
- „ গাঢ় বক্তমিশ্রিত—কলো, ক্যামো, ক্রিয়ো, নাটট্রিক-অ্যাসিড, পাইরোজিনিয়াম ।
- „ রক্তমিশ্রিত, উত্ত জোরে নির্গত হয় এবং নড়াচড়ায় বাড়ে—ইরিগেনাম ।
- „ গরম এবং সামান্য—বেল ।
- „ সুবিরামভাবে নির্গত হয়—কোনায়া, ক্রিয়োজো, পাইরোজি, রাস-টক্স, সাল্ফার ।
- „ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—ব্যাণ্টে, বেল, কার্বোলিক-অ্যাসিড, কার্বো-অ্যাসি, কার্বো-ভেজ, ক্রমিক-অ্যাসিড, ক্রোটন-টিগ, ইরিগেনাম, ক্রিয়োজোট, পাইরো, রাস-টক্স, সিকেলি, সিপিরা, সাল্ফার, সোরিণাম, পাইরোজেন ।
- „ বহুদিন স্থায়ী—ক্যালক-কার্ব, কলোফা, চায়না, হেলো, মিলিফো, রাস-টক্স, শ্রাবাই, সিকেলি, টিলিয়া, অষ্টিরেগো ।
- „ অবরুদ্ধ হওয়া—অ্যাকো, অ্যারেলি, বেল, ব্রাই, ক্যামো, একিনেসিয়া, টায়োসিয়া, লিওনারাস, ওপি, পালসে, সিকেলি, সাল্ফ, জিহাম ।
- „ সহসা-বন্ধ হইয়া অর হইলে—অ্যাকোনাইট ।
- „ মূর্ছা ও আক্ষেপ হইলে—ট্র্যামোনিয়াম ।

প্রসবাস্তিক অবস্থা—

“ ” নিদ্রা না হইলে—কফিয়া।

প্রসবাস্তে ফুল না পড়িলে—আণিকা, কলোফা, সিমিসি, চাযনা, আর্গটিনাম, গসপি, হাইড্রো, ইথেসি, পাল্‌সে, স্‌বাইন, সিকেলি, ভিক্সাম।

প্রসবের পর চুল উঠিয়া গেলে—কালো-ভেজ, নেট্রাম-মিউর, সিপিয়া।

শিশুকে দুগ্ধ দান করিবার সময় অত্যন্ত কামোদ্ভূততা—ক্যাঙ্কে-ফস।

দুগ্ধের অভাব অথবা অতি অল্প দুগ্ধ—অ্যাকোন, অ্যাগনাস, অ্যাসাফি, ব্রাই, ক্যালকে-কার্ক, কষ্টিকাম, ক্যামোমি, চেলিডো, ফস্‌মিকা, ফ্রাগেটিয়া, ল্যাক-ক্যানা, ল্যাক-ডিফ্রা, ফস্‌ফো-অ্যাসি, ফস্‌ফো, ফাইসসটি, পাইলোকার্পাস, পাল্‌সে, রিসিনাস, সাইলি, ষ্টিকটা, থাইব্যাডিন, অষ্টিলেগো, এক্স-বে।

দুগ্ধ রক্তের জায়—বিউফো।

স্বপ্নাভ, টক-স্বাদ সেইজন্য, শিশু এমন করিয়া ক্ষেলে, অ্যাসেটিক-অ্যাসি, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফস, মার্কিারি, ফস্‌ফো-অ্যাসি, স্‌বাইলি, সালফ।

স্বনদুগ্ধ অববদ্ধ হইলে—অ্যাকো, অ্যাগনাস, বেল, ব্রাই, কাম্‌ফ-মেনোথ্রোমাইড, ক্যামো, ফাইটো, পাল্‌সে, সিকেলি, ভিক্সাম-মেট।

স্বনদুগ্ধ অতিবিক্ত—অ্যাসাফি, ব্রাই, ক্যাঙ্কে-কার্ক, কোনা, ল্যাক-ক্যানাই, পাল্‌সে, অষ্টিলেগো।

প্রসবাস্তে স্তনের প্রদাহ—অ্যাকো, ব্রাইথোনিয়া।

“ ” ইনকো, স্তন প্রদাহ—অ্যাকো, বেল, ব্রাইথো, মার্ক-প্রোটো-আবোড, হিপার, সিমিসি, ফস্‌ফো, ফাইটো, পাল্‌সে, ফেসাণ্ডিয়াম।

“ ” স্তন ফোটক হইলে—ব্রাইথো, ফাইটো, হিপার।

প্রসবের পর জন্ম শিরায় প্রদাহ—অ্যাকো, এপিস, আস, বেল, বিসমাথ, ব্রাইও, বিউকো, ক্রোটন, হ্যামা, ল্যাকেসি, পাল্‌সে, বাস টক্স, সালফ, আটিকা, মিউরেক্স।

প্রসবের পর চুল উঠিয়া মাথায় টোক পড়িলে—আর্সেনিক ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-আস, চাযনা, ফস্‌ফোরি-অ্যাসিড।

ট খুলিয়া পড়িলে—ক্যালকে-কার্ক, সাইলিসিয়া।

বা প্রসবাস্তিক বস্তি কোর্টার প্রদাহ—অ্যাকো, এপিস, আস, বেল, ব্রাই, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাছারি, সিমিসি, হিপার মেডোরি, মার্ক-আবোড-কব, মার্ক-সালফ, রাস-টক্স, সাইলি, টেরিবি, টিলিয়া, ভেরেট্র-ভির।

বস্তি কোর্টারে ফোটক—এপিস, ক্যালকে-কার্ক, হিপার, মার্ক-কর, প্যালেডি, সাইলি, বেল, ব্রাই রাস-টক্স; কোন যন্ত্রণা না থাকিলে—মার্ক, সাইলি, সালফ।

বস্তি কোর্টারে রক্তাক্ত হইলে—অ্যাকো, এপিস, আণিকা, আর্সেনিক, বেল, ক্যাছারি, চাযনা, কলোসি, ডিজি, ফেরাম, হেমামে, ইপিকাক, কেলি-আবোড, ল্যাকেসি, মার্কিারি, মিলিফো, নাইটি-অ্যাসিড, ফস্‌ফো, স্‌বাইন, সিকেলি, সালফার, টেরিবিন।

প্লেগ—মহামারী—অ্যাকো, বেল, ব্রাই, ইয়েসি, কোবরা, ক্রোটেল, ইলাস, ল্যাকেসি, ফস্:

- ফোরাস, অ্যাক্টি-টার্ট, অ্যাসেনিক, এপিস, অ্যাক্টিম-কুড, ব্যাপটে, এইলেহাস, অ্যাহুসি,
- কার্কো-অ্যাসি, কার্কো-ভেজ, কেলি-ফস, লিসিন, হাথোস, ব্যাডিয়েগা, ইপিকা, হিপার, মার্ক্যারি, মার্ক-কর, পাইরেজিনিয়া, রাস-টক্স, ফাইটোলেকা, সাইলি, ট্র্যামো।

প্লেগের দোষ বা প্রতিষেধক ঔষধ—লিসিন, প্লেগুয়িনাম ২০০, ইয়েসি।

বুর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্র সরকার বলেন—ইয়েসিয়া ২০০, এবং ইয়েসিয়া-বিন হস্তে ধারণ করা।

• ডাঃ ডিন বলেন—অ্যাসেনিক ৩২ বিচূর্ণ।

বিউবোনিক—অ্যাস-আথোড, অ্যাহুসিন, এইলাহ, ব্যাডিয়েগা, বেল, ক্রোটেলস, কার্কো-অ্যাসি, হিপার, ল্যাকেসি, বিন-আথোড-অভ-মার্ক্যারি, ফাইটোলে, রাস-টক্স, সাইলি, সালফার।

পচনশীল বা সেপ্টিসামিক—অ্যাসেনি, অ্যাহুসি ব্যাপটি, কার্কো ভেজি, ক্রোটেল, ব্রাই, ল্যাকেসি, পাটবোজেন।

নিউমোনিক ফুসফুসের অ্যাক্টি-ট, অ্যাক্টি-অাস, ব্রাই, টাপকা, লাটকোপে, ফসফোবাস, রাস-টক্স, সালফাব।

ইনটেষ্টাইনাল বা আন্ত্রিক—অ্যাক্টি-টার্ট, অ্যাসেনিক, কার্কো-ভেজ, হাইথো, হাইড্রোসি-অ্যাসিড, তাজা, রিসিনাস, ভেরেটাম-অ্যাস।

সেরিব্রাল বা মস্তিষ্ক সংশ্লিষ্ট—আণিকা, এপিস, এটলাহ, কার্কালিক-অ্যাসি, হেলিবোবাস, হাথোসি, ল্যাকেসি, ওপি, ফসফোবি-অ্যাসিড, ট্র্যামোনিয়াম।

বগলের গ্রন্থিজাত—অ্যাহু, আইলাহাস, ব্যাডিয়াগা, কার্কো-ভেজি, কার্কালি-অ্যাসি, ক্রোটেলস, হিপার, পাল্‌সে, সাইলিসি।

• **ফুসফুস প্রকাণ্ড—**নিউমোনিয়া দ্রষ্টব্য।

ফস্‌কুস-বেষ্ট-প্রকাণ্ড (তরুণ)—অ্যাকোন, আণিকা, এপিস, অ্যাস-ব্রাইথোনিয়া, ক্যাক্টাস,

- ক্যাহারিস, আথোডিয়াম, বাস-টক্স, সালফাব, অ্যারোটো, অ্যাক্টিম-অ্যাস, অ্যাক্টিম-টার্ট,
- আণিকা, অ্যাসক্রিপি, কার্কো-অ্যাসি, ইরিডিয়াম, ফেবাম-মিউব, ফেরাম-ফস, ফস্মিকা,
- কেলি-কার্ক, কেলি-আথোড, র্যানান-বাণবো, সেনেগা, সাইলি, টিউবারকিউলিনাম।

ধুরাতন—অ্যাস, ব্রাইথো, ডিজি, ক্যালকে, ফস্, আথোড, হাইপারি, সাইলি, সাল্‌ফ, অ্যাস-আথোড, কেলি-আথোড, হিপার, স্কিলা, টিউবারকিউলিনাম।

নায়শূল—আণিকা, বোকাঙ্ক, ক্যাক্টাস, সিমিসি, গোযেক, মেলিলে, মার্ক, মেজে, নাক্স-ভমিকা, র্যানান-বাল্‌ব, ওডোডেগুন।

ফ্রোটক (কোড়া)—অ্যালিউমি, অ্যামন-কার্ক, অ্যামন-মিউর, অ্যাক্টি-কুড, অ্যাক্টিটার্ট, আণিকা,

- অ্যাহু, এপিস, বেল, ব্রোম, ব্রাইথোনিয়া, ক্যালকে, কার্ক-ভেজি, ক্রোটেলস, গ্র্যাকাইটি,
- হিপার, হামা, হাথোস, হাইড্রা, আথোড, কেলি-আথোড, ল্যাকেসিস, লাটকোপ, লেডম,
- ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউর, মার্ক, মেজে, মাইগে, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নক্স-ভ, ফস্ফা,
- অ্যাসিড-ফস, কাইটো, প্রাথম, সোরিশাম, রাস-টক্স, সিকেলি, সিসিয়া, সাইলি, ট্র্যাকি,
- সালফার, খুজা, অ্যানাছি, অ্যাহুসি, অ্যাস, বেলিস, ক্যালকে-হাইপো-ফস, ক্যালকে-পিজি,

ক্যালকে-সালফ, একিনে, ফেবাম-আয়োড, হিপোজি. ইথাইওটক্সিন, সালফআয়োড, সলিফ-
আসিড, ট্যারিটিউলা, জিক-অক্সাইডেটাম।

ফোফটক বহুসংখ্যক—আর্গিকা, আস', নাক্স-ভ, সালফাব।

„ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ—আর্গিকা, আসেনিক, ক্যালকে-পিক্রিকাম।

„ (ফোড়া)—পচনশীল—ক্রোটেলাস, ল্যাকেসি

„ বক্তৃতা—আস', চাঘনা, ল্যাকেসি।

„ কুদ্রাকাবের—আর্গিকা, বেল, লাইকোপ, নাক্স ভ, সালফার।

„ বৃহৎকার—ক্রোটে, হিপার, ল্যাকেসি, লাইকোপ, মার্ক, ফেফোরাস, সাইসি।

ক্রম-বর্জনশীল উৎকট রক্তাক্ততা আনেনিক, আর্গিকা, ফেফোরাস, ব্যাগিলিনাম, চাঘনা, আর্জেন্ট-নাই, হাইড্রা, মার্ক, কুপ্রাম, ফেরাম-মেট, হেলোনিয়াস, এপিস, ক্যালকে, এতরা-
তীত, ষ্ট্যাফে, সালফ, ফেফা-আসিড, নাক্স-ভ, ফেফা, নেট্রাম, অ্যাসেটি-অ্যাসি, আর্জেন্ট-
অক্সাই, অবাম-আস', ক্যালকে আস', চিনিলাম-আস' ফেবাম-আস', ফেরাম-মিউর, ফেরাম-
অক্সাই, গসিপি, কেলি-ফস, লাইকো, ট্রিকনি-আস', জিকাম-আস', জিকাম-মিউর।

বর্জিত গুহা—আসেনিক, ক্যালকে-আস, আগাবিকাস, নেট্রাম-আস', নেট্রাম-মি, চাঘনা, ফেরাম-আস', আর্গিকা, সিওনোথাস-আমেরি, ফেফোরাস, অ্যাসিড-নাই, কেলি-ব্রোম, নাক্স ভ, কার্ডুয়াস।

বধিরতা (কাণে কম শুনা দ্রষ্টব্য।

বজ্রাত্ত—অবাম, অ্যামন-কার্ক, আয়োডিন, বোরাক্স, অ্যাসিড-সালফ, কোনাথাম, ফেরাম, ক্যালকে, ক্যানাবিস, ক্রোকাস, গ্র্যাফাই, মার্ক, নেট্রামি, প্র্যাটিনাম, কটা, সালফার।

বমন—অ্যাকোন, অ্যাস্ট্রা, অ্যাক্টি-টার্ট, আগি, আস', অরাম, অ্যাসারাম, অরাম-মিউ, বেল, বিসমাথ, ব্রাই, ক্যাডমি-সালফ, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাপ্‌সি, কার্কলিক-অ্যাসি, ক্যাম্‌ফার, ক্যানাবিস, ক্যাস্ট্রা, ক্যামো, চিনিলাম, সাইকিউটা, সিনা, ককিউলাস, কলটি, কলোনি, কোনাথ, ক্রোটেলাস, ক্রোটন-টিগ, কুপ্রাম-আস', কুপ্রাম-মেট, ডিজিটে, ডালকা, ইউকো-
ফার্কো, ফেরাম-মেট, ফেরাম ফস, মেনিয়েন, গ্র্যাফা, হিপার, হাঘসা, আয়োডি, ইপিকা, আইরি, কেলি বাই, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লবোসি, লাইকোপডি, মার্ক, নেট্রাম-মিউ, নাইটি-অ্যাসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভম, ওলিথোব, ওপি, পেট্রোলি, ফেফা, প্লাথাম, পালস, রাস-টক্স, স্ত্রাবু, সিকেলি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানাম, ট্র্যামো, সালফার, ট্যাবে, থেরিডি, থুজা, ভেরেট্রাম-অ্যাস, জিকাম।

বমনেচ্ছা—অ্যাকোন, আগাবি, অ্যালিউমে, অ্যাস্ট্রা, অ্যামন-কার্ক, অ্যানাকার্ড, অ্যাক্টি-টার্ট, আর্জেন্ট-নাইটি, আর্গি, আস', অ্যাসারা, অবাম, ব্যারা-কার্ক, ব্যারা-মিউর, বেল, বিসমাথ, বোরাক্স, বোভিষ্টা, ব্রোমি, ক্যাম্‌ফ, ক্যানাবিস, ক্যাপ্‌সি, কার্কো-অ্যানি, কার্কো-ভেজি, কটি, ক্যামো, চেলিভো, সাইকিউটা, সিনা, ককিউলাস, কলটি, কোনাথ, ক্রোকাস, ক্রোটন-টিগ, কুপ্রাম, কুপ্রাম-অ্যাসি, সাইক্রে, ডিজিটে, ড্রসে, ডালকা, জেট, গ্র্যাফা, হেলিও, হিপার, ইগ্নে, ইপি, কেলি-বাই, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লবোসি, লেডাম, লোবেলি, লাইকো, ম্যাগ-মিউ, মার্ক, মেজেরি, মধ্যাস, মিউরি-অ্যাসি, নেট্রাম, নেট্রাম-মিউ, নাইটি-অ্যাসি,

মার্শ-ম, নাক্স-ভম, ওলিয়েটার, পেট্রোলি, কক্ষ, কক্ষ-অ্যাসি, কাইটো, প্র্যাটি, প্রাথ, পডোফাই, পালস, র্যানানকিউ, রিউম, রাস-ট, স্ত্রাবাডি, স্ত্রাবু, স্ত্রাবু, সিকেলি, সেনেগা, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্প্রা, সুইলা, ট্যানাম, ট্যাকি, সাল্ফার, সাল্ফ-অ্যাসি, ট্যাং, ট্যারাক্ট, থেরিডি, থুজা, ভেলেরি, ভেরেট্টা-অ্যাসা, সিম্ফরিকার্ণাস, জিকাম, জিকাম-অ্যুজলেট।

বসন্তরোগ—অ্যাকোন, অ্যামন-কার্ক, অ্যামন-মিউর, অ্যানাকার্ড, অ্যাপ্টি-ফু, অ্যাপ্টি-টা, এগিস, আস', ব্যাপ্টি, বেল, ব্রাই, ক্যাক, ক্যাছা, কার্কা-ভেজি, ক্যামো, সিমিসি, কপি, ক্রোটেলান্স, ডিজিটে, জেলস, জামামে, হিগার, হাইড্র্যাট, হাইড্রোসি-অ্যাসিড, রাস-ট, স্ত্রারাসি, সাইলি, সোলেনাম-নাইগ্রা, সাল্ফার, থুজা, থেরিওলিনাম, ম্যালান্জিনাম, ভেবেট্টা-ভির, জিকাম-মিট, ভ্যাকসিনিলাম। বসন্তের প্রতিষেধক—জিনিগার এক চামচ দুইবার প্রত্যহ সেবন। লক্ষণাভ্যাসী ভ্যাক্সিনিলাম, থেরিওলিনাম ও ম্যালান্জিনাম প্রতিষেধকরূপে দেওয়া হয়। বেনিংহোসেন "থুজা" দ্বিতে বলেন। গাখার ছুই রোজ

• ২ আউজ মাট্রাথ স্কফল পাওয়া যায়।

বহুব্যাপক সন্ধি—ইনফুরেজা গুট্যা।

বহুযুজ (মুত্র-বহী)—অ্যাসেটি-অ্যাসি, অ্যামন-অ্যাসেট, মাগি, আস', বেল, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফস, ক্যানা-ইডি, কটি, কলোসি, চেলেনি, অ্যায়োডি, কেলি-আগ্রেড, কেলি-নাইটি, ল্যাক-ডিক্স, ল্যাকটি-অ্যাসি, মাকুরিথালিস-পেরেনিজ, মিউরেক্স, নেট্রা-মিউ, কক্ষ-অ্যাসি, রাস-ট, সিল, স্প্রি, ট্যারাক্স।

(সমর্করা)—অ্যাসেটিক-অ্যাসিড, অ্যার্কট-মেট, আস'-ব্রোম, অ্যাসারপি, বার্বারিস, বোভিটো, ক্যালকে-ফস, কুপ্রাম-মেট, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, হিগার, কেলি-ব্রোম, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, ক্রিয়োজো, ল্যাকোস ল্যাকটিক-অ্যাসি, ল্যাক-ডিক্স, লিথি-কার্ক লাইকোপডি, ম্যাগ-সাল্ফ, ম্যাগ-ফস, মকাস, নাক্স-ভম, ওপি, কক্ষ, কক্ষ-অ্যাসিড, পিকরি-অ্যাসি, প্রাথ, পডোফাই, অ্যাব্রোমা, সিকেলি, সিজিড্রিম, সাল্ফিউ-অ্যাসি, ট্যারাক্ট, টেরিবিয়, থুজা, ইউব্যানি-নাই।

বহুসকোড়া—অ্যালাম, অ্যাপ্টিমি, আস', বেল, বোরাক্স, কার্কা-ভেজি, কটি, ক্রিসে, ককিউ, কানায়, ডাল্কা, মার্ক, নেট্রাম, নাইটি-অ্যাস, নাক্স-ভম, কক্ষ, কক্ষ-অ্যাসি, পালস, স্ত্রাবাইনা, সিপি, সেলেনি, ট্যাকিস, সাল্ফার, জিকাম।

যুবকসিগের—আস', বেল, ক্যালকে, কার্কা-ভেজি, হিগার, ল্যাকোস, লেডাম, নেট্রাম, নাক্স-ভম, কক্ষ-অ্যাসি, সেলিনিয়াম, সাল্ফার।

• ১০ • মাতাগনিগের—অ্যাপ্টি-ফু, নাক্স-ভম, আস', ল্যাকেসি, সাল্ফার।

বহুশোধ (বকোরক পীড়া)—এগিস, আস', অ্যাপোসাই, জুগলাল, কটিকাম, ডিজিটে, মার্ক, ল্যাকেসিস।

কাষী—অরাম-মেট, অরাম-মিউর, নেট্রাম, এগিস, আস' ব্যাডিরাগা, বিউফো, ক্রিমेटিস, কার্কা-অ্যানি, হিগার, গ্র্যাকাই, ল্যাকেসি, লাইকোপডি, মার্ক, মার্ক-কর, কটিকাম, নাইটি-ক-অ্যাসি, কাইটো, সিল, সাল্ফার, কেলি-আগ্রেড।

হগলেস—এপিস, ব্যারাইটা-কার্ব, বেল, ব্রাই, কার্বো, ক্রিমেটিস, কোনারা, ক্রোটেলা, হিপার, হাইড্র্যাটিস, আয়োড, কেলি-কার্ব, ল্যাকেসি, লাইকোপ, মার্ক-সল, নেট্রাম-সাল্ফ, অ্যাসিড-নাইট্রি, ফস, রাস-টক্স, সাল্ফ, সাইলি।

বাত (তরুণ ও পুরাতন)—অ্যাক্রোট, অ্যাকোন, অ্যাকটিয়া-স্পাইকেটা, অ্যাগারি-মক্স, অ্যামন-মিউর, অ্যামন-ফস্ফ, অ্যানাকার্ড, অ্যাকটি-কুড, অ্যাকটি-টার্ট, এপিস, অ্যাপোসাইনাম, অগ্নিকা, আসেনিক, অ্যাসাফিটিডা, অরাম, বেল, বেলিস, বেঞ্জোইক-অ্যাসিড, বার্কেরিস, বোভিট্রা, ব্রাই, ক্যাস্টাস, ক্যালকে-কার্ব, ক্যালকে-ফ্রু, ক্যালকে-আয়োডেটাম, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-সাল্ফ, অ্যাকিড-কার্বলিক, কলোফাইনাম, কষ্টিকাম, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, সিমিসি, কফিয়া, কল্চিকাম, কলোসিস্থ, কোনায়াম, ইউপেট, ফেরাম, ফেরাম-ফস, ফ্লুরিক-অ্যাসিড, ফর্শিকা, গেলস, গ্রাফাই, গুয়েকাম, হ্যামা, হিপার, হাইপো, ইথেসি, আয়োড, কেলি-বাই, কেলিকার্ব, কেলি-সায়েনেটাম, কেলি-আয়োড, কেলি-মিউ, ও ফস, ক্যালমিয়া-লাটি, ক্রিয়োজো, ল্যাক-ক্যান, ল্যাকেসি, ল্যাক্‌সাইন, ল্যাকটিক-অ্যাসিড, লেডাম, লিলিয়াম, লোবেলি লাইকোপডি, লাইকোপাস, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব, ম্যাগ্নেসিয়া, মিনিয়াসিস, মার্ক, মেজে, নেট্রাম, নেট্রাম-ফস, সাল্ফ, নাক্সমস্কেটা, নাক্স-ভমিকা, প্যালেডি, পেট্রো, ফাইটো, প্রাথম, পাল্ফ, ব্যানানকু বডোডে, রাস-ব্যাডি, রাস-টক্স, রুটা, স্ট্রাণিগিলি-অ্যাসিড, স্ট্রাঙ্গ, সার্স, সিপিয়া, সাইলি, স্পাইজে, স্পঞ্জি, টিটা, সাল্ফার, ট্যাবেট্, টিলিয়া, থুজা, ভ্যালেরি, ভেবেট্রাম, ভেবেট্রাম-ভির, ভিঙ্কাম, ভাথোলা, ভিঙ্কাম।

বাতব্যাদি—পৈশিক—সিমিসফিউগা, ম্যাক্রোটিন, স্ট্রাইনেরিয়া, ব্রাইথো, রাস-টক্স, কল্চিয়াম, র্যানানকিউলস, গেলস, ডাঙ্কারা, কষ্টিকাম, ইত্যাদি।

• ঔষাদেশীষ—অ্যাকোন, ল্যাক্‌নাসিস, বেল, সিমিসি, ব্রাইথো, চেলিডো, রাস-টক্স, ম্যাগ্নে-ফস্।

• সহ পক্ষাঘাত—অগ্নিকা, চায়না, রস-টক্স, রুটা।

বাথক বেদনা (ঋতু-শূল দ্রষ্টব্য)—কষ্ট-রজঃ, বজঃ-কৃচ্ছতা।

বায়ুনলী প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস—

তরুণ—অ্যাকোন, অ্যালিয়াম-সেপা, অ্যাকটি টাট, অ্যাকটি-কুড, এপিস, অ্যাস, অ্যাপরাড, ব্যাডিথেগা, বেল, ব্রাথো, ক্যাকটাস, ক্যালকে-কার্ব, কার্বো-ভেজি, কষ্টিক, ক্যামো, চেলিডো, সিনা, কোনা, কউবেবা, ডাল্কা, ইউফ্রে, ফেরাম-ফস্, হিপার, হায়সা, ইপিকাক, কেলি-বাই, কেলি-ব্রোম, কেলি-কার্ব, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লোবেলি, লাইকো, ম্যাগ-মিউর, মার্ক, হাজা, নেট্রো-সাল্ফ, সজ্জ-ভম, ওপি, ফস্ফো, পাল্ফ, রস-টক্স, রিউমে, স্পঞ্জি, সল্ফব, ভেরেট্রা-অ্যাস, ভার্কাসাম।

পুরাতন (শীতকালীন)—অ্যালিউমেন, অ্যালিউমিনা, অ্যামন-কার্ব, অ্যামন-কষ্টিকা, অ্যামন-মিউর, অ্যাকটিম-আস, অ্যাকটিম-আয়োড, অ্যাকটিম-সাল্ফ, অ্যাকটিম-টার্ট, অ্যাস, আস-আয়োড, ব্যাসি, ব্যাল্‌সাম-পেক, ব্যারাই-কার্ব, ব্যারাই-মিউর, ক্যালকে-কার্ব, ক্যালকে-আয়োড, ক্যালকে-সিলি, ক্যাস্, কার্বো অ্যানি, কার্বো-ভেজ, চিয়ানোহ্যাস, চেলিডো, চায়না, ফিফাইটিস, কোনা, কোপেই, ড্রোসেরা, ডাঙ্কা, ইরিজি, ইউফ্রে,

হিপার, হাইড্রাস, হাযোস, আয়োডি, ইপিকা, কেলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-হাইপো, কেলি-আয়োড, কেলি-সাল্ফ, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লাইকো, মার্ক-সল, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি. নাক্স-ভম, ফস, পিক্স-লিকিউডা, পাল্লে, রিউমেন্স, স্ফ্রুইট, স্কিলা, সেনেগা, সিপিয়া, সাইলি, সিলফিয়াম, স্পঞ্জিয়া, ট্যানাম, ট্রিকনি, সাল্ফার, টেরিবি, টিউবারকিউ।

বায়ুনলী প্রদাহ—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃদ্ধি আনিয়াম-আটাই, অ্যারেলি, ব্যাসিল, ক্যালকে, সাইলি, ক্যামোমিলা, চায়না, কোরেলি, ডাল্কা, হিপার, আয়োডি, কেলি-কার্ক, ম্যাগ্নে-অ্যাসে, মার্ক-সাল্ফ, স্ফাজা, সোরি, সাইলি, টিউবারকিউলিনাম।

বিষকোড়া—অ্যাকো, অ্যাম্ভ্রাসি, এপিস, আর্গিকা, অ্যাস, বেল, বোথুপস, ব্রাই, বিউফো, ক্যালকে-ক্রোর, কার্কলি-অ্যাসি, কার্কো-ভেজ, চায়না, ক্রোটন-টিগ, কুপ্রাম-অ্যাস, একিনে. ইউকর্কিয়া, হিপার, হিপোজিনিয়াম, ল্যাকেসি, লেডাম, মিউবিথে-অ্যাসি, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফাইটো, পাইরোজি, রাস-টক্স, সিকেলি, সাইলি, সাল্ফার, সাল্ফিউ-অ্যাসি, টার্টারিক-অ্যাসি, ট্র্যামো, ট্যাবেটিউলা।

বিসর্প—অ্যাকো, অ্যানাকস-অক্সি, অ্যাম্ভ্রাসি, এপিস, আর্গিকা, অ্যাসে নি, অ্যাক্টপিন, অরাম, বেল, ক্যাম্ফব, ক্যাহারি, কার্কলি-অ্যাসি, কার্কো-ভেজ, চায়না, কোমোকে, কোপেই, ক্রোটন, একিনে. ইউকর্কিয়া, গ্র্যাফাই, হিপাব, ম্যাগ্নেসিয়া, ল্যাকেসি, লেডাম, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-সাল্ফ, রাস-টক্স, রাস-ভেন, সাল্ফার, ট্যাক্সাস, ভেরেট্রাম-ভি, জিরোফাইলাম, টেবিবিট্রিনা।

বিষাদ বায়ু—অ্যাকো, অ্যাম্ভাস, অ্যানিউমেন, অ্যানাকার্ডি, অ্যার্কজিট-নাই, অ্যাসে, অরাম, অ্যাক্রোটে, অ্যাইলেইস, অ্যাক্টি-ক্রুড, অ্যাসাফি, ব্যাপ্টে, বেল, বিসমাথ, ব্রোমি, ব্রাই, ক্যাকটাস, ক্যালকে-কার্ক, ক্যানাবিস-ইণ্ডি, সাইকিউ, ককিউ, কল্টি, ক্রোটেলাস, ক্রোকাস, ক্যাম্ফব, কষ্টিকাম, সিমিসি, চায়না, কফিয়া, কোনারাম, সাইক্রে, ডিজিটে, ফেরাম-মিউর, জেল্‌স, হেলিবো, হেলোনি, ইল্যাপ্স, ইয়েসি, আয়োড, ল্যাকেসি, লিলিথ-টিগ, লাইকো, মার্কারি, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভম, ওপিয়াম, কফোরিক-অ্যাসিড, কফো, পিক্রিক-অ্যাসি, প্রুঘাম-অ্যাসেটি, পডো, পাল্লে, সিপিয়া, সাইলি, সোলেনোম-ক্যারোলিনিস, ট্র্যামো, সাল্ফ, ট্যাবেটিউলা-ভিস, থুজা, ভেরেট্রাম-অ্যাব, ভেরেট্র-ভির, জিকাম-মেট, মাইগেল, স্ফাজা, ট্যাবেকাম।

বিষ খাওয়া—

বিষ ও তাহার প্রতিবিষ—

বিষ
অরাসারে বিষাক্ত হইলে—

বিষ ঔষধ
“ষ্ট্রাক্স পাল্পা”, বহু দ্বারা বিষ তুলিয়া
“লাইকার অ্যামন অ্যাসিটেট” অর্ধ আউন্স
চিনির জলে মিলাইয়া সৈবন করিতে দিলে শীঘ্রই
নেশা কাটে; দুই ও কাল কাকী তাঁর।

বিষ

বিষ ঔষধ

২। অ্যাসিড দ্বারা—

বাইট্রিক-অ্যাসিড প্রভৃতি

চূর্ণ চা-খড়ি গরম জল সহ সেবন করিতে
দিলে উপকার দর্শে।

৩। আর্সেনিক (সেন্টোবিষ)—

ফেরাম হাইড্রিকাম ইন অ্যাকোথা এবং
পারস্বাইড অথ মাগ্নেশিয় ইত্যাদি দ্বারা বমন
করান দরকার, তরুণ অবস্থা কাটিয়া গেলে পর
ইপিকাক—বমনোদ্দার জন্ত; চাথনা—দুর্বলতাব
জন্ত, ভেরেট্রাম—মতিশার বা পাতলা বাহ্যের
জন্ত; গ্র্যাফাইটিস—চন্দ্ররোগের জন্ত ব্যবহার্য।

৪। ক্যালিক-অ্যাসিড—

বমন করান প্রয়োজন। ডিমের খেতাংশ;
কাষ্টের অয়েল বা অলিভ অয়েল প্রয়োজ্য।

৫। তুঁতে, তাম্র বটিত ঔষধ, সিঙ্গুর,
রস-কপূর্ব, পারদ বটিত ঔষধ

দুধ, চিনির সরবৎ, ডিমের খেতাংশ।

৬। কপূর্ব—

বমন কবাইয়া তারপর কাষ্টের অয়েল সেবন
করান কর্তব্য।

৭। অহিফেন—

রোগীকে বসি করাষ্টবে তারপর রোগীকে
বেলাডোনা মূল আরক ৮। ১০ ফোটা অথবা গাঢ়
কাফি পান করাষ্টবে। রোগীকে কিছুতেই
ঘুমাইতে দিবে না।

৮। দুতুরা—

প্রথম বমন করান তারপর কাষ্টের অয়েল
সেবন করান কর্তব্য।

৯। সীসক—

অল্প মাত্রায় অহিফেন, দুধ, ডিমের
খেতাংশ।

১০। বেলাডোনা—

প্রথমে বমন করাইয়া তারপর ফাইসটিগমা
বা মফিয়া সেবন করান কর্তব্য।

১১। ভামাকু প্রভৃতির বীৰ্য বা সন্নিগ্ধ—

তরুণ রোগ স্থলে উত্তেজক পদার্থ, ইপিকাক
ও সিক। ভামাকুর নেশা ত্যাগ করাইবার জন্ত
গ্র্যাফাইটিস-মেজর সেবন করান ভাল।

১২। কার্ব জাতীয় পদার্থ—

রোগীকে তিনিগার সেবন করাইলে উল্লস
ভেজ কমে।

কালুফর (Emission)—অ্যাসিড-কস, অ্যাসাস, ব্যারাইটা-কার্ব, ক্যালেক্সিডাম, চারন,
কেলি-কস, কেলি-ব্রোম, ক্যাড্মি, ক্যালকে-কার্ব, কার্বো-ভেজ, সিন্ফোন, কোনারান,
কলিকাস, গ্র্যাফাইটিস, গাইকো, ওলি-অ্যানি, অনসমোড্রিভাম, কলকোরাস, সেলেনিয়ার,
নাক্র-কস, সিন্ফি, সালফুর, টিটানিয়ার, ডিকাস-মেট।

বুকচাপা স্বপ্ন (Nightmare)—আকোন, অ্যালোজ, অ্যালিউমি, অ্যামন-কার্ক, ব্রাই, কোনাথাম, ওষেকাম, সিনাবেরিস, হিপার, নাইট্রিক-অ্যাসি, কেলি-ব্রোম, নেট্রাম-কার্ক, নাক্স-ভম, ওপি, ফফ, পালস, সাইলি, মেজ, সালফ, থুজা, টেরিবিয়, ভেরেট্রাম।

বুদ্ধি-বৈকল্য—অ্যাসিড-ফস, অ্যাগারিকাস, অ্যানাকার্ডিয়াম, এপিয়াম-ভিরাস, ক্যালকে-কার্ক, ক্যান্ডে-ফস, ক্যান-ইণ্ডি, কোনাথাম, হেলেবোর, ইয়ে, লিলি-টিগ্রি, মার্কুরিয়াস, নেট্রাম-সালফ, ওপিয়াম, ফফ, পিক্রিক-অ্যাসিড, সালফার, ভেরে-অ্যাম।

১। প্রাথমিক—অ্যাসিড-ফস, অ্যানাকার্ডিয়াম।

২। মধ্যপাণ্ড জনিত—নাক্স-ভম, ল্যাকেসিস।

৩। অন্তিমধুন জনিত—অ্যাসিড-ফস, কোনাথাম, অ্যানাকার্ড, সিকেলি, হ্যাফ।

৪। বার্কজ জনিত—বারাইটা-কার্ক, কোনাথাম, অ্যাসিড-ফস, ক্যালকে-কার্ক, অ্যানাকার্ড।

৫। বাহ্যিক—হেলে, জিঙ্কাম, লিলিয়াম, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাম্বিকাম।

বেগ্নি বের্নি—অ্যাগারিকাস, এপিস-মেল, অ্যাপোসাইনাম-ক্যান, অ্যাসেটিক-অ্যাসিড, অ্যাসেনিক, ঙ্গল-কোলিঅ, ডাল্ফামারা, ব্রাই, ক্যাক্টাস-গ্রাণ্ডি, কলচিকাম, কন্ডেলেরিয়া, ডিজিটেলিস, হেলেবোরাস, ল্যাথাইরাস, ল্যাকেসিস, লাইকো, স্পাইজি, সালফার, রাস-টক্স, ক্যালফিয়া, ফস্ফোরাস, ফেরাম-ফস, জেলস, কেলি-কার্ক, কেলি-ফস, আইরিস, স্ক্রুইক্লেরিয়া, অ্যারজেন্ট, চাথনা, ল্যাথিরাস, সিকেলি, ক্রোটেলাস, জিনসেং, নেট্রাম-সালফ, প্রাথম, অ্যামিল-নাই, ইলাটেরিয়াম।

ব্যঙ্গিকজনা—অ্যালফালফা, অ্যালিউমি, অ্যানাকার্ড, অ্যারজেন্ট-নাই, অ্যাসেনিক, অবাম-মেট, অবাম-মিউর, অ্যাভেনা, ক্যাক্টাস-গ্রাণ্ডি, ক্যালকে-কার্ক, সিমিসি, কোনাথাম, ফেরাম-মেট, হেলোনিরাস, হাইড্রোব্রোম-অ্যাসিড, হাথোসা, ইয়ে, কেলি-ব্রোম, কেলি-ফস, লাইকো, মার্কুরিয়াস, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভম, ফস্ফোরাস, প্রাথম, পডো, পালসে, ট্যানাম, ট্যাকিসা, সালফার, সাখাল, টেরেন্ট-হিপ, থুজা, ভেরেট্রাম-অ্যাম, জিক-মেট, জিক-অক্সি, প্রাটিনা, ভেলেরিয়ানা, গ্র্যাটিওলা, কেলি-অ্যায়োড, স্তাবডি।

জ্বালা

১। তরুণ—এপিস, অ্যাস, অ্যাসাকিটিডা, বেল, ব্রাই, ক্যামো, হিপার, হাথোসা, লেডম, মার্কিউরিয়াস, মেজ, কক্কো-অ্যাসিড, কফোরাস, পালস, সাইলি, সালফার।

২। পুরাতন—অ্যাস, অ্যাসাকি, অ্যাম, ক্যালকে, কটি, কার্কো-ভেজ, কোনাথাম, হিপার, অ্যায়োড, লরোসি, লাইকো, মার্কি-কর, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম-কার্ক, নাইট্রিক-অ্যাসিড, কফোরাস, সিলিসি, সাইলি, সালফার।

৩। বৃদ্ধে—বেল, চাথনা, হিপার, কেলি-বাই, ল্যাক, মার্কিউরিয়াস, সাইলি, সালফার।

৪। কুসুমসীম—অ্যাস, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, ট্যানাম, সাইলি, সালফার।

৫। কঠিনে—হিপার, সাইলি, ট্যাকি, সালফার।

আশোষণার্থে—অ্যাস, ব্রাই, হিপার, মার্কিউরিয়াস, পালস, সাইলি, সালফার।

পূজোৎসবন অস্ত্র—বেল, হিপার, ল্যাক, মার্ক-সল, সাইলি, সালফার।

কণ্ঠস্বর বা ফিশ্চুলা—অ্যালোজ, অরাম-মিউর, বার্কোবিস, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-কস, ক্যালকুলা, কষ্টিকাম, ক্লুরিক-অ্যাসিড, ক্যালকে-সালফ, হাইড্র্যাটিস, ইথের, ক্রিযোজোউ, ল্যাকে, নক্স-ভম, সিলিখা, সাইলি, সালফার, ক্যালকে-ফ্লু।

মচকান আণিকা, সিন্ফাইট, রুটা, হাইপেরি, কোনাথাম, সাইলি, হিপার, সালফার।

মণ্যোষ—লিঙ্গযুগের ত্রৈমিক ঝিল্লি প্রদাহ ও পুঁজ-নিঃসরণকে মণ্যোষ বলে।

ঔষধ ব্যবস্থা—চাবনা, মার্কিউরিয়াস, মেজ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাক্স-ভম, পালস, সিলিখা, সালফার, থুজা।

মণ্যোষ উপদংশজ বা প্রেমহ বিষজ—মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক-অ্যাসিড, থুজা।

মরামাস বা থুস্কি—আগারি, অ্যাটি-ফুড, আর্জেন্ট-মেট, অস, সর্বাম, ব্রাবো, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাফা, ক্রিমেটি, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ক্রিযোজো, ল্যাকেসি, লেডাম, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, মেজ, নেট্রাম-মিউর, ওলিযে. পেট্রোল, ফক্ফোরাস, সিলি, সাইলি, সালফার, থুজা।

মলহার চুলকানি—অ্যালিউমি, অ্যালোজ, অস, ক্যালকে, কার্কো-ভেজ, কষ্টিকাম, সিনা, কলিঅোনিয়া, কুপ্রা-অস, ফেরাম, ইথের, লাইকো, মেরাম-ভেরাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, রাটানহিয়া, সিলিখা, সালফাব।

মুণ্ডো চুলকানি—আকোন, অ্যালাম, অ্যাফা, অ্যামন-কার্ক, অ্যানাকার্ড, অ্যাটি-টার্ট, আর্জেন্ট, ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যাফে-কার্ক, কার্কো-ভেজ, ক্রোকাস, গ্র্যাফাইট, ইথের, ক্যাপ্‌সি, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নক্স-ভম, ফক্ফোরাস, প্র্যাটিনা, এস-টক্স, সিলিখা, সাইলি সাল্‌ফিউরিক-অ্যাসিড, থুজা।

দগ্ধপানি—গ্র্যাটিওলা, ল্যাকে, নেট্রাম, বডডেগুণ।

বিদারণ—ইক্সস-হিপ, বার্কোরিস, কষ্টিকাম, গ্র্যাফাইটিস, হাইড্র্যাটিস, ইথের, ল্যাকে, অ্যাসিড-নাইট্রিক, পিওনিয়া, পেট্রো, প্র্যাটিনা, রাটানহিয়া, এস-টক্স, সিলিখা, সাইলি, সালফ-অ্যাসিড, থুজা।

মস্তিষ্কবরক ঝিল্লীপ্রদাহ (Meningitis)—আকোন, ইথুজা, অ্যানাকার্ড, অ্যাটি-টার্ট, এপিস, আণিকা, বেল, ব্রাই, ক্যাফা, ক্লোরফর্ম, সিকিউ, সিমিসি, সিনা, কুপ্রাম, ডিজিটে, জেলস, ম্লোনযেন, হেলিবো, হিপার, হাইড্রোসিরানিক-অ্যাসিড, হায়সা, হাইপ্যারি, ল্যাকে, ল্যাক্‌সাইন, মার্কিউরিয়াস, নাক্স-ভম, ওপিয়াম, পালস, ট্র্যামো, ভেরেট্রাম, ভিকাম।

শিঙদাগের—আকোন, বেল, ব্রাই, সাইলি, সিনা, কুপ্রাম, হেলিবো, এপিস, ম্লোনযেন।

মেরুমজ্জার—আগারি, আইল্যায়াস, এপিস, আর্জেন্ট-নাই, অ্যাট্রোপ, বেল, ব্রাই, সিকিউটা, সিমিসি, ককিউলাস, ক্রোটন, কুপ্রাম-অ্যাসেট, জেলস, হেলিবো, হায়স, ইপিকাক, কেলি-আয়োড, লেবার্ণ, ওপিয়াম, ওরিও-ডাক, সিলিকা, ট্র্যামো, সালফার, ভেরেট্রাম-ভির, ভিকাম।

জটিকা দোষযুক্ত—এপিস, বেসিলিনাম, বেল, ব্রাই, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-কস, ককিউ, ডিজিটে, হেলিবো, হায়স, আয়োড, আয়োডফর্ম, কেলি-আয়োড, ওপিয়াম, ট্র্যামো, সালফার, টিউবার, ভেরেট্র-ভির, ভিকাম।

মস্তিষ্ক বিকম্পন—হাইপেরি, সিকিউটা, হেলিবো, পাল্‌স, রাস-টম্ব, আরোড, ল্যাক্সেট্রি,
• সাল্‌ফার, স্পাইজে, আর্গিকা, অ্যাকোন, বেল, ওপিথাম।

মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়—অ্যাকোন, অ্যামন-মিউব, আধিকা, বেল, ব্রাই, সিকিউ, ডিজিটে, হিপার,
ইগ্নে, মার্ক-সল, নাক্স-ভম, রাস-টম্ব, রুটা।

মস্তক হইতে চুল উঠা—

১। শীর্ষদেশে—হইতে ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যালকে, ফস্‌ফোরাস, লাইকো, সিপিগা, সাইলি,
জিকাম।

২। সমুখ হইতে—আস, বেল, হিপার, মার্কিউরিয়াস, নাক্স-ভম, ফস্‌ফোরাস, লাইকো, নেট্রাম,
সাইলি, সাল্‌ফার।

৩। পশ্চাৎ হইতে—ক্যালকে, কার্কো-ভেজ, হিপার, পেট্রো, সিপিগা, সাইলি, ট্যাক্সি,
সাল্‌ফার।

৪। পার্শ্বদেশ হইতে—বোরাক্স, গ্র্যাফাই, ক্যালকে-কার্ক, নেট্রাম, ফস-অ্যাসিড, জিকাম।

৫। কপালের উপর হইতে—ক্যালকে, গ্র্যাফাই, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, নাক্স-ভম,
নেট্রাম-মিউব, সোরিগাম, স্ত্রাবাট্রান।

৬। স্থানে স্থানে টাক—ক্যাস্‌হারিস, আরোড, ফস্‌ফোরাস। এক চামচ লবণ এক পাইন্ট
জলে গুলিয়া উহা টাকের উপর মাঝে মাঝে দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মধ্যাক্ষ ক্ষয়রোগ—ব্যারাইটা-কার্ক, ব্যাসিলিনাম-টিউবাব, পাল্‌স, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে,
• আরোড, সাইলি, সাল্‌ফার, হিপার-সাল্‌ফ।

মস্তিষ্কের কোমলীভূতি—অ্যাস্‌গ্রিসিয়া, নাক্স-ভম, ফস্‌ফোরাস, পিক্রিক-অ্যাসিড, জিকাম।

• দুর্বলতা—ক্যালি-ব্রোম, পিক্রি-অ্যাসিড, ফস-অ্যাসি, ফস্‌ফোরাস, অ্যানাকার্ড, আর্জেন্ট,
• ব্যারাই-কার্ক, ক্যালকে, সাইপ্রি, জেল্‌স, ইগ্নে, কেলি-ব্রোম, লাইকো, নেট্রাম,
• নাক্স-ভম।

• দুর্বলতা হেতু অনিদ্রা—কফি, হাযোসা, স্ট্রুটেল, জিকাম।

• পক্ষাঘাত—আস, লরো, লাইকো, জিকাম।

মাষব্রিষ (Sycosis)—কেলি-বাই, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পেট্রোল, পাল্‌স,
সিনাবেরিস, মার্ক-সল, সাস্‌প্যারিলা, ট্যাক্সি, থুজা, মেডোরিগাম।

ঘাড়ী ক্ষীণতা ও প্রদাহ—অ্যামন-মি, ব্যারাইটা, বেল, বোরাক্স, ক্যালকে, কষ্টি, ক্যামো, চায়না,
• সিমিসি, সিষ্টাস, গ্র্যাফাই, হিপার, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফস্‌ফোরাস,
সাইলি, ট্যাক্সি, সাল্‌ফ, স্কু-অ্যাসিড।

ঘাড়ীর ফোটক ও নালী—ক্যালকে, কষ্টি, লাইকো, নেট্রাম, পেট্রো, সাইলি, ট্যাক্সি, সাল্‌ফ।

ঘাড়ীতে মাংস জন্মান—আরোড, সাইলি, ট্যাক্সি, সাল্‌ফার, থুজা।

ঘাড়ীর ক্ষত, পচনশীলতা—অ্যাসেটিক-অ্যাসিড, অ্যালাম, ক্যালকে, কার্কো-ভেজ, কেলি-কার্ক,
• লাইকো, নেট্রাম-মিউব, মার্কিউরিয়াস, সাইলি, ট্যাক্সি, সাল্‌ফার, থুজা।

ঘাড়ী বাহির হইয়া পড়া—অ্যাটি-কুড, আর্জেন্ট, ব্যারাইটা, মোভিষ্টা, কার্কো-ভেজ, সিষ্টাস,
ডাল্‌কামার, আরোড, কেলি-আরোড, ল্যাক-ক্যানি, মার্কিউরিয়াস, প্রাচ্যাস, সিপিগা।

মাতৃ দ্বারা সহজে রক্তস্রাব হয়—অ্যামন-মিউর, ক্যাল্কে, ব্রাই, আস', কার্বো-ভেজ, সিষ্টিস, মার্কিউরবাস, নাইট্রিক-অ্যাসিড, কটিকাম, ডাল্‌কামারা, হাইড্রাট, সিপিরা, সাল্‌কার, ট্রাফেস।

মাতৃকয় জগ্ম দলুশিথিলতা—ফেফারিক-অ্যাসিড, অ্যাটি-কুড, ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, মাকু-বাস, রাস-টক্স, সিপিরা।

মাতৃর পীড়া -

১। পারদ অপব্যবহার হেতু—কার্বো-ভেজ, হিপাব, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফাইটো, ট্রাফে।

২। লবণ অপব্যবহার হেতু - কার্বো-ভেজ, স্পিরিট-নাইটার-ডাল্‌সিস।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল—অ্যাকো, অ্যাগারিক, অ্যারেনিয়া, অ্যার্কেন্ট-নাই, আস', ক্যাভাস, ক্যাপ্‌সি, কটিক, সিড্রন, সিল, ক্যামোমি, চিনিনা-আস', চিনিলাম-সাল্‌ক, সিথিসি, চারনা, ককিয়া, কলোসিহ, ফেরাম, জেলস, হেক্সা-লাভা, কেলি-আথোড, কেলি-কস- ক্যাল্‌মিথা, ম্যাথ্‌-কস, ম্যাথ্‌ল, মার্ক-কর, মার্ক-সাল্‌ক, মেজিরি, স্পিরিট-নাই-ডাল্‌সিস, ফস্‌ফো, প্র্যাটিনা, পাল্‌সে, বেডিগাম, রাস-টক্স, শ্রাঙ্কুইনে, সাইলি, স্পাইজি, ট্যানাম, সাল্‌ক, থুজা, টিলিবা, ভার্বাকাম, জিকাম-কস, অ্যামিল-নাই, অ্যাট্রিপিনাম, কার্বলিক-অ্যাসি, কেলি-সাথানে, ম্যাথ্‌-কার্ব, প্র্যাটেগো, বডো, ট্রাফে, ট্রায়োনি, ট্রাবেটুলা, ভ্যালেরিয়ানা, জিকাম-সাল্‌ক।

মুখের স্নায়ুশূল—প্রাণাহিক—অ্যাকো, অগিকা, ব্রাই, বেলেডোনা, ফেবাম-কস।
আমবাতিক বা সন্ধিবাত—অ্যাকো, আস', ব্রাই, কটিকাম, কল্‌চি, পাল্‌ল, নাক্স-ভম, রাস-টক্স, স্পাইজি।

মায়বিক—স্পাইজি, হায়োস, কুগ্রাম, নাক্স-ভম।

পারদেব অপব্যবহার জনিত—অরাম, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সাল্‌কাব।

ভিত্তর কত—ঐথুজা, অ্যাটিম-টার্ট, আস', ব্যাপ্টে, বোরাক্স, ব্রাই, কার্বো-ভেজ, ক্লোরিন, ইউপেট, হাইড্রোকোট, হাইড্রাটিস, কেলি-ক্লোবেটাম, কেলি-মিউর, মার্ক-কর, ল্যাকোসি, মার্ক-সাল্‌ক, মিউরিথেটিক-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফাইটোলেক্স, রাস-প্র্যাথরা, সারসা, সাল্‌ফিড-অ্যাসি, স্যালিসিলিক-অ্যাসিড, প্র্যাটেগো, ট্রাফিসে, সাল্‌সা।

পচনশীলতা অ্যাগেড, অ্যাটিম-কুড, অ্যার্কেন্ট-নাই, আস', বোরাক্স, ক্যাল্‌সি, কার্বো-ভেজ, ইউনিমিন, হাইড্রাস, অ্যাসিড-কার্ব, কেলি-বাই, কেলি-ক্লোরে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-কর, মার্করি, মিউরিথেটিক-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউব, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফাইটো, স্যালি-অ্যাসিড, অ্যাসিড-সাল্‌ক, স্যালিক্স।

মুখ শুষ্ক বোধ—অ্যাকো, অ্যালিউমি, এপিস, আস', বেল, বোরাক্স, ব্রাই, কুগ্রাম, হায়োস, আইরিস-টেনেক্স, কেলি-বাই, কেলি-কস, ল্যাকোসি, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-পার্বিক, মার্কি, মিউবি-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ক, নাক্স-ভ, ওপিয়াম, ফস্‌ফো, পাল্‌ল, রেডিগাম, রাস-টক্স, শ্রাঙ্কুই, সেনিকিউ, সিপিরা, টেরিবি।

শুক ত্বংসহ অভ্যাসিক জলপিপাসা—অ্যাকো, আস', ব্রাই, রাস-টক্স, সাল্‌ক, জের-অ্যাথ।

মুখ শুক অঞ্চল জলপিপাসা নাই—এপিস, ল্যাকেসিস, লাইকো, নাক্স-ম, পেরিস, পালস, স্রাবাডিয়া।

• অজ্ঞানতার মুখশায়ী-গ্রন্থির-প্রদাহ (তরুণ)—অ্যাকোন, বেল, ব্রাই, ইঙ্কুলাস, অ্যাম্বাস, এপিস, অরম, ক্যাষ্টাস, কষ্টিকাম, ক্যাথারিস, চিমাফিলা, কল্টি, কোপাই, কিউবেবা, ডিজিটে, ফেরাম-কস, জেলস, হিপার, আয়োডিন, কেলি-ব্রাম, কেলি-আঘড, মার্ক-কর, মার্ক-ডাল, মার্ক-সল, নাইটিক-অ্যাসিড, ওলিঘাম-স্রাকটাম, পিক্রিক-অ্যাসি, পালস, স্রাবাডিয়া, স্রাবাল-সেক, সেলেনিঘাম, সিপিয়া, সাইলি, সলিডেগো, স্রালিঙ্গ-নাই, ষ্ট্যাফেসি, সালফার, থুজা, টিটিকাম, ভেরেটাম-ভির।

• (পুরাতন)—অ্যালিউমেন, অরাম, ব্যারাই-কার্ক, ব্রাচিমোটিস, ক্যালোডি, কার্কনিঘাম-সালফ, কষ্টিকাম, ক্রিমেটিস, কোনা, ফেরাম, জিক, গ্র্যাফাই, হিপার, হাইড্রোকো, আয়োডিন, লাইকো, মার্ক-কর, মার্কাবি, নাইটিক-অ্যাসি, নক্স-ভম, ফাইটো, পালস, স্রাবাড, স্রাবাল-সেক, সিপিয়া, সাইলি, সলিডেগো, ষ্ট্যাফিস, সালফ, থুজা, ট্রিউলাস।

• মুত্রশায়ী-গ্রন্থির-বিবৃদ্ধি—অ্যালফাল, অ্যালোজ, অ্যামন-মিউ, আর্জেন্ট-নাই, ব্যারাইটা-কার্ক, বেঞ্জিক-অ্যাসিড, ক্যালকে-ফ্রোর, ক্যালকে-আঘড, চিমাফিলা, ক্রোমিঘাম-সালফ, সিপিয়া, কোনা, ইউপে-পার্ক, ফেরাম-পিক্রি, জেলস, গ্র্যাফাই, হিপার, হাইড্রাজিরা, ট্রিবিউলা, আঘোড, কেলি-বাই, কেলি-ব্রাম, লাইকো, ওলি, আক্সিডেগুন, প্যারেইরা, পিক্রিক-অ্যাসি, পপুলাস-ট্রিউলইডাস, পালস, রাস-অ্যারো, স্রাবাল-সেক, সালফ, সেনিকিউ, সলিডেগো, ষ্ট্যাফেসাই, সালফ, থিওসিন, থুজা, থাইবোডি, টিটিকাম।

মুখশায়ী গ্রন্থি হইতে বাহ্যের সময় স্রাব—অ্যাসেটিক-অ্যাসি, ইঙ্কুলাস, অ্যাম্বাস, অ্যালিউমি,

• অ্যানাকা, আর্জেন্ট-নাই, ক্যানাবিস-স্রাট, কষ্টিকাম, চিমাফিলা, কোনা, কিউবে, ইরিজি, হিপার, জুনিপেরাস, কেলি-বাই, লাইকো, নাইটিক-অ্যাসি, হুফারলুটরা, নাক্স-ভম, পেট্রো, কস-অ্যাসি, ফেফা, পালস, স্রাবাল-সেকলেটা, সাইলি, সালফার, টেরিবি, থুজা, থাইমল, ড্যামিয়ানা, জিকাম।

• অতিরিক্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে—ফেরাম-মিউব ৩x, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-কস, পালস,

• আর্সেনিক বিচূর্ণ, ফসফোরাস, ব্যাসিলি, আর্জেন্ট-নাই চাথনা, হাইড্র, কুশাম, প্লাঘাম, নেট্রাম-সালফ।

মুখ রোগ—অ্যাকো, এপিস, আর্গিকা, বেল, ক্যানা-স্রাই, ক্যাল্পি, ক্যাথারিস, কলোসিহ, ডিজি, ইউক্রে, হ্যামামে, মার্ক-কর, মার্ক-সালফ, নাইটিক-অ্যাসি, ওসিঘাম-স্রাকটা, কসকো-অ্যাসি, রাস-টক্স, স্রাবাল-সেক, সালফ, থুজা, স্রাবাডি, সাইলি।

শিঙহিগের—অ্যাকো, ক্যালকে, মার্ক-সালফ।

অজ্ঞানতার কলে—অ্যাকো, আর্গিকা, ফেরাম-কস, ক্যালকে-ফ্রোর, লেডাম, রাস-টক্স।

• উল্টা—অ্যাকো, আস, আর্গিকা, বেল, কলোসিহ, সিনাবেরিস, মার্কাবি, হিপার, ল্যাকেসি, নাইটিক-অ্যাসিড, ফেফা, ওসিঘাম-স্রাকটাম।

মুত্রকৃচ্ছ্রতা—অ্যাকো, অ্যালিউমেন, অ্যাক্টিম-টার্ট, এপিস, অ্যাপো, আর্জেন্ট, আর্গিকা, আস, বেল, বেঞ্জিক-অ্যাসি, ক্যানাবিস-টিকো, ক্যানাবিস-স্রাটাই, ক্যাথারিস, ক্যাপ্সি,

ক্যাস্কেরা, কষ্ট, চিমাফিলা-আব, ক্রিমিটস, ককাস, কোনা, কোপাই, কিউকার্বাটা-মাইক্লেস, ডিজি, ডাল্কা, ইপিজি, ইফিউজে, ইউপে-পার্প, ফেরাম-ফস, হিডিওমা, হেলিবো, হিপার, হাইড্রা, হাইপারি, হায়োসি, ক্রিযো, লিথিয়া-কার্ক, লাইকো, মার্ক-কর, মফিয়া, মিউরিথেটিক-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউ, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভম, ওসিযাম, ওসি-আক্কাটা, ওপি, প্যাভাইরা, পেট্রোসেলিনাম, পিক্রি, প্রাখাম, পপুলাস-ট্রু, পাল্লেস, রাস-টক্স, আবাল-সেক্স, আটোনা, সাস', সেলেনি, সিপিয়া, সলিডাগো, ট্যাফে, টিগ্‌মেটা, থ্যাম্পি, ট্রিটিক, উভা-উস'ই, ভারবাসকাম, ভাইভাব-অপি, জিক্যাম।

মুক্তকৃচ্ছতা—গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর—ইকুইডেটাম।

„ অপবেয় সমুখে—অ্যাছা, হিপার, নেট্রাম-মিউর।

„ যুবতী বিবাহিতা রমণীদিগেব—ট্যাফি।

মুক্তগ্রন্থি প্রদাহ—অ্যাকোন, অ্যালিউমি এপিস, আর্জেন্ট-নাই, আণিকা, বেল, বার্কেরিস, ব্রাই, ক্যানাবিস, ক্যাছাবিস, কষ্টিকাম, চিমাফিলা, ককাস-ক্যাক্টাই, কল্চি, ইরিজি, হেলিবো, হিপাব, কেলি-কার্ক, কেলি-আথোড, মাকু'ববাস, মিলিফো, স্ত্রাপ্পালিন, নেট্রাম, নাক্স-ভম, ওপি, ফস্ফোবাস, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড, ফাইটো, রাস-টক্স, সিনিসিও, টেরিবি, থুজা, অবাম-মিউর, চিনি-সাল্ক, কুগ্রাম-আস', ইউকেলিপ্টাস, ইউপে-পার্ক, ফেরান-আবড, হেলোনি, হাইড্রোফো, আইবিডি, জুনিপিবাস, কেলি-কা, ক্যালমিয়া, পিচি, পিকরিক-অ্যাসিড, প্রাখাম, অ্যাসিটি-আ', পলিগো, স্কিনা, সেনিকিউ।

„ ঠাণ্ডা ও আর্দ্র ঋতু হইতে—অ্যাকো, অ্যাক্টিম-টার্ট, এপিস, ক্যাছারিস, ডাল্কা, রাস-টক্স, টেরিবি।

„ ইনফ্লুয়েঞ্জার পর—ইউকেলিপ্টাস।

„ ম্যালেরিয়া অব্যব পর—আস', ইউপে-পার্ক, টেরিবি।

„ গর্ভবতীর—এপিস, অ্যাপোসা, কুগ্রাম-আস', ক্যালমিয়া, মার্ক-কর, স্রাবাইনা (স্রাবোগ উদ্ভব)।

„ ভিগ্লিয়ার পর—অ্যাকো, এপিস, বেল, ক্যাছাবিস, কনভেলেরিয়া, কোপেবা, ডিসি, ফেরাম-আবড, হেলিবো, হিপার, ক্যালমি, ল্যাকেসি, মার্ক-কর, মিনিয়োস, নেট্রাম-সাল্ক, স্পিরিট-নাইটাব-ডালসিস, রাস-টক্স, সিকেলি, টেরিবি।

„ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া শোণ হইলে—অ্যাডোনিস-ভার্ডালিস, আস', কেকিন, ডিজি, ম্লোনরন, স্পারটাইন, ট্রোফেয়াস, ভেবেট্র-ভির।

„ সহিত শোধ—অ্যাকো, অ্যাডোনিস-ভার্ডা, অ্যাক্টি-টার্ট, এপিস, অ্যাপো, আস', অরাম-মিউর, ক্যাছারিস, কল্চি, কোপেবা, ডিজি, হেলিবো, মার্ক-কর, পাইলোকার্পাস, স্রাবুকাস, স্কিনা, সেনিকিউলা, টেরিবি।

„ সহ মূত্রবিকার লক্ষণ—ঈথুজা, ইন-কার্ক, বেল, ক্যানাবিস-ইথিকা, কার্কলি-অ্যামি, পাইকিউ, কুগ্রাম-আস', হেলিবো, হায়োস, মফিনাম, ওপিয়ার, পাইলোকা, ট্র্যামো, ইউরেনিয়াম।

„ সহ নিউমোনিয়া—টেলিডো, ফস্ফোরাস।

মূত্রনালীর সঙ্কোচন বা অবরোধ—অ্যাকোন, বেল, ক্যাম্ফর, ক্যানাবিস, ক্যাছা, কার্বো-ভেজ, চাষনা, সিকিউটা, ক্লিমট, ককিউলাস, ডিজিটে, ডালকামারা, মার্কুরিয়াস, নাক্স-ভমি, নাইট্রিক-অ্যাসি, পাল্‌স, পেট্রোসেলিনাম, সাইলি, রাস-টক্স, সাল্‌ফার, ইত্যাদি।

মূত্রাশ্বরী (পাথুরী)—বার্বারি, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাছা, লাইকো, সিপিযা, চাষনা, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ককিউলা, নাক্স-ভমি, প্যাবেরা-ব্রাভা, পেট্রোলি, ফক্ষোরাস, পাল্‌স, কুটা, অ্যাটি-জুড, এপিস, অ্যাপোসাই, আর্জেন্ট-নাই, অ্যালোজ, আস', বেল, বেন্‌জ-অ্যাসিড, ক্যাকটাস, কার্বো-ভেজ, চাষনা, কলসিহ, কুপ্রাম, ডিজিটে, এপিস, অ্যাপোসাই, আর্জেন্ট-নাই, অ্যালোজ, আস', বেল, বেন্‌জ-অ্যাসিড, ক্যাকটাস, কার্বো-ভেজ, চাষনা, কল্‌চি, কুপ্রাম, ডিজিটে, এপিস, ইকুই, ইউপে-পার্প, গ্র্যাফা, হাইড্রাষ্টি, ক্রিযোভো, ল্যাকেসি, লিথিয়াম, মেজেরি, নাজা, নেট্রাম-মউব, নেট্রাম-সাল্‌ফ, প্যালোডি, সার্সাপ্যারি, থুজা, ইউডা-উর্সি।

মূত্রশূল—বার্বারিস, লাইকো, ক্যাছাবি, সিপিযা, অ্যাপোসাই, আণিকা, ইরিজি, চাষনা, ইউডা-উর্সি, অ্যাটি-জুড, বেল, বেন্‌জো-অ্যাসিড, ক্যালকে, হাইড্রাষ্টি, ওপিয়াম, আইপোমিয়া, ওসিমম-স্ট্রাট।

মূত্রমার্গ-প্রদাহ—অ্যাকোন, বেল, অ্যাগ্রাস, ক্যানাবিস, ক্যাছারিস, ক্যাপ্সি, সিনাবেরিস, ক্লিমিট, কোপেবা, ডালকামারা, কবাম, হিপার, লেডম, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, মেজেরি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পেট্রো, পেট্রোসেলি, স্ট্রু, সিপিযা, সাইলি, সাল্‌ফাব, থুজা।

মূত্ররোধ—অ্যাকোন, এপিস, এপিয়াম-গ্র্যাভি, আণিকা, আস', বেল, ক্যাম্ফর, ক্যানা-ইণ্ড, ক্যানা-স্ট্রাট, ক্যাছারি, কষ্টিকাম, সল্‌ফাট, সিকিউটা, ডালকামারা, ইউপে-পার্প, হায়াস, ইয়েসি, লাইকো, মার্ক-কর, মফিয়া, নাক্স-ভমি, ওপিয়াম, প্রাথম, পাল্‌স, রাস-টক্স, সার্সাপ্যারি, সাল্‌ফার, টেরিবি, জিকাম।

মূত্রের অনুরূপ্তি বা মূত্রনাশ—অ্যাকোন, অ্যাগারি, অ্যাল্‌ফাল্‌কা, এপিস, আস', আস'-হাইড্রো, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফর, ক্যাছাবি, কফিয়া, কলোসি, ডিজিটে, হেলিবো, কেলি-বাই, লাইকো, মার্ক-কর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পেট্রল, ফাইটল, পিক্রিক-অ্যাসিড, পাল্‌স, ষ্টিগ্‌মে, ট্র্যামো, টেরেবি, ভেরে-অ্যাব, জিকাম।

মূত্রবিকার—অ্যামন-কার্ক, এপিস, অ্যাপোসাই, আস', বেল, ক্যানা-ইণ্ড, ক্যাছা, কার্বলিক-অ্যাসিড, সিকিউটা, কুপ্রাম, হেলিবো, অ্যাসিড-হাইড্রো, হায়াস, কেলি-ব্রোম, মফিয়া, ওপিয়াম, ফক্ষোরাস, পিক্রিক-অ্যাসিড, ট্র্যামো, টেরিবি, ভেবেট্রা-ভির, অরাম, অ্যাবোড, নিকোটিন, কোনাথাম, নাক্স-মস্কেটা, ডিজিটে, গ্লোন, পাইলোকা, কুইত্রাকো, অ্যান্‌থুইলা, ইউরিয়া, আটিকা।

মূত্রাশ্ব-প্রদাহ (ডবল)—অ্যাকোন, অ্যামন-কার্ক, এপিস, আণিকা, আস', অ্যাসপারেগাস, বেল, বার্বারিস, ক্যাকটাস, ক্যালোডি, ক্যাম্ফোবা, ক্যানা-ইণ্ড, ক্যানা-স্ট্রাট, ক্যাছারি, কষ্টিকা, কল্‌চি, কলোসি, কোনাথ, সিমিসি, কোপেবা, ডিজিটে, ডালকামারা, ইলাটেরি, ইকুই, ইরিজি, ইউপে-পার্প, জেলস, হেলিবো, হায়াস, কেলি-বাই, কেলি-কার্ক, ল্যাকেসি, লিলি-টিগ, লিথি-কার্ক, লাইকো, মার্কুরিয়াস, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাক্স-ভমি, প্যাবে-ব্রোভা,

ফস-অ্যাসিড, পাইপার-মে, পপুলা, পালস, সার্সাপ্যারি, সেনেগা, সিপিরা, সালফার, সালফার-অ্যোড, ট্যারাটু, টেরিবিহ, থুজা, ইউডা-উসি, চিমাফি, সাইকিউ, ট্রিকনি, জিকাম-মেটা।

মুক্তাশয়-প্রদাহ—পক্ষাঘাতবৃত্ত—অ্যালিউমিনা, অ্যাস, কষ্টিকাম, সিকিউটা, ডালকা, জেলস, হেলিবো, হেলোনি, মিউরি-অ্যাসিড, ওপিঘাম, প্রাঘাম, পালস, রাস-টক্স, সিকেল-কর, সাইলি, ট্যাবেকাম, জিকাম, শ্রাবাল, সার্সা, চিমাফিলা।

„ গ্রীবার পক্ষাঘাত—অ্যাস, হেলিবো, লরোসি, ক্যাপথালিন, টেরিবিহ।

„ প্রসবের পর—ফেরাম, ফক্ফোরাস, ক্রিয়োজো, নাক্স-ভমি, জিকাম, অ্যাস, স্পে, কষ্টিক, জেলস, হেলিবো, হায়স, ল্যাকে, লবোসি. ফাইসস্টিগমা।

„ গ্রীবার আক্ষেপ—আণিকা, অ্যাস, ক্যাছাবি, ক্যাপসি, ক্যান্ডব, ক্রিমিটস, কুকুলাস, কল্টি, কোপেবা, ডিজিটে, ইউপে-পাপ, ফস-অ্যাসিড, ফাইসস, পালস, সার্সাপ্যারি।

মেদ বৃদ্ধি—ট্যারেটুলা, টেরিবি, অ্যামন-ব্রোম, অ্যামন-মিউর, অ্যাম, থুজা, অ্যাস, ক্যালকে-অ্যাস, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাপসি, ফেরাম, অ্যাটি-কুড, কুপ্রম, লাইকো, পালস, সালফার, অ্যাগারি, অ্যান্ধাটুবা, অ্যাসাফি, বেল, ক্যামোমি, ক্রিমে, কোনায়াম, ক্রোকার, গ্র্যাফাই, গেমায়কা, হায়স, ল্যাকেসি, মার্কিউরিয়াস, সেনেগা, সাইলি, ভাডোলা-ওডোরেটা, ফিউকাস-ভেসি, কাইটো।

মেরুদণ্ডের উপদাহ—আণিকা, সিমিসি, রাস-টক্স, অ্যাস, সিকেলি, পিক্রিক-অ্যাসিড, অ্যাগারি, আর্জেন্ট-নাইটি, থুজা, সালফার, সাইলি।

মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত—অ্যাকোন, জেলস, বেল, ক্যালকে-কার্ক, নাক্স-ভমি, অ্যাস, প্রাঘাম, কষ্টিকা, ওপিঘাম, সালফার।

„ প্রদাহ (তরুণ)—অ্যাকোন-বেল, নাক্স-ভমি, সিকিউটা।

মেরুদণ্ডের প্রদাহ (পুরাতন)—অকজ-অ্যাসিড, অ্যাস, প্রাঘাম, পিক্রিক-অ্যাসিড, মার্কিউরিয়াস, ফক্ফোরাস, সাইলি।

„ রক্তাধিক্য—অ্যাস, হাইপারি, রাস-টক্স, সালফাব।

„ রক্তশাব—শুযেকাম।

„ শোথ—আণিকা, অ্যাস, অ্যাসাফি, ব্যারাইটা, বেল, ক্যালকে, ক্যালগুলা, ক্যানাবিস, কার্কো-ভেজ, ডালকামরা, ইউপে-পাপ, গ্র্যাফাই, হিপার-সালক, ল্যাকে, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, কটা, সিপিবা, ট্যাকিসে, সাইলি, সালফার।

„ ক্ষয়—অ্যাসিড-ফ্রিকাম, বেল, সিকেলি, অ্যাম, কেলি-আয়ড, পিক্রিক-অ্যাসিড, আর্জেন্ট-নাই, নাক্স-ভমি, ফক্ফোরাস, মেডোরিণাম, ম্যাগ্নে-কস, অ্যালিউমেন, অ্যাস, লাইকো, কার্কো-ভেজ, অ্যান্ধাটুবা।

„ রক্তাৱত্ত—অ্যাস-আয়োড, অ্যাসিড-কস, ক্যালকে-কার্ক, চারনা, সিকেলি, ফেরাম।

মেরুদণ্ডের অস্থির প্রদাহ—ফক্ফোরাস, এবং নেট্রাম পর্যায়ক্রমে, এসাবিটিডা, বেল, হিপার, আয়োড, য়েভে, সাইলি, সালফার।

মেরুদণ্ডের অস্থির প্রদাহ—

অস্থির পুঞ্জ বা স্ফোটক—ক্যালকে-আস', ক্যালকে-কার্ক, আযোড, ক্যালকে-কস, নেট্রাম, কক্ষোয়াস, সাইলি, সালফার, ক্যালকে-ক্লোর।

মোহু জ্বর—অ্যাগা, অ্যাইল্যায়াস, এপিস, অ্যামন-কার্ক, আণিকা, অ্যাণ্টিম-ক্লড, আসেনিক, বার্মেটে, বেল, ব্রাই, ব্যারাইটা, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাম্ফর, চিনি-সালফ, চায়না, ক্রোটোলা, কার্কো-ভেজ, জেলস, হেলিবোরাস, হাযো, ক্রিযো, ইগ্নে, ইপি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-সালফ, মার্ক-আযোড-কব, মার্ক-ভাইভাস, মিউরিযে-অ্যাসিস, ম্যানসিলেনা, নাক্স-ভম, নেট্রাম-মিউর, ওপি, ফস্ফো-অ্যাসিড, ফস্ফাবাস, রাস-টক্স, স্পাই, ট্র্যামো, সালফার, সালফিউরিক অ্যাসিস, ভেরেট্রাম-অ্যাব, ভ্যালেরিয়ানা।

ম্যালেরিয়া জ্বর—অ্যাবসিহি, অ্যালোষ্টোন-ক্লাব, অ্যামন-পিক্রিকাম, এপিস, অ্যারেনিয়া, আণিকা, আস', আসেনিক-সালফ, আস'-ব্রোমাইড, ক্যানচালাগুয়া, ক্যাসকেসি, সিয়ানোথাস, সিড্রণ, চিনি-আস', চিনি-মিউর, চিনি-সালফ, চিযো-হাস, সাইমেজ, চায়না, কর্ণাস-সাসিস, কর্ণাস-ফ্রো, কিউবেরা ইল্যাপ্স, একিনেসিস, ইলাটেবি, ইউকেলিপ, ইউপে-পার্ক, ফেরাম-মেটা, ফেরাম-কস, জেলস, হেলিযেহাস, ইগ্নে, ইপি, ল্যাক্সাসিস, লাইকো, মেনিযাহিস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সালফ, নাইট্রাম, নাক্স-ভম, অ্যাক্টেরিয়া, ফার্ক্টিও, পলিপো, ট্যারাক্স, টিলা, থুজা, আটিকা, ভেরেট্রাম-অ্যাব, ভেরেট্রাম-ভির, কুইনি-ইউও, নিকট্যান, কালমেব, অ্যাটিষ্টা।

জ্বর—কুইনাইন অপব্যবহাব জনিত ধাতু বিকৃতিতে—অ্যামন-মিউব, অ্যারেনিয়া, আণিকা, আস', আস'-আযোড, ক্যালকে-আস', কার্কো-ভেজ, সিয়ানোথাস, চিনি-আস', ইউপেটা-পার্ক, ফেরাম-মেট, হাইড্রাসিস, ইপি, ল্যাকে, ম্যালেরিয়া-অফি, নেট্রাম-মি, পলিমিথা, পালসে, সালফ, ভেরেট্রাম-অ্যাব।

সাংঘাতিক—আস', ক্যাম্ফর, চিনিমাম-হাইড্রো-ব্রোমাইড, চিনিমাম-সালফ, ক্রোটন, ভেরেট্রাম-অ্যাব।

জনিত স্বল্পবিদ্যমান জ্বর—অ্যাকো, আস', ব্রাই, ক্যামো, চিনিমাম, কলোসিহ, ককিউ, ডিজি, ইউপে-পার্ক, ইপি, নাক্স-ভম, পালস, রাস-টক্স, সালফার, ভেরেট্রাম।

জ্বর শৈশবীয়—অ্যাকোন, অ্যামোন-মিউ, অ্যাণ্টি-ক্লড, এপিস, আস', বেল, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যামো, সিনা, কফি, ফেরাম-কস, জেলস, ইগ্নে, ক্যালি-ব্রোম, মার্ক, নাক্স-ভম, পডো, রাস-টক্স, সালফার।

জনিত ধাতু বিকৃতি—আস', অ্যারানিথা-ডায়েডেমা, আণিকা, অ্যাসিউ-কক্ষ, সিড্রণ, ক্যাপ্সি, ইউপেটা-পার্ক, ইগ্নে, ইপিকাক, ফেরাম-মেট, নেট্রাম-মিউর, মার্ক-বিন্-আযোড, নাক্স-ভম, পালস, সিয়ানোথাস, চায়না, সালফার।

বকৃত প্রদাহ (তরুণ)—অ্যাকোন, অরায়, বেল, ব্রাই, ক্যাকে-কার্ক, ক্যামো, চেগিডো, চিনিমাম, হিপার, কেলি-কার্ক, ল্যাকেসিস, লেন্টেণ্ডা, লাইকো, মার্ক, নেট্রাম-মিউ, নাক্স-ভম, নাইটি-অ্যাসিড, কাইথে; পডোফাই, পালস, সাইলি, সালফার।

যকৃত প্রদাহ—

„ (পুরাতন)—আলিউর্মিনা, অ্যাথ্রা, আণিকা, অ্যাসাফিটি, অরাম, ব্রাই, ক্যাঙ্কে-কার্ক, কার্কো-ভেজ, চিনিলাম, ককু, কোনাথাম, ডিজি, ইগ্নে, কেলি-মি, ল্যাকেসিস, লাইকো, মাগ মিউ, মার্ক, নেট্রাম, নেট্রাম-মিউব, নাইটি-অ্যাসিড, নাক্স-ভম, ফক্ষো, পডোফাই, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফার, চেলিডোনিয়াম।

„ শূল—আস, ব্যাপ্টি, বার্কোরিস, ব্রাই, ক্যামো, চিনিলাম, কলিন্সো, কুপ্রাথ, ডিজি, লরোসি, মার্ক, নাক্স-ভম, পাল্‌স, বাস-টক্স, হাইড্রাটি।

„ শুষ্কতা প্রাপ্তি—আক্টে-নাইটি, আস, অবাম, ব্রাই, কার্ডুয়াস-মেরি, কার্কো-ভেজ, চেলিডো, চিনিলাম, আথোড, ল্যাকেসিস, লেপ্টে, লাইকো, মার্ক, নেট্রাম-মিউ, নাক্স-ভম, নাইটি-অ্যাসিড, ফক্ষো, প্রাথ, পাল্‌স, সেলেনি, সিপি, সাল্‌ফার।

যকৃতে কর্কট রোগ—আস, বেল, কার্কো অ্যানি, কোনাথাম, হাইড্রাটি, লাইকো, সিপি, সাইলি।

„ ফোটক বা পুঁজ সঞ্চয়—বেল, ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ব্রাই, চাঘনা, হিপার, কেলি-কার্ক, ল্যাকেসিস, মার্ক-সল, নাক্স ভম, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফার।

„ হাইপারট্রফি—অ্যাগাবিকাস, অবাম, চেলি, চাঘনা, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউর, মার্ক, টিলিয়া, সাল্‌ফার।

যক্ষ্মাকাস (ফুসফুসের) রোগ অ্যাস্ট্রোপিন, অ্যাস্ট্রোট, অ্যাগারি, অ্যাড্‌হারী, অ্যাকালিফাইণ্ড, অ্যাসিড-অ্যাসে, অ্যাসিড-গ্যালিক, অ্যাসিড-ফস, অ্যাসি-না, অ্যাকটিয়া-বেসি, অ্যামন-কা, আস-অ্যাব, আস-আথোড, বাল্‌সাম-পেক, বিউফো, ব্যাসিলিনাম, ব্যাপ্টি, ক্যালকে আস, ক্যালকে-ফস ক্যালকে-হাইপো, কার্কো-ভে, কার্কো-অ্যানি, কোকা, ড্রসেবা, ইলাপ্স, ফেরাম-মেট, ফেবাম-ফস, ফেবাম-অ্যাসে, ফেরাম-মিউর, ক্যালাপ্ত্রিয়াম, পিক্স-লিকিউড, ক্যাপ্সিকাম, গুয়াকাম, কোপে, ইপিকাক, ইলিসিয়াম, স্ত্রাবুই, মার্টাস-কমিউ, ইথারবাসাটা, কেলি-কার্ক, কেলি-ফস, কেলি-বাই, কেলি-নাই, কেলি-আথোড, ল্যাকেসিস, লরোসিবেসাস, লাইকো, লোবেলিয়া, নেট্রাম-মি, ওলিবাম-জেকোরিস, ফক্ষো, স্পঞ্জিয়া, ষ্ট্যানাম-আথোড, থেবিডিয়াম, টিউবারকিউলিনাম, মিলিফো, হ্যামা, হাইড্রাটি।

„ রোগীর খাত্তগত লক্ষণ অমুখ্য—অ্যাস্ট্রোটেনাম, ক্যালকেরিয়া-ফস, কোনাথাম, আইওডিঘাম, ফক্ষো-বাস, টিউবারকুলিনাম, হাইড্রাটি, আস-আথোড।

„ ডাঃ রয়েল নিম্নলিখিত ঔষধগুলিকে যক্ষ্মা-রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলেন :—আইওডিঘাম, ক্যালকেরিয়া-আথোড, আসেনিক-আথোড, ক্যালকে-ফস, ফক্ষোরাস, টিউবারকুলিনাম, ফেরাম-মেট, পাল্‌সেটিলা ও সাল্‌ফার। হাইড্রাটিককে তিনি টনিকের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলেন।

„ ডাঃ শুভেনো বলেন,—ক্রিয়োজোটাম, ক্যালকেরিয়া-হাইপো-ফস্কেট, পিক্‌নিলাম, আইওডিঘাম, লিকাম-আথোড, ষ্ট্যানাম, আস, সাইলিসিয়া, ফেরাম-ফস ও আসেনিক,

যক্ষ্মার শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তাঁহার মতে যক্ষ্মারোগেব পেটের অম্ল ও পেট কাপাক—অ্যাসিড-হাইড্রোক্লোরিক এবং বসন ও গা বমি বমি, খালধবা ও পেটের অম্লথে—কুগ্রাম-আস-ঔষধ।

যখন যক্ষ্মা বোগীর প্রত্যেকবার কাসির সহিত ভুক্তজব্য নিঃসৃত হয়—চাষনা, ফেরাম-মেট, ফেরাম-কস এবং ফেরাম-আস ফলপ্রসূ।

পেটে বা হইয়া যখন অতিবিক্ত উদরাময় হয় তখন—আসেনিক প্রযোজ্য।

যখন যক্ষ্মা রোগীর খুব নৈশঘর্ম্ম হয়—অ্যাগারিসিন্ কার্যকারী। অ্যাগারিসিন প্রযোগ করিবার পর উপকার না হইলে—সাইলিসিয়া ৩২।

যখন রোগীর অতিরিক্ত নৈশঘর্ম্ম হইতেছে—অ্যাগারিসিন্, সাইলিসিয়া, অ্যাট্রোপিন, ইত্যাদি ঔষধ প্রযোগেও কমিতেছে না, তখন পাইলোক্যারপিন ৩২, ৬২ খুব চমৎকার কার্য করে। অ্যাট্রোপিন ২২, ৩২ কে শুড়ুনো নৈশ-ঘর্ম্মের উচ্চাঙ্গের ঔষধ বলেন।

• রক্ত কাসি সম্বন্ধে শুড়ুনোর অভিমত :—ঠাং বক্তকাসি হইতেছে এবং অ্যাকোনাইট প্রযোগে কিছুতেই ঐ রক্ত বন্ধ হইতেছে না, একপ ক্ষেত্রে জিরেনিয়ামকে তিনি খুব প্রশংসা করিয়াছেন।

• রক্ত বন্ধ করিবার জন্য যখন উপযুক্ত ঔষধ না পাওয়া যায়—তখন হাইড্রাট্টিস নিয় শক্তি প্রযোগকর কর্তব্য। তিনি আরও বলেন,—“আমার অভিজ্ঞতায় হ্যামামেলিস্ ও সিকোল অপেক্ষা হাইড্রাট্টিস প্রযোগে অধিক ফল পাইয়াছি।”

পাথর কাটাঙ্গির যক্ষ্মা—ক্যাল্কে, হিপার, লাইকো, সাইলিসিয়া, ল্যাকেসিস, সাল্ফার।

যক্ষ্মার প্রথমাবস্থায়—হিপার ফস্ফোরাস, স্পঞ্জিয়া, সাল্ফার, ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, লাইকো, অ্যাসিড-নাই, আস, ফেবাম, ষ্ট্যানাম।

দ্বিতীয়াবস্থা—ক্যাল্কে, হিপার, মাইলি, স্পঞ্জিয়া, ব্রাই, লাইকো, ক্যাল্ফিয়া, পালস, সিপিয়া, সাল্ফাব, কার্বো-ভেজ, কোনায়াম, ড্রসেরা, ফেবাম, নেট্রাম, ফস্-অ্যাসিড, রাস-টক্স, ষ্ট্যানাম, জিকাম, মার্ক-আথোড।

যক্ষ্মা—(অন্তের)—অ্যামন-কার্ব, ক্যাল্কে-কার্ব, কটিকাম, হিপার, আথোড, ল্যাকেসিস, মার্ক,

• স্পিয়াম-জেকোরিস, সাইলি, ফস্ফা, সাল্ফার, টিউবার্টিউলিন্।

যক্ষ্মার উপসর্গ প্রচুর ঘর্ম্ম—জ্যাবোরাণ্ডি, ফস্ফা।

• রক্তস্রাব—হাষেসা, কেলি-কা, ইবিজিরিন, থু্যাম্পি, লিলিয়াম, জিবেনিয়াম।

যোনির কোষাচ্ছাদিত অর্কবৃদ্ধ—ব্যাবাইটা-কার্ব, সিলিসিয়া, সিপিয়া, সাল্ফার, ক্যাল্কে-ক্যাল্কা।

দ্রাঘুশূল—অ্যালিউমি, আস, বেল, বার্বেরি, ওসি, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাল্কা, কলোফাই, কটিক, ক্যালো, চাষনা, সিমিসি, কোকাস, ককি, কলোসি, কোনায়াম, কিউবে, লাইপ্রিপিডি, ফেরমি-কস, গ্র্যাফা, হ্যামামে, হোলোনি ইয়ে, কেলি-কার্ব, ক্রিথোজোট, ল্যাকেসিস, লাইকো, মার্ক, মিউরি-অ্যাসিড, নেট্রাম-কার্ব, নাইট্রি-অ্যাসিড, নাক্স-ডম, রাস-টক্স, ম্যাটি স্ত্রাবাই, সিপি, সাইলি, সাল্ফাব, ট্যারেটুল, থুজা।

কটিক—বেল, ক্যাল্কে-কার্ব, চিনিয়াম, ক্রিমে, কোনায়াম, লাইকো, ম্যাগ-মিউর, মার্কিউরিয়াস, পেট্রোলি, প্যুলস, সিপি, সাল্ফার।

যেমনির কোষাচ্ছাদিত অর্কুদ—

নালী বা—অ্যাগারি, অ্যাটিমনি, অ্যাসাকি, অরাম, বেল, ক্যালকে-কার্ক, কটি, কোনাথাম, হিপার, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, লাইকো, নাইটি-অ্যাসিড, পেট্রোলি, পালস, কটা, সিপি, সাইলি, ক্যালকে-ফু, সাল্ফার, থুজা।

পচন অবস্থা—এপিস, আস', বেল, ক্যালকে, চিনিলাম, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, সাল্ফিউ-অ্যাসিড।

অব্যাবিক বর্জন—অরাম, বেল, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফস, কোনাথাম, গ্র্যাফা, হিপার, লাইকোপোডি, মাকু বিয়াস, মেজেরি, নেটাম-মিউব, নাইটি-অ্যাসিড, পেট্রোলি, ফফ অ্যাসিড, ফফ, পালস, সিপি, সাইলি, সাল্ফিউ-অ্যাসিড, সাল্ফার, থুজা, ট্যাকিসে।

স্থানভ্রষ্টতা বা স্থানচ্যুতি—ফেরাম-আষোড, কেলি-ফস, হেলোনি, ক্রিয়োজোট, মার্ক-সল, নাক্স-মস্কেটা, নাক্স ভম, ওসিমাম, সিপিয়া, ট্যানাম।

ভিতর হইতে আত্মান বায়ু নির্গমন—ব্রোম, ল্যাক-ক্যান, লাইকোপডি, নাক্স-ম, ফফ-অ্যাসিড, ত্রাজুনে, ট্যারেটু-হিস।

রক্তবমন বা রক্তপিত্ত—অ্যাকোন, অ্যালোজ, আর্জেন্ট-নাই, আর্গিকা, আসে'নিক, বেল, ব্রাই, ক্যাস্টাস, ক্যাফা, কার্কো-ভেজি, কটি, চাযনা, সাইকিউটা, কোনাথাম, ক্রোটেলাস, ফেরাম, ছামান্দে, হাযসা, ইপিকা, কেলি-বাই, ল্যাকেসি, লাইকোপডি, মিলিফো, নাক্স-ভম, ওপি, ফফ, পালস, রাস-ট, সিকেলি, ট্যানাম, সাল্ফার, ভেবেট্টা-অ্যাব', ভেবেট্টা-ভির, জিকাম।

রক্তমূত্র—অ্যাকোন, আণি, আস', আস'-হাইড্রো, ক্যাস্টাস, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাফো, ক্যাফা, কার্কো-ভেজি, চিমাফি, কল্চি, ক্রোটেল, ইকুইজি, ইরেক্থাই, ইরিজি, ছামামে, ইপিকা, ল্যাকেসি, লাইকোপডি, মাকু'বিয়াস, মেজেরি, মিলিফো, নাইটি-অ্যাসি, নাক্স-ভম, ওসিমাম-ক্যান, পেট্রোলি, ফফ, পালস, সিকেলি, সাল্ফার, সাল্ফ-অ্যাসিড, টেরিবিছ, থ্যাপ্পি-বাস', ইউভা-উসি, জিকাম।

রক্তোনিবৃত্তি বা এককালীন রক্তোরোধ—অ্যাকোন, এপিস, ব্রাই, ককিউ, কোনাথ, ক্রোকাস, সাইক্রে, জেলস, ইথের, ল্যাকেসি, ক্যাফে-কার্ক, পালস, ত্রাজু, সিপি, সাল্ফ, অষ্টিলে।

রক্তোরোধ—অ্যাকোন, অ্যাথ-কাই, অ্যালিট্রিস, অ্যালিউমিনা, অ্যামন-কার্ক, অ্যাটিফুড, এপিস, আস', অরাম, ব্যারাই-কার্ক, বেল, বোরাক্স, ব্রাই, কল্লক-কার্ক, কার্কো-ভেজি, কলোফাই, কটি, ক্যামো, চাযনা, সিমিসি, ককিউ, কলোসি, কোনাথাম, ক্রোকাস, কুপ্রাম, সাইক্রে, ডাল্কায়া, ফেরাম, জেলস, গ্লোনথেন, গ্র্যাফা, হেলোনি, ইথের, কেলি-কার্ক, ল্যাক-ডিক্রো, ল্যাকেসি, লিলি-টিগ, লোবেলি-ইনফ্রো, লাইকোপডি, ম্যাজেনাম, ম্যাগ-কার্ক, ম্যাগ-মিউব, মাকিউরিয়াম, নেটাম-কার্ক, নেটাম-মিউর, নাক্স-মস্কে, ওপি, অকজ্যালি-অ্যাসিড, ফফো, ফাইটো, গ্যাটি, পালস, রডোডেন, রাস-ট, কটা, ত্রাবাডি, ত্রাবাই, ত্রাজু, সিকেলি, সিনিসিও, সিপি, সাইলি, ট্যাকিসে, ট্যানো, সাল্ফার, থুজা, অষ্টিলে, ভ্যালেনিয়ানা, ভেরেট্টাম-অ্যাব, জিকাম।

রক্তপ্রাব—প্রধান ঔষধ—(১) চাযনা; (২) আণি, ছামামে, ফফো, ত্রাবাই; (৩) অ্যাকোন, এপিস, বেল, ক্যালকে, ক্রোকাস, ইরিজি, ফেরাম, ইপি, মার্ক, মিলিফো, নাইটি-অ্যাসি,

নাঈ-ভম, পালস, স্ত্রাঙ্ক, সিপি, সালফাব, টিলি; (৪) অ্যাক্টিমনি, অ্যাপোসাই, আস', ক্যানাবিস, ক্যাপ্সি, কার্কো-অ্যানি, কার্কো-ভেজি, সিমিসি, ক্যামো, কলিন্সো, কুপ্রাম, ড্রুসেরা, জেলস, গ্র্যাফা, হেলিবো, হাযসা, আযোডি, মাইরিসটিকা, ক্যালমি, ল্যাকেসি, লেডাম, লাইকোপডি, লাইকোপাস, প্রাঘ, পালস, রাস-টঙ্ক, সিকেলি, সিনিসিও, সাইলি, ট্র্যামো, স্কালফ-অ্যাসিড, ভেরেট্রাম-ভিব, জিঙ্কাম, মিলিকোলি।

রক্তজ্বাব (স্বতঃই)—অ্যাকোন, বেল, ক্রোকাস, ফেবাম, হাযসা, পালস, আণিকা, ক্যালকে, ক্যামো, চিনিলাম, ইরেক্থাই, ইরিজি, জেলস, ইপি, ক্যালমি, লাইকোপডি, লাইকোপাস, মার্কিউরিয়াস, নাইটি-অ্যাসিড, নাক্স-ভমি, ফক্ষ, রাস-টঙ্ক, স্ত্রাবাডি, স্ত্রাঙ্ক, সিনিসিও, সিপি, ট্র্যামো, সালফার, টিলি, ভেরেট্রাম-ভির।

গৌণকারণবশতঃ—আস', চিনিলাম, কার্কো-ভেজি, ফেরাম, হ্যামামি, হেলিবো, ইপিকা, আইরিস, লেডাম, মার্কিউরিয়াস, ফক্ষ, রাস-টঙ্ক, সিকেলি।

শিরঃশীড়া—অ্যাসেটি-অ্যাসিড, অ্যাকোন, ইন্ধিউলা, অ্যাগারি, অ্যাগ্নাস, অ্যালিয়াম-স্ত্রাট, অ্যালিয়াম-সেপা, অ্যালোজ, অ্যাসিউমিনিয়ম, অ্যাস্ট্রা, অ্যামন-ব্রোম, অ্যামন-কার্ক, অ্যামন-মিউর, অ্যামিল-নাই, অ্যানাকার্ড, অ্যাক্টিম-জুড, অ্যাক্টিম-টার্ট, এপিস, এপিয়ার-গ্র্যাভে, অ্যাবানি, আর্জেন্ট-মেট, আর্জেন্ট-নাই, আর্গিকা, আস', অ্যাসাফি, অ্যাসক্লি, অক্সিম-মেট, অ্যাবডিয়ে, ব্যাপিট, ব্যারাই, বেল, বার্কো, বিস্মাথ, বোরাক্স, বোভি, ব্রোম, ব্রাযো, বিউফো, ক্যাকটা, ক্যাডমি-সালফ, ক্যালকে-অ্যাসে, ক্যালকে-আস', ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফস, ক্যাফো, ক্যানাইডি, ক্যাফা, ক্যাপসি, কার্কো-অ্যানি, কার্কো-ভেজি, কলোফাই, কষ্টি, সিড্রণ, ক্যামো, চেলিডো, চিমাফিলা, চাযনা, চিনি-আস', চিনি-সালফ, চিথানায়াস, সাইকিউ, সিমিসি, সিনা, সিনাবেবিস, স্কিমে, কোবাল্টাম, কোকা, কফি, কলিচি, কলোসি, কোনায়া, ক্রোকাস, ক্রোটেলাস, কুপ্রাম, কিউবেবা, সাইক্রে, ডিজি, ডালকী, ইল্যাক্স, ইউপে-পাফে, ইউপেটো-পারাপিউ, ফেরাম-মট, ফেরাম-অ্যাসি, ফেরাম-ফস, ফরমিবা, জেলস, গ্র্যাফা, গ্র্যাটিওলা, গুয়েকাম, হেলিবো, হেট্রোনি, হিপার, হাযসা, হাইপ্যারি, ইথের, ইরিডি, আযোডি, ইপিকা, আইরিস, জ্যাট্রো, জাগ্লা, কেলি-বাই, কেলি-ব্রোম, কেলি-কার্ক, কেলি-সায়ে, কেলি-হাইড্রো, কেলি-ফস, ক্যালমি-ল্যাট, ক্রিয়োজো, ল্যাক-ক্যানি, ল্যাক-ডিফ্রো, ল্যাক-স্ত্রান, লরোসি, লেডাম, লেপ্টে, লিলি-টিগ, লিথি-কার্ক, লোবেলি-ইনফ্রা, লাইকোপডি, লাইসিন, ম্যাগ-কার্ক, ম্যাগ-মিউ, ম্যাগ-ফস, মিলিলো, মিনিয়ান, মার্ক-কর, মার্ক-আযো-ক্লোভা, মার্ক-আযো-ফব, মার্ক-সল, মৈজেরি, মক্ক, মিউরি-অ্যাসি, স্ত্রাজা, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-মিউ, নেট্রাম-সালফ, নিকোলা, নাইটি-অ্যাসি, নাক্স-মক্ক, নাক্স-ভম, ওলিথেরিওর, ওপি, প্যালাডি, প্যারিস, পেট্রোলি, ফক্ষ, ফক্ষ-অ্যাসি, কাইসোপটিগ, ফাইটো, প্র্যাটি, প্রাথম, পডোফাই, পোরিণাম, পালস, র্যানান-বাঘ, রাস-টঙ্ক, রোবি, রুটা, স্ত্রাঙ্ক, ম্যালোনি, পিসি, সাইলি, স্পাইক্রে, স্পঞ্জ, স্ট্যানার্ম, স্ট্যাকিসে, সালফার, সিকিলি, ট্যারাকটু, টেলিউ, থিবা, থুজা, থেরিডি, ভ্যাল্যুরি, ভেরেট্র-অ্যাবা, ভেরেট্রা-ভির, ভাইবার্গা-ওপু, ভাইপেরা, ডিঙ্কাম, ডিঙ্কাম-মেট।

শিরাজ্জশুল (আধকপালে)—অ্যাকোন, অ্যারানি-ডায়েডে, আর্জেন্ট-নাই, অ্যাস', বেল, ব্রোণ, ক্যালকে-কার্ক, ক্যাপ্‌সি, কষ্ট, ককুলা, কলোসি, কোনায়া, সাইক্রে, ডিজিটে, জেল্লস, গ্লোনগেন, ইপিকা, আইরিস, কেলি-বাই, কেলি-মিউ, কেলি-ফস, ল্যাক-ক্যানি, ল্যাক-ডিক্সো, মেলিলো, মাকু'বিয়াস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নাক্স-ভমি, ওলি, ফস্‌ফ, পাল্‌স, রাস-টক্স, স্‌ক্‌স, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানাম, থেরিডি, ভেবের্ট্রাম-অ্যাসাম।

শিরোগূর্ন—অ্যাবসিহি, অ্যাকো, অ্যাক্রোনিস, ইক্সুলা ম্যাববা, ইথুজা, অ্যাগারি, অ্যালিউমেন, অ্যাশা, অ্যাক্টিম-কুড, এপিস, অ্যাপো-মফিগা, আর্জেন্ট-নাই, অ্যাপিকা, অ্যাস'-আঘোড, অরাম-মিউর, অ্যামন-ব্রোমা, অ্যালোজ. এপিগা-গ্রেভি, অ্যারেনিয়া-ডাক্স, অ্যাসক্লি, ব্যাপ্‌টি, বেল, বিস্মাগ, বোবাক্স, ব্রাই, বিউফো, বোভি, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফস, ক্যানাক্সি-ইণ্ডিকা, কার্কলিক-অ্যাসি, কার্কো-ভেজ, চিনাপো, চিনি-সাল্‌ফ, চাঘনা, সিফিসি, কোকা, ককিউ, কোনা, সাইক্রে-মেন, চিঘোনাশাস, কক্সিনেলা, কোবেলি-কব্রাম, কর্ণাস, কিউবে, সিড্রণ, কল্‌চি, কোবাল্টাম, ডিজিটে, ডাল্‌কা, ইউপে-পার্প, ফেবাম-মেটা, ফরমালিগ, ফেরাম-অ্যাসি, ফেরাম-আঘো, ফেবাম-ফস, জেল্লস, জিন্সেং, গ্লোন, জ্যাট্রো, জ্যাগ্লা, গ্র্যানোটাম, হাইড্রো-অ্যাসি, আঘোডি, কেলি-কার্ক, কেলি-ফস, কেলি-সায়া, কেলি-হাইড্রো, ক্যাল্মিগ, ল্যাকেসি, লিথিয়াম-কার্কনিকাম, লিথিয়াম-ক্লোব, ল্যাক-ক্যানি, ল্যাক-ডিক্সো, ল্যাকনান, লিলিয়া-টিগ, লোবে-ইনফ্রা, লাইকো, লাইসিন, মার্ক-ভাই, মফিনি, মন্ডাস, ম্যাগ্নে-কার্ক, ম্যাগ্নে-মিউব, মেলিলোট, মার্ক-আঘো-ফ্রোভা, মার্ক-আঘো-কুব, মিউরিও-অ্যাসি, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিউব, নেট্রাম-কার্ক, নিকোলা, নাক্স-ভমি, নাক্স-ম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ওপিগাম, অক্সালিক অ্যাসি, ওনসমো, পেট্রোলি, ফস্‌ফো, ফস্‌ফো-অ্যাসি, পিক্রিক-অ্যাসি, পডো, পাল্‌সে, প্যালেডি, ফাইসোষ্ট্রি প্র্যাটিনা, প্রাঘাম, যোবিগাম, রেডিগাম, র্যানান-ক্সি, বাস-টক্স, রোবি, আলিসাই-অ্যাসি, সেনিসিও, সিপিগ, সাইলি, স্পাইজি, ট্রিঙ্গি, টিকনি, সাল্‌ফার, স্‌ক্‌স, ষ্ট্যাফিসা, সিফিলি, ট্যাবেকা, ট্যাবেটুলা-হিপ, থেরিডি, থিগা, থুজা, ভ্যালেরি, ভেরেট্র-ভি, ভাইবার্গা-ওপু, ভাইপেবা, ওঘেথিগা, জিক্সাম-ফস, জিক্সাম-সাল্‌ফ, জিক্সাম।

-৬

- মস্তিস্কের দুর্বলতার বা রক্তাশ্রুতার জন্ত—অ্যাপিকা, ব্যারাই-মিউর, ক্যালকে-কার্ক, চিনি-সাল্‌ফ, চাঘনা, কোনা, ডিজি, কেলি-কার্ক, ফেরাম-মেটা, হাইড্রোসিথানিক-অ্যাসিড, নেট্রাম-মিউর, সাইলি।
- মস্তিস্কের রক্তসঞ্চয়ের জন্ত—অ্যাকো, অ্যাপিকা, বেল, চাঘনা, কুগ্রাম-মেটা, যোনোঘন, হাইড্রো-অ্যাসি, আঘোডি, নাক্স-ভমি, ওপি, ট্রামো, সাল্‌ফার।
- মানসিক পরিশ্রমের জন্ত—আর্জেন্ট-নাই, কেলি-ফস, নেট্রাম-কার্ক, নাক্স-ভমিকা।
- বাহ্যিক দুর্বলতার জন্ত—অ্য্যাশাগ্রে, আর্জেন্ট-নাই, ককিউ, নাক্স-ভমি, ফস্‌ফো, রাস-টক্স, থেরিডি।
- গুণগোলের জন্ত—নাক্স-ভমি, থেরিডিয়াম।

শিরোগূর্ন—ফুলের গন্ধে—নাক্স-ভমিকা, ফস্‌ফোরাস, গ্রাফাইটিস।

শিরোর্যুর্গন—

বৃদ্ধ বয়সে—আ্যাথ্রাগ্রে, আস'-আযোড, ব্যাবাই-মিউব, বেনিস, কোনাবা, ভিজিটি, আযোডি, ওপিযাম, ফস্কা, বাস-টক্স, সালফার।

মুক্ত হাওয়ায়—আগিকা, ক্যালকে-আসে, ক্যাছারি, সাইক্সে, নাক্স-ভমিকা।

• চোখেবু গণ্ডগোল-হেতু—কোনাযাম, জেলস, পাইলোকা।

শিরোর্যুর্গন—স্বর্ঘ্যেব কিবণে ফুলের গন্ধ—আ্যাগাবিকাস, গ্র্যাফ।

• কুমিব জঙ্গ—সিনা, স্পাইজি।

শিরা-প্রদাহ—আগিকা, কোনায, হিপাব, চায়ন, আ্যাকো, এপিস, আস', ক্যা'মা, ছামামে, মার্কারি, পালসে, বাস-টক্স, লাইকো, নাক্স-ভমি, সাইলি, স্পাইজি, সালফ, ভেরেট্রাম, জিকাম।

শিরা-দৌর্বল্য ও কম্পন—এপিস, ব্রাই, বেল, ক্যালকে-ফ্রাবি, কষ্টিকাম, সিমিসি, কল্টি
• আযোডি, কেলি-কার্ক, গুয়েক', লেডাম, লাইকো, মার্কারি পালসে, বাস-টক্স, সিপিযা, কেলি-আযোড, সাইলি, ফাইটা, কটা, সালফাব, ফ্রাবিক-আ্যাসিড।

তরুণ প্রদাহে—এপিস, ব্রাই।

• পুরাতন প্রদাহে—ক্যালকে-ফ্রাব।

শিশুর অর্জনী—আ্যালিউমিনা, ক্যালকে ফ্রাব, ক্যালকে-ফস, গ্র্যাফাই, লাইকো, মার্কারি,

• নেট্রাম, পিকবিক-আ্যাসিড, ফস্কা-আ্যাসিড, পালস, ট্যাফিসে, সিপিযা, সাইলি, সালফার।

নিয় পথ্যায়—গ্র্যাফা, বাস-টক্স, ফস্ফো, ট্যাফে।

বামনিকেব চোখেব পাতায়—চাইপাবিকাম।

ডাণ্ডিকব উপরে—আ্যামন-কার্ক।

অর্জনের প্রতিষেধক ঔষধ—গ্র্যাফাই, ট্যাফেসি, সাইলি, পালস।

শিশুর অনিদ্রা—আ্যাবসিহি, আ্যাকো আস', বেল, ক্যাঙ্কে-ব্রোমেটা, জ্যালেপা, কফিযা, ক্যামো,

• সিনা, সাইপ্রিপিডিয়াম, হাযোসি, কেলি-ব্রোম, নাক্স-ভমি, প্যাসিফ্রোবা, ফস্কা, পালসে,

• সালফাব, লাইকো, আ্যাথ্রাগ্রে।

• অস্ত্রবৃদ্ধি বা চ্যুতি—আগিকা, অরাম, ক্যাঙ্কে-কার্ক, সিনা, নাক্স-ভম, লাইকো, ককিউ, প্রা'মাম,

• ওপিযাম, সলফার, থুজা।

নাভি প্রদেশের—অবাম, ক্যাঙ্কে-কার্ক।

মস্তকে রক্তাকর্ষ—আগিকা, ক্যাঙ্কে-ফ্রাবিকা, ক্যাঙ্কে-কার্ক, চায়না, সর্কশেযে সাইলিসিয়া।

একজর—আ্যনাকা, আগিকা, আস', ব্যাপ্টে, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফর, ফেরাম-কস, জেলসি,

• ইপিকাক, ক্যালমি, মার্ক-সালফ, নাক্স-ভম, পালসে, বাস-টক্স, সালফার।

একশিবা—আ্যাকো, আগিকা, আ্যাকি-টা, বেল, ব্রাই, ব্রোমি, ক্যামোমি, চিনি-সালফ,

চায়না, ক্যাঙ্কে-কার্ক, ক্যাঙ্কে-ফ্রা ক্রিমেটি, কোনা, জেলস, ছামামে, কেলি-সালফ, মার্কারি,

• ফাইটা, পালসে, নাইটি-আ্যাসিড, রডো, বাস-টক্স, স্প্রিয়া, ডিউক্রিয়াম, ভেরেট্রাম-ডি,

গ্র্যাফাই, আ্যটো, ব্যাসিলি, হাড্রোকোট।

শিশুর মস্তকে রক্তাক্ত—

কর্ণ-প্রদাহ—অ্যাকো, এপিস, অ্যাস'-আযোড, অ্যাক্টিম-ক্রুড, আর্গিকা, বেল, বোরাক্স, ব্রাচিমোটাস, ক্যালকে-পিক্রি, ক্যামো, ফেরাম-ফস, হিপার, কেলি-বাই, কেলি-মিউর, মার্ক-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, সোরা, পাল্‌সে, রাস-টঙ্ক, টেলিউরি, ভার্‌কাস্টাম।

কর্ণদ্রাব—ইথিয়পস, অ্যাস'-আযোড, অ্যাসাফি, অরাম, বোরাক্স, ক্যাঙ্কে-কার্ক, ক্যাঙ্কে-সাল্ফ, ক্যাম্পি, কার্বো-ভেজ, ইল্যাপ্স, গ্রাফাই, হিপার, হাইড্রাস, কেলি-বাই, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, লাইকো, মার্কারি, সোরি, পাল্‌সে, স্নাইই, টেরিবিট, টেলিউরি, টিউবার, সাল্‌কার।

গাত্রচর্ম উঠা—ক্যামো, ক্যাঙ্কে-কার্ক, কার্বো-ভেজ, কষ্টিকাম, গ্রাফাই, হিপার, ইথেরিয়া, মার্ক-সল, পাল্‌স, পেট্রো, সিপিথা, সাল্‌ফার।

শিশুর শরীরে হাইড্রাক্সিস H এক ভাগ, গ্লিসিরিন ৯ ভাগ একত্র করিয়া মাথাইলে অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

গা বমি বমি—অ্যাক্টি-ক্রুড, অ্যাক্টি-টাট, অ্যানাকা, আর্জেন্ট-না, মফিয়া, অ্যাস', বিসমার্থ, ব্রাই, ক্যাডমি-সাল্ফ, ককিউলাস, সাইকিউ, ক্যাঙ্কে-ফ্লোর, কার্বোনিক-অ্যাসি, কল্‌চি, চাথনা, ক্যাস্কেরি, ক্যামোমি, চেলি, চিবোনহাস, কিউপ্রাম, ডিজি, ফ্যাগোপা, ফেরাম-মেট ইডিওমা, ইপিকার্ক, আইরিস, ক্রিয়োজোট, ল্যাক্টি-অ্যাসিড, লোবেলি-ইনফ্রে, মার্কবি, মফিনি, নেট্রাম-কার্ক, নাক্স-ভমি, অক্সিথা, পডো, পাল্‌স, স্নাইই, গারকো-ল্যাক্টিক-অ্যাসিড, ট্রিকনি, সিম্‌ফরি, ট্যাবেকাম, থিরিডি, ভেরেট্রাম-অ্যাস, রিউম, রাস-টঙ্ক, সিকের্ণি, জিঙ্কাম-ফস, ককিউলাস।

ঘুণ্ডী—অ্যাকো, অ্যাসেটিক-অ্যাসি, অ্যামন-কষ্টি, অ্যাক্টি-টাট, অ্যাক্টি-হাস', অ্যাস'-আযোড, বেল, ব্রোমিয়া, ক্যালকে-ফ্লোর, ইউফর্কি, ফেরাম-ফস, হিপার, আযোডি, কেলি-বাই, কেলি-ফ্লোর, কেলি-ব্রোম, কেলি-মিউর, কেলি-নাই, কেগুলিন, ল্যাক্‌কো, লোবেলিয়া, লাইকো, অক্সালিক-অ্যাসি, মার্ক-সাথানে, মার্কবি, মার্ক-আযড-ফ্রে, স্নাজা, ফস্‌ফা, বোধপস, স্নাইকাস, স্নাইই, স্পঞ্জিয়া, ভেরেট্র-ভির।

ডিম্বথিরিগা—আইলেহাস, এপিস, অ্যাস', অ্যাস'-আযোড, অরাম, ব্যাপ্টে, বেল, ব্রোমিয়াম, ক্যাঙ্কে-ক্লোবেটাম, ক্যাহারিস, কার্বলি-অ্যাসি, ক্রোটন, ডিপথিরি, একিনে, গুয়েইকাম, কেলি-বাই, কেলিক্লোর, কেলি-মিউর, কেলি-পারমাখা, ল্যাক-ক্যানাই, ল্যাকেসি, ল্যাক্সাহাস, লেডাম, লোবেলিয়া-ইনফ্রাটা, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-সাথানে, মার্ক-কর, মার্ক-আযড-ফ্রে, মার্ক-আযড-ফ্রব, মিউরি-অ্যাসি, নাজা, নাইট্রি-অ্যাসি, কাইটো, রাস-টঙ্ক, স্নাইইনে, সাল্‌কার, ট্যারেণ্টুলা, ভিনকা।

ডিপথিরিয়া সাংঘাতিক—আইলেহাস, এপিস, অ্যাস', কার্ক-অ্যাসি, চিনি-অ্যাস', ক্রোটেলাস, ডিপথি, একিনে, কেলি-ফস, ল্যাক-ক্যানাই, ল্যাকেসি, মার্ক-সাথানে, মিউরি-অ্যাসিড, কেলি-সাথান।

তড়কা—তড়কা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শিশুর ডিপার্থরিয়া -

দস্তাণম—অ্যাকো, ঐথুজা, অ্যাপ্টিম-ক্রুড, এপিস, আস', বেল, বোবাক্স, ব্রাই, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফস, কষ্টিকাম, ক্যামো, সাইকি, সিনা, কফিয়া, কলোসিস, কুপ্রাম, কেলি-কা, ডালকা, ফেরাম-ফস, জেলস, গ্র্যাফাই, হেলিবো, হাবোসি, ইথেসি, ইপিকাক, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লাইকো, অ্যাপ্টিসি-কার্ক, ম্যাগ্নে-মিউর, ম্যাগ্নেসি-ফস, মার্ক-সল, নাক্স-ভমি, ফসফে-অ্যাসি, ফাইটো. পডো, সোরিণাম, রিউম, রাস-টক্স, সিপিযা, সাইলি, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্রাফি, ষ্ট্রামো, সালফি-অ্যাসি, ভেরেট্রাম-ভির, জিকাম।

তডকা সহ—বেল, ক্যালকে-কার্ক, ক্যামো, কুপ্রাম, কেলি-ক্রোম, ম্যাগ্নে-ফস সোলেনাম-নাই, জিকাম-ব্রোথাই।

কাসি সহ—অ্যাকো, বেল, ফেবাম-ফস, ক্রিয়োজোট।

উদরাময় সহ—ঐথুজা, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ফস, ক্যামো, ফেবাম-ফস, ইপিকা, ক্রিয়োজো ম্যাগ্নে-কার্ক, মার্ক্যারি, ওলিযেণ্ডাব, ফসফো, পডোফা, পালসে, বিউম, সাইলি।

চোখের উদ্বেগাদিসহ—বেল, ক্যালকে-কার্ক, পালসে।

নিদ্রাহীনতা সহ—বেল, ক্যালকা, কফিয়া, সাইপ্রিপিডিয়াম, ক্রিয়ো, প্যাসিফ্রো, টেবিবি।

কুমিসহ—সিনা, মার্ক্যারি, ষ্ট্যানাম, স্ট্রাণ্ট নাইট।

দুগ্ধ গব্ধভ্রূমের সহিত—ঐথুজা, ক্যালকে-কার্ক, ম্যাগ্নে-মিউর।

দুগ্ধ বমন—ঐথুজা, ক্যালকে, অ্যাপ্টিম-ক্রুড, ক্যামো, ইপিকাক, ক্রিয়োজো, নাক্স-ভমি, নেট্রাম-কার্ক, পালসে, ভেরেট্রাম।

নাক বৃদ্ধি বাওয়া—অ্যামন-কার্ক, অ্যামন-মিউর, অ্যামাকা, অ্যাপো, আস'-আয়ড, অরাম, অরাম-মিউর, নেট্র, ক্যালকে-কার্ক, ক্যামফর, কষ্টিক, ক্যামোমি, কোনা, ব্যারাইটো, লেপা, সাইক্রে, ইল্যাপ, ইউকেলি, ফমিকা, গ্লিসাবিণ, হেলিযেছাস, হিপার, গ্র্যাফা, আযো, কেলি-বাইট, কেলি-কার্ক, কেলি-আয়ড, লেমনা-মাইনর, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক্যারি, নেট্রাম-আস', নেট্রাম-মিউর, নাইটিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, প্যারিস, পেছরাম, পালসে, রেভিথাম, স্ত্রাঙ্কা, স্ত্রাবাড়ি, স্ত্রাঙ্কই, সিপিযা, সাইলি, স্পজিয়া, টিকটা, সালফার।

কুক দিবা রক্তপাত—অ্যাব্রো, অ্যাকো, অ্যাম্মাগ্রে, অ্যামন-কার্ক, আণিকা, আস', বেল, ব্রাই, ক্যাকটা, ক্যালকে-কার্ক, কার্কো-ভেজি, চায়না, ক্রোকাস, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ, ফেরাম-অ্যাসে, ফেরাম-ফস, ফেরাম-পিজি, ইরিজিরাণ, ইপিকা, কেলি-কার্ক, কেলি-ক্রোরে, ল্যাকে, মেলিলো, মার্ক্যারি, মিলিফো, মিউরি-অ্যাসি, নেট্রাম-নাইটি, নেট্রাম-সিলি, নাইটি-ক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, ফসফো, পালসে, সিকেলি, সিপিযা, সালফ, টিলিযা, ভাইপেরু, টেবিবি, জিকাম।

অ্যাকো, আণিকা, এপিস, আসেনিক, বেল, ক্যাছারি, ক্রোটেলাস, গ্র্যাফাই, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক্যারি, পালসে. বাস্‌রেডিকাক্স, রাস-টক্স, সাইলি, ষ্ট্রামো, ক্রটা, আটিকা-ইউরে, টেবিবি, সালফার।

দুগ্ধ প্রবাহ ও ক্ষীণতা—অ্যাকো, আণিকা, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-ক্রোরি, ক্যামো, ফসফো, কেলি-মিউর, হিপার, ফেরাম-ফস, ফসফো, সাইলি, সিমিসি।

শিশুর চক্ষু উঠা বা চক্ষুপ্রদাহ—অ্যাকো, আর্জেন্ট-নাই, বেল, ক্যালকে-সালফ, ক্যানাবিস-
স্ট্রাটাই, ক্যামো, ইউক্লেসি, হিপার, কেলি-সালফ, মার্ক-কব, মার্কারি, মার্ক'প্রোটো-অ্যায়োড,
নাইট্রিক-অ্যাসি, পালসে, রাস-টক্স, থুজা, সালফার।

ত্বাবা—অ্যাকো, আস', ক্যালকে-কার্ক, ক্যালকে-অ্যায়োড, ক্যালকে-আস', ক্যামো,
কাডু'য়াম-মেবি, চাযনা, চেলিডো, ক্রোটন, ক্রোটলাস, ডলিকস, ডিজিটে, হিপার, ইপিকাক,
লেপ্টেণ্ড্রা, মার্কাবি, নাট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভর্মি, পালসে, পডো, ফস্ফো সালফার।

পামা বা একজিয়া (মুখে) —অ্যানাকা, অ্যাটি-ক্লুড, ব্যাসিলি, ক্যালকে-কার্ক, কার্কলিক-
অ্যাসি, সাইকিউটা, কলোসিস্থ, কর্ণাস, ক্রোটন-টি, হাইপা, কেলি-আস', লেডাম, ওলিবেণ্ডার,
সোবিণাম, রাস-টক্স, বাস-ভিনটা, সিপিথা, ষ্ট্যাফেসা, নাইট্রিক-অ্যাসি, সালফ,
সালফ-অ্যায়োড, ভিস্কাম।

পক্ষাঘাত—অ্যাকো, বেল, ব্রাই, কষ্টিকাম, জেলস, ক্যালকে-কার্ক, গ্রাহাম, সিকেলি,
সালফার, ল্যাকেসিস।

পৈচ্য পাওয়া বা বাতাস লাগা অ্যাকো, আণিকা, বেল, সাইকিউ, চাযনা, হাইপাবি,
হাইড্রোসি-অ্যাসিড, ল্যাকেসিস, নাক্স-ভর্মিকা, পার্সফ্লোয়া, ষ্টিক্‌নিয়া।

অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব—ঐথুজা, আর্জেন্ট-নাই, বেল, ক্যামো, সিনা, ক্যালকে-কার্ক,
কষ্টিকাম, ইকুইজ, ফেবাম, ক্রিয়োজো, ল্যাক-ক্যানা, মার্ক-সল, পেট্রোলি, ফস্ফো-অ্যাসিড,
কোয়াসিয়া, সিনিসিও, সিপিথা, সাইলি, সালফাব, থুজা, ভাক্সাম, জিকাম, নেট্রাম-ফস।



ভেষজের সূচী

অক্সিট্রিস-লাসার	১
অক্সিডেণ্ড ৭-আরবো	১
অক্টাইটিনাম	২
অনস্‌মোডিয়াম	২
অর্গিথোগেলাম-আমবে	৩
অরাম	*৩, ২১, ১০৫, ১৭২, ১২৫, ৪২২, ৫০৪, ৫২৩, ২৩৭, ২২৪, ১০১৪, ১০১৬, ১০৩৭, ১০৫৬
অরাম-আইয়ো	২
অরাম-আস	১০
“ ব্রোমাইড	১০
“ মিউর	*১০, ১৪১৫, ১০৭৪
“ মিউর-কেলি	১১
“ মিউর-নেট্রোনেটাম	*১১, ১০০২
“ সাল্‌ফ	১২
অরানসিয়াম	১২
অক্সিলেগো-মেডিস	*১২, ২৭৬, ১১২৩
অক্সিয়া-ভাল্কিনিক	১৪
অলমিয়াম	১৪
অসুনিফ-বাস্‌বটী	১৫
আইব্রিডিয়াম	১৬
“ ক্লোর	১৬
আইব্রিস-আর্থেনিকা	১৬
আইব্রিস্টেনাক্স বা	১৬
(আইব্রিস-মাইনর)	
আইব্রিসফিট	১৭
“ ফ্লোরেন	১৭
“ ভাসিকলার	*১৭, ১০৬২
আইবেরিস	২০
আইসোটনিক-প্রাসমা	২১
আরুটাস-অ্যাণ্ড্রাসিন	২১
আক্সিকা	২১

আক্সিট্রাম-গ্যাপ্পা	*২১, ৩৭, ৫৬৫, ২২২
আর্গটিন	২২
আক্সিমোন-মেক্সি	২৩
আক্সিটাম-অক্সাই	২৩
“ আয়োড	২৩
“ নাইট্রিকাম	*২৩, ৫, ৬২, ৮৪, ১০০, ৩৬৪, ৪৪২, ৪৭৫, ৫৪৪, ৭২২, ২৩৭, ২২৪, ১০১৪, ১০৬২
“ ফস	২৩
“ মেটালিকাম	২২
“ সায়েনেটাম	৩১
আর্টিক-ইউব্রেক্স	*৩১, ৭৩৩
আর্টিমিসিয়া-ভাল্‌গা	৩৩
আণিকা-মণ্টেনা	*৩৪, ৬৮, ৮৭, ২০৪, ২০৮, ২৪১, ৩১৮, ৩১২, ৩৬২, ৪৫৪, ৪২৮, ৭২৪, ৭৬৫, ৮০৫, ২০৪, ২২২, ২২২, ১০২৮, ১০৪৮, ১০৮৮, ১০২১, ১১০২
আক্সোরেনিয়া-রাষ্টিকা বা কচ্‌লিয়ারিয়া	৪০
আলনাস	৬০
আসেনিয়েটা-অক্সিকনিয়া	৪২
আসেনিকাম-আলবাম	*৪২, ৫, ৬৮, ৫৮, ৭৫, ২৭, ১২০, ১২৭, ১৮৫, ২০৩, ২১৪, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৮, ২৮৬, ২২৬, ৩০০, ৩০৩, ৩২৬, ৩৩৪, ৩৫৬, ৩৮২, ৩৮৪, ৪৩৬, ৪৫৪, ৫৬৫, ৫৩৮, ৬৪৫, ৬৬২, ৭২৪, ৭৩০, ৭৩১, ৭২২, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৬৭, ৮৬৮, ২০২, ২৪১, ২২৮, ২২৭, ১০০৪, ১০০৭, ১০১১, ১০৭৭, ১০৭৬, ১১১২
আসেনিকাম-আয়োডে	*৫২, ৩৩০
“ ব্রোমেটাম	৫৭

* হেণ্ডব্যাণ্ডলি 'নাম ঔষধের' প্রথম পৃষ্ঠা; অপরপর্ব পৃষ্ঠার নম্বর ঔষধের-তুলনামূলক অধ্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আসেনিকাম মেটালিকাম	৫৭
„ সালকিউ-রেটাম-ফ্লেবাম ও'	
কুড্রাম	৫৮
„ হাইড্রোজেনিসেটাম	৫৯
আসেন্জাল	৫৯
আলনাস-কুড্রা	৬০
আয়োডিয়াম *৬০, ১৩১, ২৮৯, ৪৩৩, ৪৮৬, ৬৯৮, ৯৭৮, ৯৯১, ৯৯৭, ১০১৬	
আয়োডোফর্মাম	৬৫
আয়োডোরেটেড পটাস-আয়োড	৬৫
অ্যাইল্যান্থাস-গ্রাণ্ডিউ	৬৫
অ্যাকটিয়া-রেসিমোসা	
বা সিমিসিফিউগা *৬৬, ৮৭, ১০৮, ১৭৩, ২৫৮, ৩১৫, ৩৬২, ৭৩২, ৭৪৭, ১০২১	
অ্যাকটিয়া-স্পাইকেটা *৭১, ৬৬২	
অ্যাকাইলাইফা-ইণ্ডিকা *৭২, ১৬৬, ২৭১, ৩১৭, ৪১৩, ৫৭৬, ৭৬৫	
অ্যাকুইলিজিয়া-ভাল্গা	৭৪
অ্যাকোয়া-মেরিনা	৭৪
„ সিলিকেটা	৭৪
অ্যাকোনাইট-ক্যামেরাম	৭৫
„ স্ত্রাপলাস *৭৫, ৪৩, ৪৪, ৭৩, ৮৩, ১৩৭, ১৫৮, ২৪৩, ২৪৮, ২৭২, ৩০১, ৩৬৮, ৪১৩, ৪৪২, ৪৫৪, ৬১৭, ৬৩৯, ৬৮৬, ৬৮৯, ৭৬৫, ৭৮৪, ৮৫৮, ৯০২, ৯২৫, ১০০৪, ১০৫৫, ১১১৭	
„ ফেরকস	৮২
„ রেডিকস	৮২
অ্যাকোনাইটাম-লাইকো	৮২
অ্যাকোনাইটিন	৮২
অ্যাগনাস-ক্যাকটাস	৮৩
অ্যাগারিকাস-অ্যামোনিটা	৮৫
„ এমিটিকাস	৮৬
„ ফ্যালগডিস	৮৬

অ্যাগারিকাস-মস্কেরিয়াস *৮৬, ২৫৮, ৩১৭, ৪৪২, ৯৪৮, ১০৭৪, ১১০৮	
অ্যাগেভ-অ্যামেরিকানা	৮৯
অ্যাগ্রাকিস-নিউটনাস	৯০
অ্যাগ্রোষ্টিমা-গিথাগো	৯০
অ্যাক্টু বা-ভেরা *৯০, ৭, ১৭৯, ২০৩	
„ স্পুরা	৯২
অ্যাক্সোফোরা	৯২
অ্যাজাডিরেক্টা-ইণ্ডিকা	৯২
অ্যাক্টোপিনাম	৯৩
অ্যাডোনিস-ভার্গা *৯৩, ৬৪৬	
অ্যাড্রিগ্যালিন	৯৫
অ্যাথাম্যান্টা-ওরিও	৯৫
অ্যাথিমিস লোবি	*৯৬, ১৫৯
অ্যানথ্রা-কোকিল	৯৭
অ্যানথ্রাক্সিনাম *৯৭, ১১০, ২৪৬, ৯৪২	
অ্যানসিসট্রোডন	৯৯
অ্যানথ্যালোনিয়াম *৯৯, ১০৮, ১০৯০	
অ্যানাকার্ডিয়াম-অকসি *১০০, ৭২১, ১০৮১	
„ ওরিয়েণ্টাল *১০০, ৪৬ ৩৬৮, ৫৬৬, ৬৬০, ৬৬৬, ৭৩৯, ৯২৫, ৯৬৮, ১০১৩, ১০১৫, ১০৪৬	
অ্যানাগ্যালিস-আর্ভে	১০৪
অ্যানানথেরাম	*১০৫, ৯৯
অ্যানিলিনাম	১০৬
অ্যানিসাম-ষ্টেলেটাম	১০৭
অ্যাক্টিপাইরিনাম	১০৭
অ্যাক্টিফেব্রিনাম	১০৯
অ্যাক্টিমোনিয়াম-আসে	১০৯
„ আয়োড	১১৬
„ কুড্রাম *১১০, ২৮৫, ৪৫৪, ৬৬০, ৭৮২, ১৫১৮, ১০৬৮, ১১০৮	
„ ক্লোরাইড	১১৬

অ্যাক্টিমোনিয়াম টাটারিকাম	*১১৬, ১৮,
৪৫, ২৬৮-৬৯, ২৭১, ২৮৫, ৩০০, ৩৭১,	
৩৮৬, ৫১৮, ৬১১, ৬৬০, ৭৬৩, ৮৫১,	
৯৫১, ৯৯৮, ১০৩৩, ১১১৭	
মিউরিয়াটিকাম	১১৬
সালফিউরোটাম	১২৩
অ্যাক্টিহিনাম-লিনারিয়াম	১২৩
অ্যাপিয়ল	১২৩
অ্যাপিয়াম-গ্র্যাভি	১২৪
ভিরাস	১২৫
অ্যাপোমফিয়া	১২৫
অ্যাপোমাইনাম-অ্যাজো	১২৫
ক্যানাবিনাম	*১২৬, ৪৬, ১৮১, ২২৬,
১১১২	
অ্যাবসিডিয়াম	*১২৯, ৩৩, ১০৮
অ্যাক্সোটেনাম	*১৩১, ৬২, ৯৯, ১০১৬
অ্যাক্সিয়ারী	১৩২
অসভেনা-অ্যাক্সাইড	১৩৩
অ্যামপিলোপিস-কুইন	১৩৪
অ্যামফিসবিনা	১৩৪
অ্যামব্রোসিয়া	১৩৪
অ্যামিগডেলা-অ্যামেরা	১৩৬
অ্যামিগডেলাস-পাসিকা	*১৩৫, ৪১৫
অ্যামিলনাইটি	*১৩৬, ১৩০, ৬৭০
অ্যাক্সুনিয়াম-অ্যাসে	১৩৯
কষ্টিকাম	১৩৯
কার্বনিকাম	*১৪০, ৫৮, ১৩৭, ৩৬১,
৬৪০, ১১১৮	
পিক্রিকাম	১৪৫
ফসফোরি	*১৪৫, ১৪৬
বেনজোয়িক	১৪৬
ব্রোমেটাম	১৪৬
মিউরিয়েটিকাম	*১৪৭, ৩৬, ২৮২,
৩৬৫, ৩৭২	
গামাই	১৫১

অ্যাক্সাইডিয়া	৪৫২
অ্যাক্সায়ালাস-লাক্সারটি	২৮
এরেনিয়া-ডায়োডেমা	*৩০৬, ১০০২, ১০৭৫
অ্যাক্সানিয়া-সাইনেনসিয়া	৩০৭
অ্যাক্সানিয়েসাম-টেল	৩০৭
অ্যাক্সালিয়া-রেসিমোসা	৩০৭
হিসপডা	৩০৮
অ্যাক্সাইলোকিয়া-গ্যাণ্ডি	১৫৫
সার্পেন্টারিয়া	১৫৫
আলনাস-কুত্রা	১৫৫
অ্যাক্সাইনিয়া-কনষ্ট্রিক্টা	১৫৬
কোলাবিস	১৫৬
অ্যালিট্রিস ফ্যাবিনোসা	১৫৭
অ্যালিয়াম-সেপা	*১৫৮, ৫৫, ৭৩১
অ্যাক্সাইড	১৬০
অ্যালিউমিনা	*১৬০, ১৭৪, ২২৩, ৭৩৯,
৮০৩, ১০১৫, ১০৮৬	
অ্যালুমেন	*১৫৫, ৭৪০
অ্যালো-সকোটিনা	*১৬৭, ২৫, ১৬৬, ২২১,
৬৬৮	
অ্যাসক্লিপিয়াস-টিউবারো	১৭১
সিরিয়েকা	১৭৩
অ্যাসটেরিয়াস-বিউবেল	১৭৩
অ্যাসটেকাস-ফুডি বা	
ক্যান্সার-অ্যাসটেকাস	১০৫
অ্যাসপেরগাস-অকি	*১৬৬, ৬৪৫
অ্যাসট্রোগেলাস মেনজি	১৭৭
মোল্লিসিাস	১৭৭
অ্যাসপিডোস্পোরমা	১৭৭
অ্যাসামিউডা	*১৭৮, ৭, ৮৫, ২১/১২১,
২৫৮, ৩২৫, ৫০৪, ৯৮০, ১০১৪	
অ্যাসুরাম-ইউরোপিয়াম	*৩০৮, ১৭৪
অ্যাসিড-অক্সালিক	১৮০
অ্যাসেটিকাম	*১৮১, ২৬, ৪৬, ১২৮
২২৬, ৬৭০, ৭০৪	

ম্যাসিড ইউরিকাম	১৮৩
" কার্বলিক	১৮৩
" ক্যাম্ফরিক	১৮৬
" ক্রমিক	১৮৬
" ক্রাইসোফ্যানিক	১৮৭
" গ্যালিক	১৮৮
" টার্টারিক	১৮৮
" ট্যানিক	১৮৯
" নাইট্রিক *১৮৯, ২৯, ৮৮, ১৫২, ২১০ ২৭৩, ৩৭১, ৪৭৫, ৪৭২, ৫০০, ৫০৭, ৬৬, ৬৬১, ৮০২, ১০১৪, ১০১৬, ১০৪৮	
" নাইট্রো-মিউরিঘেটিক	১৯৭
" পিক্রিকাম *১২০, ২০০, ৭৪০, ১১০৫	
" ফরমিক	১৯৮
" ফসফোরিক *১২২, ২৬, ৮৪, ২১৩ ৩১২, ৫৭৬, ৫৭২, ৬৬৪, ৭০৪, ৭২২ ৯৭৮, ১০৯১, ১১০৮, ১১১০-১১	
" স্কয়ারিক *২০৫, ৭, ২০৩, ৬৪৫, ৯৭২	
" বিউটিরিক	২০৮
" বেনজোয়িকাম *২০৭, ৫৫১	
" বেনজোয়েট-অভলিথিয়া *২১১, ২৬	
" বোরিক	২১১
" মিউরিঘেটিক *২১২, ৪৮, ১১৮ ১৭০, ১৮৫, ২০২, ২৮৯, ২৯১, ৩৮২, ৪২২	
" ল্যাকটিক *২১৫, ২৬	
" সাকসিনিক	২১৬
" সারকেলেটিক	২১৬
" সালফিউরিক *২১৭, ১৫৫, ২৬১, ৩১৮, ১১০৮	
" সালফিউরোসাম *২২৭, ২৫২	
" স্যালিসাইলিক	২২০
" হাইড্রোসামিক	২২১

অ্যাসিড হাইড্রোসিয়ানিক *২২২, ৩৪, ১৫৩, ২১৮, ৩৮৩, ১১১১	
ইউকেলিপটল	২২৫
ইউকেলিপটাস-গ্লোবিউলাস *২২৫, ৬৬০, ১০২৭	
" রোটেট	২২৮
" টেরিটেকোরিস	২২৮
ইউকা-ফিল্যামেটোসা *২২৮, ৭০, ৭১৩	
ইউজিনিয়া-চিকেন	২২৯
" জ্যান্থাস	২৩০
ইউনিয়াস অ্যাক্টোপার	২৩১
" ইউরোপিয়া	২৩২
ইউনিমিনাম	২৩২
ইউপাস-টিউট	২৩২
ইউপিয়োনাম	২৩৪
ইউপেটোরিয়াম অ্যারোমে	২৩৬
" পারপিউ *২৩৬, ২৫৫, ৪৬৫, ৬২২, ৭২৪	
" পার-ফো *২৩৯, ৩৮, ৫৭০	
ইপোমিয়া	২৪২
ইউকরবিয়া-অ্যামিগড্যালি	২৪২
" ইপিকাকুয়ানহা	২৪৩
" করোলোটা	২৬৩
" পলিকার্পা	২৬৪
" পিলুলিফেরা	২৪৪
" পেপলাস	২৪৪
" ল্যাথাইনিস	২৪৫
" সাইপারিসিয়াস	২৪৫
" হাইপারিসি-ফোলিয়া	২৪৫
" হিটানোভক্সা	২৪৫
ইউকরবিয়াম-অফিসি	*২৪৬, ২৯৮
বা	
য়েসিনিফোরা	২৮
ইউক্রেসিয়া-অফি	*২৪৭, ১৫, ২৫, ৫১, ১৫৮, ১৮৭
ইউভাউসাই	*২৫০, ৪৪৭

ইউরিনাম	২৫০
ইউরিয়া	২৫১
ইউরেনিয়াম-নাইটি	*২৫১, ১৮২, ৪৩৫
ইউরেনোট্রোপিন	২৫২
ইকটডিস-ফিউড	২৫২
ইকথাইওটস্কিন	২৫৩
ইকথাইওল্যাম	২৫৩
ইকুসিটাম-হাইমেল	*২৫৩, ৪০০, ৪৪৫
ইক্সগক্সা বা টি ব্লাস-টেরিটস	২৫৫
ইগ্নেসিয়া অ্যামেরা	*২৫৫, ৩৩, ৪৭, ২০০, ২১৮, ২৪১, ৩১৬, ৬৭০, ৭০২, ২৭২, ৭২২, ২২৪, ২৩৮, ২৫৪, ১০২০, ১০৩৬, ১০৭৪, ১০৭৫, ১১২০
ইচিনেসিয়া	২৬২
ইচিপিক্সি	২৬৩
ইটু	২৬৩
ইফু	২৬৩
ইগু	২৬৩
ইগুগো	*২৬৪, ৮০, ৩৩২, ৬৫০, ১০১২
ইগুয়াম	২৬৫
ইনগভিন	২৬৭
ইনগুয়েজিনাম	২৬৭
ইনগুলিন	২৬৭
ইগুয়ি ক্রোকেটা	২৬৭
ইপিগুয়ানহা	*২৬৮, ১৮, ৪৫, ৭৩, ১১৮, ১২০, ১৬৭, ২৭৬, ২৮৫, ৩৮৪, ৪১৩, ৫৭৫, ৭৩১, ৭৫৭, ৭৬৩, ৭৮৮, ২২৭
ইপোমিয়া	৪৪৭
ইপিজিয়া-রিপেন্স	২৭৪
ইম্পেরা-টোরিয়া	২৮৪
ইক্সানথিস-হিমনালিস	২৭৪
ইনিওভিকটয়ন-ক্যালি বা ইয়াক্সাশ্চা	২৭৪
ইরিজিগু-কানা	*২৭৫, ১৩৭, ৫৭৫, ৮৫৮, ১০২৩

ইরিজিয়া-অ্যাকোয়া	২৭৭
ইরিজিয়া	২৭৮
ইরেক্থাইটিস	২৭৮
ইরোডিয়াম	*২৭৮, ৬০৩
ইলাপস কোবালিনাম	*২৭৮, ৩০২, ৩১৮, ৩৬৮, ৫৪২, ১০৪৬
ইলাটেরিয়াম	*২৮০, ২৫, ৫৬৩
ইলিস	২৮১
ইলিমুইগটেরিয়া	২৮২
ইলিসিয়াম	*২৮২, ৪২৪
ইলিসিয়াস	২৮২
ইলেকট্রন	২৮২
ইলেকট্রিসিটাস	২৮২
ইলেকস ইকুই কোলিয়াম	২৮৩
ইলেক্সিন	২৮৩
ইগল ফলিয়া	৪৭
ইগাইলাম-নাইটি কাম	২৮৩
ইগারাম	২৮৩
ইগিয়পস অ্যাক্টিমনি	২৮৩
ইগারিকিউরি	২৮৪
ইগুজা-সিনাপিয়াম	*২৮৪, ১২, ১১২, ২১৮, ৩১৫
ইগনাসি ক্রোকেটা	২৮৭
ইগনো-থেরা-বায়েনিস	২৮৭
ইগাস কেমিলি	২৮৮
ইগুকিউলাস-গ্যাবরা	২৮৮
ইগো ক্যাপ্টেনাম	*২২০, ৬৬৭
ইগু-রে	২২২
ইপিজিয়া-রিপেন্স	২২৩
ইপিগুয়াম-ভার্জিনিয়ানা	২২৩
ইপিলোবিয়াম-পেলোটার	২২৪
ইপিস মেলিফিকা	*২২৪, ৩৫, ৪৩, ৪৬, ৫০, ১২৭, ১২৮, ১৪২, ১৮২, ২১৩, ৩৩৪, ৪০৮, ৫১০, ৫৭১, ৭৪৭, ৮০৭, ৯৪০, ৯৯৫, ১০০২, ১০৩২, ১১০২-১০, ১১২০

এক্সড্রা-ভালগারিস	৩০৪
এবিয়েজ-ক্যানাডেনসিস	৩০৪
নাইপ্রা	*৩০৪, ১০৩
এরাণ্ডা-মরিট্যানিকা	৩০৫
এ্যারাম-ইটালিকাম	৩১০
টাইকাইলিকাম	*৩১০, ৩০, ৫৫,
৮০৮, ১০১৮	
এরাম-ড্রেকটিয়াম	৩১১
ড্রেকান ক্লাস	৩১১
ম্যাকুলেটাম	৩১২
এরিথ্রিনাস	৩১২
এসিমিনা-টাইলোবা	৩১২
ওক্সোনাম	৩১৩
ওনিফাস অ্যাসেলাস	৩১৩
ওনোসিস	৩১৩
ওপাটিয়া	৩১৩
ওপিয়াম	*৩১৪, ১০৮, ১১৮, ১৪২, ২০৪, ৩১৬,
৫২৮, ৬৬৪, ৭৩২, ৭৪৭, ৭৬৫, ২৪৩,	
২৫৩, ১০০০, ১০০২, ১০২৪, ১১১০	
ওভা-টোসটা	৩২২
ওভাই-গ্যালিনি	৩২২
ওরিও-ড্যাফনি	৩২৪
ওলট-কম্বল (অ্যাব্রোসা আগষ্টা)	৭৩২
ওলিয়াম-অ্যানিমেল	৩২৪
জেকেরিস অ্যাসেস	৩২৭
রিসিনি বা ক্যাষ্টর অয়েল	৩৩২
স্ট্রাটেলাম বা স্ট্রাণ্ডে উড অয়েল	৩৩২
ওলিয়েগাম	*৩৩৩, ১৬৮, ৫৬১, ২০৩,
ওরিগেনাম	*৩৩৫, ৮৭০, ২৪৫, ২৬২
ওসিধাম-কেমাম	৩৩৬
ওম্মেথিয়া	৩৩৭
কক্সিনেলা-সেপ্টে	৩৩৮
কক্কাস-ক্যাকটাই	*৩৩৯, ৬৫০
ককিউলাস-ইণ্ডিকা	*৩৪০, ২১২, ২৫৮, ২৬০,
২৬২, ৬২৭, ৬৭১, ৭৩২, ৮৬৪	

কচলিয়ারিয়া	৪৪৭
কটোবার্ক	৩৪৪
কন্টিও-লিনাম	৩৪৪
কথুরেশো	*৩৪৪, ৬৬০
কন্ডল-ভুলাস-আর্ভে	৩৪৫
কন্ডেলেরিয়া-মেজ্যালিস	*৩৪৫, ২৪৯
কফিয়া ক্রুডা	*৩৪৬, ৩১৮, ৭২২
কফিয়া-টোষ্টা	*৩৪২, ১০৩, ৪৫৪
কমলা	৩৫০
কমোলেডিয়া-ডেস্টেটা	৩৪২
করিডেলিস	৩৫১
কর্গাস-অলটারনি	৩৫১
ফ্লোরিডা	৩৫১
সার্সিনেটা	৩৫২
কলচিকাম	*৩৫৩, ১৭৩, ৫৫৩, ১০১০,
১০৭৫, ১০৭৬	
কলচিচিনাম	৩৫৭
কলিনসোনিয়া	*৩৫৭, ৬২, ২২১, ৬৬৮,
কলোফাইলাম	*৩৫২, ৬২, ৭১, ৭২, ১০১০,
১০৭৩	
কলোষ্ট্রাম	৩৬২
কলোসিসিস-ভালগা	*৩৬২, ১০৩, ৪৪৫, ৪৫১,
৫৫৬, ৬৩৮, ৭৩১, ৭৬২	
কলোসিসিনাম	৩৬৫
কষ্টিকাম	*৩৬৫, ৭২, ২৮২, ৩২৫, ৩৪০, ৩৪৮,
৩৭২, ৩৮৫, ৫৫৬, ৬৩২, ৬৬০, ৬৭৪,	
৭৬৫, ২২১, ১০১২, ১০৪৬, ১০২২	
কোহিকা	৩৭৪
কারাকা	৩৭৪
কাডুয়াস-বেনিডিকটাস	৩৭৫
মেরিয়ানাস	*৩৭৫, ৩১৮, ৫৮৮
কার্কো-অ্যানিমেলিস	*৩৭৭, ১৪১, ৬৮৭
কার্কো-ভেজিটেবিলিস	*৩৮১, ৪৫, ৪২, ৫১,
১৫৩, ২০২, ২২৩, ২৮২, ৩১৮, ৩২৫,	
৩২৬, ৩৫৬, ৫৭৫, ৬৬২, ৭২২, ৭৬৫,	
৮৪৪, ২০২, ২২৩, ২৩২, ২৪১, ১০৪৭	

কাকোনিয়াম-অক্সিজেন	৩৮৯
“ সালফিউরেটাম	*৩২০, ১০৫২
“ হাইড্রোজেনিসেটাম	৩২৪
কালসেবড	৩২৫
কিউকার্বিটা-পেপো	৩২৮
কিউপ্রেসাস অক্সেলিস	৩২৮
“ লোসনিয়ানা	৩২৮
কিউবেবা	*৩২২, ৪৪৬
কিউফিয়া	৩২৮
কিউলেস-মাস্কা	৪০১
কিসিনজেন	৪০১
কুপ্রাম-অক্সিজেনেটাম	*৪০১, ১০১২
“ আসেনিকাম	*৪০১, ৪০৬
অ্যাসেটিকাম	৪০২
মিটালিকাম	*৪০৪, ৩৩, ৫২৮, ২৬৯,
“ ১০০৮, ১০১২, ১০২২, ১১১১	
“ সালফ	৭১০
“ সায়ানেটাম	৭১০
কুফিয়া-ভিন্সোসিসিমিয়া	৪১০
কুয়ুরী	*৪১০, ৩৬৯
কোয়ীসিয়া	৪১২
কোয়েরকাস	৪১২
কোকা	*৪১৩, ৩১৮, ৩২২
কোকাইন	*৪১৪, ১০৮
কোলেডন	৪১৫
কোডেইনাম	৪১৬
কোনায়াম-ম্যাকুলেটাম	*৪১৭, ৮৪, ২৫৪, ৩৬২,
“ ৬০৮, ৬৪৫, ৯০৩, ১০৪১, ১০৭৮	
কোনিয়াম	*৪২২, ৭০২
“ ব্রোমেটাম	৪২২
কোগেবা-অফিলিনেলিস	*৪২৩, ৪০০, ৪৩৫,
“ ৪৪৫	
কোকেইনাম	৪২৫
কোবুলটাম	*৪২৫, ৭০, ৮৪
কোব্রা বা ক্রাভা	*৪২৬, ৫, ২২২, ৩৮৩, ৫৪২

কোরালিয়াম-কুপ্রাম	*৪২২, ৩৩২, ২৫৬০
কোরালোরিজা	৪৩০
কোরিয়ারিয়া	৪৩০
কোরিড্যালিস-ফর্মোসা	৪৩০
কোলেষ্টাবিনাম	৪৩১
ক্যাওলিন	*৪৩১, ১০৫৪
ক্যাহিনকা	৪৩১
ক্যাকটাস-গ্রাণ্ডিফ্লোরাস	*৪৩২, ৪৬, ৬৩, ৯৪,
“ ৩৪০, ৩৭২, ৪৯৬, ৬৩৫	
ক্যাক্সুপুটাম	৪৩৫
ক্যাডমিয়াম-ব্রোমেটাম	৪৩৬
“ সালফ	*৪৩৬, ১৫২
ক্যানচালাপুয়া	৪৩৭
ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা	*৪৩৮, ৬০, ৬০৮, ২৫৪,
“ ৩৯৯, ৪৪৫, ১১১৮	
ক্যানাবিস-স্কাটাইভারস	*৪৪১, ১০৫,
“ ৩৯৯, ৪৪৫	
ক্যাথারিস-ভেসিকোটোরিয়া	*৪৪৩, ৫০, ১০৫,
“ ২৩১, ২৫৩, ৩৯৯, ৪৩৯, ৪৪২, ৯২১,	
ক্যাম্ফর-অফিসিনেরাম	*৪৫৬, ৭৮, ১৫৮, ২২৩,
“ ২০৪, ৩৮৩, ৭৩১, ৮৪৫, ১০০৮, ১০৭৬	
ক্যাম্ফর-মনোব্রোমেটাম	৪৬০
ক্যাফিন	৩১৮
ক্যারিয়া-পেপেয়া	৪৬১
ক্যারিয়া-অ্যালবা	৪৬১
ক্যাপসিকাম	*৪৪৮, ৫০, ২৩৭, ২৫৪, ৪০০,
“ ৪২৩, ৪৪৫-৪৬, ৮৫৮, ৯৪৮	
ক্যামোমিলা	*৪৫১, ৬৮, ৬৯, ৭৮২, ৩৪৩,
“ ৩৪৮, ৪৩২, ৪৭০, ৪৮৩, ৭২২, ৭৩২,	
“ ৭৬৩, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৭৭, ১০১৮,	
“ ১ ৬৭-৬৮, ১১০২	
ক্যালুকেরিয়া-অক্সেলিকা	৪৬২
“ আসেনিকাম	*৪৬২, ৫৪, ৩২২
“ অ্যাসেটিকা	৪৬৩
“ অ্যায়োডেটাম	*৪৬৪, ৫৪, ৪৭৪

ক্যালকেরিয়া ওভারাম বা ওভাটোষ্টা	৪৬৪
কষ্টিকা	৪৬৪
কার্কলিকা	*৪৬৪, ৩৫, ৬৮, ৮৪, ১১২, ১২১, ২০৩, ২১২, ২৮৫, ৩১৫, ৪৫৫, ৪৭৪, ৪৮৩, ৬৬০, ৬৬৭, ৭২২, ৭৩১, ৯৪৭, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৯৬, ১০০২, ১০১৫, ১০৩২, ১০৬৮ ১০৭০, ১১১৬
ক্যালকেরিয়া-ক্লোরিনেটা	৪৮০
পিক্রিকা	৪৮০
ফস্ফোরিকা	*৪৮০, ৩৬, ৫৭, ১২২, ২০৩, ৩৩২, ৪৭৪, ৬৬৭, ৬৯৮, ৯২২, ৯৭৭, ৯৮০, ৯৮১, ১০২৮, ১০৮৮
ফ্লোরিকা	*৪৮৮, ৯১, ১৭২, ২২৭
ব্রোমেটা	৪২০
মিউরিঘেটিকা	৪২১
রিনেলিস	৪২১
সালফিউরিকা	*৪২১, ১২১
সালফ্টিবিঘেটা	৪২৩
সিলেকোফ্লুরাইড	৪২৩
সিলিকেটা	৪২৩
হাইপোকসফোবাস	*৪২৪, ৫৪, ৩২৯, ৪৭৫
ক্যালথ-পেলাট্রিস	৪২৪
ক্যালমিয়া-লেটিফো	*৪২৫, ২২, ১৩২, ১০১০
ক্যালেডিয়াম	*৪২৭, ৮৪, ৯৬৯
ক্যালেলুলা-অফিসিনেলিস	*৪২৮, ৫৬, ২৫৭, ১০২৮, ১০৮৮
ক্যালোট্রোপিস-জাইগাণ্টিয়া	৪২৯
কেলি-অকজেলিকাম	৫০০
আসেনিকাম	৫০০
আয়োডেটাম বা হাইড্রো	*৫০১, ৬, ১২১, ২২৭, ৩৬৫, ৯৫১
অ্যাসিটিকাম	৫০৬
কার্বনিকাম	*৫০৬, ৪৫, ৫৮, ১০৭, ১৪১, ২৩১, ২২৫, ৬৪৫, ৭৬৪, ৮৬৭, ৯২৪, ৯৩৯, ১০৩১, ১০৭৬

কেলি-ক্লোরিকাম	৫১৩
ক্লোরোসাম	৫১৪
টার্টারিকাম	৫১৬
টেলুরিকাম	৫১৫
নাইট্রিকাম	৫১৫
পার্মেজানিকাম	৫১৬
পিক্রিকাম	৫১৭
ফসফোরিকাম	*৫১৭, ১০৪৬
ফেরোসায়ানেটাম	৫১৯
বাইক্লোরিকাম	*৫২০, ৬, ৪৫, ১২৫, ৮০৭, ৯৫২
ব্রোমেটাম	*৫২৫, ৬১, ৮৪, ১০৭, ২৮৯, ৪৩২, ৪৬০, ৫৫২, ৯৫৫, ৯৯৪, ১০১০
মিউরিঘেটিকাম	৫২৮
সাইট্রিকাম	৫৩০
সালফিউরিকাম	৫৩০
সালফিউরেটাম	*৫৩৩, ৪৪৭, ৫২৪
সায়ানেটাম	*৫৩৩, ২২৩
সেলিসাইলিকাম	৫৩৪
ক্যাষ্টর-ইকুই	৫৩৪
ক্যাস্টেনিয়া-ভেস্কা	৫৩৪
কেষ্টোরিয়াম	৫৩৪
ক্যাস্কারা-স্কাগ্রাডা	৫৩৫
ক্যাস্কাবিলা	৫৩৫
ক্রিয়োজোটাম	*৫৩৬, ২৭, ১১৫, ৩৭২, ৬০, ৬৬৯, ৮৭, ৯৫৬, ৯৮৮, ৯৯১, ১০১৫
কেরোসোলিনাম	৫৩৯
ক্র্যাটিগাস-অম্লি	*৫৪০, ৬৪৫
কোকাস-স্ট্রাইভাস	*৫৪০, ১৩৭, ১৫২, ২৫৮, ৬৮৮, ৭৪৩, ৭৬৫, ৭৮৮, ৯৮৯
কোটন-ক্লোরেল	*৫৪২, ৬৫১
কোটন-টিগ্লিয়াম	*৫৪৩, ১৮, ২৫, ৬৬১, ৯৮২, ১০৬২
কোটেলাস-ক্যাস্কাভেলা	৫৪৬
হরিডাস	*৫৪৬, ১০৭৬

ক্রিমেটিস-ইবেক্টা *৫৫০, ২৩০, ২৫৪, ৪৪৬,
১০৫৬

ক্রোবাম ৫৫২

ক্রোবেফুর্মাম *৫৪২, ২২৩

ক্যাসটোফ্রিয়াম ৮৫১

ক্রোয়ালাম ৫৪১

গলথেরিয়া *৫৫২, ৭০৭

গসিপিয়াম ৫৫৩

গুয়ারিয়া ৫৫৩

গুয়াকো ৫৫৪

গুয়াকাম *৫৫৫, ৩৬২, ৪২৪

গেটিসবার্গ-গুয়টাব ৫৫৭

গেডার্স-মরহুয়া ৫৫৭

গুয়াকোজিয়া *৫৫৮, ৫৬১

গ্যালিয়াম-এপেবাহন ৫৫২

গ্যাপেগা *৫৫২, ৮৫

গ্যাপ্টেন ৫৫২

গ্রিগেলিয়া-বোবাটা ৫৫২

গ্রাটিওলা-অফিসিগালিস *৫৬০, ৩৩৬

গ্র্যানিটাম ৫৬১

গ্র্যাফাইটিস *৫৬২, ১৪২, ১২৩, ৩২৫, ৩২৭,

৬৮৬, ৭২২, ৭৩০, ৭৫৬, ৯৫৫, ১০৩২,

১০৭৫

গ্রেনিয়েম *৫৭০, ২২২, ১০৪০

গোলোস্ত্রিনা ৫৭২

গ্লিসিরিয়াম ৫৭২

গাউল-মুগরা ৫৭৩

চায়না বা সিনকোনা *৫৭৩, ৪৮, ৭৩, ৮৮, ১২৮

১৪১, ২০১, ২০২, ২৭৬, ৩১৮, ৩৩৪,

৩৫৬, ৩৮৪, ৭৩, ৫৭, ৮৮, ৯২৩,

৯৩৯, ১০৪১, ১০৪৭, ১০৭৮, ১১২৩

চাউরা-বলিভিয়ানা ৫৮০

চিকিৎসাস-ভার্কিনিকা *৫৮১, ৫৮৮

চিনিমাস আসেনিকাম *৫৮১, ৫৭৮

কেরো-সাইটিসাম ৫৮৩

চিনিমাস-মিউরিয়টিকাম ৫৮৩

„ সালফিউরিকাম *৫৮৩, ৫৭৮

„ আলিসিলিকাম ৫৮৪

চিমফিলা-আপেলোট *৫৮৫, ৪৪৬, ৯২১

„ ম্যাকুলেট ৫৮৫

চেইরেশাস ৫৮৬

চেনোপোডিয়াম-আপেল বা

সিনা-আমেরিকানা *৫৮৬, ৪১৫, ৫৮৮

চেনোপোডিয়াম-ভালভারিয়া *৫৮৭, ১০১২

চেনোপোডিয়াই-ব্র-কাই-আফিস *৫৮৭, ৫৮৬

চেলিডোনি ৫৮৭

চেলিডোনিয়াম-মেজাজ *৫৮৭, ৬, ১৫৩, ৭৬৬,

৫৮৬, ৬৪৬, ৯২৪, ৯২৭, ১০২৭

চেলোন-থারা ৫৯১

চ্যুপাবো-আমার্গসো ৫৯১

ডনিসা-অশোকা *৫৯১, ৭৩২

ড্রিসিনাম ৫৯২

ডানকাস-এফিউসাস ৫৯২

ডক্সিসিয়া-অ্যাপাটোডা ৫৯২

জিকাম অক্সিডেটাম ৫৯২

„ অস ৫৯৩

„ অ্যোড ৫৯৩

„ অ্যাসেটিকাম *৫৯৩, ৫৯৫

„ কার্বনিকাম ৫৯৩

„ পিক্রিকাম ৫৯৩

„ ফসফোবিকাম ৫৯৪

„ ব্রোমেটাম ৫৯৪

„ ভ্যালেরিয়ানিকাম ৫৯৪, ২৫৮

„ মিউরিয়টিকাম ৫৯৫

„ মেটাক্রিকাম *৫৯৫, ৮৭, ৯৪, ২৯২, ৪০৮,

৫১০, ৬৬৭, ৯৭৫, ৯৯১, ১১১০

„ সালফিউরিকাম ৬০০

„ সায়েনেটাম ৬০০

জিজিয়া-অরিয় *৬০০, ২৫২, ৭৩১

জিজিবার-অফি *৬০১, ৯২৪

জিন্সেড	৬০২
জিমনিয়া	৬০২
জিমনোক্রেডাস	৬০৩
জিরেনিন	৬০৩
জিরেনিয়াম-ম্যাকুলেটাম	*৬০৩, ৭৩, ৫৭৬
জিলেটিন	৬০৪
জিয়া	৬০৪
জিয়া-ইটালিকা	৬০৪
জিয়াম-রাইভেল	৬০৪
জুগলানডিন	৬০৪
জুগলানস্-ক্যাথাবটিকা বা সিনারিয়া	*৬০৪, ৫৮২
জুগলান্স-বিজিয়া বা " নাক্স-জুগলান্স	৬০৫
জুনিপেবাস-কমিউনিস	৬০৬
" ভার্জিনিয়ানাস	৬০৬
জেকুইরিটল	৬০৬
জেকুইরিট আব্বাস	৬০৬
জেনসিয়ানা-কুইনকুইট	৬০৬
" জুসিথেটা	৬০৭
" লুটিয়া	*৬০৭, ৪১
জেলসিমিয়াম	*৬০৮, ১২, ২৪, ৭৭, ১৬৬, ১৭৪, ২৮২, ৩০১, ৩৬২, ৫৬০, ৭৮৪, ২৪৪, ১০৫৬
জেনিষ্টা	৬১৩
জেসমিনাম	৬১৩
জেলোপা	*৬১৪, ৪৫৪, ২২২
জ্যাকারান্ডা-কারোবা	৬১৪
" গুয়ালাণ্ডাই	৬১৪
জ্যাট্রোফা-ইউরেন্স	*৬১৫, ২৪৬, ২৮১
" কার্কাস	৬১৪
জ্যানথকজাইলাম	*৬১৫, ৬৭, ৩৬১, ৭৩২
জ্যাবোবেণ্ডি	৬১৭
টক্সিকোফিস	৬১৭
টলো	৬১৭

টরুল্লা	৬১৮
টাইনোস্পোদা-কর্ডি	৬১৮
টার্গারা-অ্যাক্রোডিসিয়াকা বা ড্যামিয়ানা	৬১৮
টারপিন-হাইড্রেট	৬১৮
টিউক্রিয়াম-মেরাম-ভেরাম	*৬১৯, ১০১২
" স্কেরোডোনিয়া	৬২০
টিটানিয়াম	৬২২
টিলিয়া-ইউরোপিয়া	*৬২০, ১০৩০
" ট্রাইফোলি	৬২১
টসিলেগো-ফ্রেগ্নেনস্	৬২২
টসিলেগো-পিটাসাইটিস	৬২২
" ফাবকাবা	৬২২
টেক্সাস-ব্যাঙ্কেটা	৬২২
টেট্রাডাইমাইট	৬২৩
টেনাসেটাম	৬২৩
টেমাস	৬২৩
টেরাপিনা	৬২৩
টেরিবিঙ্কন	*৬২৩, ৪৩৫, ৪৪৭
টেল-অ্যারানিয়াম	৬২৫
টেলিউবিয়াম	*৬২৫, ৭৩০, ১০৩২, ১০৪৮, ১০৭০
টোষ্টা-প্রিয়ারেটা	৬২৬
ট্যাক্সিনিয়া	৬২৬
ট্যাবাকাম	*৬২৬, ১১৪, ২৬২
ট্যাবেটুলা-ফিউবেলিস	*৬২৮, ২৪২
" হিসপানিয়া	*৬৩০, ৫০, ৮৭, ২, ২৫২, ৩৩৬, ৫৩১
ট্যাবাকসেকাম	*৬২৮, ৭৩০
ট্রাইফোলিয়াম-প্র্যাটেন্সি	৬৩২
" রিপেনস্	৬৩২
ট্রিভিডিয়াম	৬৩৩
ট্রাইওষ্টিয়াম	৬৩৩
ট্রাইকোসেস্টিস	৬৩৪
ট্রাইকনোস-গলথেরিয়ানা	৬৩৪

ট্রাইমৈথিলামিনাম	৬৩৪
টি টিকাম-রিপেশস	৬৩৪
• টিলিয়াম-পেণ্ডুলাম	*৬৩৪, ১৩, ২৭৬, ৫৭৫, ১১২৩
ট্রেকিনাস	৬৩৫
ট্রেডসকেটিয়া	৬৩৫
• উরিফোরা	৬৩৬
ডলিকাস	*৬৩৬, ১৫৫
ডায়াক্সোরিয়া-ভিল্লাসা	*৬৩৭, ১৬৯, ৩৬৪, ৭৩৯
ডারকা-প্যালাইস	৬৩৮
• ডালকামারা	*৬৩৯, ২০১, ৩৬৮
• ডিউবৈসিয়া	৬৪২
ডিক্টেমনাস	৬৭২
ডিজিটকসিনাম	৬৭৩
ডিজিটেলিন	৬৪৩
ডিজিটেলিস	*৬৪৪, ৪৬, ১২৮, ১৪১, ২৭১ ৪৪২, ৫৬০, ৭৯২, ৮৫৪, ১০৩৪, ১০৫২, ১১১২
• ডিফ থিরিনাম	৬৪৭
• ডাক্কিনি-ইণ্ডিকা	*৬৪৮, ২৩১
• ড্যামিয়ানা	৬৪৮
ড্যাটুয়া-আরবোরিয়া	৬৪৮
• ডেরিস-পিনেটা	৬৪৯
• ড্রোসেরা	*৬৪৯, ১১১, ৩২৯, ৩৩৯, ৪৪২
থাইইল	৬৫১
থাইমাস-গ্যাণ্ড	৬৫২
• " সার্পাইলম	৬৫২
থাইরয়েডিনাম	৬৫২
থালিয়াম	৬৫৪
• থ্রিওসিনামিনাম	৬৫৪
• থিবেইনাম	৬৫৫
• থ্রিমা-চিনেন্সিস	৬৫৫
থিরিডিয়ন	*৬৫৬, ৪১৬
থ্যাসথীয়াম-অরিয়ম	৬৫৭

(জিজিয়া প্রভৃতি)

থ্যাসপিবারা-প্যাসটোরিস	৩৫৭
থুজা-অকসিডেটালিস	*৬৫৮, ২৫৪, ৪৪৬, ৪৭৪, ৭৩১, ৯২১, ১০৪১, ১০৭৪
নাইটি-স্পিরিটাস ডালসিস	*৬৬৩, ২০৪, ৩২০, ১১১১
নাক্স-জুগলান্স বা	জুগলান্স-বিজিয়া
নাক্স-ভমিকা	*৬৬৫, ৬১, ৮৮, ১০২, ১০৩, ১৫৩, ১৮৫, ২০১, ২১৮, ২৩১, ২৬৪, ২৮৯, ২৯১, ৩১৮, ৪০০, ৪৭৬, ৭৭৭, ৫৮৮, ৬৪০, ৬৪৫, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৮৫৮, ৮৬৫, ৯৬২, ৯৭৭, ৯৮১, ১০০০, ১০০২, ১০৭৫, ১০৯১
নাক্স-মস্কেটা	*৬৭৬, ১৪১, ২৫৭, ৩২০, ৪৩৫
নাক্স-কোটিনাম	৬৭৯
নাসিসাস	৬৭৯
নিউমোক্সিন ও নিউমোটক্সিন	৭৫৪
নিকট্যান্থিস-আবপটিসটিস	৬৮০
নিকোটিনাম	৬৮০
নিকোলাম-মেটালি	৬৮১
" সালফিউরিকাম	৬৮২
নিফিবা ওডোরেরটা	৬৮২
নুফাণ লুটিয়াম	*৬৮২, ৮৪, ১৬৯, ৭১৩
নেবটেন-গ্যা-অ্যামেরা	৬৮৩
নেকটিয়ানিনাম	৬৮৪
নেগাণ্ডিয়াম অ্যামেরিকান	৬৮৪
নেট্রাম-আসেনিকাম	৬৮৪
" অ্যামোড	৬৮৫
" কক্কিনিকা	*৬৮৫, ১৪৩, ৩৭১, ৪০০
" কোলাইনিকাম	৬৮৯
" ক্রোরোটাম	*৭০৩, ৭০
" ক্যাকোডাইল	৬৮৯
" নাইটিকাম	৫৭৬
" নাইট্রোসাম	৬৯০

নেটাম-ফস্ফোবিকাম	*৬২০, ২০১
মিউরিয়টিকাম	*৬২১, ৬২, ৬৭, ১৩১, ১৩৬, ১৪২, ১২২, ২১৮, ২৩১, ২৪১, ২৪২, ৩০৩, ৩৭১, ৪৮৬, ৫১০, ৬৪৫, ৬৬০, ৬৮৭, ৭৪৭, ৯৩৯, ৯৭৫, ৯৭৭, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯৭, ১০১৫, ১০৪০, ১০৫৮, ১০৬৮-৬৯, ১০৭৪, ১০৮৫
সাল্ফিউরিকাম	*৭০১, ২৫, ৪৫, ১৬৯, ৩৪৮, ৪১৫, ৫৪৪, ৬৬২, ৭১২, ৮৬৭, ৯ ৮৮১, ১০৮৫
সাল্ফিউরোসাম	৭০৬
সাল্ফোক্যাবল	৭০৬
সিলেন	৭০৬
সিলিনিকাম	৭০৬
সিলিকাম	৭০৬
সিলিকোক্সোব	৭০৬
স্যালিসাইলিকাম	৭০৭
হাইপোক্সোরোসাম বা ক্সোবেটাম	৭০৭
ক্সাফ্যালোনাম	৭০৮
ক্সাফেলিয়াম পলিসিফেলাম	*৭০৯, ৩৬৫
পডোফাইলাম	*৭১০, ১৯, ১৬৯, ২৮১, ২৮৯, ৫৪৪, ৯১২
পলিগোনাম অ্যান্ঠিকিউলাব	৭১৫
পাণ্টেটাম	৭১৫
পার্সিকারা	৭১৬
পলিনিয়া-সবিলিস	৭১৭
পলিপোরাস-অফিসিউলি বা বোলোটাস-	
ল্যারিসিস	৭১৭
পলিপোরাস-পিনিবোলা	৭১৭
পলিনিয়া-ইউভেডেলিয়া	৭১৮
পপুলাস-ক্যাণ্ডিক্যাস	৭১৮
টিমিউলয়ডিস	৭১৮
পাইনাস-ক্যান্ডেন্সিস	৭১৯
লাক্সাটিয়ানা	৭১৯
সিলভেস্ট্রিস	৭১৯

পাইপার-নাইগ্রাম	৭২০
পাইপার-মেথিস্টিকাম বা কাভাকাতা	৭২০
পাইপারজিনম	৭২০
পাইমেন্টা	৭২২
পাইবাস	৭২২
পাইবারা	৭২২
পালমো-ভাল্পিস	৭২২
পাইবোজিনাম	*৭২৩, ৩৯, ২০৮, ৮১৪, ১০৪৫
পাকুড বা অথুথ	৭২৫
পাথোটারো	৭২৫
পাবটুসিন	৭২৫
পাবথিনিয়াম	৭২৬
পাবশিকবিয়া-ইউব্রেক্স	৭২৬
পাল্পেটিল	*৭২৬, ২৪, ৭২, ১১৩, ১১৫, ১৩৭, ১৫৯, ১৬২, ২৪৯, ২৬৮, ২৭১, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৮, ৩৭৯, ৩৯৯, ৪৩২, ১৪২, ৪৪৭, ৪১৫, ৪৯৬, ৫২৪, ৫৩০, ৫৫৬, ৫৬৮, ৫৯৭, ৬১১, ৬৬১, ৬৬৯, ৬৮৬, ৭২৯, ৭৩১, ৮৫৮, ৯৪০, ৯৫৫, ৯১২, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯৮, ১০০৮, ১০১০, ১০১৪, ১০৩৬, ১০৬৮-৩৯, ১০৫৬, ১১২৩
পাল্পেটিল-নাটেলিয়ানা	৭৩৭
প্লাসাম-অ্যাসেটাম	৭৩৭
আয়োডেটাম	৭৩৭
ক্রোমিকাম	৭৩৭
মেটালিকাম	*৭৩৮, ১৪৯, ৩১৬, ৩৬৯, ৭৪৭, ১০১৫
প্লাটেগো-মেজর	*৭৪১, ৪৫৬
প্লাটিনাম	*৭৪১, ৯৯, ১৪৩, ১৪৯, ২৫৭, ৩৯৬ ৬৮৬, ৮৭০, ৯৪৫
মিউরিয়টিকাম-নেটনে	৭৪৪
মিউরিয়টিকাম	৭৪৯
প্লাটেনাস	৭৪৪
পলিনিয়া-সোবিলিস	৭৪৫

প্যানক্রিয়াটিনাম	৭৪৫
প্যাপেভা	৭৪৭
প্যাপেভা	৭৪৫, (৪৬১ পৃ: ৩২)
প্যালোডিয়াম	৭৪৫
প্যারাফাইন্	৭৪৬
প্যারাইরা-ভাড়া	৭৭৭
প্যারিএটেরিয়া	৭৪৮
প্যারিস-কোয়ার্ট্রিফেলিয়া	*৭৪৮, ১০৭৫
প্যাসটিনেক	৭৫০
প্যাসিফ্লোরা-ইনকারনেটা	*৭৫০, ৩১২
প্লাম্বাস-স্পাইনোসা	৭৫১
„ পেডাস	৭৫২
„ ভার্জিনিয়ানা	৭৫২
পিওনিয়া	*৭৫২, ১২৩, ৫৬৭
পিকরোটমিন	৭৫৩
পিন্সলিকুইডা	*৭৫৩, ১০৭, ৪১৬, ৪২৩
পিউমাস-বল্ডাস	৭৫৪
পিচি	৭৫৪
পিলোকাপিন-মিউব	৭৫৪
পেডিকিউলাস	৭৫৫
পেডিকিউলারিস-কানা	৭৫৫
পেনথোরাম	৭৫৫
পেট্রোলিয়াম	*৭৫৫, ১৬৪, ১৬৯, ১৭০, ৫৬৪, ৫৬৬, ৬৬২, ২৬৮, ১০৬৬
পেট্রোসেলিনাম	*৭৫২, ৪৪৬, ৮৫৮
পোথোস-ফিটিডাস	৭৫২
প্রোপাইলেমিন	৭৬০
প্রোটোরগল	৭৬০
প্রিমিউলা-অবকণিকা	৭৬০
ফেবিনোসা	৭৬০
„ ভেরিস	৭৫১
ফুসুফোরাস	*৭৬১, ৪৩, ৭৩, ৮৮, ১১৮, ১৫৩, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৭, ২০১, ২০৩, ২৭১, ২৭৩, ২২৬, ৩১৮, ৩৩৪, ৩৬৯, ৩৮৫, ৪১৩, ৪৪২, ৪৭০, ৫১০, ৫৩৯, ৭০২, ৭৩৩, ৯৮০, ৯৯৪, ৯৯৫, ১০০২, ১০৪০, ১১২৩

ফসফোরাস-পেন্টাক্সোরাইড	৭৭০
„ হাইড্রোজেনেটাস	৭৭০
ফসফিকা-কফা	৭৭০
ফসফালিন	৭৭১
ফাইসালিস	৭৭১
ফাইটোলক	*৭৭১, ৩২, ১২৪, ৪২৬, ২২৫
„ বেরি	৭৭৪
ফাইসসটিগমা	৭৭৭
ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস	*৭৭৪, ৫৬৭, ৭৭৩
ফিকাস-বিলিজিৎস' (অথবা)	*৭৭৪, ৭৩, ২৭১, ৫৭৬, ৭৬৫
ফেনল	৭৭৫
ফিউলিগো লিগনি	৭৭৫
ফিউসিনা	৭৭৫
ফিলিক্সমাস	৭৭৬
ফেগাস	৭৭৫
ফেল ট্যাউবি	৭৭৫
ফেকলা মউকা	*৭৭৬, ৩৩৬
ফেল্যাগিঃ যাম	*৭৭৬, ৩৪, ৪২৪, ৪৪২
ফেসিওলাস-নানা	*৭৭৭, ৬৪৫
বা	
ফেসিওলাস-ফনগাবিন	
ফেরাম-অ্যায়োডেটাম	৭৭২
„ ফারসে নিকাম	৭৭২
„ অ্যাসেটিকাম	*৭৮০, ৩৩০, ৪১৩, ৭৮৮
„ কার্বনিকাম	৭৮০
„ টার্টারিকাম	৭৮০
„ পাইরোক্স	৭৮০
„ পারফাইটিঃ কাম	৭৮০
„ পিক্রিকাম	*৭৮১, ৩৭১
„ -পোটেক্সালেটাম	৭৮১
„ ফসফোরিকাম	*৭৮১, ৯৮, ২৮২, ৩০১, ৪০২, ৬৮২, ৭৩০, ৯৫৭, ১০৭২
„ ব্রোমেটাম	৭৮৬

ফেরাম-ম্যাগ্নেটিকাম	৭৮৬
„ মেটালিকাম	*৭৮৬, ২৫, ১২৮, ২৭০, ৩১৮, ৩৩০, ৫৭৬, ৭৬৫
„ মিউরিয়েটিকাম	*৭২০, ৩৩০
„ সাইট্রিকাম	*৭২০, ৭৮৮
„ সায়ানোটাম	৭২০
„ সাল্ফিউরিকাম	৭২০
„ স্ট্রকনিয়া	৭৮৮
ফ্যাসোফাইরাম-ইস্কেউ	৭২১
ফ্যাবাইনা	৭০১
ফ্যালোভিয়াম	৩৪
ফ্র্যাগেরিয়া	*৭২১, ৮৫
ফ্র্যাসিওলাস	৭২১
ফ্রানসিসিয়া	৭২২
ফ্রাঙ্কলা	৭২৩
ফ্রাঙ্কিনস-আমেরিকানা	৭২২
ফ্রোনিডজিন	৭২২
বাজা	৭২৪
বার্কারিস-অ্যাকিউ	৭২২
বার্কারিস-ভালগাবিস	*৭২৩, ৬২৪, ৭৪৮
বালসাম-পেরুভিয়েনা	*৭২৫, ৩৩০
বালসামাম-টলুটোনাম	৭২৫
বিউফো	*৭২৭, ৩৩, ৩৩০, ৩৩৬, ৫৪১, ২৬২
বিসমাথ	*৭২৫, ৫৩২
বুচু	৭২৮
বেনজিনাম	৭২২
„ নাইট্রিকাম	৭২২
বেলেড্রোনা	*৮০০, ৭৭, ১০৩, ১৪১, ১৮৩, ২৬১, ২৭২, ২৯৮, ২৯২, ৩১৬, ৪৫৪, ৪৬০, ৪৮৩, ৫৫১, ৫৭১, ৫৭৬, ৬১১, ৮১৪, ৯৩৮, ৯৪২, ৯৫১, ৯৬৮, ৯৬৯, ১০১০, ১০২৩, ১০৯০, ১০৯২, ১০৯৩, ১১১০, ১১১৫, ১১২৩
বেলিসপেরিনিস	*৮০৫, ৩৬
বোগম্যানসিয়া-ক্যানিডিডা	৮০৬

বোথরপস-ল্যানসিয়োলোটাস	৮০৬
বোম্বাইক্স	৮০৬
বোরাঙ্ক-ভেনেটা	*৮০৮, ৭২৭, ১০৬৮
বোভিষ্টা	*৮০৬, ৩৪, ১৪৩, ১৫০, ২৩১, ৩৬৪
বোভিনাম	৩৭২, ৬৬৭
বোলেটাস-ল্যারেসিস	৮১০
„ অ্যাটোনাস	৮১১
„ ল্যারেসিস	৮১০
বণ্টলিনাম	৮১১
ব্যাপটিসিয়া-কনফিউসিয়া	৮১২
„ টিংটোরিয়া	*৮১২, ৩৮, ৬২, ২০৩, ২১৩, ৩২০, ৭২৩, ৯০৪, ৯৪৪, ৯৮৮, ১০০৭, ১০৪৫, ১১০৮
ব্যানাইটা-আষোভেটা	৮১৬
„ অ্যাসেটিকা	৮১৭
„ কার্বনিকা	*৮১৭, ৮৪, ১১৩, ১৪১, ৩৬৯, ৩৯৭, ৪৮৭, ৬৩৯, ৯৩৯, ৯৭৮, ১০৪৩, ১০৪৭, ১০৯০
„ মিউরিয়েটিকা	৮১৯
ব্যাভিয়েগা	৭৯৮, ৭৭৮
ব্যাসিলিনাম-টিউবারকুলিনাম	*৮২১, ৫৪, ৬২, ৬৮, ১৩১, ১৬০, ৯৭৫, ১১১৮
„ টেপ্তিয়াম	৮২৩
ব্রাক্সিটিস-রিপেন্স	৮২৫
ব্রাটা-আমেরিকানা	৮২০
„ ওরিয়েন্টালিস	৮২০
ব্রাঙ্কা-আসিনা	৮২৬
ব্রসিয়া	৮২৬
ব্রাইয়োনিয়া-আল্ফাম	*৮২৬, ৪৭, ৭২, ৭৭, ১২৮, ১৬৩, ১৬৯, ২১৩, ২৩৯, ৩০১, ৪০৮, ৪৩৬, ৫০৮, ৫৮৮, ৬৬৭, ৬৯২, ৭০২, ৭১২, ৭৩১, ৭৩৩, ৭৭২, ৭৮২, ৮০৯, ৮১৪, ৮৬৪, ৯৩৮, ৯৫১, ৯৫৫ ১০৫০, ১০৫৯, ১০৭৬

ক্রোমিয়াম	*৮২৩, ৩২৭, ৭০২, ৯৯১
ভাইবার্গাম-অপুলাস	*৮৩৫, ১০৩৫, ১০৭২
প্ৰুনিফোলিয়াম	*৮৩৬, ১৮৭
ভাইপেবা	৮৩৪
ভারভাসুকাম-থ্যাপাস	*৮৩৭, ১৮৭, ৬৫০
ভারবেনা	৮৩৮
ভায়োলা-প্ৰডোরেটা	*৮৩৬, ৩৬২, ৫৬৫
টাইকোলীর	৮৩৬
ভিন্কা-মাইন	*৮৩৮, ৫৬৭
ভিন্সটক-সিকাম	৮৩৯
ভিসকাম-আল্‌বাম	৮৪০
ভিটাম	৮৪০
ভেরেটিন	৮৪২
ভেরেটিনা	৮৪২
ভেরেটাম-আল্‌বাম	*৮৪২, ১৮, ৪৯, ১২০,
	*৮৪২, ৩৫৬, ৩৬৪, ৩৮৩, ৪০৬, ৪৫৭,
	৭৩১, ৯০৯, ১০০৭-৮, ১০৪০, ১০৭৪
ভিবিডি	*৮৪৭, ৭৮, ৮০৪
ভেরোনল	৮৪৯
ভেস্পা-ক্র্যাভো	৮৪৮
ভেসিবেলিয়া	৮৪৯
ভ্যাক্সিনিয়া-মাপটিলাস	৮৫০
ভ্যানিলিন	৮৫০
ভ্যামেডিয়াম	৮৪২
ভ্যামিওলিনাম ও ভ্যাক্সিনিলাম	*৮৪০, ৯৬০
ভ্যালেরিয়ানা	*৮৪১, ২৫৮, ৩১৫, ৩৬৫
মস্কাস	*৮৫০, ১৩১, ২৫৭, ৬৪৫, ৯৭৪
মফিনাম	*৮৫২, ২৫৭
মাইওসোটাস	*৮৫৪, ৪২৪, ৯৫২
মাইকানিয়া	৮৫৪
মাইক্রোমেথিয়া	৮৫৪
মাইগেল-ল্যাসিডোরা	*৮৫৩, ২৫৮, ৮৭
মাইরিকা	৮৫৪
মাইরিকা-সেরিফেরা	৮৫৪
মাইরিসটিকা-সেরিফেরা	৮৫৫

মাইমোসা	৮৫৫
ম্যাটাস-কমিউনিস	*৮৫৬, ১০৭, ৪১৫, ৪২৪
মাতার	৮৬০
ম্যাকিউবিয়াস-অরেটাস	৮৫৬
ম্যাসেটিকাম	৮৫৬
করোসাইভাস	*৮৫৭, ৬৮, ১৯১, ৪৪২,
	৪৪৬
ক্যামোকেলি	৮৫৯
ডালসিস্	৮৫৯
ট্যানিকাস	৮৬০
নাইট্রোসাস	৮৬০
পেবেনিস	৮৬০
প্ৰিসিপিটেটাস-কবার	৮৬০
প্রোটো-আথোড	৮৬১
ফস্ফোরিকাস্	৮৬২
বিন-আথোডেটাস	৮৬২
ব্রোমেটাস	৮৬৩
সলিবিবিস হানেমানি	*৮৬৩, ৬, ২৪,
	১০৫, ১৫৫, ১৯২, ২৪৮, ৩৯৯,
	৭০০, ৭৪১, ৪৪২, ৫৬৫, ৬৬২,
	৬৬৮, ৮০৯, ৮৯২, ৯৫১, ৯৮০, ৯৯১,
	৯৯৫, ১০১৩, ১০১৭, ১০৭৬, ১০৫৬,
	১০৬৯, ১০৭৬, ১১১৫-১৬
সালফিউরিকাস্	৮৬৮
সায়ানেটাস	*৮৬৮, ১৮৭, ৭৭২, ৮৬২
মায়োসেটিস	
মিউরেজ-পারপিউরা	*৮৬৯, ১০৩৭
মিউকোটক্সিন	৮৭১
মিরবেন	৮৭১
মিকানিয়া	৮৭২
মিফাইটিসপিউ	*৮৭১, ১০৭৯
মিচেল-রিপেন্স	৮৭২
মিলিফোলিয়াম	*৮৭৩, ৭৩, ১৩৭, ১৬৭,
	২১১, ২১৬, ৪১৩, ৫৭৫, ৭৬৫,
	১০২৩, ১১২৩

মিলিপেডিস	৮৭৪
মিনিয়াহ্বেস-টাইফো	*৮৭৪, ৭৪২
মেজেরিয়াম	*৮৭৭, ১৬৪, ১২৪, ২০৭, ৫০৪, ৭৪৭, ২৫৬, ১০১৫
মেথল	৮৭৮
মেম্বা-পিপায়েটা	৮৭৭
পুলিজিয়াম	৮৭৮
মেডিকাগো	৮৭৮
মেডোরিনাম	*৮৭৮, ৬১, ১১৩, ১০১৩.
মেডুসা	৮৮৩
মেনিসপারমাম	৮৮৩
মেলিলোটাস	*৮৮৩, ১০৪৬, ১১২৩
মোমরডিকা-বালসেসিনা	৮৮৪
ক্যাবেনটিকা	৮৮৫
ম্যাকাবেজামিয়া-স্পিরেলিস	৮৮৫
ম্যাক্রোটিন	৮৮৫
ম্যাক্রোটিন-রেসিমোয়া	৮৮৫
ম্যাকুন	৮৮৫
ম্যাক্সেনিটা	৮৮৫
ম্যাক্সিয়াম	৮৮৬
ম্যাগ্নেসিয়া-কার্বনিকা	*৮৮৬, ১৫০, ৩৭২, ৪৭০, ১০৬২
ফস্ফোনিকাম	*৮৮২, ১৮৩, ৩৬০, ৬৭০, ৭৩২, ২১২, ২৮৮, ১০৫২
মিউরিয়েটিকাম	*৮২১, ১৪২, ৩৪৫, ৭৪৭, ২৮১
সাল্ফিউরিকা	৮২৩
ম্যাগ্নোদিয়া-গ্র্যাণ্ডিফোরা	৮২৪
ম্যাগ্নাস-আরটিফিসিয়ালিস	৮২৪
ম্যাগ্নানটিস-পোলাস-আরকটিকাস	৮২৫
অষ্টেলিস	৮২৫
পোলি-আম্বো	৮২৫
ম্যানিগ্বেস্টা-ইণ্ডিকা	৮২২
ম্যান্সিনেলা	*৮২৫, ৩২৬
ম্যাটিকো	৮২৬

ম্যানোনাম-অক্সাইডেট	*৮২৮, ১০২২
অ্যাসিটিকাম	*৮২৮, ৫২৪, ৭০২
মিউর	৮২২
সাল্ফ	৮২২
ম্যালেগুনা	৮২২
ম্যালেগিয়া-অফিসিনালিস	৮২৮
ম্যাহোনিয়া-অ্যাকুইফোলিয়াম	৮২৫
রডোডেণ্ড্রন (সাইবেরিয়ান মোজ)	৮২২
বাস-অ্যাবোমেটিকা	২০০
ম্যাড্রা	২০১
টক্সিকোডেণ্ড্রন	*২০১, ৩২, ৩৭, ৩৬, ৩৮, ৩২, ৪৩, ৪৭, ৭২, ১১১, ২১৩, ২৩২, ২৪৮, ২২৬, ২২৮, ৩২৬, ৩৩৫, ৩৬২, ৪৭৬, ৫১৬, ৬৩২, ৬৪০, ৬৩১, ৭২৪, ৮১৪, ২৬১, ২৭১, ২৮০, ১০৭০, ১০৭৬, ১০৮৮, ১১০৮, ১১২০
ডাইভারসিলাবা	২০৭
ভেনেটা	২০৭
ব্যাডিকানস্	২০৮
রিউম	*২০২, ১০৪৫
রিউমেক্স ক্রিসপাস	*২১১, ৭৭৫, ১৬২, ৬৫১, ৭১৬, ১০৪৭, ৭২২
অ্যাসিটোসা	২১১
অক্টিউসিফো	২১১
বিসবসিন	১১৪
বিসিনাস-কমিউটিস	*২০৮, ৮৫
কুটা	*২১২, ৩২, ৭২, ৮৭, ৪২৮, ২২২, ১০২৮
কুবিয়া-টিংকটোরিয়া	২১৪
রেডিম্যাসার্ডস-সলিউসন	২১৪
রেডিয়াম-ব্রোমাইড	২১৪
রোজা-ডেমাসিনা	২১৫
রোডিয়াম	২১২
রোবিনিয়া	২১৬
রানানকিউলাস-অ্যাকরিস	২১৬

স্থানানকিউলাস-ফ্রেমুলা	২১৬
„ গ্রেসিথালিস	২১৬
„ বীলবোসাস	*২১৭, ৫৮৩
„ দিপেনস	২১৭
„ সিলিওরেটাস	*২১৮, ৩২৭
• শ্যাটানহিয়া	*২১৮, ১২৩, ২২১, ৬৭
র্যাফেনাস-শ্রাটাইভাস	*২১২, ৩১৬, ৩৮৩, ৬৮৬, ২৬৬, ১০৩৬
লরোসিরেসস	*২২০, ৭৪, ৭৬৭, ২৪৮, ২২৫
• লাইকোপাসিকাস	২২০
লাইকোপাস-ভার্জিনিকাস	*২২০, ২৭, ৭৩, ৭০৭
লাইকোপোডিয়া	*২২১, ৪৭, ৮৪, ১১৩, ১৩৮, ২১২, ২৬১, ২৮২, ৩০১, ৪৫৪, ৪৭২, ৪৯২, ৫৬৬, ৫৮৮, ৬৪৬, ৬৬৭, ৬৭১, ৮০২, ২৩৮, ২৪০, ২৪২, ২৪৪, ২২১, ২২২, ১০০২, ১০২৭, ১০৪৫, ১০৪৬, ১০৬৮, ১১১০
লাইসিডিন	২২৭
লাইসিন	*২২৮, ২৪৭
লিউটিকাম	২২৮
লিউপিউলাস	২২৮
লিগনাম-ভাইটা	২৩১
লিনাম	২৩০
লিনারিয়া	*২৩০, ৪৪৫
• লিথিয়াম-কার্বনিকা	*২৭০, ৪৭২, ৪২২, ১০১৫
ক্লোরিকাম	২৩১
বেনজিকাম	২৩১
ল্যাকটিকাম	২৩১
• লিগ্টিস-স্কাইকেটা	২৩২
লিগিয়াম-টিগরিনাম	*২৩২, ৬, ৬১, ৬৩, ১০৭, ৩৪০, ৩৭২, ৪৩৩, ৮০৭, ৮৭০, ২৮৮, ২২৪, ১০৩৭, ১১০৫.

লেডাম-প্যালাসটার	*২২৮, ২২, ৬৫, ৭৩, ১১৩, ৩১৮, ৫৫৬, ২৫৭, ১০০১, ১০২৮, ১০৮৮
লেপটেণ্ডা	২৩২
লেমনামাইনর	২৩৩
লোবেলিয়া-ইনফ্র্যাটা	*২৩৩, ৪
„ ইল্লিনাস	২৩৩
„ কভিনেলিস	২৩৩
„ টিমিউলেনটাম	২৩৪
„ পারপিউরোসেস	২৩৪
„ সেকলেটা	২৩৪
লোলিয়াম-টিমিউলেনটাম	৩৬২
ল্যাক-ক্যানাইনাম	*২৩৪, ১০১, ১৮৭, ৩০১, ৩১৫, ৫২৪, ৫৫৬, ৬২৪, ৭৩৩, ৭৭৮, ২২৫, ২৩৮, ২৪০, ২৭৪, ১০১৪, ১০১৫, ১০৭৪
„ ডিক্লোরেটাম	*২৩৫, ৮৫, ২৬৪, ৭৩৬, ১০১৫
„ ফেলিনাম	২৩৫
ল্যাকটিউকা-ভাইরোসা	২৩৫
ল্যাক্তারিস-টিংটোরিয়া	*২৪৮, ২১২
ল্যাকেসিস	*২৩৬, ৫৫, ১০৮, ১৪২, ১৬৩, ১৮৫, ১৮৭, ২২৩, ২২৮, ৩০১, ৩১৫, ৪৩৩, ৫৪২, ২০৩, ২৩৪, ১০০২, ১০১৪, ১০৩১, ১০৭৫, ১০৭২, ১০৯০, ১০৯৪
লাথাইয়াস-শ্রাটাইভাস	*২৪২, ১
ল্যাক্স-একিউট্যাডিলাম	৪৫২
ষ্ট্যানাম-আয়োড	৫৪, ৫৫২
ষ্ট্যানাম	*২৫০, ২৬৭, ২২৮, ১০১৩, ১০৪৩
ষ্টিলিনজিয়া	*২৬১, ৫০৪, ১৭২
ষ্টিকটা-পালমো	*২৫২, ২৫২
ও	
টিগ্‌মেটা-মেডিসওজিয়া একই ঔষধ।	

টিকিনিয়াম	*২৬২, ২৭৫, ১০০০, ১০২১
" অস	২৬৩
" এট-ফেরি-সাইট্রেট	২৬৩
" ফসফোরিকাম	২৬৩
" পিউরম	২৬৩
" ভ্যালেরিয়া	২৬৫
টেলুরিয়া	২৬৫
ট্রুনিয়াম-কাকিনিক	*২৬৫, ১৭২, ৭৫২,
২১৩	
ট্র্যাফিম্যাথিয়া	*২৫৫, ৭, ৩৫, ২০২,
৩৬৭, ৪৫৪, ৪২৮, ১০৪, ৬৩২, ৬৬১,	
৬৮৬, ৭২২, ১০২৮, ১০৮৮	
ট্র্যামোনিয়াম	*২৬৭, ৮৭, ১০৮, ১৬৬,
২২২, ২৮২, ৪০৮, ৪৩২, ৮০৩, ৮০৭,	
৮৪৩, ২৩৭, ২৪৭, ২৭৩, ১০২০	
ট্রোয়ানথাস-ডিসপিডাস	*২৭৫, ৬৪৫
ট্র্যাফালোমিয়া	২৫২
ট্রিপটোকক্কিন	২৬৫
সাইকিউটা-ভাইরোসা	*২৭৫, ১৪১, ১৬৬,
২২২, ৬৭০, ৭৭৮, ২৮২, ১০২১	
সাইলিদিয়া	*২৭৬, ১১২, ১১৫, ১৪২,
২০৩, ১০০, ১২, ২২৭, ২৩১, ৪৩২,	
৪৫১, ৪৭১, ৫৮৫, ৫৬৭, ৬৫০, ৭০০,	
৭৫০, ২২২, ১০১৫, ১০৪৬, ১০৪৮,	
১০১৭, ১০৬৮, ১০৭৫, ১১১৬	
সাইক্লোমেন-ইউরোপোয়াম	*২৮৭, ১৬৬,
২১৮, ৩৪৩, ৭০০	
সাইক্লো লেকট	২৮৪
সাইপুপিডিয়া	*২৮৫, ১০৪৫
সাইডাস	২৮৫
সালফার	*২৯৩, ৩৩, ৫৬, ৬৩, ৬৮,
৮৫, ১২৮, ১৬২, ২৬১, ৩০৩, ৩৬৪,	
৬৭১, ৬৮৫, ৮১৬, ৪৪২, ৪৪৭,	
৪৭০-৭১, ৫৪৪, ৫৬৫, ৫৯৮, ৬৬৮,	
৭০২, ৭১২, ৭২২, ৭৩১, ৮০৫, ৯৭০,	
৯৭১, ১০৪০, ১১২০	

সালফার আয়োড	*১০০১, ৯৭৫
সালফিউরিক	১০০৬
সাদান	৯৮৬
সার্সিপ্যাডিয়া	*৯৯০, ৬২, ১০৭, ১৩১,
৫৪৭, ৬৬১, ৬৯২, ৮০২, ৯৯০, ৯৯৭,	
১০১৬, ১০৬৮	
সিগেলি বসিউটাম	*১০০৬, ৪৩, ৪৯,
১১, ১০৫, ৪ ৬, ৮৭৬, ৭৭৫, ৯৮৮,	
৯৯১, ১০৭২	
সিগেলোমিয়া	১০২২
সিজিডিয়া-সিগেলো	*১০১২, ২৭, ১৮২,
৭০৪	
সিমা	*১০১৭, ১৬৬, ১৭৩, ২০৪, ২৫৬,
৭৬১, ৫৫১, ৯১৫, ১০৬৮, ১০৯১,	
১১০৮	
সিনাপিস	১০২১
সিনাবেবি	৬৫০
সিনিসিও	১০১৭
সিনামোমাম	*১০২২, ১৩৭, ২৭৬, ১০৭৪
সিড্রন	*১০২২, ৩৬৩, ১০৭৫
সিট্রোবিয়া-আইল্যাণ্ডিকা	৯৮৬
সিপিয়া	*১০৩৩, ৬০, ৬৮, ১৪৯,
৩১৮, ৩৪৮, ৩৭১, ৪৪২, ৪৬০, ৫৫১,	
৬৬৬, ৬৭৩, ৬৮৬, ৬৮৮, ৭০২, ৮৭০,	
৯০২, ৯৭৮, ৯৫১, ৯৫৩, ১৯৫৬,	
১০৩৫, ১০৪৮, ১০৫৮, ১০৭০, ১১০৬	
সিফিলিনাম	*১-১২, ৬৮১, ৭৪০, ১০৮৬
সিবিয়াম অক্সালিকাম	১০২৩
সিবিয়াম-বনপ্র্যা গাই	১০২৪
" সার্পেটিস	১০২৪
সিরোস-ভার্জি	১০২৫
সিটাস-ক্যানাড্যান্সিস	১০২৫
সিমনোথাস	১০২৬
সিম্ফোরিকার্পাস	*১০২৮, ৫৩৯, ১০৪৮
সিম্ফাইটাম	*১০২৮, ৩৬, ৯২৯, ৬০৮৮

সিলফিয়াম-লাসিনিথেটাম	১০৬৬
„ সাইরেনেইকাম	১০৬৭
• সেক্সিসকটরট্রিক্স	১০৬১
সেট্রিয়া-টাগানা	১০৬২
সেনা	১০৬২
• সেনেগা	১০৬৩
সেলেনিথাম	* ১০৬২, ৩, ৮৯, ১০১, ৬৭০, ৭৮৫, ৯৯৬
সোবিগাম	* ১০৬৪, ১৬১, ১৬৯, ১৭০, ১৮৭, ৪৪২, ৪৮৬, ৫৬১, ৭১২, ৮০২, ৯২২
সোলেনাস-নাইগ্রাম	১০৬০
„ অ্যাসিটিকাম	১০৬১
„ ওলিয়ারিয়াম	১০৬১
„ ক্যাবোসিনস	১০৬১
„ টিউবেরো	১০৬৩
„ টিউবেরোসাম-ইথ্রো	১০৬২
„ ভেসিকুলারিয়াম	১০৬২
„ ম্যামোসাম	১০৬২
„ লাইক্টোপারিসিকাম	১০৬২
স্টেটলারিয়া-নোটোবিকোলিয়া	১০৬৩
স্টীলা-ম্যাপিটাইনা	১০৬৩
স্টাইজেলিয়া	* ১০৬৭, ৯৭, ১৩৬, ১৬৬, ২৬২, ৭৯১-৯৬, ৯৭৯
স্টাইপ্যাসিস	১০৬০
স্ট্রিগা-টোষ্টা	* ১০৬৭, ৮১, ১০৬১
স্ট্রালিস-নাইগ্রা	১০৬১
স্ট্রাকাম-ল্যাবটাস	১০৬৬
• „ অফিসিনেসি	১০৬৬, ৪৭২
স্ট্রাইনেবিয়া-ক্যানাডেসিস	* ১০৬৬, ৬২২, ১০৩০, ১০৫৮
স্ট্রাইনাবিনাম-টাটালিকাম	১০৬১
„ নাইটিকাম	১০৬৫
স্ট্রাটনাইন	

স্ট্রানিবিউলা	* ১০৬৭, ৪০৩, ৮০৯
স্ট্রাবল-সেক্সেলটা	১০৬৪
স্ট্রাবাইনা	* ১০৭১, ১৩, ৬৮, ২৭৫-৭৬, ৫৬১, ৫৭১, ৬৬২, ১০০৯, ১০৪১
স্ট্রাবাডিনা	* ১০৭৩, ৫৫, ১০৫৯
স্ট্রাকাম চাক	* ১০৭৭, ৭২১
স্ট্রাকাস-নাইগ্রা	* ১০৭৮, ৪৭২, ৪১১, ১০৬১
„ ব্যানা	১০৮০
স্ট্রাবাসিনিয়া-প্যাপিউবিয়া	১০৭৭
স্ট্রিগমেটা মেডিস	১০৮০
হাইড্রোকোটাইল-এসিয়াটিকা	* ১০৮০, ৭২১
হাইড্রাফিয়া-ম্যাক্সোসেন্স	১০৮১
হাইড্রোফোবিনাম	
• বা	
লাইসিন	১০৮৪
হাইড্রাফিন-সালফ	১০৮৫
হাইড্রাফিন	১০৮৬
হাইড্রাফিনাম-মিউবিয়টিকাম	১০৮৫
হাইড্রাফিন-ক্যানাডেসিস	* ১০৮১, ৫২২
হাইপারিকাম	* ১০৮৬, ৩৫, ২৬৪, ৪২৮-৯৯, ৮০৪, ১২৯, ৯১৭, ১০০৮
হাইপারিকামাস	* ১০৮৯, ৮৭, ১৪০, ১৬৬, ৩১১, ৩৩৬, ৬১১, ৮০৪, ৯৪৩, ৯৪৭, ৯৬৮, ৯৭০, ৯৭৪, ১০১০
হাইপোসিন হাইড্রোব্রোম	১০৮৬
হাইড্রোকোটাইল	০৮৬
হিউবা ব্রেজিলিয়েনসিস	০৮৬
হিউবোমা	০৮৭
হিউবাইন	০৮৮
হিপোজিনিনাম	০৮৯
হিপোজেনেস	১০০
হিমাটোবিলিন	১০২
হেলিওফোপিয়াম	১০১
হেলিকস টোষ্টা	১০০১

হেলমিনটোকরটাস	১১০১
হেলিয়াস	: ১১০১
হেলিবোরাস-নাইগ্রা	*১১০৮, ১২৮, ২২২, ৬৬৪, ৯৪০, ১০০২, ১০৩০
হিপাটিকা	১০২৮
*হিপার সালফিউরিস ক্যালকেরিয়া বা	
হিপার সাল্ফাব	*১১১৩, ৬, ৮১, ১০৩, ৫০৪, ৫৬৪, ৯৭৯, ৯৮০

*হিপার-সালফিউস-কেলিনাম	১১২২
*হিরাক্লিয়াম	১১২৫
হোয়াংনান	*১১২২, ৭২১
হোমিটসিয়া	১১২৫
হ্যামামেলিস	*১১২২, ৪৮, ৭৬, ১৬৬, ২৭১, ৪১৩, ৫৭৫, ১০২৩, ১০৫৬

চিকিৎসা প্রদর্শিকা

অগ্নিদাহ	১১২২
অজীর্ণ	"
অকুচি	১১৩০
অঙ্কনী	১১৩১
অণ্ডকোষ প্রদাহ	"
অন্তরুদ্বি	১১৩২
শিশুর অন্তরুদ্বি	"
অণ্ডকোষের হার্মিয়া	"
অন্তপ্রদাহ	"
অন্ত্রাবরোধ	"
অন্ত্রাবরোধ-ঝিল্লীপ্রদাহ	"
অন্ত্রের টিউবারিকিউ	১১৩৩
অণ্ডাল মূত্র	"
অণ্ডাল (গর্ভাবস্থায়)	"
অতিমূত্র	"
অতিরিক্ত ইন্ড্রিয় সেবার মন্দফল	১১৩৪
অতিরিক্ত:	"
অর্কদৃষ্টি	"
অনিদ্রা	"
অনিয়মিত রক্ত:	"
অল্পকম রক্ত:	"

অস্তিমকালের ঘড়ঘড়ানি	১১৩৮
অগ্রকৃত প্রসব বেদনা	"
অবরুদ্ধ যোনি	"
যোনির অর্কদৃষ্টি	"
অর্কদৃষ্টি	১১৩৬
অন্নরোগ	"
অন্ত্রের মধ্যে অন্ন প্রবেশ	"
অর্শ	"
অসাড়ে মূত্র	"
অস্থিরোগ	"
অস্থিরতা	"
অহিফেন বিবাস্ততা	"
আঁচিল	১১৩৮
আক্কেপ	"
আঘাত	"
মোচড়ানি	১১৩৯
খ্যাখ্লামি	"
আমূলহাড়া	"
আমূলে কড়া	"
আত্মিক অর বা টাইফয়েড	"
আমবাত	"

আর্মরক	১১৩২	খোলসউঠা	১১৪৫
অ্যাপেণ্ডিসাইটিস	"	খেচুনি	"
ইনফ্লেম্মা	"	গণ্ডমালা	"
পেটে বায়ু সঞ্চয়	১১৪২	গর্তপাত	"
উদরাময়	"	গর্ভাবস্থায়ের অবস্থা	১১৫৬
উন্নাদ রোগ	১১৪৬	গুটিকাদোষ	১১৫৭
উপদংশ	১১৪৭	গুণ্যবায়ু	১১৫৮
উন্টামুদা	"	গুহদেশস্থি	"
উদরশূল	"	গুহদ্বারের রোগ	"
খতুশূল	"	গোদ	১১৫৯
একজ্বিয়া	"	গ্রন্থির জ্বর	"
একজ্বর	"	গ্রন্থির বৃদ্ধি	"
একক্খিয়া	"	গ্রন্থির রোগ	১১৬০
ওলাউঠা	১১৫০	গ্রন্থিবাৎ	"
কচ্ছুবিষ	১১৫০	গ্যাক্স	১১৬১
কটিবাত	"	গৃহবোগ	"
কাটিন্ময়বাত	"	ঘষ	"
কঠিন ক্ষত	"	ঘামাচি	"
কর্ণপ্রদাহ	"	ঘাড় আড়ষ্ট	"
কর্ণের ভিতর কটকট করা	"	ঘোর নিদ্রা	"
কর্ণশূল	"	চক্ষু রোগ	"
কর্ণের নানাবিধ পীড়া	"	চুলকণা	১১৬৪
কজ্জ	"	ছুলি	১১৬৫
কামৌন্মোহ	১১৫২	জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা	"
কালশিরা পড়া	"	জরায়ু প্রদাহ	"
কালাজ্বর	"	জরায়ু রোগ	"
কাসি	"	জল বসন্ত	১১৬৬
হসিং কাসি	"	জ্বলাতক	"
কিডনির রোগ	১১৫৫	জিহ্বার রোগ	"
কুনথ	"	ঝিল্লি প্রদাহ	১১৬৭
কৃষ্ণরোগ	"	টাক পড়া	"
কোষ্ঠকাঠিন্য	"	ঠুনকো	"
কৃষ্ণি	"	ডিম্বকোষ প্রদাহ	"
খিলখরা	১১৫৫	ডেজুজর	১১৬৮
খুস্কি	১১৫৫	তরুণ নাসাসন্ধি	"

তুর্কণ সন্ধিবাত	১১৮২	প্রদব	১২০১
তাণ্ডব রোগ	"	প্রমেহ	"
তালুম্ব প্রদাহ	"	প্রলাপ	"
থ্যাঁতলাইয়া যাওয়া	"	প্রসবকাল ক্রেশ	"
দক্ষ	১১৯০	প্রসববেদনা	"
দাঁতেব বোগ	"	৭	"
দংশন	১১৯১	প্রসবান্তিক বোগ	১২০১
ধতুস্ত্রাব	"	পেগ	১২০৩
ধবল	"	ফুস্‌ফুস্‌বেষ্টপ্রদাহ	"
ধমনীৰ অঙ্গদ	"	ফেটিক	"
ধমনীৰ বোগ	১১৯২	ক্রমবর্ধনশীল উৎকট রক্তাক্ততা	১২০৪
ধাতুদৌৰল্য	"	বদ্ধিত প্লীহা	"
ধনুভঙ্গ	"	বক্ষ্যাহ	"
নাসিকাবোগ	১১৯৩	বমন	"
নিউমোনিয়া	১১৯৫	বমনোচ্ছ	"
জাবা	"	বদন্তবোগ	১২০৫
নিষ্পন্দন বায়ু	"	বহুমূত্র	"
পচাজ্বর	"	বয়স ফোড়া	"
পক্ষাঘাত	"	বক্ষশোথ	"
পাঁচড়া	"	বাঘী	"
পাকাশযেব শূল	"	বাত	১২০৬
পিণ্ডপাণ্ডুগী	"	বাতব্যাদি	"
পামা	১১৯৮	বায়ুনলীপ্রদাহ	"
পালাজব	"	বিমকোড়া	১২০৭
পূর্ণবাত	"	বিসর্প	"
পিকচক্ৰ অস্তিপ্রদাহ	"	বিমাদ বায়ু	১২০৭
পুৰাতন সন্ধিপ্রদাহ	"	বিসর্পাওয়া	"
পুষ্কেন স্থিতিকাবোগ	"	দাতুয়া	১২০৮
প্রস্‌বাস্তিক খেতপ্রাব	"	বৃকচাপা স্বপ্ন	১২০৯
পেশীচযেব শীর্ণতা	"	বুদ্ধি বৈকল্য	"
পোডানরাঙ্গা	"	বেবিবেবি	"
পৌনপৌনিক জ্ব	"	ব্যাধি কল্পনা	"
প্রসববেদনা	"	ব্রণ	"
প্রথম ঋতুশ্রাব	"	ভগন্দর	১২১০
প্রচ্ছন্ন ম্যালেরিয়া	১২০০	মচকান	"

মণ্যাইষ	১২১০	মেরুমজ্জার প্রদাহ	১২১৬
মদ্যামাস	"	মেরুমজ্জার অস্থির প্রদাহ	"
মলদ্বার চুলকাণি	"	মোহজ্বর	১২১৭
মস্তিষ্কাবরক	"	ম্যালেরিয়া জ্বর	"
বিলী প্রদাহ	"	যকৃত প্রদাহ	"
মেরুমজ্জার	"	যকৃতে ককট বোগ	১২১৮
গুটিকাদোষযুক্ত	"	যক্ষ্মাকাশ	"
মস্তিষ্ক রোগ	১২১১	যোনিক কোষাচ্ছাদিত অঙ্গদ	১২১৯
মাসক বিঘ	"	১৩ ৭মন	১২২০
মাটো ক্ষৌতি ও প্রদাহ	"	১৩ম্বর	"
মাটোর বোগ	"	৭দোনির্গাণ্ড	"
মুখমণ্ডলের স্নায়ুগূল	১২১২	৭জো বোগ	"
মুখের বিবিধ পীড়া	"	বক্শাব	"
মুখ শুষ্ক অথচ জল পিপাসা নাষ্ট	১২১৩	শিবদাড়া	"
মুত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহ	"	শিবাক্শয়ন	১২২২
মুত্রাশায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধি	"	শিবোঘর্ষণ	"
মুখশায়ী গ্রন্থি হঠাতে বাজার সময় স্রাব	"	শিবপ্রদাহ	১২২৩
মূত্ররোগ	"	শিব দোকল্য ও কল্পন	"
মূত্র রোগ	"	শিশুর অঙ্গনী	"
মৈদ বৃদ্ধি	১২১৬	অঙ্গনীয় প্রতিষেধক	"
মেরুমজ্জার উপদাহ	"	শিশুর অনিষ্ট	"
মেরুমজ্জার পক্ষাঘাত	"	শিশুর বিবিধ বোগ	১২২৪

